শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয়-ষট্‌ক।

সংস্কৃত ভাষ্য-সারসংগ্রহ, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ

এবং

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শাস্ত্রসমন্বয়ে লক্ষ্য রাখিয়া

প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্য-বোধ-প্রয়াস।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ,

আলোচিত।

প্রকাশক—শ্রীনন্দলাল রায় চৌধুরী,

"উৎসব-কার্য্যালয়,"

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮৩৫।

সন ১৩২০।

মূল্য ৪।০ চারি টাকা চারি আনা।

তৃতীয় ষট্‌কের বিজ্ঞপ্তি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, বোবাকে বক্তা করে, পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়, আমি সেই পরমানন্দ শ্রীমাধবকে—লক্ষ্মীপতিকে অভিবাদন করি।

বোবার কথা কওয়া যেমন অসম্ভব, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন যেরূপ বিশ্বাসের বিষয় নহে, সেইরূপ এই লেখকের গীতা আলোচনা শেষ করাও অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। তথাপি যখন শেষ হইল, তখন বলিতে হয়—এ বুঝি তোমারই কৃপা। তুমি আপনি শ্রীগীতাতে বলিয়াছ—

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

মানুষের মধ্যে গীতাশাস্ত্রালোচকের ন্যায় আমার অতি প্রিয়কারী আর নাই। তাহা হইতে আর কেহও আমার প্রিয়তরও এই পৃথিবীতে হইবে না। যে এই শাস্ত্র বুঝিতে চায়, শ্রীভগবানে তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, ইহাও তুমি বলিয়াছ। এই লেখকের কি তোমাতে অচল বিশ্বাস আছে যে, সে ইহা আলোচনা করিল? কৈ, ইহা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলে কৈ?

"দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি" ইহাও ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়! এই আলোচনায় যে পাঠ হইল, তাহাতে তুমি যে তুষ্ট হইলে, তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম কৈ?

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি! নিবসামি সদৈব হি ॥

যেখানে গীতার বিচার হয়, পাঠ, অধ্যাপনা এবং শ্রবণ হয়, হে পৃথ্বি! নিশ্চয়ই আমি সেখানে সর্ব্বদা বাস করি। বিশ্বাস করি, পাঠকালে তুমি নিকটে নিকটে থাক, "শৃণুয়াদপি যো নরঃ সোঽপি" ইত্যাদিতে, না বুঝিয়া শব্দমাত্র

শ্রবণেও তুমি সদ্‌গতি করিয়া দাও—এইগুলি বিশ্বাস করি, কিন্তু বিশ্বাসের বিষয়টি যদি ঠিক্ ঠিক্ অনুভবে আসিত, তবে কি হইত? এ সাধ কি পূর্ণ হইবে? সাধ ত সকলেরই হইতে পারে। ইহা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় যদি সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত কর, তবে আর বলার কি থাকে? এত বলিয়া আর কি হইবে? অন্তর্যামী তুমি, ইহাতে যে তোমার কৃপা আছে, সেইটি যদি স্পষ্ট অনুভব করাইয়া দিতে? আর কি বলিব—"তুমি প্রসন্ন হও" ইহা বলিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সমাপনান্তে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিয়া কি দিবে? তোমার অপার করুণা! তাই মূর্খও তোমার কাছে প্রার্থনা করে। যাহা করিলে ভাল হয়, তাই করাইয়া লইয়া ভাল করিয়া যে দিতেছ, তাহাই অনুভব করাইয়া দিও। হে প্রণতপ্রিয়! হে ত্রিলোক-মঙ্গল! হে শ্রীহরি! তুমি অকিঞ্চনের ধন। হে ভক্তিপ্রদ! হে মুক্তিপ্রদ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

শ্রীগীতাতে সর্ব্বশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার সকল উপায় এখানে আছে এবং শ্রীভগবানের সকল তত্ত্বই এখানে আছে।

শ্রীভগবানের তত্ত্ব শ্রীভগবান্‌ই প্রকাশ করিতে পারেন। মানুষের কি সাধ্য, তাহা আবিষ্কার করে?

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে তিনিই বলিতেছেন—

ন ভারতী মেহঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষাগতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥২॥৬॥৩২

হে অঙ্গ! হে নারদ! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। যেহেতু উদ্রিক্ত-ভক্তি-সহকারে আমার চিত্ত সর্ব্বদাই ভগবানে তদ্গত। কখনও আমার মনের মিথ্যা গতি বা চাঞ্চল্য হয় না। আমার ইন্দ্রিয়ও কখন অসৎপথে ধাবিত হয় না। তবে আমার কথিত বিষয় কিরূপে মিথ্যা হইবে?

সোঽহং সমাম্নায়ময়স্তপোময়ঃ
প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ।
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিত-
স্তন্নাধ্যগচ্ছম্ যত আত্মসম্ভবঃ ॥ ৩৩॥

আমি সমাম্নায়ময় -বেদময়, আমি তপোময়—তপস্যার আধার এবং প্রজাপতিগণের আদৃত পতি। নিপুণ যোগ অবলম্বনে সমাহিত-চিত্ত হইয়াও যাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি, সেই নারায়ণকে জানিতে পারিলাম না।

নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং
ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্।
যো হ্যাত্মমায়াবিভবঞ্চ পর্য্যগাদ্
যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ ॥ ৩৪ ॥

আকাশ যেমন আপনার অন্ত আপনি জানে না, সেইরূপ যিনি আপনার মায়া-বিভূতি—আপনার যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য আপনি জানেন কি না সন্দেহ, অপরে তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? সেই শরণাগতের সংসার-নিবর্ত্তক, সেই স্বপ্রেম-সুখপ্রদ, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় তাঁহার চরণে আমি প্রণাম করি।

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়ামোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥৩৫॥

আমি ব্রহ্মা, নারদ! তোমরা ও বামদেব, শ্রীরুদ্র—আমরাই যখন তাঁহার পারমার্থিক স্বরূপ জানিলাম না, তখন অন্য দেবতা তাঁহাকে আর জানিবে কিরূপে? তাঁহার মায়া-বিনির্ম্মিত এই বিশ্বকেও মায়ামোহিতবুদ্ধি আমরা আমাদের বুদ্ধির অনুরূপ মাত্রই দেখি—তাঁহার মায়ানির্ম্মিত প্রপঞ্চের একদেশ মাত্র প্রত্যক্ষ করি—সম্পূর্ণ পারি না। বল, তাঁহার তত্ত্ব জানিব কিরূপে?

তাই বলিতেছিলাম, ব্রহ্মাও যখন এই কথা বলেন, তখন মানুষের কি সাধ্য, শ্রীভগবানের তত্ত্ব আবিষ্কার করিবে? আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আত্মা সচ্চিদানন্দ, আত্মা অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽহক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলোঽবিক্রিয় ইতি—ক্রিয়াশক্তি প্রাণের, আত্মা অপ্রাণ; জ্ঞানশক্তি মনের, আত্মা অমনা; কোন উপাধি তাঁহাতে নাই বলিয়া তিনি শুদ্ধ শুভ্র; তিনি অক্ষর; তিনি জন্মাদি সমস্ত বিক্রিয়া-রহিত বলিয়া কূটস্থ অবিক্রিয়; এই আত্মা নিঃসঙ্গ; মানুষের আত্মাও এই নিঃসঙ্গ পরমাত্মাই, কারণ, শ্রুতিই বলেন—ব্যাপ্নুবতো বিষ্ণোস্তৎ

পরমং পদং বিষ্ণোঃ স্বরূপং বসতি তিষ্ঠতি ভূতেষ্বিতি—সর্ব্বব্যাপী সেই বিষ্ণুর পরম পদ—বিষ্ণুর স্বরূপ সর্ব্বভূতেই রহিয়াছে—তার পর সোঽহং, তত্ত্বমসি ইত্যাদি তত্ত্ব কোন মানুষে কখন খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। শ্রীভগবানের তত্ত্ব শ্রীভগবান্ আপনিই প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষের কার্য্য—মানুষ এই তত্ত্ব বুঝিতে প্রাণপণ করুক।

শ্রীগীতার তত্ত্ব আমরা তাঁহার শরণে আসিয়া বুঝিতে প্রাণপণ করি—ইহাই আমাদের কার্য্য। ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়া উঠা তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবে না।

আজকাল লোকে কতই প্রশ্ন করে। লোকে প্রশ্ন করে—এসব বুঝিয়া কি হইবে? যাহারা মুক্ত অথবা যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা এ প্রশ্ন করেন না বটে, কিন্তু যাহারা বিষয়ী, যাহারা বদ্ধ—অথচ মুখে ধর্ম্মকথা কহেন—আর যাহারা পামর, যাহারা আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদির অর্জ্জন রক্ষণে সদা ব্যস্ত, তাহাদের ত কথাই নাই—ইহারা বলেন, বুঝিয়া কি হইবে?

আজকালকার জগতের প্রধান প্রশ্ন—মনুষ্যজীবন কিসের জন্য? প্রশ্নটি ঠিক; কিন্তু ইহার উত্তরে আজকালকার সভ্যতা পৌঁছিতে পারিতেছে না। যেরূপ সাধনা করিয়া নিত্যসত্ত্বস্থ হইতে পারিলে এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর লাভ করা যায়, ততটুকু অন্তর্ম্মুখতা—ততটুকু পরিশ্রম আজকালকার লোকে করিতে বুঝি প্রস্তুত নহে। তাই কালধর্ম্মে এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর হইতেছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া নানাপ্রকার বিরোধী মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবাদ করিতেছেন। আবার সেই বিরোধী মতের কোন কোনটি দ্বারা ক্ষমতা-শীল ব্যক্তি সমাজ জাতি রাজ্য গঠন করিতে চাহিতেছেন। আজ জগতের সর্ব্বত্র যে অশান্তি তাহার মূলে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তরের অভাব দৃষ্ট হয়।

গীতা এই প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন। বেদাদিশাস্ত্রপ্রমুখ ভারতের অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র এই প্রশ্নের উত্তর করিয়া সেই মত সমাজ গঠন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখনও সেই জাতি, সেই সমাজ চলিতেছে। যদিও নানাস্থানে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঋষিগণের বিচার অমান্য করিয়া অন্যান্য জাতির আদর্শে প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু গীতার মত শাস্ত্র যতদিন না সমাজ হইতে অদৃশ্য হইতেছে, ততদিন তাঁহাদের কোন আশা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জগতের জন্য কর্ম্ম ও আত্মার উদ্ধার জন্য কর্ম্ম ঋষিগণ একসঙ্গেই করিতে বলিতেছেন; তাঁহাদের মতে আত্মকর্ম্ম বাদ দিয়া জগৎকর্ম্ম করা বৃথা পরিশ্রম। আজকাল-

ক্ষার মতে আত্মকর্ম্ম জন্য চেষ্টাই বৃথা পরিশ্রম। এই দুয়ের সামঞ্জস্য দ্বারাই মঙ্গল হইবে, নতুবা বিবাদ।

আজকালকার কোন সভ্য জাতি ভারতের শিক্ষা গ্রহণ করিতে না পারে। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, যতদিন জগৎ ভারতের এই অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স্ সমকালে অভ্যাসের শিক্ষা গ্রহণ না করিতেছে, ততদিন জগৎ কুপথেই চলিবে।

যে সনাতন ধর্ম্ম দ্বারা এই জাতি গঠিত হইয়াছিল, কালধর্ম্মে এই জাতির মনে সেই ধর্ম্মও পবিত্র থাকিতেছে না। ধর্ম্মের সেই গ্লানি দূর করিবার জন্য আবার তাঁহাকেই আগমন করিতে হইবে। যুগে যুগে ইহা হইতেছে।

শ্রীগীতার তৃতীয় ষট্‌কে আমরা শেষ শেষ সাধনার কথা বলিব, পূর্ব্বে ইহা অঙ্গীকার করা ছিল। এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা অতি সংক্ষেপে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় ষট্‌কের সাধনা বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করিতেছি। —

তুমি আছ। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুর ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা আছে, সেইরূপ তুমি চিরদিন সমভাবে আছ।

তুমিই আছ, আর কিছুই নাই। আর যাহা আছে বলিয়া দেখা যাইতেছে, তাহা মায়া-রচিত, তাহা ইন্দ্রজাল, তাহা চিরদিন থাকে না। স্বপ্ন যেমন স্বপ্ন-কালে মাত্র অনুভব হয়, সেইরূপ এই জগৎ অজ্ঞানকালে মাত্র আছে। যখন জ্ঞান হয়, যখন অজ্ঞানস্বপ্ন ভাঙ্গে, তখন জগৎ নাই।

যখন তুমিই আছ আর কিছুই নাই, তখন তুমি কি, কেহ জানে না। আর কেহই নাই, জানিবে কে ? এইটি তোমার আপনি আপনি ভাব। মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত জগৎ একটিমাত্র স্পন্দনে লয় হয়, সেই স্পন্দন আবার আপন পরম-পদরূপ উৎপত্তিস্থানে মিশিবার জন্য ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হইতে থাকে, সূর্য্যকিরণ সূর্য্যে মিশিবার জন্য ঊর্দ্ধমুখে চলিতে থাকে, যখন শক্তি-পর্য্যবসিত এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে প্রথমে নাদে, পরে সেই নাদ সেই চিরপ্রসিদ্ধ পরমপদের প্রবেশদ্বারস্বরূপ বিন্দুতে প্রবেশ করে, সেইকালে ব্যক্ত আর কিছুই থাকে না, একমাত্র অব্যক্ত অচিন্ত্য আপনি আপনি স্বরূপ পরমপদ মাত্র থাকেন। ইহাই অদ্বৈতাস্থিতি। যেমন সুষুপ্তি কি তাহা প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু সুষুপ্তিতে স্থিতিলাভ করা যায়, সেইরূপ আপনি আপনি রূপ তুরীয় কি, তাহা বলা যায় না, কিন্তু তুরীয়পদে স্থিতি লাভ করা হইয়া যায়।

পরে মণির ঝলকের মত যখন সেই পরম শান্ত অখণ্ড চিন্মণির ঝলক

স্বভাবতঃ ভাসে—যখন মায়া তাঁহাতে জাগেন, তখন তুমি যাহা হওয়ার মত বোধ হয়, তাহাই বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপে বিবর্ত্ত হইলে কি তোমার আপনি আপনি স্থিতির কিছু বিচ্যুতি হয়? না, তাহা হয় না। চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ সীমাশূন্য অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের একদেশে, এক অতি সূক্ষ্মবিন্দুপরিমিত স্থানে মায়ার তরঙ্গ উঠে। সূর্য্যকিরণে ত্রসরেণুর মত কত বিপুল বিশ্ব তখন তোমার একদেশে ভাসিয়া উঠে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মায়া দ্বারা একটা কাল্পনিক পরিচ্ছিন্ন ভাব যেন তোমাতে ভাসে, আর মায়া-তরঙ্গ যেন তোমাকে নাচাইয়া তুলে।

মায়ার বিচিত্র রঙ্গে সত্য সত্যই কি চলনশূন্য তুমি, তোমাতে কোন চলন হয়? তাহা হয় না। জলের চঞ্চলতাতে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব চঞ্চল হয়। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা কত বড়—তাহার প্রতিবিম্ব জলে ভাসে, তাহাই আবার চঞ্চল হয়, তাহাই আবার খণ্ড হয়—এই সমস্ত হইলেও সূর্য্য সূর্য্যই থাকেন; তিনি খণ্ডও হয়েন না, চঞ্চলও হয়েন না।

মনে রাখা হউক, একটি মহাকাশের মত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অতি সূক্ষ্ম কোন কিছু আছে। আকাশের মধ্যেই ঘর বাড়ী উঠিতেছে, বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত হইতেছে, চন্দ্রসূর্য্য উঠিতেছে, দিন রাত্রি হইতেছে, অনন্ত কোটি জীব চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, যুদ্ধ বিগ্রহ, মিলন বিচ্ছেদ, কাটাকাটি রক্তারক্তি, গাড়ী ঘোড়া, যাহা কিছু জাগতিক ব্যাপার—সবই মহাকাশের ভিতরে হইতেছে, অথচ আকাশ যেমন শান্ত, তেমনি শান্তই আছেন। এই মহাকাশের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা হয়।

এই মহাকাশের তলায়, মনে করা হউক, এক অতি বৃহৎ জলশূন্য জলাশয় হইল। ঐ জলাশয় দ্বারা মহাকাশ যেন খণ্ডিত-মত বোধ হইল। এখন এই জলশূন্য জলাশয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন-মত যে আকাশ, তাহাই হইল—মায়া-শবলিত ব্রহ্ম। ইনিই ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী। ইনি মায়াধীশ।

যখন জলশূন্য জলাশয়ে জল উঠিল, যখন মায়াতে অনন্ত সৃষ্টি ভাসিল, আর বহু সৃষ্টি দ্বারা এক মায়া যেন অনন্ত খণ্ডে খণ্ডিত হইলেন—এক মায়া যখন বহু অবিদ্যা আকারে পরিণত হইলেন, তখন সেই জলের উপরে মহাকাশের যে প্রতিবিম্ব সেই প্রতিবিম্ব, জল চঞ্চল হওয়ায় বহু আকারে খণ্ডিত হইতে লাগিল। এই চঞ্চল জলে বহু খণ্ডে খণ্ডিত মহাকাশ-প্রতিবিম্ব হইলেন অবিদ্যা-জড়িত জীব।

তবেই হইল মহাকাশ চিরদিনই মহাকাশ। মায়া ও অবিদ্যা উদয়ে তাঁহাতেই ঈশ্বরভাব ও জীবভাব ভাসে। মহাকাশ, জলাশয়াকাশ ও প্রতিবিম্বাকাশ, যেমন সেই একই আকাশ—কেবল মিথ্যা উপাধিযোগে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব—তিনই সেই ব্রহ্ম, কেবল মায়া ও অবিদ্যা-যোগে বিভিন্ন নাম মাত্র। শ্রুতি এইজন্য বলিতেছেন—

ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো ন হি।
ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

মায়ার আশ্রয়েই সগুণব্রহ্ম, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে খেলা করেন। তুরীয় পাদে কোন খেলা নাই। ব্রহ্মের শক্তিকে অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা—যে ভাবেই দেখ, তথাপি বলিতে হইবে, যেখানে খেলা আছে, যেখানে লীলা আছে, যেখানে চলন আছে, তাহাই মায়িক ব্যাপার। শক্তির অব্যক্তাবস্থাতে ইহা কি, কেহই জানে না। যেখানে চলন, সেইখানেই শক্তির ব্যক্তাবস্থা। কাজেই লীলা যেখানে সেইখানেই ব্যক্তাবস্থা, সেইখানেই মায়া। মায়া ভিন্ন কোন লীলা হয় না। মায়ার যে শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা, সেইখানকার লীলাই ঈশ্বরলীলা। সত্ত্বগুণ মায়ার প্রধান গুণ। ইহা মায়াতীত নহে। শুদ্ধসত্ত্ব যাহা, তাহা দ্বারা ঈশ্বরের মূর্ত্তি রচিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের লীলা সর্ব্বদা ব্রহ্মমুখে প্রবর্ত্তিত বলিয়া ঈশ্বরলীলা-চিন্তায় চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির পরে যখন চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয় তখনই আনন্দে স্থিতি।

তাই বলা হইতেছিল—মায়া বা অবিদ্যাধীন যিনি, তিনি বদ্ধজীব; আর মায়াধীশ যিনি তিনিই ঈশ্বর, তিনিই অন্তর্যামী। এই ঈশ্বরই সবার অন্তরে প্রবেশ করিয়া সকলের প্রেরক। এই ঈশ্বরই বদ্ধ জীবের উপাস্য। ইনিই খণ্ডকে অখণ্ডে মিশাইয়া মুক্তি দিয়া থাকেন। কোন উপাসনায় ইনি বরণীয় ভর্গ; কোন উপাসনায় ইনি দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, সীতা, রাধা, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী ইত্যাদি দেবদেবী-মূর্ত্তি।

বলিতেছিলাম—তুমি আছ, চিরদিনই আছ। মায়ার আশ্রয়ে তুমি সগুণ হইলে, বিশ্বরূপ হইলে, আবার মায়ামানুষ মায়ামানুষী মূর্ত্তি ধরিলে। তুমি কখন মাতা, কখন পিতা, কখন স্বামী, কখন স্ত্রী হইলেও তুমি যে পূর্ণ সেই পূর্ণভাবেই সর্ব্বজীবের সুহৃৎ হইলে। যদিও সর্ব্বত্র সকলের কাছে ভিতরে বাহিরে আছ, তথাপি কিন্তু তোমার মায়া জীবকে বড় যেন অসহায় অবস্থায় আনিল। তুমি

আছ. তবু জীব বড় দুঃখী হইল। তুমি আছ, তথাপি জীব রোগে, শোকে, জরায়, মৃত্যুতে, সংশয়ে, অভাবে, বড় যেন জর্জ্জরিত হইতে লাগিল।

অজ্ঞানান্ধ জীবের অজ্ঞান সরাইবার জন্য, অহঙ্কারবিমূঢ় জীবের অহং অভিমান নাশ জন্য, দুঃখী জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীগীতা ব্রহ্মের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-রূপ সাধনা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন।

শ্রীগীতা বলিলেন—ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও ; হইয়া তোমার কর্ম্ম যাহা আছে, সমস্তই তাঁহাতে অর্পণ করিতে অভ্যাস কর। সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করাকে ব্যভিচার মনে করেন, সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন করিয়া ভাবনাতেও কোন কিছু করিতে ভালবাসেন না, বাক্যে কোন কিছু করিতেও পারেন না, কার্য্যের ত কথাই নাই, তুমিও সেইরূপ প্রতি ভাবনা, প্রতি বাক্য, প্রতি কার্য্য, তাঁহাকে জানাইয়া করিতে অভ্যাস কর—ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। সকল অধিকারী এই কর্ম্মার্পণ অভ্যাস করিতে পারে। "ঈশ্বর প্রসন্ন হও" এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া যখন সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পিত হওয়া অভ্যাস হইল, তখন কর্ম্মগুলি গৌণ হইয়া গেল, আর মুখ্য হইল—"তোমার প্রীতি"। এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত যখন ঈশ্বরপ্রীতিতে ভরিয়া উঠিল, তখন চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন হইল। ইহাই হইল—চিত্তশুদ্ধি। যোগ ও ভক্তিরাজ্য চিত্তশুদ্ধি জন্য। যোগী আত্মশুদ্ধি জন্য কর্ম্ম করেন, ভক্ত ভগবানে একচিন্তা-প্রবাহ রাখিবার জন্য উপাসনা করেন। জ্ঞানের রাজ্য এই দুই হইতে স্বতন্ত্র।

যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের রাজ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, যোগরাজ্য প্রথম অবস্থায় কুরুক্ষেত্রের সমরভূমি। যোগ সংসারের শেষ সীমায় আনিয়া দেয়। বিষয় হইতে মনকে বিযুক্ত করিয়া আত্মাতে যোগ করাই যোগ। বিনা সংগ্রামে ইহা হয় না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার এই কার্য্যগুলি অষ্টাঙ্গ যোগের বহিরঙ্গ সাধন। অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ সাধন অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এইগুলি ভক্তি ও জ্ঞান-রাজ্যে লইয়া যায়।

সংসার পার হইলে ভক্তি-রাজ্য। এ রাজ্য সুখের রাজ্য। এখানে সংগ্রাম নাই। এখানে কোন পীড়ন নাই। এখানেও কর্ম্ম আছে, কিন্তু সে কর্ম্ম আনন্দের কর্ম্ম। প্রিয়তমকে লইয়া বিহার, সেবা, পূজা, কথা কওয়া—এই সকলে শুধুই আনন্দ। এ রাজ্য ভাবনার রাজ্য। স্থূলে এই গ্লানি-শূন্য সুখ থাকিতেই পারে না।

জ্ঞানরাজ্য একের রাজ্য। ভক্তিরাজ্যে দুই থাকা চাই। উপাস্য ও উপাসক না থাকিলে ভক্তিরাজ্যে বিহার হয় না। এখানে দাস প্রভু থাকা চাই, সখী সখা চাই, মা সন্তান চাই, স্বামী স্ত্রী চাই। কিন্তু জ্ঞানরাজ্য যেখানে আরম্ভ—সেই আরম্ভ স্থানটী উপাস্য উপাসকের, দাস প্রভুর, মাতা সন্তানের, স্বামী স্ত্রীর প্রথম মিলন ক্ষেত্র। এখান পর্য্যন্ত অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব থাকে। পরে মিলন ক্ষেত্রই যখন মিশ্রণ ক্ষেত্র হইয়া যায় তখন যথার্থ জ্ঞান রাজ্য। এ রাজ্যে দুই থাকে না। এ রাজ্য একেই স্থিতির রাজ্য। ভক্তগণ মিলন পর্য্যন্ত চান—মিশ্রণ চান না। ভক্তগণ মিশ্রণে একহইতে রাজী নহেন। না চাহিলে কি হইবে—মিলনের পরেই মিশ্রণ স্বভাবতঃ হয়। আপনার ভিতরে আপনার প্রেমের বিচিত্র রাজ্য ইহা। ভক্তি ও জ্ঞানে বিরোধ এই জন্য! এ বিরোধের মীমাংসা অপরোক্ষানুভূতি। গীতাপরিচয় গ্রন্থের গীতার বিশেষত্ব প্রবন্ধের শেষ কয় পৃষ্ঠায় ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তিক্রম বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সহজ কথায় বলা যায় আগে মিলন হউক পরে মিশ্রণ হইবে। ভক্তিতে মিলন, জ্ঞানে মিশ্রণ। যেমন মিলন ভিন্ন মিশ্রণ হয় না সেইরূপ ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ নাই। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যে জ্ঞানের কথা বলেন তাহা ব্যবহারিক জ্ঞান। সাংখ্য ও পাতঞ্জল যে জ্ঞানের কথা কহেন তাহা পারমার্থিক হইলেও আংশিক ভাবে পারমার্থিক। বেদান্ত যে জ্ঞানের কথা কহেন তাহাই পূর্ণ পারমার্থিক জ্ঞান। জ্ঞানই একের রাজ্য। সেখানে আর কিছুই নাই। যিনি আছেন তিনি আপনিই আপনি। ইহারই নাম ব্রহ্মানন্দ। বিষয় নাই অথচ যে আনন্দে স্থিতি তাহাই ব্রহ্মানন্দ। এখানকার স্তব—

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন যে আনন্দ তাহার নাম বিষয়ানন্দ। বিষয় প্রাপ্তিতে চিত্তস্থির হইলে শান্তচিত্তে যে আনন্দময়ের প্রতিবিম্ব তাহাই বিষয়ানন্দ। সুষুপ্তি কালে যে ব্রহ্মানন্দে স্থিতি তাহারই যে স্মরণ তাহার নাম বাসনানন্দ। আমরা শ্রীগীতা হইতে এই জ্ঞানযোগের উল্লেখ করিয়া এই বিজ্ঞপ্তি শেষ করিতেছি।

শেষ বিষয়টি উত্থাপনের পূর্ব্বে আমরা সাধারণের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

কেহ বলেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানুষ মাত্র তিনি ঈশ্বর নহেন; কেহ বলেন তিনি আচার্য্য—তিনি যোগীপুরুষ, তিনি সর্ব্বান্তর্যামী নহেন, কেহ বলেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বটেন—কারণ তিনি শ্রীগীতার বহুস্থানে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন কিন্তু কোথাও আপনাকে পরব্রহ্ম বলেন নাই। আর ঈশ্বর যে জ্ঞেয় তাহাও কোথায় বলেন নাই।

এই মতগুলি ভ্রান্ত। গীতা ও বেদাদি শাস্ত্র সর্ব্বত্রই উপরোক্ত মতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ঐ সম্বন্ধে বহু কথা না বলিয়া গীতা হইতে একটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

৯।১৭ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন আমি বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ। শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু। ঈশ্বর যে জ্ঞেয় গীতা তাহা না বলিতেছেন কিরূপে? আবার আমি ওঙ্কার। ওঙ্কার সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "য ওঁকারঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স সর্ব্বব্যাপী যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তো যোঽনন্তস্তত্তারং যত্তারং তৎসূক্ষ্মং যৎসূক্ষ্মং তচ্ছুক্লং যচ্ছুক্লং তৎ বৈদ্যুতং যদ্বৈদ্যুতং তৎ পরং ব্রহ্মেতি স একঃ স একো রুদ্রঃ স ঈশানঃ স ভগবান্ স মহেশ্বরঃ স মহাদেবঃ।"

যিনি ওঙ্কার তিনি প্রণব, যিনি প্রণব তিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি অনন্ত, যিনি অনন্ত তিনি তারক, যিনি তারক তিনি সূক্ষ্ম, যিনি সূক্ষ্ম তিনি শুক্ল, যিনি শুক্ল তিনি বিদ্যুৎবর্ণ, যিনি বিদ্যুৎ তিনি পরং ব্রহ্ম। তিনি এক, সেই একই রুদ্র, সেই ঈশান, সেই ভগবান্, সেই মহেশ্বর, তিনিই মহাদেব।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ যখন ওঁকার আর ওঁকার যখন পরব্রহ্ম তখন শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম নহেন কিরূপে?

যাঁহারা বলেন শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে কোথাও পরব্রহ্ম বলেন নাই তাঁহারা ওঁকার তত্ত্ব আলোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা পাইবেন।

আরও ওঁকার শব্দে অপর ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দুইই।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

আরও বলা হয়—

সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি সকথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

আমরা শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তরে বহু শ্রুতি প্রমাণে দেখাইয়াছি যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ, আবার তিনিই অবতার। গীতা যখন দেহীকেও নির্গুণ বলিতেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ যে আপনাকে পরব্রহ্ম বলিতে পারেন না ইহা আশ্চর্য্যের কথা বটে। ১০।১২ শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে—

পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥

ইহাত বলিয়াছেন।

যিনি সত্যবাদী, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি মহাবীর, যিনি কৃষ্ণসখা, যিনি গীতা শুনিবার ও বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র, সেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—পরংব্রহ্ম পরংধাম—তাহাতেও কি শ্রীকৃষ্ণের আপনাকে আপনি একরূপে পরব্রহ্ম বলা হইল না? ভাবে ত সর্ব্বস্থানেই ইহা বলা হইয়াছে মুখেও ত বলিতেছেন। ইহাতেও যদি না হয় তবে আজকালকার শত পাপবিদ্ধ তুমি আমি শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ, আচার্য্য, বা শুধু ঈশ্বর [ব্রহ্ম নহেন] এই বলিলেই কি শ্রীভগবান্ মানুষ হইয়া যাইবেন আর ব্রহ্ম হইতে পারিবেন না—ইহা অপেক্ষা বিচিত্র আর কি আছে?

১৫।১৭, ১৮ শ্লোকে শ্রীভগবান্ যে বলিতেছেন তিনি ক্ষর হইতেও অতীত অক্ষর হইতেও উত্তম, তিনি ঈশ্বর, তিনি পুরুষোত্তম এই সমস্তের কতই সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেখা যায়। ব্রহ্মই পরম পদ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিতেছেন তদ্ধাম পরমং মম সেখানে তিনি তাঁহার স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

পূর্ব্বে শ্রুতি হইতে দেখান হইয়াছে "ব্যাপ্নুবতো বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদং পরমং ব্যোমেতি পরমং পদং পশ্যন্তী বীক্ষন্তে স্বরয়ো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস ইতি হৃদয় আদধতে তস্মাদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বসতি তিষ্ঠতি ভূতেম্বিতি বাসুদেব ইতি।" যিনি স্বরূপে সেই পরমপদ—নির্গুণ ব্রহ্ম, অবিজ্ঞাত স্বরূপ ইত্যাদি, তিনিই তটস্থে সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অন্তর্যামী, বরণীয় ভর্গ; আবার বিশেষ কার্য্যের জন্য যখন তিনিই অবতরণ করেন তখন তিনিই রাম তিনিই কৃষ্ণ ইত্যাদি। উপাধিগত পার্থক্যে তাঁহার বিভিন্নত্ব হয় না। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন—ভগবান্ কৃপা করিয়া ভ্রান্ত জনের ভ্রম সংশোধন না করিলে কোন উপায় নাই।

আমরা তৃতীয় ষট্‌কের জ্ঞানযোগের সাধনার কথা অতঃপর উল্লেখ করিতেছি।

অর্জ্জুন শ্রীভগবানের কৃপায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন এবং ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ করিলেন। ইহার পরেই জ্ঞানযোগ আরম্ভ হইল।

জ্ঞানযোগ যিনি অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহার জ্ঞাতব্য যাহা, অর্জ্জুন তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কে, প্রকৃতি কি, পুরুষ কে, জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাসা।

এই শরীরটাই ক্ষেত্র। আমি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভের উপায় বিংশ প্রকার। এই বিংশ প্রকার উপায়ের মধ্যে—

"ময়ি চাঽনন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"

আমাতে অনন্যযোগ পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তিকে শ্রীভগবান্ জ্ঞানের সাধন বলিলেন। জ্ঞানলাভের জন্যই ভক্তি আবশ্যক শ্রীগীতা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। তুমি আমি যদি ভক্তিকেই শেষ বলি তবে শ্রীভগবানকে আমরা মানি কৈ? সম্প্রদায় রক্ষা জন্য ইহাতেও লোকের আপত্তি নাই। ভগবান্ কিন্তু আত্মজ্ঞান নিষ্ঠারূপ তত্ত্বজ্ঞানালোচনাকেও জ্ঞানের সাধনা বলিলেন।

জ্ঞানের সাধনা যাহা তাহা না হয় জানা হইল। কিন্তু জ্ঞেয় বস্তুটি কি? যাহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয় তিনি কে?

যিনি আদি বর্জ্জিত, যাঁহাকে সৎ অসৎ কিছুই বলা যায় না সেই আপনি আপনি পরব্রহ্মই জ্ঞেয়।

আপনি আপনি যিনি তাহাই তাঁহার স্বরূপ। স্বরূপ লক্ষণে তাঁহাকে বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তিনিই যে বিশ্বরূপ তাহা বলিতেছেন। বলিতেছেন—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

শ্রী পুরুষসূক্ত যে বিশ্বরূপের কথা বলিয়াছেন শ্রীগীতাও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিলেন।

অবিজ্ঞাত স্বরূপ পুরুষই মায়া অবলম্বনে বিশ্বরূপ হয়েন। তখন তিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্র পদ। কোন ইন্দ্রিয় নাই অথচ তিনি সকল ইন্দ্রিয়ে ভাসমান। তিনি নিঃসঙ্গ পুরুষ অথচ সমস্ত ধরিয়া আছেন। কোন গুণ তাঁহাতে নাই অথচ তিনি গুণের ভোক্তা। সকল বস্তুর বাহির ভিতর তিনিই। স্থাবর

জঙ্গমও তিনি। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞাত। তিনি দূর হইতেও দূরে, নিকট হইতেও নিকটে।

"দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ"। শ্রুতিও ইহাই বলেন। "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং" আবার "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বাস্যা-স্যাৎ বাহ্যতঃ"

তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত অথচ প্রত্যেক প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন মত। তিনি ভূত সকল ধারণ করিয়া আছেন আবার তাহাদের সংহর্ত্তাও তিনি এবং জন্মদাতাও তিনি। সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি তিনি। তিনি তমের অতীত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য। এই পুরুষকে জানিতে পারে কে?

শ্রীগীতা বলিতেছেন "মদ্ভক্তএতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে"। আমার ভক্ত, ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়কে জানিয়া আমার ভাব লাভের উপযুক্ত হয়েন। পরে ইচ্ছামত আপনি আপনি ভাবে এবং ইচ্ছা হইলে আমার বিশ্বরূপ ভাবে স্থিতি লাভ করেন।

আমার স্বরূপ যাহা তাহাই মায়া অবলম্বনে প্রকৃতি পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হয়েন। জগতের সমস্ত খেলা এখান হইতে। শ্রুতি যাহাকে পরমাত্মা বলেন তিনিই এই দেহে আছেন। থাকিয়াও তিনি স্বতন্ত্র। কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। তিনিই ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর। যিনি প্রকৃতির গুণের সহিত এই পুরুষকে জানেন তিনিই জীবন্মুক্ত হন।

কিরূপে জানা যাইবে?

'কেহ ধ্যানযোগে, কেহ সাংখ্যযোগে, কেহ বা গুরুমুখে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন। ত্রয়োদশে এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

শ্রীভগবান্ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আরও বিস্তার করিয়া সেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান সাধনের কথা বলিলেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারের স্বরূপ কি তাহা দেখাইয়া বলিলেন—

"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণদৃঢ়েন ছিত্বা
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্।"

তদ্বিষ্ণোর পরম পদই জীবের একমাত্র বিশ্রাম স্থান। শ্রীভগবান্ এই পরম পদের বর্ণনা করিলেন, করিয়া কি উপায়ে ইহা লাভ করা যায় তাহাও বলিলেন।

ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ অধ্যায়ে কোন্ কোন্ দোষ ত্যাগ করিয়া, কোন্ গুণ অবলম্বন করিলে সেই পরম পদে স্থিতিলাভ হয় তাহা বলিলেন। শ্রীভগবান্ সার কথা এই বলিলেন যে ভক্তি সাধনা ভিন্ন অন্য কোন সাধনা দ্বারা এই পরমপদে স্থিতিরূপ মুক্তি লাভ হইতেই পারে না। ভক্তিযোগে সমস্ত সাধনা করিয়া বিচার দ্বারা নিঃসঙ্গভাবে স্থিতি লাভ কর। এই স্থিতি জন্যই দ্বিবিধ সন্ন্যাস প্রয়োজন।

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ও সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ এই দুই সাধনা দ্বারা মুক্তি হয়।

ত্যাগের তত্ত্ব শ্রীগীতা বিশেষরূপে বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্কল্প ত্যাগ জন্য যে বিচার আবশ্যক তাহা আমরা ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের গীতা-ব্যাখ্যা বা বাশিষ্ঠ-গীতা হইতে বিশেষরূপে প্রাপ্ত হই। সেইজন্য এবং বাশিষ্ঠ গীতাই যে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার যথার্থ ব্যাখ্যা সেই কারণেও সমস্ত বাশিষ্ঠ গীতা ব্যাখ্যার সহিত শ্রীগীতার সঙ্গে সংযোজিত করা হইল। শাঙ্করভাষ্য ও বাশিষ্ঠ গীতার কোথাও মতভেদ নাই। প্রাচীন ঋষিগণের গীতা ব্যাখ্যারই ইহা বিস্তার। আমরা শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকার মূল ও ব্যাখ্যা সর্ব্বশেষে প্রদান করিয়া আমাদের গীতা অধ্যয়ন ব্যাপার শেষ করিলাম।

বিবিদিষা-সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাস মূল গীতাতে ও বাশিষ্ঠ গীতাতে লেখা হইয়াছে এইজন্য এখানে তাহা আর উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীগীতার বহুবর্ষব্যাপী আলোচনা শেষ হইল। আমরা শ্রীভগবানকে শত শত প্রণাম করিতেছি। অপরাধ আমাদের পদে পদে—তিনি ক্ষমা না করিলে ক্ষমা আর কে করিবে? তিনি যে ক্ষমাসাগর। তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ভক্তগণের নিকটেও যোড়করে ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। শ্রীগীতা আলোচনার পর যাহা করিতে হয় কৃপা করিয়া তাহাই তিনি করাইয়া লউন, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

শকাব্দা ১৮৩৫
২০এ জ্যৈষ্ঠ
সাবিত্রী ব্রতদিন
কলিকাতা

গ্রন্থালোচক।

শ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীগীতার অধ্যায়-নির্ঘণ্ট।

—*—

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম-যোগ।

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুর-সম্পদ্‌বিভাগ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষ-সন্ন্যাস-যোগ।

শ্রীগীতার অধ্যায় নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ।

ম
ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিংচন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
ম
কালিন্দী পুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনো ধাবতি॥

শ্রী
"ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
শ্রী
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে॥

অত্রক্ষিপ্তঃ শ্লোকঃ]

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব!॥১॥

হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ এতৎ বেদিতুং ইচ্ছামি॥১॥

অর্জ্জুন বলিলেন হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্ত জানিতে ইচ্ছা করি॥১॥

এই শ্লোকটি যদিও মহাভারতে দৃষ্ট হয় তথাপি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং অন্যান্য পূজ্যপাদ টীকাকারগণ কেহই ইহা গণনা করেন নাই। এজন্য বহুজনের মতে এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। বোম্বাই নগরের বেঙ্কটেশ্বর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত শঙ্করানন্দ গীতা প্রভৃতিতে ইহা ধৃত হয় নাই। কিন্তু জ্ঞানসাগর ও নির্ণয় সাগর ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত গীতা সমূহে ইহা ধৃত হইয়াছে। শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্র কৃত বিবৃতিতে মাত্র এই শ্লোকের টীকা দেখা যায়। বঙ্গদেশ হইতে প্রকাশিত গীতা সমূহের মধ্যে আর্য্যমিশন গীতা, দামোদর গীতা ৺কৃষ্ণানন্দ গীতা, আর্য্যধর্ম্মগ্রন্থাবলীর গীতা, শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিতরিত গীতা প্রভৃতি বহু গীতাতে ইহা ধৃত হইয়াছে দেখা যায়।

প্রধান প্রধান কোন টীকাকারই যখন ইহার ভাষ্য বা টীকা লেখেন নাই তখন ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই অনুমান হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সূচনা।

যাঁহারা নির্গুণ উপাসক তাঁহারা আপন বলেই আমাকে প্রাপ্ত হন; কারণ তাঁহাদের আপনিটিতে ও আমাতে যে কোন প্রভেদ নাই তাহা তাঁহারা জানেন। "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব"। যাঁহারা সগুণ উপাসক তাঁহাদিগকে আমি সংসার সাগর হইতে পার করিয়া দিয়া থাকি। আমি ভবপারের কাণ্ডারী।

কিরূপে পার করি? যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি "তত্ত্বজ্ঞান" দিয়া। এই অধ্যায়ে সেই আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত করিতেছি। বিনা ভক্তিতে জ্ঞান হয় না এবং বিনা জ্ঞানেও অজ্ঞান নাশ হয় না। অজ্ঞানের নাশকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বা পরমানন্দে নিত্যস্থিতি বলে।

ভগবতী শ্রুতি জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বলিয়া দিতেছেন ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। সেই চারি পাদের শেষ পাদই তুরীয় অবস্থা। এই শেষ পাদকেই পরম শান্ত চলন রহিত তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ বলে। বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও তুরীয় পাদ এই তিন পাদকেও কোথাও কোথাও তুরীয় পাদ বলে। চতুর্থ পাদের (অবিদ্যাপাদের) অতি ক্ষুদ্র দেশে জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি বিশিষ্ট অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরমসূর্য্য প্রকাশে ত্রস রেণুর মত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে, আবার লয় হইতেছে। ব্রহ্মের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র এই ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গ। ইহা পার হইবার জন্য কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞান আবশ্যক। পঞ্চাগ্নি বিদ্যাও দহর বিদ্যা

দ্বারা ক্রম মুক্তি পর্য্যন্ত হয়। ইহাতে সগুণ উপাসনা হয়। কিন্তু নির্গুণ উপাসনা ভিন্ন জ্ঞানে স্থিতি হয় না, ইহা বিনা মুক্তি ও নাই।

পরম শান্ত নির্গুণ ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ যাহা তাহাই সগুণ ব্রহ্ম। মায়াই নির্গুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয়া শক্তি। তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তাহাই সগুণ ব্রহ্ম। ইনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য। ইনি সর্ব্বান্তর্যামী, ইনি সর্ব্বদ্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, ইনি মায়াধীশ। মায়া দ্বারাই ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন মত হয়েন। মায়া কিন্তু এক। সেই জন্য ঈশ্বর মায়ার দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম—এইরূপ বলা হয়। জীবও মায়া কর্ত্তৃক কল্পিতমূর্ত্তি। স্পন্দধর্ম্মীমায়া যখন নৃত্য করিতে করিতে বহু আকারে আকারিত হইতে থাকেন, তখন তৎসমূহে প্রতিবিম্বিত যে ঈশ্বর চৈতন্য তাহাই জীব। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মায়াতে ফলিত হইয়া হইল ঈশ্বর, আবার ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব অবিদ্যাতে প্রতি-ফলিত হইয়া হইল জীব। ঈশ্বর যেমন মায়াধীশ, জীব সেইরূপ অবিদ্যাধীন। মায়া হইতে অব্যক্ত। ইহাই সাম্যাবস্থা। অব্যক্ত শুদ্ধ সত্বে যখন পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন তখন এই শুদ্ধ সত্ব—রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া রাখেন। রজ ও তম এখানে থাকিয়াও নাই। অবিদ্যা মলিন সত্ব। এখানে রজতম উঠিয়া সত্ব-গুণকে মলিন করিতেছে। শুদ্ধ-সত্ব প্রকাশ স্বরূপ ; এই জন্য ইহাতে প্রতি-ফলিত ব্রহ্ম চৈতন্যকে শুদ্ধ সত্বগুণে গুণবান্ ঈশ্বর বলা হয়। শুদ্ধ সত্ত্বের সহিত যখন রজ ও তম কার্য্য করিতে থাকে তখন মায়ার বা প্রকৃতির বা শক্তির অতিশয় চঞ্চলাবস্থা। চঞ্চল হইলেই বহুখণ্ডে ইনি খণ্ডিত হয়েন। এই বহুখণ্ডে খণ্ডিত অবিদ্যাতে প্রতিফলিত যে ঈশ্বর চৈতন্য তাহাই জীব। জীব চঞ্চলতার অধীন।

নির্গুণ ব্রহ্মে যখন অনির্ব্বচনীয়া শক্তির সান্নিধ্য হয় তখন সেই শক্তিকে বলে মূল প্রকৃতি। মণির ঝলকের মত অব্যয় অক্ষর পরম শান্ত ব্রহ্মের স্পন্দনা-ত্মিকা যে কল্পনা শক্তি তাহাই মূল প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত যে ব্রহ্ম—যিনি প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া খণ্ডমত বোধ হয়েন তিনিই পুরুষ, তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যিনি তিনি চিৎমাত্র, তিনি নিরবয়ব, তিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, জ্ঞান ও আনন্দ বলিতে যেরূপ বুঝায় ব্রহ্ম সেইরূপ। নিতান্ত সূক্ষ্ম যাহা তাহার আবার প্রতিবিম্ব কি? স্থূল বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে ইহা কি তবে রূপক মাত্র? এইরূপ সন্দেহ উত্থাপিত করা যায়। উত্তরে বলা যাইতে পারে, যেমন যন্ত্র

ভিন্ন অব্যক্ত শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আসিতে পারে না, সেইরূপ চেতন যাহা তাহাও একটা আধার না পাইলে প্রকাশ হইতে পারেন না। সগুণ ব্রহ্ম যাহা তাঁহাকে রূপক ভাঙ্গিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, স্পন্দন, চলন, ঝলক জড়িত যে চৈতন্য তাহাতে অব্যক্ত শক্তি থাকে ও শক্তিমানের ঈক্ষণ, বা সত্তামাত্রাত্মক সঙ্কল্প থাকে। কর্ম্ম যাহা তাহা শক্তির ব্যক্তাবস্থা। সৃষ্টি যাহা কিছু হইতেছে তাহাই অব্যক্ত শক্তি ও সঙ্কল্পের ব্যক্তাবস্থা মাত্র। শক্তি আছে সঙ্কল্প নাই, ইহাতে সৃষ্টি হয় না। আবার ইচ্ছা আছে বা সঙ্কল্প আছে, শক্তি নাই— এখানেও সৃষ্টি নাই। এই তত্ত্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৩,৪ শ্লোকে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে।

সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকাঽষ্টধা ভিন্নাঽপরা সংসার হেতুত্বাৎ। পরা চাঽন্যা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণে-শ্বরাত্মিকা। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণপ্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেণ তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাঽধ্যায় আরভ্যতে।

অতীতাঽনন্তরাঽধ্যায়ে চ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়-পরিসমাপ্তিস্তাবত্তত্ত্বজ্ঞানিনাং সন্ন্যাসিনাং নিষ্টা যথা তে বর্ত্তন্ত ইত্যে-তদুক্তম্। কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্তধর্ম্মাচরণাদ্ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তি ? ইত্যেবমর্থশ্চাঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। শ্রীশঙ্করঃ

ভগবান শঙ্কর এই অধ্যায়ের সূচনায় বলেন ঃ—সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি ; অপরা ও পরা। ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা ভিন্না যে প্রকৃতি তাহা অপরা ; অপরাপ্রকৃতি সংসারের হেতুভূতা। পরাপ্রকৃতি যিনি তিনি জীবরূপা ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ ঈশ্বর স্বরূপা। এই দুই প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ হন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়ের নিরূপণ দ্বারা তদ্‌যুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ জন্য এই ক্ষেত্রাধ্যায় আরম্ভ করা হইল। [স্মরণ রাখিতে হইবে নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধ অতি নিকট হইলেও নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তিনি আপনিই আপনি। সুষুপ্তিতে যেমন কোন কিছুই অনুভব হয় না—অথচ সুষুপ্তি ভঙ্গে সকলেই বলেন, বেশ সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম—কোন কিছুই আর ছিল না—এই কোন কিছু ছিল না—এইটি

যেন সকলেই স্মৃতিতে আনিতে পারেন; কোন কিছুই আর ছিল না এই অনুভবটিও যেন সকলেই বুঝিতে পারেন—ইহা স্বতঃসিদ্ধ; কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা বুঝাইতে হয় না। সুষুপ্তিতে কোন কিছুই আর ছিল না—ইহার পরেই, অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আর একটি অনুভব বা অনুমান থাকে—কোন কিছুই ছিল না কেবল আমিই ছিলাম। এইটিকে আপনি আপনি বলা হইতেছে। ইহা দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মের আভাস পাওয়া যায়। ইহার পরেই সগুণ ব্রহ্ম। ইনি মায়াশক্তি-মৎ। ইনিই ঈশ্বর, পরমেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বান্তর্যামী, পরমাত্মা, পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, অর্দ্ধনারীশ্বর। নির্গুণ ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত স্বরূপ। তিনিই স্বরূপ।]

দ্বাদশ অধ্যায়ের "অদ্বেষ্টা-সর্ব্বভূতানাম" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত শ্লোক সমূহে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী যে সমস্ত ব্যাপার লইয়া থাকেন তাহাই বলা হইয়াছে। কিরূপে তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যথোক্ত ধর্ম্মাচরণ হেতু ভগবানের প্রিয় হইবেন—ইহা নিশ্চয়ের জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হইল।

[অন্য সমস্ত সাধনার পর প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞান লাভ হইলে যখন প্রকৃতি পুরুষ হইতে পৃথক এই জ্ঞান উপলব্ধি হইবে তখনই জ্ঞান লাভ হইল বলা হইতেছে। তবেই বলা হইল জ্ঞান কি, কি উপায়ে জ্ঞান লাভ হইবে তাহা প্রদর্শন করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।]

পুরুষ তত্ত্ব ও প্রকৃতি তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এখানে মহাভারত অনুগীতার উপদেশ উদ্ধৃত করা হইল। ইহা স্মরণ রাখিলে প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধা হইবে।

"জীব নির্গুণ ও দেহ পরিশূন্য। কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ উহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত গণনা করে।"

"বুদ্ধি প্রথম অরণী কাষ্ঠ স্বরূপ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণী কাষ্ঠ স্বরূপ। বেদান্ত শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঐ উভয় কাষ্ঠ মথিত হইলে ঐ কাষ্ঠদ্বয় হইতে জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হয়; শ্রবণ মননের সহিত শমদমাদির অভ্যাস করিলে পরম-পদার্থের সাক্ষাৎকার হয়" ১৩৪ অধ্যায়।

"কোন কোন মহাত্মা সত্ত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন না। তাঁহারা বলেন, সত্ত্বগুণ আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদায় আত্মার নিত্যসিদ্ধ। সুতরাং আত্মার সহিত সত্ত্বের একী-

ভাব সম্পাদন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। [ভগবান্ ব্যাসদেব এই মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন] "এই মত নিতান্ত দূষণীয়; কারণ ক্ষমা ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদায় যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয় তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহাদের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে?" [আত্মা ত সর্ব্বজীবেই আছেন—তাঁহার উচ্ছেদ ত নাই তবে ঐ সমস্ত গুণ সর্ব্বজীবে দৃষ্ট হয় না কেন?]

"সত্ত্ব, আত্মা হইতে পৃথক্ বটে কিন্তু আত্মার সহিত উহার সবিশেষ সংশ্রব আছে বলিয়া উহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন মশক ও উডুম্বরের, সলিল ও মৎস্যের এবং পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর একত্ব ও পৃথকত্ব উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্বগুণ ও আত্মার একত্ব ও পৃথকত্ব প্রতীত হয়"। ১৪৮ অধ্যায়।

"উডুম্বরের মধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ। পুরুষ উহাকে সর্ব্বদা ভোগ করিলেও ঐ গুণ কোন ক্রমেই তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। পুরুষ কিন্তু ঐ বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন।" ইত্যাদি।

পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যও এখানে উদ্ধৃত হইল।

স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশশ্চ সবৈ সর্ব্বমিদং জগৎ স ভূতং স ভব্যজ্জিজ্ঞাস কপ্ত ঋতজা রয়িষ্ঠাঃ শ্রদ্ধা সত্যো মহাস্বাংস্তমসো পরিষ্ঠাৎ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

এই শ্রুতি সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাব লক্ষ্য করিয়াই আত্মার কথা বলিতেছেন।

যিনি নির্গুণ পুরুষ, তিনি সত্যময়, তিনি মহাস্বান্, তিনি মায়াময় সংসারের উর্দ্ধে বাস করেন, প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তম গুণ দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতেই পারে না। পুরুষসূক্ত এই তুরীয় পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈত্ পুরুষঃ"।

"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"।

আর যিনি সগুণ পুরুষ তিনি মায়াপরিচ্ছিন্ন হইয়াই যেন পঞ্চধা পঞ্চাত্মা হইয়াছেন। পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ॥

অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন শক্তির সহিত অভেদাবস্থায় স্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আত্ম মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁচ প্রকার হইয়াছেন।

ভূতাত্মা চ চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ।

ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রধানাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা আত্মার এই পঞ্চ ভাগ। ভূত বা দেহের আত্মা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা বুদ্ধি, বুদ্ধির আত্মা সগুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্মই প্রকৃতিযুক্ত চিন্ময় পুরুষ আর নির্গুণ ব্রহ্ম আপনিই আপনি অথবা প্রকৃতি বিযুক্ত চিন্ময় পুরুষ।

পঞ্চধা পঞ্চাত্মা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত—তিনি পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, আকাশ, দশ দিক সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বর্ত্তমান জগৎ, তিনিই অতীত জগৎ ও ভবিষ্যৎ জগৎ। বেদান্ত বিচার দ্বারা সর্ব্বাত্মকরূপে নিশ্চিত বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা-কপ্ত। প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনিই জগৎ-স্বরূপ বলিয়া তিনি ঋতজ। গুরূপদেশে তিনি অবস্থান করেন বলিয়া রয়িষ্ঠ (রয়ি = ধন = গুরূপদেশ) তিনিই শ্রদ্ধা স্বরূপ (শ্রদ্ধা ভিন্ন জ্ঞান কোথায় হয়?)

পুরুষের লক্ষণ শাস্ত্র যেরূপ দেখাইলেন, প্রকৃতির লক্ষণও সেইরূপ দেখাইয়াছেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন—

"বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্রা লিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি"।

সা-পা-১৯ সূত্র।

বাঁশের যেমন পাব থাকে সেইরূপ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পরিণামসমূহকেও পর্ব্ব বলে।

(১) বিশেষ পর্ব্ব ১৬—

(ক) ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত।

(খ) ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় + মন এই ১১ ইন্দ্রিয়।

(২) অবিশেষ পর্ব্ব ৬—

(ক) শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র।

(খ) অস্মিতা।

(৩) লিঙ্গপর্ব্ব ১—

সত্তামাত্রাত্মক প্রকৃতির আদ্য বিকার মহত্তত্ত্ব।

(৪) অলিঙ্গপর্ব্ব ১—

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা নামক অব্যক্ত বা প্রধান।

পূজ্যপাদ আনন্দগিরি এই অধ্যায়ের সূচনাতে বলেন—

প্রথমমধ্যময়োঃ ষট্‌কয়োস্ত্বং তৎপদার্থাবুক্তৌ। অন্তিমস্তু ষট্‌কো বাক্যার্থনিষ্ঠঃ সম্যগ্‌ধীপ্রধানোঽধুনারভ্যতে।

প্রথম ষট্‌কে ত্বং এবং মধ্যম ষট্‌কে তৎপদার্থ উক্ত হইয়াছে। অন্তিম ষট্‌কটি বেদান্তবাক্যনিষ্ঠ সম্যক্ বুদ্ধি প্রধান করিয়া আরম্ভ করা হইতেছে।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলেন—

"তেষামহং সমুর্দ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থেতি পূর্ব্বঃ প্রতিজ্ঞাতম্ ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারাদুদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমোঽধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাৎ জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্য অয়ং সংসারঃ; যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থম্ ঈশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পরস্পরবিভক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবান্ উবাচ ইতি"।

"ভক্ত সকলকে আমি মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি" শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুসংসার সাগর হইতে উদ্ধার আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায়ে হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য আত্মজ্ঞানের উপদেশার্থ প্রকৃতি পুরুষ বিবেকাধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সপ্তমে যে অপরা ও পরা নামে প্রকৃতিদ্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিদ্বয়ের জ্ঞান না থাকাতেই জীবভাবাপন্ন চিদংশের এই সংসার হয়। ঈশ্বর ঐ প্রকৃতিদ্বয় অবলম্বন করিয়া জীবগণের উপভোগার্থ [এবং মোক্ষার্থ] সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্য সেই

প্রকৃতিদ্বয়কে পরস্পর বিভক্ত করিয়া ভগবান্ তাহাদের তত্ত্বনিরূপণ করিয়া বলিতেছেন, ইত্যাদি।

এই ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই।

খণ্ড জীব চৈতন্য, অখণ্ড পরম শান্ত পরমপদে প্রবেশ করিয়া স্থিতিলাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাইবে না। প্রকৃতির সহিত যুক্ত বলিয়াই জীব পরমপদে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। অথচ চৈতন্য ও প্রকৃতি ভিন্ন পদার্থ। পরা ও অপরা প্রকৃতি ইঁহারাই। যিনি সগুণ ব্রহ্ম তিনি বলিতেছেন আমি ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরা প্রকৃতি। অপরা হইতে পরা ভিন্ন হইলেও যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। প্রথম ছয় অধ্যায়ের সাধ্য বিষয় হইতেছে আত্মার সৎ ও চিদংশ নির্ণয় ;—সাধনা হইতেছে জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

মধ্যম ষট্‌কে আত্মার ঐশ্বর্য্য নির্ণয় ইহাই সাধ্য বিষয় ; সাধনা হইতেছে ভক্তিযোগ। মধ্য ষট্‌কে ভক্তিযোগের প্রাধান্য থাকিলেও সম্পূর্ণ সাধনা— যে অব্যক্ত উপাসনা, সগুণ বিশ্বরূপ উপাসনা, মূর্ত্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপে আসা এই তিন উপাসনা এবং মৎকর্ম্মপরায়ণ হওয়া ও জীবের কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ এই গুলি বলা হইয়াছে। অন্তিম ষট্‌কে প্রকৃতি ও পুরুষ, উহাদের যোগে জগৎ, পরম পুরুষে যথার্থ ভক্তি, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ, এইগুলি দেখান হইয়াছে এবং জ্ঞানের নির্ম্মলতা সাধন জন্য এই ত্রয়োদশে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই যে জ্ঞান তাহা দেখান হইতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান হইলেই ক্ষেত্রজ্ঞই সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ। আবার ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম।

ক্ষেত্র কি, ইহার ধর্ম্ম, বিকার, বিকারের কারণ প্রথমতঃ ইহাই দেখান হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ কে ? এবং তাঁহার প্রভাব ? ইহা দেখান হইয়াছে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ঋষিদিগের মত, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিংশতি প্রকার সাধন এবং জ্ঞেয়, এই সমস্ত নিশ্চয় করা হইয়াছে।

ভক্ত কিরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানে জীবন্মুক্ত হইবেন তাহাও বলা হইয়াছে।

প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইতেছে পুরুষের প্রকৃতি ভোগই ইহাঁর পুনঃ পুনঃ জনন মরণের কারণ। প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ জানিলেই পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারিবেন। ইহাই জীবন্মুক্তি।

জীবন্মুক্তির উপায় ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং কর্ম্মযোগ।

শেষে দেখান হইয়াছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তি। পরমাত্মার স্বরূপ দেখাইয়া বলা হইতেছে প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলে পুরুষের পরমপদপ্রাপ্তি হয়।

এই সূচনার উপসংহারে আমরা গীতা যে "ত্বং-তৎ-অসির" জ্ঞাপক তাহা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ সূরীর বিচার অবলম্বনে ইহা লেখা হইল।

প্রঃ। প্রথম ষট্‌কে "ত্বং" পদার্থের স্বরূপ কিরূপ উক্ত হইয়াছে?

উঃ। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যসর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে
॥ ২ ॥ ২৪ ॥

ত্বম্ পদার্থটি জীবাত্মা। ইনি অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য। ইনি নিত্য, ইনি সর্ব্বগতঃ, ইনি স্থানু, ইনি অচল, ইনি সনাতন। ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য, ইনি অবিকারী। সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞের—সর্ব্ব ও অল্প এই দুই উপাধি ত্যাগে উভয়েই ব্রহ্ম

প্রঃ। মধ্যম ষট্‌কে যে তৎপদার্থের স্বরূপ বলা হইয়াছে তাহাওত এইরূপ।

উঃ। হাঁ।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ১২ । ৩ ॥

তৎ পদার্থও অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বগত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ইত্যাদি। দেখিতেছ অব্যক্ত, অচিন্ত্য ইত্যাদি লক্ষণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই আছে। উপাধি দ্বারা পৃথক্, স্বরূপতঃ এক।

প্রঃ। পরমাত্মা না হয় অধিষ্ঠান চৈতন্য তিনি সর্ব্বগত। কিন্তু জীবাত্মা যে সর্ব্বগত ইহা বলা যায় কিরূপে? যে দেহে আত্মা অবস্থিত সেই দেহের বাহ্যিক আভ্যন্তরিক ভাব ঐ আত্মা যেমন অনুভব করেন, অন্যদেহের বাহ্যিক ব্যাপার দেখিতে সমর্থ হইলেও, কি বাহ্যিক, কি আন্তরিক ইহার অনুভব

উক্ত দেহধারী পুরুষের মত তাঁহার হয় না। ইহাতে জীবাত্মা যে সর্ব্বব্যাপী নহে তাহা বুঝা যাইতেছে।

উঃ। পরমাত্মাও যে সর্ব্বগত তাহা ত তোমার অনুভবে আসিতেছে না। তুমি ইহা অনুমান করিয়া লইতেছ। অনুমানও একটা প্রমাণ বটে কিন্তু প্রত্যক্ষের মত নহে।

প্রঃ। কিরূপ অনুমানে পরমাত্মাকে সর্ব্বগত বলা হইতেছে?

উঃ। যাহা তুমি অনুভব না কর তাঁহার অস্তিত্ব কি তোমার কাছে আছে?

প্রঃ। যতক্ষণ অনুভব না করি ততক্ষণ তাহার অস্তিত্ব নাই বটে। ইহাতে কি বলিতে চাও?

উঃ। বলিতে চাই—অনুভবটি অস্তিত্বের প্রমাণ। যতক্ষণ অনুভব নাই ততক্ষণ কর্ত্তার নিকট ঐ বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

প্রঃ। জগতের অনেক বস্তুই ত আমরা অনুভব করি না। এমন কি গাঢ় নিদ্রাকালে এই দেহটাকেও অনুভব করি না। জাগ্রতকালেও রক্ত-সঞ্চালনাদি অনুভব করি না। তবে কি বলিতে হইবে এগুলির অস্তিত্ব নাই।

উঃ। তুমি যতক্ষণ অনুভব করিতেছ না ততক্ষণ ত নিশ্চয়ই তোমার কাছে অস্তিত্ব নাই। কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেখা যায় পূর্ব্বে দেহ যেমন ছিল এখনও সেইরূপ আছে, রক্ত সঞ্চালনাদিও হইতেছে; এইরূপ অস্তিত্ব যে আছে তাহার প্রমাণ এই যে ইহা অন্য কাহারও অনুভবে ছিল। ইহাদের অস্তিত্ব সর্ব্বদা যদি বর্ত্তমান থাকে তবে সর্ব্বদাই অন্য কাহারও অনুভবে এই অস্তিত্ব আছে। যাঁহার অনুভবে এই জগৎ সর্ব্বদা আছে তিনিই অধিষ্ঠান চৈতন্য। পরমাত্মা বা সগুণ ব্রহ্ম যে সর্ব্বগত, প্রত্যক্ষ না হইলেও ইহা অনুমানে বুঝিতেছ।

প্রঃ। জীব যে সর্ব্বগত ইহা কিরূপে জানা যাইবে?

উঃ। জীবাত্মার স্বরূপ চিন্তা কর জানিবে জীবও সর্ব্বগত।

"নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"

গীতা ইহাই জীবের স্বরূপ বলিতেছেন। জীব দেহ মধ্যে থাকিয়াও নিজে কিছুই করেন না—কাহাকেও কিছুই করান না। গীতাও যাহা বলিতেছেন মহাভারতও তাহাই বলিতেছেন—

"জীব নির্গুণ ও দেহশূন্য। কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রম বশতঃ উহাঁকে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া বোধ করে" অনুগীতা ১৩৪

আরও শ্রবণ কর।

"অব্যক্ত + মহত্তত্ত্ব + অহংতত্ত্ব + ৫ সূক্ষ্মভূত + ৫ স্থূলভূত + মন + ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই ২৪ তত্ত্ব বিনির্ম্মিত যাহা কিছু তাহাই প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে এই জন্য সর্ব্বভূতকে ক্ষর বলে।" শান্তি ১০৩

"২৪ তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর। ইনি নির্গুণ হইয়াও যখন সৃষ্টি সংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভূত হয়েন তখন ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হন। অক্ষর ত্রিগুণাতীত হইয়াও যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে থাকেন তখন অক্ষরই ক্ষর বা জীবভাব গ্রহণ করেন।" মহাভারত শান্তি ৩০৩।

মহাভারত প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট বলিতেছেন।

"প্রকৃতি যখন মহদাদিগুণে সংযুক্ত থাকেন তখন তাঁহাকে ক্ষর এবং সত্ত্বাদিগুণের অনবস্থান জন্য নির্গুণ হইলেই অক্ষর। পুরুষও যখন সগুণ তখন ক্ষর এবং যখন নির্গুণ তখন অক্ষর"। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০৮।

শাস্ত্রীয় প্রমাণে দেখা গেল জীব—চৈতন্য নির্গুণ। তিনিও অক্ষর অব্যক্ত ইত্যাদি। যুক্তিতে ইহা স্পষ্ট হয়। মনুষ্য যদি আপনার মধ্যে চৈতন্য বস্তুটী কি তাহা বিচার করেন তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারেন চৈতন্যটি অন্য সমস্ত হইতে পৃথক। চৈতন্যটি আপনিই আপনি।

জীবাত্মা আপনিই আপনি—অর্থাৎ আপনিই আছেন অন্য কিছুই নাই। সাধনা দ্বারা এইভাবে যিনি স্থিতি লাভ করিতে পারেন তিনি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারেন, ঐ অবস্থাই পরমাত্ম অবস্থা। দেহী আত্মা সমাধৌ পরমাত্মৈব। দেহী ক্ষুদ্র হইলেও সমাধিতে মহান্ জগতের অন্য কিছুই অনুভবে নাই—আপনিই আপনি অবস্থাটি পূর্ণভাবে অনুভবে আসিয়াছে—এই অবস্থায় অখণ্ডরূপেই স্থিতি হয়। খণ্ডত্বকে কোনরূপে ভুলিতে পারিলেই অখণ্ডই যে নিত্য আছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ ক্ষেত্রে বুঝিতে পারাই অখণ্ডে স্থিতি লাভ করা। শুধু জীবাত্মা কেন, যে কোন বস্তু হইতে তাহার জড়ভাব কাটাইবে তাহাই অখণ্ড অপরিচ্ছন্ন পরমাত্মারূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, ইহাঁ দেখাইয়া দিবে অর্থাৎ ঐভাবে স্থিতি লাভ করাইবে। তবেই দেখ জীবাত্মা ও যাহা পরমাত্মাও তাই। উভয়েই নির্গুণ, উভয়েই সর্ব্বগত।

প্র।—মুক্তাত্মা, জীবাত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি ভেদ তবে কিরূপে আসিল?

উ।—আত্মা একই। তিনি নির্গুণ। নির্গুণ যিনি তিনি অসঙ্গ।

ইনিই ব্রহ্ম। গুণ-সঙ্গ ঘটিলেই তাঁহাকে ঈশ্বর, জীবাত্মা, মুক্তাত্মা ইত্যাদি নাম দেওয়া যায়। মায়ার সহিত সম্বন্ধ হইলে তিনি ঈশ্বর ; অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ হইলে তিনি জীব। আবার অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে তিনি মুক্তাত্মা। মায়া এক, অবিদ্যা মায়ার খণ্ডভাব মাত্র, ইহা বহু। মায়া এক বলিয়া মায়া-প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর এক। অবিদ্যা বহু বলিয়া তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য বহুরূপে অনুমিত।

প্র।—সাংখ্যবৃদ্ধ যে বলেন "জন্মমরণকারণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তশ্চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যাচ্চৈবেতি"। জন্ম হইতেছে, মৃত্যু হইতেছে, কোন পুরুষ সত্ত্বগুণের, কোন পুরুষ রজঃ প্রবল, কোন পুরুষ তমঃ প্রধান—বিশেষ আত্মা যদি এক, এক মনুষ্যের আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে—এক জনের মৃত্যু হইলে যখন সকল আত্মা মরে না—এক জীবের মাথা ধরিলে সকল জীবের যখন মাথা ধরে না, তখন ত পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হইল।

উ।—এক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ হেতু কোথাও পিতা, কোথাও পিতৃব্য, কোথাও সখা, কোথাও জামাতা, কোথাও স্বামী, কোথাও শ্যালক, কোথাও শ্বশুর—ইহা ত দেখা যায়। উপাধি জন্য পৃথক নাম হইলেও পুরুষটি একজনই বটেন। তারপর একজন পুরুষই কখন সুখী, কখন দুঃখী, কখন নিদ্রিত, কখন জাগ্রত ইত্যাদি বহু অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও যে চৈতন্যশক্তিকে পুরুষ বলা হয় তিনি কিন্তু এক। এই চৈতন্যটি মরে না—মরে দেহ। এই চৈতন্যটি সুখীও নহেন, দুঃখীও নহেন ; এই চৈতন্যটি অন্ধও নহেন, খঞ্জও নহেন ; স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন ; তবে চৈতন্য এক থাকিলেও বহু প্রকৃতির ভাব তাঁহাতে আরোপ হইলে, বহুগুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হইলে—গুণের উদয় ও লয় হেতু, দেহের জন্ম ও মৃত্যু হেতু, বলা হয়, আত্মা জন্মিল আত্মা মরিল। আত্মা দেহের সহিত যুক্ত হইয়াই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থা মাত্র প্রাপ্ত হয়েন—অর্থাৎ শক্তির ব্যক্তাবস্থা দেখিয়া মনে হয় সেই নির্গুণ, অব্যক্ত, অক্ষর পুরুষ দেহ রূপে ব্যক্ত হইলেন, দেহের বিনাশে মৃত হইলেন ; কিন্তু তিনি ব্যক্তও হইলেন না, জন্মিলেনও না, মরিলেনও না।

প্র।—জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই যখন আপনিই আপনি—উভয়েই যখন নির্গুণ, অসঙ্গ, অখণ্ড, অপিরিচ্ছিন্ন তখন আবার ত্বং ও তত্তের অভেদত্ব স্থাপনের আবশ্যকতা কি রহিল ?

উঃ।—উপাধিশূন্য হইলেই উভয়ে এক আর উপাধি যুক্ত হইলে পৃথক। জীবাত্মাই উপাধি বিশিষ্ট, পরমাত্মার কোন উপাধি নাই। আত্মা উপাধিযুক্ত হইয়া কখন মায়াধীশ ঈশ্বর, কখন অবিদ্যাধীন জীব সংজ্ঞা লাভ করেন।

মায়াধীশ ঈশ্বর যখন তিনি, তখন তিনি "অন্তঃ প্রবিষ্ট জনানাং শাস্তা" জন সমূহের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি শাসনকর্ত্তা। "এষহ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত"। ইনি যাহাকে এই সকল লোক হইতে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান।

ব্যবহার দশায় শাস্য শাসন কর্ত্তা ভাব আছে, তাহাতেই জীব ঈশ্বরের ভেদ। কিন্তু সাধক যখন বিচার দ্বারা আপনিই আপনি এই ভাব উপলব্ধি করেন—যখন তিনি আত্ম স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, যখন নির্গুণ ভাবে স্থিত হয়েন, তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহার শাসন করিবে? শ্রুতি বলেন জ্ঞান অবস্থায় কোথাও ভেদ নাই—অজ্ঞান অবস্থাতেই ভেদাভেদ।

জীব ও ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই। মায়া বা অবিদ্যা আচ্ছাদনেই ভেদাভেদ। মায়াটাই উপাধি। সাধনা দ্বারা উপাধি মিথ্যা বোধ হউক—শুধুই ব্রহ্ম তখন অবিজ্ঞাত স্বরূপ। এই শেষ ছয় অধ্যায়ে ত্বং ও ততের অভেদত্ব প্রদর্শন করা হইতেছে। ইহা ভিন্ন মুক্তি অর্থাৎ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি নাই। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানের অপরোক্ষানুভূতিই আত্মজ্ঞান।

যিনি মুমুক্ষু সত্ত্বশুদ্ধি জন্য তাঁহাকে উপাসনা করিতে হয়। ভগবান্ প্রসন্ন হও ইহার নিত্য স্মরণে সকল কর্ম্ম কর। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। ভগবান প্রসন্ন হও স্মরণে যোগ অভ্যাস কর—একান্তে যোগারূঢ় হও, হইয়া মনকে বুদ্ধি দ্বারা ধীরে ধীরে আত্মসংস্থ করিতে অভ্যাস কর। প্রথম ছয় অধ্যায়ে এই যোগের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের বিভূতি মননে, তাঁহার বিশ্বরূপ ধ্যানে, যোগী কিরূপে তদ্গতচিত্ত হইয়া যোগীশ্রেষ্ঠ হইবেন দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে তাহার কথা আছে। নির্গুণ ব্রহ্মউপাসনা, বিশ্বরূপ উপাসনা, অভ্যাসে যোগে উপাসনা, সর্ব্বদা মৎকর্ম্মানুষ্ঠান এবং জীবের সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ—দ্বিতীয় ষট্‌কে এই সমস্ত সাধনাও বলা হইয়াছে। উপাসনা দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষানুভূতি মুখে ছুটিবে। এই অপরোক্ষানুভূতিই জ্ঞান। ইহাই প্রয়োজন। এই জ্ঞান লাভ জন্য প্রকৃতির সহিত আত্মতত্ত্ব জানা আবশ্যক। জানিয়া ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন ইহা জানিলেই মুক্তি। পরমেশ্বরের দুই প্রকৃতি। অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি—(১) অব্যক্ত

বা অব্যাকৃত বা প্রধান (২) মহৎ (৩) অহং পঞ্চ তন্মাত্রা এই অষ্টধা বিভক্ত। [তৎ অর্থে স্থূলভূত এবং মাত্রা অর্থে সূক্ষ্ম পরিণাম। তন্মাত্রা অর্থে স্থূল ভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা। তন্মাত্রা পরমাণুকেও বলে—মনেই ইহাদের অস্তিত্ব]

পরা প্রকৃতির নাম জীব চৈতন্য। পরমাত্মাই জীবরূপে এই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। অপরা প্রকৃতি, ক্ষেত্র, দেহ, জগৎ—এই গুলি এক পর্য্যায়-ভুক্ত কথা।

পরাপ্রকৃতি জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ—একই। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিশিষ্ট দেহই ক্ষেত্র। এবং প্রতি ক্ষেত্রে জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ। সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞই ঈশ্বর। অপরা প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতি সহ পরমাত্মার তত্ত্ব নিশ্চয়ার্থ ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ হইল, এই বিচার দ্বারা পরমাত্মা এবং জীবাত্মার স্বরূপ "আপনিই আপনি" ইহার অনুভূতি হইলেই জীবের সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হইল। ইহারই নাম প্রকৃতি হইতে পুরুষের মুক্তিই মুক্তি।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥১॥

শ

কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্তধর্ম্মাচরণাদ্ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তি? ইত্যেবমর্থশ্চাঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। শ

যা যা ব

হে কৌন্তেয়! ইদং দেবমনুষ্যাদিশব্দনির্দ্দেশ্যং সেন্দ্রিয়প্রাণং

শ্রী নী

ভোগায়নতং শরীরং শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং বিশরণধর্ম্মি!

শ শ

প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বকার্য্যকরণ বিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য

শ শ

ভোগাঽপবর্গার্থকর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে। সোঽয়ং

শ শ নী

সংঘাত ইদং শরীরং ক্ষেত্রং ক্ষিণোত্যাত্মানমবিদ্যয়া, ত্রায়তে চ বিদ্যয়েতি

বা যা শ শ

ক্ষেত্রং কর্ম্মবীজফলোৎপত্তিস্থানং ইতি ইতিশব্দঃ এবংপদার্থকঃ

অভিধীয়তে কথ্যতে তত্ত্বজ্ঞৈঃ। যঃ এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং বেত্তি বিজানাতি আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি—স্বাভাবিকেন ঔপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি মোক্ষদশায়ামহং মমেত্যভিমান রহিতঃ স্বসম্বন্ধরহিতমেব যোজানাতি বন্ধদশায়াস্তু অহং মমেত্যভিমন্যমানঃ স্বসম্বন্ধিত্বেন এব জানাতি তৎ বেদিতারং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ কথয়ন্তি। কে প্রাহুঃ? তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদঃ। কৃষীবলবৎ স এব ক্ষেত্রজ্ঞ স্তৎফলভোক্তাচ। যদুক্তং ভগবতা

"অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ
মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥ অস্যার্থঃ—

গৃধ্রন্তীতি গৃধ্রাঃ গ্রামেচরাঃ বদ্ধজীবাঃ অস্য বৃক্ষস্যৈকং ফলং দুঃখং অদন্তি পরিণামতঃ স্বর্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ। অরণ্যবাসা হংসা মুক্তজীবা একফলং সুখমদন্তি সর্ব্বথা সুখরূপস্য অপবর্গস্যাপি এতজ্জন্যত্বাৎ। এবমেকমপি সংসারবৃক্ষং বহুবিধ নরকস্বর্গাপবর্গপ্রাপকত্বাদ্বহুরূপং মায়াশক্তিসমুদ্ভূতত্বাৎ মায়াময়ং, ইজ্যৈঃ পূজ্যৈগুরুভিঃ কৃত্বা যো বেদেতি তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বেদিতারঃ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন হে কৌন্তেয় ! এই শরীর ক্ষেত্র এই নামে কথিত হয়। যিনি এই [শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া] জানেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তাগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন—এই শরীরকে ক্ষেত্র এই নামে অভিহিত করা হয় কেন ?

ভগবান—বহু কারণে শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়।

১। এই শরীর অবিদ্যাদ্বারা আত্মাকে ক্ষীণ (স্বরূপ হইতে বিচ্যুত) করে এবং বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে ত্রাণ (স্বস্বরূপে অবস্থিত) করে—এই জন্য ইহা ক্ষেত্র। "ক্ষিণোতি আত্মানমবিদ্যয়া, ত্রায়তে চ বিদ্যয়া" ইতি ক্ষেত্রম্।

২। সুখ দুঃখাদি ভোগ এবং মোক্ষাদি অপবর্গ লাভের ক্ষেত্র বলিয়া এই শরীরকে ভোগাপবর্গ ক্ষেত্র বলে।

৩। ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবচ্চাহস্মিন্ কর্ম্মফল নিষ্পত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি। ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, ক্ষয় পায়, ক্ষরে—পড়িয়া যায়, ক্ষেত্রের ন্যায় কর্ম্মফল যে সুখ দুঃখ তাহা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা ক্ষেত্র। সংসাররূপ অনর্থ হইতে ইহা পুরুষকে ত্রাণ করে বলিয়া ইহা ক্ষেত্র। রাগ দ্বেষাদি দোষ ক্ষয় করে বলিয়া ইহা ক্ষেত্র। দীপশিখার মত স্বয়ং ক্ষীণ হয় বলিয়া ক্ষেত্র। কৃষিজীবিগণ যেমন ক্ষেত্রোৎপন্ন ফল ভোগ করে, সেইরূপ কর্ম্মবীজের অঙ্কুরোৎপত্তির ভূমিস্বরূপ এই শরীর জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করায় বলিয়া ইহা ক্ষেত্র।

যেমন ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করা যায় ক্ষেত্র সেইরূপ ফল প্রসব করে সেইরূপ এই শরীররূপ ক্ষেত্র হইতে সুখ দুঃখরূপ অথবা মোক্ষাদি ফল উভয়ই লাভ করা যায় বলিয়া ইহা ক্ষেত্র—ক্ষেত্র শব্দের এই অর্থের মধ্যে অন্য সমস্ত অর্থ নিহিত আছে।

অর্জ্জুন—ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলিতেছে ?

ভগবান—ভোগাপবর্গের ক্ষেত্রভূমি এই শরীর কি অভিপ্রায়ে গঠিত এবং কোন উপাদানে ইহা গঠিত ইহা যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। ইনিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। ইনিই দেহ ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত হয়েন, হইয়া দেহের সমস্ত অবয়বগুলিকে মিলিত অবস্থায় রাখেন—এই সংঘাত পদার্থ পুরুষের ভোগ অপবর্গের জন্য—পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিভাগক্রমে যিনি ইহাকে জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

আবার যিনি অহং মম ইত্যাদি অভিমান বিশিষ্ট হইয়া ক্ষেত্রসম্বন্ধে এইটি আমার বলিয়া অভিমান করেন তিনিও ক্ষেত্রজ্ঞ।

দুই প্রকার কথা বলা হইল লক্ষ্য কর। বন্ধন দশায় যিনি অহং মম এই অভিমান বিশিষ্ট কিন্তু মোক্ষদশায় যিনি অহং মম এই অভিমান রহিত—বন্ধন দশায় যিনি ক্ষেত্রের

সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আর মোক্ষদশায় যিনি ক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ রহিত এই উভয়াবস্থা যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ।

শ্রীভাগবৎ বলেন—

অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপ মিজ্যৈ
র্মায়াময়ং বেদ সবেদ বেদম্।

কামনা পরায়ণ গ্রামেচর বদ্ধজীব সংসার বৃক্ষের দুঃখরূপ ফল ভোগ করে [যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ ও দুঃখ, কারণ পতন আছে] আর অরণ্যবাসী হংসস্বরূপ কামনা-মুক্ত সন্ন্যাসী, ইঁহারা সুখরূপ ফল ভোগ করেন। ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহারই বিচিত্র শক্তি প্রভাবে তিনি বহু, মায়াময়, ইহা যিনি গুরূপদেশ ক্রমে জানেন তিনিই বেদজ্ঞ। এই শরীরকেই আত্মা বলিয়া যিনি বোধ করেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন।

শরীর জড়, আত্মা চেতন। যাহারা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই জানিয়াছেন। তাঁহারাই বলেন শরীর ক্ষেত্র আর জীব ক্ষেত্রজ্ঞ।

অর্জ্জুন—প্রতি দেহেইত জীব আছে। তবে প্রতি দেহেই ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন?

ভগবান—ক্ষেত্রের দুই অর্থই করা হইয়াছে। বদ্ধজীবও ক্ষেত্রজ্ঞ—কারণ দেহটি আমার বলিয়া বোধ আছে। আবার এই বদ্ধজীব যখন আপনার আপনি আপনি স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করে, যখন জানিতে পারে "আমি চেতন, জড় নহি; জড় নহি বলিয়া আমি আপনাতে আপনি"—তখন যিনি দেহে বদ্ধ হইয়া ব্যাপ্য জীবরূপে কষ্ট পাইয়াছিলেন তিনিই ব্যাপক পরমাত্মারূপে সর্ব্বদুঃখ মুক্ত হয়েন। ব্যাপ্য জীবের স্বরূপই ব্যাপক পরমাত্মা। ত্বং ও তৎ এর এই অভেদ জ্ঞান নিশ্চয়ার্থ এই ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত!
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ ২॥

শ যা
হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু সমস্তশরীরেষু

ম ম
য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্বপ্রকাশচৈতন্যরূপো নিত্যো বিভুশ্চ তং ক্ষেত্রজ্ঞং

ম
অবিদ্যাধ্যারোপিতকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মমাবিদ্যকরূপপরিত্যাগেন

ম শ শ ম ম
মাং চ অপি পরমেশ্বরম্ অসংসারিণংঅদ্বিতীয়ব্রহ্মানন্দরূপম্

ব শ শ শ
অপিরবধারণে বিদ্ধি জানীহি। যোহসৌ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মাদি-
শ শ
স্তম্বপর্য্যন্তাহনেকক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তস্তং নিরস্তসর্ব্বোপাধিভেদং সদ-
শ শ আ আ
সদাদিশব্দপ্রত্যয়াহগোচরং বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ। দেহাদাতিরিক্তস্যাত্মত্বমেব
আ আ
বিপরীতং ভাসতে তথাত্মনোব্রহ্মত্বে স্বাভাবিকেহপি তস্মিন্ ব্রহ্মত্বং ন
আ আ
ভাতি-অবিদ্যাতোহব্রহ্মত্বমেব তস্য ভাতি। আত্মনোদেহাদ্যাত্মত্বমা-
আ শ শ
বিদ্যকং ভাতি ইত্যুক্তং। বস্তুতস্ত ন চ মিথ্যাজ্ঞানং পরমার্থবস্তু
শ শ
দূষয়িতুং সমর্থম ন হ্যূষরদেশং স্নেহেন পঙ্কীকর্ত্তুং শক্নোতি মরীচ্যু-
শ শ
দকম্। তথাহবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতি।
শ শ শ
অতশ্চেদমুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং চাহপি মাং বিদ্ধি। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞান-
আ
মিতি চ। অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি শ্রবণাদাত্মানং পরংব্রহ্ম ইত্যব-
আ ম
গচ্ছেদিত্যর্থঃ। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ ক্ষেত্রম্ মায়াকল্পিতম্ মিথ্যা,

ম ম
ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ পরমার্থসত্যস্তদ্‌ভ্রমাধিষ্ঠানমিতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ
শ শ শ
জ্ঞানম্ যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচর-
শ
মন্যদবশিষ্টমস্তি তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞেয়ভূতয়োর্যজ্জ্ঞানং—
শ শ ম
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়তে তৎ জ্ঞানং অবিদ্যা-

বিরোধি প্রকাশরূপম্ সম্যগ্জ্ঞানমিতি মম ঈশ্বরস্য বিষ্ণোঃ মতম্ অভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকেই নিশ্চয় ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে [পৃথকত্বরূপ] জ্ঞান সেই জ্ঞান আমার অভিমত [অর্থাৎ তাহাই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান] ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ "সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও"। তুমিই ত ঈশ্বর।

ননু সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেক এবেশ্বরঃ। নাহন্যস্তদ্ব্যতিরিক্তো ভোক্তা বিদ্যতে চেৎ—তত ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তম্। ঈশ্বর ব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোহন্যস্যাঽভাবাৎ সংসারাঽভাব প্রসঙ্গঃ। তচ্চোভয়মনিষ্টম্। বন্ধমোক্ষতদ্ধেতুশাস্ত্রাঽনর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ বিরোধাচ্চ।

প্রত্যক্ষেণ তাবৎ সুখদুঃখতদ্ধেতু লক্ষণঃ সংসার উপলভ্যতে। জগদ্বৈচিত্র্যোপলব্ধেশ্চ ধর্ম্মাঽধর্ম্ম নিমিত্তঃ সংসারোঽনুমীয়তে। সর্ব্বমেতদনুপপন্ন মাত্মেশ্বরৈকত্বে।

আমার জিজ্ঞাস্য ভাল করিয়া উত্থাপন করি।

প্রথম শ্লোকে বলিলে এই শরীরটাই ক্ষেত্র। এই শরীটাকে ক্ষেত্র বলিয়া যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

অনেক বদ্ধ জীব এই ক্ষেত্রটাকে শুধু শরীর বলিয়াই জানে—এটা যে সোণার মানব জমি—এই জমি আবাদ করিলে সোণাও ফলে, নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি বদ্ধ জীব ইহা জানে না। কিন্তু যে সমস্ত বদ্ধ জীব জানে যে "এমন মানব জমিন্ রইল পড়ে আবাদ কর্‌লে ফলত সোণা—" যাহারা এই শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়াও জানে, কৃষিকার্য্য করিয়া ইহা দ্বারা সোণা ফলান যায় ইহা জানিলেও এবং তজ্জন্য চেষ্টা করিলেও ইহারা একবারে মুক্ত হইতে পারে না। শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া জ্ঞান, যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরও হইয়াছে তাহাদিগকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতেছ; বলিতেছ এতদ্যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতিতদ্বিদঃ। আবার ২ শ্লোকে বলিতেছ তুমি—ঈশ্বর, তুমিই সর্ব্ব দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ।

মনুষ্যমাত্রেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে যে জীবই ভোক্তা। সকল লোকেই বলে আমার দেহ। এই দেহে আমিই ভোক্তা। কিন্তু ঈশ্বর যে এই দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে আছেন তাহাত অল্প লোকেই অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে পারে?

তুমি পরে ১৩।২৩ শ্লোকে বলিতেছ উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাঽপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

ঈশ্বর এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও স্বতন্ত্র। কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। তিনি ভর্ত্তা, তিনি ভোক্তা ও মহেশ্বর। শ্রুতি ইঁহাকেই পরমাত্মা বলেন। দেহে ভোক্তা পুরুষ-যিনি তাঁহাকেইত আমরা জীব বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি। তুমি ১৩।২২ শ্লোকেও বলিতেছ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতি-জনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের গুণসঙ্গ হয় বলিয়াই তাঁহাকে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম লইতে হয়। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্ যোনিজন্মসু।

এখানে আমার দুইটি আশঙ্কা হইতেছে। (১) দেহে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ভোক্তা কেহ নাই। ঈশ্বর তবে সংসারী। তিনিই তবে বদ্ধ সংসারী জীব।

(২) সর্ব্বশাস্ত্রে যদি ঈশ্বরকে অসংসারী বলা হয় তবে সংসারী কেহ না থাকায় সংসার বলিয়া কিছুই থাকে না।

এই উভয় আশঙ্কাই অনিষ্টজনক। তবে শাস্ত্রে বন্ধ ও মোক্ষ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ দেখা যায় সমস্তই নিরর্থক। সংসারী কেহ নাই, সংসারও নাই এরূপ সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধী। সকলেই দেখিতেছেন সংসার আছে, সুখ দুঃখ আছে; ভোগাদি এক জন করিতেছেন। আরও, সংসারী কেহ নাই, সংসার ও নাই ইহা বলিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ ভোগ সংসার বন্ধন ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। ইহাই প্রত্যক্ষের বিরোধ।

তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি মুক্ত পরমেশ্বর, তিনিই আবার বদ্ধ জীব আমার এইরূপ ধারণা হইতেছে। ইহার মীমাংসা কি?

ভগবান—যিনি অসংসারী পরমেশ্বর তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। যোঽসৌ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তোঽনেক ক্ষেত্রোপাধি প্রবিভক্তস্তং নিরস্তসর্ব্বোপ ধিভেদং সদসদাদি শব্দ প্রত্যয়াগোচরং বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ। যে ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বক্ষেত্রে এক, তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্র রূপ উপাধিতে বিভক্ত হইয়া আছেন। সমুদায় উপাধিগত ভেদ নিরস্ত হইলে তিনিই যে সৎ ও অসৎ আদি শব্দ প্রত্যয়ের অগোচর পরব্রহ্ম—ইহাই তুমি জানিও।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিয়াছ যিনি ঈশ্বর তাঁহার উপাধি মায়া। যিনি জীব তাঁহার উপাধি অবিদ্যা। মায়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিতা বলিয়া এক। অবিদ্যা রজস্তম রূপ মলিন সত্ত্ব যুক্ত এবং সর্ব্বদা চঞ্চল ও নানা ভাগে বিভক্ত বলিয়া বহু। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব অবিদ্যাবদ্ধ। তুমি ঈশ্বর চৈতন্য ও জীব চৈতন্যকে একই পদার্থ বলিতেছ—তবে যে প্রভেদ দেখা যায় তাহা উপাধিগত পার্থক্য মাত্র। উপাধিগত ভেদ চলিয়া গেলে যিনিই ঈশ্বর তিনিই জীব—এই তুমি বলিতেছ। আমি জিজ্ঞাসা করি জীব ও ঈশ্বরের যে ভেদ তাহাত অত্যন্ত মারাত্মক। উপাধিগত ভেদ চলিয়া গেলে এই বিষম ভেদ কিছুই থাকিবে না? জীব ঈশ্বরের মত সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী হইয়া যাইবে?

ভগবান—জীবও ঈশ্বরের ভেদটা অগ্রে বল দেখি?

অর্জ্জুন—সর্ব্বদেহে যে জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতেছ তিনি "আমার দেহ" এই মাত্র জানেন। আবার নিজের দেহ সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান বা অনুভব আছে, অপর জীবের দেহ সম্বন্ধে তাঁহার সেরূপ অনুভব নাই। জীবের নিজ দেহের নিয়ন্তৃত্বও পরিমিত; আপনার দেহকেও সে ঠিক মত চালাইতে পারে না—অন্য ব্যক্তির দেহের নিয়ন্তৃত্ব তাহার কিরূপে থাকিবে? সকল দেহের জ্ঞান ও নিয়ন্তৃত্ব এক মাত্র ঈশ্বরেরই আছে—এই জন্য তাঁহাকেই সর্ব্বদেহের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া বলা হয়—জীব সর্ব্ব দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ কিরূপে হইবে?

ভগবান্—চৈতন্য যিনি তিনি অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ বলিয়াই না আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ ভাবিতে পারেন না? বদ্ধ বলিয়াই না তাহার জ্ঞান পরিমিত? অবিদ্যা উপাধি যখন জীবের না থাকে তখন তিনিই যে ঈশ্বর—চৈতন্য, তিনিই যে সর্ব্বজ্ঞ ইহা বুঝিতে ভার কি? অবিদ্যা বা অজ্ঞান দ্বারাই না বদ্ধ?

পূর্ব্বে ৫।১৪ শ্লোকে বলিয়াছি "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"। অবিদ্যাই অজ্ঞান। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই বলা হয় জীব বদ্ধ।

জ্ঞান ও অজ্ঞান অত্যন্ত বিরুদ্ধ। জ্ঞান হইতেছে বিদ্যা, অজ্ঞান হইতেছে অবিদ্যা। ইহারা আলোক আঁধারের মত বিপরীত। ইহাদের ফলের ভেদ ও নির্দ্দিষ্ট আছে। বিদ্যাবিষয় শ্রেয়ঃ। শ্রেয়স্তুবিদ্যাকার্য্যমিতি। বিদ্যাতে শ্রেয়ঃ লাভ হয় অবিদ্যার কার্য্য হইতেছে প্রেয়। একের দ্বারা "আপনাতে আপনি" থাকা রূপ মুক্তি অন্যের দ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ পুনঃ পুনঃ বন্ধন।

শত সহস্র শ্রুতি এই উপদেশ করিতেছেন বদ্ধ জীব যখন আপন আত্মার স্বরূপ অবগত হন, যখন সাধনা দ্বারা তিনি আত্মবিৎ হয়েন, তখন তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন। "আত্মবিদ্যঃ—স ইদং সর্ব্বং ভবতি।" যিনি আত্মবিৎ তিনি এই সর্ব্বরূপ হইয়া যান। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মরূপেই স্থিতি হয়। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। বিদ্বান্ এই জগতেই অমর হইয়া যান—ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। বিদ্যা লাভ হইলে ব্রহ্মভাবেই অবস্থান হয় তখন একই থাকে দুই থাকে না, কাজেই কোন ভয় থাকে না। কিন্তু অবিদ্বান্ যিনি—"অথ তস্য ভয়ং ভবতি"। অবিদ্যা থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকে—দুই থাকিলেই ভয়।

দেহই আমি, দেহই আত্মা, এই অবিদ্যা যতদিন থাকে, দেহাদিকে অনাত্মা বলিয়া বোধ যতদিন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত রাগ দ্বেষ থাকিবেই—ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিবেই; যতদিন এই সমস্ত আছে ততদিন পুনঃ পুনঃ জনন মরণ হইবেই। সাধনা দ্বারা রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হও, হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপশম হইবে তখনই জীবের উপাধির ক্ষয় হইল তখনই জীব ঈশ্বর হইয়া মুক্ত হইয়া গেল। যিনি আত্মার স্বরূপ জানিয়াছেন, যিনি জানিয়াছেন চেতন জড় হইতে পৃথক, যিনি জানিয়াছেন জীব চৈতন্য সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্, তিনিই জানিয়াছেন তিনি আপনিই আপনি। ইনিই মুক্ত।

অর্জ্জুন।—অবিদ্যা দোষ কিরূপ একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়া দাও।

ভগবান।—স্থানুকে যেমন পুরুষ বোধ হয়। শাখা-পল্লব হীন শুষ্ক বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে, মনে হইল পুরুষ একটা দাঁড়াইয়া আছে। অজ্ঞান জন্যই এইরূপ এককে আর দর্শন হয়। যিনি আপনাতে আপনি, যিনি শুধু আনন্দ স্বরূপ, শুধু জ্ঞান স্বরূপ তাঁহাকে পরিমিত জ্ঞান বিশিষ্ট দেখা, তাঁহাকে পরিমিত শক্তি বিশিষ্ট দেখা, তিনি জরা মরণ আধি ব্যাধি, সংসার, দেহ দ্বারা বদ্ধ—ইহা ভাবনা করা ইহাই ত প্রধান অজ্ঞান।

স্থানুকে যখন পুরুষ রূপে ভ্রম হয় অথবা রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় তখন এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ হয় মাত্র। সর্প ও রজ্জু প্রায় এক প্রকারের বস্তু, স্থানু ও পুরুষ সদৃশ বস্তু—এই জন্য একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ হয়। সেইরূপ যদিও আত্মা সীমাশূন্য—এবং শক্তি-পরিচ্ছিন্ন তথাপি অনন্ত অখণ্ড আত্মাতে পরিচ্ছিন্ন শক্তির আরোপ হয় মাত্র। অখণ্ড আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন শক্তিবিশিষ্ট মনে হওয়াই অজ্ঞানের কার্য্য। পরিচ্ছিন্ন শক্তিরই ব্যক্তাবস্থা দেহাদি। সুখ দুঃখ জরা মরণাদি দেহের ধর্ম্ম। ইহা আত্মাতে আরোপ হয় ইহাতেই মনে হয় জীবাত্মা—খণ্ডশক্তি-বিশিষ্ট, খণ্ডজ্ঞান-বিশিষ্ট, ইহার সমস্তই পরিমিত। আত্মাতে সুখ দুঃখ নাই, জরা মরণ নাই, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই—কিন্তু ইহার গুণসঙ্গ হইলে ঐ সমস্ত, অবিদ্যা কর্ত্তৃক তাঁহাতে আরোপ হয় মাত্র কিন্তু এই আরোপ দ্বারা আত্মা কিছু মাত্র দূষিত হন না। কাজেই যিনি আপনিই আপনি তাঁহাতে সংসারিত্বের গন্ধ মাত্র নাই। অন্ধকার আলোককে আচ্ছন্ন করে, করিয়া বিপরীত ভাবে দেখাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে দূষিত করিতে পারে না। আকাশ সর্ব্বগত হইলেও তাহাতে যেমন কোন বস্তুর সংযোগ বিয়োগ হয় না—আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম আত্মা সেইরূপ সর্ব্বগত হইলেও তিনি কাহারও সহিত সংযুক্তও নহেন বিযুক্তও নহেন। আত্মার স্বরূপ হইতেছে তিনি আপনিই আপনি।

অবিক্রিয়স্য চ ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্যাঽমূর্ত্তস্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংযোগবিয়োগাঽনুপপত্তেঃ॥ সিদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞস্য নিত্যমেবেশ্বরত্বম্। অনাদিত্বাৎ। নির্গুণত্বাৎ। ঈশ্বরবচনাচ্চ। তবেই হইল ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি তিনি নির্গুণ; তিনি অনাদি বলিয়া তিনি নিত্যই ঈশ্বর।

ব্যাসদেব অনুগীতা ৩০ অধ্যায়ে বলিতেছেন—"জীব নির্গুণ ও দেহ পরিশূন্য। কেবল ভ্রান্তবুদ্ধিগণ ভ্রম বশতঃ উঁহারে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে।" আবার বলিতেছেন "ঐ জীবই শাশ্বতব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ জীবই সমুদায় লোকে বীজ স্বরূপ। প্রাণিগণ উঁহার প্রভাবে জীবিত থাকে।

অর্জ্জুন:—এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা কি প্রমাণ হইল ভাল করিয়া আর একবার বল।

ভগবান।—অনেকেষু হি প্রাণিষু কশ্চিদেব বিবেকী স্যাৎ যথৈবেদানীম্। নচ বিবেকিন-মনুবর্ত্তন্তে মূঢ়াঃ। রাগাদি দোষতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তেঃ।

অনেক মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক লাভ করেন। মূঢ় জন কিন্তু সেই বিবেকী পুরুষের মত চলে না। মূঢ়েরা রাগাদি দোষ পরতন্ত্র বলিয়াই পারে না।

তস্মাদবিদ্যামাত্রং সংসারো যথাদৃষ্ট বিষয় এব। ন ক্ষেত্রজ্ঞস্য কেবলস্যাঽবিদ্যা তৎকার্য্যং চ। ন চ মিথ্যা জ্ঞানং পরমার্থবস্তু দূষয়িতুং সমর্থম্। ন হ্যূষরদেশং স্নেহেন পঙ্কীকর্ত্তুং

শক্নোতি মরীচ্যুদকম্। তথাঽবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতি। অতশ্চেদমুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি। অজ্ঞানেনাবৃত জ্ঞানমিতি চ।

দেখান হইল অবিদ্যাই সংসার। যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি কেবল; তিনি আপনিই আপনি। যিনি চেতন—তাঁহাকে জীবই বল বা ঈশ্বরই বল বা ব্রহ্মই বল— তাঁহাতে অবিদ্যাও নাই অবিদ্যার কার্য্যও নাই। মিথ্যাজ্ঞান পরমার্থ বস্তুকে কখনই দূষিত করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মরুমরীচিকার জল ঊষর দেশকে পঙ্কাবৃত করিতে পারে না। সেইরূপ অবিদ্যাও ক্ষেত্রজ্ঞের কিছুই করিতে পারে না। সেই জন্য বলা হইল—আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত অন্য কোন পদার্থের কোন সংশ্রব নাই। ক্ষেত্রজ্ঞ নিঃসঙ্গ। অসঙ্গ বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞের কখনও কোন দুঃখ নাই। দুঃখটা হয় কেবল অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবং। ৫।১৫

অর্জ্জুন।—অজ্ঞান জ্ঞানকে আবৃত করে কিরূপে?

ভগবান।—দেহী জ্ঞান স্বরূপ। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ। জ্ঞানই তিনি। তাঁহাতে জ্ঞান আছে বলিলে, তাঁহাতে আনন্দ আছে বলিলে বলা হয় যেন তিনি জ্ঞান হইতে এবং আনন্দ হইতে ভিন্ন বস্তু। কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ বলিলে বুঝা যায় আপনিই আপনি ইহাই জ্ঞান; ইহাই আনন্দ। এই জ্ঞান ও আনন্দ- যখন স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন যখন আপনিই আপনি থাকেন তখন ইনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ। কারণ কেহ তাঁহার দ্রষ্টা নাই। এই স্বরূপ অবস্থার প্রকাশ কাহার কাছেই বা হইবে? অন্য কেহত নাই। তিনিই আছেন। তখন পর্য্যন্ত গুণসঙ্গ হয় নাই। নির্গুণ ব্রহ্ম, নির্গুণাশক্তির সহিত অভেদ হইয়া আছেন। এইটি চলন রহিত অবস্থা। এইটি নিস্পন্দ ভাব। বাস্তবিক এখানে দুই নাই। কিন্তু যে কারণেই হউক এই অব্যক্ত অবস্থা ব্যক্তাবস্থায় আইসে। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নবৎ প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্মও সৃষ্টিবৎ প্রকাশ পান। সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যখন আপনার সমস্ত শক্তিকে গুটাইয়া স্পন্দনশূন্য অবস্থায় থাকেন তখনই তাঁহার আপনাতে আপনি অবস্থা—শক্তি তাঁহাতে আছে অথবা নাই কিছুই বলা যায় না। দাহিকা শক্তি গুটাইয়া অগ্নির অবস্থান যেরূপ, সমস্ত কিরণ গুটাইয়া সূর্য্যের অবস্থান যেরূপ, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি গুটাইয়া তুরীয়ের অবস্থানও সেইরূপ। পরম শান্ত পরম পুরুষে শক্তির এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ যাহা তাহা কি বাস্তবিক? না ইহা ভ্রম?

পরমব্রহ্মে পরমাশক্তিকে যেমন আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না সেইরূপ এই শক্তির সঙ্কোচন প্রসারণ জ্ঞানে নাই, অজ্ঞানে আছে। সেই জন্য শাস্ত্র বলেন জ্ঞানীর নিকটে জগৎ নাই, অজ্ঞানীর নিকটে আছে।

জ্ঞানের উপরে অজ্ঞান যে ভাবে ভাসে, আলোকের উপরে অন্ধকার যে ভাবে ভাসে, ইহাও সেইরূপ একটা অসম্ভবের সম্ভব হওয়া মাত্র। ভাষায় ইহা প্রকাশ করা যায় না। যদ্দারা ইহা হয় তাহাকে বলা হয় অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া। অজ্ঞান কাহার হয়? অবিদ্যা কাহার? অজ্ঞান জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে কি না? কিরূপে পারে—

এতন্নিহিত তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রবেশ কর দেখিবে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ স্বরূপতঃ কি? ইহা সত্যই আছে অথবা ইন্দ্রজালরূপে আছে তখন প্রতিভাত হইবে। স্থাণুকে যে পুরুষ বোধ হয়, রজ্জুকে যে সর্প বোধ হয়, ব্রহ্মকে যে জগৎরূপে বোধ হয়—এই ভ্রান্তি কিরূপে আইসে—কিরূপে এই জগৎ ভ্রান্তিবলে পরমাত্মাতে ভাসিয়া উঠে তখন বুঝা যাইবে।

শাস্ত্র বলেন "এই জগৎ রজ্জু সর্পের ন্যায় অন্য কোন স্থান হইতে আগত নহে; ইহা পরমাত্মাতেই ভ্রান্তিবলে উপস্থিত হয়। সূর্যে যেমন কিরণজাল, মণিতে যেমন ঝলক সেইরূপ পরমব্রহ্মে সঙ্কল্পাত্মিকা অস্পন্দ শক্তি। যে ব্যক্তি সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া—ইহা রশ্মি এইরূপ পৃথক্ জ্ঞান করে; যে ব্যক্তি মণিকে ভাবনা না করিয়া ইহা ঝলক এইরূপ পৃথক জ্ঞান করে, তাহার নিকট রশ্মিজাল সূর্য্য হইতে, ঝলক মণি হইতে, পৃথক বস্তু বলিয়া বোধ হয়। আর যে ব্যক্তি কিরণজালকে সূর্য্য হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করে তাহার নিকট কিরণজাল সূর্য্যরূপেই প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তি তরঙ্গে জলবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, তরঙ্গ একটা পৃথক বস্তু বলিয়া ভাবনা করে, তাহার নিকট জলটাই তরঙ্গরূপে প্রতীত হয়, কদাচ জল রূপে প্রতীত হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি তরঙ্গকে জলরূপে ভাবনা করে, তাহার নিকট, তরঙ্গই জল-সামান্য এইরূপ জ্ঞান হয়—এই জ্ঞান নির্ব্বিকল্প।

বহ্নিশিখায় বহ্নিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, শিখারূপে ভাবনা করিলে—বুদ্ধি বহ্নিশিখাগত চলন, উদ্ধগমনাদি যে ধর্ম্ম তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বহ্নিশিখাকে বহ্নিরূপে ভাবনা করিলে—বহ্নিশিখা বহ্নিরূপেই প্রতীয়মান হইবে—ইহাকেই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান বলে।

বায়ু যেমন আপনা হইতেই স্পন্দশক্তির উৎপাদন করে, সেইরূপ আত্মা নিজেই প্রকাশময় আত্মশক্তিতে সঙ্কল্পনাম্নী শক্তির উদ্ভাবন করেন।

আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান, যখন ইঁহাতে যে শক্তির উদয় হয় তখনই তিনি তাহারই অনুরূপে দৃশ্য হন। কাহার দৃশ্য হন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলিব যিনি দেখেন তাঁহারই। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অহং সৃজন না হওয়া পর্য্যন্ত দেখা শুনা ব্যাপার অনুভূত হয় না—সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে, দেখিবার কেহ নাই। আত্মা আছেন সত্য, তিনিই দ্রষ্টা সত্য কিন্তু অহং অভিমান করিয়া তিনি পরিচ্ছিন্নমত না হইলে দর্শন ব্যাপার ঘটে না।

অবিদ্যা কাহার? প্রশ্ন নিরর্থক। দৃষ্টি মাত্রেই বিনাশী, অসৎ হইলেও কুপিত—এই অবিদ্যারূপ সঙ্কট ব্যাধির আক্রমণ অতি ভয়ানক।

জ্ঞানে অজ্ঞান নাই; জ্ঞানীর অবিদ্যা নাই, থাকিতেই পারে না ইহা তুমি ধারণা কর। যিনি আপনিই আপনি—তাহাতে কোন ভ্রম জ্ঞান নাই ইহা বিশ্বাস কর। যাহার অন্তরে কেবল মাত্র ব্রহ্মই সত্য,—ইনি আপনিই আপনি, আত্মা আপনিই ইহা দৃঢ় ভাবে নিশ্চিত হইয়াছে সে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অবিদ্যা কাহার? যাহার মিথ্যা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বৈত ভাবনায় অহং বুদ্ধি—আমিত্ব জ্ঞান—বিদ্যমান; মিথ্যাত্মদর্শী সেই ব্যক্তিরই অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে। যেমন জলে,

পাংশুরাশি থাকে না সেইরূপ পরমাত্মায় অবিদ্যা থাকে না—কোন বিকারই থাকে না। পরমাত্মায় কোন নামরূপাদি বিকার পর্য্যন্ত নাই।

পরমাত্মাতে শক্তি যাহা উঠিতেছে তাহা নাম ও রূপে তাৎকালিক সম্বন্ধ রূপ ভাবনা ব্যবহারার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা আত্মা হইতে পৃথক নহে। এই লোক ব্যবহারও আবশ্যক, কারণ তন্তুহীন বস্ত্রের ন্যায় উক্ত ব্যবহার ব্যতিরেকে শাস্ত্র-দৃষ্টিরও স্থিতি অসম্ভব। আত্মা এই অবিদ্যায় ভাসমান। আত্মজ্ঞান ব্যতীত অবিদ্যাকে দেখাও যায় না অবিদ্যার নাশও হয় না। আপনিই আপনি—এই ভাবে স্থিতিই জ্ঞানে স্থিতি। ইহাই আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানও শাস্ত্রসাপেক্ষ। আত্মলাভ না হইলে অবিদ্যা নদীর পার-প্রাপ্তি হইতে পারে না। সেই অবিদ্যা নদীর পারই অক্ষয় পদ। এই মল-প্রদায়িণী মায়া যে কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই পরমপদ আশ্রয় করতঃ নিশ্চয় অবস্থান করিতেছে।

এই মায়া কোথা হইতে উৎপন্ন হইল তোমার এইরূপ বিচার করিবার আবশ্যক নাই, আমি মায়াকে কিরূপে বিনষ্ট করিব এই বিচার কর।

জান যে যেমন গগনতলে সমীরণ আপনিই আপনাতে প্রবহমান হয়, সেইরূপ আত্মা আপনিই আপনশক্তিতে ঐরূপ স্পন্দভাব প্রাপ্ত হন। যেমন নিশ্চল দীপ স্বীয় শিখার স্পন্দশক্তি দ্বারাই ঊর্দ্ধদেশগামী হয়, ঐ আত্মাও তদ্রূপ স্বশরীরে স্পন্দশক্তি প্রকাশ করেন। সাগর যেরূপ জলমধ্যে স্বসলিলের উল্লাসে চঞ্চল হয় সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মাও তেমনি আপনাতে স্পন্দধর্ম্মী হয়েন।

মহাচিদাকাশে স্বভাবতঃ চিৎ শক্তির আকৃতি উল্লসিত হয়। চিৎশক্তি আত্মা হইতে পৃথক না হইলেও পৃথকভূত বলিয়া বোধ হয়। সেই চিৎশক্তি সর্ব্বশক্তিমতী হইয়া ক্ষণকাল স্ফুরিত হইতে থাকেন; তাহার পর চন্দ্রকলার শৈত্য প্রকাশবৎ স্বকীয় শক্তি প্রকাশ করেন।

এই চিৎশক্তি স্বীয় স্বভাবের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, আদ্যন্ত বিহীন পরম পদেই অবস্থিতি করেন। আপনাকে আপনি না জানিতে পারিয়া ঐ চিৎ—স্পন্দশক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া সঙ্কল্পানুগামিনী হওয়ায় দৃশ্য জগদাকার ধারণ করেন। বিকল্পবশে সাকার এবং দেশ-কাল ও ক্রিয়ার আশ্রয়ে চিতের যে রূপ তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। ক্ষেত্র শব্দে শরীর; চৈতন্য যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর শরীরকে অখণ্ডিত ভাবে জ্ঞান করেন, তখন তাঁহাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনার অনুবর্ত্তী হইয়া বহু নামরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

চৈতন্য অবিদ্যা মলের পরিণাম বশতঃ বৈলক্ষণ্য মত প্রাপ্ত হইলেও—চিৎস্বভাব সেই একই থাকে; কারণ তাহা পরিণামশীল নহে।

জীব চৈতন্য ও ঈশ্বর চৈতন্য—চৈতন্য অংশে, যাহা আপনা আপনি, এই অংশে, এক; কিন্তু উপাধিধৃত অবস্থার ভিন্ন—উপাধি ভিন্ন বলিয়া।

তাই বলিতেছিলাম আত্মা প্রকাশময় আত্মশক্তিতে সঙ্কল্পনাম্নী শক্তির উদ্ভাবন করেন। সঙ্কল্প শক্তি জাগিলে আত্মা যেন পৃথকরূপে প্রতীয়মান হইয়া সঙ্কল্প-কল্পনাময় চিত্তরূপে

বিবর্ত্তিত হইয়া আপনার আকার ভাবনা করিতে থাকেন। এই সঙ্কল্পময় চিত্ত আপন শক্তিবলে যে সঙ্কল্প উৎভাবন করে ক্ষণকাল মধ্যে তাহাই হইতে পারে। চিত্ত সঙ্কল্পবশতঃই দ্বিত্ব একত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগৎস্থিতি বিস্তার করে এবং সেই জগৎস্থিতিতে নিজেই বিভিন্ন ভাব ধারণ করে

এই গীতা শাস্ত্রে—সঙ্কল্প কামনা ইত্যাদি—যাহাই কাম, ক্রোধ রূপে পরিণত হয় যাহা রজোগুণ সমুদ্ভব—ইহারাই জ্ঞানীর নিত্য বৈরী। "আবৃতং জ্ঞান মেতেন জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা।" কামই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি—এই কামের দুর্গ। ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই অবিদ্যারূপী কামনা বা সঙ্কল্প জ্ঞানকে আবৃত করে। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান এইরূপে আবৃত হয়। আপনিই আপনি ইহা জ্ঞান। স্বয়মন্যমিবোল্লসন্—আমি স্বরূপতঃ আপনিই আপনি হইয়াও আমি অন্য এই যে উল্লাস ইহাই হইতেছে আত্মার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া আপন স্পন্দনকে আপনি বলিয়া ভাবনা করা। এই শোভনাধ্যাসই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের আবরণ।

শাস্ত্র এই দুরূহ তত্ত্ব বহুরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধনা দ্বারা—বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে ইহার স্ফুরণ হয় এই দুরূহ তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া ও নিজের সামর্থহীনতা লক্ষ্য করিয়া যখন ভক্তি যোগে শ্রীভগবানের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করা হয়—সম্পূর্ণ পুরুষার্থ প্রয়োগ করিয়াও তত্ত্বজ্ঞানাবধানে অসমর্থ হইয়া শ্রীভগবানের শরণাগতিরূপে ভক্তিযোগ আশ্রয় যখন করা হয়—তখন আপনাতে আপনি স্থিতিরূপ জ্ঞান লাভ করা যায়, নতুবা নহে।

যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা এখানে তুলিয়াছি তাহা যিনি বুঝিতে পারেন তিনি জানেন "অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানারূপ প্রাপ্ত করায় ও প্রলয়-কালে একরূপ প্রাপ্ত করায় জীবাত্মাও সেইরূপ সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করে।" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

"চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মায় অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞও বলা যায়।" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

বলা হইল জীবাত্মা স্ব স্বরূপে আপনিই আপনি হইয়াও—বহুসঙ্গবশতঃ আমি অজ্ঞ এই-রূপ ভাবনা করিয়া দুঃখী হয়েন। কিন্তু তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই আনন্দময়—তাঁহার এই আপনিই আপনি ভাব অজ্ঞান দ্বারাই আবৃত। যেমন বহুসঙ্গে কোন চিহ্নিত বালকের বেদপাঠ—সমস্ত লোকের শব্দের সহিত মিশিয়া থাকে বলিয়া শ্রবণগোচর হয় না সেইরূপ। কিন্তু জীবাত্মার স্ব স্বরূপ জানিবার শক্তি সর্ব্বদাই আছে। তিনি ঐ চিহ্নিত বালকের বেদ-পাঠের মত যদি একা পাঠ করেন, তিনি যদি কামনা বাসনা দেহাভিমান ইত্যাদির সঙ্গ ত্যাগ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ আপনিই আপনি অনুভব করিয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপে স্থিতি লাভ করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০৮ অধ্যায়—তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা যাহা বলিয়া আক্ষেপ করেন তাহা অতি সুন্দররূপে বলিয়াছেন—ক্ষর অক্ষর বা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব তুমি ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারিবে বলিয়া আমি এক্ষণে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

"তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, মৎস্য যেমন অজ্ঞানবশতঃ জালে নিপতিত হয়; তদ্রূপ আমি মোহবশতঃ এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি। মৎস্য যেমন জীবন লাভের নিমিত্ত হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে গমন করে তদ্রূপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন সলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি. হায়! আমি অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মারে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি, অতএব আমারে ধিক্। পরমাত্মা আমার বন্ধু। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতি সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম। আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি, কখন তির্য্যগ্‌যোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থির নিশ্চয় হইলাম। আর কখন আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না। আমি নির্ব্বিকার হইয়াও এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ নাই; আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। আমি স্বয়ং পরমাত্মা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া উহাতে আসক্ত হইয়াছি। [জীবাত্মাতে যে আপনিই আপনি ভাবটি আছে তাহাই পরমাত্মা] আমি রূপ হীন মূর্ত্তিহীন হইয়াও মমতাবশতঃ রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি। আমি নির্ম্মম হইয়াও মমতা সহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কি অসৎ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিলাম? প্রকৃতি অহঙ্কার দ্বারা আমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং স্বয়ং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া আমাকে নানাদেহে নিয়োগ করিতেছেন। এক্ষণে আমি অহংমমতা পরিশূন্য হইয়া [আপনিই আপনি ভাবনা করিয়া] প্রবুদ্ধ হইয়াছি আর আমার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি উহারে এবং অহংকার—কৃত মমতারে পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন পরমাত্মারে আশ্রয় করিব। পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয়ঃ; অতএব আমি উঁহার সহিত মিলিত হইব। প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিহিত নহে। জীবাত্মা এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন পরমাত্মারে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষরত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নির্গুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয়েন এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে সর্ব্বাদিভূত নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষর ও অক্ষরের তত্ত্ব ইহা॥"

অর্জ্জুন—এই অজ্ঞান যাইবে কবে? "আমি" "আমার" ইহা ত পণ্ডিতদেরও দেখা যায়। তোমার সিদ্ধান্ত আমি যাহা বুঝিলাম তাহা একবার বলিব?

ভগবান—বল।

অর্জ্জুন—জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ। স্বরূপতঃ তিনি আপনিই আপনি। ক্ষেত্রধর্ম্মটা মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপ হয়। ক্ষেত্রজ্ঞের কোন ধর্ম্ম নাই। ক্ষেত্রধর্ম্ম যদিও ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপ হয় তথাপি তদ্দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ দূষিত হয়েন না। ক্ষেত্রজ্ঞই আপনিই আপনি এইটুকু যিনি দেখেন—তিনি আত্মাকে অবিক্রিয় দেখেন—কোন ইচ্ছানিচ্ছা তখন থাকে না; তাঁহার তত্ত্বকথা সমস্তই স্পষ্টরূপে ধারণা করিবার জন্য জীবের স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রহ্মের পরমপদ যাহা তাহা সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ অবিকৃত, সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত, আপনাতে আপনি, পরিপূর্ণ, শুদ্ধ জ্ঞানানন্দ। তিন পাদ এই অবস্থায় সর্ব্বদা অবস্থিত; চতুর্থ পাদের এক অতি সূক্ষ্ম স্থানে মণির ঝলকের মত মায়ার বা শক্তির ঝলক উঠে; উঠিয়া এক অখণ্ড মত মায়া যেন সম্মুখে ভাসে। তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব তাহাই হইল সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর। আবার অখণ্ডমত প্রতিভাত মায়ার একদেশে মাত্র অবিদ্যাতরঙ্গ উঠে। সেই বহুখণ্ডে বিভক্ত অবিদ্যাতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত যে ঈশ্বর চৈতন্য তাহাই জীব। তবেই দেখিলাম অবিদ্যা কি? বা অবিদ্যা কাহার? আত্মাতে অবিদ্যা কোথায়?

অবিদ্যাটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। রজ্জুতে সর্প বোধ, স্থাণুতে পুরুষ বোধ—এইগুলি ভ্রমজ্ঞান। আত্মাকে দেহরূপে দেখা; ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখা—ইহাই না অবিদ্যা? অথচ আত্মা আত্মাই আছেন, ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন; রজ্জু রজ্জুই থাকে; স্থাণু স্থাণুই থাকে। মধ্য হইতে দ্রষ্টার আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে। অঘটন ঘটন পটীয়সী আত্মমায়ার কার্য্যই ইহা। দৃশ্যং দর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্যং নিজান্তর্গতং পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া॥ নিদ্রাকালে স্বপ্নে মনই দ্রষ্টা, মনই বহু সাজিতেছে আর মনই ভাবিতেছে—যেন বাহিরে কত কি বস্তু দেখা হইতেছে। আপনার মধ্যে চিত্তস্পন্দন কল্পনা হইতেছে, মনে হইতেছে বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছি।

বাস্তবিক আত্মাই দ্রষ্টা। আত্মশক্তিই দৃশ্য। চিত্তটাই যেন আত্মশক্তির অব্যক্তাবস্থা হইতে প্রথম ব্যক্তাবস্থা। আত্মা চিত্তকেই দেখেন। চিত্ত জড়। কিন্তু আত্মার সান্নিধ্যহেতু চিত্তেও আত্মার চৈতন্যত্ব আরোপ হয়। হইয়া চিত্ত—আপন কল্পনাসমূহকে স্থূল স্থূল ভাবে দেখিয়া—স্থূল বস্তু আকারে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রতিক্ষণ এইরূপ হইতে হইতে—অবিদ্যাই মূর্ত্তি ধরিয়া জগৎরূপে ভাসে। অবিদ্যার পরিহারই কর্ত্তব্য। শুভ্র বস্ত্রে মসি বিন্দু লাগিয়াছে। কাহার মসি, কে ইহা প্রস্তুত করিল ইত্যাদি প্রশ্ন নিরর্থক। আরও দেখ ভ্রমজ্ঞান যাহা তাহা যখন দেখা হয় তখন ইহা থাকে না। ভুল ধরিলে ভুল থাকে না। অবিদ্যা দেখিতে পারিলে অবিদ্যা থাকে না। স্বপ্নে স্বপ্ন দেখিতেছি বোধ হইলে স্বপ্ন ছুটিয়া যায়। তাই বলা হইতেছে অবিদ্যা কাহার এ প্রশ্ন নিরর্থক।

ভগবান্—প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে ত তাহাও জানিয়া লও। আমি কখন নির্গুণ কখন সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি আমার নানাভাব আমি বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন কথা কি তোমার জিজ্ঞাস্য আছে?

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে ৭।৫ শ্লোকে বলিয়াছ (৬৪৩ পৃঃ) পরমাত্মাই জীবরূপে জড়প্রকৃতি ধরিয়া আছেন। পরমাত্মাই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপে ক্ষেত্রকে ধরিয়া আছেন। পূর্ব্বে আরও বলিয়াছ আমরা অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া থাকেন। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় ! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ৯।১০। কখন বলিতেছ "কল্প ক্ষয়ে সমুদায় ভূত আমার প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয় আর কল্পের আদিতে আমি তাহাদিগকে সৃজন করিয়া থাকি" আবার বলিয়াছ "নবদ্বারে পুরে দেহি নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"। কখন বলিতেছ তুমি অধ্যক্ষ স্বরূপে আছ—আর প্রকৃতি সৃষ্টি করিতেছে, কখন বলিতেছ আমি কল্পের আদিতে সমস্ত সৃষ্টি করিতেছি, কখন বলিতেছ আমি কিছুই করি না—কিছু করাইও না। এই সমস্ত আপাততঃ বিরুদ্ধ বাক্যের মধ্যে যেন একটি সত্য ভাব আছে। সেইটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দাও—যেন আমার আর কোন সংশয় না থাকে।

ভগবান—সৃষ্টিতত্ত্ব অপেক্ষা কঠিন তত্ত্ব আর নাই। পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ের আলোচনা চাই। তবেই অনাদি সঞ্চিত অবিদ্যা—যাহা গাঢ় হইয়া স্বপ্নের মত জীবের মধ্যে আছে তাহা দূর করিতে পারিবে। এইটি স্থির নিশ্চয় করিও যে চিৎই একমাত্র বস্তু। চিত্তের চেত্য ভাবটি বাস্তবিক সঙ্কল্প মাত্র। চেত্য ভাব হইতেই এই জগৎ। চিৎটিই আপনি আপনি। এইটি আছে—অন্য যাহা কিছু তাহা সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা বা মায়া দ্বারা কল্পিত মাত্র। শ্রুতি বলেন ময়ি জীবত্ব মীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি। ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ। "আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে (যাহা মায়িক) সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব), ঐ সকল হইতে বিযুক্ত হইলেই পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।" মহাশান্তি ১৮৭।

ক্ষেত্রটি কি তাহা জান—আর ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ জান—ইহাই জ্ঞান। ইহা দ্বারা সংসার বন্ধন বা অবিদ্যা ছুটিয়া যাইবে। চৈতন্য জড় হইতে পৃথক্ এই জ্ঞানই জ্ঞান। এই জ্ঞান অনুভূত হউক আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি হইল। ইহাই জ্ঞানীর অভিলাষ।

প্রকৃতি জড় হইলেও, প্রকৃতির শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থা যেটি সেইটি হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তিই "আপনিই আপনি" স্বরূপকে সগুণ করে, রূপবান করে। শুদ্ধ সত্ত্বের সহিত মিলিয়াই ইনি প্রেমময়, আনন্দময়—নতুবা শুধু প্রেম শুধু আনন্দ যাহা তাহা আপনিই আপনি। প্রচুর অর্থে ময়ট প্রত্যয় এই প্রচুর আনন্দ জন্য নির্গুণের সগুণে আগমন।

শ্রীভগবানের লীলাই ভক্তের অভিলাষ। নিত্য লীলা হয় না। প্রবাহ ক্রমে শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতির সহিত নিত্য মুক্ত শ্রীভগবানের লীলা অতি মধুর। ইহাতে বিরহ আছে। সে বিরহ সর্ব্বদা মিলন আকাঙ্ক্ষায় মধুর।

ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ক্ষেত্রকে বিভিন্ন জানিয়াও যাঁহারা আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি ইচ্ছা করেন না—স্বরূপে স্থিতি যাঁহাদের রুচিকর নহে তাঁহারা ভক্ত। ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতির স্বভাবই মিশ্রন। অগ্রে মিলন। মিলন হইলেই আপনা হইতেই মিশ্রন হইয়া

যায়—আপনিই আপনি হইয়া যায়। ইহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ভক্ত বলেন মিশ্রন হয় হউক আমি কিন্তু ইচ্ছা শূন্য হইতে চাই না—আমার ইচ্ছা শুভেচ্ছা। ইহা শক্তিমানের সহিত শক্তির মিলন দেখিতেই ব্যস্ত থাকে। ইহাতে দুঃখ থাকে থাক, অজ্ঞান থাকে থাক, অবিদ্যা থাকে ক্ষতি নাই। এখন ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রবণ কর। এখানে আরও মনে রাখিও যে শুধু জ্ঞানের কথা শুনিলে, এমন কি বিশ্বরূপ দেখিলেও সাধকের হয় না। ইহার প্রমাণ তুমি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে তুমি আমার এই সমস্ত উপদেশ ভুলিয়া যাইবে, তুমি আবার আমার মুখ হইতে এই সমস্ত উপদেশ শুনিতে চাহিবে, এবং আমার নিকট হইতে তুমি নির্ব্বোধ এইরূপ তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে। এরূপ ভাবে এই সব কথা আর বলা হইবে না—তোমাকে ভালবাসি বলিয়া অন্য ভাবে বলিব। শুধু শুনিলে বা দেখিলেও জ্ঞান হয় না—সাধনা চাই। ধ্যান ধারণা সমাধি ও বিচার চাই। তবেই সমস্ত হয়—নতুবা মৌখিক।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারী যতশ্চ যৎ ॥
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৩॥

ম ম আ
তৎ ইদং শরীরমিতি প্রাগুক্তং জড়বর্গরূপং ক্ষেত্রং যৎ চ যেনরূপেণ
আ ম ম
রূপবদিতি স্বরূপেণ জড়-দৃশ্যা-পরিচ্ছিন্নাদিস্বভাবং যাদৃক্ চ
ম শ শ ম
ইচ্ছাদিধর্ম্মকং যদ্বিকারী যো বিকারো যস্য তদ্যদ্বিকারী যৈরিন্দ্রিয়াদি
ম ম ম
বিকারৈর্যুক্তং যতঃ চ কারণাৎ যৎ কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি শেষঃ অথবা
শ্রী
যতঃ প্রকৃতি পুরুষসংযোগাদ্ভবতি। যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবর জঙ্গমাদি-
শ্রী শআ
ভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। ক্ষেত্রজ্ঞস্য উপাধির্ভূত্বা স্বয়ং যৎকার্য্যং জনয়তি
শ আ শআ শআ
ইত্যর্থঃ তৎ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসার কারণং মুমুক্ষুণা সম্যগ্ জ্ঞাতব্যং
শআ ম শআ
যস্মিন্ জ্ঞাতে স্বয়ং সংসারী ন ভবতি স চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ যঃ স্বরূপেণ যাদৃশো-
ম ম শআ
ভবতি স্বরূপতঃস্বপ্রকাশচৈতন্যানন্দস্বভাবঃ যৎপ্রভাবশ্চ উপাধিযোগাৎ
শআ
যাদৃশ স্বভাববান্ ভবতি ততঃ, সবিজ্ঞাতব্য যস্মিন বিজ্ঞানে স্বয়ং

শআ শআ শআ
মুক্তোভবতি ইতি তৎ তয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ স্বরূপং সমাসেন
ম শআ শআ
সংক্ষেপেণ নতুবিস্তরত উচ্যমানং মে মত্তঃ শৃণু শ্রুত্বা তদর্থং সম্যগ-
শআ
বধারয় তন্নিষ্ঠোভব তদেব শ্রবণস্য ফলং নতূপেক্ষণং বিস্মরণং বা ॥৩॥

সেই ক্ষেত্র [স্বরূপতঃ] যাহা, সেই ক্ষেত্র যাদৃশ [ধর্ম্মবিশিষ্ট] যেরূপ [ইন্দ্রিয়াদি] বিকারযুক্ত, যাহা হইতে, যেরূপে উৎপন্ন [এই ক্ষেত্ররূপ কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়] এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞের যাহা স্বরূপ, [উপাধি যোগে ক্ষেত্রজ্ঞ] যেরূপ প্রভাব সম্পন্ন হয়েন তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন ;—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে কি বলিবে ?

ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

ভগবান ,—(১) ক্ষেত্রের স্বরূপ কি ? জড়দৃশ্য পরিচ্ছিন্ন ইত্যাদি স্বভাব বিশিষ্ট।

(২) ক্ষেত্র যাদৃশ ধর্ম্মাদি বিশিষ্ট—ইচ্ছা দ্বেষাদি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম।

(৩) ক্ষেত্র যেরূপ বিকার যুক্ত মহতাদিরূপে অবয়ব বিশিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়াদি বিকার যুক্ত।

(৪) যাহা হইতে যাহা—প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

(১) সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা—অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ—স্বপ্রকাশ চৈতন্য আনন্দ স্বরূপ।

(২) ক্ষেত্রজ্ঞ উপাধি যোগে যেরূপ হয়েন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪॥

শ শ শ শআ
ঋষিভিঃ বশিষ্ঠাদিভিঃ বহুধা বহুপ্রকারং গীতং কথিতং ক্ষেত্র
না শআ শআ
ক্ষেত্রজ্ঞয়োস্বরূপং যোগবাশিষ্ঠাদৌ প্রতিপাদিতং বিবিধৈঃ শাখাভেদেন
শ যা ম ম
বহুপ্রকারৈঃ ছন্দোভিঃ বেদৈঃ ঋগাদিমন্ত্রৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চ পৃথক্

শ　　　　　　　　　　　　　　শ
বিবেকতো গীতম্। ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এব ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি

শ
ব্রহ্মসূত্রাণি তানি এব পদানি [পদ্যতে বস্তুতত্ত্বং জ্ঞায়তে এভিঃ]

রা　　　　　　　　　　　　রা
তৈঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদনসূত্রাখ্যৈঃপদৈঃ শারীরকসূত্রৈঃ যদ্বা বেদান্তসূত্রৈঃ

ম
জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাদিভিঃ। 'যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' 'সত্যং

ম
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদীনি তটস্থ স্বরূপ লক্ষণ পরাণ্যুপনিষদ্বাক্যানি

ম　　　　　　　　　　　　　শআ
তৈঃ। তয়োর্যাথাত্ম্যং গীতং বিবিচ্য সম্যক্ প্রকাশিতং হেতুমদ্ভিঃ

ম　　　　　　　　　　　　　যুক্তশ্রী
'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত' ইত্যাদি মদ্ভিঃ

ম
বিনিশ্চিতৈঃ উপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতয়া সন্দেহশূন্যার্থপ্রতি-

ম　　　　　　　　　　　　　ম
পাদকৈঃ বহুধা গীতং চ। প্রথমেন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিপাদ্যত্বমুক্তং

ম
দ্বিতীয়েন কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তং তৃতীয়েন জ্ঞানকাণ্ড প্রতি-

ম　　　　　　ম　　　　　　　ম
পাদ্যত্বমুক্তং। এবমেতৈরতিবিস্তরেণোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং

ম
সংক্ষেপেণ তুভ্যং কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণ্বিত্যর্থঃ ॥৪॥

[এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ] ঋষিগণকর্তৃক বহু প্রকারে প্রতিপাদিত। ইহাই ঋগাদি মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণে বহুপ্রকারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কথিত হইয়াছে, বেদান্তসূত্রপদসকল, যুক্তিবাদীগণ এবং নিশ্চয়ার্থবাদীগণ ও এই বিষয় বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন— ঋষিগণ (মন্ত্র দ্রষ্টৃগণ) কোথায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলিয়াছেন ?

ভগবান—অনেক ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। বশিষ্ঠ ঋষি যোগবাশিষ্ঠ যোগশাস্ত্রে ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ব্যাস ঋষি মহাভারতে, অধ্যাত্ম রামায়ণাদিতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্জ্জুন—আর কোথায় ইহা আছে ?

ভগবান—বেদের কর্ম্ম কাণ্ডে নানা মন্ত্র নানা ক্রিয়া কলাপ দ্বারা এই তত্ত্ব জানিবার উপায় আছে এবং বেদের জ্ঞান কাণ্ডেও ইহা আছে।

অর্জ্জুন—জ্ঞান কাণ্ডে কিরূপ আছে?

ভগবান—ব্রহ্মের সূচক বাক্যকে ব্রহ্মসূত্র পদ বলা যায়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"।

অর্থাৎ যাহা হইতে ভূত সকলের জন্মাদি হইতেছে' ইত্যাদি বেদান্তসূত্র তটস্থ লক্ষণে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান জ্ঞাপন করিতেছেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি উপনিষদ্ বাক্যও তটস্থ লক্ষণে এই ব্রহ্ম জ্ঞান নির্দ্দেশ করিতেছেন। তটস্থ লক্ষণের পরে স্বরূপ লক্ষণে যে ব্রহ্ম জ্ঞান ইহা সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তির সাক্ষাৎ উপায়। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এইরূপ বাক্য স্বরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট ব্রহ্মসূত্র।

এতদ্ভিন্ন যাঁহারা যুক্তিবাদী তাঁহারাও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ' এই সৎই অগ্রে ছিলেন। 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ' "একমেব'-দ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েতেতি"। অসৎ হইতে সৎ কিরূপে হইবে? যুক্তিবাদীগণ কুযুক্তি খণ্ডন করিয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন। সংশয় দ্বারা অনেক সময়ে জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি হয় এজন্য শ্রুতিতে 'অসৎ হইতে সৎ' ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

কতকগুলি সিদ্ধান্তবাদী আছেন তাঁহারাও উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অর্জ্জুন! এই সমস্ত তোমার দেখিবার আবশ্যক নাই। আমি সংক্ষেপে এই সমস্তের সার কথা তোমায় বলিতেছি।

অর্জ্জুন—ক্ষেত্র সম্বন্ধে তুমি কি বলিবে বল—অন্য শাস্ত্র দেখিবার আমার প্রয়োজন কি?

> মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
> ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
> ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
> এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

শ আ

<u>মহাভূতানি</u> ভবন্তি ইতি ভূতানি আকাশাদীনি সূক্ষ্মাণি অপঞ্চীকৃতানি

শ শ

ন স্থূলানি। স্থূলানি তু পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর শব্দেনাঽভিধায়িষ্যন্তে।

রা শ

মহান্তিভূতানি মহাভূতানি ক্ষেত্রারম্ভক দ্রব্যাণি। সর্ব্ব কার্য্য ব্যাপক-

শ আ ম ম

ত্বাৎ ভূতানাং মহত্ত্বং। <u>অহংকারঃ</u> মহাভূতকারণভূতোঽভিমান-লক্ষণঃ

শ আ   শ আ   ম
অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি ইতি শ্রুতেঃ বুদ্ধিঃ অহংকারকারণং মহত্তত্ত্ব-
ম   শ আ   শ আ
মধ্যবসায় লক্ষণং মহতোঽহংকার ইতি শ্রুতেঃ অব্যক্তং চ এব
শ আ   শ আ   শ আ   শ আ
মহতঃ কারণং মূলপ্রকৃতিঃ অব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বাভাবিকং রূপং।
ম
সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকং প্রধানং সর্ব্বকারণং ন কস্যাপি কার্য্যং।
ম
এতাবত্যেবাষ্টধা প্রকৃতিঃ। তদেবং সাংখ্যমতেন ব্যাখ্যাতং। ঔপ-
ম
নিষদানাং তু অব্যক্তমব্যাকৃতমনির্ব্বচনীয়ং মায়াখ্যা পারমেশ্বরী শক্তি-
ম
র্মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তং। বুদ্ধিঃ সৃষ্টাদৌ সদ্বিষয়মীক্ষণং, অহঙ্কারঃ
ম
ঈক্ষণান্তরমহং বহুস্যামিতি সঙ্কল্পঃ। তত আকাশাদিক্রমেণ পঞ্চ
ম
সূক্ষ্মভূতোৎপত্তিরিতি ন হ্যব্যক্তমহদহঙ্কারাঃ সাঙ্খ্যসিদ্ধা ঔপনিষদৈ-
ম
রূপগম্যন্তে অশব্দত্বাদিহেতুভিরিতি স্থিতং। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যা-
ম
ন্মায়িনন্তু মহেশ্বরং" তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং
ম
স্বগুণৈর্নিগুঢ়ামিতি" শ্রুতিপ্রতিপাদিতমব্যক্তং তদৈক্ষতেতীক্ষণরূপা
ম
বুদ্ধিঃ "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" বহুভবনসঙ্কল্পরূপোঽহঙ্কারঃ।
ম
"তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ
ম
অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃপৃথিবীতি" পঞ্চভূতানি [সূক্ষ্মাণি ?] শ্রৌতানি
ম   ম
অয়মেব পক্ষঃ সাধীয়ান্ ইন্দ্রিয়াণি দশ পঞ্চবুদ্ধেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ম্মে-

ম ম ম

ন্দ্রিয়াণীতি তানি একং চ মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাদ্যাত্মকং ইন্দ্রিয় গোচরাশ্চ

পঞ্চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তে বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাপ্যত্বেন বিষয়াঃ কর্ম্মে-

ম

ন্দ্রিয়াণাং তু কার্য্যত্বেন তান্যেতানি সাঙ্খ্যাশ্চতুর্বিবংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে।

শআ

চক্ষুরাদীনি বাগাদীনি চ দশেন্দ্রিয়াণি, একং অন্তরিন্দ্রিয়ং মনশ্চৈকাদশ

শআ

তথা ইন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ চ মিলিত্বা ষোড়শ বিকারাঃ।

শআ

পঞ্চমহাভূতানি, মহৎ-অহংকার-অব্যক্তং চ চতুর্বিবংশতি পদার্থাঃ।

শআ

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ

শআ শআ

বিকার ইতি সাংখ্যানাং চতুর্বিবংশতিতত্ত্বানি ভবন্তি। যাদৃক্ চ ইতি

শআ রা

বিশেষণং স্ফুটয়তি ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখমিতি ক্ষেত্রকার্য্যাণি ক্ষেত্র

রা শ

বিকারা উচ্যন্তে। "ইচ্ছাদ্বেষাদি ক্ষেত্র-ধর্ম্মাএব নতু ক্ষেত্রজ্ঞস্য

শ শ

ইত্যাহ ভগবান্ ইতি। ইচ্ছা যজ্জাতীয়ং সুখহেতুমর্থমুপলব্ধবান্ পূর্ব্বং

শ

পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভ্যমানস্তমাদাতুমিচ্ছতি সুখহেতুরিতি। সেয়-

শ শ

মিচ্ছান্তঃকরণধর্ম্মোজ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রং। দ্বেষঃ যজ্জাতীয়মর্থং দুঃখ

হেতুত্বেনানুভূতবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভ্যমানস্তং দ্বেষ্টি।

শ শ

সোঽয়ং দ্বেষোজ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব সুখং অনুকুলং প্রসন্নং সত্ত্বাত্মকম্-

শ

জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। দুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্ জ্ঞেয়ত্বাত্তদপি

ক্ষেত্রম্। সংঘাতঃ দেহেন্দ্রিয়াণাং সংহতিঃ। তস্যামভিব্যক্তাহন্তঃ-

শ　　শ

করণবৃত্তিঃ। তপ্তইব লৌহপিণ্ডেঽগ্নিঃ আত্মচৈতন্যাভাসরসবিদ্ধা চেতনা

স্বরূপজ্ঞানব্যঞ্জিকা। ধৃতিঃ অবসন্নানাং দেহেন্দ্রিয়াণামবষ্টম্ভহেতুঃ

প্রযত্নঃ অবসাদং প্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি যয়া ধ্রিয়ন্তে। সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ

শ　　শ　　শ　　ম

ক্ষেত্রং এতৎ সবিকারং মহদাদিবিকারেণ সহ ক্ষেত্রং ভাস্যমচেতনং

শ্রী　　শ্রী

সমাসেন সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়া উদাহৃতং উক্তম্॥ ৫। ৬॥

[সূক্ষ্ম] পঞ্চমহাভূত সকল, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং অব্যক্ত—দশ ইন্দ্রিয়, এক মন, ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদি পঞ্চবিষয়। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের সংহতি, চেতনা এবং ধৈর্য্য! ইহাই বিকারযুক্তক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ॥ ৪॥ ৬॥

অর্জ্জুন—ক্ষেত্র সম্বন্ধে অগ্রে বল। পরে ক্ষেত্রজ্ঞ কি ইহা জানিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পৃথকত্বই যে জ্ঞান তাহার কথা শুনিব।

ভগবান্—ক্ষেত্র নিম্নলিখিত পদার্থগুলির সমষ্টি। ক্ষেত্র = ৫ মহাভূত + অহঙ্কার + বুদ্ধি + অব্যক্ত = ৮, ১০ ইন্দ্রিয় + ১ মন + ৫ ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি বিষয় = ১৬, ইচ্ছা + দ্বেষ + সুখ + দুঃখ + সংঘাত + চেতনা + ধৃতি = ৭ এই ৩১টি লইয়াই ক্ষেত্র। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের বৃত্তান্ত ক্রম অনুসারে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

(১) অব্যক্ত এই ব্যক্ত বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণটি অনির্ব্বচনীয়া শক্তি মাত্র। সেই অনির্ব্বচনীয়, বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন ও বিচিত্র পরিণাম স্বভাব মূল তত্ত্বটির নাম অব্যক্ত।

যাহার যাহার ব্যক্তাবস্থা বা প্রকাশাবস্থা থাকে তাহার তাহারই কোন সময়ে না কোন সময়ে অব্যক্তাবস্থা বা অপ্রকাশাবস্থা ছিল। এই ব্যক্ত বিচিত্র দৃশ্য প্রপঞ্চের সমস্ত বস্তুই এককালে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। অব্যক্ত অবস্থাই কারণ অবস্থা। আর ব্যক্তাবস্থাই কার্য্যাবস্থা।

এই অব্যক্তাবস্থা, কারণ অবস্থা বা বীজাবস্থার নাম অব্যক্ত।

ইহার একটি নাম প্রকৃতি। প্রকৃষ্টরূপে কর্ম্ম ইনিই করেন, অথচ ইনি জড়।

মহামুনি কপিল বলিতেছেন, "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"। অব্যক্তই মূল কারণ। কারণটি কার্য্যরূপে পরিণত হইলে দেখা যায়—যাহাকে মূল কারণ বলা যায়, তাহাতে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ আছে। এই তিন গুণ সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকে। এই তিন গুণ যখন তুল্যবলে তুষ্টিম্ভাবে থাকে তখনই বলা হয় গুণ সকল সাম্যাবস্থায় আছে। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে বলে অব্যক্ত প্রকৃতি।

"প্রকৃতিরিহ মূল কারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্"।

এই দৃশ্য প্রপঞ্চের মূল কারণ যাহা তাহাই এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রকৃতি অব্যক্ত, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না বলিয়া ইনি অব্যক্ত, ব্যক্তবিশ্বের অব্যক্তাবস্থা বলিয়া ইনি অব্যক্ত প্রকৃতি।

ইঁহার আর একটি নাম প্রধান-প্রকৃতি। বীজমধ্যে যেমন বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে বলিয়া বীজই প্রধান সেইরূপ এই ব্যক্তবিশ্ব সেই অব্যক্তেই লুক্কায়িত ছিল বলিয়া ইনি প্রধান প্রকৃতি।

মূল-প্রকৃতি ইঁহাকেই বলে। ইহাই বিশ্বের মূল, বীজ বা কারণ বলিয়া ইহা মূল প্রকৃতি।

প্রকৃতি কারণ হইলেও ইহা অচেতন, ইহা জড়। চেতনের সান্নিধ্যবশতঃ ইহাকে চেতন সদৃশ বোধ হয়। এইজন্য ইঁহাকে চিদাভাসও বলে। ইনি দৃশ্যবস্তুর উপাদান সত্য কিন্তু শক্তিমান না থাকিলে শক্তি থাকিবে কোথায়? সেই জন্য শক্তি জড়।

বেদান্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের এই অনির্ব্বচনীয় শক্তির নাম দিয়াছেন "মায়া"।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম ক্ষেত্রজ্ঞ "আপনিই আপনি" অবস্থা হইতে এই বিশ্বরূপ অবস্থায় যে আইসেন তাহা এই অনির্ব্বচনীয়া শক্তি মানেন বলিয়া। শক্তি জড় হইলেও চৈতন্য নিকটে আসিয়া চৈতন্য সদৃশ হয়েন তাই বলা হয় প্রকৃতিই পুরুষকে গুণবান্ মত করেন।

যিনি শুধু জ্ঞান, শুধু প্রেম তাঁহাকে জ্ঞানময়, প্রেমময় করান এই প্রকৃতি। যাঁহার রূপ নাই; আকার নাই তাঁহাকে রূপবান্ করেন, আকারবান করেন এই প্রকৃতি।

কিরূপে অরূপকে রূপবান্ করেন? কিরূপে নিরাকারকে সাকার করেন? কিরূপে অব্যক্তকে ব্যক্ত করেন?

স্ফটিক মণির পার্শ্বে জবার উদয় হইলে জবার বর্ণ স্ফটিকে ভাসে এবং স্ফটিকের উজ্জ্বলতা জবাকে উজ্জ্বল করে। মণির ঝলক হওয়া যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন চিন্মণির একৈকদেশে সঙ্কল্পস্বরূপিনী স্পন্দনাত্মিকা অনির্ব্বচনীয়া শক্তির স্বভাবতঃ উদয় হওয়াও স্বাভাবিক। ইহার জন্য ব্রহ্মের পুরুষপ্রকৃতি নামও হয়।

সীমাশূন্য চতুষ্পাদ ব্রহ্মের পাদৈকদেশে মাত্র শক্তির স্পন্দন হয়। প্রকৃতির উদয় হইবা-মাত্র অখণ্ড ব্রহ্ম প্রকৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন মত প্রতীয়মান হয়েন।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০৩ অধ্যায়ে ভগবান্ বশিষ্ঠের উক্তিতে দেখা যায়;—

"সমুদায় জগৎকে ক্ষর পদার্থ বলে"। আর যিনি সমস্ত ক্ষর জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতেছেন তিনি অক্ষর পুরুষ। "পণ্ডিতেরা সেই নারায়ণকে হিরণ্যগর্ভ বলেন।

বেদে ঐ মহাত্মা মহান্, বিরিঞ্চি, অজ নামে অভিহিত। সাঙ্খ্যশাস্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক ও অক্ষর বলিয়া কথিত। এই জগৎ উঁহা হইতেই সমুৎপন্ন।

উহাঁর রূপ নানা প্রকার বলিয়া উনি বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত। উনি বিকারযুক্ত হইয়া (গুণ সঙ্গ করিয়া) আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তৎপরে মহত্তত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমঃপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত এবং ঐ সূক্ষ্মভূত হইতে ক্রমশঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে মনের সহিত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

এই স্থলে পরমাত্মা স্ব স্বরূপে থাকিয়াও শরীর মধ্যে কিরূপে থাকেন, নির্গুণ হইয়াও কিরূপে সগুণ হয়েন, প্রকৃতি ও পুরুষ উদয় হইলে পরস্পরের মধ্যে কিরূপ আদান প্রদান হয় তাহা বুঝাইবার জন্য মহাভারত শান্তিপর্ব্ব বলিতেছেন :—

"পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি শরীর মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহারে স্বস্বরূপে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতই অচেতন। উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়াই প্রাণিদিগের সৃষ্টি সংহার করিয়া থাকেন"। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩১৫ অধ্যায়।

পরমাত্মা ও ক্ষেত্রজ্ঞ নির্গুণ। "কেহই নির্গুণকে সগুণ করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ জবা পুষ্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহাকে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহারে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি-গুণাত্মক, তিনি কিছুতেই পুরুষকে জানিতে পারেন না। পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানী। নিত্যত্ব ও অক্ষরত্ব প্রযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং অনিত্যত্ব ও ক্ষরত্ব প্রযুক্ত প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়"। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৬।

"অনিত্য প্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ" ঐ "অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানারূপ ও প্রলয়কালে একরূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে"। শান্তি, ৩০৮।

প্রকৃতি দ্বারা পুরুষে গুণ আরোপ হয়, আবার পুরুষ দ্বারা প্রকৃতিতে চৈতন্য আরোপ হয়। যিনি "আপনিই আপনি" তিনি গুণময়ীর গুণে গুণান্বিত হয়েন—আর স্বচ্ছ অথচ অচেতন যে গুণময়ী প্রকৃতি তিনি চেতনের নিকটে আসিয়া চেতন সদৃশ প্রতীত হয়েন। অব্যক্ত সম্বন্ধে এই কথাগুলি স্মরণ রাখিও। আরও স্মরণ রাখিও—

(২) <u>বুদ্ধি ক্ষেত্রের দ্বিতীয় পদার্থ</u>। সত্তামাত্রাত্মক অব্যক্ত প্রকৃতির আদ্য বিকার এই বুদ্ধি। ইহাই মূল প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি। ইহাই মহত্তত্ত্ব। গুণত্রয়ের সাম্য ভঙ্গ হইলে প্রথমেই সৃষ্টির অঙ্কুর স্বরূপ যে সাত্ত্বিক প্রকাশ ভাসে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবান কপিলদেব বলিতেছেন, "প্রকৃতের্মহান্"। বেদান্ত এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে অজ্ঞান বলেন, কারণ ইহা আপনাকে আপনি জানে না বলিয়া জড়।

এই মহত্তত্ত্ব কি ? না অব্যক্তের সাত্ত্বিক ব্যক্ত ভাব ; প্রকৃতির সাত্ত্বিক প্রকাশ। অব্যক্ত প্রকৃতির কিঞ্চিৎ ব্যক্তভাব এই বুদ্ধিতত্ত্ব। ইহা প্রপঞ্চ জ্ঞানের বা মায়া বা অজ্ঞানের প্রথম বিজৃম্ভণ স্বরূপ ; স্বপ্ন মনোরথাদির অনুরূপ।

মহত্তত্ত্বের এক নাম মহামন। ইহা ইন্দ্রিয়াত্মক মন নহে। "মহাদাখ্যাদাৎ কার্য্যং তন্মনঃ" ভগবান্ কপিল ইহা বলেন। শাস্ত্রান্তরে দেখা যায়—

গুণ ক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভূব হ।
মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্‌বৃত্তি ভেদতঃ।

গুণ ক্ষোভ হইলে প্রথমে মহান্ প্রাদুর্ভূত হয়েন। তদ্‌বৃত্তিভেদেও তাঁহাকে মহামন বলিয়া জানিবে।

অব্যক্তই জগতের যোনি। জগতের উৎপত্তি স্থান। ইহাই সত্ত্বরজস্তম গুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষের সান্নিধ্যে কালবশে ঐ গুণ সাম্যাবস্থার ক্ষোভ ঘটিলে অব্যক্ত প্রকৃতি জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষের বীর্য্য ধারণ করেন। অব্যক্তে চিৎপ্রভা পতিত হয়। চিৎপ্রভা পড়িলে অব্যক্তের যে প্রথম প্রকাশ, তাহাই মহত্তত্ত্ব। সুষুপ্তি ভঙ্গের পর আত্মার সহিত প্রকৃতির যখন প্রথম সান্নিধ্য ঘটে তখন ঐ অব্যক্ত সুষুপ্ত অবস্থার চৈতন্য স্ফুরণে যে স্বপ্নাবস্থারূপে প্রকাশ অর্থাৎ অব্যক্ত নামক জগৎ পূর্ব্বাবস্থার প্রথম প্রকাশই এই মহত্তত্ত্ব। অব্যক্ত জগৎ, মহত্তত্ত্ব নামক সূক্ষ্ম জগতে প্রথম পরিণাম প্রাপ্ত হন।

অব্যক্ত প্রকৃতিকে বল সুষুপ্তি। সুষুপ্তিভঙ্গে "সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি" সুষুপ্তিই যেন ব্যক্তাবস্থায় আসিয়া স্বপ্নবৎ প্রকাশ হয়েন। "সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ" বিচার করিয়া দেখ।

ইহাকে মহৎ বলা হয় এইজন্য যে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী সর্ব্বকার্য্যব্যাপক অন্য কোন তত্ত্ব নাই।

এই শরীরে বুদ্ধি এই মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধি যেমন নিশ্চয়াত্মিকা মহত্তত্ত্বও সেইরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশাত্মিকা বা জ্ঞানাত্মিকা। মহত্তত্ত্ব তবে হইল অব্যক্ত হইতে জগচ্চিত্র যে হইবে তাহারই সূক্ষ্মরেখা পাত। প্রপঞ্চ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ ইহা। বেদান্তমতে অজ্ঞানের জ্ঞান ইহা। ভ্রমজ্ঞানের প্রথম প্রকাশ ইহা।

সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছি। ৭ম অধ্যায়ের ৪ শ্লোক ৬৩১ পৃষ্ঠা হইতে ৬৩৪ পৃষ্ঠা এবং ৩।৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ২৪৩ পৃষ্ঠা ও ২৩৩ হইতে ২৪২ পৃষ্ঠা পুনরালোচনা কর। আর একবার এই কঠিন বিষয় বলিতেছি, মনোযোগ কর।

এই শরীর বা ক্ষেত্র ইহাকে এখন যাহা দেখিতেছি তাহা কোন কিছুর স্থূল প্রকাশ মাত্র। স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহা যখন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বা মনের গ্রাহ্য তখন ইহা সেই কোন কিছুর সূক্ষ্মপ্রকাশ মাত্র। মন দ্বারা ইহা অনুভব করা যায়। যাহার যাহার প্রকাশ হইয়াছে, তাহার তাহারই একটা অপ্রকাশ অবস্থা ছিল। এই শরীর যখন অপ্রকাশ অবস্থায় ছিল তখন ইহা শক্তির অব্যক্ত অবস্থা মাত্র। এই অব্যক্তটি কি ?

শক্তিমানের সহিত শক্তির অভিন্ন ভাবে স্থিতিই—শক্তি পক্ষে অব্যক্ত, অজ্ঞান মায়া অবিদ্যা ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয়; আবার শক্তিমান্ পক্ষে মায়া—অজ্ঞান অবিদ্যা—শক্তি অনুভূতি-বিরহিত সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মই ইনি। ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সত্তামাত্র। চিন্মাত্র যিনি, বা শুধু আনন্দ সত্তা মাত্র যিনি তিনি আপনিই আপনি। এইটি নির্গুণ অবস্থা। যে অবস্থায় তিনি জ্ঞানময়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; যে অবস্থায় তিনি আনন্দময় তিনি সর্ব্বানন্দ ভোক্তা, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনা এত দুরূহ যে তাঁহাকে নির্গুণ বলিলেও দোষ হয়, সগুণ বলিলেও দোষ হয়। যিনি অবিজ্ঞাতস্বরূপ, যিনি আপনিই আপনি, যিনি সত্তা মাত্র, তাঁহাকে অস্তি বাচক বা নাস্তি বাচক কোন কিছু দিয়া প্রকাশ করা যায় না। মহাপ্রলয়ে যখন স্থূলগুলি ধ্বংস হইয়া সূক্ষ্ম হইয়া যায়, সূক্ষ্মও ধ্বংস হইয়া মূল কারণ স্বরূপ অব্যক্তেতে পরিণত হয়, যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের শক্তিপুঞ্জ এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত অবস্থায় আসিয়া পড়ে—যখন ইহারা আত্মার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, যখন ইহাদিগকে আছে বা নাই—এরূপ বলিবারও কেহ থাকেনা—যে মহাপ্রলয়ের বর্ণনা কালে ভগবান্ মনু বলিতেছেন "প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ—একটা যেন সুপ্ত অবস্থা ভাসিতেছে মাত্র—আত্মা যখন বোধময় সুষুপ্তি অবস্থায় থাকেন—অর্থাৎ আত্মা বোধময় স্বস্বরূপে অবস্থিত আর প্রকৃতি আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না রূপ অনির্ব্বচনীয়া সুষুপ্তি অবস্থায় থাকেন—এই অবস্থাকে কেহ বলেন অব্যক্ত, কেহ বলেন তমঃ, কেহ বলেন প্রকৃতি, কেহ বলেন প্রধান, কেহ বলেন মায়া, কেহ বলেন বীজাবস্থা, কেহ বলেন জগৎযোনি ইত্যাদি। এই অবস্থা যখন দূর হইবার উপক্রম হয়—যখন প্রকৃতির সুষুপ্তি অবস্থা ভঙ্গ হইবার সময় হয়—যখন গুণ-সাম্যের ক্ষুব্ধভাব আসিবার কাল আইসে যখন "অব্যক্তং ব্যঞ্জয়ন্নিদম্" অব্যক্ত জগৎ ব্যঞ্জনা-রূপে, সূক্ষ্ম রেখাপাত রূপে প্রকাশ হইতে থাকেন, অব্যক্তই সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাকারে—সুষুপ্তি—স্বপ্নবৎ—যখন ভাসিতে থাকেন; এক কথায় যিনি চিৎমাত্র, তিনি যখন চিৎপ্রভামণ্ডিত হন, ব্রহ্মরূপ ধৌতাবস্থা যখন মায়ারূপ মণ্ড-লেপন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরে মায়াময় ব্রহ্মপটে লৌহশলাকা দ্বারা রেখাপাত পূর্ব্বক আকৃতি বিশেষ যখন অঙ্কিত হইতে থাকে—চিৎ যখন মায়াবচ্ছিন্ন অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং তিনিই আবার সূক্ষ্মসৃষ্টির কারণীভূত হিরণ্যগর্ভ অবস্থায় যখন আইসেন, তাহাকেই বলা হইতেছে সূক্ষ্মপ্রপঞ্চের রেখাপাতাঙ্কিত অনন্ত-আদি প্রকাশ। এইটি মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব—বা মহামন বা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীব বা সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর। সাংখ্য ও বেদান্ত মতে ভেদ কিছুই নাই। বেদান্ত ব্রহ্মের দিক দিয়া সমস্ত তত্ত্ব গুলি প্রকাশ করিতেছেন, সাংখ্য প্রকৃতির দিক দিয়া সমস্ত বলিয়া অব্যক্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। এই অব্যক্ত কি? না সাংখ্য মতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা।

গুণত্রয় আসিল কোথা হইতে? এক অখণ্ডশক্তি পরিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে গুণের উদয় হয়। এই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন শক্তি সত্তামাত্র। ইনি আপনিই আপনি, ইনিই জ্ঞান-স্বরূপ, ইনিই আনন্দ স্বরূপ। শক্তির অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড অবস্থাই শক্তিমানের সহিত জড়িত অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মাবস্থা। ইহা অবিজ্ঞাতস্বরূপ। কারণ অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন শক্তি কিরূপ,

তাহা কেহ কখন অনুভবে আনিতে পারেনা। ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই নির্গুণা শক্তি। ইহাঁর নামও নাই, রূপও নাই আকারও নাই, গুণ ও নাই। অথবা নাই ও বলা যায়না যেহেতু সমস্তই আবার ইহা হইতেই আসিয়া থাকে।

অপরিচ্ছিন্ন অবস্থাটি নির্গুণ ব্রহ্ম, পরিচ্ছেদ হইলেই গুণসঙ্গ হইল। পরিচ্ছেদ হয় কেন? আত্মমায়া দ্বারা। এই আত্মমায়া কি? আমি "আপনিই আপনি" ভাবে স্থিতিই জ্ঞান। "স্বয়মন্য ইবোল্লসন্" স্বয়ং থাকিয়াও স্বাভাবিক ঝলককে "অন্য আর কিছু" ভাবনা করিয়া যে উল্লাস তাহাই অব্যক্ত অবস্থা।

"আপনিই আপনি" আর কিছুই নাই—ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ রূপ। "আপনিই আপনি" থাকিয়াও "আপনিই অন্যরূপ" এই উল্লাসই সগুণ রূপ। "আপনিই আপনি" এইটি জ্ঞান। এই "আমিই আছি" রূপ জ্ঞানের সহিত—"অন্য কিছুই নাই" রূপ যে জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান। সেই অজ্ঞানকে—"আমি অন্য কিছু" ভাবনা করাকেই লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানী বলেন পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভু প্রথমেই অজ্ঞান কল্পনা করিলেন। "আপনিই আপনি" রূপ জ্ঞানের সহিত—"কিছুই নাই" রূপ অজ্ঞানের জ্ঞান ভাসিতে পারেনা—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান থাকিতে পারেনা। তাই বলা হয় অনির্ব্বচনীয়া অঘটন-ঘটনাপটীয়সী আত্মমায়ার সামর্থ্যে তিনি "আপনাকে অন্যরূপ" বোধ করেন। চিৎ এর সহিত যেন অজ্ঞান ভাসে। আপনিই আপনি রূপ সত্তা অবলম্বন করিয়া "অজ্ঞান" ভাসে। অজ্ঞান উপহিত এই চিৎই প্রকৃতি। চিৎ ও চিৎপ্রভা—এই একত্রাবস্থানই প্রকৃতি পুরুষের একত্রাবস্থান। এই অব্যক্তাবস্থা হইতে প্রথমেই সূক্ষ্ম প্রকাশ মহৎ। মহৎ হইতে অহংকার।

(৩) অহংকার। ক্ষেত্রের তৃতীয় পরিণাম এই অহংকার। "মহতোঽহংঙ্কার" ইতি শ্রুতেঃ। মহান্ হইতে অহংকার। মহত্তত্ত্বের বিকারই এই অহংকার।

"আপনিই আপনি" এইটিই বস্তু। এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিবলে পূর্ণ অস্তির সহিত পূর্ণ নাস্তি যেন জড়িত। "আপনিই আপনি" ইহার সহিত "আর কিছু নাই" এই অজ্ঞান কোন একটা কিছু উপলক্ষ্য করিয়া যেন উদ্ভূত হয়। অজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া বলা হয় বস্তুটি তমো-গ্রস্ত। বস্তুটি তমোগ্রস্ত বলিলেও একরূপ জ্ঞানের প্রকাশ হইতেছে। ক্রমে তম দূর হইয়া যখন অন্যরূপ বোধের প্রকাশ হয় তখন তাহাই মহত্তত্ব। আবার ঐ প্রকাশকে অহং বোধ করাই অহংকার। আমি অন্যরূপ বোধ করাই অহংকার।

এই অহংতত্ত্বের ভাব বোধগম্য করিতে হইলে অব্যক্তকে অজ্ঞান (আপনিই আপনি আছি—এই পূর্ণতার সহিত আর কিছু নাই রূপ ভাব) ভাবনা কর, এই অজ্ঞানের সত্তাকে আমি অন্যরূপ বলিয়া যে ভাবনা—তাহাই মহত্তত্ব। মহত্তত্ত্বের প্রথম কার্য্য—"আমিই ইহা" বলিয়া অহং স্থাপন।

স্মরণ রাখ আত্মাতেও অহং নাই; প্রকৃতিতেও অহং নাই। প্রকৃতির উদয়ে আত্মা পরিচ্ছিন্ন মত হইলে—জবার ছায়া স্ফটিকে পড়িলে যে একটা প্রকাশ ভাসে, সেই প্রকাশকে আমি ভাবনা করা—আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জবাবর্ণে বর্ণিত স্ফটিকাংশকে অহং মনে করাই অহঙ্কার।

(৪) পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—ক্ষেত্রের অন্য উপাদান। কোন এক চিত্রপটে চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে পটের ধৌতাবস্থা, মণ্ড-লেপন সহকারে প্রস্তরাদি কঠিন দ্রব্য দ্বারা সমবিস্তৃতি করণরূপ ঘট্টিতাবস্থা; পরে রেখাপাতরূপ লাঞ্ছিত অবস্থা এবং সর্ব্বশেষে বর্ণ পূরণরূপ চিত্রসমাপ্তি অবস্থা এই চারি অবস্থা দৃষ্ট হয়।

পরম ব্রহ্মে চিৎটি ধৌতাবস্থা। চিৎপ্রভা দ্বারা লিপ্ত হওয়া হইল ব্রহ্মে মায়ামণ্ড লেপন। মায়ামণ্ড লেপনে বিস্তৃতি করণ যাঁহার হইয়াছে; তাঁহাতে মহৎ ও অহংকারের রেখাপাত হইল ভাবি জগচ্চিত্রের অস্পষ্ট মূর্ত্তি। পরে অহং হইতে রূপরসাদি পঞ্চতন্মাত্রা এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের উদয় হইলে হইল চিত্রের বর্ণ পূরণ। অহংকারের কার্য্য হইল পঞ্চতন্মাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয়।

প্রকাশের আদি অবস্থা মহৎ যখন এই আমি এইরূপ অভিমান করিলেন—যখন অহংকাররূপে সত্তা লাভ করিলেন, তখনই সমষ্টি অহংকার ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ করিলেন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় যে রূপরসাদি পঞ্চমহাভূত ইহারা উৎপন্ন হইলেন। অহং অভিমানী মহান্ বা হিরণ্যগর্ভ সঙ্কল্প করিলেন ভোগ করিব। তখন সত্ত্বপ্রবল অহংকার যাহা তাহাই হইল মন। রজঃপ্রবল অহংকার যাহা তাহাই হইল কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দশ। এবং তমঃ-প্রবল অহংকার হইতে হইল তন্মাত্রা সমূহ। তন্মাত্রাগুলিকে বেদান্ত বলেন অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত। ইহারাই সূক্ষ্মভূত।

তন্মাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

তস্মিং তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ॥

অবিশেষ অবস্থাই পঞ্চতন্মাত্রা।

শ্রবণ করিব, দর্শন করিব—এই অবস্থাগুলি—এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলি তন্মাত্রা। শ্রবণ-যোগ্য শব্দ, দর্শনযোগ্যরূপ ইত্যাদি অবস্থাই বিশেষ অবস্থা। এই বিশেষ অবস্থাগুলিই শব্দ, স্থূলাকাশ; রূপ, অগ্নি ইত্যাদি।

(৫) ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ—এই গুলিই অবিশেষ তন্মাত্রার বিশেষ অবস্থারূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। তন্মাত্রাগুলি লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় কিন্তু শব্দাদি ইন্দ্রিয়াদির গোচর। এই পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম সৃষ্টি।

ইহার পরে পঞ্চীকরণে স্থূল মহাভূতের সৃষ্টি। ক্ষেত্র কিরূপ তাহা দেখান হইল। এক্ষণে ক্ষেত্রের ধর্ম্ম যে ইচ্ছা দ্বেষাদি, তাহাই বলা হইতেছে।

অর্জ্জুন—তুমি ত সমস্তই বলিলে। আমি কিন্তু যাহা বুঝিলাম, তাহাই একবার ভাল করিয়া দেখিতে চাই।

ভগবান—বল কি বলিবে?

অর্জ্জুন—ক্ষেত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছ ইহা বিকারবিশিষ্ট বস্তু। বিকারের নাম যাহা বলিতেছ তাহা অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্রা এই অষ্টভাগপ্রাপ্ত প্রকৃতি; দশ ইন্দ্রিয় এবং মন এবং রূপাদি পঞ্চ বিষয়। সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ তত্ত্ব। ক্ষেত্রের ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া বলিতেছ, ইহা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের সহিত চেতনা এবং ধৃতি, ধর্ম্মবিশিষ্ট।

কিন্তু এই যে ২৪ প্রকার বিকারের কথা বলিতেছ এবং ইচ্ছা দ্বেষাদি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছ এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার বিষয় আছে।

ভগবান—বল কি জানিতে চাও ?

অর্জ্জুন—একরূপ বুঝিয়াছি তথাপি আর একবার ভাল করিয়া শুনিতে চাই। বিকার-গুলি কোন্ মূল বস্তুর বিকার ? এবং কে কাহার বিকার ?

ভগবান—অবিকারী বস্তুটির নাম আত্মা। এবং বিকারী যে বস্তুটি দেখিতেছ সেইটিকে বেদান্ত 'মায়া' বলেন। অজ্ঞান হেতু যেরূপ রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় সেইরূপ মায়া দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকেই জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়। জগৎ নাই—ইহা ইন্দ্রজালের মত মিথ্যা। দর্পণ মধ্যে যেমন বৃক্ষলতাদির প্রতিবিম্ব পড়ে সেইরূপ আত্মমায়ায় আত্মার মধ্যেই এই দৃশ্যজাত রহিয়াছে। দৃশ্যজাত সঙ্কল্প মাত্র। আত্মার অন্তর্গত জগতকে যে বাহিরের বস্তু বলিয়া মনে হয় তাহা, স্বপ্নকালে নিজের অন্তর্গত মনোবিলাস সমূহের বাহিরে অবস্থানের ন্যায়। স্বপ্নভঙ্গে যেমন স্বপ্নদৃশ্য বস্তুজাত মিথ্যা বলিয়া জানা যায় সেইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জগতকে স্বপ্নের মত মিথ্যা জানা যায়। এক মাত্র পরমাত্মাই আত্মমায়া দ্বারা বহুরূপে ভাসিতেছেন। "একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া"। সৎসঙ্গলব্ধ ভক্তি দ্বারা পরমাত্মার উপাসনা করিতে করিতে মায়া শনৈঃ শনৈঃ অন্তর্হত হইয়া যায় তখন পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন। "সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা যদা ত্বাং সমুপাসতে। তদা মায়া শনৈর্যাতি ত্বামেবং প্রতিপদ্যতে" অধ্যাত্ম রমোয়ণে ব্যাসদেব এই বেদান্ত মত প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত মত প্রচার করিয়া ব্যাসদেব আরও বলিতেছেন "ত্বদধীনা মহামায়া সর্ব্বলোকৈকমোহিনী" "যথা কৃত্রিম নর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া। ত্বদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী" মায়া পরমাত্মার অধীনে সর্ব্বলোকের মোহ জন্মাইতেছে। শুকদেবও পুত্রবিরহকাতর আপন পিতাকে মায়ামোহিত হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন :—

"বিষ্ণ্বংশ সম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ।
সোঽপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতো বণিগ্ যথা॥ ১। ১৫। ৩০ দেঃ ভাঃ
অহো মায়া বলঞ্চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্।
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং বেদ সম্মিতম্॥ ঐ ২৪
ন জানে কা চ সা মায়া কিং স্বিৎ সাঽতীব দুষ্করা।
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতী সুতম্॥ ঐ ২৫
পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্ম্মাতা ভারতস্য চ।
বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোঽপি মোহমুপাগতঃ॥ ঐ ২৬
কোঽয়ং কোঽহং কথঞ্চেহ কীদৃশোঽয়ং ভ্রমঃ কিলঃ।
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রেতি বাসনা॥ ১।১৫।৩২

আমার কোন পরম ভক্ত বলিবেন :—

সদানন্দে চিদাকাশে মায়া মেঘ তড়িৎ মনঃ।
অহন্তা গর্জ্জনং তত্র ধারাসারো হি যত্তমঃ॥ ৪২। সদাচার॥

মায়া এই দেহ, এই জগৎ রচনা করিয়াছে। যেমন দাহিকা শক্তির আশ্রয় অগ্নি সেইরূপ মায়াও পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা উহাকেই বিষয় করিয়া ইন্দ্রজাল দেখাইতেছে। জগৎ ও দেহ পরিণামী এবং বিকারী। দেহব্যাপী চৈতন্য বা জীব যখন আত্মস্বরূপ ব্যাপক চৈতন্য বিস্মৃত হইয়া দেহকেই আত্মস্বরূপ ভাবনা করে তখনই মোহান্ধ হয়। প্রকৃতি প্রতিফলিত চৈতন্য যখন আপনি যাহার ছায়া তাহার দিকে না ফিরিয়া প্রকৃতির দিকে ফিরিয়া থাকে তখনই ইহা ত্রিগুণাত্মিকা ঈশ্বর-শক্তির অধীনে আইসে। মায়ার এই কার্য্যকে অবিদ্যা বলে। "দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধি অবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা— নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধি বিদ্যেতি ভণ্যতে" অঃ রাঃ। মায়ার প্রবাহে পতিত হইয়াও যিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে পারেন তিনি মায়ার পারে গমন করিতে পারেন। আমি রাম অবতারে লক্ষ্মণকে উপদেশ করিয়াছি যে, "আমি আত্মা আমি দেহ নহি" এই ভাবনা যাহার প্রবল সে ব্যক্তি ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা। প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥

কিন্তু মায়া বশবর্ত্তী জীব ভক্তি পূর্ব্বক আমার উপাসনা না করিলে, নিরন্তর আমার নাম গ্রহণ না করিলে, নিরন্তর আমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম উপাসনাদি সৎ কর্ম্ম না করিলে অথবা তাহার সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ না করিলে, কোন কালেই প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে পারিবে না, কোন কালেই সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিতে পারিবে না। ভক্তি পূর্ব্বক নিরন্তর আমাকে স্মরণ করিলেই প্রারব্ধ ক্ষয় হয়। এইরূপ ভক্ত "বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব—অন্তঃশুদ্ধ স্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ" "ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ"। বেদান্ত সৃষ্টিব্যাপার যেরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন ব্যাসদেব তাহাই দেখাইতেছেন :—

> সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীন্ নির্ব্বিকল্পোঽনুপাধিকঃ।
> ত্বদাশ্রয়া তদ্বিষয়া মায়া তে শক্তি রুচ্যতে ॥ ২০
> ত্বামেব নির্গুণং শক্তিরাবৃণোতি যদাতদা।
> অব্যাকৃতমিতি প্রাহুর্বৈদান্তপরিনিষ্ঠতা ॥
> মূল প্রকৃতিরিত্যেকে প্রাহুর্মায়েতি কেচন।
> অবিদ্যা সংসৃতির্বন্ধ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে ॥ ২২

"হে পরাত্মন্! হে রাম!" অগস্ত্য বলিতেছেন "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র তুমিই ছিলে তুমি তখন সর্ব্ব প্রকার চলন বিরহিত এবং সর্ব্বোপাধি বিবর্জ্জিত। জগৎ সংসার কিছুই নাই। তুমি যাহার আশ্রয় এবং তুমি যাহার বিষয় অর্থাৎ তোমার উপর যাহার খেলা সেই তোমার মায়াকেই শক্তি বলা যায়। তুমি নির্গুণ। শক্তি যখন তোমাকে আবরণ করে তখন ঐ শক্তিকে বৈদান্তিকেরা অব্যাবৃত বলেন, কেহ বলেন মায়া, কেহ বলেন সংসার বন্ধনরূপ অবিদ্যা। বুঝিতেছ মূল বস্তু কি এবং বিকার কাহার?

অর্জ্জুন—কিন্তু যদি এক ব্রহ্মবস্তু মাত্র সত্য এবং ব্রহ্মাণ্ড কেবল 'চিত্তস্পন্দিত কল্পনা' মাত্র তবে মিথ্যা বস্তুর ব্যাখ্যা জন্য শাস্ত্র এরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন কেন? সৃষ্টিই নাই তবে

সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতেছে কেন? মিথ্যা মায়া—এই ছায়ার আবার বিকার হইতেছে তাহার নিয়ম কি ইহা দেখাইতে এত প্রয়াস কেন? স্বপ্নকালে মনের যে বিলাস হইতেছে তৎসম্বন্ধে কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, মন এই এইরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইল?

ভগবান্—অর্জ্জুন! এই প্রশ্ন তোমার মত সদ্‌বুদ্ধিমানেরই শোভা পায়। দেখ জড় যতই চঞ্চল হউক না কেন জড়ের চঞ্চলতায় নিয়ম থাকিবেই। অতলস্পর্শ সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠিতেছে সমুদ্রের যেরূপ বিকার হইতেছে সে বিকারেরও নিয়ম থাকিবে। নিয়ম মত বিকার জড়েরই হইয়া থাকে। চৈতন্য নিয়মাতীত। পরমাত্মা কোন নিয়মের অধীন নহেন। শুধু স্বপ্ন বলিতেছ কেন এই মায়িক জগতে যে ইন্দ্রজাল চলিতেছে ব্যাখ্যা ইহারই হইতে পারে—মায়া অচিন্ত্য শক্তিশালিনী হইলেও যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এই চপলার গতি ও কার্য্য মধ্যে নিয়ম দেখিতে পান, এই চঞ্চলার বেশ পরিবর্ত্তন—এই তড়িল্লতার সমস্ত বিকার বুঝিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণুও জোর করিয়া মায়া বুঝিতে গেলে মোহ প্রাপ্ত হয়েন; কেবল ভক্তিমার্গে মদাশ্রয়ে মায়ার বিকার লক্ষ্য করা যায়। ভক্তের মধ্যে পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া তাঁহার মায়ার বিলাস কল্পিত দেশকাল কল্পনা এবং ইহার বিচিত্র চিত্র রচনা তিনিই দেখাইয়া থাকেন। পরমাত্মা ভিন্ন তাঁহার মায়াকে কেহই জানিতে পারে না; তাঁহার কৃপায় মায়ার বিকার জানিতে পারা যায়। মনের বিলাসেরও নিয়ম আছে যে হেতু জড় বস্তু মাত্রই যথা নিয়মে বিকার প্রাপ্ত হয়। ইহাই জড়ের স্বভাব। এক ব্রহ্মবস্তুই নির্ব্বিকার। ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু মাত্রই জড় এবং চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম মায়া সম্বন্ধে বেদান্ত কি বলিয়াছেন কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রেই কি ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন?

ভগবান্—সাংখ্য মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের মৌলিক অবস্থাটির নাম প্রকৃতি। "নেদমমূলং সম্ভবতি" "সম্মূলা সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" এই জগৎ জায়মান এই জন্য ইহার মূল নাই ইহা সম্ভব নহে। বেদান্তও বলিতেছেন ইন্দ্রজাল হইলেও ইহার মূল আছে, শুধু মূল নহে এই ইন্দ্রজাল একই নিয়মে সন্দর্শিত হইতেছে—প্রকৃতি যতই বিচিত্রা রচনা করুক না কেন তাহার নিয়ম থাকিবেই। সাংখ্য ইহার মূল নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীপ্রজাঃ সৃজমানা স্বরূপাঃ" এই মূলপ্রকৃতি সত্ব রজ তম সম্মিলিত। ইহা হইতে অসংখ্য প্রজা জন্মিতেছে। আর এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সর্ব্বদা চঞ্চল। সর্ব্বদা বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। সাংখ্য বলেন "নাঽপরিণম্যক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে" প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। বেদান্ত মতে জগৎ সঙ্কল্প মাত্র, মায়াই সঙ্কল্পের কারণ। যাহা নাই তাহাকে আছে বলাই প্রথম কল্পনা। মায়া ইহার মূল, মায়াচক্র অতি বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু প্রতি অস্থির অবস্থার মূলে স্থিরত্ব থাকিবেই। অচঞ্চলের উপরেই চঞ্চলতা সম্ভব। সাংখ্য বলিতেছেন সত্ব রজ তম গুণের অচলন অবস্থা বা অকার্য্যাবস্থাই মূল প্রকৃতি। এই অবস্থা নিতান্ত সূক্ষ্ম। এই অবস্থাকে অব্যক্ত বলে। বলা যায় না বলিয়া অব্যক্ত। বেদান্ত ইহার কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন ইহাই মায়া। মায়া ভ্রম মাত্র। গাধী রাজাকে ভগবান বলিতেছেন "ব্রহ্মণ্ জগদিদং মায়া-মহাশম্বর-ডম্বরম্"।

সর্ব্বা আশ্চর্য্য কলনাঃ সম্ভবন্তীহ বিস্মৃতেঃ" যোঃ উপশ—৪৯।২৪। বশিষ্ঠ বলিতেছেন "অতো বচ্মি মহাবাহো মায়েয়ং বিষমাত্মহম্॥ অসাবধানমনসং সংযোজয়তি সঙ্কটে॥ উপশ-৫০।৪॥ মায়া নিতান্ত বিষম, যাহারা অসাবধান, মায়া তাহাদিগকে সঙ্কটে নিপাতিত করে। তথাপি এই মায়ার অন্ত আছে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, মায়াচক্রের নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থলকে চিত্ত বলে। সহসা চিত্তে যাহা ভাসমান হয় লোকে বিচার করে না বলিয়াই তাহাতে অভিভূত হয়। অতি বেগ প্রবাহিত এই বিষম মায়া চক্রের গতিতে এই বিচিত্র জগৎসৃষ্টি এবং বিচিত্র সংসারাড়ম্বর। মায়া চক্রের নাভিদেশ অবরুদ্ধ কর; চক্র আর চলিতে পারিবে না। চিত্ত নিগ্রহ করিলেই জগৎ নাই।

অস্য সংসার রূপস্য মায়া চক্রস্য রাঘব।
চিত্তং বিদ্ধি মহানাভিং ভ্রমতো ভ্রমদায়িনঃ॥
তস্মিন্ দ্রুতমবষ্টব্ধে ধিয়া পুরুষ যত্নতঃ।
গৃহীত নাভি বহনাৎ মায়াচক্রং নিরুদ্ধ্যতে॥
অবষ্টব্ধ মনোনাভি মোহচক্রং ন গচ্ছতি।
যথা রজ্জ্বাং নিরুদ্ধায়াং কীলকং রজ্জুবেষ্টিতম্॥

ভগবান্ বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন ভগবান ব্যাসও তাহাই বলিতেছেন। ভিতর বা বাহিরে একজন আর একজনকে নানাপ্রকার রূপ দেখাইতেছে। যিনি দেখাইতেছেন তিনি মায়া—আর যিনি দেখিতেছেন তিনি পরমাত্মা। দেখাইবার বিষয়ও তিনি। যখন শুদ্ধ দ্রষ্টা তখন পরমাত্মা। যখন কর্ত্তা তখন জীব। যদি মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে একান্তে সুখাসনে উপবেশন করিয়া সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ কর—বহির্বিষয় চিন্তা বন্ধ কর "বহিঃ প্রবৃত্তক্ষিগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়"। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখ করিয়া আত্মা প্রকৃতি হইতে যে ভিন্ন ইহাই বিচার করিতে থাক।

চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রুয়তে চ যৎ॥
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥
সর্গস্থিতি বিনাশানাং জগৎ বৃক্ষস্য কারণম্।
লোহিত শ্বেত কৃষ্ণাদি প্রজাঃ সৃজতি সর্ব্বদা॥
কামক্রোধাদি পুত্রাদ্যান্ হিংসাতৃষ্ণাদি কন্যকাঃ।
মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মানং স্বগুণৈর্বিভুম্॥
কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব মুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে।
আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্ব্বদা॥ কোন্ বস্তুর বিকার বুঝিলে?

কোন্ বস্তুর বিকারে কি উৎপন্ন হইতেছে এক্ষণে শ্রবণ কর। অব্যক্ত বা মায়াই মূল প্রকৃতি। সত্ত্ব রজ তম ইহার এই তিন গুণ। সত্ত্বরজ তম গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব—মহতের বিকার অহংতত্ত্ব—অহংএর বিকার পঞ্চতন্মাত্র বা স্থূলভূতের

অতি সূক্ষ্ম পরমাণু অবস্থা। তৎশব্দে 'ঐ' এবং মাত্রা অর্থে 'কেবল'। কোন বস্তুর মূল অবস্থা যেখানে কেবল সেইটিই থাকে, কোন কিছু বিশেষণ নাই তাহার নাম তন্মাত্রা। স্থূলভূতাৎ কার্য্যাৎ তৎকারণতয়া তন্মাত্রস্য অনুমানেন স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য বোধঃ" তস্মিং স্তস্মিংস্তু তন্মাত্রে তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা॥ ক্ষিত্যাদির অতি সূক্ষ্ম পরমাণু অবস্থাই তন্মাত্রা। তন্মাত্রা স্থূল হইয়া এই স্থূল পঞ্চভূত ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম রূপ ধারণ করে। অহংতত্ত্বের আর এক প্রকার বিকার হইতে দশ ইন্দ্রিয় জন্মে। অহংতত্ত্বের শেষ বিকার মন। তবেই দেখ অব্যক্তের প্রথম পরিণাম মহৎতত্ত্ব, তৎপরে দ্বিতীয় পরিণাম অহংতত্ত্ব, তৃতীয় তন্মাত্রা এবং ইন্দ্রিয়, ৪র্থ পরিণাম এই স্থূল জগৎ। স্থূল জগতের বিসদৃশ পরিণাম হইতে রূপরসাদি বিষয়ের উৎপত্তি। শব্দ স্পর্শাদি গুণসমূহ আকাশাদি ভূতের গুণ। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রথমেই বিকার উৎপত্তি বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে।

অর্জ্জুন—এই পর্য্যন্ত ২৪ তত্ত্ব বুঝাইলে। কিছু ইচ্ছা দ্বেষাদি ধর্ম্ম কাহার?

ভগবান্;—সৃষ্টিবিষয়ে অব্যক্তের বিকারের কথা আর একবার স্মরণ কর। এই সমস্ত পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে করিতে তত্ত্বাভ্যাসের পথ পরিষ্কার হইবে।

অহংকারো মহত্তত্ত্ব সংবৃতস্ত্রিবিধোঽভবৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চেতি ভণ্যতে॥
তামসাৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যাসন্ ভূতান্যতঃপরম্।
স্থূলানি ক্রমশো রাম ক্রমোত্তর গুণানি হ॥
রাজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ।
তেভ্যো ভবৎ সূত্ররূপং লিঙ্গং সর্ব্বগতং মহৎ॥
ততো বিরাট্ সমুৎপন্নঃ স্থূলাৎ ভূতকদম্বকাৎ।
বিরাজঃ পুরুষাৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্॥
দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যাশ্চ কালধর্ম্মক্রমেণ তু।
ত্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগতঃ সর্ব্বকারণম্॥
সত্ত্বাদ্বিষ্ণুস্ত্বমেবাস্য পালকঃ সদ্ভিরুচ্যতে।
লয়ে রুদ্রস্ত্বমেবাস্য তন্মায়া গুণভেদতঃ॥
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তাখ্যা বৃত্তয়ো বুদ্ধিজৈর্গুণৈঃ।
তাসাং বিলক্ষণো রাম ত্বং সাক্ষীচিন্ময়োঽব্যয়ঃ॥ অঃ রাঃ

অব্যক্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি, এক্ষণে মহৎ ও অহং সম্বন্ধে বলি শোন। সাধন বিনা অব্যক্ত হইতে মহতের এবং মহত হইতে অহংএর উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, ঠিক ধারণা করিয়া দেওয়া যায় না। তবে কিছু আভাস দেওয়া যায় মাত্র। জাগ্রৎ অবস্থা হইতে যখন নিদ্রা আইসে—নিদ্রা আক্রমণমাত্র সমস্তই বিস্মৃতি গর্ভে ডুবিয়া যায়। একটা তমোভাব সমস্ত আচ্ছন্ন করে। জিতনিদ্র ব্যক্তিদিগের অবস্থা স্বতন্ত্র। সর্ব্ববিস্মৃতি ভাবকে মহাপ্রলয়ের সহিত তুলনা করা যায়। জীবের নিদ্রা ও মৃত্যু প্রায় একরূপ অবস্থা। নিদ্রাভঙ্গে জাগরণ, মৃত্যুশেষে আবার জীবন। নিদ্রা ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেও

ঐ অবস্থা স্থায়ী নহে। কারণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তমোভাব কাটিবেই। তখন পূর্ব্বসংস্কারের মধ্যে যাহা যাহা প্রবল তাহা তাহা অগ্রে উদিত হইবে। মৃত্যুও তমোভাব মাত্র। এই তমোভাবও স্থির থাকে না। এই তমের অবসানে পূর্ব্বসংস্কারের মধ্যে প্রবল সংস্কারগুলি জীবকে আবার দেহ ধারণ করাইবে।

সৃষ্টি ব্যাপারেও এইরূপ ঘটে। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আছেন। মায়া এই ব্রহ্মেরই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। পরম পুরুষ আপন মায়া আশ্রয় করিয়া আপনাকে আপনি অন্যরূপে প্রকাশ করেন "সদেব সৌম্যমাসীৎ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। যোগমায়া সমাচ্ছন্ন হইবার পর হইতেই সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। নিদ্রাচ্ছন্ন হইবার পর প্রথমেই যে বোধরূপ জাগ্রতাভাস তাহাকেই মহৎ তত্ত্বের সহিত তুলনা করা যায়। মায়াঘটিত আত্মবিস্মৃতির পরে যে স্বরূপাভাস—অথচ ঠিক স্বরূপাবস্থা নহে তাহার নাম মহৎ। এই বোধরূপ জাগ্রদাভাসকেই বুদ্ধি বলে। জাগ্রত হইবার আদি অবস্থাই বুদ্ধি। তৎপরেই বোধাবস্থার পরিস্ফুটন। তখন আপনাকে আপনি অন্যরূপে ধারণা। 'আছি' এই টুকুর বোধ প্রথমেই হয়। তাহা হইতেই "অহং" এর স্ফুরণ হয়। ইহাই অহংতত্ত্ব। এই অহং মধ্যে অনাদি সংস্কার সুপ্ত থাকে। অহং হইতেই সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি প্রকট হয়। 'অহং বহুস্যাম্' এই ইচ্ছা জাগিবামাত্র সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক অহং হইতে তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট হইতে থাকে। ইচ্ছার পরেই কার্য্য। প্রথমেই অহং জ্ঞান তৎপরেই 'অহং বহুস্যাম্' ইচ্ছা তৎপরেই সৃষ্টি কার্য্য। জ্ঞান ইচ্ছা ও কার্য্য ইহাদের সংশ্রব আছে।

তামস অহং হইতে সূক্ষ্মতন্মাত্র। ঐ তন্মাত্র বা অণুসমূহের মিশ্রণকে পঞ্চীকরণ কহে। তদ্দ্বারা স্থূল ভূতের সৃষ্টি হয়। স্থূল ভূতের গুণ রূপরসাদি পঞ্চবিষয়।

রাজস অহং হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়। এবং সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মন এবং দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করেন। গীতাতে এই পর্য্যন্ত সৃষ্টি ব্যাপার বলা হইতেছে।

অর্জ্জুন—ক্ষেত্র সম্বন্ধে এরূপ দুরূহ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে জানিতাম না। কিন্তু এই ক্ষেত্রের ধর্ম্ম কি?

ভগবান্—২৪ তত্ত্ব ক্ষেত্রের স্বরূপ। ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি।

অর্জ্জুন—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ কিরূপে জন্মিল? ইহারা ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে নিশ্চয়—যেহেতু তিনি সচ্চিদানন্দ এবং পূর্ণ এবং প্রকৃতিরও ধর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু প্রকৃতি জড় ও প্রকৃতি নিয়মাধীনা।

ভগবান্—মায়া অবিদ্যা—ইহা অনাদি, স্মরণ রাখ। কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে অবিদ্যার অন্ত হয় এজন্য অবিদ্যা অনাদি বটে কিন্তু অনন্ত নহে। ব্যাপ্য জীবাত্মা অনাদি-অবিদ্যাবশে দেহে আত্মাভিমান করে। দেহাত্মাভিমান হইতে—দেহই আমি—ক্ষেত্রই আমি ইত্যাকার, অভিমান হইতে ইচ্ছা দ্বেষাদি জন্মে। মনে কর কোন মনুষ্য বিষয় ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইল। ঐ ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় ঐ চিন্তিত বিষয়ের মিথ্যা সমাগম লাভ করে। ঐ

অবস্থায় ঐ অলীক বস্তু হইতেও স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না। যখন জাগ্রত হয় তখন বিবেকশক্তি দ্বারা মিথ্যা বিষয় সমাগমকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারে, তখন উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। এখানে দেখিতেছ জ্ঞান হইবামাত্র অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। জীবাত্মা দেহাভিমান করিলেই মিথ্যা সংসার হয়। ঐ অবস্থায় তিনি স্বয়ং মিথ্যা সংসার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন না। বিবেক উদয় হইলে দেহাত্মাভিমান হইতে মুক্ত হন। তবেই দেখ দেহ জড়, ইহা পঞ্চাত্মক এবং কাল অদৃষ্ট এবং সত্ত্বাদি গুণযোগে উৎপন্ন। আর জীব নিরাময়—তাঁহার জনন মরণ নাই, গতি বা স্থিতি নাই। জীবাত্মা স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন। ব্যাপ্যভাবে তিনি জীব, ব্যাপক ভাবে পরমাত্মা। তিনি সর্ব্বত্রগ, অব্যয়, একমাত্র অদ্বিতীয়, আকাশবৎ নির্লেপ। তিনি নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানময়। ইচ্ছা দ্বেষাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহারা মনের ধর্ম্ম। মন এব হি সংসারো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে॥ আত্মা মনঃ সমানত্বমেত্যাতদ্গত-বন্ধভাক্” স্ফটিক মণি স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ। অলক্তাদির সমীপে লোহিত বর্ণ ধারণ করে মাত্র। সে বর্ণ তাহার বাস্তবিক নহে। সেইরূপ বিশুদ্ধ আত্মা, মনও ইন্দ্রিয়াদি সান্নিধ্যে ইচ্ছা দ্বেষাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আত্মা ইচ্ছা দ্বেষাদি মনের গুণ লাভ করিয়া সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক কর্ম্ম করেন এবং উত্তম মধ্যম ও অধম গতি লাভ করেন।

অর্জ্জুন।—কিন্তু ইচ্ছা কাহাকে বলে? দ্বেষ অর্থ কি?

ভগবান্।—ইচ্ছার মূল সুখ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগে সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে সুখহেতু যে জাতীয় বিষয় লাভ হইয়াছিল, পুনরায় সেই জাতীয় বিষয় উপস্থিত হইলে সুখলাভ জন্য ইচ্ছা জন্মে। ইহা অন্তঃকরণ ধর্ম্ম। আত্মা ইহা জানেন, সেইজন্য ইহা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম।

পুনশ্চ পূর্ব্বে যে জাতীয় বিষয় হইতে দুঃখ অনুভূত হইয়াছিল, সেই জাতীয় বিষয় লাভ হইলে তাহাতে দ্বেষ জন্মে। ইহাও অন্তঃকরণ ধর্ম্ম আত্মার নহে।

অর্জ্জুন—ইচ্ছাদি দেহের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে—কেহ কেহ ইহাত বলেন না; বলেন, এ সকল আত্মার ধর্ম্ম। ন্যায়মতে “ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গ”মিতি।

ভগবান্।—শ্রুতি বলেন—“কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভী-রিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। সাংখ্য ও বেদান্তমতে ইচ্ছা মনো ধর্ম্ম।

অর্জ্জুন।—ইহাদের ভ্রম কোথায়, তাহা আমি জানিয়াছি। আত্মা শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত। যে যাহার ব্যাপক, সে তাহার আত্মা বা আত্মা স্বরূপতঃ আপনিই আপনি। মায়া গুণ গ্রহণ করিয়া তিনি বহু। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ইহারা আত্মার কর্ম্মজ নাম। যাঁহার কর্ম্ম নাই—মায়া আশ্রয়ে সগুণ হইলে তাঁহার কর্ম্মজ নাম হয়। আত্মা কি ইহা ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই ইহারা আত্মার ধর্ম্ম আছে বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। আরও ইহারা ভক্তিকেই প্রাধান্য দিতে চায়; সেইজন্য অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারকে, সত্ত্বগুণের বিকারকে বলে আত্মার ধর্ম্ম। আমি ইহা বুঝিতে পারিলেও ইচ্ছা দ্বেষাদিকে ইহারা আত্মার ধর্ম্ম কেন বলে তৎপ্রতি কারণ উল্লেখ করিতেছি—তুমি ইহাদের ভ্রম সংশোধন করিবে বলিয়া।

ভগবান্—বল কি বলিবে ?

অর্জ্জুন—"সুখ অনুভব করিয়া তাহাতে স্পৃহা হয়। যেখানে বিষয় ও ইন্দ্রিয়যোগে সুখ অনুভূত হয়, সেখানে দৈহিক সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা দৈহিক আত্মিক নহে। এ কথা বলিতে পারা যায় না যে, ব্রহ্ম সংস্পর্শে সে সুখ অনুভূত হয়, তাহাও দৈহিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কেন না তজ্জনিত অশ্রুপুলকাদি দেহেই প্রকাশ পায়। দৈহিক সুখানুভবে প্রথমতঃ বাহ্য বিষয় দেহকে সবিকার করে, সেই বিকারে মন সুখ অনুভব করে; ব্রহ্ম সংস্পর্শ সুখে প্রথমতঃ আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে, তৎপর দেহ অনুভূত দেহের অশ্রুপুলকাদি বিকার উৎপন্ন করে; সুতরাং সে সুখ আধ্যাত্মিক। যখন বিষয় সুখে স্পৃহা উদিত হয়, তখন উহা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। ব্রহ্মস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া উত্তরোত্তর যে স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, তাহা আত্মারই ধর্ম্ম।

ভগবান্—পূর্ব্বে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখাইয়াছি আত্মাকে যাঁহারা শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ মাত্র বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। অনুগীতা ১৪৮ অধ্যায়ে আছে, "আত্মার সহিত সত্ত্বের একীভাব সম্পাদনরূপ মত নিতান্ত দূষণীয়। কারণ, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহাদের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে? সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ বটে কিন্তু আত্মার সহিত সবিশেষ সংশ্রব আছে বলিয়া উহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।"

অশ্রু পুলকাদি হইতেছে, সত্ত্বগুণের বিকার। রজস্তম অভিভূত করিয়া যখন জীবাত্মা শুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ করেন—যখন নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তখন অশ্রুপুলকাদি তাঁহার হয়। কিন্তু জীব চৈতন্য প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র না হওয়া পর্য্যন্ত কখন ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করিতে পারেন না। "জীব যখন আপনারে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে, তখন সে পরমাত্মারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়"। শান্তিপর্ব্ব ৩১৯। ব্রহ্মসংস্পর্শ কি এই সমস্ত লোকে ঠিক ধারণা করিতে পারে না বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়।

অর্জ্জুন—সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি কিরূপে হয়?

ভগবান্—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগে যে অনুকূল বা প্রতিকূল বেদনা তাহাই সুখ বা দুঃখ। রূপরসাদি বিষয়ে সুখ থাকে না। ইন্দ্রিয়ও জড় ইহাতেও সুখ থাকে না। জড়ের সহিত জড়ের স্পর্শে সুখ হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ে আত্মাভিমান হইলে আত্মাভিমানী ইন্দ্রিয়, যখন আত্ম ভিন্ন অপর পদার্থ ভোগ করে, তখনই সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়। ইহাকে প্রবৃত্তিমার্গের সুখ বলা যাইতে পারে। নিবৃত্তিমার্গেও সুখ আছে। যেখানে বিষয় ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতিতে লয় হয় এবং প্রকৃতি হইতে জীবাত্মা যে স্বতন্ত্র ইহা অনুভূত হইতে থাকে এবং জীবাত্মা বা ব্যাপ্য অল্পে অল্পে আপনার স্বরূপ বা ব্যাপকভাব স্পর্শ করিতে থাকে সেখানেও একটা অপূর্ব্ব সুখ অনুভূত হয়। আপন স্বরূপ আপনি উপলব্ধি করিবার কালে জীবাত্মা অল্পে অল্পে সুখ স্পর্শ করিতে থাকে, তখনও জীবাত্মার অভিমান থাকে বলিয়াই সুখ অনুভূত হয়। ক্রমে জীবাত্মা সুখ স্বরূপ হইয়া যায়, তখন দ্বৈত থাকে না একমাত্র আনন্দ-

স্বরূপ। যিনি থাকেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ পুরুষ। সেখানে দ্বৈত নাই বলিয়া সুখ দুঃখও নাই শুধুই আনন্দ। সমস্তই আনন্দ; ভোক্তা ভোগ্য ভোগ যে অবস্থায় নাই তাহা কথায় বলা যায় না।

অর্জ্জুন—সংঘাত কাহাকে বলিতেছ?

ভগবান্—দেহেন্দ্রিয়ের যে সংহতি তাহাতে অভিব্যক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম সংঘাত। দেহেন্দ্রিয়ের একত্রাবস্থান—ইহাও লৌহপিণ্ডবৎ জড় মাত্র। অগ্নিসংযোগেই ইহা লোহিত বর্ণ হয়। অভিমান বশে ইহা চেতনবৎ হয়। ইহাদের সমষ্টিতে আমার বোধ ইহাও মনের ধর্ম্ম আত্মার নহে।

অর্জ্জুন—চেতনা কি? ইহা কিরূপে ক্ষেত্রের ধর্ম্ম?

ভগবান্—আত্ম চৈতন্যের আভাস। স্বরূপ জ্ঞান জন্মাইবার শক্তি। ইহাও চিত্তবৃত্তি বলিয়া ক্ষেত্রের ধর্ম্ম আত্মার নহে।

অর্জ্জুন—ধৃতি কি?

ভগবান্—দেহ ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলে যে প্রযত্ন দ্বারা দেহকে সুস্থির রাখা যায়, তাহার নাম ধৃতি। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের পরিণাম হইতেছে। পরিণামের নাম বিকার। বিকারবিশিষ্ট পদার্থের নাম ক্ষেত্র। এক্ষণে ক্ষেত্রজ্ঞের গুণাদি শ্রবণ কর।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

শ
অমানিত্বং মানিনোভাবো মানিত্বমাত্মনঃশ্লাঘনম্। তদভাবো-

শ ম
ঽমানিত্বম্। বিদ্যমানৈরবিদ্যমানৈর্বা গুণৈরাত্মনঃ শ্লাঘনং মানিত্বং

ম শ্রী শ
তেষাং বর্জ্জনং গুণশ্লাঘারাহিত্যং অদম্ভিত্বং স্বধর্ম্মপ্রকটীকরণং

শ
দম্ভিত্বং তদভাবঃ ধার্ম্মিকত্বযশঃপ্রয়োজনতয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানং দম্ভস্ত-

রা রা রা রা
দ্রহিতত্বং অহিংসা বাঙ্মনঃকায়ৈঃ পরপীড়ারহিতত্বং ক্ষান্তিঃ পরৈঃ

রা ম
পীড্যমানস্যাপি তান্ প্রতি-অবিকৃতচিত্তত্বং পরাপরাধে চিত্তবিকার

ম ম
হেতৌ প্রাপ্তেঽপি নির্ব্বিকারচিত্ততয়া তদপরাধসহনং আর্জ্জবং যথা-

ম
হৃদয়ং ব্যবহরণং অকৌটিল্যং পরপ্রতারণারাহিত্যমিতিযাবৎ আচার্য্যো-
রা　শ　ম　ম
পাসনং আত্মজ্ঞানোপদেষ্টুরাচার্য্যস্য শুশ্রূষানমস্কারাদিপ্রয়োগেণ সেবনং
শ্রী　ম　শ
সদ্‌গুরুসেবনং শৌচং বাহ্যকায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনং অন্তশ্চ
শ　ম
মনসঃ প্রতিপক্ষভাবনয়া রাগাদিমলানামপনয়নং স্থৈর্য্যং মোক্ষসাধনে
ম
প্রবৃত্তস্যানেকবিধবিঘ্নপ্রাপ্তাবপি তদপরিত্যাগেন পুনঃ পুনর্যত্নাধিক্যং
রা　রা　রা
অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রদর্শিতে য্বর্থেষু নিশ্চলত্বং আত্মবিনিগ্রহঃ আত্মস্বরূপ-
রা　ম
ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসো নিবর্ত্তনং আত্মনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য
স্বভাবপ্রাপ্তাং মোক্ষপ্রতিকূলে প্রবৃত্তিং নিরুধ্য মোক্ষসাধন এব
ম　শ্রী　শ্রী
ব্যবস্থাপনমিতি যাবৎ। এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥৭॥

'আমি মানী' এই আত্মশ্লাঘারাহিত্য, 'আমি বড় ধার্ম্মিক' এইরূপ স্বধর্ম্ম-প্রকটীকরণ সূচক দম্ভশূন্যত্ব, কায়মনবাক্যে প্রাণীপীড়াবর্জ্জনরূপ অহিংসা, বিনাপরাধে অন্যের উৎপীড়ন সহনরূপ ক্ষমা, প্রতারণারূপ কুটিলতা শূন্য হইয়া হৃদয়ে যাহা আইসে সেইরূপ সরল ব্যবহার, আত্মজ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ সৎগুরু সেবা, মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি এবং সাত্বিক আহার দ্বারা শারীরিক মল এবং মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদি অন্তর্মল প্রক্ষালন, মোক্ষ সাধনের বহুল বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষপথ পরিত্যাগ না করিয়া তৎবিষয়ে পুনঃ পুনঃ যত্নরূপ স্থৈর্য্য, আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি [এই সমস্ত জ্ঞান। ইহার বিপরীত অজ্ঞান] ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—ক্ষেত্র সম্বন্ধে সমস্তই শুনিলাম কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি? ইহা বলিলে কৈ?

ভগবান্—ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হইতেই মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন জন্য যে গুণগুলি জাগাইতে হইবে তাহাই অগ্রে বলিতেছি। 'অমানিত্ব' অদম্ভিত্ব ইত্যাদি বিশিষ্ট গুণ পরবর্ত্তী পাঁচ শ্লোকে বলিতেছি। এই গুণগুলি প্রকাশিত

হইলে 'জ্ঞেয়' বস্তুর অনুভবের অধিকারী হইতে পারিবে। এইরূপ গুণোদ্বোধন পরায়ণ সন্ন্যাসীকে জ্ঞাননিষ্ঠ বলে। অমানিত্বাদি গুণ সমস্ত জ্ঞান লাভের সাধন বলিয়া ইহারাও জ্ঞান শব্দবাচ্য।

অর্জ্জুন—সমস্ত গুণগুলি উল্লেখ করিয়া আর একবার এই সমস্ত গুণের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—আচ্ছা! এখন নয়টি গুণের কথা বলিয়াছি বাকিগুলি বলিতেছি শ্রবণ কর।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

রা রা শ
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং আত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু শব্দাদিষু দৃষ্টাঽ-
শ শ ম
দৃষ্টেষু ভোগেষু বৈরাগ্যং বিরাগভাবঃ অনুরাগবিরোধিন্যস্পৃহাত্মিকা
ম রা
চিত্তবৃত্তিঃ অনহঙ্কার এব চ অনাত্মনি দেহে আত্মাভিমানরহিতত্বং
রা
প্রদর্শনার্থমিদং অনাত্মীয়েম্বাত্মীয়াভিমানরহিতত্বং চাপি বিবক্ষিতং
ম ম
অহং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতি গর্ব্বোঽহঙ্কারস্তদভাবঃ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি
শ
দুঃখদোষাদি দর্শনম্ জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু
শ্রী শ্রী
জন্মাদিদুঃখান্তেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্ পুনঃ পুনরালোচনং।
শ শ
জন্মনি গর্ভবাসযোনিদ্বারা নিঃসরণং দোষস্তস্যানুদর্শনং আলোচনং।
শ ম শ
তথা মৃতৌ সর্ব্বমর্ম্মচ্ছেদনরূপস্য দুঃখস্য আলোচনং তথা জরায়াং
মশ ম
প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষানুদর্শনং ব্যাধীনাং শিরোরোগ-

ম　ম
জ্বরাতিসারাদিরূপাণাং দোষানুদর্শনং তথা দুঃখানামিষ্টবিয়োগানিষ্ট-
ম
সংযোগজানামধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তানাং দোষস্য আলোচনং
শ
অথবা দুঃখান্যেব দোষো দুঃখদোষস্তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনং।
শ
দুঃখং জন্ম। দুঃখং মৃত্যুঃ। দুঃখং জরা। দুঃখং ব্যাধয়ঃ। দুঃখ
নিমিত্তত্বাজন্মাদয়ো দুঃখং। ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিতি। এবং
প
জন্মাদিষু দুঃখ দোষানুদর্শনাদ্দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়োপভোগেষু বৈরাগ্য-
শ
মুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামাত্মদর্শনায়। এবং
শ
জ্ঞানহেতুত্বাজ্জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৮॥

ইন্দ্রিয়ের আত্মভিন্ন বিষয়ে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্মমৃত্যুজরা ব্যাধিরূপ দুঃখ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা॥ ৮॥

অর্জ্জুন—বৈরাগ্য কি?

ভগবান—বিষয় ভোগে অস্পৃহা।

অর্জ্জুন—অনহঙ্কার কি?

ভগবান—আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহার নাম গর্ব্ব। ইহা না থাকা।

অর্জ্জুন—জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখ দোষ দর্শনে কি হয়?

ভগবান্—জন্মদুঃখ=মাতৃগর্ভে বাস এবং গর্ভ হইতে নিঃসরণ অতিশয় ক্লেশকর।

মৃত্যুদুঃখ—মর্ম্মস্থান সমূহ ছিন্ন করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ।

জরাদুঃখ—জরা আক্রমণে প্রজ্ঞাশক্তির তেজ থাকে না। ইহাই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক।

ব্যাধিদুঃখ—শ্বাস কাশ অতিসারজনিত দুঃখ। এই সমস্ত দুঃখের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা বিষয়ভোগে অতৃপ্তি জন্মিলেই লোকে আত্মজ্ঞানের অভিলাষ করে। দেহে এই সমস্ত দোষ দেখিতে দেখিতে দেহভোগ ও বিষয়ভোগ বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়॥ ৮॥

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯॥

ম ম
পুত্রদারগৃহাদিষু পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু আদিগ্রহণাদন্যেষ্বপি

ম ম
ভৃত্যাদিষু সর্ব্বেষু স্নেহবিষয়েষ্বিত্যর্থঃ অসক্তিঃ অনভিষ্বঙ্গঃ সক্তি-

ম
র্মমেদমিত্যেতাবন্মাত্রেণ প্রীতিঃ ॥ অভিসঙ্গস্ত্বমহমেবায়মিত্যনন্যত্বভাব-

ম
নয়া প্রীত্যতিশয়ঃ অন্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি বাহহমেব সুখী দুঃখী চেতি

ম
তদ্রাহিত্যম্ অসক্তিরনভিষ্বঙ্গ ইতি চোক্তং ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু

শ্রী শ্রী শ্রী
ইষ্টানিষ্টয়োঃ উপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যঞ্চ সর্ব্বদা চ সমচিত্তত্বং

রা
"হর্ষোদ্বেগরহিতত্বং" ইষ্টোপপত্তিষু হর্ষাভাবঃ অনিষ্টোপপত্তিষু বিষাদা-

ম ম
ভাব ইত্যর্থঃ চ সমুচ্চয়ে ॥ ৯ ॥

স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে সঙ্গশূন্যতা এবং ইহাদের সুখে দুঃখে বা জীবনে মরণে আপনাকে সুখী দুঃখী বা জীবিত মৃত মনে না করা ; ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা হর্ষোদ্বেগরাহিত্ব ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন—অসক্তি কি এবং অনভিষ্বঙ্গ কি ?

ভগবান্—'ইহা আমার' এই বোধ হইতে যে প্রীতি তাহার নাম সক্তি। এই প্রীতি-শূন্যতার নাম অসক্তি। আসক্তির পরিপক্ক অবস্থায় যখন মনে হয় স্ত্রীপুত্রাদির সুখেই আমার সুখ, তাহাদের দুঃখে আমার দুঃখ, তাহাদের জীবনে আমার জীবন, তাহাদের মরণে আমার মরণ এইরূপে মনোভাবের নাম অভিষ্বঙ্গ। এই বিষয়ে আত্যন্তিক প্রীতির অভাবের নাম অনভিষ্বঙ্গ।

অর্জ্জুন—সমচিত্তত্ব কি ?

ভগবান—একরূপ মনের ভাব। ইষ্টপ্রাপ্তিতে ও হর্ষ নাই, অনিষ্ট প্রাপ্তিতেও উদ্বেগ নাই। সর্ব্বদা হর্ষোদ্বেগশূন্য অবস্থার নাম নিত্যসমচিত্তত্ব ॥ ৯ ॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥

ম ম শ
ময়ি চ ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে অনন্যযোগেন অপৃথক্ সমাধিনা নাহন্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোহস্তি অতঃ স এব নো গতি-
শ শ শ রা
রিত্যেবং নিশ্চিতাহব্যভিচারিণী বুদ্ধিরনন্যযোগঃ তেন। অব্যভিচারিণী
ম ম শ
স্থিরা কেনাপি প্রতিকূলেন হেতুনা নিবারয়িতুমশক্যা ভক্তি ভজনং।
শ ম
বিবিক্তদেশ সেবিত্বম্ বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা শুদ্ধঃ।
ম শ
অশুচিভিঃ সর্পব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতঃ। অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদি
ম শ
চিত্তপ্রসাদকরোদেশস্তৎসেবনশীলত্বং। বিবিক্তেষু হি দেশেষু
শ
চিত্তং প্রসীদতি। তত আত্মাদি ভাবনা বিবিক্তে সংজায়তে। অতো
শ ম
বিবিক্তদেশসেবিত্বং নির্জ্জনস্থানপ্রিয়ত্বং জ্ঞানমুচ্যতে তথা চ শ্রুতিঃ
ম
সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ মনোহনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে ন যোজয়েদিতি
য ব শ শ
জনসংসদি জনানাং গ্রাম্যানাং আত্মজ্ঞানবিমুখানাং প্রাকৃতানাং সংস্কার-
শ শ ম
শূন্যানামবিনীতানাং সংসদি সভায়াং অরতিঃ অরমণং অরুচি ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ভগবান্ বাসুদেব ভিন্ন আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই অতএব তিনি আমাদের গতি এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিতে আমাতে স্থির অবিচলিত ভক্তি, জনকোলাহল শূন্য—

সর্পব্যাঘ্রাদি ভয়শূন্য চিত্তপ্রসাদকর স্থানে বাস করিতে ভালবাসা ; আত্মজ্ঞান বিমুখ লোকসঙ্গ ভাল না বাসা ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—'অনন্য যোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি' ইহার অর্থ কি ?

ভগবান্—একান্তচিত্তাভিনিবেশের নাম অনন্যযোগ ; অর্থাৎ ভগবান বাসুদেব হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই তিনিই আমাদের গতি এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিকে অনন্যযোগ বলে। ব্যভিচারশূন্য, স্থির, অবিচলিত ভক্তি, প্রতিকূল কারণ সত্বেও যে ভক্তিকে নষ্ট করা যায় না তাহার নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি।

অর্জ্জুন—বিবিক্তদেশসেবিত্ব কি ?

ভগবান্—জনশূন্য সর্পব্যাঘ্রাদি উপদ্রব বর্জ্জিত গঙ্গাপুলিনাদি চিত্তপ্রসাদকর স্থানে একাকী বাস করা।

অর্জ্জুন—জনসংসদি অরতি কি ?

ভগবান্—আত্মজ্ঞান শূন্য লোকসঙ্গে অরুচি। জ্ঞান যাহাদের নাই, ভক্তি যাহাদের নাই, যাহারা বিষয়ভোগলম্পট, যাহারা ভগবদ্বিমুখ তাহাদের সঙ্গত্যাগ করিলে জ্ঞান সাধন হয়। মুমুক্ষু কাহারও সঙ্গ করিবেন না। দেহসঙ্গ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেই মুক্তি। যদি সর্ব্বসঙ্গ একবারে ত্যাগ না হয় তবে সৎসঙ্গ করিবেন। আত্মাই সৎ। আত্মার সঙ্গ অথবা তৎসঙ্গীর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ঃ সচেৎত্যক্তুং ন শক্যতে। স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১১॥

ম
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং আত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তমাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানং

ম শ্রী রা ম
অধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ তন্নিষ্ঠত্বং বিবেকনিষ্ঠো হি

ম ম
বাক্যার্থজ্ঞানসমর্থো ভবতি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ তত্ত্বজ্ঞানস্য অহং ব্রহ্মা-

ম
স্মীতি সাক্ষাৎকারস্য বেদান্তবাক্যকরণকস্য অমানিত্বাদি সর্ব্বসাধন-

ম
পরিপাকফলস্য অর্থঃ প্রয়োজনং অবিদ্যাতৎকার্য্যাত্মকনিখিলদুঃখ-

শ
নিবৃত্তিরূপঃ পরমানন্দাত্মাবাপ্তিরূপশ্চ মোক্ষঃ সংসার-উপরমঃ তস্য দর্শনং

ম   শ
আলোচনং তত্ত্বজ্ঞানফলালোচনে হি তৎসাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিঃ
শ   শ   শ   ম
স্যাদিতি এতৎ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং বিংশতিসংখ্যকং
শ্রী   শ্রী
জ্ঞানং ইতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভির্জ্ঞানসাধনত্বাৎ অতঃ অন্যথা
ম   ম   শ   ম   ম
অস্মদ্বিপরীতং মানিত্বং দম্ভিত্বং হিংসা ইত্যাদি যৎ তৎ অজ্ঞানম্ ইতি
শ   ম   ম
বিজ্ঞেয়ং। তস্মাদজ্ঞানপরিত্যাগেন জ্ঞানমেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥১১॥

আত্মবিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষ বা সংসার উপরম সম্বন্ধে আলোচনা, এই অমানিত্বাদি বিংশতি সংখ্যক জ্ঞানসাধনকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া কথিত হয় এবং ইহার বিপরীত মানিত্ব দম্ভাদি যাহা কিছু তৎ-সমস্তই অজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন—উপরোক্ত বিংশতি সংখ্যককে জ্ঞান বল কেন?

ভগবান্ —ইহাদিগের সাধনায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়—ইহারা জ্ঞানের সাধন বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বলা যায়।

অর্জ্জুন—যে বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান সাধন করিলে জ্ঞেয় বস্তু (আত্মজ্ঞান) লাভ হয় তাহা একসঙ্গে আর একবার বল ;—

ভগবান্ ;—অধ্যাত্ম রামায়ণে আমি রামরূপে এই সমস্ত উল্লেখ করিয়াছি।

মানাভাব স্তথা দম্ভ হিংসাদিপরিবর্জ্জনম্ (৩)
পরাপেক্ষাদিসহনং সর্ব্বত্রাবক্রতা তথা (৫)
মনো বাক্‌কায়সদ্ভক্ত্যা সদ্‌গুরোঃ পরিসেবণম্ (৬)
বাহ্যাভ্যন্তর সংশুদ্ধিঃ স্থিরতা সৎক্রিয়াদিষু (৮)
মনোবাক্কায়দণ্ডশ্চ বিষয়েষু নিরীহতা (১০)
নিরহঙ্কারতা জন্মজরাদ্যালোচনং তথা (১২)
অসক্তিঃ স্নেহশূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিষু (১৪)
ইষ্টানিষ্টাগমে নিত্যং চিত্তস্য সমতা তথা (১৫)
ময়ি সর্ব্বাত্মকে রামে হ্যনন্যা বিষয়া মতিঃ (১৬)

জনসম্বাদরহিতশুদ্ধদেশনিষেবণম্ (১৭)

প্রাকৃতৈর্জনসঙ্ঘৈশ্চ হ্যরতিঃ সর্ব্বদা ভবেৎ ॥ (১৮)

আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্ (২০)

উক্তৈরেতৈর্ভবেজ্জ্ঞানং বিপরীতৈ র্বিপর্য্যয়ঃ ॥ অরণ্যকা ৩১-৩৭ ॥

জ্ঞানের ২০টি সাধন এই ;—(১) অমানিত্ব—গুণ থাক বা না থাক, আমি গুণবান্ এই বোধে যে আত্মশ্লাঘা, সেই আত্মশ্লাঘা জন্য লোকের কাছে সম্মান চাওয়া হয়। আত্মশ্লাঘা না থাকাই অমানিত্ব।

(২) দম্ভত্যাগ—আমি ধার্ম্মিক, লোকে আমার যশ কীর্ত্তন করিবে বলিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ইহাই দম্ভ। এই দম্ভ ত্যাগ।

(৩) অহিংসা—বাক্য মন ও কায় দ্বারা পরপীড়াবর্জ্জন।

(৪) ক্ষান্তি—অকাতরে পর পীড়ন সহ্য করা।

(৫) আর্জ্জব—ঋজু বা সরল হওয়া ; কুটিলতা ত্যাগ।

(৬) আচার্য্যোপাসনা—আত্মজ্ঞ গুরুর উপাসনা।

(৭) শৌচ—মৃত্তিকা জল ইত্যাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ এবং মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা অন্তরের রাগদ্বেষ দূর করা।

(৮) স্থৈর্য্য—শত বাধাতেও মোক্ষের সাধনা ত্যাগ না করিয়া মোক্ষলাভে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা।

(৯) আত্মনিগ্রহ—মন বাক্য ও কায় দণ্ড। আত্মা শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত। যে যাহার ব্যাপক সে তাহার আত্মা। মন বাক্য ও শরীরকে ছন্দমত স্পন্দিত করিয়া সন্মার্গে নিরোধ করাই আত্মনিগ্রহ বা আত্মসংযম।

(১০) বিষয়বৈরাগ্য—বিষয় দোষানুসন্ধান দ্বারা ভোগে অরুচি আনয়ন।

(১১) অনহঙ্কার—দেহাদিতে অভিমান করিয়া আমি উৎকৃষ্ট এই অহংকার না করা।

(১২) দোষ দর্শন—জন্ম মৃত্যু জরা ইত্যাদি দোষের বারম্বার আলোচনা।

(১৩) অসক্তি—
(১৪) অনভিষঙ্গ } স্ত্রী পুত্র গৃহ দেহাদিতে 'আমি' 'আমার' আসক্তি ত্যাগ।

(১৫) সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব—ইষ্ট বা অনিষ্টে সর্ব্বদা হর্ষবিষাদশূন্যত্ব।

(১৬) অনন্যযোগে ভক্তি—পরমেশ্বর ভিন্ন আমার গতি নাই, এই নিশ্চিত বুদ্ধি দ্বারা পরমেশ্বরকে ভজনা করা।

(১৭) বিবিক্ত দেশ সেবা—ভয়বর্জ্জিত, বিঘ্নবর্জ্জিত চিত্তপ্রসাদকর অরণ্য, নদীতট বা দেবগৃহে একা থাকিতে ভালবাসা। এইরূপ নির্জ্জনবাসে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

(১৮) প্রাকৃত লোকসঙ্গ ত্যাগ—বিষয়ী পামর লোকের সঙ্গ না করা।

(১৯) আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা—আত্মজ্ঞান লাভে সদা উদ্যোগ। অবিদ্যাপাদ বিদ্যাপাদ আনন্দপাদ ও তুরীয়পাদ এই চারি পাদের কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মদর্শন চেষ্টা।

(২০) তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা—বেদান্তের অর্থ আলোচনা।

এই ২০টির মধ্যে নিষিদ্ধত্যাগ, বিহিত গ্রহণ, ভক্তি ও জ্ঞান সকলগুলির সাধনা বলা হইল।

কিন্তু এক একটি করিয়া এই সমস্ত দোষ ত্যাগ করা বা গুণ উপার্জ্জন করা—এরূপ অভিপ্রায় বুঝিও না। যে দোষটী তোমার প্রবল—লোকে অসম্মান করিলে যদি বিশেষ ক্লেশ বোধ কর বা পরে পীড়া প্রদান করিলে তাহা সহ্য করিতে না পার অথবা ধর্ম্মাচরণ করিয়া তুমি যে ধার্ম্মিক ইহা লোককে জানাইতে তোমার ইচ্ছা হয়—যে দোষটী তোমার প্রবল, তাহাই ত্যাগ করিব এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প কর—ত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, কিন্তু ইহাতেই যে কৃতকার্য্য হইবে তাহা ভাবিও না। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হও, যে কর্ম্ম করিবে, তাহাতে আমার সন্তোষই তোমার লক্ষ্য হউক—যে উপাসনা করিবে তাহা আমার সন্তোষ জন্য করিতেছ, সর্ব্বদা মনে রাখ—আমার সন্তোষ ভিন্ন অন্য কোন কামনা যেন তোমার মনে না জাগে। সর্ব্বদা কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা যখন আমাতে অব্যভি-চারিণী ভক্তি করিতে শিখিবে, তখন একান্তে গিয়া আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা করিতে পারিবে। এইরূপে আমি ও তুমি এক হইয়া তোমার শ্রেষ্ঠ আমিই যে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ এই তত্ত্ব তুমি অনুভব করিতে পারিবে। তখন জীবন্মুক্তি হইবে। এজন্য "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই বাক্যে আপনাকে অণুজ্ঞান, পরপীড়ন, সহিষ্ণুতা, অভ্যাস, মানত্যাগ এবং অন্যকে মান দান এইগুলি উপাসনার ভিত্তি জানিও।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২॥

যৎ জ্ঞেয়ং মুমুক্ষুণা জ্ঞাতব্যং তৎ প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ স্পষ্টতয়া বক্ষ্যামি। যৎ বক্ষ্যমানং জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে ন পুনর্ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ তৎ অনাদি মৎ আদিরস্যাঽস্তীতি আদিমৎ। আদিমৎ ন ভবতি ইতি অনাদিমৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম সর্ব্বতোঽনবচ্ছিন্নং পরমাত্মবস্তু। অনাদীতি চ মৎপরমিতি চ পদং কেচিৎ ছিন্দন্তি। তৎ ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দে-

নোহচ্যতে, নিষেধমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ অসচ্ছব্দেন—ইদং তু
ম
তদুভয়বিলক্ষণং নির্ব্বিশেষত্বাৎ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপত্বাচ্চ "যতো
ম ম
বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জাতিগুণ ক্রিয়া
ম
সম্বন্ধানাং সর্ব্বনিষেধত্বাৎ ব্রহ্ম ন কেনচিৎ-শব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তম্।
ম
তর্হি কথং প্রবক্ষ্যামীত্যুক্তং কথং বা শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি সূত্রং? যথা
ম
কথঞ্চিল্লক্ষণয়া শব্দেন প্রতিপাদনাদিতি গ্রহণপ্রতিপাদনপ্রকারশ্চা-
ম
শ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমিত্যত্র ব্যাখ্যাতঃ বিস্তরস্তু ভাষ্যো
ম
দ্রষ্টব্যঃ॥ ১২ ॥

যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি; যাহা জানিলে অমরত্ব লাভ হয়। পরব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন অসৎ নহেন এইরূপে অভিহিত হয়েন॥ ১২ ॥

অর্জ্জুন—উল্লিখিত আত্মজ্ঞানসাধন দ্বারা কি জানিতে হইবে?

ভগবান্—পরব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু। পরব্রহ্মকে জানিলে আর মরিতে হইবে না। অনন্ত জীবন লাভ হইবে। সেই ব্রহ্ম "অনাদিমৎ"। তাঁহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না।

অর্জ্জুন—অনাদিমৎ কি?

ভগবান্—যাহার আদি আছে তাহাই আদিমৎ। আদি যাহার আছে তাহাই কার্য্য-কারণাত্মক। এই বিশ্ব কার্য্যকারণাত্মক বলিয়া আদিমৎ। ব্রহ্ম জগতের অতীত জগৎ হইতে ভিন্ন বস্তু এজন্য ইনি অনাদিমৎ।

অর্জ্জুন—অনাদিমৎ বলিয়াই বলিতেছ তাঁহাকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না—অনাদিমৎ ইহার সহিত সৎ অসৎ নহেন ইহার কোন্ সম্বন্ধ?

ভগবান্—'অনাদিমৎ' বলিলেও ব্রহ্মকে 'অস্তি' 'সৎ' আছেন—এই অস্তিবাচক কোন শব্দ দ্বারা প্রমাণ করাও যায় না। এবং 'নাস্তি' 'অসৎ' এই নিষেধবাচক কোন শব্দ দ্বারাও প্রমাণ করা যায় না। তিনি কোন প্রমাণের বিষয় নহেন বলিয়া তিনি অপ্রমেয় এবং নির্ব্বিশেষ, তিনি স্বপ্রকাশ। ইন্দ্রিয় গোচর সৎ বা অসৎ যাহা কিছু আছে তিনি তাহা নহেন। ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ।

অর্জ্জুন— "ন সৎ নাসৎ" ইহাতে জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ কিরূপ বলা হইল? শ্রুতি "ন সৎ ন অসৎ" ইহা কোন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন?

ভগবান্—তাঁহাকে সৎ ও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না—ইহাতে এই বলা হইতেছে যে ব্রহ্মকে সমস্ত বিশেষণ প্রতিষেধ দ্বারা জানিতে হইবে। কোন বিশেষণ তাঁহাতে দেওয়া যায় না। নেতি নেতি রূপ প্রতিষেধ দ্বারা সেই "আপনিই আপনি" বস্তুর স্বরূপে স্থিতি লাভ করা যায়। সাধারণতঃ ব্যক্ত কার্য্যকে বলে সৎ আর অব্যক্ত কারণকে বলে অসৎ।

শ

অর্জ্জুন—ইহা তিনি নহেন। নন্থ মহতা পরিকরবন্ধেন কণ্ঠরবেণোদ্‌ঘুষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামীত্যননুরূপমুক্তং—তুমি উচ্চকণ্ঠে সমুৎসাহে ঘোষণা করিতেছ যে ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত স্বরূপ তাঁহাকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না। তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন তবে তিনি কিছুই না। ইহা কি তোমার অঙ্গীকারের অনুরূপ কথা হইল?

ভগবান—"যন্নবেদা বিজ্ঞানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্"। সমস্ত উপনিষদ্ ইঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না—এজন্য "নেতি" "নেতি" ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া তিনি যে বাক্যের অগোচর তাহাই দেখাইতেছেন।

আরও দেখ, যাহা আছে তৎসম্বন্ধে অস্তি শব্দ প্রযুক্ত হয়। যাহা নাই তৎ সম্বন্ধে নাস্তি। যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত—সকল ইন্দ্রিয় রোধ করিলে যে আপনিই আপনি ভাব অনুভব করা যায়—সেই সর্ব্বেন্দ্রিয় রোধ ব্যাপারে থাকে কে যে বলিবে তিনি আছেন বা নাই? শ্রুতি বলেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তিরীয় ২য় বল্লী) আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি লাভ হয় কিন্তু সেকালে কোন ভাষা ত থাকে না, অন্য কেহও থাকে না একমেবাদ্বিতীয়ং—বলিবার লোক, বা বলিবার ভাষা কোথায়? স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় এই ত্রিধাভেদ যাঁহাতে নাই তাঁহাকে অস্তি নাস্তি দ্বারা প্রকাশ করা যাইবে কিরূপে?

আরও দেখ জাতি ক্রিয়া গুণ ও সম্বন্ধ দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ হয়। মনুষ্য গো ইত্যাদি জাতি; পাক করা, ভোজন করা ইত্যাদি ক্রিয়া; শুক্ল কৃষ্ণ ইত্যাদি গুণ, ধনী গো মান ইত্যাদি সম্বন্ধ। একমেবাদ্বিতীয়ং—ইহাতে জাতি নিষেধ হইল; নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং—এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা গুণ, ক্রিয়া সম্বন্ধ নিষেধ হইল।

অর্জ্জুন—যদি কোন শব্দ দ্বারা বা কোন কিছু দ্বারা তাঁহাকে না জানা গেল তবে যে বলা হয় "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", তুমিই বা "প্রবক্ষ্যামি" বলিয়া কিরূপে বল?

ভগবান—স্বরূপতঃ কিছুই বলা যায় না। সগুণ হইলে কথঞ্চিৎ ব্রহ্ম লক্ষণ প্রতিপাদন করা যায়।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

শ　ম　নী　নী
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু দেহেষু সর্ব্বাসু দিক্ষু অন্তর্ব্বহিশ্চ

পাণয়ঃ পাদাশ্চাচেতনাঃ স্বস্বব্যাপারেষু প্রবর্ত্তনীয়া যস্য চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য প্রবর্ত্তনীয়ানি সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ং তৎ বিদ্যতে যস্য তৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম লোকে সর্ব্বপ্রাণিনিকায়ে একমেব নিত্যং বিভুঞ্চ সর্ব্বং অচেতনবর্গং আবৃত্য স্বসত্তয়া স্ফূর্ত্ত্যা চাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন ব্যাপ্য তিষ্ঠতি নির্ব্বিকারমেব স্থিতিং লভতে। নতু স্বাধ্যস্তস্য জড়প্রপঞ্চস্য দোষেণ গুণেন বাঽণুমাত্রেণাপি সংবধ্যত ইত্যর্থঃ। যথা চ সর্ব্বেষু দেহেষ্বেকমেব চেতনং নিত্যং বিভুং চ ন প্রতিদেহং ভিন্নং তথা প্রপঞ্চিতং প্রাক্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বত্র যাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষু মস্তক মুখ, সর্ব্বত্র যাঁহার কর্ণ তিনি ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন—'অনাদি মৎ এবং সৎ নহেন অসৎ নহেন' ইহা দ্বারা জ্ঞেয় ব্রহ্মের সম্বন্ধে লোকে কি ভাল করিয়া কিছু বুঝিবে?

ভগবান্—স্বরূপ লক্ষণে কিছুই বুঝিবে না জানি। আচ্ছা তটস্থ লক্ষণে বুঝাইতেছি। আত্মা সর্ব্বদাই নির্গুণ, অসঙ্গ। তিনি প্রকৃতিকে গ্রহণ করিলে তবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। গুণবান্ হওয়া কেবল প্রকৃতিতে প্রকাশ জন্য। অন্য বস্তুর সাহায্য লইয়া ব্রহ্মবস্তুর অস্তিত্ব যখন নিশ্চয় করা যায় তখন উহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইহা তটস্থ লক্ষণ। অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারের সাহায্যে তাঁহার অস্তিত্ব বোঝান হইতেছে।

নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলে তবে তাঁহাকে উপাসনা করা যায়। সগুণ উপাসনা ব্যতীত নির্গুণে আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি নাই।

অর্জ্জুন—তটস্থ লক্ষণ দ্বারা কি বুঝাইবে?

ভগবান্—তিনি সর্ব্বপাণিপাদ, সর্ব্বনয়ন, সর্ব্বমুখ ইত্যাদি।

অর্জ্জুন—তবে যে শ্রুতি বলেন "অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" তাঁহার ত হস্তপদাদি নাই, তথাপি তিনি গ্রহণাদি করেন।

ভগবান্—শক্তি দ্বারা হস্তপদাদির কার্য্য হয়। কিন্তু শক্তিও জড় যদি তাহার মূলে চৈতন্য না থাকেন। তবেই দেখ, সর্ব্বকার্য্যের কারণ তিনি। শ্রবণাদি কার্য্য শ্রোত্রাদি দ্বারা প্রকাশ পায়। ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্বে এই সমস্ত কার্য্য হয় বলিয়া, তিনি সর্ব্বত্র পাণিপাদ, সমুদায়ের কারণ তিনি। এজন্য কারণোপাধি দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

পরমার্থতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বকরণরহিতং তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম মায়য়া সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈঃ অধ্যবসায়-সঙ্কল্প-শ্রবণ-বচনাদিভিঃ তত্তৎবিষয়রূপতয়াঽবভাসত ইব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম। "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি শ্রুতেঃ। অত্র ধ্যানং বুদ্ধীন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণং, লেলায়নং চলনং কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যাপারোপলক্ষণার্থং তথা পরমার্থতঃ অসক্তং সর্ব্বসম্বন্ধশূন্যমেব মায়য়া সর্ব্বভৃচ্চ সদাত্মনা সর্ব্বং কল্পিতং ধারয়তি পোষয়তীতি চ। তথা পরমার্থতঃ নির্গুণং সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিতমেব গুণভোক্তৃ চ গুণানাং

সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদি দ্বারা সুখদুঃখমোহাকারেণ পরিণতানাং ভোক্তৃ উপলব্ধৃ চ তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

[সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম] সর্বেন্দ্রিয়ের যে গুণ—বুদ্ধির অধ্যবসায়, মনের সঙ্কল্প, কর্ণের শ্রবণ, বাক্যের বচন ইত্যাদি—এই সমস্ত গুণ দ্বারা যেন ভাসেন অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত—তিনি সর্ব্বসম্বন্ধবিহীন বলিয়া অসক্ত অথচ সকলকে ধারণ করিয়া আছেন, পালন করিতেছেন; তিনি গুণরহিত কিন্তু গুণের উপলব্ধি করেন ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন—সত্যসত্যই ত সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় নাই?

ভগবান—সত্যই। তিনি "সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"। তিনি সাক্ষী, চেতন, কেবল এবং নির্গুণ। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইলেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারে ব্যাপৃত বলিয়া বোধ হয়—সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের দ্বারা যেন ভাসিতেছেন। জড় না থাকিলে চৈতন্যের প্রকাশ কোথায় হইবে? সেই জন্য দৃশ্যপ্রপঞ্চ সৃষ্টি। এই জন্য সকল বস্তুতে যেন তাঁহার প্রকাশ অনুভূত হয়।

অর্জ্জুন—কিরূপে?

ভগবান্—লৌহের মধ্যে তাপ প্রবেশ করিলে লৌহকে অগ্নির মত বোধ হয়। সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মবস্তু-মধ্যে জড় ভাসিলে, জড়ও চৈতন্যমত বোধ হয়। মন বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তরেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্‌পাণি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়। বুদ্ধির গুণ অধ্যবসায়, মনের গুণ সঙ্কল্প, চক্ষুর গুণ দর্শন, পাণির গুণ গ্রহণ ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণ ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া তাঁহাকে দর্শনাদির কর্ত্তা-মত মনে হয়—এই কারণেই তাঁহাকে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়; ফলে তাঁহার বাকপাণিপাদাদি নাই। চৈতন্য বস্তুতে জড় থাকিবে কিরূপে? বিশেষ জড়ের অস্তিত্ব কোথায়? তবে যে দেখা যায়, ইহা মায়া-কল্পিত মাত্র। আরও দেখ, ব্রহ্মবস্তু জগতের কোন বস্তুতে লিপ্ত নহেন, কিন্তু মায়া দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন—ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন। সত্ত্ব রজ তম গুণ তাঁহাতে নাই, কিন্তু তিনি গুণসমূহকে উপলব্ধি করিতেছেন।

বহিরন্তশ্চভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

ম　ম　ম
তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম ভূতানাং ভবনধর্ম্মণাং সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং চরা-

শ্রী　শ্রী
চরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিঃ চ অন্তঃ চ তদেব-কটককুণ্ডলাদীনাং সুবর্ণমিব,

শ্রী শ
জলতরঙ্গাণামন্তর্ব্বহিশ্চ জলমিব বহিস্ত্বক্ পর্যান্তং দেহমাত্মত্বেনাঽবিদ্যা-

কল্পিতমপেক্ষ্য তমেবাঽবধিং কৃত্বা বহিরুচ্যতে। তথা প্রত্যগাত্মানমপেক্ষ্য

দেহমেবাঽবধিং কৃত্বাঽন্তরুচ্যতে। বহিরন্তশ্চেত্যুক্তে মধ্যস্থাঽভাবে প্রাপ্ত

শ　ম
ইদমুচ্যতে অচরং চরমেব চ রজ্জুরিব স্বকল্পিতানাং সর্প-ধারাদীনাং সর্ব্বা-

ম　ম　ম　ম　ম
ত্মনা ব্যাপকমিত্যর্থঃ। অচরং স্থাবরং চরং চ জঙ্গমং ভূতজাতং তৎ এব

ম　ম　শ
অধিষ্ঠানাত্মকত্বাৎ কল্পিতানাং ন ততঃ কিঞ্চিৎ ব্যতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ যথা

শ
রজ্জুসর্পাভাসঃ। যদ্যচরঞ্চরমেব চ ব্যবহারবিষয়ং সর্ব্বং জ্ঞেয়ং-কিমর্থ-

মিদমিতি সর্ব্বৈর্ন জ্ঞেয়মিতি? উচ্যতে সত্যং সর্ব্বাভাসম্। তথাপি

শ্রী　ম
ব্যোমবৎ সূক্ষ্মং তৎ। অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাৎ তৎ ব্রহ্ম

ম　ম　শ
অবিজ্ঞেয়ং ইদমেবমিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি স্বেনরূপেণ তজ্ জ্ঞেয়-

ম　ম
মপি অবিজ্ঞেয়মবিদুষাম্। অতএব আত্মজ্ঞানসাধনশূন্যানাং যোজন-

লক্ষান্তরিতমিব দূরস্থং চ জ্ঞানসাধনসম্পন্নান্তু অন্তিকে চ আত্মত্বাৎ

শ্রী
নিত্যসন্নিহিতং "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎ স্বিহৈব নিহিতং

ম শ্রী
গুহায়াম্" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অপিচ—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে-

শ্রী
তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাহস্য বাহ্যতঃ। এজতি চলতি-

শ্রী
নৈজতি ন চলতি। তৎ উ অন্তিকে ইতিচ্ছেদঃ॥ ১৫॥

ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে তিনি, অচলবস্তুও তিনি গমনশীলও তিনি। অতি সূক্ষ্ম, রূপাদিবর্জ্জিত বলিয়া তি'ন অবিজ্ঞেয়। আত্মজ্ঞানসাধনশূন্যের পক্ষে তিনি দূরদূরান্তরে, আর আত্মজ্ঞানসাধনসম্পন্নের তিনি অতি নিকটে॥ ১৫॥

অর্জ্জুন—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে আর কি বলিবে?

ভগবান্—সকল বস্তুর, সকল প্রাণীর বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ইতি শ্রুতিঃ ঈষ। ৭

অর্জ্জুন—বাহির অন্তর কোন্‌টি?

ভগবান্—১। অব্যক্তাবস্থাটী অন্তর, ব্যক্তাবস্থাটী বাহ্য। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী বলেন, রজ্জুর উপরে যেমন সর্প ভাসে, সেইরূপ ব্রহ্মরজ্জুতে জগৎসর্প ভাসিয়াছে। যেমন ভ্রমে সর্প দেখা যায়, সেইরূপ ভ্রমে জগৎ দর্শন হয়। অজ্ঞানে জগৎ আছে, জ্ঞানে মায়িক জগৎ থাকে না। অবিদ্যাকল্পিত এই জগৎ এবং এই দেহ। যখন দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ হয়, তখন বাহিরের ত্বক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বাহ্যবিষয়কে বাহিরের বস্তু বলা যায়। সেইরূপ প্রত্যগাত্মা হইতে দেহ পর্য্যন্ত অন্তঃ বলিতে হইবে। এই দুইয়ের মধ্য আর নাই।

২। ভক্ত-ব্যক্তিগণ জগৎ মায়িক হইলেও মিথ্যা বলিতে চাহেন না; তাঁহারা বলেন ব্রহ্মই জগৎ। যেমন কুণ্ডলের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই স্বর্ণ—যেমন জলতরঙ্গের ভিতরে বাহিরে জল ভিন্ন কিছুই নাই, সেইরূপ জগতের বাহির ভিতর ব্রহ্মই আছেন। সত্যসত্যই কুণ্ডল কোথায় যদি বলা যায়, তবে দেখা যায় নাম রূপ লইয়াই কুণ্ডল। জ্ঞানী বলেন নাম রূপ মিথ্যা; ভক্ত বলেন নাম রূপও সেই। তবে দেহ, নাম ও রূপ, একরূপ থাকে না; নষ্ট হয়।

মানুষের দেহ বিকারপ্রাপ্ত হয়, বৃক্ষ লতা জন্মে, মরে—সমস্তই যদি ব্রহ্মের দেহ হয়, তবে জগৎ-রূপ দেহটি উৎপত্তিবিনাশশীল ত বলিতে হইবে; এজন্য ব্রহ্মবস্তুর সহিত ইহার পার্থক্য আছে।

ব্রহ্মের জগৎরূপ দেহটি বিকারপ্রাপ্ত হয়,—ইহার জন্ম আছে, তজ্জন্য মৃত্যু আছে; মহাপ্রলয়ে জগৎ থাকে না, এজন্য ইহাকে অনিত্য বলা যায়। ভক্তগণকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞানী ত ইহা বলিবেনই, কিন্তু তিনি আরও বলেন, পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুতে জগৎ থাকিতেই পারে না; তবে যাহা দেখা যায় তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র।

তারপর ইহাও জানিও যে, জ্ঞেয়-ব্রহ্মই স্থাবর, তিনিই জঙ্গম। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়। তিনি দূরেও বটেন, নিকটেও বটেন। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"। একস্থানে বসিয়াও দূরে ভ্রমণ করেন; শুইয়া থাকিয়াও সর্ব্বত্র যান। কঠ ২, বল্লী ২১।

অর্জ্জুন—তিনিই স্থাবর জঙ্গম কেন বলিতেছ?

ভগবান্—রজ্জু-অধিষ্ঠানে যখন সর্প কল্পনা করা যায়, তখন অধিষ্ঠানের সহিত কল্পিতবস্তুর কিছুই ভেদ থাকে না। রজ্জুকেই কল্পিতসর্প বোধ হয়। সেই জন্য তাঁহাকেই স্থাবর জঙ্গম বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—স্থাবর জঙ্গমকে সকলেই ত জানে, তাঁহাকে কেহ জানে না কেন? বিশেষ জ্ঞেয় ব্রহ্মকে অবিজ্ঞেয় বলিতেছ ইহাই বা কিরূপ?

ভগবান্—অতি সূক্ষ্ম বস্তুর রূপ নাম নাই। নামরূপশূন্য ব্রহ্মবস্তু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া 'ইহা এই' এই স্পষ্টজ্ঞানের বিষয় তিনি নহেন।

অর্জ্জুন—দূরেও বটেন, নিকটেও বটেন কিরূপে?

ভগবান্—যাঁহারা আত্মজ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, যাহাকে 'আমি' বলা হয় তাহাই আত্মা, সেই বস্তুই ব্রহ্ম। কাজেই জ্ঞানী জানেন যে, ব্রহ্মবস্তু তাঁহার আপনার হইতেও আপনার। ব্রহ্মই সাধকের আমি। 'আমি' বাদ যেমন কিছুতেই দেওয়া যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মকে কিছুতেই বাদ রাখা যায় না। কিন্তু অজ্ঞানীর কাছে তিনি বড় দূরদূরান্তরে রহিয়াছেন।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

শ্রুতি বলেন—তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন,—

সর্ব্বেষ্যৈব জনস্যাস্য বিষ্ণুরভ্যন্তরে স্থিতঃ।
তং পরিত্যজ্য যে যান্তি বহির্বিষ্ণুং নরাধমাঃ। ২৫
অপ্রাপ্তাত্মবিবেকোঽন্তরজ্ঞচিত্ত বশীকৃতঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিমর্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরম্॥ উপশম ৪৩।৩০

বশিষ্ঠদেব আরও বলিতেছেন—হৃদ্‌গুহাবাসী চিত্তই বিষ্ণুর মুখ্য দেহ আর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তাঁহার (আত্মার) গৌণদেহ। যে মুখ্য ত্যাগ করিয়া গৌণের অনুগামী হয়, সে সিদ্ধ-রসায়ন ত্যাগ করিয়া সাধ্য (যাহা সাধন করিতে হইবে) সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ২৬।২৭ ঐ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥

ভূতেষু দেবমনুষ্যাদি সর্ব্বপ্রাণিষু অবিভক্তং চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকম্। অভিন্নমেকমেব তৎ। ন তু প্রতিদেহং ভিন্নং। ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ। বিভক্তং চ ইব দেবোহং মনুষ্যোঽহমিতি প্রতিদেহং ভিন্নমিব স্থিতং দেহতাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বাৎ। তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম ভূতভর্ত্তৃ চ স্থিতিকালে সর্ব্বাণি ভূতানি বিভর্ত্তীতি তথা প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং তথা উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলং সর্ব্বস্য যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদের্ম্মায়াকল্পিতস্য তস্মাদ্‌জগজ্জাতং স্থিতি-লয়োৎপত্তিকারণং ব্রহ্ম তদেব ক্ষেত্রজ্ঞং প্রতিদেহমেকং জ্ঞেয়ং ন ততোঽন্যদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও প্রতিভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। ভূতগণের ভরণকর্ত্তাও তিনি, গ্রাসকর্ত্তা তিনি, আবার সৃষ্টিকর্ত্তাও তিনি ॥১৬

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিলে তিনি আকাশের মত সমস্ত আবৃত করিয়া রহিয়াছেন "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" ১৩।১৩ ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং"। ব্রহ্মবস্তু অবিভক্ত। সূর্য্য এক হইলেও, তাঁহার

ছায়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ জলে পতিত হইয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিবিম্বিত দেখায়, অগ্নি এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠখণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান হয়েন, একই আকাশ যেমন অবিভক্ত ভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সেইরূপ এই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি গ্রহণ করিয়া বিভক্তের মত প্রতীয়মান হয়েন। দেহকে তাদাত্মরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, তিনিই প্রতি দেহে ভিন্ন বলিয়া বোধ হন।

যাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতেছ যাহাকে আত্মা বল, যাঁহাকে আমি বল, তিনিই ব্রহ্মবস্তু। স্থিতি-কালে তিনি ভূতদিগকে পালন করেন, লয়কালে তিনিই সর্ব্বজগৎ গ্রাস করেন এবং সৃষ্টিকালে তিনিই সর্ব্বজগৎ উৎপন্ন করেন।

আমার ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—"বিচার দ্বারা এই পরমেশ্বর-আত্মাকে যখন জানা যায়, তখন প্রিয়জনের লাভে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দ হইয়া থাকে"। "ইঁহার দর্শন হইলে সমস্ত জগৎ দর্শন হইল। ইঁহার তত্ত্ব সম্যক্ শ্রুত হইলে সমস্তই শ্রবণ করা হইল। ইনি সুপ্ত ব্যক্তিদিগের জন্য জাগরিত থাকেন, অবিবেকীদিগকে প্রহার করেন, বিপন্নদিগের বিপদ দূর করেন এবং যাঁহারা পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের উপাসক, তাঁহাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। যোঃ বা উপ ৩৫। হে ভগবন্! আপনাকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া চির আলিঙ্গন করিতেছি। এজগতে আপনি ভিন্ন আর কে বন্ধু আছে?

যতদিন আপনাকে লাভ করা না যায়, ততদিন আপনি মৃত্যুরূপে অভক্তদিগকে হনন করেন; পালকরূপে ভক্তদিগকে রক্ষা করেন, স্তাবক হইয়া স্তব করেন, গন্তা হইয়া গমন করেন, সকল রূপেই ব্যবহার করেন। উপশম ৩৬।

ঐ যে বলিতেছিলাম অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্—এই কথা সর্ব্বত্র বলিয়াছি।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥

এই সকল ভূতকে বহু মান সহকারে মনে মনে প্রণাম করিবে। শ্রীভগবান্ ঈশ্বরই অংশ-মত বলিয়াই জীবরূপে প্রবিষ্ট হয়েন।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥*

ম ম শ
১৭ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম জ্যোতিষাম্ অবভাসকানামাদিত্যাদীনাম্ বুদ্ধ্যা-

* "ধিষ্ঠিতম্" শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতিতে এই পাঠ ধৃত হইয়াছে। "ধিষ্ঠিতম্" পাঠ রামানুজাদি ধৃত করিয়াছেন। শ্রীধর উভয়বিধ পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ গীতাতে বিষ্ঠিতম্ পাঠ আছে; বোম্বাইএর গীতা এবং গৌরগোবিন্দ বাবুর গীতাতে "ধিষ্ঠিতম্" পাঠ আছে।

আ ম ম শ্রী শ্রী
দীনাঞ্চ বাহ্যানামান্তরাণাম্ অপি জ্যোতিঃ অবভাসকং প্রকাশকং "যেন সূর্য্যাস্তপতি তেজসেদ্ধঃ। ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোহয়মগ্নিস্তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা

শ্রী শ শ
সর্ব্ব মিদং বিভাতি' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। স্মৃতেশ্চৈব 'যদাদিত্যগতং

শ শ ম শ্রী
তেজ" ইত্যাদেঃ॥ তমসঃ অজ্ঞানাৎ জড়বর্গাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টম্

ম
উচ্যতে অবিদ্যা তৎকার্য্যাভ্যামপারমার্থিকাভ্যামসংস্পৃষ্টং পারমার্থিকং তদ্ব্রহ্ম সদসতোঃ সম্বন্ধাযোগাৎ। উচ্যতে—"অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইত্যাদি" শ্রুতিভিঃ ব্রহ্মবাদিভিশ্চ। তদুক্তং "নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কূটস্থস্য বিকারিণা—আত্মনোনাত্মনা যোগোবাস্তবোনোপপদ্যতে।" "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি" শ্রুতেশ্চ আদিত্যবর্ণমিতি স্বভানে প্রকাশান্তরানপেক্ষং

ম ম
সর্ব্বস্য প্রকাশকমিত্যর্থঃ যস্মাত্তৎ ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতির্জড়াসংস্পৃষ্টং

ম শ শ
অতএব তৎ জ্ঞানং অমানিত্বাদি জ্ঞানাদেতুঃ সম্পাদনবুদ্ধ্যা প্রাপ্ত্যা-

আ আ
বসাদস্তোত্তম্ভনার্থমাহ [উত্তম্ভনং উদ্দীপনং প্রকটীকরণং ইতি যাবৎ]

শ শ শ
জ্ঞানম্ অমানিত্বাদি জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা

শ
উক্তং জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সজ্ জ্ঞান ফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে

জ্ঞায়মানন্তু জ্ঞেয়ং। তদেতত্রময়পি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি বুদ্ধৌ

শ্রী　　শ　　শ্রী
ধিষ্ঠিতং অধিষ্ঠায় স্থিতম্। বিষ্ঠিতং ইতি পাঠে বিশেষেণাঽপ্রচ্যুতস্বরূপেণ

শ্রী　　শ
নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্॥ ১৭॥

তাঁহাকে সকল জ্যোতির (সূর্য্যাদিরও) জ্যোতিঃ, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত বলা হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়বস্তু, তিনিই জ্ঞানগম্য (জ্ঞানলভ্য); তিনি সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিতে অবস্থিত।১৭

অর্জ্জুন—জ্ঞেয় সম্বন্ধে আর কি বলিবে ?

ভগবান্—জ্ঞান সম্বন্ধে অমানিত্বাদি বিংশতি প্রকার সাধন বলিয়াছি। জ্ঞেয় সম্বন্ধে "অনাদিমৎ" হইতে 'সর্ব্বস্য হৃদি ধিষ্ঠিতং' পর্য্যন্ত বলিলাম। কিন্তু তুমি জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইহাঁর পার্থক্য বুঝিয়াছ কি ? বল ত জ্ঞান কাহাকে বলে ?

অর্জ্জুন—কোন একটি ত্রিপুটী লওয়া যাউক—স্তোতা, স্তুতি, স্তব্য কিম্বা দ্রষ্টা, দর্শন দৃশ্য। যিনি স্তব করেন, তিনি স্তোতা। স্তোতা যদ্দ্বারা স্তব্যের নিকটে উপস্থিত হইতে চাহেন, তাহার নাম স্তুতি—আর যাঁহার স্তব করেন, তিনি স্তব্য। সেইরূপ দর্শনকর্ত্তা যদ্দ্বারা দৃশ্য বস্তুকে মানসে প্রাপ্ত হয়েন, তাহার নাম দর্শন। সেইরূপ জ্ঞাতা যদ্দ্বারা জ্ঞেয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন তাহাই জ্ঞান। এই জন্য অমানিত্বাদি সাধনকে জ্ঞান বলিয়াছ। আমি কি ঠিক বুঝিয়াছি ?

ভগবান্—হাঁ—এখন শোন। ব্রহ্মবস্তু সকল জ্যোতির জ্যোতি। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ—ইহারা বাহ্য-জ্যোতি। বুদ্ধ্যাদিকে অন্তর জ্যোতি বলে। ব্রহ্মবস্তু হইতেই ইহাদের প্রকাশশক্তির উদয় হয়। একমাত্র তিনিই প্রকাশক পদার্থসমূহের প্রকাশ শক্তি স্বরূপ—তাঁহা হইতেই সকলের জ্যোতি আসিতেছে। শ্রুতি বলেন, যেন সূর্য্য স্তপতি তেজসেদ্ধঃ। তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ব্রহ্মজ্যোতি লইয়াই সূর্য্য জ্যোতি প্রদান করেন; তাঁহারাই প্রকাশ দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। শ্রুতি আরও বলেন, ন তত্র সূর্য্যোভাতি ইত্যাদি ব্রহ্মের নিকট

সূর্য্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না—এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? তাঁহার প্রকাশেই সমস্ত অনুপ্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই জগৎ বিভাসিত।

অর্জ্জুন—তবে কি তাঁহার প্রকাশ সূর্য্য-চন্দ্রাদি জড়বর্গের প্রকাশের মত?

ভগবান্—না তিনি জড়ের অতীত, তিনি প্রপঞ্চসহিত অবিদ্যান্ধকারের পরপারে। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য।

অর্জ্জুন—যদ্দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে পাওয়া যায় তাহাকেইত জ্ঞান বলিয়াছ—যেমন অমানিত্বাদি। এখন আবার ব্রহ্মবস্তুকেই জ্ঞান বলিতেছ যে? ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়কে এখানে ব্রহ্ম বলিতেছ না?

ভগবান্—অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা খনন করিলে জল পাওয়া যাইবে। জ্ঞানের ঐ বিংশতি প্রকার কঠিন সাধন করিলে জ্ঞেয়বস্তু প্রাপ্ত হইবে। পাছে কতক সাধনা করিয়া ধৈর্য্যাভাবে সাধনা ছাড়িয়া দেয়, এই জন্য উদ্দীপনার্থ বলা হইতেছে সাধনও তিনি। সাধন ছাড়িও না—দেখিবে সাধনাকালে প্রতিপদক্ষেপে তাঁহার দর্শনাভাস পাইতেছ। এজন্য উপায়কেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—জ্ঞেয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ সমস্তই বুঝিলাম- কিন্তু ব্রহ্মকে জ্ঞানগম্য বলিতেছ কেন?

ভগবান্—সাধনরূপ জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় তাই। আরও তিনি দূরে নহেন; তিনিই আত্মারূপে, আমিরূপে সকলের বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত 'ধীযো যোনঃ প্রচোদয়াৎ'। ধি- বুদ্ধির কার্য্য বিচার। সমস্ত প্রকৃতি হইতে পৃথক্ তিনি—ইহার অনুভবই বিচার-বুদ্ধি দ্বারা লাভ হয়। ভর্গ ব্রহ্মপথগামিনী। ভর্গই-সৎবুদ্ধিকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মে লইয়া যান।

অর্জ্জুন—জ্ঞেয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছ, একসঙ্গে সবগুলি আর একবার বল?

ভগবান্—পরব্রহ্ম—

(১) আদিমৎ নহেন।
(২) সৎও নহেন অসৎও নহেন।
(৩) সর্ব্বত্র পাণি, পাদ, অক্ষি, শির, মুখ, শ্রুতি বিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপী।
(৪) ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত অথচ ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক।
(৫) কোন সংস্রব নাই অথচ সকলের আধাব।
(৬) গুণ নাই অথচ গুণের পালক।
(৭) সর্ব্বজীবের বাহিরে অন্তরে তিনি।
(৮) স্থাবর জঙ্গম তিনি।
(৯) সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়।
(১০) দূরে এবং নিকটেও তিনি।
(১১) অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত।

(১২) পালনকর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা।

(১৩) সূর্য্যাদিরও প্রকাশক।

(১৪) প্রকৃতির অতীত।

(১৫) জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য।

(১৬) সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত।

কত সুন্দর এই পরম বস্তু। স্বরূপে তাঁহার কিছুই বলা যায় না। তুমি আমি এক হইলে তাহা নিজ-বোধরূপে প্রকাশ হইবে। তটস্থে আমিই সেই বিরাট্ পুরুষ। সকল অবতারেই আমি। আদি খুজিতে যাও পাইবে না—ইন্দ্রিয়গোচর করিতে যাও সৎ অসৎ কিছুতে বলিতে পারিবে না। বিপুল এই মানব জাতি—যাহারা গিয়াছে—যাহারা উপস্থিত আছে—যাহার আসিবে—আমারই দেহ—আমারই আকার—আপনার সহিত আপনি খেলা করিতেছি—আমি ও আমার প্রকৃতি অভিন্ন—আমিই তাহাতে আত্মাভিমান করিয়াছি। অনন্তকোটি হস্তে আপনি আপন প্রকৃতিকে—আমার ভক্তকে সাজাইতেছি, আপনি আপনার ভক্তের রক্ষাবিধান করিতেছি, আপনি আপন প্রকৃতির চরণ সেবা করিতেছি—তৃপ্তি নাই—অনন্তকোটি চরণে আমি আমার ভক্তের জন্য কর্ম্ম করিতে ছুটিতেছি—অনন্তকাল ধরিয়া করিয়া অসিয়াছি, সাধ ফুরায় না—অনন্তকোটি নয়নে আমি আমার ভক্তের পানে চাহিয়া আছি—কত দেখি—দেখিয়া দেখিয়া আশা মেটে না, অনন্তকোটি মস্তকে তারে প্রণাম করি তবুও হয় না; অনন্তকোটি আননে আমি আমার ভক্তকে ডাকিতেছি, সোহাগ করিতেছি—কত ভিন্ন ভিন্ন স্বরে, কত বিভিন্ন সুরে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহারই গুণ গান করিতেছি, তবুও ডাকা হয় না; অনন্ত কোটি শ্রবণে আমি আমার ভক্তের কথা শুনিতে উদ্গ্রীব হইয়া আছি—চিরদিন তাহার কথা শুনিবার আশায় থাকিতে বাসনা করে—তথাপি এই কর, চরণ, মস্তক, আনন, শ্রবণ আমার কিছুই নাই, সবই তার; আমি মাত্র তাহার বস্তুকে আপনার বলিয়া বলি, ইহাই আমার স্বভাব; কান কিছুই আমার নাই—বুদ্ধি নাই মন নাই চিত্ত নাই অহং নাই—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নাই, কিছুই নাই, কোন গুণ নাই সব তাহার—সে কিন্তু আমার। আমিই তাহারে ধরিয়া ধড়িয়া বেড়াই পাছে সে পড়িয়া যায় আমার অবর্ত্তমানে সে মরিয়া যায়; সে সর্ব্বদা আমার আনন্দে বিভোর থাকে—তার অন্তরে আমি, বাহিরে আমি—কোথাও তারে একা রাখিয়া থাকিতে পারি না—আমার প্রকৃতি কখন চলে না—স্থাবর, তখন আমি তার সঙ্গে স্থাবর; কখন চলে তখন তার সঙ্গে জঙ্গম আমি, কখন অতি সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়া তার যেন অবিজ্ঞেয় হই; কখন ভুলাইয়া দেখাই অতি দূরে, কখন জ্ঞান দিয়া দেখাই আমি কত নিকটে, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত; তাহার সহিত সৃষ্টি করি স্থিতি করি আবার সংহার করি। আমার দীপ্তিতে আমার ত্রিনয়নীর বহ্নি সূর্য্য শশাঙ্ক নয়ন সর্ব্বদা উজ্জ্বল—তাহার সহিত সব সাজি বটে তথাপি সে আমার সহিত এক হয় না; সে আমা হইতে বিভিন্ন থাকে; আমাকে তাহার অতীত বলে। এই জগৎ তাহার চিত্তস্পন্দন কল্পনা—সেও কিন্তু আমারই উপরে তাণ্ডবে নিমগ্না; আমি তাহার সৃষ্ট

জীবের বুদ্ধিতে—কে বুঝিবে আমাদের একি খেলা। বুঝিলে জ্ঞেয় ব্রহ্ম কি ? দেখ **অর্জ্জুন!** আমি জানি জীব আমার কে। জীব কিন্তু জানে না আমি তার কে। তাহারা জ্ঞান সাধন করুক স্বরূপ বুঝিবে; যতদিন তাহা না বুঝিতে পারে ততদিন আমার উপাসনা করুক; ভক্তি ভরে আমার আশ্রয় গ্রহণ করুক। আমি পুরুষ প্রকৃতি জড়িত অর্দ্ধ নারীশ্বর—কেহ আমাকে গোপাল সুন্দরীও বলিয়া ডাকিয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক আমার উপাসনা করুক – পরে জ্ঞান সাধন করিয়া জ্ঞেয় আমাকেই লাভ করিবে।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮॥

ইতি এবং ক্ষেত্রং "মহাভূতান্যহঙ্কার" ইত্যাদিনা "সংঘাতশ্চেতনা-ধৃতি" ইত্যন্তেন ক্ষেত্রতত্ত্বং সমাসেনোক্তং তথা জ্ঞানং অমানিত্বং ইত্যাদিনা "তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্" ইত্যন্তেন জ্ঞাতব্যস্যাত্মতত্ত্বস্য জ্ঞানসাধনমুক্তং জ্ঞেয়ং চ "অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা "হৃদি-সর্ব্বস্যধিষ্ঠিতম্" ইত্যন্তেন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য যাথাত্ম্যম্ সমাসতঃ সংক্ষেপেণ ময়া উক্তং এতাবানেব হি সর্ব্ববেদার্থোগীতার্থশ্চ; অস্মিংশ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত লক্ষণো মদ্ভক্ত এবাধিকারীত্যাহ—মদ্ভক্তঃ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমগুরৌ সমর্পিত সর্ব্বাত্মভাবো মদেকশরণঃ সঃ এতৎ যথোক্তং ক্ষেত্রং জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞায় বিবেকেনবিদিত্বা মদ্ভাবায় সর্ব্বানর্থশূন্যপরমানন্দভাবায় মোক্ষায় উপপদ্যতে মোক্ষং প্রাপ্তুং যোগ্যো ভবতি। যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ॥

তস্মৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সর্ব্বদা মদেকশরণং সন্ আত্মজ্ঞানসাধনান্যেব পরমপুরুষার্থলিপ্সুরনু-বর্ত্ততে—তুচ্ছবিষয়ভোগস্পৃহাং হিত্বেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৮॥

এইরূপে ক্ষেত্র এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিই যে মোক্ষ তাহা পাইবার যোগ্য হয়েন॥ ১৮॥

অর্জ্জুন—ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে ত একরূপ বলিলে—সকলেই ইহা জানিয়া এই সাধনা করিয়া ত অমর হইতে পারে?

ভগবান্—তাহা পারে না। আমাতে ভক্তি না থাকিলে, কখনই জ্ঞানে অধিকার জন্মায় না। "তৎপাদ ভক্তিযুক্তানাং বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাৎ। তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তি যুক্তা যে মুক্তিভাজা-স্তমেব হি" অযোঃ ১।২৯, অরণ্যকাণ্ড ৪।১১ শ্লোকে বলিতেছেন—অতো মদ্ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং বিজ্ঞানমেবচ বৈরাগ্যঞ্চ ভবেচ্ছীঘ্রং ততোমুক্তিমবপ্নুয়াৎ॥

"সৎসঙ্গ লব্ধয়া ভক্ত্যা যদা ত্বাং সমুপাসতে।
তদা মায়া শনৈর্যাতি তামেবং প্রতিপদ্যতে॥
ততস্তুজ্ জ্ঞানসম্পন্নং সদ্গুরুস্তেন লভ্যতে।
বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লব্ধা তৎপ্রসাদাৎ বিমুচ্যতে॥
তস্মাৎ তৎভক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি।
ন মুক্তি শঙ্কা বিজ্ঞান শঙ্কানৈব সুখং তথা॥" অধ্যাঃ রামাঃ আদি। ৭।৩৭
দ্রষ্টুং ন শক্যতে কৈশ্চিদ্দেব দানব পন্নগৈঃ
যস্য প্রসাদং কুরুতে স চৈনং দ্রষ্টুমর্হতি॥
নচ যজ্ঞ তপোভির্বা ন দানাধ্যয়নাদিভিঃ।
শক্যতে ভগবান্দ্রাষ্টুমুপায়ৈরিতরৈরপি॥
তদ্ভক্তৈ স্তদ্গতপ্রাণৈ স্তচ্চিত্তৈ র্ধূত কল্মষৈঃ।
শক্যতে ভগবান্বিষ্ণু র্বেদান্তামলদৃষ্টিভিঃ॥ ৩।৫৩ উত্তঃ কাণ্ড
ত্যজ বৈরং ভজস্বাদ্য মায়ামানুষরূপিণম্।
ভজতো ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘূত্তমঃ॥

ভক্তিস্তু জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষ প্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্॥ লঙ্কাঃ ৭।৬৬-৬৭

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯॥

প্রকৃতির্ম্মায়াখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা যা প্রাক্ অপরা প্রকৃতিরিত্যুক্তা; যাতু পরা প্রকৃতির্জ্জীবাখ্যা প্রাগুক্তা স ইহ পুরুষ ইত্যুক্ত ইতি ন পূর্ব্বাপরবিরোধঃ প্রকৃতিং মায়াং পুরুষঞ্চ জীবং চ উভৌ অপি অনাদী এব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যয়োস্তৌ বিদ্ধি তথা প্রকৃতেরনাদিত্বং সর্ব্বজগৎকারণত্বাৎ তস্যা অপি কারণস্যাপেক্ষত্বেঽনবস্থা প্রসঙ্গাৎ পুরুষস্য অনাদিত্বং তদ্ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রযুক্তত্বাৎ কৃৎস্নস্য জগতঃ জাতস্য হর্ষশোকভয়সংপ্রতিপত্তেঃ প্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বমেব হি ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো-জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুস্তে দ্বে অনাদী সত্যৌ সংসারস্য কারণম্। বিকারাংশ্চ পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ গুণাংশ্চ সত্ত্বরজস্তমো-রূপান্ সুখদুঃখমোহান্ প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণ-

শ
শক্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সা সম্ভবো যেষাং তান্ প্রকৃতিপরিণামান্

শ
বিদ্ধি জানীহি ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিও, বিকারসমূহ এবং গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন জানিও ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—ক্ষেত্র সম্বন্ধে যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারী—ইহা বলিয়াছ। ক্ষেত্রের স্বরূপ কি, ইচ্ছাদি কোন্ কোন্ ধর্ম্ম বিশিষ্ট ইহা, এবং মহদাদি কোন কোন্ বিকার বিশিষ্ট ইহাও বলিয়াছ। ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধেও জ্ঞান জ্ঞেয় কি বলিয়াছ—এক্ষণে বল "স (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) চ যো যৎপ্রভাবশ্চ" "যদ্বিকারী যতশ্চ"।

ভগবান্—প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি। সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরের দুই প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি অষ্টধা বিভক্ত। উহাকেই ক্ষেত্র বলা হইল। আর জীবরূপা পরা-প্রকৃতির কথা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছি। এখানে তাহাকেই পুরুষ বলিতেছি।

অর্জ্জুন—ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যাহাতে ঠিক ঠিক ধারণা করিতে পারি, সেইরূপ করিয়া আর একবার বল ত ?

ভগবান—'স্বভাব' কথার প্রকৃত অর্থ যাহা তাহাকেই জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। পরমাত্মা অম্লকষায়াদি গুণ-বিরহিত। শব্দাদিসম্পন্নও নহেন। তিনি পরাৎপর এবং স্বভাবশূন্য। চক্ষু রূপ অনুভব করে, কর্ণ শব্দ অনুভব করে; অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্য, ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত গুণের অতিরিক্ত কিছুই অনুভব করিতে পারে না। রূপ হইতে চক্ষুরে নিবৃত্ত কর, শব্দ হইতে কর্ণদ্বয়কে নিবৃত্ত কর, রস হইতে রসনারে নিবৃত্ত কর। যদ্দারা ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পার—তাহাকেই স্বভাব বলিয়া জানিও। তাহারই নাম জীব, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ইনিই পুরুষ। পুরুষ বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ। মহর্ষিগণ কহেন—যিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখ, প্রবৃত্তি ও অনুরাগাদির কারণ, তিনিই স্বভাব। ঐ স্বভাবই ব্যাপকাখ্য জীব ও ব্যাপ্যাখ্য ঈশ্বর। পুরুষ জ্ঞানময়। শব্দাদি পাঁচগুণ, আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়—ইহারা মনের অনুগত। মন, বুদ্ধির অনুগত। বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত। ধারণা করিতে পারিতেছ জীবাত্মা কোন্ বস্তু ? এ সম্বন্ধে মহাভারত শান্তি পর্ব্বে, ২০২ এবং ২০৩ অধ্যায় দেখিও।

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি যাহাকে তুমি পুরুষ বলিয়াছ, তাহারই নাম জীবাত্মা। রূপ উপস্থিত থাকিলেও, ইনিই চক্ষুকে রূপ দেখা হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে

নিবৃত্ত ইনিই করিয়া থাকেন। জীবাত্মাই প্রকৃতি হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ। জীবাত্মাই পরমাত্মার শরণাগত হইলে মায়া অতিক্রম করেন। পরা-প্রকৃতি পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই অপরা প্রকৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। এই পুরুষার্থ সকলেরই আছে, তবে যাহারা মূঢ় তাহাদের অপরা-প্রকৃতির বল অধিক বলিয়া সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন থাকে; সৎসঙ্গে ও সৎশাস্ত্রে পুরুষার্থ বল পায়, তখন জীবাত্মা সত্ত্ব রজঃ তম প্রকৃতি অতিক্রম করিবার পথে আইসে।

ভগবান—হাঁ কতক কতক ধারণা করিয়াছ। কিন্তু দেখ, একান্তে দৃঢ় অভ্যাসে এই স্বভাবে থাকিতে পারা যায়—চঞ্চলতায় এই স্বভাবে থাকা যায় না। সাধকের এই জন্য একান্ত অত্যন্ত আবশ্যক।

অর্জ্জুন—প্রকৃতি ও পুরুষকে যে অনাদি বলিতেছ—ইহার অর্থ কি?

ভগবান—যাহার আদি নাই তাহাই অনাদি। অপরা-প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়াই পুরুষের মুক্তি। আবার পুরুষ স্বস্বরূপে পরমাত্মা ভিন্ন কিছুই নহেন। প্রকৃতির বশে আসিয়াই, জীবাত্মা-নামে অভিহিত হয়েন মাত্র। পরমাত্মা নির্গুণ। কিন্তু সৃষ্টি-কালে এই প্রকৃতি যখন জীবাকারে ও জগদাকারে পরিণত হয়েন, তখন ইহাদিগকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিতে হইবে। প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন। অধ্যাত্ম-রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

> স্নাত্বা প্রাতঃ শুভ জলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
> তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসন পরিগ্রহঃ॥
> বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
> বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষিগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়॥
> প্রকৃতেৰ্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ।
> চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্॥
> আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
> সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥ লঙ্কা ৬।৪৭—৫০

ব্যাসদেব বলেন "জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, রূপ রসাদি, অহঙ্কার, অভিমান এই সমুদায়ই বিনশ্বর পদার্থ। ঐ সমস্ত পদার্থের প্রথম সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে" মহাভারত মোক্ষঃ ২০৫ অধ্যায়।

কাহার কাহার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য। তাহা হইলে তত্ত্বের বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়। সমস্ত জীব নিত্য এবং প্রকৃতিও নিত্য। তত্ত্বের একত্বই জ্ঞানসঙ্গত। এজন্য বহুত্বে জ্ঞান-বিরোধী দোষ পড়ে। বেদান্তমতে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন। প্রকৃতি ও মায়া—মিথ্যা পরিণামশালিনী-অনির্ব্বচনীয়া। ইহাকে প্রবাহ ক্রমে নিত্যা বলা যাইতে পারে। জীব, প্রকৃতিতে পরমাত্মার ছায়া মাত্র। মায়া, শক্তি, মূল প্রকৃতি, একই বস্তু। অধ্যাঃ

অরণ্য ৩।২০-২২। লোকমোহিনী জগদাকৃতি এই মায়া (৭।১২ অরণ্য) দুই প্রকার :— (১) বিদ্যা, (২) অবিদ্যা; বিদ্যা—বশবর্ত্তী-জনে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন, অবিদ্যা-বশবর্ত্তী-জনে প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন। শরীরে আত্মবুদ্ধির নাম মায়া। মায়া হইতে এই সংসার। মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন" অধ্য-রামা-অরণ্য ৪।২৫। ব্যাসদেব জগৎকে মিথ্যা বলিতেছেন— শ্রূয়তে দৃশ্যতে যদ্‌যৎ স্মর্য্যতে বা নরৈঃ সদা। অসদেব হি তৎ সর্ব্বং যথা স্বপ্ন মনোরথৌ॥ জগৎ মিথ্যা, জীবাত্মাই পরমাত্মা। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের অন্য পথ নাই। অতো মদ্ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং বিজ্ঞান মেবচ। বৈরাগ্যঞ্চ ভবেৎ শীঘ্রং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ মায়া সম্বন্ধে শুনিলে। এক্ষণে ইহাও স্থির জানিও, বিকার এবং গুণসমূহ মায়ার পরিণাম মাত্র।

কার্য্যকারণ * কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কার্য্যং শরীরং কারণানি ইন্দ্রিয়াণি তৎস্থানি ত্রয়োদশদেহারম্ভকাণি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চেতি ত্রয়োদশ কারণানি ভূতানি বিষয়াশ্চেহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে, গুণাশ্চ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ কারণাশ্রয়ত্বাৎ কারণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে তেষাং কার্য্যকারণানাং কর্ত্তৃত্বে উৎপাদকত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতিঃ হেতুঃ কারণং উচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ জীবঃ পরা প্রকৃতিরিতি প্রাগাখ্যাতঃ স সুখদুঃখানাং সুখদুঃখমোহানাং ভোগ্যানাং সর্ব্বেষামপি ভোক্তৃত্বে বৃত্ত্যুপরক্তোপলম্ভত্বে হেতুঃ উচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা

* কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে ইতি বা পাঠঃ।

পুরুষস্যাঽপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি—তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বম্। তচ্চাঽচেতনস্যাপি চেতনাঽদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি। যথা বহ্নেরূর্দ্ধজ্বলনম্। বায়োস্তির্য্যগ্‌গমনম্। বৎসাঽদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে। ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনম্। তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যত ইতি॥ ২০॥

কার্য্যকারণের পরিণামত্বে প্রকৃতিকেই হেতু বলা যায়। সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ ইত্যাদির যে অনুভূতি, পুরুষকেই তাহার হেতু বলা যায়॥ ২০॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিয়াছ বিকার এবং গুণ, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন মহদাদি বিকার এবং সুখদুঃখাদি গুণের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছ। ইহাই ক্ষেত্র বা অপরা-প্রকৃতি। অপরা-প্রকৃতি কিন্তু জড়—ইহার কর্তৃত্ব বা পরিণাম-প্রাপ্তি হয় কিরূপে? জড় কিরূপে কার্য্য কারণরূপে পরিণত হইবে? আর পরা-প্রকৃতি বা পুরুষও ত অবিকারী—যাঁহার কোন বিকার নাই তিনি সুখদুঃখের ভোক্তা বা অনুভব-কর্ত্তা কিরূপে?

ভগবান্—চৈতন্য-সন্নিধানেই অচেতন-প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হয়। বিকারের নাম কার্য্য কারণ। প্রকৃতি কারণ, মহৎ কার্য্য। মহৎ কারণ অহং কার্য্য ইত্যাদি। চৈতন্য-অধিষ্ঠানে কার্য্যকারণরূপ বিকারক্রিয়া প্রকৃতিরই হয়, এজন্য ইহার কার্য্য-কারণ কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। অবিদ্যা সংযোগে পুরুষের সংসার হয়। দেহে ও ইন্দ্রিয়ে পুরুষ যে আত্মাভিমান করে, তাহা অবিদ্যা-সংযোগে হয়। ইহাতেই আত্মার সংসার হয়। পুরুষ, প্রকৃতিতে অভিমান করিয়াই সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শোন—দেহটি কার্য্য, মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং ১০ ইন্দ্রিয় এই ১৩শটি ইহার কারণ; আবার যখন ইহাদের কারণ প্রকৃতি, তখন প্রকৃতি কারণ, ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য। এই সমস্ত কার্য্যকারণ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন। আর পুরুষ 'আমি সুখী আমি দুঃখী' ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকেন। স্বরূপাবস্থায় পুরুষ, সুখ-

দুঃখাতীত। কিন্তু কেবল প্রকৃতিতে অভিমান জন্য, ঐ সমস্ত ভাব পুরুষে আরোপ হয় মাত্র। অনুভূতির নামই ভোগ। অন্য কিছু না থাকিলে অনুভব হইবে কার? পুরুষ প্রকৃতিকে উপলব্ধি না করিলে, এই জড়পিণ্ড কোথায় থাকে কে জানে? এই জন্য পুরুষকে অনুভব-কর্ত্তা বা ভোক্তা বলা হইতেছে। চৈতন্য আছে বলিয়া জড় চঞ্চল হয়, বিকারপ্রাপ্ত হয়। বিকারই জড়ের ধর্ম্ম। জড় আছে বলিয়া চৈতন্যের অনুভূতির কার্য্য হয়; অনুভবই চৈতন্যের সূচক।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু ॥ ২১ ॥

শ্রী তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথং? শ্রী হি শ যস্মাৎ শ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতাববিদ্যালক্ষণায়াং কার্য্যকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ শ প্রকৃতিমাত্মত্বেনগতঃ শ পুরুষঃ শ ভোক্তা শ্রী প্রকৃতিজান্ গুণান্ প্রকৃতিজনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ শ্রী স্বীয়ানেবাভিমন্যমানো বি ভুঙ্‌ক্তে ম উপলভতে। ম গুণসঙ্গঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকপ্রকৃতিতাদাত্ম্যাভিমানঃ ম গুণেষু যঃ সঙ্গ আত্মভাবঃ শ অস্য পুরুষস্য ম সদসদ্‌যোনিজন্মসু সৎযোনয়ো দেবাদ্যাস্তেষু হি সাত্ত্বিকমিষ্টং ম ফলং ভুজ্যতে অসদ্‌যোনয়ঃ ম পশ্বাদ্যাস্তেষু হি তামসমনিষ্টং ম ফলং ভুজ্যতে সদসদ্‌যোনয়ো ধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্রত্বাৎ ম ব্রাহ্মণাদ্যা মনুষ্যাস্তেষু ম হি রাজসং মিশ্রং ফলং ভুজ্যতে অতঃ শ্রী অস্য পুরুষস্য সতীষু দেবাদি-শ্রী যোনিষ্বসতীষু তীর্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু শ্রী কারণং ম "স যথা

কামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ

ম

কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যত" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২১ ॥

যেহেতু পুরুষ কার্য্যকারণরূপে পরিণতা প্রকৃতিতে 'আমি' অভিমান করিলেই, প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদিকে নিজের সুখদুঃখ বলিয়া বোধ করেন, (সেই হেতু) সত্ত্বরজস্তমাদির সঙ্গই এই পুরুষের দেবমনুষ্যতির্য্যগ্ যোনি ভ্রমণের কারণ ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—পুরুষ ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্ম,—তবে তাঁহার অনুভবাদি ক্রিয়া কিরূপে থাকিবে? সুখদুঃখের অনুভব হইলেই ত সংসার। পুরুষ কিরূপে সংসারে বদ্ধ হয়েন আর এক বার বল?

ভগবান্—প্রকৃতির সঙ্গ হইলেই পুরুষের প্রকৃতিতে আত্মাভিমান হয়। অগ্নি-সংযোগে লৌহ যেমন অগ্নিবর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ মায়ারাণীর কৌশলে পুরুষ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করেন। পুরুষ প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অভিমানী হইলে দেবতা; রজোগুণে আত্মত্ব স্থাপন করিলে মনুষ্য; এবং তমোগুণই 'আমি' এইরূপ বলিয়া পশু পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। সুখদুঃখাদি সমস্তই প্রকৃতির। প্রকৃতির সহিত অভিন্ন এইরূপ ভাবকেই সুখদুঃখ ভোগ বলা যায়। দেহাত্মবোধই পুনঃ পুনঃ জনন মরণের কারণ। পুরুষ ইচ্ছা করিয়াই বদ্ধ হয়েন; প্রকৃতিকে না দেখিয়া আত্মস্বরূপ দেখিলেই, তিনি প্রকৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন ॥২১॥

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাঽপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥

ম ম ম

অস্মিন্ প্রকৃতি পরিণামে দেহে জীবরূপেণ বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ

ম ম

পরঃ প্রকৃতিগুণ-অসংস্পৃষ্টঃ পরমার্থতোঽসংসারী স্বেনরূপেণে-

ম ম শ শ ম

ত্যর্থঃ যতঃ উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বয়মব্যাপৃতঃ নতুকর্ত্তা

ম শ্রী শ্রী শ্রী

পুরুষঃ পৃথগ্‌ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ তথা অনু-

শ
মন্তা চ অনুমোদনমনুমননং কুর্ব্বংস্তু তৎক্রিয়াসু পরিতোষস্তৎকর্ত্তানু-

শ শ শ শ
মন্তা অথবা কার্য্যকারণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব

ম
সন্নিধিমাত্রেণ তদনুকূলত্বাৎ অথবা স্বব্যাপারেষু প্রবৃত্তান্দেহেন্দ্রিয়া-

দীন্ ন নিবারয়তি কদাচিদপি তৎসাক্ষীভূতঃ পুরুষ ইত্যনুমন্তা।

ম ম
"সাক্ষী চ" ইতিশ্রুতেঃ ভর্ত্তা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং

চৈতন্যাধ্যাসবিশিষ্টানাং স্বসত্তয়া স্ফুরণেন চ ধারয়িতা পোষয়িতা

ম ম
চ ভোক্তা বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকান্ প্রত্যয়ান্ স্বরূপচৈতন্যেন

ম শ শ
প্রকাশয়তীতি নির্ব্বিকার এবোপলব্ধা মহেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্র-

ম শ
ত্বাচ্চ মহানীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ পরমাত্মা দেহাদিবুদ্ধ্যন্তানামবিদ্যয়া-

ত্মত্বেন কল্পিতানাং পরমঃ প্রকৃষ্ট উপদ্রষ্টৃত্বাদি পূর্ব্বোক্ত বিশে-

ম ম ম
ষণবিশিষ্ট আত্মা পরমাত্মা ইতি অনেন শব্দেন চ অপি উক্তঃ

ম শ
কথিতঃ শ্রুতৌ। ক্কাসৌ? অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরোঽব্যক্তাদুত্তমঃ

পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত" ইতি যো বক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি

মাংবিদ্ধি ইতি ব্যাখ্যায়োপসংহৃতশ্চ ॥ ২২ ॥

প্রকৃতির পরিণাম এই দেহে অধিষ্ঠান করিয়াও পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ; যেহেতু ইনি উপদ্রষ্টা (সাক্ষী), অনুমন্তা (অনুমোদন কর্ত্তা), ভর্ত্তা (ভরণকর্ত্তা), ভোক্তা (উপলব্ধি কর্ত্তা), মহেশ্বর এবং ইনিই পরমাত্মা ইহাও উক্ত আছে ॥২২॥

অর্জ্জুন—পুরুষ বা জীব সম্বন্ধে সর্ব্বতত্ত্ব বলিয়াছ ; কিন্তু এই দেহে যিনি জীব, তিনিই কি পরম পুরুষ ?

ভগবান্—হাঁ। এই দেহে যিনি জীবরূপে রহিয়াছেন, তিনিই স্বরূপতঃ প্রকৃতির গুণে অসংস্পৃষ্ট ; কিন্তু দেহে আত্মাভিমান জন্য তিনিই জীব-উপাধি গ্রহণ করেন। ফলে, সকল বিষয় হইতে তিনি ভিন্ন এবং নির্লিপ্ত। তিনি নিত্য, তিনি স্বতন্ত্র। ব্যাসদেব মহাভারতে বলিতেছেন—"ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন" অনুগীতা।১॥ অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিতেছেন—"এতৈর্ব্বিশিষ্টো জীবস্তাং বিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ" "পরমাত্মাহমিতি জ্ঞাত্বা" "জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্" ইত্যাদি। ২য় শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ।

অর্জ্জুন—উপদ্রষ্টা কি ?

ভগবান্—'শ্রেষ্ঠ আমি' পরমাত্মাকেই বলে। কার্য্য করেন প্রকৃতি। শ্রেষ্ঠ আমি সাক্ষী-স্বরূপে অবলোকন করি, এজন্য আমি উপদ্রষ্টা। আমার কোন ক্রিয়া নাই। পূর্ণের চলন হইবে কিরূপে ? আমি ও আমার প্রকৃতির সংযোগ—যেমন রজ্জুর উপর সর্প ভাসা, অথবা মনের স্বপ্নে বহু হওয়া। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে আমার প্রকৃতিতে আমি আমার স্বরূপ আরোপ করি—প্রকৃতিকেই "আমি" বলি। সেই জন্য প্রকৃতির কার্য্যকে আমার কার্য্য মত দেখায়, কিন্তু আমি কোন অভিসন্ধি পূর্ব্বক কোন কার্য্য দর্শন করি না। প্রকৃতির কার্য্য আমার দৃষ্টিপথে আসে মাত্র, তাই উপদ্রষ্টা ; নিতান্ত সমীপস্থ হইয়া স্বয়ং অব্যাপৃত থাকিয়া দর্শন করি। আমার অপেক্ষা আর নিকটস্থ দ্রষ্টা নাই, তাই আমি উপদ্রষ্টা। উদাসীনের মত দেখি মাত্র। কিছুই বলি না।

অর্জ্জুন—আর তুমি অনুমন্তা কিসে ?

ভগবান্—প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যেই আমার অনুমোদন আছে, কোন কার্য্যেই প্রতিপক্ষ ভাব নাই ; উদাসীনবৎ আপন আনন্দে আপনি মগ্ন। মায়া কতই সাজিতেছে, কতই খেলিতেছে, কতরূপ ধরিতেছে, কতরূপ ধরাইতেছে—কিন্তু আমি আপন আনন্দে আপনি উদাসীনবৎ দেখিতেছি মাত্র—"সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" ॥ আমাতেই প্রকৃতির সর্ব্ব ব্যাপার ঘটিতেছে ; মিথ্যা মায়ার সত্যবৎ কার্য্য আমার উপরেই হইতেছে অথচ আমি নির্লিপ্ত, তাই আমি অনুমন্তা। যাঁহারা বলেন, সৎ কার্য্যে পরমাত্মার অনুমোদন আছে, অসৎ কার্য্যে অনুমোদন নাই—তাঁহারা ঠিক বলেন না। অজ্ঞানী—জীব-ভাবেই সৎ ও অসৎ বিচার থাকে। বদ্ধ মূঢ় জীব যখন ধীরে ধীরে

আপন স্বরূপে যাইতে থাকে, তখন সৎ কার্য্য অনুমোদন করে এবং অসৎ কার্য্য অননুমোদন করে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ আমার নিকটে সমস্তই মায়া বলিয়া মিথ্যা। সৎও নাই, অসৎও নাই। আছে কেবল নিজের স্বরূপ। যেমন স্বপ্নে কত কি দেখিয়া স্বপ্নভঙ্গে লোকে বলিতে পারে স্বপ্নে এই সমস্ত দেখিয়াছিলাম—সেইরূপ সগুণ ব্রহ্মের মায়া দেখা। কিছুই অপূর্ব্ব নহে।

অর্জ্জুন—ভর্ত্তা, ভোক্তা কিরূপে?

ভগবান্—আমি না থাকিলে কাহারও পুষ্টি হয় না—বুদ্ধি, দেহ, মন, ইন্দ্রিয় কাহারও পোষণ হয় না—সেই জন্য আমি ভর্ত্তা। মরা মানুষ খায় না সকলেই দেখে, তবু লোকে বলে আমি উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইতেছি খাইতেছি; কিন্তু আমি থাকি বলিয়াই উপার্জ্জন, আমি আছি বলিয়াই পোষণ। আমি না থাকিলে তুমি খাও না; খাইতে পার না—ইহা মোটা কথা। কিন্তু আমি না থাকিলে কোন কিছুরই অনুভব হয় না; ভোগও হয় না; এজন্য আমাকে ভোক্তা বলে। ফলে ভোগ-কর্ত্তা বা অনুভব-কর্ত্তা আমি নই; আমাতে কোন চলন নাই। প্রকৃতিতে অভিমান জন্য যে ক্রিয়া হয় তাহাই অনুভব, তাহাই ভোগ। ভোগ না থাকিয়াও আমি ভোক্তা।

অর্জ্জুন—মহেশ্বর কেন? পরমাত্মা কেন?

ভগবান্—আমিই জীবরূপে সর্ব্বভূতে এক ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া আছি। সমস্ত জগতের ঈশ্বর বলিয়া মহেশ্বর; সর্ব্বাত্মা বলিয়াই পরমাত্মা। (সমস্ত জড়বর্গ হইতে বিভিন্ন বস্তুই পরম্ বা শ্রেষ্ঠ)।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৩॥

শ শ্রী
যঃ এবং যথোক্তপ্রকারেণ উপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষম্ বেত্তি

শ ম ম
সাক্ষাদাত্মভাবেনাঽয়মহমস্মীতি পুরুষময়মস্মীতি সাক্ষাৎ করোতি

শ শ শ ম
প্রকৃতিঞ্চ যথোক্তামবিদ্যালক্ষণাং গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ মিথ্যা-

ম ম রা রা
ভূতাত্মাবিদ্যয়া বাধিতাং বেত্তি যথাবৎ বিবেকেন জানাতি সঃ সর্ব্বথা

ম ম রা
প্রারব্ধকর্ম্মবশাদিন্দ্রবদ্‌বিধিমতিক্রম্য দেবমনুষ্যাদিদেহেষ্বতিমাত্র

রা শ ম
ক্লিষ্টপ্রকারেণ বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ঃ পুনঃ ন অভিজায়তে পতি-

ম রা
তেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে পুনর্দ্দেহগ্রহণং ন করোতি প্রকৃত্যা ন

রা
সংবধ্নাতি ॥ ২৩ ॥

যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে জানেন এবং বিকারাদি গুণসহ প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব্বথা বর্ত্তমান থাকিলেও [এমন কি প্রারব্ধবশে শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া জীবন যাপন করিলেও] তাঁহাকে আর পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না ॥২৩॥

অর্জ্জুন—ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে 'স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ' ইহা যে বলিবে বলিয়াছিলে তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে' ১৩।১২ ইহা বল ?

ভগবান্—পুরুষ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণাম যিনি জানিয়াছেন, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

অর্জ্জুন—যদি এইরূপ জ্ঞানী কোন অসৎকর্ম্ম করেন তবে কি হয় ?

ভগবান্—প্রারব্ধবশে শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া ফেলিলেও, আর তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। জ্ঞান একবার লাভ করিতে পারিলে আর সে জ্ঞানের বিচ্যুতি কখন হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতা, পরাশরাদি ঋষি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিলেও স্বস্থান-ভ্রষ্ট হয়েন নাই।

অর্জ্জুন—জ্ঞানীকেও প্রারব্ধ ভুগিতে হইবে বলিতেছ। আর ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের নাশ নাই বলিতেছ। জ্ঞান আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়া গিয়াছে—বহু জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে—সেই সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্মফল না দিয়াই ক্ষয় হইবে কিরূপে ? জ্ঞান হইলে না হয় বর্ত্তমান কর্ম্মসমষ্টি যাহা দেহ গঠন করিয়াছে তাহার ক্ষয় হইল ভোগ দ্বারা—কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম, ভোগ না হইয়াও ক্ষয় হইল কিরূপে ?

ভগবান্—"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" বেদান্তসূত্র ৪।১।১৩। জ্ঞান হইলে পূর্ব্ব-পাপসমূহ ধ্বংস হয়। জ্ঞানী ভবিষ্যতে অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে যদি পাপ করেন, তাহাও তাঁহাতে লিপ্ত হয় না—শ্রুতি এই কথা বলিতেছেন। শ্রুতি আরও বলেন—"ক্ষীয়ন্তে যস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। তস্য তাবদেব চিরম্—ইষীকা তৃণবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রদূয়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইতেছে—বিদ্বান্‌ব্যক্তির সর্ব্ব কর্ম্ম দগ্ধ হয়। দগ্ধবীজ হইতে অঙ্কুর হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্ম দগ্ধ হইলে, পুনর্জ্জন্মের বীজ দগ্ধ হয়।

ধ্যানেন নাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৪॥

কেচিৎ উত্তমাঃ যোগিনঃ ধ্যানেন বিজাতীয়প্রত্যয়তিরস্কার পূর্ব্বক স্বজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ শ্রবণমননফলভূতেনাত্মচিন্তনেন নিদিধ্যাসনশব্দোদিতেন ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যোবিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্ চেতয়িতরি-একাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তৎধ্যানম্। তথা—ধ্যায়তীব বকঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবী। ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ। ইত্যুপমোপাদানাৎ-তৈলধারাবৎসন্ততোঽবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ো ধ্যানম্। তেন ধ্যানেন আত্মনি বুদ্ধৌ আত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেনাঽন্তঃকরণেন আত্মানং প্রত্যক্‌চেতনং পশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি অন্যে মধ্যমাঃ সাংখ্যেন যোগেন সাংখ্যনাম-ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ। অহং তেভ্যোঽন্যঃ। তদ্ব্যাপারস্য সাক্ষিভূতো নিত্যো গুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনম্। এষ সাংখ্যোযোগস্তেন ইমে গুণত্রয় পরিণামা অনাত্মানঃ সর্ব্বে মিথ্যাভূতাস্তৎসাক্ষীভূতোনিত্যো-

বিভুর্নির্ব্বিকারঃ সত্য সমস্তজড়সংবন্ধশূন্য আত্মাহমিত্যেবং

ম শ

বেদান্তবাক্যবিচারজন্যেন চিন্তনেন পশ্যন্তি আত্মানম্ আত্মনেতি

শ ম ম

বর্ত্ততে অপরে চ মন্দাঃ কর্ম্মযোগেন ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণেন

ফলাভিসন্ধিরহিতেন তত্তৎবর্ণাশ্রমোচিতেন বেদবিহিতেন কর্ম্মকলা-

ম ম

পেন পশ্যন্তি আত্মানম্ আত্মনা ইতি বর্ত্তন্তে সত্বশুদ্ধ্যা শ্রবণমনন-

ম

ধ্যানোৎপত্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কেহ কেহ ধ্যানযোগে বুদ্ধিতে ধ্যানসংস্কৃত অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন [ইঁহারা উত্তম অধিকারী] ; অন্য কেহ কেহ সাংখ্যযোগে দর্শন করেন [ইঁহারা মধ্যম অধিকারী] ; অপর কেহ কর্ম্মযোগে দেখিয়া থাকেন [ইহারা মন্দ অধিকারী] ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—আত্মদর্শনই সকল সাধকের লক্ষ্য বুঝিলাম। কিন্তু কোন্ সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন হইবে ?

ভগবান্—

(১) কেহ ধ্যানযোগে আত্মাতে আত্মদ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। আত্মা শব্দটি বহু অর্থে প্রয়োগ হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে যাহার ব্যাপক, সে তাহার আত্মা। আত্মাতে অর্থ আত্মার অতি সন্নিহিত যে বুদ্ধি, আত্মার অতি সন্নিহিত যে নির্ম্মল শুদ্ধসত্বপ্রকৃতি তাহাতে। নির্ম্মল সত্ব তখন হয় যখন রজস্তম একবারে কার্য্য করিতে পারে না। এই শুদ্ধ সত্বগুণও প্রকাশস্বরূপ। প্রকাশস্বরূপ বলিয়া বুদ্ধি, আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আত্মার মতই প্রকাশিত হয়। এইজন্য বুদ্ধিতে আত্মদর্শন হয়। আত্মদ্বারা অর্থে অন্তঃকরণ বা প্রধানতঃ মন দ্বারা। আত্মাকে অর্থে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে। এখানে আত্মভাবে স্থিতিই এই দর্শন।

(২) কেহ সাংখ্যযোগে দর্শন করেন।

(৩) কেহ কর্ম্মযোগে দর্শন করেন।

পরশ্লোকে বলিব (৪) কেহ বা শুনিয়া বিশ্বাসে উপাসনা করেন।

ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ও বিশ্বাসযোগ আত্মদর্শনের এই চারি প্রকার সাধনা।

অর্জ্জুন—ধ্যানযোগাদি সাধনার কথা পরে বলিও; কিন্তু প্রথমেই বল, কাহারা বা ধ্যান যোগে, কে বা সাংখ্যযোগে, কাহারা বা কর্ম্মযোগে, কেহ বা বিশ্বাসে উপাসনা করেন।

ভগবান্—পূর্ব্বে গীতায় সম্পূর্ণ ধর্ম্মের পাঁচটি অঙ্গের কথা বলিয়াছি।

(১) আপনিই আপনি উপাসনা বা নির্গুণ উপাসনা।
(২) বিশ্বরূপ উপাসনা বা সগুণ উপাসনা।
(৩) অভ্যাসযোগে বিশ্বরূপ উপাসনা।
(৪) মৎকর্ম্ম পরম হওয়ার উপাসনা।
(৫) সর্ব্বকর্ম্মার্পণ উপাসনা।

নির্গুণ উপাসকের সাধনা ধ্যানযোগ।

বিশ্বরূপ উপাসকের সাধনা সাংখ্যযোগ।

অন্য অন্য উপাসকের সাধনা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও বিশ্বাসযোগ।

"আপনিই আপনি"ভাবে স্থিতিই নির্গুণ উপাসনা। ধ্যানযোগে ঐ অবস্থা লাভ হয়।

ব্রহ্ম, গুণযুক্তমত হইয়াই বিশ্বরূপে অবভাসিত হয়েন। "আত্মাই সমস্ত" এই অবস্থা লাভই বিশ্বরূপ উপাসনা। এই অবস্থা লাভের জন্য সাংখ্যযোগ সাধনা করিতে হয়।

কোন অবলম্বনের সাহায্যে বিশ্বরূপে পেঁছানই হইতেছে "অভ্যাসযোগে" উপাসনা। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, তাহাই মানসপূজা, লীলাচিন্তা, ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ কর্ম্মযোগ।

"মৎকর্ম্ম-পরম্" উপাসনার অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, তাহাই বহিরঙ্গ কর্ম্মযোগ। ইহাই ভক্তিপক্ষে ধূপ, দীপ, আরতি, বহিঃপূজা ইত্যাদি; যোগপক্ষে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার।

সর্ব্বকর্ম্মার্পণ উপাসনার অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, তাহাই হইতেছে বিশ্বাসযোগে স্মরণ, প্রার্থনা ইত্যাদি।

অর্জ্জুন—ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ এবং বিশ্বাসযোগ—এই চারিপ্রকার সাধনা দ্বারা কি একই ভাবে আত্মদর্শন হয়?

ভগবান্—না তাহা হয় না। যিনি স্মরণ, প্রার্থনা ইত্যাদি বিশ্বাসযোগ লইয়া আছেন, তিনি শ্রীভগবান্ আছেন এই বিশ্বাসটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট। ইঁহাদের আত্মদর্শন যাহা, তাহাতে শ্রীভগবান যে কর্ম্মফল-দাতা এই বিশ্বাসটুকুই যথেষ্ট।

বিশ্বাসযোগী বলেন, শ্রীভগবান্‌কে জানিতে যাইও না তিনি আছেন, তিনি প্রেম-

ময়, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা—এইগুলি তুমি বিশ্বাস কর, করিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর—ইহাই যথেষ্ট।

যিনি বহিরঙ্গ কর্ম্মযোগী, তিনিও বিশ্বাস রাখেন যে, শ্রীভগবান্ মূর্ত্তি ধারণ করেন; তিনি সাধকের বহিঃপূজাও গ্রহণ করেন। তাঁহাকে পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়; তাঁহার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়; তাঁহার জন্য সিংহাসনাদি প্রস্তুত করিতে হয়। এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা মূর্ত্তিকে সজীবভাবে দর্শন-জন্য যে তৃপ্তি, ইহাই তাঁহাদের আত্মদর্শন। ইঁহারাও একশ্রেণীর ভক্ত। অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ সাধকও এই শ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা জ্যোতিঃ ভাবনা করেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা ইঁহারা জ্যোতিঃ দর্শনের চেষ্টাই করেন। ইঁহাদের বিশ্বাস জ্যোতিই ভগবান্। ইঁহাদের আত্ম-দর্শন এই জ্যোতিদর্শন; ইঁহারাও বিশ্বাস রাখেন এই জ্যোতিস্বরূপ যিনি তিনিই জ্ঞানময়, তিনিই প্রেমময়, তিনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বান্তর্যামী, তিনিই কর্ম্মফলদাতা ইত্যাদি।

যিনি অন্তরঙ্গ কর্ম্মযোগী, তিনি ধারণা-ধ্যান-সমাধি দ্বারা নিরন্তর ভগবানের সহিত সঙ্গ কামনা করেন। মানসপূজায় অন্তরে তাঁহাকে সাজান, মনে মনে পুষ্পচয়ন করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যদান, মনে মনে মালা গাঁথিয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত করা, তাঁহার লীলা চিন্তা দ্বারা তিনি যে আপন শক্তির সহিত ক্রীড়া করেন, তিনি যে ভক্তের জন্য ব্যাকুল হয়েন, তিনি যে ভক্তকে আদর করেন—এই সমস্ত ব্যাপার লইয়াই তিনি থাকেন। ইঁহারা ধারণাভ্যাসী। ভাবনায় ভাবরূপী শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই ইঁহাদের আত্মদর্শন। ইঁহারা উচ্চঅঙ্গের ভক্ত।

যোগীও অন্তরঙ্গ-কর্ম্মী। তিনি জ্যোতিস্বরূপ হইয়া যাইবার জন্য ধারণা-ধ্যান-সমাধি করেন আত্মাকে ইঁহারা জ্যোতিরূপে দর্শন করেন। জ্যোতিরূপং প্রপশ্যন্তি তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ। ইহাই ইঁহাদের আত্মদর্শন।

যাঁহারা অভ্যাসযোগী তাঁহারা তাঁহাদের অবলম্বনীয় মূর্ত্তি বা জ্যোতিই যে বিশ্বরূপে সাজিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিয়া, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপাসনা করেন। হে দেব! হে ইষ্টমূর্ত্তি! তুমিই বিশ্বরূপধারী চৈতন্যপুরুষ, তুমিই স্থূলরূপে বিরাজ করিতেছ, তুমিই সূক্ষ্মরূপে আছ, তুমিই জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। তুমিই মণিকাঞ্চনপাষাণাদিতে তেজরূপে আছ, তুমিই বৃক্ষলতাদিতে রসরূপে আছ, তুমিই জলমধ্যে রসরূপে থাকিয়া সকল বস্তুকে সরস করিয়া রহিয়াছ, তুমিই প্রাণ-রূপে সর্ব্বজীবে বিচরণ করিতেছ। সাধুশব্দ রূপ বেদ তোমার নিশ্বাস, অখিল জগৎ তোমার স্বেদ, বিশ্বভূত সকল তোমার পাদদেশ, আকাশ তোমার মস্তক, অন্তরিক্ষ তোমার নাভি, বনস্পতি-সমূহ তোমার লোমরাজি, চন্দ্রমা তোমার মন, সূর্য্য তোমার চক্ষু। তুমিই সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তুতি, তুমিই স্তব্য—তোমার দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত। হে প্রভু! তোমাকে নমস্কার।

অভ্যাসযোগী আপন ইষ্টমূর্ত্তিকে অথবা আপন অন্তর্জ্যোতিকে এইভাবে উপাসনা করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে চান—এই জগতে যাহা কিছু আছে হইতেছে বা হইবে তাহা তুমিই। ইনি

আত্মাকেই আত্মদেবরূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন। সর্ব্বব্যাপী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তাকে অন্তরে বাহিরে প্রতক্ষ্য করিবার জন্ম ইনি মূর্ত্তি বা জ্যোতি অবলম্বনে সাধনা করেন।

অভ্যাস-যোগীও অবলম্বন-ভেদে ভক্ত এবং যোগী। যোগী যাঁহাকে জ্যোতিরূপে ভাবনা করেন, ভক্ত তাঁহাকেই ইষ্ট-মূর্ত্তিতে ভাবনা করেন। ভক্তও বিশ্বরূপে আপন ইষ্টমূর্ত্তিকে দেখিতে চাহেন কিন্তু বিশ্বরূপ অপেক্ষা মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী মূর্ত্তিই ভক্তের অতিশয় প্রিয়। ইঁহাদের আত্মদর্শনে ভগবান্ দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। জ্ঞানী ও ধ্যানীর আত্মদর্শনে তিনি জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। যিনি সাংখ্যজ্ঞানী তিনি বিশ্বরূপের উপাসক। তাঁহার সাধনাই জ্ঞান-বিচার। বিচার দ্বারা ইনি আত্মাকে বিশ্বরূপেই উপলব্ধি করিতে চাহেন।

আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহাই তাঁহার বিচারের বিষয়। বিচারই ইঁহার সাধনা।

প্রাতঃকালে শুভজলে স্নান করিয়া ইনি প্রথমে সন্ধ্যাদিক্রিয়া শেষ করেন। প্রাণায়াম কুম্ভকাদি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া, উপাসনা দ্বারা মনকে সুরস করান; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আত্মার ভজনা করান। পরে একান্তে উপবেশন করিয়া শ্রোত্রকে শব্দ হইতে, চক্ষুরাদিকে রূপ হইতে প্রত্যাহার করিয়া, সমস্ত শক্তিগুলিকে প্রত্যগাত্মাতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত করেন; করিয়া বিচার করেন—জগৎরূপে যাহা সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল তাহা ঐ শক্তিগুলিরই ব্যক্তাবস্থা মাত্র। শক্তিগুলি স্পন্দনমাত্র। স্পন্দনটি মূলে কল্পনামাত্র। কল্পনা, আত্মা হইতে বাহির হইয়া জগৎ-রূপে দণ্ডায়মান হয়, আবার কল্পনা আত্মার মধ্যে লীন হইয়া অদৃশ্য হয়, শক্তির নামই প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা, চিত্ত ইত্যাদি। জগৎটা শক্তিরই বিকার। ইহা চিত্তস্পন্দন-কল্পনা। যাহা কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, ভাবা যায়, অনুভব করা যায়—সমস্তই মায়া, সমস্তই প্রকৃতি, সমস্তই ইন্দ্রজাল। প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্তই জড়। আত্মা মাত্র চেতন। চেতনের সহিত জড়ের কোন সম্বন্ধ নাই। এই বিশ্ব সেই অধিষ্ঠান-চৈতন্যের উপরে একটা ইন্দ্রজালরূপে ভাসিতেছে মাত্র। নামরূপটাই ইন্দ্রজাল। ইহা মিথ্যা-মায়া। একমাত্র সত্য বস্তুই আত্মা। আত্মা মায়াদ্বারা সর্ব্বজ্ঞ, আবার অবিদ্যাসহবাসে অল্পজ্ঞ এইরূপ বলা হয়। সর্ব্ব ও অল্প এই দুইটি উপাধিই মিথ্যা। এই মিথ্যা সর্ব্ব ও অল্পরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলে দেখা যায় আত্মাই সাক্ষিচৈতন্যরূপে জগদিন্দ্রজাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাংখ্যজ্ঞানী আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বিচার করিয়া যে অবস্থায় আগমন করেন তাহাই ব্রাহ্মীস্থিতির অবস্থা। আত্মা এখানে প্রেমময়ও বটেন, প্রেমস্বরূপও বটেন। তাঁহাতে প্রেম আছে, আবার তিনিই প্রেম।

সাংখ্যজ্ঞানীর অবস্থা এবং নির্গুণ উপাসকের অবস্থা একই। সাংখ্যজ্ঞানীর পক্ষে আত্মাই সমস্ত, আত্মাই বিশ্বরূপ; কিন্তু নির্গুণ উপাসক তিনিই যিনি সমস্ত বলিয়া কিছুই অনুভব করেন না। ইনি আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করেন।

ধ্যানযোগীর সাধনাও জ্ঞানযোগীর সাধনার মত। ধ্যানযোগী ও সাংখ্যজ্ঞানীর এই অতি নিকট সম্বন্ধ থাকায়, শ্রুতি সর্ব্বস্থানেই এই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে সমকালে উল্লেখ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের নবতিতম (৯০) সূক্ত হইতেছে পুরুষসূক্ত। পুরুষসূক্তে ১৬টি মাত্র।

ঋষিদৃষ্ট সম্পূর্ণ মন্ত্রস্তবকের নাম সূক্ত।

"সম্পূর্ণমৃষি বাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে" শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সমকালে দেখান হইতেছে।

যিনি সগুণ ব্রহ্ম তিনিই "সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ", তিনিই পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্, উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। [উত অপিচ অমৃতস্য দেবত্বস্যায়মীশানঃ স্বামী। যদ্ যস্মাৎকরণাৎ অন্নেন প্রাণিনামন্নেন ভোগ্যেন নিমিত্তেনাতিরোহতি স্বকীয়াং কারণাবস্থা-মতিক্রম্য পরিদৃশ্যমানাং জগদাবস্থাং প্রাপ্নোতি। এই সগুণ পুরুষের সম্বন্ধেই বলা হয়—

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

পাদশ্চতুর্থাংশঃ। অস্য পুরুষস্যাবশিষ্টং ত্রিপাৎস্বরূপমমৃতং বিনাশরহিতং সৎ দিবি দ্যোত-নামকে স্বপ্রকাশস্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইতি শেষঃ। চতুর্থাংশে তিনি সগুণ, কিন্তু অন্য তিন অংশে তিনি নির্গুণ।

চতুর্থ মন্ত্র স্পষ্টই বলিতেছেন—

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥৪

যোঽয়ং ত্রিপাৎপুরুষঃ সংসারস্পর্শরহিতো ব্রহ্মস্বরূপঃ সোঽয়মূর্দ্ধ উদৈৎ। অস্মাদজ্ঞানকার্য্যাৎ সংসারাৎ বহির্ভূতোঽত্রত্যৈর্গুণদোষৈরস্পৃষ্ট উৎকর্ষেণ স্থিতবান্। স্থিতস্য তস্য যোঽয়ং পাদো-লেশঃ সোঽয়মিহ মায়ায়াং পুনরভবৎ—সৃষ্টিসংহারাভ্যাং পুনঃ পুনরাগচ্ছতি। অস্য সর্ব্বস্য জগতঃ পরমাত্মলেশত্বং ময়াঽপ্যুক্তম্ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগদিতি।

ততো মায়ায়াগত্যানন্তরং বিষ্বঙ্ দেবতির্য্যগাদিরূপেণ বিবিধঃ সন্ ব্যক্রমাদ্ ব্যাপ্তবান্ কিং কৃত্বা? সাশনানশনেন অভি। অভিলক্ষ্য শাসনং ভোজনাদি ব্যবহারোপেতং চেতনং প্রাণি-জাতং অনশনং তদ্রহিতমচেতনং গিরিনদ্যাদিকম্ তদুভয়ং যথা স্যাত্তথা স্বয়মেব বিবিধো ভূত্বা ব্যাপ্তবানিত্যর্থঃ।

দেখিতেছ ব্রহ্ম আপন স্বরূপে আপনিই আপনি ভাবে থাকিয়াও, মায়ার মধ্যে অবিদ্যা-পাদে এই সৃষ্টিতরঙ্গ তুলিয়া বিশ্বরূপ হইয়াই সগুণ হয়েন।

নির্গুণ ও সগুণ ভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ বলিয়া, ধ্যানযোগ ও সাংখ্যযোগ এই দুই সাধনাই প্রায় একরূপ।

অর্জ্জুন—এই যে চারিপ্রকার সাধনা বলিতেছ তন্মধ্যে ভক্তিযোগের নাম নাই কেন?

ভগবান্—ভক্তগণ ধ্যানযোগকেই সর্ব্বোচ্চস্থান দিবার জন্য বলিতে চান যে, এই ধ্যান-যোগটিই ভক্তিযোগ। কিন্তু আমি বলিতেছি আত্মাতে (নির্ম্মল বুদ্ধিতে) আত্মদ্বারা (অন্তঃকরণ

দ্বারা) আত্মদর্শন করাই ধ্যানযোগ। ভক্তগণ ভক্তিযোগকে এই ধ্যানব্যাপার বলিতে চান না। আত্মভাবে আপনি আপনি ভাবেই স্থিতি এই ধ্যানযোগ। ইহা ভক্তিযোগ নহে। ধ্যানযোগ ও সাংখ্যজ্ঞানের পরের অবস্থাগুলিই ভক্তিযোগ। ভক্তি ব্যতীত সর্ব্বনিম্ন সাধনা যে বিশ্বাস তাহাও হয় না ; ভক্তিযোগ ভিন্ন সাংখ্যজ্ঞান ও ধ্যানযোগ কিছুতেই লাভ হয় না বলিয়া, ভক্তির প্রাধান্য এত বেশী আমি বলিতেছি। ফলে ভক্তিই মূল বলিয়া, ভক্তিকে আমি প্রধান বলিতেছি। যিনি সাংখ্যজ্ঞানে আত্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন দেখিয়া ধ্যানযোগে আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে না পারেন, তাঁহার জন্য বলিতেছি অতিশুভ্র অধোমুখ অষ্টদলযুক্ত হৃদয়-পদ্মে ইষ্টদেবতাকে বসাইয়া, সেই জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিকে ধ্যান করা, তাঁহার লীলা চিন্তা করা, তাঁহাকে মানসে পূজা করা, তাঁহার সহিত কথা কওয়া—ইহাই ভক্তের কার্য্য। আর জ্ঞানীর কার্য্য উনিই আত্মা, উনিই বিশ্বরূপ, শেষে উনিই আপনি আপনি জানিয়া ঐভাবে স্থিতিলাভ করা।

যোগিগণও ঐ অধোমুখ অষ্টদলযুক্ত হৃদ্‌পদ্মকে রেচক প্রাণায়াম দ্বারা উর্দ্ধমুখ করিয়া তাহাতে চিত্ত ধারণ করেন, করিয়া এক প্রকার জ্যোতিঃ বা আলোক অনুভব করেন। এই জ্যোতিঃ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের শিখার ন্যায় প্রশান্ত, অত্যন্ত নির্ম্মল, অতি শুভ্র। ঐ সাত্ত্বিক প্রকাশকে দূরের বা নিকটের যে পদার্থে বিনিযোগ করা যায়, তাহাই উহা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করে। এই জ্যোতিঃ মানস চক্ষে দর্শন করিলে কোনও শোক থাকে না, তাই ইহার নাম বিশোকা। বৈদিক প্রাণায়ামপূরক কুম্ভক রেচক কিন্তু তান্ত্রিক প্রাণায়ামে রেচকপূরক কুম্ভক।

বুঝিলে আত্মদর্শনের ৪ প্রকার সাধনা ? ধ্যানযোগটি উত্তম, সাংখ্যযোগটি মধ্যম, কর্ম্মযোগটি মন্দ এবং বিশ্বাসযোগটি মন্দতর।

অর্জ্জুন—মূল শ্লোকে ত তুমি কোন সাধনাকে উত্তম অধম বলিতেছ না ?

ভগবান্—না তাহা বলি নাই। মানুষ প্রায়ই আপনাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতে চায় না। আমি অধম সাধনা লইয়া থাকিব কেন উত্তম লইয়াই থাকি—এই অভিমানে পাছে অধিকারী না হইয়া লোকে উচ্চ সাধনা ধরে ধরিয়া কপটাচারী হইয়া যায় তাই কোন সাধনাকেই উত্তম মধ্যম ভাবে নির্দ্দেশ করি নাই। কিন্তু সহজেই ইহা বুঝা যায়, ধ্যানযোগীর আত্মদর্শন আর বিশ্বাসীর আত্মদর্শন নিতান্ত বিভিন্ন। আরও এক কথা আছে, নিম্ন সাধনা হইতে আরম্ভ করিলেও যদি কেহ সাধনার ঘরে আটকাইয়া না যান, যদি সাধনকে বাঁধন করিয়া না লন, তবে সকলেই ক্রম-অনুসারে উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারেন ; শেষে আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিয়া, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে চিরস্থিতি লাভ করিয়া, ইঁহারা মুক্ত হইয়া যান। এই কারণে উত্তম মধ্যম বলি নাই।

অর্জ্জুন—যিনি বিশ্বাসী তিনি কি তবে বিচার বা ধ্যান কিছুই করিবেন না ?

ভগবান্—না তাহা নহে। সাধনার মিশ্রপথই ভাল। চারি প্রকার সাধনার মধ্যে যেটি রুচিকর সেইটি অবলম্বন করিয়া, উপরের সাধনাগুলি একান্তে ভাবনা করিতে হয়। যখন

উচ্চ সাধনার ভাবনাগুলি প্রবলভাবে চলিতে থাকিবে, তখন আপনা হইতে নিম্ন সাধনাগুলি সংক্ষেপ হইয়া আসিবে। শেষে উচ্চ সাধনা আপনা হইতে যখন রুচিকর হইয়া যাইবে তখন নিম্নগুলি ত্যাগ হইয়া যাইবে। কর্ম্ম সন্ন্যাস এইরূপেই হয়।

অর্জ্জুন—সাধনাই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। আত্মদর্শন লাভ করিতে হইলে সাধকের কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক তাহা তুমি ১৩।৭ শ্লোক হইতে ১১ শ্লোকে বলিয়াছ। আবার আত্মাকে কোন্ কোন্ ভাবে জানিতে হইবে তাহাও ১৩।১২ শ্লোক হইতে ১৭ শ্লোকে বলিয়াছ। এখন কোন্ সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন হয় তাহাও বলিলে। আর একবার এই সাধনাগুলি সংক্ষেপে বল।

ভগবান্—ধ্যানযোগ :—উত্তম অধিকারীর ধ্যানই প্রধান সাধনা। ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্ চেতয়িতরি-একাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তৎ ধ্যানম্। তথা ধ্যায়তীব বকঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবী। ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ। ইত্যুপমোপাদানাৎ— তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ো ধ্যানম্।

জগদ্দর্শন হইতে চক্ষুকে, শব্দশ্রবণ হইতে কর্ণকে, এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তিগুলিকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া মনে গুটাইয়া আন। মনকে প্রত্যক চেতয়িতাতে (প্রত্যগ্-আত্মাতে) একাগ্র কর : করিয়া দৃঢ় ভাবে চিন্তা করিলেই ধ্যান হইবে। যেমন বক ধ্যান করে, পৃথিবী ধ্যান করেন, পর্ব্বত সমূহ ধ্যান করে। তৈলধারাবৎ সর্ব্বদা যে অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয় তাহাই ধ্যান।

উচ্চসাধক যাঁহারা তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যাহার ও ধারণা দ্বারা ধ্যানে আসিতে হয়। সাংখ্যজ্ঞানীকেও

স্নাত্বা প্রাতঃশুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসন পরিগ্রহঃ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়।
প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ॥ ইত্যাদি

[বহিঃ প্রবৃত্তং বাহ্য বিষয়েষু প্রবৃত্তং অক্ষগণং ইন্দ্রিয়গণং প্রত্যক্ প্রবাহয় আত্মবিষয়ং কুরু। সর্ব্ব সহায়স্থ মনস আত্মবিষয়ত্বকরণমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মবিষয়ত্বকরণম্) অঃ রাঃ যুদ্ধ ৬।৪৭, ৪৮, ৪৯।

আবার যোগী যখন যোগের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় গমন করেন, যখন তিনি যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করেন, তখন তাঁহাকেও এই সাধনাই করিতে হয়। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক হইতে গীতা বলিতেছেন—

সঙ্কল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

উচ্চসাধক মাত্রেরই এই সাধনাটি একান্ত অবলম্বনীয়। ইহাতে যাহা করিতে হইবে তাহা ভাল করিয়া জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

জীবাত্মাকে পরমাত্মারূপে দেখাই আত্মদর্শন। সংশয় তুলিতে পার আত্মাই দ্রষ্টা, তিনিই জ্ঞাতা—তাঁহাকে আবার দেখা যাইবে কি দিয়া? বৃহদারণ্যক শ্রুতিই এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন: বলিতেছেন বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"? পরিপূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দ যে চৈতন্য তিনিই পরমাত্মা। তাঁহা হইতে মায়ার উদ্ভব। মায়ার উদ্ভবে চৈতন্যের যে পরিচ্ছিন্নমত অবস্থা তাহাই পুরুষ। পরমাত্মা অবিজ্ঞাত স্বরূপ। পুরুষও অব্যক্ত। মায়াও অব্যক্ত। মায়ার এই অব্যক্তাবস্থার নামই প্রকৃতি, প্রধান, বা সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা। এই পুরুষ প্রকৃতির অধীন নহেন। ইনিই ঈশ্বর। ইনিই অন্তর্যামী। ইনি মায়াধীশ। এই পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি ব্যাপার। প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টিই বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধি নিতান্ত স্বচ্ছ। এই বুদ্ধিতে পরিচ্ছিন্ন যে ঈশ্বর-চৈতন্যের প্রতিবিম্ব তাহাই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা অবিদ্যার অধীন।

বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন যে চৈতন্য তিনিই যখন জীবাত্মা—তখন অগ্রে বুদ্ধিতে যাইতে হইবে। বুদ্ধির কার্য্যই বিচার। বিচার দ্বারাই বুদ্ধিতে গমন করা যায়। আত্মা অনাত্মা হইতে পৃথক্ ইহাই বিচার। প্রথমে দেহের মধ্যে চৈতন্য কোনটি নিশ্চয় কর। করিলেই বুঝিবে এই দেহে একজন চেতন পুরুষ আছেন। তিনিই কিন্তু সর্ব্বব্যাপী, তথাপি তিনি যেন এই দেহের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছেন। ফলে তিনি দেহের অতি সূক্ষ্ম ভাগ যে বুদ্ধি তাহাতেও আবদ্ধ নহেন। কাহারও সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই এই বিচারটি আনিতে পারিলেই বুদ্ধি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে পরমাত্মারূপে জানা যাইবে। বুদ্ধি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যও যে স্বরূপতঃ আপনিই আপনি এইটুকু প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই, জীবাত্মা পরমাত্মারূপে স্থিতিলাভ করিবেন। বুদ্ধি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ইহা অনুভবের জন্য যে কার্য্য তাহাই ধ্যানযোগ।

খণ্ড চৈতন্যই অখণ্ড চৈতন্য ইহা অনুভব হয় না কেন? যেমন একসঙ্গে বহুবালক বেদপাঠ করিলে একটি চিহ্নিত বালকের বেদপাঠধ্বনি পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিলে তাহাও পারা যায়: সেইরূপ বিশেষরূপে মনোযোগ করিলে চৈতন্যকে অন্য সমস্ত ব্যাপার হইতে পৃথক্ করা যায়।

যেরূপে পারা যায় সেই সাধনাই ধ্যানযোগ।

প্রথমে নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া পরে কোন নির্জ্জনপ্রদেশে একাকী সুখাসনে উপবেশন করিতে হইবে। উপবেশন করিয়া সর্ব্ববিষয়ের সঙ্গত্যাগ করিতে হইতে।

সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি। দুই প্রকার ব্যাপার সর্ব্বদা মানুষের ঘটিতেছে। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহিরে গিয়া বিষয়ে আসক্ত হইতেছ; আবার বাহিরের বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া বাসনারূপে হৃদয়েপ্রবিষ্ট হইতেছে।

প্রথমে বাসনারূপে যাহারা হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে বা করিয়াছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া

দিতে হইবে। তাই বলা হইল, সঙ্কল্প বিষয়ান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ। মনের মধ্যে বিষয়দোষ পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলেই, রূপরসাদির বাসনা থাকিবে না।

দ্বিতীয় কার্য্য বাহিরের বিষয়ে প্রবৃত্ত যে ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাদিগকেও ধীরে ধীরে আত্মাতে লাগাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়সমূহ মনেরই অধীন। এখন মনকে সমস্ত জগৎ হইতে আকর্ষণ করিতে পারিলে অর্থাৎ বিষয়সমস্তই অত্যন্ত দোষযুক্ত ইহা মনকে উগ্রভাবে শুনাইতে পারিলে, মন আর বিষয়চিন্তা করিতে পারিবে না। বিষয়চিন্তা না করিলেই, মন খালি হইয়া গেল। কিন্তু পূর্ব্বে আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করা হইয়াছে। এখন মন পূর্ব্ব শ্রবণ, মনন ব্যাপার স্মরণ করিয়া আত্মধ্যান করিতে সমর্থ হইবে ; ইহা হইলেই বহিঃপ্রবৃত্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি আত্মার অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে শান্ত হইতে লাগিল। শক্তিতরঙ্গ যখন শক্তিমানে মিশিয়া এক হইয়া গেল তখনই হইল ধ্যান। ইহাই আপনিই আপনি অবস্থাতে স্থিতিলাভ। মহাবাক্য শ্রবণ মনন করিবার পরে যে নিদিধ্যাসন তাহাই এখানকার ধ্যানযোগ।

তবেই দেখ, যাঁহারা ধ্যানযোগ করিতে যাইতেছেন তাঁহাদিগকে প্রথমেই সৎসঙ্গ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদিগকে সৎশাস্ত্রের সাহায্যে সৎসঙ্গের শ্রবণাদি ব্যাপার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ শ্রবণ, মনন হইয়া গেলে, একান্তে গমন করিতে হইবে। ৪র্থতঃ একান্তে গিয়া সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জীবাত্মাকে গুটাইতে পারিলেই, জীব চৈতন্য-উপাধি ত্যাগ করিয়া আপনিই আপনি ভাবে থাকিবেন। শক্তি ও শক্তি-মানের এই মিলন-অবস্থাই ধ্যানযোগ।

শক্তির বহিঃস্পন্দনগুলিকে অন্তর্দ্দিকে স্পন্দিত করিয়া ইহাদের উৎপত্তি স্থান যে শক্তিমান্ তাঁহাকে স্পর্শ করানই হইতেছে জীবাত্মার আপনি আপনি ভাবে স্থিতি। জীবাত্মার আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিই পরমাত্মারূপে আপন আত্মাকে দর্শন।

অর্জ্জুন—ধ্যানযোগ ও সাংখ্যজ্ঞানের সাধনা প্রায় একরূপ। তথাপি সাংখ্যযোগটী আবার বল।

ভগবান্—সাংখ্যং নাম—ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ। অহং তেভ্যোঽন্যঃ। তদ্ব্যাপারস্য সাক্ষিভূতো নিত্যো গুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনম্। এষ সাংখ্যোযোগঃ। বাহিরে যাহা দেখা যায় তাহা সমস্তই সত্ত্বরজ ও তমগুণের কার্য্যের স্থূলমূর্ত্তি। অন্তরে দেখা যায় চিত্তকে। চিত্তও সত্ত্বরজস্তমগুণের সূক্ষ্মমূর্ত্তি। আমি গুণ নহি। গুণসমূহের দ্রষ্টা আমি। গুণসমূহ হইতে পৃথক্ আমি। গুণ ও গুণকার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এই আত্মার চিন্তনই সাংখ্য-যোগ। "প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ" প্রকৃতি হইতে পুরুষ বা আত্মা যে ভিন্ন ইহা বিচার দ্বারা অনুভব করাই সাংখ্যযোগ-সাধনার কার্য্য। প্রকৃতি ও প্রকৃতির পরিণাম সমস্তই জড়। চেতন জড় হইতে পৃথক্ এতদনুভবই সাংখ্যযোগ।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বহুপ্রকারে এই সাংখ্যযোগের কথা বলিয়াছ। এখন কর্ম্মযোগ বল।

ভগবান্—কর্ম্মযোগেন চাঽপরে। কর্ম্মৈব যোগঃ। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপং যোগার্থত্বাদ্‌যোগ উচ্যতে গুণতঃ। তেন সর্ব্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তি দ্বারেণ চাঽপরে।

কর্ম্মযোগের অন্তরঙ্গ সাধন ও বহিরঙ্গ সাধন এই উভয় সাধনের কথাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। সত্ত্বশুদ্ধিই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য। রজস্তমগুণকে অভিভূত করিয়া নির্ম্মল সত্ত্বগুণপ্রাপ্তিই সত্ত্ব-শুদ্ধি।

সমস্ত বৈদিককার্য্য এবং গৌণ লৌকিককার্য্য ঈশ্বর প্রীতিজন্য করাই কর্ম্মযোগ। "তুমি প্রসন্ন হও" ইহা একবারও না বিস্মৃত হইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্ম করা। ইহা দ্বারা বাহিরে রজস্তমগুণের কার্য্য আর হইতে পায় না। অন্তরেও লয় বিক্ষেপ উঠিতে পায় না। এই রূপে কর্ম্ম দ্বারা লয়বিক্ষেপশূন্য অবস্থায় থাকাই নির্ম্মল সত্ত্বগুণে থাকা। নির্ম্মল সত্ত্ব-গুণের উদয় না হইলে বিচারও ঠিকমত হয় না, ধ্যান ত দূরের কথা।

তাই বলা হইতেছে কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধ সত্ত্বগুণ উপার্জ্জন কর। তাহা হইলে প্রকৃতি হইতে যে আত্মা ভিন্ন, বিচার দ্বারা সেইটি অনুভব করিতে পারিবে। সাংখ্যযোগে অধিকার হইলেই, নির্গুণ উপাসনায় আত্মা ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে।

যে সাধনাটি অধিকক্ষণ ধরিয়া স্বচ্ছন্দে পার তাহাই ধরা হউক। ধরিয়া অন্যগুলির জন্যও চেষ্টা করিতে থাক। উপরের অবস্থাতে অধিকক্ষণ স্থিতিলাভ করিতে পারিলে, নীচের অবস্থা-গুলি পার হইয়াছে বুঝিবে। ইহাই ঋষিদিগের অনুমোদিত মিশ্রপথ।

অর্জ্জুন—৪র্থ সাধনা এখন বল।

ভগবান্—পর শ্লোকে বলিতেছি।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।

তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫॥

ম ম

অন্যে তু মন্দতরাঃ [তু শব্দ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ত্রিবিধাধিকারী বৈলক্ষণ্য

দ্যোতনার্থঃ] এবং যথোক্তমাত্মানং অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ কারুণিকেভ্যঃ

শ শ শ নী

আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বা ইদমেবং চিন্তয়তেত্যুক্তাঃ আত্মনোনির্ব্বিশেষ

নী শ শ

ব্রহ্মচৈতন্যরূপত্বং তদুপাসনামার্গঞ্চাধিগত্য উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্ত-

[শ] শ্চিন্তয়ন্তি, [শ্রী] ধ্যায়ন্তি তেঽপি চ [শ] শ্রুতিপরায়ণাঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং [শ] সাধনং যেষাং তে [শ] কেবল পরোপদেশ-প্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা [শ] ইত্যভিপ্রায়ঃ [ম] স্বয়ং বিচার-অসমর্থা অপি শ্রদ্দধানতয়া গুরূপদেশ [ম] শ্রবণমাত্রপরায়ণাঃ [শ] মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারং অতিতরন্তি এব [শ] অতিক্রামন্ত্যেব [ম] তেঽপীত্যপিশব্দাৎ যে [ম] স্বয়ং বিচারসমর্থাস্তে মৃত্যুমতিতরন্তীতি কিমু [ম] বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৫॥

আবার অন্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে না জানিয়া আচার্য্যের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারাও [শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরূপদেশ] শ্রবণপরায়ণ হয়েন বলিয়া, মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥২৫॥

অর্জ্জুন—যাঁহারা ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং কর্ম্মযোগ ইহার কোনটিতেই চিত্তস্থাপন করিতে না পারেন তাঁহাদের উপায় কি ?

ভগবান্—যাঁহারা সৎচিৎ আনন্দ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, যাহারা প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ ধারণা করিতেও অসমর্থ, অথবা যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেও পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে গুরুই পরম আশ্রয়। কোন তত্ত্ব না জানিলেও, কেবল গুরুর মুখে ভগবৎ কথা ও সাধনা শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যিনি উপাসনা করেন, তিনিও মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন। গুরুবাক্যমত উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মে ইঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে স্বতন্ত্র দেখিতে সমর্থ হয়েন সর্ব্বশেষে ইঁহারা পরিপক আত্ম-চিন্তারূপ ধ্যানদ্বারা আত্মদর্শনে সমর্থ হয়েন। অর্জ্জুন! তুমি দেখিতেছ আত্মদর্শন, আত্মচিন্তা, আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবন্মুক্তির অন্য পথ নাই—অন্য অন্য উপায় যাহা বলিলাম, তাহা ঐ আত্মজ্ঞান পথে ক্রমে ক্রমে লইয়া যায় ॥২৫॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ! ॥২৬॥

হে ভরতর্ষভ ! যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং বস্তু সংজায়তে সমুৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ অবিবেককৃততাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ। অবিদ্যা তৎকার্য্যাত্মকং জড়মনির্ব্বচনীয়ং সদসত্ত্বং দৃশ্যজাতং ক্ষেত্রং তদ্বিলক্ষণং তদ্ভাসকং স্বপ্রকাশকপরমার্থসচ্চৈতন্যমসঙ্গোদাসীনং নির্ধর্ম্মকমদ্বিতীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞং। তয়োঃ সংযোগোমায়াবশাদিতরেতরাবিবেকনিমিত্তো মিথ্যা তাদাত্ম্যাধ্যাসঃ সত্যানৃতমিথুনীকরণাত্মকঃ তস্মাদেব সংজায়তে তৎসর্ব্বং কার্য্যং ইতি বিদ্ধি জানীহি। অতঃ স্বরূপাজ্ঞাননিবন্ধনঃ সংসারঃ স্বরূপজ্ঞানাৎ বিনষ্টুমর্হতি স্বপ্নাদিবদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৬॥

হে ভরতর্ষভ ! যত কিছু স্থাবরজঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে হয় জানিও ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে ১৩।১২ শ্লোকে যে বলিয়াছ "জ্ঞেয়ং যৎ তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মৃতমশ্নুতে"—অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বর এক এই জ্ঞান হইলেই মোক্ষলাভ হয়। কিরূপে অমরত্ব লাভ হয় তাহাই বল।

ভগবান্—ব্রহ্মবিদ্যা বিনা অজ্ঞান-নাশ হইবে না। এখান হইতে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বলিব—আত্মজ্ঞানই সংসারনিবৃত্তি করিয়া অমরত্বপ্রদান করিতে সমর্থ। প্রথম মনে করিয়া রাখ—এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার স্থাবর বা জঙ্গম, ইহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে উৎপন্ন। চৈতন্য ও জড়ের যে সংযোগ—যে সংযোগ অধ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে সেই অধ্যাসরূপ সংযোগ হইতেই এই অনন্ত সৃষ্টি।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে দেহকেই ক্ষেত্র বলিয়াছ, এক্ষণে বলিতেছ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে। তবে ক্ষেত্রকেও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে সৃষ্ট বলিতে হয়, ইহা ত সঙ্গত হইল না। তোমার কথার অর্থ কি ?

ভগবান—প্রকৃতিকেই সমষ্টিদেহ বলিয়া জান। এই শরীর বা ক্ষেত্র প্রকৃতির অংশ মাত্র। এজন্য দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্য্যভূত এই জড়প্রপঞ্চ, এই চরাচরাত্মক জগৎ, দেহ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়—আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, তাহার নাম প্রকৃতি বা ক্ষেত্র। আর ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব সুবৃহৎ ক্ষেত্রজ্ঞের অংশ মাত্র। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের প্রকাশক—ক্ষেত্রাতীত স্বপ্রকাশক পদার্থ ইনিই চৈতন্য। মায়াবশে সত্য ও অনৃত মিথুনীকরণরূপ যে তাদাত্ম্য অধ্যাস ঘটে, তাহারই নাম সংযোগ। এই সংযোগ হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে।

অর্জ্জুন—অধ্যাস কি ? সংযোগ হইতেই চরাচর উৎপন্ন কিরূপে ?

ভগবান্—প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হয়, আবার পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে আরোপিত হয়—ইহার নাম অধ্যাস। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি সমস্তই প্রকৃতির গুণ। এই এই সমস্ত গুণ পুরুষে আরোপিত হইয়া, পুরুষকে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াশক্তিমান্ বলা হয়। ফলে পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। আবার প্রকাশই পুরুষের গুণ, তিনি স্বপ্রকাশ। এই প্রকাশভাব প্রকৃতিতে পড়িয়া প্রকৃতিকে চেতনবৎ বোধ হয়, প্রকাশবতী মনে হয়। এইরূপ পরস্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হইয়া জগৎ প্রকাশ করিতেছে ; কিন্তু এই অনন্ত বিশ্ব ইন্দ্রজাল মাত্র। একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই আছেন। ব্রহ্মসান্নিধ্যে মিথ্যা মায়া, সত্য-ব্রহ্মের উপর এই ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে ; সত্য-ব্রহ্মকেই মিথ্যা জগৎরূপে যেন প্রকাশ করিতেছে।

অর্জ্জুন—স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে জন্মে। এই সংযোগটা কি ইহার উত্তরে বলিতেছ রজ্জু ও ঘটের যেরূপ সংযোগ হইতে পারে, এখানে সেরূপ সংযোগ হইতে পারে না ; কারণ ক্ষেত্রজ্ঞ আকাশের মত নিরবয়ব। ঐ কারণে তন্তুপটের মত সমবায়ী সংযোগও হইতে পারে না। অজ্ঞান বশতঃ শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হইলে যে সংযোগ হয় অথবা রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে যে সংযোগ হয়—এ সংযোগও সেইরূপ বলিতেছ।

সোঽয়মধ্যাসস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগো মিথ্যাজ্ঞান লক্ষণঃ। যথা শাস্ত্র ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জানিয়া ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞকে স্বতন্ত্র করিয়া ইহা সৎও নহে অসৎও নহে এইরূপে সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত তিনি ইহা অনুভব করিতে পারিলেই জ্ঞেয় ব্রহ্মকে স্বস্বরূপে দর্শন

করা যায়। ইহাই আত্মদর্শন বা আত্মভাবে স্থিতি। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু ক্ষেত্রটা স্বরূপতঃ কি, তাহা আর একবার বল।

ভগবান্—ক্ষেত্রং চ মায়ানির্ম্মিত হস্তিহর্ম্ম্যাদিবৎ, স্বপ্নদৃষ্টবস্তুবৎ, গন্ধর্ব্বনগরাদিবদসদেব সদিবাবভাসতঃ। ক্ষেত্রটি মায়ানির্ম্মিত হস্তী বা হর্ম্ম্যবৎ, ইহা স্বপ্নদৃষ্টবস্তুবৎ, ইহা গন্ধর্ব্ব নগরবৎ। ইহা অসৎ হইয়াও সৎরূপে ভাসে। যাঁহার এইরূপ জ্ঞান নিশ্চিত হইয়াছে তাঁহারই মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়াছে জানিও। জগৎকে ভুলিয়া থাকিলেও হয় না, জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানা চাই। তবেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। প্রকৃতির গুণ সহ পুরুষকে জানা ইহাই। ইহাতেই মুক্তি।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭॥

সর্ব্বেষু ভূতেষু ভবনধর্ম্মকেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু প্রাণিষু সমং সর্ব্বত্রৈকরূপং নির্ব্বিশেষং তিষ্ঠন্তং স্থিতিং কুর্ব্বন্তং বিনশ্যৎসু অপি দৃষ্টনষ্টস্বভাবেষু মায়াগন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রায়েষু অবিনশ্যন্তং দৃষ্টনষ্টপ্রায় সর্ব্বদ্বৈতবাধেঽপি অবাধিতং পরমেশ্বরং এবং সর্ব্বপ্রকারেণ জড়প্রপঞ্চবিলক্ষণমাত্মানং যঃ পশ্যতি বিবেকেন শাস্ত্রচক্ষুষা পশ্যতি স এব পশ্যতি। ইতরে পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি। বিপরীতদর্শিত্বাদনেকচন্দ্রদর্শিবদিত্যর্থঃ ॥২৭

সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষরূপে অবস্থিত; সমস্ত পদার্থ বিনষ্ট হইলেও, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই দেখেন ॥২৭॥

অর্জ্জুন—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে চরাচর জগৎ ভাসিয়াছে বুঝিলাম। এই সংসারাড়ম্বর অবিদ্যার কার্য্য। কিন্তু এই অবিদ্যার নিবৃত্তি কিরূপে হয়?

ভগবান্—সম্যক্ দর্শন যাঁহার হয়, তাঁহার অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়।

অর্জ্জুন—সম্যক্ দর্শন কার হয়?

ভগবানঃ—'আমি চেতন' এই অনুভবকে আত্মদর্শন বলে না, এই অনুভব সকলেরই হয়; কিন্তু সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন সমস্ত বিনাশশীল পদার্থ মধ্যেও অবিনাশী পদার্থকে সদা পূর্ণ যিনি দেখেন তাহারই সম্যক দর্শন হয় বলিতে হইবে।

শ্রুতি বলেন—"ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ইহা পূর্ণ উহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্ভূত বলা হয় পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা করিলে পূর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতিলাভ হয়। এইরূপ দর্শনই সম্যক্ দর্শন। অখণ্ডৈক রস আত্মাকে যিনি সর্ব্বত্র দেখেন তাহার দেখাই সম্যক্ দর্শন। ইতরে সম্যক্ দর্শন করিতে পারে না। দেখে সত্য কিন্তু বিপরীত দর্শন করে—রজ্জুকে সর্প দেখে। বিপরীত দর্শন ত্যাগ হইলেই সম্যক্‌দর্শন হয়।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

(শ) সর্ব্বত্র (শ্রী) সর্ব্বভূতেষু ভূতমাত্রে সমং (আ) সমবস্থিতং (শ) তুল্যতয়াবস্থিতং (আ) ঈশ্বরং নির্ব্বিশেষং (শ্রী) পরমাত্মানং (ম) পশ্যন্ অয়মস্মীতি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সাক্ষাৎ (ম) কুর্ব্বন্ (শ্রী) হি (আ) যস্মাৎ যস্মাদিত্যস্য ততঃ শব্দেন সম্বন্ধঃ (আ) আত্মনা (নী) দেহাদিনা (নী) আত্মানং ঈশ্বরং (না) ন হিনস্তি নানাযোনিসঙ্কটেষু পাতনেন (নী) ন পীড়য়তি (শ) হিংসাং ন করোতি (শ্রী) যস্তু এবং পরমাত্মানং পশ্যতি সহি দেহাত্মদর্শী। দেহেন সহ আত্মানং (শ্রী) হিনস্তি (রা) ভবজলধি মধ্যে প্রক্ষিপতি (রা) ততঃ (শ) তস্মাৎ

অহিংসনাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মোক্ষাখ্যাং যাতি প্রাপ্নোতি। তত

আত্মহননাভাবাদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তিলক্ষণাং মুক্তিমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ

তথাচ শকুন্তলাবচনরূপা স্মৃতিঃ—কিং তেন ন কৃতং পাপং

চোরেণাত্মাপহারিণা। যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে

॥ ইতি ॥ শ্রুতিশ্চ অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ তাংস্তে

প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ" ইতি। অসূর্য্যাঃ অসুরস্ব-

স্বরূপভূতাঃ আসূর্য্যা সম্পদা ভোগ্যা ইত্যর্থঃ আত্মহন ইতি অনাত্মনি

আত্মাভিমানিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

যেহেতু সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া সেই ব্যক্তি আপনি আপনাকে হনন করেন না, এজন্য মুক্তিলাভ করেন ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—"বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" বিনাশশীল সমস্ত পদার্থে অবিনাশী পরমেশ্বরকে দেখাই সম্যক্‌দর্শন। যাহারা এইরূপে সম্যক্‌দর্শন করিতে পারে না, তাহারাই কি "হিনস্তি আত্মনাত্মানম্"? তাহারাই কি দেহাদি দ্বারা আত্মাকে হিংসা করে বলিতেছ? আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন প্রাণীকেই ত এরূপ দেখা যায় না যে, স্বয়ং আপনার আত্মাকে হিংসা করে? তবে কেন বলিতেছ আত্মদর্শন না করিতে পারিলেই আত্ম-হনন হইল?

ভগবান্—পরমাত্মাকে আপন আত্মা বলিয়া যাহারা জানে না, তাহারাই আত্মঘাতী; যাহারা এইরূপ জানিতে চেষ্টা করে না, যাহারা নিষ্কামকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষিদ্ধকর্ম্ম বা সকামকর্ম্ম করে, করিয়া যাহারা আমি আমার রূপ অভিমান-অন্ধকারে আপনাকে বদ্ধ মনে করে,

যাহারা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ আত্মাকে অবিদ্যাদোষে জননমরণশীল বলিয়া ভাবনা করে, তাহারাই আত্মঘাতী। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি (বৃহ-উ-অ-৪)— ইহাই, আত্মার অনাদর। আত্মার অনাদরই আত্মার হনন।

যাহারা মূর্খ, যাহারা অজ্ঞান, তাহারা আত্মাকে অনাদর করিয়া দেহাদি অনাত্মাকে আত্মারূপে আদর করে; করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণ করিয়া, দেহের সহিত জড়িত হইয়া, দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হইল ভাবিয়া দুঃখ করে। একদেহে আত্মাকে হনন করিয়া আবার অন্যদেহ ধারণ করে: তাহাকেও সেখানে হত্যা করিয়া অন্য দেহ ধারণ করে। এই ভাবে যাহারা পুনঃ পুনঃ দেবতির্য্যগাদি দেহ ধারণ করিতে থাকে, তাহারাই আত্মহননকারী।

যাহারা অবিদ্বান্, তাহারা সর্ব্বদাই অবিদ্যার বশে থাকিয়া আত্মহনন করে। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহারা দেহাদি দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না। হিংসা করেন না বলিয়াই তাঁহারা পরমগতি প্রাপ্ত হন। বুঝিতেছ অজ্ঞানই আত্মহত্যা; "আমি আমি" "আমার আমার" করিয়াই মানুষ নানাবিধ ক্লেশ পায়। কেহ কোন প্রহার করিতেছে না, কেহ অস্ত্রাঘাতও করিতেছে না, নিকটেও কেহ নাই—মানুষ একা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবনা করিতেছে, আর অকথ্য যাতনা ভোগ করিতেছে। তুমিও কিছুপূর্ব্বে অশোচ্য-বিষয়ে শোক করিয়া কত যাতনা ভোগ করিতেছিলে। বলিতে পার এ যাতনা কিসে হয়? আত্মাই মানুষের অতি প্রিয় বস্তু। অজ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে হনন করে বলিয়াই যাতনা পায়। যেখানে যাতনাভোগ, সেইখানেই জানিবে আত্মহনন-ব্যাপার আছেই। কিন্তু জ্ঞানীর কোন যাতনা নাই। তিনি "আমি" "আমার" রূপ অজ্ঞান ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি দেহকে একটা স্বপ্নজাত ইন্দ্রজাল বলিয়া জানিয়াছেন—এই মিথ্যা দেহটা আত্মা নহে জানিয়া, দেহের সুখদুঃখকে মিথ্যা বলিয়া বোধ করিয়াছেন; দেহাত্মাভিমানরূপ আত্মহত্যা আর তাঁহার হইতেছে না বলিয়া, তিনি নিত্য আনন্দে আছেন।

অর্জ্জুন—আহা! ইহা নিত্যসত্য যে, আত্মহত্যাই জীবের যাতনা। যে আত্মহত্যা করে, সেই দুঃখ পায়। অজ্ঞানবশে কার্য্য করাই আত্মহত্যা। আচ্ছা, ইহা কি বেদে আছে?

ভগবান্—শ্রীগীতা যে কথা বলিতেছেন, সমস্তই বেদের প্রতিধ্বনি। বেদ ও ব্রহ্ম একই; শ্রীগীতাও সেই জন্য বেদ। শ্রীগীতাই ব্রহ্ম। ইহা পূর্ব্বে শত শত বার বলিয়াছি। অজ্ঞানান্ধ অহংকারী মানুষ, জ্ঞানের অভিমান করিয়া সম্প্রদায় রক্ষাজন্য যখন শ্রীগীতার বিকৃত ব্যাখ্যা করে, যখন বলে গীতার সমস্ত উক্তিকে আমি সত্য বলিয়া মনে করিনা, তখন সেই অজ্ঞানীও আত্মহত্যা করে; ইহারা কৃপাপাত্র। শুন, আত্মহনন সম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন—

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ঈশ ৩

যে কে চ আত্মহনঃ তে জনাঃ প্রেত্য তান্ অভিগচ্ছন্তি তে লোকাঃ অসুর্য্যাঃ নাম অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

যে কেহ অবিদ্যাদোষে লিপ্ত থাকিয়া কাম্য বা নিষিদ্ধকর্ম্ম-তৎপর থাকে, অজর অমর আত্মাকে অবিদ্যাদোষে অনাদর করিয়া আত্মঘাতী হয়—সেই সমস্ত মনুষ্য দেহত্যাগানন্তর অর্থাৎ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরজঙ্গমাদিলোকে পুনঃ পুনঃ গমন করিতে থাকে। দেবতা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহই অসুর্য্যলোক। কর্ম্মফল ভোগ নিমিত্ত যাহারা কেবল দেহাত্মাভিমান করিয়া প্রাণপোষণ করে, তাহারা প্রাণপোষণতৎপর হইয়াই অসুরের লোক প্রাপ্ত হয়। অসুর্য্যলোকসমূহ—দেহ সমস্ত আত্মার অদর্শনজনিত যে তম, সেই তম আবৃত অন্ধকারপূর্ণ। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, যে সকল লোক আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মার মুক্তি-সাধনে বিমুখ, তাহারা তম-আবৃত অন্ধকারপূর্ণ অসুর্য্যলোকে গমন করে।

বুঝিতেছ, পরমাত্মাকে ছাড়িয়া যাহারা দেহে আত্মত্ব স্থাপন করে—দেবতার-দেহ হউক্ বা তৃণ দেহ হউক, দেহকে আত্মা বলিয়া যাহারা অভিমান করে, তাহারাই পরমাত্মার তুলনায় অসুর—প্রাণপোষণতৎপর মাত্র। দেবতা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত। দেহই অসুর্য্যলোক। পুনঃ পুনঃ দেহধারণ-ব্যাপার লইয়া থাকাই অসুর্য্য-লোক প্রাপ্ত হওয়া।

শ্রীভাগবতে আমার ভক্ত উদ্ধবও বলিয়াছেন—

> নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
> প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
> ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতঃ
> পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥১১।২০।১৭

মানব-জন্ম দুর্লভ। মনুষ্য-দেহ সুদুর্লভ হইলেও সুলভ। ভব-সমুদ্র পারের জন্য মানুষ এই নৌকা প্রাপ্ত হয়। দেহ-তরণীর কর্ণধার স্বয়ং শ্রীগুরুরূপী শ্রীভগবান্। আমি, স্মরণ মাত্রেই অনুকূল বায়ুরূপে ইহাকে চালাইয়া থাকি; যে পুরুষ, এমন দেহ এবং এরূপ কাণ্ডার পাইয়াও, আত্মদর্শন দ্বারা সংসার-সমুদ্রের পারে যাইতে চায় না, সেই আত্মঘাতী।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে শকুন্তলা এই আত্মঘাতীর কথা বলিযাছেন—বলিয়াছেন

> "কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা।
> যোঽন্যথাসন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে ॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন—যেজন হৃদয়ের ভাবকে মুখে অন্যরূপে প্রতিপন্ন করে, সেই আত্মাপহারী চোর কোন্ পাপই না করিয়া থাকে?

এই আত্মহননের কথা কোন্ শাস্ত্রে নাই?

> চতুরশীতি লক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্।
> ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানং প্রজায়তে ॥১৪
> অত্র জন্ম সহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি!
> কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥১৫

সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ ॥১৬
ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ ॥১৭

কুলার্ণব তন্ত্র, পঞ্চম খণ্ড, ১ উল্লাস।

দেহীর ৮৪ লক্ষ শরীরের মধ্যে মানুষদেহ ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। হে পার্ব্বতি! জন্তুদিগের সহস্র সহস্র বার দেহধারণের পরে কদাচিৎ পুণ্যসঞ্চয়ে মানুষদেহ লাভ হয়। মোক্ষের সোপান এই মানুষদেহ লাভ করিয়া যে জন আত্মার উদ্ধারসাধন করে না, তাহা অপেক্ষা পাপী আর কে আছে? উত্তম জন্ম-সৌষ্ঠব ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া যে আত্মহিত জানিল না, সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতক।

সর্ব্বশাস্ত্র যাহা বলিতেছেন, শ্রীগীতাও তাহাই বলিতেছেন। সেই জন্য এই শ্লোকে বলিতেছি—যাহারা সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই আত্মঘাতী; কারণ, তাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। তাহারা দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ হইল স্থির করিয়া লয়। এই অশোচ্য বিষয়ে শোকই প্রধান অজ্ঞান। অজ্ঞানেই নানাবিধ ক্লেশ হয়।

আর যিনি জ্ঞানী, তিনি জানেন তাঁহার আত্মাই সর্ব্বজীবে সমভাবে রহিয়াছেন। জন্ম, মৃত্যু, জরা, আধি, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ, কর্ত্তৃত্বাদি সমস্তই প্রকৃতির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মগুলি আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। এই আরোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা; রজ্জু-সর্পভ্রমের ন্যায়। অজ্ঞানী জীব এই ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়াই আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মরিলাম, আমি রাজা হইলাম—এই বৃথা সুখদুঃখে পড়িয়া আত্মঘাতী হয়। সাধক পূর্ব্বোক্ত সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন করিয়া, জ্ঞানলাভে মুক্ত হয়েন ॥২৮॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

শ শ ম
কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ প্রকৃত্যা

ম
এব চ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাকারপরিণতয়া সর্ব্ববিকারকারণভূতয়া

ম শ ম
ত্রিগুণাত্মিকয়া ভগবন্মায়য়ৈব ক্রিয়মাণানি নির্ব্বর্ত্ত্যমানানি যঃ বিবেকী

ম ম
পশ্যতি তথা আত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞং অকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম-

ম ম শ্রী
সঙ্গমেকং সর্ব্বত্র সমং যঃ পশ্যতি সং পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতীতি

শ্রী
নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মসমূহ সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে—ইহা যিনি দর্শন করেন এবং [তজ্জন্য] আত্মাকে যিনি অকর্ত্তা দেখেন তিনিই সম্যগ্‌দর্শী ॥২৯॥

ভগবান্। আরও শোন—কোন্ ব্যক্তি আত্মাকে সম্যক্‌দর্শন করেন।

অর্জ্জুন। আত্মাকে সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন না করিতে চেষ্টা করাই আত্মঘাতী হওয়া—ইহা বুঝিলাম। কিন্তু সমভাবে দর্শন হইবে কিরূপে? আত্মা অতি সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা দেহ অবলম্বনে তাঁহাতে যে নামরূপ কার্য্য আরোপ করা হয়, সেই আরোপ দিয়াই আত্মাকে দর্শন করা হয়। কিন্তু দেহ বা প্রকৃতি কোনস্থানে একরূপ নহে। কাজেই আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপেই দর্শন হইয়া থাকে। সমভাবে কিরূপে দেখা যাইবে?

ভগবান্—নানা প্রকারের কর্ম্মদ্বারা জগতের বৈষম্য লক্ষ্য হয়। নানাবিধ বিষয়কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। আত্মা কিন্তু অকর্ত্তা। আত্মা কিছুই করেন না, কিছুই করান না। "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতে যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে তাহা প্রকৃতিই করিতেছেন, আর আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পরম শান্ত; তিনি সাক্ষীস্বরূপ; এইভাবে আত্মাকে দর্শন করিয়া যিনি তাঁহাকে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দেখেন, তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে আত্মদর্শন করেন। ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি ভিন্ন আকাশ বোধ হইলেও ঘটপটাদিতে ত একই আকাশ আছেন।

অর্জ্জুন—আত্মা কিছুই করেন না, করানও না। এক্ষেত্রে আত্মা উদাসীন। কিন্তু তুমি তাঁহাকে অনুমন্তাও ত বলিয়াছ। আত্মার অনুমোদন ভিন্ন প্রকৃতির কর্ম্ম কিরূপে হইবে? তাঁহাকে উপদ্রষ্টাও ত বলিয়াছ।

ভগবান্—উপদ্রষ্টার ও অনুমোদন করার অর্থ বুঝিলেই বুঝিতে পারিবে—আত্মা উদাসীন কি না। পূর্ব্বে ১৩২২ শ্লোকে ইহা বুঝাইয়াছি, আবার বলি শ্রবণ কর। যিনি নিকটে থাকিয়া দর্শন করেন কিন্তু নিজে কর্ম্মে ব্যাপৃত হন না—তিনিই উপদ্রষ্টা। "সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বয়মব্যাপৃতঃ"। যেমন ঋত্বিক্ ও যজমানের অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনকালে কোন অভিজ্ঞব্যক্তি নিকটে উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রাদি প্রয়োগকার্য্যের দোষগুণাদি দর্শন করেন এবং আলোচনা করেন অথচ অন্যকে কিছুই বলেন না—সেইরূপ জীব-আত্মা ও প্রকৃতির

পরিণাম, এই দেহমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে প্রকৃতির অনুষ্ঠীয়মান গুণ কর্ম্মাদি দর্শন করেন এবং আলোচনা করেন মাত্র। কার্য্যকারণব্যাপারের দ্রষ্টারূপেই তিনি অধিষ্ঠিত, কর্ত্তারূপে নহেন—তাই উপদ্রষ্টা। শ্রুতিও বলেন "স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" তিনি অসঙ্গভাবে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য দর্শন করেন মাত্র। আরও এক কথা, তিনি বাহিরের ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা না করিয়াই সমস্ত দর্শন করেন। প্রকৃতির দ্রষ্টা বা চিত্তের দ্রষ্টা তিনি। চিত্ত কিন্তু বাহিরের বিষয় দেখিয়া তদাকারকারিত হয়েন। উপদ্রষ্টা বলাতে এই বুঝিতে হইবে যে, সমীপস্থ থাকিয়া তিনি অন্যের সাহায্য না লইয়াও সমস্ত কার্য্য দর্শন করেন। এখন অনুমন্তা কিরূপে দেখ।

অনুমন্তা চ —অনুমোদনমনুমননং কুর্ব্বংস্থ তৎক্রিয়াসু পরিতোষঃ। তৎকর্ত্তাঽনুমন্তা চ।

অথবা—অনুমন্তা কার্য্যকারণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব তদনুকূলো বিভাব্যতে। তেনাঽনুমন্তা। অথবা প্রবৃত্তান্ স্বব্যাপারেষু তৎসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তীত্যনুমন্তা।

প্রকৃতিই সমস্ত করেন। আত্মা কেবল সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির ব্যাপারের অনুকূল। সেই জন্য তিনি যেন তত্তৎব্যাপারে প্রবৃত্ত—এইরূপ অনুমান করা হয় মাত্র। অথবা দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আপন আপন ব্যাপারে নিযুক্ত—আত্মা তৎসম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ দিতেছেন না, কেবল সাক্ষীরূপে দেখিয়া যাইতেছেন মাত্র। কিন্তু এই কার্য্যগুলি তাঁহাতে অধ্যাস করা হয় মাত্র।

তিনি সাক্ষীভাবে দেখিতেছেন, অথচ উদাসীন। দেহেন্দ্রিয়াদির কোন কার্য্য তিনি নিবারণ করেন না; এই জন্য বলা হয় তিনি অনুমন্তা, তাঁহার অনুমোদন আছে। এইভাবে যিনি প্রকৃতিকে দেখিয়া আত্মাকে তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—প্রকৃতির কোন কার্য্যে তিনি লিপ্ত নহেন—ইহা দেখেন তিনিই আত্মদর্শন করিতে পারেন।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

যদা (শ) যস্মিন্‌কালে ভূতপৃথগ্‌ভাবং (ম) ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং সর্ব্বেষামপি জড়বর্গাণাং পৃথগ্‌ভাবং ভেদং (শ্রী) পৃথক্‌ত্বম্ (শ) পরস্পরভিন্নত্বং (ম) নানাভাবেনাবস্থানং (নী) একস্থং (ম) একস্মিন্নাত্মনি স্থিতং (শ) রজ্জ্বাং সর্পাদিবৎ (নী) কনকে বা কুণ্ডলাদিবৎ বিলীনং (শ্রী) অনুপশ্যতি আলোচয়তি (ম) আত্মৈবেদং

শ শ ম শ
উৎপত্তিং বিকাশং সর্ব্বমিতি প্রত্যক্ষত্বেন পশ্যতি ততঃ এব চ তস্মাদেব

ম ম
চ বিস্তারং ভূতানাং পৃথগ্‌ভাবং চ স্বপ্নমায়াবদনুপশ্যতি

শ শ শ শ
আত্মতঃ প্রাণআত্মতঃ আশাত্মতঃ স্মর-আত্মতঃ আকাশআত্মতস্তেজ-

শ শ
আত্মতঃ আপ-আত্মতঃ আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমিত্যেবমাদি

শ ম
প্রকারৈর্ব্বিস্তারং যদা পশ্যতি তদা তস্মিন্‌কালে সজাতীয়বিজাতীয়-

ম শ আ
ভেদদর্শনাভাবাৎ ব্রহ্মসম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মসংপত্তির্নাম

আ আ
পূর্ণত্বেনাভিব্যক্তিরপূর্ণত্বহেতোঃ সর্ব্বস্যাত্মসাৎ কৃতত্বাদিত্যাহ ব্রহ্মৈব

আ ম ম
ভবতি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ

ম
কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩০ ॥

প্রাণীসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব যখন এক আত্মাতেই কেহ দর্শন করেন, এবং ঐ এক হইতেই ভূতসমূহের বিস্তারও দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩০ ॥

অর্জ্জুন—আর একবার বল সম্যক্-দর্শন কি? আত্মা এক—ইহার একত্ব বুঝাইতেছ, কিন্তু ভূতসমূহ ত বহু—সম্যক্ দর্শনে ভূতগণের বহুত্বও কি বোধ হইবে না?

ভগবান্—"মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে। রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন"। অঃ রামায়ণ। ব্যাসদেবের মত এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, কিন্তু

মায়া দ্বারা একই ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতীয়মান হন। প্রকৃতপক্ষে, বিচারে অন্য কিছুই থাকে না; যাহা থাকে তাহা এক ব্রহ্ম-বস্তুই। যাহা কিছু দেখা যায় তাহার মধ্যে অস্তি-ভাতি-প্রিয় এবং নাম ও রূপ এই পাঁচটি আছে। নাম ও রূপ মিথ্যা। মিথ্যাটুকুতেই বহু দেখায়। মিথ্যাটুকু বাদ দিলে যে অস্তি-ভাতি-প্রিয় থাকে, তাহাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সুবর্ণনির্ম্মিত কেয়ূর, বলয়, কুণ্ডল, কঙ্কণ ইত্যাদি অলঙ্কারের পার্থক্য কেবল নাম ও রূপ লইয়া; কিন্তু সুবর্ণ এক। শ্রুতি বলিতেছেন, "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"। যখন সমস্ত ভূত আত্মারূপেই প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ বহু না থাকিয়া একই হইয়া যায়, তখন শোক কি আর মোহ কি? বস্তুতঃ ব্রহ্মই আছেন, একই আছেন; এককে যে বহু দেখায় ইহা ভ্রম মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম সেইরূপ। অজ্ঞানেই জীবের বহুত্ব দেখায়, কিন্তু জ্ঞানে জীবই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াই মুক্তি।

অর্জ্জুন—'একস্থমনুপশ্যতি"—"একস্মিন্নাত্মনি" ইহাও কেহ বলেন; আবার কেহ বলেন "একস্থং প্রকৃতিস্থং" "একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি"। এই দুটী মতের কোন্‌টি ঠিক?

ভগবান্—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ মত "আত্মাই পৃথক্ পৃথক্ ভূতরূপে সাজিয়াছেন", "আত্মাই এই সমস্ত"—এইরূপ যিনি দেখেন—ইহাই একস্থের অর্থ। এই অর্থের সহিত "ভিন্ন ভিন্ন ভূতকে এক-প্রকৃতিতে অবস্থিত যিনি দেখেন" এই অর্থের ভেদ কোথায় দেখ। সৃষ্টির মূলে যাও, দেখিবে একমাত্র আত্মাই আছেন। তিনি নির্গুণ, নিরবয়ব; তিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ, তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর। মণির যেরূপ ঝলক উঠে, সেইরূপ আত্মা হইতেই মায়া বা প্রকৃতির উদ্ভব হয়। মায়ার উদ্ভবে ব্রহ্মকে গুণবান্-মত দেখায়। মায়া-অবলম্বনে ব্রহ্মই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন। মায়াই ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন-মত করিয়া বহুরূপে কল্পনা করেন। তবেই হইল পরিদৃশ্যমান্ জগৎ, শক্তি ও শক্তিমানের দ্বারা রচিত। যাহা অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্তাবস্থায় আসিল। ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন কিছুই নাই। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। ব্রহ্মই প্রকৃতি হইলেন, আবার প্রকৃতিই বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন; তবেই ত হইল শক্তি আপনাকে বহুভাবে খণ্ডিত করিয়া সেই ব্রহ্মই যেন খণ্ডিত হইয়াছেন দেখাইলেন।

সমুদ্রের তরঙ্গ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রের উপরে ভাসিল। কিন্তু তরঙ্গও ত জল। সমুদ্রই ত তরঙ্গরূপে ভাসিলেন। সমুদ্র ভিন্ন তরঙ্গ আর কি? উপরোক্ত দুই মত—শুধু কথার কথা মাত্র। মূলে উভয়ে এক ভাবই প্রকাশ করিতেছে। যাহারা প্রকৃতিকেও ব্রহ্মের মত নিত্য-বস্তু বলিতে চায়, তাহারাই মতভেদ উত্থাপন করে। প্রকৃতিকে প্রবাহক্রমে নিত্য বলা যায়—ইহার আদি নাই বলিয়া। কিন্তু প্রকৃতির অন্ত আছে। প্রকৃতিও ত পুরুষে লয় হয়। শক্তি, শক্তিমানে মিশিয়া যখন এক হইয়া যায়, তখন এক সত্ত্বামাত্রই থাকে। এইভাবে বুঝিলে যাহা মিথ্যা মায়া, তাহা আপনি বহুরূপে সাজিতে পারে না; অন্যকে সাজাইতে পারে। ভগবৎ-শক্তি, ভগবান্‌কে পৃথকরূপে দেখায়—এইটি ঠিক।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১॥

হে কৌন্তেয়! অয়ম্ অপরোক্ষঃ পরমাত্মা অব্যয়ঃ ন ব্যেতি

নাস্য ব্যয়ো বিদ্যত ইতি অব্যয়ঃ সর্ব্ববিকারশূন্যঃ অনাদিত্বাৎ [অব্যয়ঃ]

আদিঃ কারণং তৎ যস্য নাস্তি তদনাদিঃ। অনাদের্ভাবোঽনাদিত্বম্

আদিঃ প্রাগসত্ত্বাবস্থা সা চ নাস্তি সর্ব্বদা সত আত্মনঃ। যতঃ

কারণাভাবাজ্জন্মাভাবঃ, নহ্যনাদের্জন্ম সম্ভবতি তদভাবে চ তদুত্তর

ভাবিনো ভাববিকারা ন সম্ভবন্ত্যেব অতো ন স্বরূপেণ ব্যেতীত্যর্থঃ।

তথা নির্গুণত্বাৎ [অব্যয়ঃ] সগুণো হি গুণব্যয়াৎ ব্যেতি ব্যয়োভবতি।

অয়ন্তু নির্গুণত্বাৎ চ ন ব্যেতীতি। অবিনাশী বা অরেয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তি

ধর্ম্মেতি শ্রুতেঃ। যস্মাৎ এষ পরমাত্মা ষড়্ভাববিকারশূন্যঃ

আধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন শরীরস্থোঽপি শরীরেষ্বাত্মন উপলব্ধিভবতীতি

শরীরস্থ উচ্যতে—তথাপি ন করোতি যথাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন জলস্থঃ

সবিতা তস্মিংশ্চলত্যপি ন চলত্যেব তদ্বৎ ন লিপ্যতে যতো ন করোতি কিঞ্চিদপি কর্ম্ম অতঃ কেনাপি কর্ম্মফলেন ন লিপ্যতে ॥৩১

হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া এই পরমাত্মা অব্যয়। শরীরস্থ হইয়াও কিছুই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩১ ॥

ভগবান্—পরমাত্মার স্বরূপ আরও দৃঢ় করিয়া ধারণা কর। তিনি অব্যয়, কোন প্রকার ব্যয় ইঁহার হয় না।

অর্জ্জুন—তৎপ্রতি কারণ?

ভগবান্—তিনি অনাদি বলিয়া অব্যয় এবং নির্গুণ বলিয়াও অব্যয়।

অর্জ্জুন—কেন?

ভগবান্—আদি অর্থে কারণ। যাঁহার আদি নাই তাহাই অনাদি। যাঁহার কারণ নাই, তাঁহার জন্ম নাই। যাঁহার জন্ম নাই, তাঁহার কোন প্রকার বিকার নাই, কোন প্রকার রূপান্তরও নাই। রূপান্তর হইলেই ব্যয় হইল। কিন্তু পরমাত্মার রূপান্তর নাই, যেহেতু আদি নাই; অনাদি বলিয়াই অব্যয়। প্রকৃতিকে এই অর্থে অনাদি বলা যায় না—কারণ, প্রকৃতির বিকার আছে, রূপান্তরও আছে।

অর্জ্জুন—আর নির্গুণ বলিয়াও তিনি অব্যয় কেন?

ভগবান্—যে বস্তুতে গুণ থাকে সেই বস্তুর গুণেরও তারতম্য ঘটে। গুণের ব্যয়ও হয়, বস্তুরও বিকার ঘটে। কিন্তু পরমাত্মা নির্গুণ বলিয়া তাঁহার কোন বিকার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এজন্য অব্যয়।

অর্জ্জুন—পরমাত্মাকে শরীরস্থ বলিতেছ কেন? তিনি ত সর্ব্বব্যাপী?

ভগবান্—সর্ব্বব্যাপী হইলেও শরীরেই তাঁহার উপলব্ধি হয়, তজ্জন্য শরীরস্থ বলা হইল।

অর্জ্জুন—শরীরস্থ হইয়াও কিছুই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না কিরূপে? কে তবে লিপ্ত হয়?

ভগবান্—জলে যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, জল চঞ্চল হইলে প্রতিবিম্ব চঞ্চল হয় বটে; কিন্তু সূর্য্য চঞ্চল হয় না। জল শুষ্ক হইলে প্রতিবিম্ব থাকে না বটে কিন্তু সূর্য্য শুষ্ক হয়েন না। সেইরূপ শরীর যাহা করুক না কেন, আত্মা কিছুই করেন না; কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না। কর্ম্মই যখন করিলেন না, তখন আর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইবেন কিরূপে?

অর্জ্জুন—কে তবে দেহের মধ্যে কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মফলে লিপ্ত হয়? যদি বলা যায় পরমাত্মা হইতে ভিন্ন অন্য এক জন দেহী আছেন তিনিই কর্ম্মকর্ত্তা, এবং তিনিই সুখ দুঃখ ফলাফলে লিপ্ত হয়েন—তবে তুমি যে পূর্ব্বে বলিয়াছ আমি পরমাত্মাই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি

মাং বিদ্ধি" ইহা অসম্ভব হয়। এজন্য বলিতে হইবে, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন অন্য দেহী কেহ নাই। এই বিষয়ে লোকে নানাপ্রকার মতও বাহির করিয়াছে, কিন্তু তোমার অভিপ্রায় কি বল?

ভগবান্—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" ৫।১৪।

"স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ অবিদ্যা-লক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া"। মায়া ও অবিদ্যার কথা আর একবার স্মরণ কর। "অনাত্মনি শরীরাদৌ আত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ। সৈবমায়া তয়েবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে"। অঃ, রাঃ, অরণ্য ৪।২১ 'আমি অনাত্মা' "আমি প্রকৃতি" 'আমি দেহ' এই যে বুদ্ধি ইহার নাম মায়া। 'দেহোঽহম্ ইতি যা বুদ্ধিঃ অবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা' 'নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে'। অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা" অযোঃ ৪।৩৩। এই অবিদ্যার নাম স্বভাব। স্বভাবই কর্ম্ম করে। কর্ম্মফলেও লিপ্ত হয়। অবিদ্যা মাত্র স্বভাবো হি করোতি লিপ্যতে ইতি ব্যবহারো ভবতি নতু পরমার্থতঃ। শোকমোহৌ সুখংদুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নোযথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্নতু বাস্তবী" ১১।১১-২ ভাগঃ।

অর্জ্জুন—'স্বভাব কর্ম্ম করে' ইহাও কি ঠিক নহে?

ভগবান্—"পরমাত্মা স্বভাবশূন্য" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২০২। একমাত্র তিনিই আছেন, অন্য কিছুই নাই। তথাপি বলিতে হইলে বলিতে হয়—স্বভাব বা পরা ও অপরা প্রকৃতি, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ। যিনি রূপাদি বিষয় হইতে চক্ষুরাদিকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই জানেন যে, স্বভাব বুদ্ধ্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ২০২ অধ্যায়ে আছে—যিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, কাল, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুরাগাদির কারণ তিনিই স্বভাব। স্বভাব ব্যাপ্য হইলেই জীবাখ্যা ধারণ করে; ব্যাপক হইলেই জীবই ঈশ্বর বা পরমাত্মা।

আর এক কথা স্মরণ রাখ—

"অবিচ্ছিন্ন চিদাত্মৈকঃ পুমানস্তীহনেতরৎ।
স্বসঙ্কল্পবশাদ্বদ্ধো নিঃসঙ্কল্পশ্চ মুচ্যতে॥ যোঃ বাঃ, মুমু ১।৩৬।

পরমাত্মাই আছেন। আপনার সহিত আপনি খেলা করিতেছেন। তিনি বদ্ধও নহেন মুক্তও নহেন "বদ্ধোমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ" ১১।১১-১ ভাগবত। তথাপি বলিতে গেলে বলিতে হয়, সঙ্কল্প দ্বারা তিনি আপনাকে আপনি বদ্ধ দেখান আবার সঙ্কল্প ক্ষয়দ্বারা আপনাকে আপনি মুক্ত দেখান। এ সমস্তই ভ্রমে। কর্ম্মও ভ্রমে হয়। সেই জন্য বলিতেছিলাম স্বভাব কর্ম্ম করে ইহা পরমার্থতঃ সত্য নহে।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২॥

শ রা রা
যথা সর্ব্বগতং সর্ব্ব ব্যাপ্যপি সর্ব্বৈর্ব্বস্তুভিঃ সংযুক্তমপি সৌক্ষ্ম্যাৎ

শ শ ম ম শ
বিজানন্তি তে পরংব্রহ্মপদার্থাত্মবস্তুস্বরূপং কৈবল্যং যান্তি গচ্ছন্তি

শ শ
ন পুনর্দ্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

উক্তরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।৩৪।

অর্জ্জুন—সমস্তই ত বলিলে—এইবারে উপসংহার কর।

ভগবান্—তাহাই করিতেছি।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ আছে। ক্ষেত্র জড়, কার্য্যের কর্ত্তা, বিকারযুক্ত, পরিচ্ছিন্ন। ক্ষেত্র পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিশিষ্ট এবং ইচ্ছাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ চেতন, অকর্ত্তা, অবিকারী, অপরিচ্ছিন্ন।

ভূতগণ প্রকৃতি দ্বারা আক্রান্ত। প্রকৃতির হস্ত হইতে ভূতগণের মোক্ষের উপায় আছে। যিনি জ্ঞান দ্বারা ইহা বুঝিতে পারেন, জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পান—তিনিই ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগোনাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ।

পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে॥
কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিত ভবাম্বুধিং
সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে॥ শ্রী-ধ০
পরাকৃতং মনদ্বন্দ্বং পরব্রহ্ম নরাকৃতি।
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহৎ॥ ম০

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥১॥

ম শ্রী
জ্ঞানানাং জ্ঞান সাধনানাঃ বহিরঙ্গানাং [তপঃ কর্ম্মাদি বিষয়াণাং]

ম শ ম
মধ্যে উত্তমং উত্তম ফলত্বাৎ মোক্ষহেতুত্বাৎ নত্বমানিত্বাদীনাং তেষা-

ম ম শ শ
মন্তরঙ্গত্বেনোত্তমফলত্বাৎ পরং শ্রেষ্ঠং পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ জ্ঞানং জ্ঞায়তে-

ম শ শ
ঽনেনেতি জ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানসাধনং ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ব্বেষু সর্ব্বেষ্ব-

শ ম শ্রী শ্রী
ধ্যায়েম্বসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি অহং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা

শ ম শ শ

প্রাপ্য অনুষ্ঠায় সর্ব্বেমুনয়ঃ মননশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ইতঃ অস্মাদ্দেহবন্ধনাৎ

শ্রী শ

পরাংসিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥১॥

শ্রীভগবান বলিলেন—[বহিরঙ্গ] জ্ঞানসাধন সমূহের মধ্যে উত্তম পরম-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানসাধন পুনরায় বলিতেছি। এই জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিয়া মুনিসকল এই দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কি বলিবে ?

ভগবান্—ত্রয়োদশে দুই একটি বিষয় কথঞ্চিৎ অস্পষ্ট আছে। ১৩।২৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে "যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তৎবিদ্ধি ভরতর্ষভ" বিশ্বে যাহা কিছু জন্মায় তাহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে। নিরীশ্বর সাংখ্যগণ বলেন—এই সংযোগ আপনা হইতে হয়। আমার মত এই যে এই সংযোগ ঈশ্বরাধীন, এই অধ্যায়ে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিব। আবার ১৩।২১ শ্লোকে বলিয়াছি—পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদ্ সদ্ যোনি জন্মসু ॥ পুরুষ বা জীব গুণসঙ্গ দ্বারা নানা যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলিব গুণ কি কি, কিরূপে জীবের গুণসঙ্গ হয়, গুণসঙ্গে কিরূপে পুরুষ বদ্ধ হয়, কোন কোন্ গুণে কিরূপে আসক্তি হয়। ১৩।৩৪ শ্লোকে বলিয়াছি "ভূত প্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্। কিরূপে প্রকৃতির হস্ত হইতে জীব মুক্তিলাভ করে তাহাও বলিব।

যদ্বারা পরমবস্তু লাভ হয় তাহাকেই জ্ঞান বলিয়াছি। অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধনকে জ্ঞান বলিয়াছি—ইহারা জ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন। তপকর্ম্মাদি বহিরঙ্গ সাধন হইতে ইহারা উৎকৃষ্ট। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আত্মজ্ঞানসাধনা বলিব ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

শ শ শ শ

ইদং যথোক্তং জ্ঞানম্ সাধনম্ উপাশ্রিত্য অনুষ্ঠায় মম পরমেশ্বরস্য

শ ম শ শ

সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতাং [অত্যন্তাভেদেন] আগতাঃ প্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ

ন তু সমানধর্ম্মতা সাধর্ম্ম্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদাঽনভ্যুপগমাদ্ গীতা-

শ

শাস্ত্রে। ফলবাদশ্চায়ং স্তুত্যর্থমুচ্যতে। সর্গেঽপি সৃষ্টিকালেঽপি

ম　　ম　　শ

হিরণ্যগর্ভাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি ন উপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে প্রলয়ে

শ　　শ　　শ　　ম

ব্রহ্মণোঽপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ব্যথাং নাপদ্যন্তে। ন চ লীয়ন্ত

ইত্যর্থঃ ॥২॥

এই জ্ঞানের সাধন অনুষ্ঠান করিলে আমার সাধর্ম্ম্য (ঈশ্বরত্ব) প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক সৃষ্টিকালে আর জন্মগ্রহণও করেন না, প্রলয়কালেও লয়-প্রাপ্ত হয়েন না। ২।

অর্জ্জুন—যে জ্ঞানসাধনের অনুষ্ঠান বলিবে তদ্দ্বারা কি জননমরণ অতিক্রম করা যায়?

ভগবান্—এইরূপ সাধক মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। আমার যেরূপ জননমরণ নাই, ইহাদেরও সেইরূপ কল্পারম্ভে জন্ম হয় না এবং মহাপ্রলয়েও নাশ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবেনা যে, জীবভাবে নিত্যত্ব লাভ হয়। ব্যাপ্য জীব আপন স্বরূপ ব্যাপক পরমাত্মভাব পাইলেই জননমরণস্রোত এড়াইতে পারেন। হিরণ্যগর্ভাদিরও নাশ আছে। একমাত্র পরমাত্মাই সৃষ্টি-লয়ের অতীত। জীব পরমপদ লাভ করিলেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন।

অর্জ্জুন—"মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এখানে সাধর্ম্ম্য কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ম　শ　　শ

ভগবান্—"মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। নতু সমান ধর্ম্মতা

শ

সাধর্ম্ম্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদাঽনভ্যুপগমাদ্ গীতাশাস্ত্রে। ফলবাদশ্চায়ং স্তুত্যর্থমুচ্যতে।

সাধর্ম্ম্য অর্থে মৎস্বরূপতা। সমান ধর্ম্মতা সাধর্ম্ম্য নহে। গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের কোন ভেদ নাই। জীবচৈতন্য যে স্বস্বরূপে আপনিই আপনি, ঈশ্বরও সেই অসঙ্গ, নির্গুণ, আপনিই আপনি। জ্ঞানলাভে ক্ষেত্রজ্ঞ যে, ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ তাহা জানা যায়। চৈতন্যকে জড় হইতে পৃথক্ নিশ্চয় করিতে পারিলেই, আপনিই আপনিভাবে বা স্বস্বরূপে অবস্থান হয়। জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিলে অত্যন্ত অভেদে মৎরূপতা প্রাপ্তি ঘটে। সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয় না, প্রলয়েও ব্যথিত হয় না—এরূপ বলা স্তুতির জন্য ফলশ্রুতিমাত্র।

অর্জ্জুন—ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব যেটি সেইটিই ত আপনিই আপনি ভাব, নিঃসঙ্গ ভাব। এই

অবস্থায় তিনি অবিজ্ঞাতস্বরূপ। তুমি কি বলিতেছ যে, তুমি যে জ্ঞানের কথা বলিবে তাহাতে এই স্বরূপে স্থিতি হইবে? জ্ঞানের ফল কি এই স্বরূপ-স্থিতি? না ইহা ধ্যানের ফল? জ্ঞান-যোগে বিশ্বরূপের উপাসনা আর ধ্যানযোগে স্বরূপস্থিতি এই ত পূর্ব্বে বলিয়াছ।

ভগবান্—পূর্ব্বে বলিয়াছি বিশ্বরূপের উপাসনা হইতেই আপনিই আপনি এই স্থিতিলাভ হয়। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে সাক্ষীচৈতন্যরূপে অনুভব করিতে পারিলেই, নিজে ঐ সাক্ষী-ভাবে স্থিতিলাভ করা যায়। জ্ঞান ও ধ্যানের সম্বন্ধ বড় নিকট। সেই জন্য "মম সাধর্ম্ম্য" এই কথাতে দুই অবস্থাই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আমার স্বরূপে স্থিতিই মুখ্য জ্ঞান বা ধ্যান ফল। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ সগুণব্রহ্মের যে ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামীত্ব, সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বাত্মত্ব এই সমস্ত ধর্ম্ম জ্ঞানীতে আসিয়া যায়। ফলে ধর্ম্ম যাহা তাহা সগুণ পর্য্যন্ত। নির্গুণ আত্মস্বরূপে স্থিতি যখন হয়, তখন ঐ স্বরূপতাই ধর্ম্ম। ওখানে গুণধর্ম্ম কিছুই নাই।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত! ॥ ৩ ॥

হে ভারত! মহৎ ব্রহ্ম (ম) সর্ব্বকার্য্যাপেক্ষয়াঽধিকত্বাৎ কারণং মহৎ। সর্ব্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুরূপাৎ (ম) বৃংহণরূপাৎ ব্রহ্ম। (ব) অভিব্যক্ত-সত্ত্বাদিগুণকং (ব) প্রধানং মহৎব্রহ্ম। তন্মহৎব্রহ্ম (শ্রী) মম ঈশ্বরস্য (ম) পরমেশ্বরস্য (শ্রী) সর্ব্বেশ্বরস্যাণ্ডকোটিস্রষ্টুঃ (ব) যোনিঃ গর্ভাধানস্থানং (ম) সর্ব্বভূতাভিব্যক্তিস্থানং যদ্বা মম ঈশ্বরস্য যোনিঃ প্রবেশস্থানং (নী) মহৎব্রহ্ম অথবা মম মদীয়ং (রা) কৃৎস্নস্য (রা) জগতো যোনিঃ যোনিভূতং যৎ মহৎব্রহ্ম তস্মিন্ মহতি (শ) ব্রহ্মণি (শ) যোনৌ অহং (শ) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরঃ (শ) গর্ভং

নী ম ম শ
স্বপ্রতিবিম্বরূপং অহং বহুস্যাং প্রজায়েতীক্ষণরূপং সঙ্কল্পং হিরণ্যগর্ভস্য

শ শ ম
জন্মনোবীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি ধারয়ামি

ম শ্রী শ
ইতিবা তৎসঙ্কল্পবিষয়ী করোমীত্যর্থঃ। প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকাম-

শ্রী শ শ্রী শ্রী শ শ
কর্ম্মাঽনুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগযোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়া-

ম ম ম
মীত্যর্থঃ। যথা হি কশ্চিৎ পিতা পুত্রমনুশয়িনং ব্রীহ্যাদ্যাহাররূপেণ

ম ম
স্বস্মিন্ লীনং শরীরেণ যোজয়িতুং যোনৌ রেতঃসেকপূর্ব্বকং

ম ম
গর্ভমাধত্তে, তস্মাচ্চ গর্ভাধানাৎ স পুত্রঃ শরীরেণ যুজ্যতে তদর্থং

ম ম
চ মধ্যে কললাদ্যবস্থা ভবতি, তথা প্রলয়ে ময়ি লীনমবিদ্যাকাম-

ম ম
কর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ কার্য্যকারণ-

ম ম
সংঘাতেন যোজয়িতুং চিদাভাসাখ্যরেতঃসেকপূর্ব্বকং মায়াবৃত্তিরূপং

ম ম
গর্ভমহমাদধামি তদর্থং চ মধ্যে আকাশবায়ুতেজোজলপৃথিব্যাদ্যুৎ-

ম শ শ শ রা
পত্ত্যবস্থাঃ। ততঃ তস্মাৎ যোনের্মূলকারণাৎ গর্ভাধানাৎ মৎ-

বি রা রা
কৃতাৎ গর্ভাধানাৎ মৎসঙ্কল্পকৃতাৎ প্রকৃতিদ্বয়সংযোগাৎ সর্ব্বভূতানাং

নী নী
সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবনধর্ম্মাণাং মহদাদীনাং হিরণ্যগর্ভাদীনাঞ্চ

রা শ নী
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামিতিযাবৎ সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ ভবতি। এতেন

নী না
চিৎপ্রতিবিম্ব সাপেক্ষত্বোপপাদনেন প্রকৃতেঃ সাংখ্যাভিমতং স্বাতন্ত্র্যং

নী
নিরস্তম্॥ ৩॥

হে ভারত! আমার গর্ভাধান স্থান মহৎব্রহ্ম [সত্ত্বরজস্তমগুণের সাম্যাবস্থা-রূপা প্রকৃতির সত্তামাত্রাত্মক আদি বিকার মহৎতত্ত্ব]। সেই মহৎব্রহ্মে আমি [ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্বয়যুক্ত শক্তিমান্ ঈশ্বর] বীজ নিক্ষেপ করি। [আমি গর্ভাধান করি বলিয়া] তাহা হইতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়॥৩॥

অর্জ্জুন—জ্ঞানলাভের অত্যুৎকৃষ্ট সাধনা যাহা, তাহাই আমাকে বলিবে বলিয়াছ। এই সাধনা মত অনুষ্ঠান করিলে, সৃষ্টিকালেও আর জন্মিতে হইবে না এবং প্রলয়ে সর্ব্বজীবের ধ্বংস হইলেও এরূপ সাধকের ধ্বংস আর হইবে না। প্রথম দুই শ্লোকে এই বলিয়া এই শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্ব আরম্ভ করিলে যে?

ভগবান্—প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে স্বতন্ত্র ইহা জানাই জ্ঞান। পুরুষ, প্রকৃতি হইতে আপনাকে পৃথক্ জানিয়া, যখন আপনার স্বরূপ যে আপনিই আপনি ভাব,—এই নির্গুণ অসঙ্গভাবে স্থিতি-লাভ করেন, তখনই তিনি সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে অবস্থান করেন। ইহাই মুক্তি। মুক্তিলাভ না হওয়াপর্য্যন্ত জীবকে প্রলয়েধ্বংস হইতে হইবে আবার সৃষ্টিকালে আধিব্যাধি জরামরণ-সঙ্কুল এই সংসারসাগরে পড়িতে হইবে। তবেই দেখ মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমেই বিয়োগ করা চাই। প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগই বিয়োগ। যোগ কিরূপে হয় জানিলে বিয়োগের কৌশল ধরা যায়। সেই জন্য বিচার করিতে হইবে প্রকৃতি পুরুষের যোগ কিরূপে হইল। প্রকৃতি ও পুরুষের যোগেই সমস্ত প্রাণী জন্মিয়াছে। শুধু প্রাণী কেন, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে যাহা কিছু জন্মিতেছে তাহাই প্রকৃতি-পুরুষের যোগে উৎপন্ন হইতেছে। জড় ও চেতনের যোগে এই সৃষ্টি। জড় হইতে চেতনকে পৃথক্ করিতে হইবে। দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। হংস যেরূপ জল হইতে দুগ্ধটুকু মাত্র পৃথক্ করিয়া আহার করে, পরমহংসগণও প্রকৃতিরূপ জলে পুরুষরূপ

যে দুগ্ধ মিশিয়া আছেন তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া আপনাকে আপনি উদ্ধার করেন। জড় হইতে চৈতন্যকে পৃথক্ করিবার সাধনাটি জ্ঞানের সাধন। এই সাধনাটি জানিতে হইলে, জড় ও চৈতন্য কিরূপে মিশিল ইহা জানা চাই। এইটি সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে তবে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিবার সাধনাটি জানা যায়। ফলে সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলেই জ্ঞানলাভ করা যায়। জ্ঞানের উদয় জন্য সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ আবশ্যকীয় বলিয়া, শাস্ত্র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা করেন। বেদ, (উপনিষদ্) মহাভারত, ভাগবতাদি পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি (মন্বাদি) সর্ব্ব গ্রন্থেই সৃষ্টিতত্ত্ব এই জন্য প্রথমেই আলোচিত। আমিও জ্ঞানের সাধনাটি তোমাকে বলিতেছি, তাই সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছি। প্রকৃতি, পুরুষকে বন্ধন করে কিরূপে ইহা জানিলে, প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষের মুক্তির কৌশলটি জানিতে পারিবে। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে নামিয়া জীব মাত্রেই আত্মবিস্মৃত। প্রকৃতি ইহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। এই ভুল ভাঙ্গিবার সাধনাটি জানিয়া অনুষ্ঠান কর মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—এখন বল প্রকৃতি-পুরুষের যোগ কিরূপে হয় ; এবং প্রকৃতি-পুরুষের যোগে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিই বা কিরূপে হয়।

ভগবান্— পিতা ও মাতার যোগে সন্তানের উৎপত্তি। আমি পিতা এবং মহৎব্রহ্ম মাতৃস্থানীয়া। মহৎব্রহ্মই ক্ষেত্র। আমি মহৎব্রহ্মরূপ উৎপত্তিস্থানে বীজাধান করি, তাহা হইতে প্রাণীগণের উৎপত্তি হয়।

অর্জ্জুন—মহৎ ব্রহ্ম ত মহত্তত্ত্ব। ইহা সত্ত্বরজস্তমগুণের সাম্যাবস্থারূপা অব্যক্ত প্রকৃতির সত্তামাত্রাত্মক আদ্যবিকার। মহত্তত্ত্বই সৃষ্টপ্রাণীর মাতৃস্থানীয়া বুঝিলাম। কিন্তু মহৎব্রহ্ম কি ? আসিল কিরূপে ? রূপক ছাড়িয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—মহৎব্রহ্ম হইতে প্রাণিগণের যে সৃষ্টি তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে মায়ার যে সৃষ্টি তাহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক। প্রথম সৃষ্টি স্বভাবতঃ হয়। দ্বিতীয় সৃষ্টি হয় বুদ্ধিপূর্ব্বক। মায়া বা শক্তি ব্রহ্মের উপর মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ ভাসেন। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। মায়াশক্তিও অনন্ত। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের একদেশে অনন্ত শক্তির এক অংশ মাত্র স্বভাবতঃ ভাসে। শক্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়।

সৃষ্টিশক্তি ও সৃষ্টির অতীত শক্তি। সৃষ্টিশক্তিই ত্রিগুণময়ী। এই ত্রিগুণময়ী সৃষ্টিশক্তিরূপা মায়া যখন ব্রহ্মের একদেশে ভাসেন, তখন ইহার সংস্রবে ব্রহ্ম খণ্ডমত, পরিচ্ছিন্নমত হয়েন। যেমন সুনীল আকাশে মেঘ উঠিলে, মেঘের তলে যে আকাশ তাহা পরিচ্ছিন্নমত বোধ হয় সেইরূপ। মায়ার সংস্রবে ব্রহ্ম তখন সগুণ ঈশ্বর, বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু সৃষ্টির অতীত যে শক্তি, ত্রিপাদ ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া থাকেন, সে শক্তিও নিগুর্ণা এবং সেই ব্রহ্মও নিগুর্ণ। নিগুর্ণব্রহ্মে স্থিতি লাভই উদ্দেশ্য। শ্রীগীতাতে আমিও তোমাকে গুণাতীত হইতে বলিতেছি। ইহাই মুক্তি। এই গুণাতীত অবস্থাতে স্থিতিলাভ করিবার জন্যই সগুণ উপাসনা। সগুণ ব্রহ্মই পুরুষোত্তম। সগুণ ব্রহ্মেরই দুই প্রকৃতি ক্ষর ও অক্ষর। প্রকৃতিও ক্ষর ও অক্ষর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে মহাভারত হইতে ইহা দেখাইয়াছি।

ব্রহ্মের একপাদ মাত্র সৃষ্টি-শক্তি-মায়ার সহিত জড়িত। অবশিষ্ট তিনপাদ সর্ব্বকালে সৃষ্টিসংসারের অতীত। ঐ তিনপাদকে বলা হয় অনাবৃত ব্রহ্ম, অসঙ্গ ব্রহ্মচৈতন্য, তুরীয় ব্রহ্ম, আধার-চৈতন্য, নিরুপাধি, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি। সৃষ্টি শক্তি-মায়ার সহিত মিলিত এক পাদকে বলা হয়—ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্যামী, বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর ইত্যাদি। ইনিই উত্তম পুরুষ। পুরুষ=পুরি বসতি। বসস্থানে উষ হইয়াছে।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ॥ ৭।২৫

এই পুরুষ গুণত্রয়ের যোগস্বরূপ যে যোগমায়া সেই যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। অব্যক্ত প্রকৃতি যোগমায়া যেন তাঁহার পুরীবিশেষ। তিনি তাহাতে বাস করেন বলিয়া পুরুষ। কাজেই নিগুর্ণ ব্রহ্মকে উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলা যায় না। যিনি আপনিই আপনি, যাঁহাতে অন্য কিছুই নাই—তিনি কাহাতে বাস করিয়া পুরুষ হইবেন? তখন পর্য্যন্ত পুরুষ নাম নাই। কিন্তু ব্রহ্ম মায়া আশ্রয় করিলে তাঁহাকে বলা হয় পুরুষ। আবার পুরুষের সহিত যে সত্ত্বরজস্তমগুণের সাম্যাবস্থারূপা অব্যক্ত প্রকৃতি তাহাই আদ্যাশক্তি। স্বভাবতঃ সৃষ্টিতে ব্রহ্ম হইলেন পুরুষ, মায়া হইলেন অব্যক্ত। এই অব্যক্তই সাম্যাবস্থা ; প্রধান ; প্রকৃতি আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি জড়িত পুরুষই অর্দ্ধনারীশ্বর। ইহাকেই কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি : নাম দেওয়া হয়। শ্রীগীতাতে আমিই এই মহেশ্বর, এই উত্তম পুরুষ। শ্রীচণ্ডীতে আমিই শ্রীদুর্গা, শ্রীঅম্বিকা, শ্রীকালী ইত্যাদি।

ব্রহ্ম হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি তাহা স্বাভাবিক। এই পর্য্যন্ত, যিনি প্রকৃতি তিনিই পুরুষ। অর্দ্ধনারীশ্বরের কোনটি পুরুষ কোনটী প্রকৃতি ভেদ নাই। পুংশক্তি=স্ত্রীশক্তি।

এই সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। সারদা তিলক বলেন—"পরঃ শক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ। বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥ বিন্দুঃ শিবাত্মকঃ বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ। সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমঃ বিশারদৈঃ॥ স চ বিন্দু শিবশক্ত্যুভয়াত্মকঃ॥ ক্ষোভ্যক্ষোভক সম্বন্ধ রূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্মতয়া বিন্দুসংজ্ঞঃ। শক্ত্যাত্মতয়া বীজসংজ্ঞঃ। সম্বন্ধ রূপেন নাদসংজ্ঞঃ॥

পরব্রহ্ম শক্তিময়। সৃষ্টিসময়ে ইনি বিন্দু, নাদ ও বীজ এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন। বিন্দু শিবাত্মক ; বীজ শক্ত্যাত্মক ; নাদ উভয়াত্মক।

ব্রহ্ম হইতে যে মায়ার আবির্ভাব, সেই সঙ্গে সঙ্গে মায়াগ্রহণ হেতু যে ব্রহ্মের পুরুষ নাম গ্রহণ—ইহা স্বাভাবিক সৃষ্টি। ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি। মায়া ও পুরুষ হইতে অব্যক্তের আবির্ভাব হয়। এই অব্যক্তই বিন্দু। ইহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (অকার্য্যাবস্থা—সাম্য=সঙ্কোচ)। বৈশেষিক-দর্শনোক্ত পরমাণু ও ত্রিগুণ সমান পদার্থ। প্রকৃতিই পরমাণু, চৈতন্যই পুরুষ।

ব্রহ্ম হইতে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব—এই পর্য্যন্ত শক্তিতত্ত্ব। বিন্দুর মধ্যে চিদংশ আছে, অচিৎ অংশ আছে, এবং চিদচিন্মিশ্রাংশ আছে। বিন্দুর চিদংশ শিবাত্মক। বিন্দুর

অচিদংশ শক্ত্যাত্মক। ইহা বীজ। বিন্দুর চিদ্ চিদ্ মিশ্রাংশটি নাদ। ইহাই শব্দ ও অর্থ উভয় সংস্কাররূপা অবিদ্যা।

ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তির নাম মায়া। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ মায়া ও পুরুষের যেমন আবির্ভাব হয়, সেইরূপ মায়া হইতেও স্বভাবতঃ অব্যক্তের আবির্ভাব হয়। এই অব্যক্তই সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের সাম্যাবস্থা, ইহাই প্রকৃতি, ইহাই প্রধান, ইহাই স্বভাব। মায়া, মহামায়া ও যোগমায়া এই অব্যক্ত।

এই যে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা—এই সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হয় কিরূপে? সাংখ্য বলেন পুরুষ নিষ্ক্রিয় তিনি নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহার সান্নিধ্য মাত্রে প্রকৃতির পরিণাম হইতে থাকে।

কালাদেঃ কর্ম্মবদ্বা স্বতঃ প্রধানস্য চেষ্টিতং সিদ্ধ্যতি। কালবশে ঋতুপরিবর্ত্তনের ন্যায় প্রধানের গুণক্ষোভ আপনি আপনি হয়। ইহাও স্বভাবতঃ। প্রধানের পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ। প্রধানের পরিণাম (মহৎব্রহ্মের নহে) যে স্বতঃসিদ্ধ, ঈশ্বর কর্ত্তৃক নহে তাহা আমার ভক্ত শঙ্করও বলিয়াছেন। যথা "ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থং প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে এবং প্রধানমচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি। সাংখ্যানং ত্রয়োগুণাঃ সাম্যেনাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানং; নতু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিদ্ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতমস্তি। ২।২।৩৫ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য। শ্রীগীতার সহিত এই মতের বিরোধ নাই। শ্রীগীতা মহৎব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতির সত্তামাত্রাত্মক আদ্যবিকার হইতে যে সৃষ্টিবিস্তার তাহাই ঈশ্বর-সাপেক্ষ বলিতেছেন। প্রধান বা প্রকৃতির গুণ ক্ষোভকে ঈশ্বর সাপেক্ষ বলিতেছেন না।

প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশালিনী প্রকৃতির আদ্য-পরির্ত্তন বা পরিণাম যাহা তাহাই মহৎ ব্রহ্ম। সৃষ্টিশক্তির প্রথম বিকাশই এই মহৎ। ঈশ্বরের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় বুদ্ধিশক্তির নামই মহৎ বা মহৎতত্ত্ব বা মহৎব্রহ্ম বা অপরা প্রকৃতি। এই পর্য্যন্ত সৃষ্টি স্বাভাবিক। মহত্তত্ত্বের পরে যে সৃষ্টি তাহাই ঈশ্বর-সাপেক্ষ। মহৎব্রহ্মই মাতৃস্থানীয়া। ঈশ্বর মহৎব্রহ্মেই বীজাধান করেন।

এখন দেখ মহৎব্রহ্মে গর্ভধান কি? শুধু শক্তি হইতে কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না। শক্তি আছে কিন্তু ইচ্ছা নাই, ইহাতে সৃষ্টি নাই। যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁহাতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আছে তাহাও বলা যায় না, অথবা নাই তাহাও বলা যায় না। আবার তাঁহাতে শক্তি আছে ইহাও বলা যায় না, বা নাই তাহাও বলা যায় না। এই জন্য নির্গুণ ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত স্বরূপ। নির্গুণব্রহ্ম সৃষ্টিশক্তির সহিত যুক্ত হইয়াই সগুণ হয়েন। সগুণ ব্রহ্মে যে সৃষ্টিশক্তির প্রথম বিকাশ তাহাই মহৎতত্ত্ব। পুরুষে শক্তি আছে কোন সঙ্কল্প নাই এক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় না। শক্তির সহিত সঙ্কল্প যুক্ত হওয়া উচিত। পুরুষের সৃষ্টিবিষয়ক যে ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প তাহাই মহান্‌কে কার্য্য করায়। কিন্তু অব্যক্ত শক্তির প্রথম বিকাশরূপ মহৎব্রহ্ম পর্য্যন্ত সৃষ্টি স্বাভাবিক। ইহা পুরুষের সন্নিধি মাত্রেই হয়। ইহাতে ঈক্ষণ নাই। ঈক্ষণ হয় মহৎব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি আরম্ভ জন্য। মহৎব্রহ্মকে ব্রহ্মা বলা হয়। "তপঃ অতপ্যত" "যা জগৎসৃষ্টিবিষয়ামালোচনামকরোৎ"। ঈক্ষণ তপস্যা। সৃষ্টিকর্ত্তা তপস্যা দ্বারা সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরঃ ব্রহ্মা ইত্যাদি।

মহৎ ব্রহ্মই ক্ষেত্র। ইহাতে আমার ঈক্ষণ, তপস্যা বা আলোচনাই বীজরূপে পতিত হইয়া সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করে। মহেশ্বর আমি—আমিই মহৎব্রহ্মরূপ ক্ষেত্রে, আমার ঈক্ষণ সঙ্কল্প বা আলোচনারূপ ক্ষেত্রজ্ঞকে যুক্ত করি। এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ হয়। ইহাই প্রকৃতি-পুরুষের যোগ। ইহা হইতেই সৃষ্টি। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ ইহা ঈশ্বর পরতন্ত্র। সাংখ্যেরা এই সংযোগকে যদি স্বতন্ত্র বলেন, তবে শ্রীগীতা তাহা সমর্থন করেন না। সর্ব্বমুৎ-পাদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ উৎপদ্যতে। ঈশ্বর পরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জগৎ-কারণত্বং নতু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ ইত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্থত্বং গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তম্ শক্তিতে সঙ্কল্পের আধানই যে বীজাধান ইহা কি এখন বুঝিলে ?

দধাম্যহম্—এখানে অহং কে ? না ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্বয় শক্তিমান্ ঈশ্বরঃ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দুই শক্তি বিশিষ্ট ঈশ্বর। ইনি পুরুষোত্তম। ইনি কিন্তু আপনিই আপনিরূপ অসঙ্গ নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। যদিও ইনি আপনার আপনিই আপনি রূপ নির্গুণ ভাব হইতে কখনও পৃথক্ হন না, যদিও সগুণ হইলেও অথবা জীবভাব ধারণ করিলেও ইনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা নির্গুণ—তথাপি গুণবান্ মত হইয়া ইনি যেন আপনিই আপনি ভাব বিস্মৃত হয়েন—তাহাতেই সগুণ বিশ্বরূপ ধারণ করেন; তাহাতেই ইনি কখন মায়াধীশ ঈশ্বর, কখন মায়াধীন জীব। ঈশ্বর ও জীব মূলে কিন্তু সেই আপনিই আপনি, অসঙ্গ, নির্গুণ, নিরুপাধি ব্রহ্মই।

অর্জ্জুন—"মম যোনির্মহৎব্রহ্ম" এস্থানে মম অর্থে কি বুঝায় ?

ভগবান্—যোনি অর্থে উৎপত্তিস্থান। আমি অর্দ্ধনারীশ্বর। কাজেই আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ। যাঁহারা আমাকে পুরুষভাবে দেখেন, তাঁহারা বলিবেন যে ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ করিয়া আমি মহৎব্রহ্মকে গর্ভবতী করি, যে মহৎব্রহ্মরূপ যোনি হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি, তাহাই মম যোনি।

"মম যোনিঃ" ইহার অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে।

(১) মম যোনিঃ মদীয়ং কৃৎস্নস্য জগতো যোনিঃ আমার সমগ্র জগতের যোনিভূত মহৎব্রহ্ম।

(২) মম যোনিঃ আমি ঈশ্বর। আমার যোনি অর্থাৎ প্রবেশস্থান। মহৎব্রহ্মে আমি প্রবেশ করিয়াই বহুরূপে উৎপন্ন হই, সেই জন্য মহৎব্রহ্মই আমার যোনি।

(৩) অর্দ্ধনারীশ্বরের প্রকৃতিভাগে যাঁহারা লক্ষ্য করেন তাঁহারা বলেন, মহৎব্রহ্মই অনির্ব্বচনীয়া অব্যক্ত প্রকৃতির যোনি। আমার যোনিতে আমি পুরুষরূপেই সঙ্কল্প ধারণ করিয়া, আপনাকে আপনি বহুরূপে সৃষ্টি করি। মূল কথা বুঝিলে যে ভাবেই ব্যাখ্যা কর তাহাতে কোন দোষ হয় না। শেষের ব্যাখ্যায় "দধামি" অর্থে "ধারয়ামি" বেশ সংলগ্ন হয়। প্রথমের ব্যাখ্যায় দধামি অর্থে "নিক্ষেপ করি" এইরূপ হইবে।

অর্জ্জুন—গর্ভটা কি তাহা একরূপ বুঝিয়াছি, তথাপি আর একবার বল।

ভগবান্—গর্ভ কথাটিও একাধিক ভাবে বুঝিতে পার।

(১) অহং বহুস্যাং প্রজায়েতীক্ষণরূপং সঙ্কল্পম্। আমি বহু হইব—এই সঙ্কল্পটিই গর্ভ।

মহৎব্রহ্মই শক্তি। শক্তিতে সঙ্কল্প যুক্ত করিলেই শক্তি প্রসব করে, নতুবা করে না। শক্তি আছে, ইচ্ছা বা সঙ্কল্প নাই, ইহাতে সৃষ্টি হয় না। যাহা করিতে হইবে তাহার সঙ্কল্প বা আলোচনা দ্বারা যথার্থ সৃষ্টি হয়। সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মা সেই জন্য তপস্যা বা আলোচনা বা সঙ্কল্প করিয়া সৃষ্টি করেন। "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। পূর্ব্বে বলিয়াছি "তপঃ অতপ্যত" অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির বিষয় আলোচনা করিলেন। এই জগৎসৃষ্টিবিষয়ক আলোচনাই তপস্যা, ঈক্ষণ ইত্যাদি।

(২) স্বপ্রতিবিম্বরূপং গর্ভং। আমার সঙ্কল্পই আমার প্রতিবিম্ব। প্রকৃতিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িলে সৃষ্টি হয়।

অর্জ্জুন—শক্তিতে সঙ্কল্প যুক্ত হইলে সৃষ্টি হয়। সঙ্কল্পটাকে লোকে মিথ্যা বলে। তুমি ত অতিশয় প্রাধান্য দিতেছ।

ভগবান্—সঙ্কল্প অকিঞ্চিৎকর পদার্থ নহে। ভগবতী শ্রুতি সঙ্কল্পকে কিরূপ প্রাধান্য দিয়াছেন দেখ—তানি হ বৈতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লৃপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশঞ্চ সমকল্পন্তামাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষ সংকল্পতে বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যাম্ অন্নং সংকল্পতেঽন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্ম্মণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে স এষ সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পমুপাস্বেতি। স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে সংক্লৃপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। ছান্দোগ্য।

"সঙ্কল্পই মন প্রভৃতির আশ্রয়, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয় সঙ্কল্পমূলক, সঙ্কল্পে জগৎ সৃষ্ট হয়, সঙ্কল্পে জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্কল্পে জগৎ প্রলীন হইয়া থাকে, শৈত্য ও তেজের বা অগ্নি ও সোমের সঙ্কল্পে জল বাষ্পাকার ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন করে এবং পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে আগমন করে, বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণের সঙ্কল্প, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্রের সঙ্কল্প, মন্ত্রের সঙ্কল্পে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সঙ্কল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সঙ্কল্পে লোকের সঙ্কল্প এবং লোকের সঙ্কল্পে জগতের সঙ্কল্প হইয়া থাকে। অতএব সঙ্কল্পের উপাসনা কর। যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতে পারে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্পতত্ত্ব অবগত হইয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারে, সে কামচার হয়, তাহার কোন কামনা অতৃপ্ত থাকে না। কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে"। শুনিলে সঙ্কল্প কি? সঙ্কল্পরূপে আমি ক্ষেত্রজ্ঞই মহৎব্রহ্মরূপ ক্ষেত্রে গমন করি—অথবা বীজাধান করি। সঙ্কল্প কিছু নয় বলিলে চলিবে কেন? অর্জ্জুন। সৃষ্টিতত্ত্ব পূর্ব্বেও বহুরূপে বলিয়াছি। এখন এই জ্ঞানকাণ্ডে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলাম বুঝিলে?

অর্জ্জুন—একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলে আরও ভাল হয় বোধ হইতেছে।

ভগবান্—অর্জ্জুন! অজ্ঞানীর উপর তোমার কৃপা দেখিয়া আমি কতই আনন্দিত হইতেছি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

জীব অনুশয় অর্থাৎ মৃত্যুকালে জীব অন্তিম কামনা সহ মহৎব্রহ্মে লীন হয়। মহৎব্রহ্ম অব্যক্তে লীন থাকেন। যেমন কোন পিতা ব্রীহি যবাদি আহার দ্বারা স্বীয় শরীরে প্রবিষ্ট ও লীন অনুশয় পুত্রকে দেহের সহিত যুক্ত করিবার জন্য স্ত্রীর গর্ভে রেতঃসেক পূর্ব্বক গর্ভাধান করেন, সেই গর্ভাধান জন্য পুত্র শরীর প্রাপ্ত হয় সেইরূপ প্রলয়ে আমাতে লীন অবিদ্যা-কামকর্ম্মানুশয়বন্ধন্ ক্ষেত্রজ্ঞকে সৃষ্টি সময়ে সর্ব্বেশ্বর আমি ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত কার্য্যকারণ সংযোগ দ্বারা যুক্ত করিবার জন্য মহৎব্রহ্মে চিদাভাসরূপ রেতঃসেক করি। ইহাই গর্ভাধান। এই গর্ভাধান হইতে আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিব্যাদির সৃষ্টি হয়। বুঝিলে?

অর্জ্জুন—আর একটি কথা আছে। তুমি পুরুষোত্তম। সাংখ্যেরা পুরুষ পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন। তুমি বলিতেছ তুমি উত্তমপুরুষ। ক্ষরপুরুষ বাহ্যাত্মা। অক্ষরপুরুষ অন্তরাত্মা আর যিনি পুরুষোত্তম তিনিই পরমাত্মা। আত্মোপনিষদ্। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপরেও শ্রীগীতা পুরুষোত্তম বা নিগুর্ণব্রহ্ম উল্লেখ করিতেছেন। ইহা কি শ্রুতিসিদ্ধ?

ভগবান্—পুরুষ, প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চমহাভূত সাংখ্য এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ পতঞ্জলি ইহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব যুক্ত করিয়া তত্ত্বসংখ্যা ২৬টি করিতেছেন। শ্রুতি ইহার উপরে আর একটি তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রুতি বলেন :—"স্তূয়তে মন্ত্রসংযুক্তৈরথর্ব্ববিহিতৈর্ব্বিভুঃ।
তৎ ষড়্বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশং তথা পরে॥
পুরুষং নিগুর্ণং সাংখ্যমথর্ব্বাণং শিরো বিদুঃ॥ চুলিক ১৩-১৪

২৬ তত্ত্বটি পরমেশ্বর, অন্তর্যামী, মহেশ্বর, ঈশ্বর ইত্যাদি। ইনি অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মা মায়াধীশ। কিন্তু যিনি মায়ার অতীত, যিনি নিগুর্ণ, যিনি আপনিই আপনি —সেই অবিজ্ঞাতস্বরূপ তুরীয়ব্রহ্মই সপ্তবিংশতত্ত্ব। জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম আপনস্বরূপে নিগুর্ণ। আপনি আপনি ভাবটি মায়াতীতব্রহ্ম। তিনি গুণ আশ্রয়ে মায়াধীশ। গুণের অধীন যে চৈতন্য তিনিই জীব। মায়াধীশ যিনি তিনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যজন্য অবতার গ্রহণ করেন।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

শ্রী ম
হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু সর্ব্বাসু যোনিষু দেবপিতৃমনুষ্য

ম যা ম
পশুমৃগাদিসর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্ত্তয়ঃ শরীরাণি জরায়ুজ-অণ্ডজ-স্বেদজ-

ম　　শ্রী
উদ্ভিজ্জাদি-ভেদেন. বিলক্ষণ বিবিধসংস্থানাস্তনবঃ সম্ভবন্তি উৎপদ্যন্তে

ষা　শ　নী
জায়ন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং ব্রহ্মমহৎ মহতোব্রহ্ম ব্রহ্মমহৎ [রাজদন্তাদি-

ত্বাদুপসর্জ্জনস্যপরনিপাতঃ] মহৎব্রহ্ম (অপরা) প্রকৃতিঃ যোনিঃ মাতৃ-

শ্রী　শ　ষা　ম　ম　ষা
স্থানীয়া কারণং অহং তু পরমেশ্বরঃ বীজপ্রদঃ গর্ভাধানস্যকর্ত্তা তত্ত-

দ্দেহরূপাঙ্কুরহেতুভূতচেতনপুঞ্জরূপবীজপ্রদঃ পিতা জনকঃ ॥৪॥

হে কৌন্তেয়! সমুদায় যোনিতে যে সমস্ত মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহৎব্রহ্ম বা প্রকৃতি (অপরা) তাহাদের মাতৃস্বরূপিণী, এবং আমি (পুরুষ) বীজপ্রদ গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥৪॥

ভগবান্—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথমেই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বুঝাইব বলিয়াছিলাম। তাহা একরূপ বলিয়াছি। এখন এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা—যে কোন যোনিতে যাহা কেন উৎপন্ন হউক না ঈশ্বর 'আমি'—আমিই সেখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ করিয়া দিই। প্রকৃতি ও পুরুষের যোগ আমার ইচ্ছাধীন। পরব্রহ্মে যখন মায়ার উদয় হয়—হইয়া যখন ব্রহ্ম ও মায়া, প্রকৃতি ও পুরুষ হয়েন, যখন পুরুষ আমি মায়াকে স্বীকার করি, যখন তাহাতে প্রথম শোভনাধ্যাস করি, তখন হইতেই সৃষ্ট চলিতে থাকে সেইজন্য বলিয়াছি আমি আমার প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া জগৎ রচনা করি—কখন বলা হয় আমার আশ্রয়ে আমার মায়া আমাকে বিষয় করিয়া বহুরূপে নৃত্য করেন। মূল কথা আমি বহু হইব এই ইচ্ছা করি। তাহা আমি সত্যসঙ্কল্প—সঙ্কল্পমাত্র কার্য্য হইয়া যায়। একজন মানুষের সমস্ত সঙ্কল্প যদি সত্য হয় তবে কিরূপ বিচিত্র সৃষ্ট হয় ভাবিয়া দেখ। আমার সঙ্কল্পে যে বিচিত্র রচনা হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? ফলে এই জগৎ আমার উপরেই কল্পিত এই জগৎ মনোবিলাস মাত্র। ভাগবতে বলিতেছেন

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমানঞ্চ বিদ্ধিমায়া মনোময়ম্॥ ১১স্ক ৭অ ৫ শ্লো।

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন সঙ্কল্প ঘন হইয়াই এই স্থূল জগৎ। সঙ্কল্পের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা স্থূল কার্য্য হয়। স্থূল যাহা কিছু তাহার মূলে সূক্ষ্ম সঙ্কল্প আছে।

অর্জ্জুন—এবার কি বলিবে?

ভগবান্—গুণের বন্ধন কি অর্থাৎ প্রকৃতি সঙ্গে পুরুষের সংসার কিরূপ হয় তাহাই বলিব।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥

হে মহাবাহো সত্ত্বংরজস্তম ইতি এবং নামানো গুণাঃ (শ) গুণা ইতি (শ) পারিভাষিকঃ শব্দো ন রূপাদিবদ্দ্রব্যাশ্রিতাঃ (শ)। নচ গুণগুণিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতম্ (শ)। তস্মাৎ গুণা ইব নিত্যপরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যবিদ্যাত্মকত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞং নিবধ্নন্তীব। তমাস্পদীকৃত্যাত্মানং প্রতিলভন্ত ইতি নিবধ্নন্তীত্যুচ্যতে (শ) তে চ গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ (শ্রী) সন্তঃ (শ) ভগবন্মায়াসম্ভবাঃ সন্তঃ (শ্রী)। গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ। তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্ত্বেনাঽভিব্যক্তাঃ সন্তঃ (শ্রী) দেহে প্রকৃতিকার্য্যে (ম) শরীরে (শ) দেহিনং দেহতাদাত্ম্যাধ্যাসমাপন্নং (ম) জীবং (ম) পরমার্থতঃ সর্ব্ববিকারশূন্যত্বেন অব্যয়ং (ম) নিবধ্নন্তি স্বকার্য্যৈঃ (শ্রী) সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ (শ্রী)। নির্ব্বিকারমেব (ম)

ম
সন্তং সবিকারবত্তয়োপদর্শয়তীব ভ্রান্ত্যা জলপাত্রাণীব দিবিস্থিতমাদিত্যং

ম
প্রতি বিম্বাধ্যাসেন স্বকম্পাদিমত্তয়া—যথা চ পারমার্থিকোবন্ধো নাস্তি

ম
তথা ব্যাখ্যাতং প্রাক্ শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যত

ম
ইতি ॥৫॥

হে মহাবাহো! সত্ত্ব রজস্তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া অব্যয় দেহীকে দেহে বদ্ধ করে ॥৫॥

অর্জ্জুন—এখন বল গুণ কোথা হইতে জন্মে এবং গুণের বন্ধন কি?

ভগবান্—সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। "এই তিন গুণ "অক্ষুব্ধ ভাবে অবস্থান করিলে যাহা হয় তাহাকে প্রকৃতি বা অব্যক্ত নাম দেওয়া যায়"। অঙ্গ ও অঙ্গীর ন্যায় প্রকৃতি ও গুণের সম্বন্ধ।

অর্জ্জুন—গুণের বন্ধন কি?

ভগবান্—"সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনটি মনুষ্যের শত্রু। হর্ষ প্রীতি ও আনন্দ এই তিনটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। বিষয়-বাসনা ক্রোধ এবং দ্বেষাভিনিবেশ এই তিনটি রজোগুণের বৃত্তি এবং শ্রম তন্দ্রা ও মোহ এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি। এই হর্ষাদি দ্বারা বন্ধন হয়। সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া বর্ত্তিকাতৈল ও বহ্নিশিখার ন্যায় একত্রে বস্তু প্রকাশ করে। সত্ত্বরজ তম এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি প্রণালী স্ব স্ব বিষয় প্রবাহিত করিয়া জীবাত্মাকে আক্রমণ করে; এতন্মধ্যে রজ হইতে দুঃখ, তমঃ হইতে মোহ জন্মে; সত্ত্ব হইতে সুখ জন্মে—সুখও বন্ধন বটে। তমঃ আক্রমণে অপ্রবৃত্তি বা অনিচ্ছা হয়, ইহাতে বস্তুর প্রকাশ হয় না। রজ আক্রমণে বিষয় বাসনার প্রবৃত্তি ছুটিতে থাকে তাহাতে ঈষৎ প্রকাশ হইলেও অন্য প্রকার আচ্ছাদন পড়ে কিন্তু সত্ত্বগুণে অনিচ্ছা বা ইচ্ছার কোনই প্রতিবন্ধক না থাকায় বস্তুটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। এই গুণসংযোগে জীবাত্মা দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হয়েন, শোক ও মোহাদিতে আবদ্ধ হয়েন।

অর্জ্জুন—গুণ কোথা হইতে আইসে তাহা ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—পূর্ব্বে ব্রহ্ম এবং শক্তি সম্বন্ধে অনেকবার বলিয়াছি। ব্রহ্ম চেতন; শক্তি চেতাভাব। চেতনে যে চেত্যভাব তাহা স্পন্দধর্ম্মী। অগ্নির যেমন উত্তাপ, সূর্য্যের যেমন দীধিতিঃ,

চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা, সেইরূপ চেতনেরও একটি চেত্যভাব আছে। শক্তি ব্রহ্মে সহজা। শাস্ত্র বলেন

পাবকস্তোষ্ণতে বেয়ং উষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।

চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা॥

পূর্ব্বে ৭।৫ শ্লোকে ইহা বলিয়াছি। দাহিকা শক্তি অগ্নি ভিন্ন থাকে না কিন্তু অগ্নি দাহিকা-শক্তিকে নিজ অঙ্গে অব্যক্তাবস্থায় রাখিতে পারেন। অগ্নি ও দাহিকাশক্তির অভিন্ন ভাবে স্থিতি যাহা, ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্ন ভাবে স্থিতিও তাই। এইজন্য শক্তিমান্ ও শক্তির অভিন্ন ভাবে স্থিতিই পরমাত্মভাব—আপনি আপনি ভাব। মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ হয় ব্রহ্ম হইতে মায়ার বা শক্তির উদ্ভবও স্বাভাবিক। মায়ার উদ্ভবে ব্রহ্মের যে বিবর্ত্ত তাহাই পুরুষ, ঈশ্বর। ঈশ্বরে জড়িত যে মায়া তাহাই প্রকৃতি। প্রকৃতি অব্যক্ত। শক্তি স্পন্দনাত্মিকা। আদি স্পন্দন সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কি? সর্ব্বদা পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া—সর্ব্বদা চলন হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। এই জন্য ইহাকে স্পন্দধর্ম্মিণী বলা হয়। স্পন্দন, চলন বা গতি কি কখন স্থিতিকে না লইয়া হইতে পারে? সমুদ্রের তরঙ্গ—ইহা কি কখন জল না লইয়া হইতে পারে? সঙ্কল্প কি কখন চেতনের বক্ষ ভিন্ন ভাসিতে পারে? অথচ স্থিতি স্থিতিই থাকেন—তথাপি তাঁহার উপর একটা গতি ভাসে মাত্র। এইজন্য শক্তিকে মায়া বলা হইয়াছে। সঙ্কল্প বা স্পন্দন বা গতি যখন উৎপন্ন মাত্র হইয়াছে কিন্তু গতি তখনও রুদ্ধা বস্থায়, স্পন্দনের সেই রুদ্ধাবস্থাটি তম। অবরুদ্ধভাবটি অপ্রবৃত্তি। রুদ্ধাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবৃত্তি অবস্থা আছে সেইটি রজ। স্পন্দনের প্রকাশ অবস্থা যেটি সেইটি সত্ব। প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ ইহারাই সত্ব রজ ও তম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এইগুলি গুণ। গুণ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। "গুণ আমন্ত্রণে" আমন্ত্রণার্থক এই গুণ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া গুণ পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা আমন্ত্রিত, অভ্যস্ত, গুণিত বা পুনঃ পুনঃ ব্যাবর্ত্তিত হয় তাহাই গুণ। গুণৈরিতি গুণ্যন্তে অভ্যস্যন্তে ইতি গুণাঃ। অভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেনানুষ্ঠানম্। অভি+অস+ঘঞ্। আভিমুখেনাস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি অভ্যাসঃ। কোন এক ।·ষয়কে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে যাহা পুনঃপুনঃ ক্ষিপ্ত হয় তাহাই অভ্যাস।

প্রথমে ত গুণত্রয় বিভাগ থাকে না। কিন্তু যখন সত্তামাত্রাত্মক-গুণত্রয় সাম্যাবস্থার প্রথম পরিণতি মহৎব্রহ্ম জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন তখন সত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণে মহৎ-ব্রহ্ম গুণিত বা ব্যাবর্ত্তিত হয়েন।

মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্বং রজস্তমঃ ইতি। সত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী। সত্ব মধ্যে, রজস্তমঃ দুই পার্শ্বে।

ভগবান্ মনু বলেন আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ তমই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সৃষ্টি তখন অন্ধকার, অপ্রজ্ঞাত, লক্ষণশূন্য অবিতর্ক, অবিজ্ঞেয়, সর্ব্বত্র গাঢ়নিদ্রার ন্যায়। তমের সঙ্গেই প্রকাশ ইচ্ছা, ইহা রজঃ, পরে প্রকাশ, ইহা সত্ব। স্পন্দনের দ্বারা জলপতিত সূর্য্যবিম্বের চলন হয় কিন্তু ব্রহ্মসূর্য্যের চলন হয় না।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ। ॥৬॥

শ্রী   শ   শ্রী
হে অনঘ ! নিষ্পাপ ! অব্যসন ! তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে নির্ম্মলত্বাৎ

শ্রী   শ্রী   ম   ম
স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব চিদ্বিম্বগ্রহণযোগ্যত্বাদিতিযাবৎ প্রকাশকম্

শ্রী   ম   ম   ম
ভাস্বরং চৈতন্যাভিব্যঞ্জকং চৈতন্যস্য তমোগুণকৃতাবরণতিরোধায়কং

শ   ম   ম
অনাময়ম্ নিরুপদ্রবং আময়ো দুঃখং তদ্বিরোধি সুখস্যাপি ব্যঞ্জকমিত্যর্থঃ

শ্রী   শ্রী
সত্ত্বং সুখসঙ্গেন শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি

শ্রী   শ্রী   শ্রী
জ্ঞানসঙ্গেন চ প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি।

শ্রী
অহং সুখী জ্ঞানী চ ইতি মনোধর্ম্মাং স্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে

শ্রী   শ
সংযোজয়তীত্যর্থঃ। বধ্নাতি কথং ? সুখসঙ্গেন। সুখ্যহমিতি বিষয়-

ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণ্যাত্মনি সংশ্লেষাপাদনেনৈব। মমৈব সুখং জাত-

শ   শ
মিতি মৃষৈব সুখেন সঞ্জনমিতি। সৈষাঽবিদ্যা। নহি বিষয়ধর্ম্মো

শ
বিষয়িণো ভবতি। ইচ্ছাদি চ ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম্ম ইত্যুক্তং

শ
ভগবতা। অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া বিষয়বিষয়িবিবেকলক্ষণয়া-

শ শ
ঽস্যাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তীব সক্তমিব করোতি। অসুখিনং সুখিনমিব।

ম ম
তস্মাদবিদ্যামাত্রমেতদিতি শতশ উক্তং প্রাক্ ॥৬॥

হে বাসনহীন অর্জ্জুন! এই তিন গুণের মধ্যে নির্ম্মলত্ব হেতু স্ফটিক-মণির ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, প্রকাশক, শান্ত, সত্ত্বগুণ জীবচৈতন্যকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তিতে বদ্ধ করে ॥৬॥

অর্জ্জুন—সত্ত্বগুণ কিরূপে জীবকে বদ্ধ করে?

ভগবান্—গুণের দ্বারাই দেহের সহিত দেহীর বন্ধন ঘটে। সত্ত্বগুণ কিরূপে বন্ধন করে দেখ। সত্ত্বগুণনিতান্ত নির্ম্মল। নির্ম্মল বলিয়াই জ্ঞানের মত ইহার প্রকাশ ধর্ম্ম রহিয়াছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় বলিয়া ইহা প্রতিবিম্ব ও জ্যোতি গ্রহণ করিতে পারে। সত্ত্বগুণ শান্ত, রজ ও তমের মত বুদ্ধিকে ঢাকিয়া রাখে না। তজ্জন্য ইন্দ্রিয়াদির কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। এজন্য ইহা উপদ্রবশূন্য।

যেহেতু সত্ত্বগুণ উদয়ে প্রকৃতি বা বুদ্ধি আবরিত থাকে না এবং ইন্দ্রিয় প্রতিহত হয় না এজন্য ইহা সুখ দেয়। ইহার উদয়ে আত্মা 'আমি সুখী' এই অভিমান করেন। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম যে সুখ তাহাই আত্মাতে আরোপিত হয়। ইহাই বন্ধের কারণ হয়।

আরও এক প্রকারে বন্ধন ঘটে। এই বন্ধন জ্ঞানাসক্তিতে। সত্ত্বগুণ প্রকাশক। প্রকাশই জ্ঞানের ধর্ম্ম। কাজেই সত্ত্বগুণ উদয়ে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। 'আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি' আত্মা এই অভিমান করেন। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম যে জ্ঞান তাহাই আত্মাতে অধ্যাসিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় প্রকার বন্ধনের কারণ। সত্ত্বগুণ কিরূপে দেহীকে দেহে বা বিষয়ে বন্ধন করে? (১) সুখ সঙ্গে। "আমি সুখী" ইহাই বিষয়ভূত সুখের বিষয়ী আত্মাতে সম্বন্ধ উৎপাদন। আমার সুখ হইতেছে ইহাই মিথ্যা সুখসঞ্জন। এইটি অবিদ্যা। বিষয়ধর্ম্মটি বিষয়ী হইতে পারে না। ইচ্ছা হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ধর্ম্মগুলি ক্ষেত্রেরই ধর্ম্ম পূর্ব্বে বলিয়াছি। অবিদ্যাই তবে সুখে বদ্ধ করে। (২) আবার জ্ঞানটি ক্ষেত্রের অন্তঃকরণ ধর্ম্ম। সুখ ক্ষেত্রের বিষয় ধর্ম্ম এবং জ্ঞান ক্ষেত্রের অন্তঃকরণ ধর্ম্ম। সুখ ও জ্ঞান ইহারা কেহই আত্মার ধর্ম্ম নহে। যদি ইহারা আত্মার ধর্ম্ম হইত তবে কখন বলা হইত না আত্মার সহিত ইহাদের সঙ্গ হয়।

যদি ইহারা আত্মার ধর্ম্ম হইত, তবে ইহারা কখন আত্মাকে বন্ধনও করিতে সমর্থ হইত না।

অর্জ্জুন—কি আশ্চর্য্য! "আমি সুখময় হইয়া যাইতেছি, আমি জ্ঞানময় হইয়া যাইতেছি", এতদূর বলা পর্য্যন্তও যখন আছে, তখনও আত্মার বন্ধন আছে!

ভগবান্—হাঁ সত্ত্বগুণের বন্ধন ইহা। আমি সুখ পাইতেছি, জ্ঞান লাভ করিতেছি—এ বোধ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সুখটা ও জ্ঞানটা ভোগের বস্তু। ভোগ্যবস্তু মাত্রই জড়। ভোক্তা চেতন, ভোগ্য জড়। দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্য জড়। জড় থাকা পর্য্যন্ত চেতনের বন্ধন রহিল। কিন্তু সাধক যখন সুখস্বরূপ হইয়া যান, জ্ঞানস্বরূপ যখন হইয়া যান, তখনই আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করেন। ইহা ভিন্ন বন্ধনের হাত হইতে এড়াইবার উপায় নাই

অর্জ্জুন—আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিই ত নির্গুণ উপাসনা। পূর্ব্বে বলিয়াছ, দেহে আত্মজ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত নির্গুণ উপাসনা "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং" ইত্যাদি। যে ইহা না পারে, তাহার জন্য সগুণব্রহ্ম উপাসনা। সগুণব্রহ্ম উপাসনা দুই প্রকারে হয়—(১) জ্ঞানযোগে, (২) ভক্তি-যোগে। জ্ঞানযোগে যাঁহারা সগুণব্রহ্ম উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে পৃথক্—ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ যে পৃথক—জড় হইতে চেতন যে পৃথক, ইহার বিচার করেন। আবার এই বিচার যিনি না পারেন, তিনি আত্মদেবের মুর্ত্তি অবলম্বনে সেই মুর্ত্তিই বিশ্বরূপ সাজিয়াছেন, তিনিই বিশ্বরূপ সাজিয়াও স্বস্বরূপে আপনিই আপনি—ইহা অনুভব করিয়া মুক্ত হয়েন। ভক্তের শেষ অবস্থা ও জ্ঞানীর শেষ অবস্থা এক—ইহা তুমি বলিয়াছ। ব্রহ্ম আছেন—ইহার স্থির বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনি পরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানে উঠা যায় কিরূপে? অপরোক্ষ জ্ঞান বা আপনি আপনি ভাবে স্থিতি পর্য্যন্ত না উঠিলে যখন বন্ধন ছুটিবে না, তখন এই প্রশ্নের উত্তর কি, জানা আবশ্যক।

ভগবান্—আত্মা নাই এরূপ ধারণাই অজ্ঞান আত্মা মরিয়াছেন এইরূপ ধারণাই আবরণ। আত্মা মরিয়াছেন বলিয়া দুঃখ হইতেছে, ইহাই বিক্ষেপ। অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ এই তিনটি বন্ধন অবস্থা। আর মুক্তি অবস্থা বুঝিবার জন্য একটি গল্প শ্রবণ কর। দশজন লোক নদী পার হইয়া পরপারে গিয়াছে। গিয়া নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করিয়া দেখিতেছে দশম নাই—দশম জলে ডুবিয়া গিয়াছে—হায় কি হইল বলিয়া শোক! এই হইল অজ্ঞান। একজন অভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া বলিয়া দিল, দশম মরে নাই—অভ্রান্ত ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আশ্বস্ত হওয়া হইল মুক্তির ভিত্তি। দশম আছে এই বিশ্বাসই পরোক্ষ জ্ঞান। অভ্রান্ত ব্যক্তির উক্তি—তুমিই দশম এই জ্ঞানেই আমিই দশম এই হর্ষ লাভই অপরোক্ষ জ্ঞানের অপার আনন্দ। অজ্ঞান থাকিলেই শোক থাকিবে। শোক থাকিলেই বন্ধন। পরমানন্দে স্থিতিই শোকনাশ। ইহাই বন্ধনমোচন।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭॥

ম
হে কৌন্তেয়! রাগাত্মকং রজ্যতে বিষয়েষু পুরুষোঽনেনেতি রাগঃ কামো গর্ব্বঃ স এবাত্মা স্বরূপং যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিনোস্তাদাত্ম্যত্বাৎ

শ্রী শ
তৎ রজঃ রাগাত্মকম্। রঞ্জনাদ্রাগো গৈরিকাদিরিব—রাগাত্মকঃ রজঃ-

শ্রী ম
সংজ্ঞকগুণং তৃষ্ণা সঙ্গসমুদ্ভবম্ অপ্রাপ্তাভিলাষস্তৃষ্ণা। প্রাপ্তস্যোপস্থিতেঽপি বিনাশে সংরক্ষণাভিলাষ আসঙ্গস্তয়োস্তৃষ্ণা-

ম ম
সঙ্গয়োঃ সম্ভবো যস্মাৎ তৎ বিদ্ধি। তৎ রজঃ কর্ম্মসঙ্গেন সুকর্ম্ম দৃষ্টার্থেষু অহমিদং করোমি, এতৎ ফলং ভোক্ষ্যা ইত্যভিনিবেশ-

ম ম
বিশেষেণ দেহিনং বস্তুতোঽকর্ত্তারমেব কর্তৃত্বাভিমানিনং নিবধ্নাতি

শ্রী
নিরতাং বধ্নাতি ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয়! অনুরাগাত্মক রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক জানিও। ইহা কর্ম্মাসক্তি দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—রজোগুণের বন্ধন কিরূপ?

ভগবান্—যে বৃত্তি পুরুষকে বিষয়ে অনুরাগী করে, তাহার নাম রাগ। এই রাগের নাম কামগর্ব্ব। কামগর্ব্ব রজোগুণের স্বরূপ। এই রজোগুণ হইতে তৃষ্ণা এবং আসক্তি জন্মে। তৃষ্ণা ও আসক্তিই রজোগুণ-জনিত কর্ম্মবন্ধন। সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞান-সঙ্গে বদ্ধ করে; রজোগুণ দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হয়।

অর্জ্জুন—তৃষ্ণা ও আসক্তি কি?

ভগবান্—অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার যে বলবতী ইচ্ছা, তাহার নাম তৃষ্ণা। আর প্রাপ্ত বস্তু বিনাশ-পথে ছুটিলেও তাহাকে রক্ষা করিবার যে ইচ্ছা, তাহার নাম সঙ্গ বা আসক্তি। বিষয়ে অনুরাগ জন্মিলেই নানা প্রকার কার্য্য হয়। জীব বিষয়ানুরাগের বশে নানা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং বন্ধনে পড়ে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত! ॥ ৮ ॥

হে ভারত! তমঃ তু তুশব্দঃ সত্ত্বরজোঽপেক্ষয়া বিশেষ-দ্যোতনার্থঃ অজ্ঞানজং অজ্ঞানাদাবরণশক্তিরূপাজ্জাতং বিদ্ধি অতঃ সর্ব্বদেহিনাং সর্ব্বেষাং দেহবতাং মোহনম্ অবিবেকরূপত্বেন ভ্রান্তিজনকম্ অতএব তৎ তমঃ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ প্রমাদেন আলস্যেন নিদ্রয়া চ দেহিনম্ নিবধ্নাতি। প্রমাদো বস্তুবিবেকাসামর্থ্যং সত্ত্বকার্য্যপ্রকাশবিরোধি অনবধানম্; আলস্যং প্রবৃত্ত্যসামর্থ্যং রজঃকার্য্য-প্রবৃত্তি বিরোধী অনুদ্যমঃ উভয়-বিরোধিনী তমোগুণালম্বনালয়রূপা বৃত্তির্নিদ্রেতি বিবেকঃ ॥ ৮ ॥

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান-জাত জানিও। এইজন্য ইহা সমস্ত প্রাণীর ভ্রান্তিজনক। এই তমঃ প্রমাদ অবিচার অনবধান আলস্য [অনুদ্যম] ও নিদ্রা [চিত্তের অবসাদরূপ লয়] দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—তমোগুণ দ্বারা কিরূপে বন্ধন হয়?

ভগবান্—অবিদ্যার আবরণশক্তি হইতে তমঃ জন্মে। জানিনা, পারিনা, ইত্যাদি অনিচ্ছা তমোগুণের লক্ষণ। সর্ব্ব জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিতে তমঃ অপেক্ষা অন্য কিছুই নাই। তমো

গুণ দ্বারা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়, কার্য্যকালে অনিচ্ছা আইসে এবং কার্য্য আরম্ভ করিলেও তন্দ্রা নিদ্রাদি দ্বারা ইহা সমস্ত জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত প্রকৃতির গুণ এবং কার্য্য; ইহারা আত্মাতে আরোপিত হইয়া আত্মাকেই যেন প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রাদিতে মুগ্ধ করে। আত্মার কিন্তু এসমস্ত দোষ নাই। তুমি ঈশ্বরকে ডাকিতে বসিয়া কখন তন্দ্রায় টলিয়া পড়িতেছ, কখন বা উগ্র চিন্তাতরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছ, এই আলস্য এবং বিক্ষেপ কাটাইতেও প্রাণপণ করিতেছ, অথচ পারিতেছ না। অকস্মাৎ বাহিরে দরজায় কেহ মৃদু আঘাত করিল, তৎক্ষণাৎ তোমার লয় বিক্ষেপাদি কাটিয়া গেল—এখানে দেখ, চিত্ত-চোর নিদ্রা আলস্যাদি তোমার উপর আরোপ করিয়া কিরূপ ব্যাকুল করিতেছিল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই চিত্তের আরোপ কাটিয়া গেল, অনুভবস্বরূপ তুমি আপন স্বরূপে দাঁড়াইলে। এইরূপে এক মুহূর্ত্তেই চিত্স্পন্দন রূপ জগৎদৃশ্য ছুটিয়া যায়, তখন আত্মা জীবন্মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। এই জন্যই বলা হয়—সমস্ত আরোপই মিথ্যা, ইহা চিত্তের চুরি মাত্র। চোরকে ধরিতে চেষ্টা কর, চোর ধরা পড়িলেই পলায়ন করিবে, তুমিও জীবন্মুক্ত হইবে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত !
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

হে ভারত! সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি দুঃখশোকাদি-কারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ এবং রজঃ সুখকারণং অভিভূয় কর্ম্মণি সঞ্জয়তি অনুবর্ত্তেতে। তমঃ তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি সত্ত্বকার্য্যং জ্ঞানম্ আবৃত্য আচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি উত অপি। আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯

হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ কর্ম্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করে॥ ৯॥

অর্জ্জুন—সংক্ষেপে বল, গুণসমূহের বন্ধন কি?

ভগবান্—সত্ত্ব সুখে, রজঃ কর্ম্মে এবং তমঃ প্রমাদে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণের উদয় হইলে ঐ গুণ চিত্তকে দুঃখচিন্তা ছাড়াইয়া সুখের দিকে টানিতে থাকে। গুণ অর্থেও রজ্জু। সত্ত্বগুণে সুখের দিকে আকর্ষণ করে বলিয়া ইহাও বন্ধনের কারণ। আত্মা আনন্দস্বরূপ। সত্ত্বগুণ আবার ইহাকে কি সুখ দিবে? যখন সত্ত্বগুণ উদয়ে ইহার সুখ হয়, তখন বোঝা যায়, আত্মা আপন আনন্দস্বরূপে নাই—ইনি দুঃখী হইয়া আছেন, সত্ত্বরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ইনি সুখের দিকে আকর্ষিত হইতেছেন। বুঝিলে সুখের বন্ধন কি? রজঃএর কথা শোন। রজের সহিত রঞ্জনের সংস্রব আছে। রজঃ উদয়ে বিষয়ানুরাগরূপ গৈরিক বস্ত্র দ্বারা আত্মা আচ্ছাদিত হয়েন। রজোগুণ প্রবল হইলে ইহা চিত্তকে সুখচিন্তা ছাড়াইয়া বিষয়প্রাপ্তি জন্য কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করে। লাল কাপড় পরিয়া আত্মা কর্ম্ম করিতে ছুটেন। আর তমঃ অন্ধকারের মত আচ্ছাদক বস্ত্র। তমোগুণ প্রবল হইলে, সাধু উপদেশ জনিত জ্ঞানও আচ্ছাদিত হয়। এই গুণ চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ হইতে টানিয়া আনিয়া অন্ধকারে ফেলিয়া দেয়। সৎসঙ্গের কথা হইতেছিল—অকস্মাৎ তমঃ উদয় হইয়া টানিতে লাগিল; তখন আলস্য আসিল, অনিচ্ছা আসিল, হাই উঠিতে লাগিল। কোন জ্ঞানের কথায় চিত্ত স্থির রহিল না। প্রমাদের দিকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। দেখ গুণসমূহ মনুষ্যের কিরূপ শত্রু! দেখ, ইহা জীবকে বলীবর্দ্দের মত নাসিকাতে রজ্জুবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছা চালনা করিতেছে। রজঃ ও তমকে তুমি দূর করিয়া সত্ত্বগুণ আশ্রয় কর; সত্ত্বগুণে থাকিয়া ঈশ্বর আশ্রয় কর মুক্ত হইবে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত!
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০॥

হে ভারত! রজঃ তমঃ চ যুগপদুদ্ভাবপি গুণৌ চ অভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি অতঃ স্বকার্য্যে সুখাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চ এব গুণদ্বয়মভিভূয়ো-

ম শ্রী শ্রী ম
দ্ভবতি অতঃ। স্বকার্য্যে তৃষ্ণাকর্ম্মাদৌ সঞ্জয়তি। তথা তদ্বদেব তম

শ ম শ্রী
আখ্যো গুণঃ সত্ত্বং রজঃ চ উভাবপি গুণানভিভূয় উদ্ভবতি অতঃ

শ্রী
স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে পরাজয় করিয়া উদ্ভূত হয়। রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমকে, এবং তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজঃকে পরাজয় করিয়া উদ্ভূত হয় ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিয়াছ, তৈলবর্ত্তিকা এবং অগ্নিশিখার মত গুণসকল পরস্পর বিরোধী। একটির পরাভব না হইলে অন্যটির উদয় হইতে পারে না, অথচ তিনের মিশ্রভাব সর্ব্বত্র থাকিবে। "বেদে গুণের নাশের কথা নাই" মহাভারতে ইহাও উল্লেখ আছে, পূর্ব্বে বলিয়াছ। আর শুধু সত্ত্ব বা শুধু রজঃ বা শুধু তমঃ কোথাও একাকী থাকিতে পারে না। এই গুণ সমুদায়ের উৎপত্তির কি কিছু ক্রম আছে?

ভগবান্—একগুণ বর্দ্ধিত হইয়া অপর দুইটি অধঃকরণ করিবে, ইহাই নিয়ম। যখন সত্ত্বগুণ উত্তেজিত হয়, তখন রজঃ ও তমঃকে নিস্তেজ করিয়াই উদয় হয়। ঐরূপ রজোগুণ যখন উত্তেজিত হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাজয় করিয়াই উদয় হয় এবং তমোগুণ যখন প্রবল হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণ একবারে জাগ্রত হইতে পারে না। গুণসমূহ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কার্য্য করে।

অর্জ্জুন—আচ্ছা সর্ব্বদাই ত তবে কোন না কোন গুণ দেহীকে আক্রমণ করিয়া আছে? যখন গুণসমূহ প্রবল বেগে আক্রমণ করে, তখন সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কোন্ গুণের ক্রীড় হইতেছে। হাই উঠিতেছে—ঢুল আসিতেছে, চেষ্টা করিয়া রাখিতে পারিতেছে না—ইহা তমোগুণের খেলা। আবার এই করিব এই করিব ইত্যাদি প্রবল ইচ্ছা দ্বারা মানুষকে এক স্থানে স্থির হইয়া বসিতে না দিয়া কর্ম্ম করাইতেছেন যিনি, তিনিই রজঃ। আর সত্ত্বগুণ আসিলে চিত্ত জ্ঞান ও ভক্তির কথা ধারণ করিয়া বড় আনন্দ করে। কখন বা অশ্রুপুলকাদি দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন যায়, যখন ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, কোন্ গুণ রাজত্ব করিতেছে। ইহা বুঝিবার কোন উপায় আছে?

ভগবান্—আছে—শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, কখন কোন্ গুণ চলিতেছে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিলে শ্বাস পিঙ্গলায় থাকে, তখন রজোগুণের সময়, ইড়াতে থাকিলে তমের সময়, আর সুষুম্নায় যখন চলে তখন সত্ত্বের সময়। শ্বাসের গতিতে মনের গতি বিভিন্ন হয়। সাধন দ্বারা মনের গতি সদা সত্ত্বে রাখা যায়।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

যদা অস্মিন্ আত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বদ্বারেষু আত্মন উপলব্ধি-সাধনেষু শ্রোত্রাদিষু ইন্দ্রিয়েষু জ্ঞানং প্রকাশঃ অন্তঃ-করণস্য বুদ্ধের্বৃত্তিঃ প্রকাশঃ জ্ঞানাখ্য শব্দাদি যাথাত্ম্য-প্রকাশ-রূপং জ্ঞানম্ উপজায়তে উৎপদ্যতে তদা অনেন শব্দাদিবিষয়-জ্ঞানাখ্যপ্রকাশেন লিঙ্গেন সত্ত্বং প্রকাশাত্মকং বিবৃদ্ধং উদ্ভূতম্ ইতি বিদ্যাৎ জানীয়াৎ উত শব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানী-য়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১ ॥

যখন এই দেহের সর্ব্বইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ প্রকটিত হয়, তখন জানিও, সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন—দেহে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি কোন্ লক্ষণে জানা যায়?

ভগবান্—যখন শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখা যায়, যাহা শোনা যায়, যাহা করা যায়, যাহা বলা যায়, তাহাই যেন মনোহর, যেন বড় সুন্দর, যেন বস্তুর যাথার্থ্য প্রকাশ করিতেছে,—রূপরসগন্ধাদির অন্তরালে যেন কোন জ্ঞানময় আনন্দময় নিত্য সত্ত্ব পবিত্র আত্মবস্তুর উপলব্ধি হইতে থাকে, যখন সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রিয় বস্তুর প্রকাশ অনুভূত হইতে থাকে, তখন সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে জানিও ॥

যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য মানুষের মধ্যে আইসে, তখন মানুষ যাহার সহিত কথা কহুক না কেন, যেন সে আর কাহারও সহিত ভিতরে কথা কহিতে কহিতে—যেন সে আর কাহাকেও ভিতরে জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যের নিকটে ভিতরের দেবতার কথা কয়, যেন সে ভিতরের

কথা অন্তের ভিতরের দেবতার সঙ্গে চলিতেছে—এইরূপ বোধ করে। কাজেই এইরূপ লোকের কথা বড় মিষ্ট লাগে। যাহা দেখে, তাহা যেন ভিতরের কোন কিছু দেখিয়া বাহিরে তাহারই অনুরূপ দেখিয়া—সেই অনুরূপের ভিতরে, ভিতরের তাহাকে দেখে, কাজেই দেখাটাও বড় মধুর ; এইরূপ সব।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥

হে ভরতর্ষভ ! লোভঃ (শ) পরদ্রব্যাদিৎসা মহতি (ম) ধনাদ্যাগমে (শ্রী) বহুধা জায়মানেঽপি যঃ পুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ (শ্রী) প্রবৃত্তিঃ প্রকর্ষেণ (হ) বর্ত্তনং চেষ্টা, নিরন্তরং (ম) প্রযতমানতা কর্ম্মণাম্ (ম) আরম্ভঃ বহুবিত্ত—ব্যয়ায়াসৎকরাণাং গৃহাদি নির্ম্মাণ ব্যাপারাণামুদ্যমঃ অশমঃ (শ্রী) ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদি সঙ্কল্পবিকল্পাঽনুপরমঃ, (শ্রী) অনুপশমো (শ) হর্ষরাগাদিপ্রবৃত্তিঃ স্পৃহা (শ) সর্ব্বসামান্যবস্তুবিষয়াতৃষ্ণা এতানি (শ) লিঙ্গানি রজসি বিবৃদ্ধে (ম) রাগাত্মকে প্রবৃদ্ধে (রা) জায়ন্তে। (রা) যদা লোভাদয়ো বর্ত্তন্তে তদা রজঃ প্রবৃদ্ধমিতি (রা) বিদ্যাৎ॥ ১২॥

হে ভরতর্ষভ ! রজোগুণের বৃদ্ধিতে, লোভ, প্রবৃত্তি, বৃহৎ কর্ম্মের আরম্ভ, 'ইহার পর ইহা করিব' এইরূপ ব্যাকুলতা ও অশান্তি, সামান্য বস্তুর জন্য তৃষ্ণা এই সমস্ত চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১২॥

অর্জ্জুন—আর কোন্ চিহ্নে রজোগুণের বৃদ্ধি জানা যায় ?

ভগবান্—রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে যাহা যাহা প্রবল হয়, শুন।

(১) লোভ—বহু ধনাগম হইতেছে তথাপি আরও আসুক, এই ইচ্ছা হয়। যাহার যাহা কিছু দেখা যায়, সেইরূপ আমারও হউক, ইহার প্রবল ইচ্ছাই লোভ।

(২) প্রবৃত্তি—সর্ব্বদাই ধনাগম-চেষ্টা—উদ্যোগ—ফিকির।

(৩) কর্ম্মারম্ভ—বহু বিত্ত, বহু আয়াসকর গৃহ, উদ্যানাদি কর্ম্ম আরম্ভ করা।

(৪) অশম—অমুক কার্য্যের পর অমুক কার্য্য করিতে হইবে—ইহাতে ব্যাকুলতা।

(৫) স্পৃহা—পরের ধন, পরের জমী আত্মসাৎ ইচ্ছা।

রজোগুণ জাগিলে এই সমস্ত জন্মে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন! ॥১৩॥

হে কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ অবিবেকোঽত্যন্তম্ সত্যপ্যুপদেশাদৌ বোধকারণে সর্ব্বথা বোধাযোগ্যত্বম্ অপ্রবৃত্তিঃ চ অনুদ্যমঃ প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যং মোহ এব চ মোহোনিদ্রা বিপর্য্যয়োবা তমসি বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥১৩॥

হে কুরুনন্দন! তমোগুণের বৃদ্ধিতে অপ্রকাশ [বুঝাইলেও ধারণা করিতে না পারা (আবরণ)], অপ্রবৃত্তি [অনুদ্যম], প্রমাদ [অনবধানতা], মোহ এই সমস্ত উৎপন্ন হয় ॥১৩॥

অর্জ্জুন—আর তমোগুণ বৃদ্ধি কোন্ লক্ষণে জানা যায়?

ভগবান—তমোগুণ প্রবল হইলে যে যে লক্ষণে জানা যায় তাহা এই,—

(১) অপ্রকাশ—নানাবিধ উপদেশ সত্বেও জ্ঞানের যে অনুদয়, তাহা তমোগুণের কার্য্য।

(২) অপ্রবৃত্তি—কর্ম্ম জানিয়াও কর্ম্মে অনিচ্ছা, উদ্যমহীনতা।

(৩) প্রমাদ—কর্ম্ম জানিয়াও যথা সময়ে স্মরণ, অনুষ্ঠান, বিস্মৃত হওয়া—অনবধানতা।

(৪) মোহ—নিদ্রা ইত্যাদি এবং বিপর্য্যয় বুদ্ধি—সর্ব্বদাই যেন একটা আচ্ছন্ন অবস্থা—এই সমস্তে কোন বিষয়েরই উপলব্ধি নাই—দেহটাও নিতান্ত জড়পিণ্ডবৎ হইয়া থাকে।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥

যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে উদ্‌ভূতে দেহভৃৎ দেহাভিমানী জীবঃ প্রলয়ং মরণং যাতি প্রাপ্নোতি তদা উত্তমবিদাং মহদাদিতত্ত্ববিদাম্ উত্তমা যে হিরণ্যগর্ভাদয়স্তদ্বিদাং তদুপাসকানাং অমলান্ রজস্তমোমলরহিতান্ নির্দুঃখান্ লোকান্ দিব্যভোগোপেতান্ সুখোপভোগস্থানবিশেষান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥১৪॥

সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইলে, যদি জীবের মৃত্যু হয়, তবে তিনি উত্তম উপাসকগণের নির্ম্মল লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥১৪॥

অর্জ্জুন—সত্ত্বগুণপ্রবৃদ্ধিকালে যদি জীবের দেহত্যাগ হয়, তবে তাহার কোন্ গতি হয়?

ভগবান্—যাঁহারা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক, তাঁহারা রজস্তমোবর্জ্জিত সর্ব্বদুঃখরহিত দিব্য লোকে বাস করেন। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে যাঁহাদের দেহত্যাগ হয়, তাঁহাদের ঐ নির্ম্মল লোকে গিত হয়।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

রজসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলয়ং মৃত্যুং গত্বা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিষু

শ　　ম　　শ　　শ্রী
কর্ম্মাসক্তিযুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে তথা তদ্বদেব তমসি প্রবৃদ্ধে সতি

শ　　শ
প্রলীনঃ মৃতঃ মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে ॥১৫॥

রজোগুণবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে, পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্ম হয় ॥১৫॥

অর্জ্জুন। রজঃ ও তমঃ-বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কি হয় ?

ভগবান্—রজোগুণের প্রবলাবস্থায় মৃত্যু হইলে আবার মনুষ্যযোনিতে এবং তমোগুণের প্রবল অবস্থায় মৃত্যু হইলে পশুযোনিতে জন্ম হয়।

অর্জ্জুন—গুণের মিশ্রভাব ত সর্ব্বদাই থাকে—তবে একগুণের প্রাবল্যে অন্য অন্য গুণ কোন কার্য্য করে না কেন ?

ভগবান্—একগুণ প্রবল হইলে অন্য দুইটি তাহাতে যোগ দেয়।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥

শ　　ম　　ম
সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ ধর্ম্মস্য নির্ম্মলং রজস্তমোমলামিশ্রিতং

শ্রী　　শ্রী　　ম　　শ্রী
প্রকাশবহুলং সাত্ত্বিকং ফলং সত্ত্বপ্রধানং সুখং ফলং আহুঃ কপিলাদয়ঃ

ম　　শ　　ম
পরমর্ষয়ঃ। রজসঃ তু রাজসস্য কর্ম্মণঃ পাপমিশ্রস্য পুণ্যস্য ফলং দুঃখং

ম　　ম　　ম　　শ্রী
দুঃখবহুলমল্পসুখং তমসঃ তামসস্য কর্ম্মণোঽধর্ম্মস্য ফলম্ অজ্ঞানং মূঢ়ত্বং

শ্রী
ফলমাহুঃ ॥১৬॥

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ; রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান—পণ্ডিতেরা বলেন ॥১৬॥

অর্জ্জুন- সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ধর্ম্ম কর্ম্মের ফল কি?

ভগবান—সাত্ত্বিক ধর্ম্ম কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, ইহাতে দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। মনে হয়, যেন এ সমস্তই আমার উপাস্যের মূর্ত্তি। মনে হয়, সকল কর্ম্মই সেই করিতেছে—যাহা দেখি, যেন ভিতরে সে, বাহিরে অন্য একটা আবরণ মাত্র রাখিয়াছে। উপাসনাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিতে করিতে নারায়ণের রূপ গুণ ও কর্ম্ম অন্তঃকরণ ছাইয়া ফেলে- জ্ঞানের উদয় হয়, বৈরাগ্য দ্বারা অসৎ কর্ম্ম ও অসৎজন হইতে একবারে চিত্ত নিবৃত্ত হয়। ইহাই সাত্ত্বিক অবস্থা সাত্ত্বিক সুখ।

কিন্তু রাজসিক ধর্ম্ম কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে। ইহাতে অল্প সুখের আভাসযুক্ত অধিক ভোগ হয়। এইজন্য সর্ব্বদাই জ্বালা, সর্ব্বদাই অশান্তি, অথচ সুখও অল্প আছে বলিয়া লোকে ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

তমোগুণের কার্য্যে কেবলই দুঃখ—ইহাতে জ্ঞানের লেশমাত্রও থাকে না, শুধু অজ্ঞান বলিয়া শুধুই দুঃখ।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বাৎ লক্ষ্মাত্মকাৎ জ্ঞানং প্রকাশরূপং[ম] সঞ্জায়তে সমুৎ-[শ]পদ্যতে অতস্তদনুরূপং[ম] সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং[ম] ভবতি[ম] রজসঃ লোভঃ এব চ[ম] বিষয়কোটিপ্রাপ্ত্যাঽপি নিবর্ত্তয়িতুম-শক্যোঽভিলাষবিশেষো জায়তে রাজসস্য[ম ম] কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি তমসঃ[ম] সকাশাৎ[ম] প্রমাদমোহৌ ভবতঃ জায়েতে অজ্ঞানম্ এব চ ভবতি[ম] ॥ ১৭

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, রজঃ হইতে লোভ জন্মে, এবং তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন—গুণ সকলের অন্যান্য ফল কি?

ভগবান্—সত্ত্বগুণ জন্মিলে জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞান প্রকাশময় বস্তু। প্রকাশের উপর যে আবরণ থাকে, মানুষ তাহাই দেখে—তাহাকে স্থায়ী করিতে প্রাণপণ করে। এই সংসার আড়ম্বর সেই প্রকাশবস্তু ঢাকিয়া রাখিয়াছে মাত্র। জ্ঞানে সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশময়ের নিকটে পৌঁছাইয়া দেয়, তজ্জন্য বাহিরের ইন্দ্রজালে বৈরাগ্য জন্মে, কিন্তু ভিতরের আত্মবস্তু দর্শনে পরম সুখ হয়। এইজন্য জ্ঞানে বড়ই সুখ।

রজোগুণে বিষয়তৃষ্ণা বাড়াইয়া দেয়; তজ্জন্য লোভ বাড়িতে থাকে, বহু অর্থ উপার্জ্জনেও সুখ নাই—সুখোদয়ের কালে ক্ষণিক আত্মপ্রসন্নতা আছে মাত্র।

আবার তমোগুণে শুধু আবরণ, শুধুই মোহ, শুধুই অজ্ঞান, কেবল দুঃখ ॥ ১৭

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তিস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞানে কর্ম্মণি চ নিরতাঃ অতএব সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ ঊর্দ্ধং সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাৎ উত্তরোত্তর শতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি রাজসাঃ তৃষ্ণাদ্যাকুলাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোকে পুণ্যপাপমিশ্রে তিষ্ঠন্তি উৎপদ্যন্তে জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ জঘনস্য নিকৃষ্টস্য তমসো গুণস্য বৃত্তে নিদ্রালস্যাদৌ স্থিতাঃ অধোগচ্ছন্তি পশ্বাদিষু উৎপদ্যন্তে ॥ ১৮॥

সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে গমন করেন, রজঃপ্রধানেরা মধ্যমলোকে থাকেন, এবং জঘন্যগুণাবলম্বী তামসেরা অধোলোকে গমন করে॥ ১৮॥

অর্জ্জুন—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকদিগের গতির তারতম্য কি ?

ভগবান্—যে সমস্ত মনুষ্য সত্ত্বপ্রধান, তাহারা মনুষ্য হইয়াও দেবতা। সত্যলোক পর্য্যন্ত ইঁহাদের গতি। রাজসিক মনুষ্য মনুষ্যলোকেই থাকেন, কিন্তু তামসিক মনুষ্য নরকে গমন করে এবং শেষে পশ্বাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

গুণের মধ্যে থাকিলে গতাগতি আছেই। কিন্তু গুণাতীত আমাকে যে ভজনা করে, তাহার ফল স্বতন্ত্র।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯॥

শ্রী ম ম
যদা তু দ্রষ্টা বিচারকুশলঃ সন্ গুণেভ্যঃ কার্য্যকারণ-
শ ম ম
বিষয়াকার-পরিণতেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি গুণা
এবান্তঃ-করণবহিঃকরণ-শরীর-বিষয়ভাবাপন্নাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তার
ম ম
ইতি পশ্যতি গুণেভ্যঃ চ তত্তদবস্থাবিশেষেণ পরি-
ম শ্রী শ্রী শ
ণতেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং গুণব্যাপারসাক্ষি-
শ ম ম শ্রী শ
ভূতং বেত্তি সঃ দ্রষ্টা মদ্ভাবং মদ্রূপতাং ব্রহ্মত্বং বাসুদেবত্বং
শ শ্রী
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ১৯॥

যখন কিন্তু জীব দ্রষ্টাস্বরূপ হইয়া গুণ ব্যতীত অন্য কেহ কর্ত্তা নাই ইহা দেখেন, এবং গুণ হইতে বিভিন্ন—গুণের সাক্ষিস্বরূপ অন্য কাহাকে (আত্মাকে) জানেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন॥ ১৯॥

অর্জ্জুন—পুরুষ ত্রিগুণশালিনী প্রকৃতির সঙ্গ করিয়া কিরূপে বদ্ধ হয়েন, বুঝিলাম ; এক্ষণে প্রকৃতির হস্ত হইতে কিরূপে মুক্তি হইবে, তাহাই বল।

ভগবান্—জীব যখন জানিতে পারেন যে, যাহা কিছু কর্ম্ম চলিতেছে, সকলেরই কর্ত্তা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি—আর তিনি নিজে অকর্ত্তা—তিনি গুণ হইতে ভিন্ন বস্তু—তিনিই গুণের সাক্ষী, তখন জীব ব্রহ্ম হইয়া যান ॥ ১৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০॥

শ
দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্

ম ম শ
সত্ত্বরজস্তমো নাম্নঃ মায়াত্মকান্ অতীত্য অতিক্রম্য জন্মমৃত্যুজরা-

ম ম
দুঃখৈঃ জন্মনা মৃত্যুনা জরয়া দুঃখৈশ্চাধ্যাত্মিকাদিভি র্মায়াময়ৈঃ

শ্রী শ্রী শ
বিমুক্তঃ সন্ অমৃতং পরমানন্দং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি এবং মদ্ভাব-

শ
মধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২০

দেহী দেহোৎপত্তির বীজভূত এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যুজরা-জনিত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন - কিরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ?

ভগবান্—জন্মমৃত্যুজরা-জনিত যে দুঃখ, এই দুঃখের হেতু ত্রিগুণ। জীব যখন দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ এই তিনগুণ বর্জ্জিত হয়েন, তখনই জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ করেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ! ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

হে প্রভো! প্রভুত্বাদ্ ত্বদ্দুঃখং ভগবতৈব নিবারণীয়মিতি সূচয়তি এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ যঃ ভবতি সঃ কৈর্লিঙ্গৈঃ বিশিষ্টো ভবতি কৈর্লিঙ্গৈঃ স জ্ঞাতুং শক্যস্তানি মে ব্রূহীত্যেকঃ প্রশ্নঃ ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ কিংযথেষ্টচেষ্টঃ কিং বা নিয়ন্ত্রিত ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ কথং চ কেন চ প্রকারেণ এতাং স্ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে অতিক্রামতীতি। গুণাতীতত্বো-পায়ঃ ক ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ॥ ২১

অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! যিনি ত্রিগুণাতীত, তাঁহাকে কোন্ চিহ্নে ধরিতে পারা যায়? গুণাতীত ব্যক্তি কিরূপ আচারবিশিষ্ট হয়েন? এবং গুণাতীত হইবার উপায়ই বা কি?॥ ২১॥

অর্জ্জুন—আমি দাস, তুমি প্রভু। প্রভু! তোমার উপদেশ শুনিয়া বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, জন্ম-মরণ-জরারূপ সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি হউক। জন্ম মরণ জরার বীজস্বরূপ গুণসৃষ্ট এই দেহ বিষবোধ হইতেছে। এখন কৃপা করিয়া বল, গুণাতীতের লক্ষণ কি? গুণাতীতের আচার ব্যবহার কি এবং গুণাতীত হইবার উপায় কি?

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব!
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২॥

হে পাণ্ডব! প্রকাশং চ সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্য্যং

প্রবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধা, অনুকূলা প্রতিকূলা চেতি। তত্র মূঢ়ো জাগরণে প্রতিকূলপ্রবৃত্তিং দ্বেষ্টি। অনুকূলপ্রবৃত্তিং কাঙ্ক্ষতি। গুণাতীতস্য ত্বনুকূলপ্রতিকূলাধ্যাসাভাবাদ্দ্বেষাকাঙ্ক্ষেন স্ত ইতি। মোহং এব চ তমঃ কার্য্যং এতানি সর্ব্বাণ্যপি গুণ-কার্য্যাণি ব্যুত্থানাবস্থায়াং যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি প্রাপ্তানি দুঃখানি স্বসামগ্রীবশাদুদ্ভূতানি দুঃখরূপাণ্যপি দুঃখবুদ্ধ্যা যঃ ন দ্বেষ্টি তথা বিনাশসামগ্রীবশাৎ তানি সুখরূপাণ্যপি সন্তি সুখবুদ্ধ্যা সমাধ্যবস্থায়াং তানি নিবৃত্তানি সন্তি ন কাঙ্ক্ষতি ন কাময়তে; নিবৃত্তানি সুখানি ন কাঙ্ক্ষতে স্বপ্নবৎ মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়াৎ। এতাদৃশরাগদ্বেষশূন্যো যঃ সঃ গুণাতীত উচ্যত ইতি। অত্র যোগবাশিষ্ঠে যোগভূময় উক্তাঃ। জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছা যা প্রথমা সমুদাহৃতা। বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসা। সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা। পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতেতি”। তত্র যথোক্তসাধন-সম্পৎমুমুক্ষান্তা প্রথমা, শ্রবণমননবিচারাত্মিকা দ্বিতীয়া, নিদিধ্যাসনরূপা তৃতীয়া, এতাঃ সাধনভূময়ঃ, সত্ত্বাপত্তিঃ ব্রহ্ম-

সাক্ষাৎকাররূপা, চতুর্থী ফলভূতা ; অস্যাং যোগী কৃতার্থোঽপি জীবন্মুক্তিসুখং পুষ্কলং নানুভবতি, পরাস্তিস্রোজীবন্মুক্তেরবান্তর-ভেদাঃ তত্রাপি পঞ্চম্যাং ভূমৌ স্বতঃ স্বয়মেব ব্যুত্তিষ্ঠতি, ষষ্ঠ্যাং পরপ্রযত্নেন সপ্তম্যান্তু ন স্বতঃ পরতো বা ব্যুত্তিষ্ঠতি সোঽয়ং নিত্যসমাধিস্থঃ প্রকাশমিত্যনেন শ্লোকেনোক্তঃ। প্রকাশং প্রবৃত্তিং মোহং সত্ত্বরজস্তমসাং কার্য্যাণি যথাযথং স্বতঃ-প্রবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি স গুণাতীত উচ্যতে ইতি স্বামী ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

হে পাণ্ডব ! সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি, এবং তমোগুণের কার্য্য মোহ—ইহারা [ব্যুত্থান কালে] উদ্ভূত হইলেও যিনি দ্বেষ করেন না, এবং সমাধিকালে নিবৃত্ত থাকিলেও যিনি উহার স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন না—[এইরূপ রাগ, দ্বেষ শূন্য যিনি তিনিই গুণাতীত]॥২২॥

ভগবান্—ত্রিগুণাতীত যিনি, তাঁহাকে কোন্ লক্ষণে জানা যায় ? তোমার এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর।

গুণাতীতের প্রথম লক্ষণকে স্বাত্মপ্রত্যক্ষ লক্ষণ বা স্বসংবেদ্য লক্ষণ বলে। যাঁহার গুণাতীত অবস্থা হয়, তিনি মাত্র জানিতে পারেন, তিনি ত্রিগুণাতীত, অন্যে তাঁহাকে ধরিতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ দ্বারা অন্যেও বুঝিতে পারে, তিনি ত্রিগুণাতীত। দ্বিতীয় লক্ষণের নাম পরপ্রত্যক্ষ লক্ষণ বা পরসংবেদ্য লক্ষণ।

অর্জ্জুন—এখন বল কিরূপ সাধককে ত্রিগুণাতীত বলে ?

ভগবান্- প্রবৃত্তি ও মোহ ইহারা রজ ও তমের কার্য্য। ব্যুত্থান অবস্থাতে ইহারা সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও যে সাধক ইহাদিগকে দ্বেষ করেন না এবং সমাধি অবস্থাতে যখন ইহাদের নিবৃত্তি হয়, তখন যে সাধক ইহা আবার হউক বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই নিত্য সমাধিস্থ ব্রহ্মবিৎ বরিষ্ঠ। যিনি ব্রহ্মবিৎ বরিষ্ঠ, ব্যুত্থানদশায় তিনগুণ দ্বারা কার্য্য উদ্ভূত হইলেও, "ইহারা দুঃখকর, ইহারা আমার বন্ধের কারণ" এই বুদ্ধিতে তিনি দ্বেষ করেন না,

এবং "সমাধি অবস্থায় গুণের কার্য্যনিবৃত্তি হইতেছে" ইহা বড়ই সুখকর, এই বুদ্ধিতে তিনি ঐ নিবৃত্তির স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন না—এতাদৃশ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শূন্য ব্যক্তিকে ত্রিগুণাতীত বলা যায়। এরূপ ব্যক্তি, "হায়! আমার তমোভাব জাগিল, আমি নিতান্ত মূঢ়—হায়! হায়! রজোভাব আমাকে আক্রমণ করিল, আমি স্বরূপচ্যুত হইলাম" এইরূপ দুঃখ করেন না। সত্ত্বগুণের উদয়েও যাঁহারা দুঃখ করেন যে, "আমি বিবেকাদিসম্পন্ন হইলাম, ইহাও স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বন্ধন" এইরূপ দুঃখ গুণাতীত ব্যক্তি করেন না।

অর্জ্জুন—আমি মনে করিতেছিলাম গুণের উদয়ে অবিচলিত থাকা বুঝি অভ্যাস করিলেই হয়। রজঃ বা তম বা সত্ত্ব উদয় হয় হউক, আমি দ্রষ্টা স্বরূপই ত আছি—ইহা মনে করিয়া সকল সাধকই ত এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারে—ইহাই আমার মনে হইতেছিল। ইহা কি হয়?

ভগবান্—ক্ষণকালের জন্য হইতে পারে কিন্তু স্থায়িভাবে হয় না।

অর্জ্জুন - কোন্ প্রকার সাধকের স্থায়িভাবে ইহা হয়?

ভগবান্—ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন, জ্ঞানভূমিকা ৭ প্রকার। (১) শুভেচ্ছা (২) বিচারণা (৩) তনুমানসা, (৪) সত্ত্বাপত্তি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থাভাবনী (৭) তূর্য্যগা। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান) ইত্যাদি সাধনা দ্বারা মুমুক্ষু হওয়া যায়।

মুমুক্ষু সাধকের—আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত হইব, আমি চেতন, আমি জড় হইতে পৃথক্ হইব, জড়ের বন্ধনে বদ্ধ থাকিব না এই শুভেচ্ছাই জ্ঞানের প্রথম ভূমিকা। ইহার পরেই শ্রবণ মননরূপ বিচার—ইহা দ্বিতীয়। নিদিধ্যাসন—তৃতীয়। এই তিন প্রকার সাধনের ফল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ সত্ত্বাপত্তি। ইহা চতুর্থ ভূমিকা। ইহা লাভ হইলেও জীবন্মুক্তিসুখ সর্ব্বদা ভোগ হয় না। পঞ্চম ভূমিকাতেও আপনা হইতে ব্যুত্থান হইতে পারে। ষষ্ঠ ভূমিকাতে পরপ্রযত্নে ব্যুত্থান হয়। সপ্তমে আপনা হইতেও ব্যুত্থান হয় না, পরপ্রযত্নেও ব্যুত্থান হয় না। এই অবস্থায় সাধককে বলে নিত্য-সমাধিস্থ। এই শ্লোকে এইরূপ সাধক সম্বন্ধে বলা হইতেছে—সত্ত্ব রজ তমের প্রবৃত্তি হইলেও দুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ নাই, নিবৃত্তি হইলেও সুখবুদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষা নাই—ইঁহারাই গুণাতীত।

অর্জ্জুন—সত্ত্বগুণের উদয়েও বিচলিত হইবার কি কোন কারণ থাকে?

ভগবান্—থাকে বৈ কি। সত্ত্বগুণের উদয়ে সুখ অনুভব হয়। আমি সুখ অনুভব করিতেছি, এই কর্ত্তৃত্বাভিমানেও জীবের বন্ধন ঘটে। কিন্তু প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তমগুণে প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহরূপ যাহা করিতেছে—তাহা আমার কার্য্য নহে, প্রকৃতির কার্য্য, ইহা মিথ্যা স্বপ্নের মত। আমি নিত্যতৃপ্ত! সত্ত্বগুণ নিত্যতৃপ্তকে আবার কি সুখ দিবে? তথাপি যাহা দেখায়, তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র। গুণাতীত ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ জানেন বলিয়া আপনি আপন ভাবে স্থিতিলাভ করেন—তিনি কোনরূপ দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। যিনি ত্রিগুণাতীত, তিনি কোন কিছু ভাব আসিলে, বলেন না—এই ভাব কেন আসিল? তিনি ভাবেন না—আসিল ত গেল কেন? তাঁহার কাছে কোন কিছু আসিলেও যা, না আসিলেও তাই।

নিত্যতৃপ্তকে আবার কি দিয়া সুখী বা দুঃখী করা যাইবে? নিত্যতৃপ্তের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আবার কি? ত্রিগুণাতীতের তম কি জড়ই বা কি? সদা জাগ্রতের আবার নিদ্রা কি?

অর্জ্জুন—ত্রিগুণাতীত পুরুষ সম্বন্ধে আমার এই এক আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে, গুণেরও উদয় হইবে;—অথচ পুরুষ তাহাতে অভিভূত হইবে না, ইহা কিরূপে হয়? প্রকৃতির আদি অবস্থা হইতেছে মায়া। ইনি ব্রহ্মকে খণ্ডমত করেন। ব্রহ্মের খণ্ডমত অবস্থা পুরুষ। কিন্তু পুরুষ যখন স্বস্বরূপে থাকেন, তখন প্রকৃতির অস্তিত্ব কিরূপে থাকিবে? পুরুষ যখন আপন স্বরূপে সমাধিস্থ থাকেন, তখন সত্ত্ব রজ ও তমের অস্তিত্ব কি থাকে? গুণাতীত অবস্থায় প্রকৃতির কার্য্য থাকিবে কিরূপে?

ভগবান্—পূর্ব্বে মহাভারত অনুগীতা হইতে দেখান হইয়াছে, কেহ বলেন পুরুষ স্বস্বরূপে থাকিলেও প্রকৃতি থাকে, কেহ বলেন থাকে না। মণি থাকিলে, ঝলক উঠিবেই। কিন্তু পুরুষ যখন তাহাতে অহং অভিমান করেন, তখনই প্রকৃতির কার্য্য হইতেছে দেখেন, অল্পাধিক পরিমাণে বদ্ধও হয়েন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, যিনি আপনিই আপনি ভাবে থাকেন—স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, প্রকৃতির কোন প্রকার কার্য্য তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তাঁহার ক্ষুধা পিপাসা নাই—ইহারা প্রাণের কার্য্য। তাঁহার জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি নাই; নিদ্রা আলস্য নাই, ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই। ইহা সত্য হইলেও শাস্ত্রোপদেশ এই যে, যতদিন প্রকৃতির কার্য্য আছে, ততদিন পুরুষকে কিছু না কিছু অভিভূত হইতেই হইবে। কিন্তু ইহাতে জ্ঞানবান্ পুরুষের কোন অনিষ্ট হয় না। সেইজন্য বলা হয় "প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।" ইনি প্রারব্ধ ভোগ মাত্র করেন। প্রকৃতির কোন কর্ম্মে ইনি লিপ্ত হয়েন না। কোন গুণই তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারে না। ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতি আপন গুণ দ্বারা তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করিলেও, তিনি অধিকক্ষণ আত্মবিস্মৃত থাকেন না। অজ্ঞলোক যে শুধু আত্ম-বিস্মৃত—তাহা ত নহে। ইহারা বিষয়-ব্যাপারে উন্মত্ত হইয়া পড়ে। গুণাতীত পুরুষের আর পতন হয় না। নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থায় তিনি রজ ও তমকে অতিক্রম করেন, আবার গুণাতীত অবস্থায় সত্ত্বকেও অতিক্রম করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি * নেঙ্গতে॥ ২৩॥

শ্রী যা শ্রী
যঃ স্থিতঃপ্রজ্ঞঃ আত্মানুভবশীলঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ সন্

শ্রী যা যা
সাক্ষিতয়া অকিঞ্চিৎকর ইব বর্ত্তমানঃ সন্ গুণৈঃ গুণকার্য্যৈঃ

* যোঽনুতিষ্ঠতীতি বা পাঠান্তরম্।

রা শ্রী ম
দ্বেষাকাঙ্ক্ষাদ্বারেণ ন বিচাল্যতে স্বরূপাৎ ন প্রচ্যাব্যতে কিন্তু
যা শ্রী
গুণাঃ সত্ত্বাদয় এব গুণেষু বর্ত্তন্তে যদ্বা গুণাঃ স্বকার্য্যেষু
ব শ্রী শ্রী
প্রকাশাদিষু বর্ত্তন্তে এতৈর্ম্মম সম্বন্ধ এব নাস্তি
ম
স্বপ্নবৎ মায়ামাত্রশ্চায়ং অহং চ পরমার্থসত্যো নির্ব্বিকারো দ্বৈত-
ম
শূন্যশ্চ যদ্বা গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে, নত্বহমিতি বিবেকাদৌদাসীন্যম্।
অহমেব করোমীত্যধ্যাসো বিচলন্ ন চাস্য তদস্তি ইতিভাবঃ।
নী আ
ইত্যেবং নিশ্চিত্য যঃ অবতিষ্ঠতি স্তব্ধ ইব বর্ত্ততে অবপূর্ব্বস্য
আ শ
তিষ্ঠতেরাত্মনেপদে প্রয়োক্তব্যে কথং পরস্মৈপদম্? ছন্দো-
শ নী
ভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদ প্রয়োগ ইতি। ন চ ন তু গুণকৃতৈঃ
নী শ
মিষ্টামিষ্টস্পর্শৈঃ ইঙ্গতে চলতি [সগুণাতীত উচ্যতে]। যথা-
মা মা শ
দ্বয়োঃ কলহং কুর্ব্বতোরবলোকয়িতা কশ্চিত্তটস্থঃ স্বয়ং কেবল-
মা
মুদাস্তে; ন তু জয়পরাজয়াভ্যামিতস্তত শ্চাল্যতে তথা গুণা-
নী নী
তীতো বিবেকী স্বয়মুদাস্তে। অয়মর্থঃ যথাকশ্চিদ্ভুঞ্জানো রসনা
নী
মৌঢ্যাৎ স্বয়ং শাকাদিরসং ন বিন্দতি, পরেণ জ্ঞাপিতোপি

কিঞ্চিদ্রসবিশেষমুপলভ্যাপি তত্রোদাসীন এবাস্তে ঝটিত্যেব বিশেষদর্শনস্য তিরোধানাৎ ন তৎকৃতং সুখং দুঃখং বা পশ্যতি তদ্বদয়ং জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

যিনি উদাসীনবৎ [উদাসীন নহেন, উদাসীনের ন্যায়] অবস্থিত থাকিয়া, গুণসকলের দ্বারা বিচলিত হন না; গুণসকল আপন আপন কার্য্য করিতেছে, ইহা জানিয়া যিনি স্থির থাকেন, চঞ্চল হন না [তিনি গুণাতীত] ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—গুণাতীতের আচার ব্যবহার কি, ইহাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল।

ভগবান্—গুণাতীতের লক্ষণ কি—তোমার এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছি, গুণাতীতের অনুকূল প্রতিকূল অধ্যাস নাই বলিয়া প্রাপ্ত দুঃখের প্রতি দ্বেষ নাই এবং নিবৃত্ত সুখেরও আকাঙ্ক্ষা নাই। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে—গুণাতীতের আচার ব্যবহার কিরূপ? ইহার উত্তরে বলিতেছি—(১) গুণাতীত সকল বিষয়ে উদাসীনবৎ। তিনি ঠিক উদাসীন নহেন; কিন্তু উদাসীনের ন্যায়। গুণসকল উদয় হইতেছে, লয় হইতেছে—ভালও বলা নাই, মন্দও বলা নাই। আনন্দ করাও নাই, দুঃখ করাও নাই। সাধক এস্থানে দ্রষ্টামাত্র। গুণের কার্য্য হইল, কিন্তু তিনি নিজে আত্মস্বরূপে অবস্থিত বলিয়া—নিজে অচঞ্চল।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি, গুণের কার্য্য হইলে আত্মরূপে অবস্থান করা যায় কিরূপে? আত্মরূপে অবস্থান করিলে ত আর প্রকৃতিতে আত্মাভিমান হয় না। প্রকৃতিতে আত্মাভিমান না করিলে প্রকৃতির কোন কার্য্য আছে বা নাই ইহা কে বলে? প্রকৃতি তখন থাকা না থাকার মত। কারণ কার্য্য আছে বা নাই যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শক্তিও আছে বা নাই ইহা বলা যায় না। ফলে শক্তি ও শক্তিমানের একত্ব অবস্থাটি অব্যক্ত।

ভগবান্—গুণ থাকিলে গুণে অভিমান থাকেই। স্রোতের মত গুণ আইসে; মাথার উপর দিয়া স্রোত চলিয়া যায়, কিন্তু স্রোত টানিয়া লইতে পারে না; বিষয়ে মগ্ন করিতে পারে না। গুণ ত একটানা থাকে না। কাজেই যেমন স্রোত ফুরায় তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ। ইহাই প্রারব্ধ ভোগ।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীর স্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

রা শ
যঃ সমদুঃখসুখঃ সুখদুঃখয়োরবিকৃতচিত্তঃ স্বস্থঃ স্বাত্মনি

শ যা
স্থিতঃ প্রসন্নঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্টে মৃৎপিণ্ডে অশ্মনি

যা যা শ
পাষাণে কাঞ্চনে চ সমবুদ্ধিঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ প্রিয়ঞ্চ অপ্রিয়ঞ্চ

প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যে সমে যস্য সঃ ইষ্টানিষ্টবিষয়েষু তুল্যাদরঃ

শ ম যা ম
ধীরঃ ধীমান্ ধৃতিমান্ বিবেককুশলঃ অতএব তুল্যনিন্দাত্ম-

ম
সংস্তুতিঃ নিন্দা চ আত্মসংস্তুতিশ্চ তুল্যে নিদাত্মসংস্তুতী দোষকীর্ত্তন-

ম
গুণকীর্ত্তনে যস্য সঃ [গুণাতীতঃ উচ্যতে] ॥ ২৪ ॥

যিনি সুখে দুঃখে সমচিত্ত, যিনি আত্মস্বরূপে স্থিত, মৃৎপিণ্ড পাষাণ ও সুবর্ণ যাঁহার চক্ষে সমান, প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার তুল্য, যিনি ধীর—ইন্দ্রিয়জয়ী, নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার নিকটে সমান [তিনি গুণাতীত] ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—গুণাতীতের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আর কি বলিবে ?

ভগবান্—(২) গুণাতীত সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে বিষণ্ণ হয়েন না—স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া উভয়ই তাঁহার নিকটে সমান। (৩) আত্মসংস্থ বলিয়া সর্ব্বত্র এক জ্ঞান, আনন্দপূর্ণ অবস্থা (৪) মৃৎপিণ্ড দাও, পাষাণখণ্ড দাও, সুবর্ণখণ্ড দাও,—যাঁহার লোভ নাই, তৃষ্ণা নাই, যাঁহার চক্ষে আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই—তাঁহার কাছে উহাদের বৈষম্য কিরূপে থাকিবে ? (৫) প্রিয় ব্যক্তিও তাঁহার নিকটে যেরূপ, অপ্রিয়ও সেইরূপ—সকলেই আত্মজন—সেই আনন্দ জ্ঞানমূর্ত্তি সকলেই, তিনি সর্ব্বদা চিদানন্দ রসে মগ্ন বলিয়া ধীর (৬) এবং স্তবেরও অর্থ যাহা নিন্দারও অর্থ তাহাই তিনি (৭) স্তুতি বা নিন্দাবাদে একরূপ, আবার কিছু না বলিলেও আনন্দ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রী ম শ্রী
যঃ মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ মানে অপমানে আদরে অনাদরে চ তুল্যঃ

শ্রী ম
মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ মিত্রপক্ষস্য

এব অরিপক্ষস্যাপি দ্বেষাবিষয়ঃ স্বয়ং তয়োরনুগ্রহনিগ্রহশূন্য

ম শ
ইতি বা সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী দেহধারণমাত্র নিমিত্ত ব্যতিরেকেণ-

সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীত্যর্থঃ [সঃ গুণাতীত উচ্যতে] ॥ ২৫

যাঁহার মানাপমানে তুল্য বোধ, শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান, যিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, তাঁহাকেই গুণাতীত বলে ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—গুণাতীতের ব্যবহার সম্বন্ধে আর কি বলিবে?
ভগবান্—আরও শুন।

(৮) **মান অপমান ইঁহার সমান** পুরস্কার কর তাহাতেও যা তিরস্কার কর তাহাতেও তাই। প্রহার কর এবং পুষ্পমালা দাও সমান। সর্ব্বদা আনন্দমগ্ন। (যেমন মাতালের সব সমান)।

(৯) **শত্রু মিত্র ইঁহার সমান** শত্রু বলিয়াও দ্বেষ নাই, মিত্র বলিয়াও আদর নাই—কাহারও উপর অনুগ্রহ, কাহারও উপর নিগ্রহ নাই।

(১০) **ইনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী** কেহ কিছু করিতে বলিল করিলেন তৎপরক্ষণেই কর্ম্মশূন্য অবস্থা। চিন্তা করিয়াও কোন কর্ম্ম করা নাই। প্রবাহপতিতবৎ কর্ম্ম করিয়াছেন শেষে কিছু ফলাফল চিন্তা নাই ॥ ২৫ ॥

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

যঃ চ যতিঃ কর্ম্মী বা মাম্ ঈশ্বরং নারায়ণং সর্ব্বভূত-হৃদয়াশ্রিতং সত্যসঙ্কল্পং পরমকারুণিকং আশ্রিতবাৎসল্য-জলধিং মায়য়া ক্ষেত্রজ্ঞতামাগতং মায়াগুণাস্পৃষ্টং মায়া-নিয়ন্তারং পরমানন্দঘনং ভগবন্তং বাসুদেবম্ অব্যভিচারেণ "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে" ইতি দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন ঐকান্তিকেন পরমপ্রেম-লক্ষণেন ভক্তিযোগেন ভক্তিঃ ভজনং সৈব যোগস্তেন জ্ঞান-সমুদ্ভবেন বিবেকবিজ্ঞানাত্মকেন ভক্তিযোগেন ময়ি ভগবতি তৈল-ধারাবদবিচ্ছিন্নবৃত্তিপ্রবাহি-মনঃপ্রণিধানরূপেণ যোগেন সেবতে সদা চিন্তয়তি ধ্যায়তি সঃ এবং সূক্ষ্মীকৃতচিত্তঃ মদ্ভক্তঃ এতান্ প্রাগুক্তান্ গুণান্ সত্ত্বাদীন্ দুরত্যয়ান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ধ্যানপরিপাকান্তে সত্ত্বমপি বাধিত্বা ব্রহ্মভূয়ায় ভবনং ভূয়ঃ।

ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ সর্ব্বদা

ভগবচ্চিন্তনমেব গুণাতীতত্বোপায় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আমাকে কিন্তু যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন—"কথমেতান্ ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে" কিরূপে গুণের বন্ধন ছুটিবে? এই আমার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল।

ভগবান্—আমি ঈশ্বর, আমি নারায়ণ, আমি অন্তর্যামী, আমি সত্যসঙ্কল্প, মায়া অবলম্বনে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও, আমি মায়ার নিয়ন্তা। যে কেহ আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিতে সেবা করে, সে-ই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারে।

অর্জ্জুন—প্রথমে নিষ্কাম সাধনা দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণে থাকিতে হইবে। নিত্যসত্ত্বস্থ মুমুক্ষু যিনি, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুণাতীত হইতে পারেন। গুণাতীত অবস্থায় উদাসীনবৎ থাকিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে হয়। ঐ অবস্থা পরিপক্ক হইলে যতির লক্ষণ প্রকটিত হয়। কিন্তু তুমি বলিতেছ, অব্যভিচারিণী ভক্তি ভিন্ন গুণাতীত হওয়া যায় না। এখন বল, ভক্তি কি এবং অব্যভিচারিণী ভক্তিই বা কিরূপে হয়?

ভগবান্—বিশ্বাস, ভয়, আশা, কর্ত্তব্যজ্ঞান—এই গুলি ভক্তির নিম্ন অবস্থা। অনুরাগে ভজনই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ইহাও 'আমি তোমার', 'তুমি আমার' 'তুমিই আমি' এই তিন অবস্থায় পরিসমাপ্ত হয়। ভক্তি ও অব্যভিচারিণী ভক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ কর।

"আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ঐ সমস্ত গুণ-বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়। "বুদ্ধি সমস্ত গুণের সৃষ্টি করে, আত্মা তৎসমুদায় দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মার ও বুদ্ধির এই দুরপনেয় সম্বন্ধ নিবন্ধ রহিয়াছে" "মনুষ্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যান-নিরত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন" ঐ ১৯৪ অধ্যায়। উচ্চ অঙ্গের ধ্যানে স্থিতি লাভ হয়, নিম্ন অঙ্গের ধ্যানে উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্যানে অনুরাগে ভজন হয়। যিনি জীব তিনিই পরমাত্মা। এজন্য বলা হইতেছে "জীব সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও নিত্য"। ঐ ২১১ অধ্যায়। "গুণত্রয় দেহপ্রাপ্তির বীজ। আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। রজঃ ও তমোগুণ তিরোহিত হইলে সত্ত্বগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই সত্ত্বগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।" ঐ ২১২ অধ্যায়।

"জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে আপনারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে, ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহার অনুসন্ধান করেন। কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে আপনারেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ

করেন"। ঐ ২১৭ অধ্যায়। "ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন"। ঐ ২১৭ অধ্যায়। "প্রকৃতি জড়ময়ী। পুরুষও অকর্ত্তা। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি সচেষ্ট হইয়া সমুদায় পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে"। "পুরুষ কর্ত্তা নহেন, কেবল অবিদ্যা প্রভাবেই সমুদায় কার্য্যে অভিমান করেন" ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণে দেখা যায় যে, যদ্দ্বারা জীব আপনারে পরমাত্মা বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহার নাম জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। কিন্তু এই জ্ঞান, ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে লাভ করা যায় না। শ্রীভাগবত বলেন "ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তির মায়াবেশ বশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি ও দেহে আত্মজ্ঞান জন্মে। সুতরাং দ্বৈতজ্ঞান জন্মে"। কিন্তু বস্তুতঃ দ্বৈত সত্য নহে। বিষয় বলিয়াও কোন বস্তু নাই। উহা মনোবিলাস মাত্র। দ্বৈত অবিদ্যমান হইয়াও স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় ধ্যানকারী পুরুষের বুদ্ধিতে প্রকাশ হয়। এজন্য মনকে নিগ্রহ করিয়া ভগবদ্‌ভজন করিলেই অভয় হয়" ভা ১১।২।৩৫—৩৬। ভজন ভয়েও হয়, আশাতেও হয়, কর্ত্তব্যজ্ঞানেও হয় এবং অনুরাগেও হয়। অনুরাগে যে ভজন পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। এই ভক্তি দ্বারা গুণাতীত হওয়া যায়। জীব যখন জানিতে পারে—পরমাত্মাই তাঁহার একমাত্র গতি, জীব যখন সঙ্কল্পত্যাগ করিয়া অর্থাৎ চিত্তত্যাগ করিয়া পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনার সহিত পরমপুরুষের সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে থাকে, তাঁহার গুণ, তাঁহার কার্য্য, তাঁহার স্বরূপ আলোচনা করিয়া ব্যাপ্য জীব ব্যাপক পরমাত্মায় তন্ময় হইতে থাকে—প্রথমে যে চিত্তস্পন্দনরূপ বিষয় কল্পনা, ইহা সেই পরমপুরুষের চিন্তায় শান্ত হইয়া যায়; তখন তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছেদে ধ্যান চলিতে থাকে—সেই প্রিয়দর্শন ভিন্ন আর কিছুই দেখে না—বিষয় প্রপঞ্চ যাহা পূর্ব্বে দেখিত—আপন প্রিয়কে দেখিয়া সমস্ত প্রপঞ্চ মিথ্যা বোধ হইয়া যায়—ক্রমে আপনার অন্তরদেবই জগতের লীলাময় পুরুষ যখন বোধ হইতে থাকে, তখন সর্ব্বজীবে তাঁহারই লীলা প্রত্যক্ষ হইতে থাকে—আরও বোধ হইতে থাকে, তিনি এই ভীষণ ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন—ফলে তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই—যাহাকে আমি বলিতাম, তাহাও তিনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই আমি তিনির একত্ব বুঝিয়াও পৃথগ্‌ভাবে যে ভজন, তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। সমাধিতে অদ্বৈতভাব, কিন্তু ভজন যতদিন থাকে, ততদিন দ্বৈতভাব ইহা লক্ষ্য করিয়া সাধনা কর।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

শ ম শ
কুতঃ মদ্ভক্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি? হি যস্মাৎ অহং

শ শ
প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি

প্রতিষ্ঠা। কীদৃগ্‌ভূতস্য ব্রহ্মণঃ? অমৃতস্য [শ]অবিনাশিনঃ। [ম]বিনাশ-
রহিতস্য। অব্যয়স্য চ [শ]অবিকারিণঃ। [ম]বিপরিণামরহিতস্য চ।
শাশ্বতস্য চ [শ]নিত্যস্য [ম]অপক্ষয়রহিতস্য। ধর্ম্মস্য [শ]জ্ঞানযোগধর্ম্ম
[শ]প্রাপ্যস্য [ম]জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণধর্ম্ম[ম]প্রাপ্যস্য সুখস্য [শ]আনন্দরূপস্য
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগত্বং বারয়তি। ঐকান্তিকস্য অব্যভিচারিণঃ
[ম]সর্ব্বস্মিন্ দেশে কালে চ বিদ্যমানস্য ঐকান্তিক[ম]সুখরূপস্যেত্যর্থঃ।
[শ]অমৃতাদিস্বভাবস্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ [শ]প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া [শ]নিশ্চীয়ত ইতি। [শ]তদেতদ্‌ব্রহ্মভূয়ায়
কল্পত [শ]ইত্যুক্তম্। [শ]যয়া চেশ্বরশক্ত্যা [শ]ভক্তানুগ্রহাদি-প্রয়োজনায়
[শ]ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ত্ততে সা শক্তির্ব্রহ্মৈবাহম্। শক্তিশক্তি-
[শ]মতোরনন্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ [ম]এতাদৃশস্য ব্রহ্মণো যস্মাদহং বাস্তব-
স্বরূপং তস্মান্মদ্ভক্তঃ সংসারান্মুচ্যত ইতি [ম]ভাবঃ। [শ]অথবা [শ]ব্রহ্মশব্দ-
বাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম। তস্য [শ]ব্রহ্মণো [শ]নির্ব্বিকল্পকোঽহমেব—
নান্যঃ—[শ]প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ। কিং বিশিষ্টস্য? [শ]অমৃতস্যাঽমরণধর্ম্মকস্য।
[শ]অব্যয়স্য ব্যয়রহিতস্য। কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য
[শ]জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য। [শ]সুখস্য তজ্জনিতস্যৈকান্তিকান্তনিয়তস্য চ
প্রতিষ্ঠাঽহমিতি [শ]বর্ত্ততে। [ম]ব্রহ্মণস্তৎপদবাচ্যস্য সোপাধিকস্য জগদুৎ-

ম ম
পত্তিস্থিতিলয়হেতোঃ প্রতিষ্ঠা পারমার্থিকং নির্ব্বিকল্পকং সচ্চিদা-

ম ম
নন্দাত্মকং নিরুপাধিং তৎপদলক্ষ্যম্ অহং নির্ব্বিকল্পকো বাসুদেবঃ

ম ম
প্রতিতিষ্ঠত্যেবেতি প্রতিষ্ঠা কল্পিতরূপরহিতমকল্পিতম্ অতো

ম
যো মামনুপাধিকং ব্রহ্ম সেবতে স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি

ম
যুক্তমেব ॥ ২৭ ॥

[মদ্ভক্ত ব্রহ্মরূপ হইয়া যান কেন ?] কারণ ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় বা বাস্তবরূপ। [কিরূপ ব্রহ্মের আমি আশ্রয় বা বাস্তবরূপ ?] যিনি মরণ-রহিত; যিনি বিকার-রহিত; যিনি ক্ষয়রহিত নিত্য; যিনি জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণ ধর্ম্মপ্রাপ্য; যিনি অব্যভিচারী সুখ; [সেই ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা] ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন—ঐকান্তিক ভক্তিযোগে তোমার উপাসনা করিলে "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, পূর্ব্বশ্লোকে ইহা বলিয়াছ—আমি জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে লাভ হয় ?

ভগবান্—ভাল করিয়া এই শ্লোকের তাৎপর্য্য অবধারণ কর। এই শ্লোকে বুঝিবার বিষয়-গুলি এই :—

(১) "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"। আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। আমি কে ? ব্রহ্ম কে ? ব্রহ্ম অর্থে সোপাধিক ব্রহ্ম বলিতেছি বা নিরুপাধিক ব্রহ্ম বলিতেছি ? প্রতিষ্ঠা অর্থ কি ? আমি বাসুদেব—আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা কিরূপে ?

অর্জ্জুন—একটি একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করি। "ব্রহ্মের যেহেতু প্রতিষ্ঠা আমি"। তোমার ভক্ত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বশ্লোকে ইহা বলিয়াছ, এই শ্লোকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছ। সেইজন্য "হি" যস্মাৎ "যেহেতু" বলিতেছ। কেন ব্রহ্মত্ব লাভ করে ? যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। তুমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা [আশ্রয় বা বাস্তবরূপ], তাই তোমার ভক্ত তোমায় ভজিয় ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন। কোন্ প্রকার ব্রহ্ম তুমি ? সগুণ ব্রহ্ম বা নির্গুণব্রহ্ম ? সোপাধিক ব্রহ্ম বা নিরুপাধিক ব্রহ্ম ?

ভগবান্ – শ্রীগীতাতে আমি বাসুদেব নির্গুণ, সগুণ ও মায়ামানুষ এই ত্রিবিধ ভাবেই কথা কহিতেছি। কোথাও আমি নির্গুণ, নিরুপাধি আপনিই আপনি। এইটি আমার মায়াবর্জ্জিত স্বরূপ। ইহা অবিজ্ঞাত-স্বরূপ। কোথাও আমি সগুণ, সোপাধিক বিশ্বরূপ। এইটি আমারা

মায়াধীশ-ঈশ্বর-রূপ। কোথাও আমি সচ্চিদানন্দঘন মায়ামানুষ। এইটি আমার বাসুদেব-মূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি।

"আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" ব্রহ্ম অর্থে এখানে উভয়বিধ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা যায়। ভগবতী শ্রুতি ব্রহ্মকে সমকালেই নির্গুণ ও সগুণ বলিতেছেন। কোন্ প্রকার ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা? না, যে ব্রহ্ম অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত, ধর্ম্ম, ঐকান্তিক সুখ। এই বিশেষণগুলি সগুণ ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ধর্ম্ম অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণ ধর্ম্ম দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায়। সাংখ্যজ্ঞানে সগুণ বিশ্বরূপকেই পাওয়া যায়। আর নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি হয় ধ্যানযোগে। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের এত নিকট সম্বন্ধ যে, শ্রুতি বহুস্থানে উভয়কেই এক সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন। ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি—এখানে ব্রহ্ম প্রধানতঃ সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম হইলেও নির্গুণ ব্রহ্মেরও আমি প্রতিষ্ঠা, ইহা বলা যাইতে পারে।

অর্জ্জুন—তুমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা কিরূপে? প্রতিষ্ঠা অর্থ কি? প্রতিষ্ঠা অর্থ বাস্তবরূপ বা আশ্রয়।

ভগবান্—ব্রহ্মের কোন রূপ নাই। আমাকে আশ্রয় করিয়াই তিনি অবিজ্ঞাত অবস্থা হইতে আপনাকে ব্যক্ত করেন। যেমন সৃষ্টি ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ নাই সেইরূপ আমি ভিন্ন ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থা নাই। এখানে আমি শক্তি। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই বলিয়া পুরুষ হইয়াও আমি বলিতেছি, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। গুণদ্বারা বস্তু বা ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে অবিজ্ঞাত। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। শক্তি ভিন্ন শক্তিমানের প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইবে? সৃষ্টি ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা আর কাহার কাছে প্রতিষ্ঠিত হইবেন? অনন্ত চিন্মণি যিনি, ঝলক ভিন্ন মণির প্রতিষ্ঠা আর কোথায় হইবে? ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ যে মায়া বা স্পন্দনের উদ্ভব হয়, সেই মায়াই প্রথম সৃষ্টি। মায়া দ্বারাই আপনিই-আপনি-স্বরূপ-নির্গুণ-অবিজ্ঞাত ব্রহ্মের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। মায়া বা শক্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। এই জন্য শক্তিকে ব্রহ্মের প্রথম প্রতিষ্ঠা বলা যায়। মায়ার উদয়ে ব্রহ্ম যে রূপ ধারণ করেন, তাহার নাম পুরুষ বা সগুণ ব্রহ্ম; আর পুরুষের আশ্রয়ে যে মায়া প্রকাশিত হয়েন, তাহাই অব্যক্ত সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা-স্বরূপিণী প্রকৃতি। পুরুষ শক্তিমান্, প্রকৃতি শক্তি। শক্তিই শক্তিমানের প্রতিষ্ঠা। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ বলিয়া আমি বাসুদেব, আমি সগুণব্রহ্ম, আমি পুরুষ বা প্রকৃতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। শক্তিই ব্রহ্ম। শক্তিই ব্রহ্মের বাস্তব রূপ।

আমি পুরুষ বা আমিই প্রকৃতি। মায়া আশ্রয় করিয়া গুণবান্ মত যিনি হয়েন, তিনিই ব্রহ্ম। আমি শক্তি, আমাকে আশ্রয় করিয়া তিনি গুণবান্ মত হয়েন বলিয়া, আমিই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। আমি সগুণ ব্রহ্ম। আমি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও—আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা স্থিতিলাভ করিয়াও সগুণ হই। কাজেই সগুণ ব্রহ্মই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। আবার আমি আপনার আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়াও যেমন সগুণ বিশ্বরূপ হই, সেইরূপ আমি সর্ব্বদা বিশ্বরূপে থাকিয়াও দেহে দেহে প্রত্যগাত্মারূপেও বিরাজ করি। তবেই হইল, প্রত্যগাত্মাও অমৃত অব্যয় পরমানন্দস্বরূপ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। সম্যগ্ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকেই প্রত্যগাত্মারূপে নিশ্চয় করা যায়। এই জন্য বলা হইতেছে, প্রত্যগাত্মা যে আমি—আমার ভক্ত যখন

অব্যভিচারিণী ভক্তিতে আমার ভজনা করেন, তখন আমি আমার ভক্তকে আমার স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই দেখাইয়া থাকি। তাই বলিতেছি ভক্তিভাবে আমার ভজনা করিলে, ভক্ত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন।

আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—ইহার যে ব্যাখ্যা করা হইল, তাহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

আমি সমকালে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম, সবিকল্প ব্রহ্ম এবং মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মঘন প্রতিমা। সবিকল্প ব্রহ্ম যেমন নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, সেইরূপ মূর্ত্তিমান্ মায়ামানুষও সবিকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।

(১) আমি যখন নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম, তখন আমি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম সবিকল্প ব্রহ্মের আশ্রয়। ব্রহ্মশব্দ বাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম। তস্য ব্রহ্মণো নির্ব্বিকল্পকোঽহমেব—নান্যঃ প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ। যেমন সমুদ্র আশ্রয় না থাকিলে তরঙ্গ উঠিতে পারে না, সেইরূপ পরম শান্ত নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম না থাকিলে সবিকল্প ব্রহ্ম ভাসিবেন কাহাতে ?

(২) আমি যখন সবিকল্প ব্রহ্ম, তখনও আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। কারণ আমাকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম গুণবান্ মত হয়েন, ব্যক্ত মত হয়েন, পূর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছে।

(৩) আমি যখন মায়ামানুষমূর্ত্তি, আমি যখন কৃষ্ণমূর্ত্তি, তখনও আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। কারণ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম। "প্রতিষ্ঠা প্রতিমা। ঘনীভূত ব্রহ্মৈবাহম্। যথা ঘনীভূত-প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ"। সূর্য্য যেমন ঘনীভূত প্রকাশ, আমি শ্রীবাসুদেবও সেইরূপ ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমাস্বরূপ। সূর্য্য স্বয়ং তেজোময় হইলেও, যেমন তাঁহাকে তেজের আশ্রয় বলা হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মময় হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মের আশ্রয় বলা হয়। ভক্তগণ ও জ্ঞানিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" বুঝিলেও বাস্তবিক মূলে জ্ঞানী ও ভক্তের কোন বিরোধ এখানে নাই। যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ, আবার তিনিই অবতার—ইহা স্মরণ রাখিলে কোন বিরোধ হইতে পারে না।

ভক্ত যখন ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ বলেন, তখন তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কোন কিছু বলেন না। হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৭২ অধ্যায়ে পাওয়া যায়—

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ।
মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥

সেই শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম সকল জগৎকে বিভাগ করেন। হে ভারত! হে অর্জ্জুন! সেই ঘন জ্যোতিঃ আমারই তেজঃস্বরূপ জানিবে।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া সগুণব্রহ্ম ও শেষে নির্গুণ ব্রহ্মের সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন—সে ক্ষেত্রে ব্রহ্ম যেন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হয়েন। এই ভাবে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণেরই তেজ ব্রহ্ম। ফলে শ্রীকৃষ্ণ কোথাও নির্গুণ হইয়া সগুণের কথা বলেন, কোথাও সগুণ হইয়া নির্গুণের কথা কহেন। আবার কোথাও মায়া মানুষ হইয়াও আপনিই যে সগুণ আপনিই যে নির্গুণ এই উভয়ই বলিয়া থাকেন। কাহারও রুচি মূর্ত্তি পূজায়, কাহারও সগুণের উপাসনাতে শক্তি, কেহ বা নির্গুণ উপাসনার অধিকারী। যিনি যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আপনিই আপন ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন তিনি আপনার অবলম্বনটিকে প্রধান বলিতে চাহেন। ফলে স্বস্বরূপে তিনি আপনিই আপনি। সুষুপ্তি ভঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বলা হয় আর কেহই ছিলনা

তাহার পরের বিচার—আর কিছুই ছিল না কেবল আমিই ছিলাম। আমিই আছি আর কিছুই নাই এইটিই শ্রুতির আপনি আপনি বা নির্গুণ ভাব। সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারেন। যদি কোন সাধক বলেন যে নির্গুণ নাই কেবল কৃষ্ণমূর্ত্তিই সত্য এরূপ বলা শ্রুতি বাক্যকে অমান্য করা মাত্র। শ্রুতিকে অমান্য করাও যা আমাকে অমান্য করাও তাই। ব্রহ্মও যা, বেদও তাই। আবার আমিও তাই। কারণ আমিও বেদের প্রতিষ্ঠা। কারণ বেদ আমাকেই প্রতিপাদন করিতেছেন। আমি শ্রীকৃষ্ণ, কখন নির্গুণ, কখন সগুণ, কখন অবতার ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম ও অবতারের কথা বলিতেছি। বিরোধ কোথাও নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কে ? এই সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের সহিত ভীষ্মের যে কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে এবং পরেও হইবে, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর :—

যুধিষ্ঠির কহিলেন—পিতামহ! পুরাকালে সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্ নারায়ণ ?

ভীষ্ম কহিলেন—ধর্ম্মরাজ! সেই সর্ব্বাশ্রয় চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম অসীম তেজঃপ্রভাবে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশ স্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কল্পান্তকালে বিরাট পুরুষেরও ধ্বংস হয়; কিন্তু কেবল ভগবান্ ঐ সময়ে সলিল-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে লোক নষ্ট হইলে, এই অনাদি-নিধন কেশব পুনরায় জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদায় পূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মহা-শান্তি ২৮০ অঃ।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩২৬ অধ্যায়েঃ—

"বাসুদেব কহিলেন—হে অর্জ্জুন! সেই নির্গুণগুণস্বরূপ পরমাত্মারে নমস্কার। তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা এবং ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশ গুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ। তিনি আমার উৎপত্তি স্থান।

ওঁ তৎ সৎ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
গুণত্রয়-বিভাগ-যোগো নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

পুরুষোত্তম যোগঃ ।

শ্রী

সংসার-শাখিনং ছিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ ।
পুরুষোত্তম-যোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥
বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্ ।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ ॥ শ্রী

অ ১৫ শ্লো ১]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ যস্মান্মদধীনং কর্ম্মিণাং কর্ম্মফলং জ্ঞানিনাং চ জ্ঞানফলমতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে তে মৎপ্রসাদাজ্ জ্ঞান-প্রাপ্তিক্রমেণ গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছন্তি। কিমু বক্তব্যমাত্মনস্তত্ত্বং সম্যগ্বিজানন্ত ইতি। অতঃ শ্রীভগবানর্জ্জুনেনাঽপৃষ্টমপ্যাত্মনস্তত্ত্বং

বিবক্ষুরুবাচ ঊর্দ্ধমূলমিত্যাদি। তত্র তাবদ্‌বৃক্ষরূপকল্পনয়া বৈরাগ্য-হেতোঃ সংসার-স্বরূপং বর্ণয়তি। বিরক্তস্য হি সংসারাদ্‌ভগবত্তত্ত্ব-

স্থানেঽধিকারঃ। নাঽত্যন্তেতি। ঊর্দ্ধমূলমিতি—ঊর্দ্ধং উর্দ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাঽক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্। ঊর্দ্ধমূলং কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বান্নিত্যত্বান্মহত্বাচ্চোর্দ্ধমুচ্যতে ব্রহ্মাঽব্যক্তমায়াশক্তিমৎ। তন্মূলমস্যেতি। সোঽয়ং সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলঃ। শ্রুতেশ্চ—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন ইতি—

পুরাণেচ—

অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্দময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥
মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাঽধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥
আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মা চরতি নিত্যশঃ॥
এতচ্ছিত্বা চ ভিত্বা চ জ্ঞানেন পরমাঽসিনা।
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ইত্যাদি

তমূর্দ্ধমূলং সংসারং মায়াময়ং বৃক্ষমাহুঃ। অধঃশাখং মহদহঙ্কা—রতন্মাত্রাদয়ঃ শাখাইবাঽস্যাধো ভবন্তীতি সোঽয়মধঃশাখঃ তং অব্যয়ং সংসারমায়য়া অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ প্রবাহরূপেণাঽবিচ্ছেদাৎ সোঽয়ং সংসারবৃক্ষোঽব্যয়ঃ। অনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়ো হি সুপ্রসিদ্ধঃ। তম্। অশ্বত্থং ন শ্বোঽপি প্রভাতপর্য্যন্তমপি স্থাস্যতীতি অশ্বত্থঃ। তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনং প্রাহুঃ কথয়ন্তি, শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ।

ম ম ম

অথবা উৰ্দ্ধং সর্ব্বদা সাবধাবোপাধিতং সর্ব্বসংসারভ্রমাধিষ্ঠানং

ব্রহ্ম তদেব মায়য়া মূলমস্যেত্যূৰ্দ্ধং মূলং অধঃ ইত্যর্বাচীনাঃ

ম

কার্য্যোপাধয়োহিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে তে নানাদিক্প্রসৃতত্বাচ্ছাখা ইব

শ

শাখা অস্যেত্যধঃশাখমিতি। তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যেদমন্যদ্বিশেষণং—

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি। ছন্দাংসি বেদাঃ ছাদনাদৃগ্যজুঃ সামলক্ষণানি

ম ব

যস্য সংসারবৃক্ষস্য মায়াময়স্যাশ্বত্থস্য পর্ণানীব পর্ণানি। যদ্বা

ব

সংসারাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদকানি শ্রুতিবাক্যানি

ব ব

বাসনারূপ তন্নিদানবন্ধকত্বাৎ পর্ণানি প্রাহুঃ। তানি ছন্দাংসি "বায়ব্যং

ম

শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকাম

ব শ

ইত্যাদীনি বোধ্যানি। যথা বৃক্ষস্য রক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ

শ ম

সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থা ধর্ম্মাধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ। যদ্বা যথা

ম ম ম

বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি ভবন্তি তথা সংসারবৃক্ষস্য পরিরক্ষ-

ম ম

ণার্থানি কর্ম্মকাণ্ডানি ধর্ম্মাধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাত্তেষাং যদ্বা

শ্রী শ্রী শ্রী

ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণচ্ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য

শ্রী শ্রী ম

সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যঃ তং যথা—

ব্যাখ্যাতং সমূলং সংসারবৃক্ষং মায়াময়মশ্বত্থং বেদ জানাতি সঃ বেদবিৎ

বেদার্থবিদিত্যর্থঃ কর্ম্মব্রহ্মাখ্যবেদার্থবিৎ স এবেত্যর্থঃ। সংসার-

বৃক্ষস্য হি মূলং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদয়শ্চ জীবাঃ শাখাস্থানীয়াঃ। স চ

সংসারবৃক্ষঃ স্বরূপেণ বিনশ্বরঃ। প্রবাহরূপেণ চানন্তঃ। স চ

বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সিচ্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানেন চ ছিদ্যত ইত্যেতাবানেব

হি বেদার্থঃ। যশ্চ বেদার্থবিৎ স এব সর্ববিদিতি। যস্মাৎ

সংসারবৃক্ষে সমূলে সর্বং জ্ঞেয়মন্তর্ভবতীতি তস্মাৎ সমূলসংসার-

বৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন ;—

ঊর্দ্ধ যাহার মূল, অধঃ যাহার শাখা, যাহাকে অশ্বত্থ, অব্যয় বলা হইয়া থাকে, বেদ সকল যাহার পত্র; যিনি [এই সমূল সংসারবৃক্ষকে] জানেন তিনি বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন—কীট যেমন আগুনে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে জীবও সেইরূপ গুণে বদ্ধ হইয়া সংসার-ত্রিতাপে তাপিত হয়, হইয়া নিরন্তর যাতনা ভোগ করে। পূর্ব্বাধ্যায়ে তুমি বলিলে প্রকৃতির গুণ দ্বারাই জীবের সংসার-বন্ধন হয়। গুণের অতীত হওয়াই ব্রহ্মভাব পাওয়া। ইহাই মোক্ষ। মোক্ষ, তোমার ভজন দ্বারা লাভ হয়।

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি ॥

তুমি মায়ামানুষ তোমাকে ভক্তি করিলে ব্রহ্মভাবে স্থিতি কিরূপে হয়? এইরূপ আশঙ্কা যাহারা উত্থাপন করে, তাহাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তুমি আপনার ব্রহ্মরূপতা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছ

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ইতি ॥

অব্যয় অমৃতত্বের নিত্যধর্ম্মের ঐকান্তিক সুখের ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা—সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার প্রতিষ্ঠা যেরূপ সেইরূপ। তুমি বলিতেছ এই শ্লোকটি সূত্রস্থানীয় সমস্ত পঞ্চদশ অধ্যায়টি ইহার বৃত্তি স্থানীয়।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিয়া প্রেমভক্তিতে তাঁহাকে ভজন করিলে গুণাতীত হওয়া যায়; হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করা যায় ইহা জানাইবার জন্য বলিতেছ—ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং ইত্যাদি। আমি কি আর জিজ্ঞাসা করিব?

ভগবান্—কেন? আমি তোমার মতন মানুষ, আমি কেন অত বড় কথা বলিতেছি এই ভাবিয়া ভয় লজ্জা বিস্ময়ে বলিতেছ, আমি আর প্রশ্ন কি করিব?

অর্জ্জুন—তুমি ত সকলই জান, আমি আর কি বলিব বল?

ভগবান—কর্ম্মযোগীই হও বা জ্ঞানযোগীই হও কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল বা জ্ঞানিগণের জ্ঞান সমুচিত ধর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য জ্ঞানফল সুখ আমিই দিয়া থাকি। আমি ভিন্ন জীবের গতি নাই। আমি ভিন্ন ফলদাতা কেহই নাই। তুমি শাস্ত্রমতে সমস্ত সাধনা করিতে পার, কিন্তু সকল সাধনার ফলদাতা যখন আমি, তখন আমার উপর নির্ভর সকল সাধকেরই করিতে হইবে। সেই জন্য বলিতেছি ভক্তিযোগে যে আমার সেবা করে সে আমার প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্তির ক্রমে গুণাতীত হয়, হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। তবেই হইল—বিনা ভক্তিতে জ্ঞান জন্মে না। জ্ঞান না হইলেও আপনি আপনি ভাবে স্থিতিরূপ সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি নাই।

অর্জ্জুন—কিন্তু ভক্তির মূল কি? ভক্তি হয় কিরূপে?

ভগবান্—সংসারে যিনি বিরক্ত তিনিই ভক্তি লাভ করিতে পারেন। সংসারে বিরক্তি না আসিলে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানেও অধিকার জন্মিবে না। এই বৈরাগ্য উৎপাদন জন্য সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি।

অর্জ্জুন—সংসার-বিরক্তিই যখন ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ের মূল, তখন সংসারের স্বরূপ কি তাহা জানা আবশ্যক। সংসারের স্বরূপে অবশ্যই এরূপ কিছু থাকিবে যাহা জানিলে এবং পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা তাহা দৃঢ় করিলে বৈরাগ্য আসিবেই।

ভগবান—সংসারের স্বরূপে দেখাইবার জন্য শ্রুতি সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করেন। পুরাণও সংসার বৃক্ষ কিরূপ তাহা দেখাইতেছেন—আমিও বলিতেছি। শ্রবণ কর।

সংসার-বৃক্ষ (১) ঊর্দ্ধমূল

(২) অধঃশাখ

(৩) অশ্বত্থ

(৪) অব্যয়

(৫) বেদ ইহার পত্র।

মূল, শাখা, পত্র বিশিষ্ট যাহা, তাহাকেই বৃক্ষ বলা হয়। এমন বৃক্ষ কি যাহার মূল ঊর্দ্ধে, শাখা অধে এবং পত্ররাশি যাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে? এই বৃক্ষই সংসার

বৃক্ষ। পর শ্লোকে বলিব শাখাগুলি সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ দ্বারা বৃদ্ধি পায়—স্থূল হয়; গুণ-প্রবৃদ্ধাঃ এবং রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত "বিষয়-প্রবালাঃ।"

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" ইত্যাদিতে তুমি সংসার-বৃক্ষই বর্ণনা করিতেছ। সংসার বৃক্ষের বিশেষণ যে গুলি দিতেছ তাহা বিশদ কর। ইহাদের ব্যাখ্যা নানারূপ ত হইতে পারে?

ভগবান্—কিরূপ?

অর্জ্জুন—"ঊর্দ্ধমূলং" অর্থে

শ

(১) কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বান্নিত্যত্বান্মহত্বাচ্চোর্দ্ধমুচ্যতে

শ

ব্রহ্মাঽব্যক্তমায়াশক্তিমৎ। তন্মূলমস্যেতি। সোঽয়ং সংসারবৃক্ষ

শ

ঊর্দ্ধমূলঃ। শ্রুতেশ্চ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।

তদেবশুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

কঠবল্লী

পুরাণে চ—

অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।

বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥

মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।

ধর্ম্মাঽধর্ম্মস্থপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥

আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।

এতদ্ ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ॥

এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা।

ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ইত্যাদি।

ঊর্দ্ধমূল অর্থে কেহ বলেন কাল হইতেও সূক্ষ্মত্ব, কারণত্ব, নিত্যত্ব ও মহত্ব হেতু ঊর্দ্ধ—অব্যক্তমায়াশক্তিমৎ ব্রহ্ম। কথং কালতঃ সূক্ষ্মত্বং তদাহ কারণত্বাদিতি কাল হইতে সূক্ষ্মকে—কারণ বলিয়া। কারণ কেন? কার্য্যাপেক্ষয়া নিয়তপূর্ব্বভাবিত্বাৎ। ইত্যাদি। তাই বলিতেছি মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্ম ইহার মূল। সংসারবৃক্ষ সেই জন্য ঊর্দ্ধমূল কঠশ্রুতিও সংসারবৃক্ষকে ঊর্দ্ধমূল, অবাক্‌শাখ অশ্বত্থ ও সনাতন ইত্যাদি বলিয়াছেন।

পুরাণ বলেন—অব্যক্ত=অব্যাকৃত=মায়োপাধিক ব্রহ্ম ইহাই মূল বা কারণ। ইহা হইতে উৎপত্তি যাহার। সংসারবৃক্ষ মায়োপাধিক ব্রহ্ম হইতে জাত। এই অব্যক্তের অনুগ্রহ হইতে এই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বৃক্ষের শাখা স্কন্ধদেশ হইতে উৎপন্ন হয়। সংসার-রূপ বৃক্ষের ও নানাবিধ পরিণাম বুদ্ধি হইতেই হয়। এই সাধর্ম্ম্য হেতু বুদ্ধিই ইহার স্কন্ধ। ইহা বুদ্ধি স্কন্ধময়। ইহা ইন্দ্রিয়ান্তঃ-কোটর—ইন্দ্রিয়ের ছিদ্র সমূহই এই সংসার বৃক্ষের কোটর। আকাশ—বায়ু—অগ্নি—জল পৃথিবী—এই মহাভূতসমূহ ইহার বিবিধ শাখা। রূপ—রস—গন্ধ—স্পর্শ—শব্দ—এই বিষয় সমূহ এই বৃক্ষের পত্র। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহার পুষ্প। সুখ দুঃখ ইহার ফল। পরমাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া সংসার বৃক্ষকে ব্রহ্মবৃক্ষ বলা যায়। আত্মজ্ঞান বিনা ইহাকে ছেদন করা যায় না বলিয়া ইহা সনাতন। এই সনাতন ব্রহ্মবৃক্ষ সমস্তভূতের আজীব্য—উপজীব্য। এই ব্রহ্মবন জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ্য; আবার ব্রহ্ম এই বৃক্ষে জীবকে ফলভোগ করিতে দেখেন অথচ নিজে দ্রষ্টা মাত্র থাকেন—ফলভোগে লিপ্ত হন না। এই সংসারবৃক্ষাত্মক ব্রহ্মবন ছেদন করিয়া—আমি ব্রহ্ম এই দৃঢ়জ্ঞান দ্বারা ইহাকে মূলের সহিত কর্ত্তন করিয়া আত্মরতি আত্মক্রীড় হওয়াই মুক্তি। এইরূপ করিতে পারিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

২য় অর্থ—ঊর্দ্ধং উৎকৃষ্টং মূলং কারণং স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপত্বেন চ ব্রহ্ম—অথবা ঊর্দ্ধং সর্ব্বদা সাববাধেঽপ্যবাধিতং সর্ব্বসংসারভ্রমাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম তদেব মায়য়া মূলমস্যেতি। স্বপ্রকাশ-পরমানন্দরূপ বলিয়া ব্রহ্মই উৎকৃষ্ট মূলকারণ অথবা সর্ব্বদা বাধসত্ত্বেও অবাধিত এই জন্য ঊর্দ্ধ। সমস্ত সংসার ভ্রমের অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তিনি মায়াযোগে এই সংসার বৃক্ষের মূল।

৩য় অর্থ—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং মানুষানন্দমারভ্যোত্তরোত্তর শতগুণ বিবৃদ্ধানন্দসোপানপঙ্‌ক্তে—রুপরিস্থিতং পরমানন্দাদ্বয়ং বস্তু ঊর্দ্ধং তদেব মূলং মূলকারণমস্য ইতি

আনন্দ হইতে এই ভূত সমস্ত জন্মিতেছে এই শ্রুতি প্রসিদ্ধ মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণে বর্দ্ধিত আনন্দ সোপান পঙ্‌ক্তির উপরিস্থিত পরমানন্দরূপ অদ্বয় ব্রহ্মই ঊর্দ্ধ। ইহাই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল্ কারণ বলিয়া, সংসার-বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূল।

শ্রী ষ ম

৪র্থ অর্থ—ঊর্দ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্। ক্ষর ও অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম ইহার মূল বলিয়া সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূল।

রা।

৫ম অর্থ—সর্ব্বলোকোপরিনিবিষ্ট চতুর্ম্মুখাদিত্বেন তস্যোর্দ্ধমূলত্ব

রা।

মিতি। সর্ব্বলোকের উপরে অধিষ্ঠিত যে চতুর্ম্মুখব্রহ্মা—তিনিই আদি বলিয়া তাঁহার ঊর্দ্ধমূলত্ব।

ব ব

৬ষ্ঠ অর্থ—ঊর্দ্ধে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে প্রধানবীজোত্থ প্রথম-

ও

প্ররোহ-রূপ-মহত্তত্ত্বাত্মক-চতুর্ম্মুখরূপং মূলং যস্য তম্। ঊর্দ্ধে কিনা সর্ব্বোপরি সত্যলোকে প্রধান (অব্যক্ত)-রূপ বীজ হইতে উত্থিত প্রথম অঙ্কুররূপ যে মহত্তত্ত্ব সেই মহত্তত্ত্বাত্মক চতুর্ম্মুখরূপ (ব্রহ্মা) যাহার মূল।

ভগবান্—উপরে যত গুলি অর্থ তুমি উল্লেখ করিলে সেই গুলি প্রায়ই একরূপ। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি মনোযোগ কর।

নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি, তিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ। সুষুপ্তিতে যেমন কোন কিছুরই অনুভব করিতেও কেহ থাকেনা—সুষুপ্তিতে কি থাকে তাহা বলিবার পর্য্যন্ত কেহ থাকে না, অথচ সুষুপ্তি-ভঙ্গে মানুষ বলিয়া থাকে বেশ সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম—কিছুই আর ছিল না, যেন কিছু থাকাই একটা ক্লেশ। এই কিছুই আর নাই এইটির স্মৃতি সকলেরই থাকে। কিছুই আর নাই এই স্মৃতির পরের সোপানটি হইতেছে "কিছুই ছিলনা, কেবল আমিই ছিলাম" এইটি আপনি আপনি অবস্থা। এই সুষুপ্তি-কালীন আপনি আপনি ভাবটি ধরিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম কি তাহার আভাস পাওয়া যায়। নির্গুণ ব্রহ্মে সৃষ্টি নাই। নির্গুণ ব্রহ্মকে কোন কিছু বিশেষণও দেওয়া যায় না। কাজেই তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তাও বলা যায় না।

মণি হইতে স্বভাবতঃ যেমন ঝলক উঠে, নিগু'ণব্রহ্ম হইতে সেইরূপ স্বভাবতঃ মায়ার স্পন্দন হয়। মায়াশক্তি উঠিলে সেই নিগু'ণ ব্রহ্ম মায়াবী নাম ধারণ করেন। এই মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম। ইনি অর্দ্ধনারীশ্বর—পুরুষও বটেন প্রকৃতিও বটেন। ইনি অব্যক্ত; ইহাতে জড়িত মায়াও অব্যক্ত, প্রধান ইত্যাদি নামে অভিহিত। প্রকৃতি পুরুষের মিলন বা মিশ্রণ জনিত এই অব্যক্তাবস্থাটিই বীজ। ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই পরমাত্মা, ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ঈশ্বর, ইনিই অন্তর্যামী। এই সগুণ ব্রহ্মের সহিত নিগু'ণ ব্রহ্মের সম্বন্ধ অতি নিকট। এই সগুণ ব্রহ্ম আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই নিগু'ণ। এই জন্য শ্রুতি সর্ব্বত্রই সগুণ ও নিগু'ণ ব্রহ্মের কথা একত্র বলিয়াছেন। এই জন্য নিগু'ণব্রহ্ম স্বরূপ সগুণ ব্রহ্মই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম যিনি তিনি অব্যক্ত মায়াশক্তিমৎ ব্রহ্ম। ইঁহার সৃষ্টিসঙ্কল্পই সৃষ্টির বীজ স্বরূপ। এই সঙ্কল্প বীজ হইতে যে প্রথম অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহাই মহত্তত্ত্ব। "মম যোনি-র্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" ইহার ব্যাখ্যাতে বলিয়াছি—মায়ার বা অব্যক্তের সত্তামাত্রাত্মক আদ্য বিকারই মহত্তত্ত্ব। সগুণব্রহ্ম শক্তির সত্তামাত্রাত্মক আদ্যবিকার যে মহান্—সেই মহত্তত্ত্ব রূপ শক্তিতে যে সঙ্কল্প নিঃক্ষেপ রূপ গর্ভাধান করেন তাহাতেই সৃষ্টি হইতে থাকে। তবেই হইল মহত্তত্ত্বই সৃষ্টির অঙ্কুর। এই মহত্তত্ত্বই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। অব্যক্ত মায়াশক্তিমৎ ব্রহ্মকেই পুরাণে ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ্বর বলা হইয়াছে। একেই তিন, তিনেই এক। সংসার বৃক্ষের মুল এই অব্যক্ত মায়াশক্তিমৎ সগুণব্রহ্ম। ইনিই সৃষ্ট যাহা কিছু তাহারই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উর্দ্ধ, ইনিই উত্তম, ইনিই পুরুষোত্তম। ইনিই সকল সৃষ্টির কারণ বলিয়া সংসারবৃক্ষকে বলা হইল উর্দ্ধমূল।

অর্জ্জুন—সংসারও যাহা জগৎও তাহাই। সংসার বা জগৎ পুরুষের অধীনে অব্যক্ত মায়াশক্তির ব্যক্তাবস্থা মাত্র। মায়াশক্তি মূলে অব্যক্ত। অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থাই এই জগৎ বা সংসার। শক্তির ব্যক্তাবস্থাই কর্ম্ম। স্থূল বা সূক্ষ্ম কর্ম্মই তবে সংসারের রূপ। সংসার বৃক্ষকে ব্রহ্মবন বলিয়াছ। সমস্ত সৃষ্টবস্তুই সংসারবৃক্ষ অথবা সংসার-কানন। নানাবিধ বৃক্ষের সমষ্টি যেমন বন, নানা আকার বিশিষ্ট বা নামরূপ বিশিষ্ট দেহগুলির সমষ্টিই সংসার কানন। সমষ্টিভাবে সংসারকে যেমন বৃক্ষ বলা যায়, ব্যষ্টিভাবে দেহকেও সেইরূপ বৃক্ষ বলা যায়। সকলে ধারণা করিতে পারে এরূপ ভাবে সংসার বৃক্ষ বা দেহবৃক্ষের মূল যে ব্রহ্ম তাহাই আর একবার দেখাইয়া দাও।

ভগবান্—আমারই আদ্যমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান্ বশিষ্ঠের এই প্রশ্নের যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন এখানে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

সংসারই কর্ম্মবৃক্ষ ইহা স্মরণ রাখ।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! এই যে দেহ ইহাকেই আমি কর্ম্মবৃক্ষ বলিয়া বুঝিয়াছি। এই বৃক্ষ সংসার কাননে জন্মিয়া থাকে। হস্তপদাদি অঙ্গনিচয় ইহার শাখা। প্রাক্তন কর্ম্ম এই দেহবৃক্ষের বীজ। সুখ দুঃখ ইহার ফলনিকর। ক্ষণ কালের জন্য এই বৃক্ষ যৌবন শোভায় মনোহর হইয়া উঠে। বার্দ্ধক্য-কুসুমে ইহা বিকশিত হইয়া থাকে। প্রতি

মুহূর্ত্তেই ইহা কালরূপ উদ্ধত মর্কটের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। নিদ্রারূপ হেমন্ত ঋতুতে ইহার স্বপ্নরূপ পত্র সকল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যরূপ শরৎ কালে এই দেহ বৃক্ষের পত্র সকল ঝরিয়া যায়।

জগৎরূপ জঙ্গলমধ্যে এই বৃক্ষ জন্মে। কলত্ররূপ পরগাছা এই বৃক্ষকে জড়াইয়া থাকে। হস্ত পদাদি ইহার রক্তবর্ণ পল্লব। ঈষৎ রক্তবর্ণ সুরেখা সমন্বিত হস্তপদতল এই বৃক্ষের চঞ্চল পত্র। অন্তরে স্নায়ু ও অস্থিদ্বারা লিপ্ত কোমল মসৃণমূর্ত্তি কমনীয় অঙ্গুলি সকল ইহার সমীরণ সঞ্চালিত কোমল পল্লব। নখ পঙ্‌ক্তি ইহার কলিকা (কোরক)। এই কলিকাগুলি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও ছিন্ন হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন—ইহাত বুঝিয়াছি। মূল সম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠ কি বলিয়াছেন?

ভগবান্—বেশী বলা হইতেছে মনে ভাবিতেছ? মানুষ সর্ব্বদা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকে। তাহাতে তাহাদের বেশী কথা হয় না; কিন্তু শাস্ত্রবাক্য অধিক করিয়া বলিলেই ধৈর্য্য রাখিতে পারে না। এক কথা বহুরূপে বলিলে বস্তুটি কোন না কোনরূপে তোমার মানস-চক্ষে আসিবেই। দৃঢ় ধারণা কর—দেহটা বৃক্ষ। তুমি এই বৃক্ষ নও। এইরূপ করিয়া এই সংসার বৃক্ষের মূল যে মায়া—মায়াগুণ হইতে আপনাকে পৃথক ভাবনা কর, করিলেই মুক্ত হইয়া যাইবে। এখন শুন মূল কি?

অর্জ্জুন—বল। আমি ধৈর্য্য ধরিলাম।

ভগবান্—শ্রীরামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই এই দেহবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়। ইহার মূল কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল। ঐ মূলগুলির মধ্যে যেগুলির ছিদ্র আছে, সেগুলি কামাদি সর্পের বাসস্থান হইয়া দুষ্ট হইয়া যায়। যেগুলির ছিদ্র নাই, সেগুলির গ্রন্থি আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন মূল সুদৃঢ় অস্থিরূপ গ্রন্থিদ্বারা সম্বদ্ধ। কোনগুলি পঙ্কমগ্ন—অন্নরস পরিপূর্ণ। উহার রক্তরূপ রসপ্রবাহ, বাসনা দ্বারা পীত হইয়া যায়। বাসনা-বশে কর্ম্ম করিয়া দেহী দেহের রক্ত শুষ্ক করে। উহার মধ্যে কোন কোন মূল গুল্‌ফযুক্ত (চরণদ্বয়), কোন মূল বেশ দৃঢ়। কোন কোন মূল সুন্দর ত্বকে আবৃত এবং কোমল।

ভগবন্! আমি ঠিক করিয়াছি, ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ মূলগুলিরও আবার জ্ঞানেন্দ্রিয় নামে কতকগুলি মূল আছে। ঐ মূল সুদূর বিষয়ে উৎপন্ন হইলেও—দূরপ্রসারী হইলেও, উহাদিগকে গ্রহণ করা যায়। ঐ ইন্দ্রিয়মূলগুলি চক্ষুগোলকাদি পঞ্চবিধস্থানে আশ্রয় করিয়া থাকে (বাসনা কর্দ্দমে ডুবিয়া থাকে। ঐ মূলগুলি বেশ সরস এবং বৃহৎ। জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ মূল সকলেরও মূল আছে। ঐ মূল জগত্রয়ব্যাপী মন। ঐ মন বিশাল স্তম্ভাকৃতি। মনোরূপ বৃহৎ মূল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ শিরার সাহায্যে অনন্ত রূপরসাদি রস আকর্ষণপূর্ব্বক উপ-ভোগ করিয়া, আবার পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মনের মূল জীব। চেত্যভাব উন্মুখ চিদাত্মাই জীব।

"চেত্যস্য চেতনং মূলং সর্ব্বমূলৈককারণম্"

চেত্য ভাবের (স্পন্দনের বা শক্তির) মূলই চেতন। ইহাই সমস্ত মূলের এক কারণ।

চিত্তেস্ত ব্রহ্মমূলং যৎ তস্য মূলং ন বিদ্যতে।
অনাখ্যত্বাদনন্তত্বাচ্ছুদ্ধত্বাৎ সত্যরূপিণঃ ॥

চেতনের মূল ব্রহ্ম। ব্রহ্মের আর মূল নাই। কেননা, ব্রহ্ম অনাখ্য অনন্ত শুদ্ধ ও সত্য স্বরূপ।

সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামেবং বেদনং বীজমুত্তমম্।
স্বরূপং চেতয়িত্বান্তস্ততঃ স্পন্দঃ প্রবর্ত্ততে ॥
মুনে চেতনমেবাদ্যং কর্ম্মণাং বীজমুচ্যতে।
তস্মিন্ সতি মহাশাখো জায়তে দেহ-শাল্মলিঃ ॥

বেদন বা চেত্যোন্মুখী চিৎই এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের মূল। ঐ চিৎ বীজ আপনাকে চেত্যভাবে ভাবিত করিয়া স্পন্দরূপে প্রবৃত্ত হয়। হে মুনে! আদ্য চেতনই তবে কর্ম্মের বীজ। ঐ বীজ থাকিলে তবে বিশাল শাখাবিশিষ্ট দেহরূপ শাল্মলীবৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

এতচ্চেতনশব্দার্থ-ভাবনাবলিতং যদি।
তৎ কর্ম্ম বীজতামেতি নো চেৎ সৎ পরমং পদম্ ॥

ঐ চেতন অহং ইত্যাকার ভাবনাক্রান্ত হইলে, কর্ম্মের বীজস্বরূপ হয়। ইহা না হইলে, চিৎই পরব্রহ্মরূপে বিরাজমান থাকেন।

বুঝিতেছ, চিৎই চেত্যভাবাক্রান্ত হইয়া কর্ম্মবীজ হয়েন। দেখিতেছ, ব্রহ্মকে সংসার-বৃক্ষের মূল কিরূপে বলা হয়?

অর্জ্জুন—বুঝিলাম—এখন বল সংসারবৃক্ষ অধঃশাখ কিরূপে?

ভগবান্—(১) মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখা ইবাস্যাধোভবন্তীতি। সংসার বৃক্ষের মূল বলা হইল মায়াশক্তিমৎ ব্রহ্ম। মায়াশক্তি ও মায়াবী হইতে সত্তামাত্রাত্মক প্রকৃতির যে আদ্যবিকার, তাহাই মহৎ। মহৎ হইতে অহং। অহং হইতে তন্মাত্র সকল। এই সমস্ত সৃষ্টি সংসারবৃক্ষের শাখা। তবে বৃক্ষের শাখা সকলকে আমরা উর্দ্ধদিকে প্রসারিত হইতে দেখি, কিন্তু সংসারবৃক্ষের শাখা সকল নিম্নমুখে প্রসারিত হয়। এইজন্য সংসার বৃক্ষ অধঃশাখ।

অর্জ্জুন—সৃষ্টিপ্রবাহ নিম্নদিকে বলিতেছ। কেহ যদি বলে, স্থাবর হইতে জঙ্গম জন্মে—জঙ্গমের মধ্যেই ক্ষুদ্র জীব হইতে বৃহৎ জীব হয়—যেমন লজ্জাবতী লতা প্রভৃতি বৃক্ষ-যোনির শেষ। তাহার পরে বাদুড় ইত্যাদি পক্ষি-যোনির শেষ। তাহার পরে পশু-যোনি। বানর পশু-যোনির শেষ। বানরের পরে মানুষ ইত্যাদি—এইরূপ ভাবে জীব সৃষ্ট হইয়াছে বলিলে, কি দোষ হয়?

ভগবান্—জীব নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে সত্য, কিন্তু সৃষ্টিব্যাপার মায়াশক্তিবিশিষ্ট সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্ম হইতেই হইয়াছে। এবং সৃষ্টি উচ্চ হইতে অধোদিকেই আসিয়াছে।

পৃথিবী-নিবাসি-সকল নর-পশু-মৃগ-পক্ষি-কৃমি কীট-পতঙ্গ-স্থাবরান্তত্বয়াধঃশাখত্বম্। পৃথিবী-নিবাসী সকল মনুষ্য পশু মৃগ পক্ষী কৃমি কীট পতঙ্গ হইতে স্থাবরাদি যাহা কিছু—ইহা অধঃ-শাখ। হিরণ্যগর্ভাদিকেও এখানে লক্ষ্য করা হয়। বৃক্ষের যেরূপ শাখা সেইরূপ কার্য্যোপাধি হিরণ্যগর্ভাদিও মায়াজড়িত মায়াবিতে বিবর্ত্তিত সংসারবৃক্ষের শাখা। এক কথায় চতুর্দ্দশ লোক, হিরণ্যগর্ভাদি, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অসুর, রাক্ষস, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি, ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে প্রসারিত বলিয়া, সংসারবৃক্ষ বা জগদ্‌বৃক্ষকে অধঃশাখ বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—অশ্বত্থ কেন বলিতেছ?

ভগবান্—"ন শ্বোঽপি স্থাতেত্যশ্বত্থঃ" "তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনমশ্বত্থম্।" যদ্বা বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাত-পর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। ব্রহ্মাকে মায়াবী সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয় ফলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—তিনেই এক, একেই তিন, পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি। এই যে জগৎবৃক্ষ, ইহার স্থিতিকাল ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মার রাত্রিকালে সংসারবৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়, তাই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ইহা থাকে না। আবার ব্রহ্মার নিদ্রাভঙ্গে-আবার প্রভাতকালে এইরূপ সংসারবৃক্ষ পুনরায় উৎপন্ন হয়। এইজন্য সংসার বৃক্ষকে অশ্বত্থ বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—জীবের দেহটাকেও সংসারবৃক্ষ বলা হয়। এটা কি প্রভাত কাল পর্য্যন্ত থাকে না?

ভগবান্—থাকিবে কি না, সে বিশ্বাস করা যায় না বলিয়া, ইহাকেও অশ্বত্থ বলিতে পার। এই দেহের অবসান কখন হয়, তাহা ত জীবে জানে না। ক্ষণকালেই ধ্বংস হইতে পারে বলিয়া—থাকিবে এইরূপ বিশ্বাস করা যায় না বলিয়া, ইহা অশ্বত্থ।

অর্জ্জুন—এখানে ত অশ্বত্থকে রূপক বলিলে। কিন্তু পূর্ব্বে ১০।২৬এ যে "অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষ-ণাম্" বলিয়াছ—সেখানেও কি রূপক?

ভগবান্—অর্জ্জুন! সকল বস্তুরই ব্রহ্ম সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তা আছে। কারণ, "ব্রহ্মৈব অবিদ্যয়া সংসরতীতি"। ব্রহ্মই অবিদ্যা আবরণ দ্বারা এই নিয়তগতিশীল, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল জগৎরূপে সাজিয়া আছেন। মায়া অংশ বা জড় অংশ বাদ দিয়া যে বস্তুকে দেখিতে পারিবে, তাহাই ব্রহ্ম। প্রতিমাদির জড় ভাব ভুলিয়া যাও দেখিতে পাইবে—ইহা চিন্ময় বা চিন্ময়ী। বৃক্ষাদিও তাই। ব্যবহারিক জগতেও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বস্তু আছে। অশ্বত্থবৃক্ষের এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহা অন্য বৃক্ষে নাই। অশ্বত্থে অন্য বৃক্ষ অপেক্ষা আমার বিভূতি অধিক। তাই পুরাণাদিতে অশ্বত্থ বৃক্ষকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করার ব্যবস্থা আছে। পদ্ম পুরাণ বলেন,—পার্ব্বতীর অভিসম্পাতে বিষ্ণু অশ্বত্থরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। "অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ" আরও বলা হয়—

অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন।
ত্বাং দৃষ্ট্বা নশ্যতে পাপং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীঃ প্রবর্ত্ততে॥
প্রদক্ষিণে ভবেদায়ুঃ সদাশ্বত্থ নমোঽস্তু তে॥

আমি সর্ব্বত্র আছি। আবার বিশেষরূপে বিশেষ বিশেষ বস্তুতেও আছি। "অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাম্" আমার এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যদি কেহ অশ্বত্থকে প্রণাম প্রদক্ষিণ জলদানাদি করে, তবে তাহাতে আমি প্রীত না হইব কেন?

অর্জ্জুন—সংসার-বৃক্ষ অশ্বত্থ বুঝিলাম। ইহা অব্যয় কিজন্য বলিতেছ? প্রভাতকাল পর্য্যন্ত থাকিবে কি না—এ বিশ্বাস যাহাতে রাখা যায় না, তাহাকে অব্যয় বল কিরূপে?

ভগবান্—সংসারমায়ায়া অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ সোঽয়ং সংসারবৃক্ষোঽব্যয়ঃ।

মণি থাকিলেই যেমন তাহার ঝলক থাকে, মণি যদি চিরদিন থাকে,—ছিল, আছে, থাকিবে—তবে তাহার ঝলকও চিরদিন ছিল, আছে, থাকিবে। দিবস প্রতিদিন হইতেছে; প্রতিদিন ইহার অন্তও হইতেছে, কিন্তু আবার নূতন দিবস হইতেছে। ইহার আদি কোথায়?

সেইরূপ ব্রহ্ম চিরদিন আছেন। মায়াও মণির ঝলকের ন্যায় স্বভাবতঃ চিরদিন তাঁহা হইতে উঠিতেছে, আবার লয় হইয়া যাইতেছে। মায়া হইতেই সংসারবৃক্ষ উঠিতেছে চিরদিনই উঠিতেছে। ইহার আদি কোথায়? কবে ইহা আরম্ভ হইয়াছে? এইজন্য ইহা অনাদি হইলেও, ইহার অন্ত আছে। সংসারমায়া অনাদিকাল প্রবৃত্ত বলিয়া সংসারবৃক্ষ অব্যয়। প্রবাহরূপেণাঽবিচ্ছেদাদব্যয়ম্। প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া ইহা অব্যয়।

অর্জ্জুন—সংসারবৃক্ষের শেষ বিশেষণ দিতেছ—"ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি"—ইহা বুঝাইয়া দাও।

শ্রী

ভগবান্—"ধর্ম্মাঽধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ চ্ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ।"

নী

ছন্দাংসি বেদাস্তদুপলক্ষিতা যজ্ঞাদয়ঃ ত এব পর্ণানি পর্ণসংঘাতবৎ

নী

শোভাহেতবো যস্য তরোঃ তমশ্বত্থম্।

ম

ছন্দাংসি ছাদনাত্তত্ত্ববস্তুপ্রাবরণাৎ সংসারবৃক্ষরক্ষণাদ্বা কর্ম্মকাণ্ডানি ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণানি পর্ণানীব পর্ণানি যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি ভবন্তি তথা সংসারবৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি কর্ম্মকাণ্ডানি ধর্ম্মা-

ম

ধর্ম্মতদ্ধেতু ফলপ্রকাশনার্থত্বাত্তেষাম্।

বি বি

ছন্দাংসি "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম ঐন্দ্রমেকাদশকপালং

বি

নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ।" ইত্যাদ্যাঃ কর্ম্মপ্রতিপাদকা বেদাঃ সংসার-

বি

বর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি বৃক্ষো হি পর্ণৈঃ শোভতে।

যাহা তত্ত্ববস্তু আচ্ছাদন করে, তাহার নাম ছন্দ। পত্র, বৃক্ষকে আচ্ছাদন করে। শুধু তাহাই নহে। পত্র বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধন করে। পত্র দৃষ্টে বৃক্ষ জীবিত কি না, জানা যায়। পত্র বৃক্ষকে রক্ষা করে। সংসার বৃক্ষকে রক্ষা করে কে? ছন্দ বা বেদ—বেদোক্ত যজ্ঞাদি—বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড সংসারবৃক্ষকে রক্ষা করে এইজন্য কর্ম্মকাণ্ডকে পত্র বলা হইতেছে। আরও দেখ, ক্ষুদ্র সংসারবৃক্ষরূপ দেহটা কর্ম্মদ্বারা জীবিত থাকে। কর্ম্ম ইহার শোভা বর্দ্ধিত করে। বিনা কর্ম্মে দেহ থাকে না। কর্ম্মই ইহার পত্র—ছন্দাংসি।

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতি-কারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ।

শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি সৃষ্টি করেন, করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করান। পরে সনক-সনাতনাদিকে উৎপন্ন করিয়া নিবৃত্তি ধর্ম্ম—জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণবিশিষ্ট—গ্রহণ করান।

বেদোক্ত ধর্ম্ম—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-লক্ষণ বিশিষ্ট। তন্মধ্যে একটি জগতের স্থিতির কারণ প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সের হেতু।

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা জগৎবৃক্ষ রক্ষা হইতেছে বলিয়া, বলা হইতেছে—বেদ ঐ সংসার-বৃক্ষের পত্র। বেদ সমূহ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ও উপদেশ দ্বারা সংসারবৃক্ষ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেই কর্ম্মের বিবিধ ফলাফল দ্বারা জীব নানাপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছে। এইজন্য বলা হইল—ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি। শ্রুতি বলেন, ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ বায়ুদৈবত, শ্বেতছাগ দ্বারা যজ্ঞ করিবেন। প্রজাকামী পুরুষ ইন্দ্রদৈবত একাদশ-কপালাত্মক যজ্ঞ করিবেন ইতি।

অর্জ্জুন—সংসারবৃক্ষকে জানিলে বেদবিৎ কিরূপে হওয়া গেল?

ভগবান্—সংসারবৃক্ষ কিরূপে জন্মিয়াছে, বর্দ্ধিত হইতেছে, বেদ ইহাও যেমন দেখাইয়াছেন, সেইরূপ ইহা জানিলেই যে এই সংসারবৃক্ষকে সমূলে ছেদন করা যায়, তাহাও দেখাইতেছেন।

রা রা রা

বেদো হি সংসারবৃক্ষস্য ছেদনোপায়ং বদতি। ছেদ্যস্য বৃক্ষস্য

রা

স্বরূপজ্ঞানং ছেদনোপায়জ্ঞানোপযোগীতি বেদবিদিত্যুচ্যতে।

অর্জ্জুন—অসঙ্গ শস্ত্রদ্বারা সংসারবৃক্ষ ছেদন করা যায়, ইহা অনেক বার বলিয়াছ। ক্রমগুলি আর একবার বল।

আ আ আ

ভগবান্—ভক্ত্যাখ্যেন যোগেন যে মামেব সেবন্তে তে মৎপ্রসাদ দ্বারা জ্ঞানং প্রাপ্য তেন গুণাতীতা মুক্তা ভবন্তীতি। যে তু আত্মনস্তত্ত্বমেব সন্দেহাদ্যপোহেন জানন্তি তেন জ্ঞানেন গুণাতীতাঃ সন্তো মুক্তিং গচ্ছন্তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ।

যাঁহারা ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার প্রসাদ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, পাইয়া গুণাতীত হইয়া মুক্ত হয়েন। যাঁহারা আত্মতত্ত্বটি সন্দেহশূন্য ভাবে জানেন। তাঁহারা ঐ জ্ঞান দ্বারা গুণাতীত হইয়া যে নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করেন, তাহা কি আবার বলিতে হইবে? আর একবার স্পষ্ট করিয়া বলি, শ্রবণ কর।

সংসারের স্বরূপ জানিলে,—বুঝিবে এখানকার সমস্ত বস্তুই অল্প, ক্ষণিক। ক্ষণিক ও অল্প যাহা, তাহাতে সুখ নাই। শ্রুতি বলেন,—"নাল্পে সুখমস্তি"। ইহা জানিলে আর ভোগের জন্য ছুটিবে না। কোনপ্রকার বিষয়-ভোগে যখন রুচি থাকিবে না, তখনই বৈরাগ্যের উদয় হইল। সংসারের কিছুই ভাল লাগে না—অথচ কিছু ভাল না লাগাইয়া জীব থাকিতে পারে না। জীব সংসারের সকল কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া, আর কিছুকে ভালবাসিতে ব্যাকুল হইবে। প্রথমে বিশ্বাসে ভালবাসিবে, পরে বহিরঙ্গ কর্ম্ম দ্বারা ভালবাসিবে, পরে অন্তরঙ্গে কর্ম্ম দ্বার ভাল বাসিবে, পরে জ্ঞানযোগে ভালবাসিবে—সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানযোগে পৌছিলে অসঙ্গস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া, মুক্ত হইয়া যাইবে।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখাঃ
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥

শ শ্রী

তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ

শ্রী শ্রী

শাখাস্থানীয়ত্বেন উক্তাঃ তেষু চ যে দুষ্কৃতিনঃ তে অধঃ পশ্বাদিযোনিষু

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী
প্রসৃতাঃ বিস্তারং গতাঃ সুকৃতিনশ্চ ঊর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ,

শ্রী শ
গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ [জলসেচনৈরিব] প্রবৃদ্ধাঃ

ম ম শ্রী
স্থূলীকৃতাঃ বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবা ইব যাসাং

শ্রী ম
শাখাগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়াবৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ মনুষ্যলোকে

ম
মনুষ্যশ্চাসৌ লোকশ্চেত্যবিকৃতো ব্রাহ্মণাদি বিশিষ্টো দেহে মনুষ্য-

ম ম
লোকস্তস্মিন্ কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণমনুবদ্ধুং পশ্চাজ্জন-

ম শ শ
য়িতুং শীলং যেষাং তানি [মনুষ্যাণাং হি কর্ম্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ]
অধঃ চ মূলানি চ শব্দাৎ ঊর্দ্ধঞ্চ মূলান্যবান্তরাণি তত্তদ্ভোগজনিত-

শ শ্রী
রাগদ্বেষাদি-বাসনা-লক্ষণানি অনুসন্ততানি অনুপ্রবিষ্টানি মুখ্যং মূলং

শ্রী
ঈশ্বর এব ইমানি তু অন্তরালানি মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি ॥২॥

ইহার শাখা সকল নিম্নে ও ঊর্দ্ধে প্রসারিত, সত্ত্বাদি গুণে ইহা পরিপুষ্ট, ইহা শব্দাদি বিষয়রূপ পল্লব-বিশিষ্ট। অধোদেশে মানুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধ [কর্ম্মে বন্ধন করে এরূপ বাসনা] মূল-সমূহ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন—সংসারবৃক্ষ সম্বন্ধে আরও কি জানিবার আছে ?

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৃক্ষটি ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ, কিন্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মই সংসার বৃক্ষের প্রধান মূল। এই প্রধান মূলটি সর্ব্বোর্দ্ধে রহিয়াছে। এই মুখ্য মূল ছাড়িয়া দিলেও, সংসার বৃক্ষের

আরও অসংখ্য মূল আছে; এই সমস্ত মূল সম্বন্ধে কিছু বিশেষত্ব আছে। আর ঐ যে অধঃ-প্রসারিণী শাখার কথা বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধেও কিছু জানিবার আছে।

অর্জ্জুন—সংসারবৃক্ষকে দেহের সহিত তুলনা করিয়াছিলে, তাহাতে একরূপ বুঝিয়াছিলাম—এখন আবার ইহাকে অসংখ্য ঊর্দ্ধ অধঃ মূল ও শাখা বিশিষ্ট বলিতেছ; ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারিতেছি না—একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট কর।

ভগবান্—"অত্র চ গঙ্গাতরঙ্গবৃদ্ধমানোত্তুঙ্গতটীরতিবাচ্চ নিপতিতম্ অর্দ্ধোন্মূলিতং মারুতেন মহান্তমশ্বত্থমুপমানীকৃত্য জীবন্তমিয়ং রূপককল্পনেতি দ্রষ্টব্যম্।

মনে কর, গঙ্গাতীরে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ গঙ্গাতরঙ্গাঘাতে এরূপে উৎপাটিত হইয়াছে যে, প্রধান মূলটি ঊর্দ্ধদিকে গিয়াছে, কিন্তু অন্য সমস্ত মূলের কতকগুলি ঊর্দ্ধদিকে রহিয়াছে এবং আর কতকগুলি অধোদিকে মৃত্তিকাপ্রোথিত হইয়াছে। শাখাগুলির মধ্যে আবার কতকগুলি ঊর্দ্ধে গিয়াছে, কতকগুলি অধঃপ্রসারিত হইয়াছে, এইরূপ একটি অর্দ্ধোৎপাটিত বৃক্ষ কল্পনার চক্ষে দেখিতে চেষ্টা কর।

অর্জ্জুন—কল্পনায় আসিয়াছে, কি বলিবে বল।

ভগবান্—প্রথমে শাখা সম্বন্ধে বিশেষত্ব শোন। হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবকেই সংসারবৃক্ষের শাখা বলিয়াছি—ব্রহ্মতুলনায় হিরণ্যগর্ভাদি নিম্নে—এজন্য সমস্ত শাখাই অধোদিকে বলিয়াছি। কিন্তু এই অধঃপ্রসারিত শাখাসমূহের মধ্যে আবার কতকগুলি ঊর্দ্ধে কতকগুলি নিম্নে। যে সমস্ত জীব দুষ্কৃতকারী—পাপী—তাহারা ক্রমে ক্রমে পশু পতঙ্গ কীটাদি নিম্ন যোনিতে পতিত হইতেছে—যাহারা কিন্তু সুকৃতিশীল—পুণ্যশীল—তাহারা দেব-যোনিতে গমন করিতেছেন। মনুষ্যলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্তম স্বর্গ ধর্ম্মাত্মাদিগের বাসস্থান, আর মনুষ্যলোক হইতে নিম্ন যোনিতে পাপাত্মাগণ বাস করে। ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে নিত্যং পাপ-পুণ্যাত্মকঃ স্বয়ম্" অর্থাৎ যাহা কিছ ... সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণরূপ জলসেচনে শাখাগুলি পরিপুষ্ট হয়। রূপরসাদি বিষয়গুলি সংসারবৃক্ষের শাখাগ্র পল্লব।

মূল সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মই আদি মূল। অন্যান্য অসংখ্য মূলগুলির নাম বাসনা। বাসনাই সংসারের মূল। চিত্ত বাসনাময়। সংসার চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। বাসনার মধ্যে শুভ বাসনা ঊর্দ্ধমূল; কারণ, শুভবাসনাদ্বারা আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এই বিচার জন্মে, তখন জীবন্মুক্ত হওয়া যায়; আর বিষয় বাসনা পাপ-পথে লইয়া যায়। বিষয়-বাসনাই জীবকে সংসারে বদ্ধ করে। বাসনা হইতে রাগদ্বেষ জন্মে, তজ্জন্যই ধর্ম্মাধর্ম্ম। ইহার ফলে জন্ম-মরণের অনন্ত প্রবাহ চলে,—বাসনা দ্বারা জীবের কর্ম্ম-বন্ধন ঘটে।

> ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
> নান্তো ন চাদি র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
> অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
> মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

ইহ সংসারে অস্য সংসারবৃক্ষস্য চতুর্ম্মুখাদিত্বেন ঊর্দ্ধমূলত্বং তৎসন্তানপরম্পরয়া মনুষ্যাগ্রত্বেনাধঃশাখত্বং মনুষ্যত্বে কৃতৈঃ কর্ম্মভির্ম্মূলভূতৈঃ পুনরপ্যধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতশাখত্বং ইতি রূপং যথা পূর্ব্বোক্তপ্রকারং তথা যথোপদর্শিতং তথা ন উপলভ্যতে সংসারিভিঃ। মনুষ্যোঽহং দেবদত্তস্য পুত্রোঽহং যজ্ঞদত্তস্য পিতা তদনুরূপ পরিগ্রহশ্চ ইতি এতাবন্মাত্রম্ উপলভ্যতে। তথা অস্য বৃক্ষস্য অন্তঃ সমাপ্তিঃ ন উপলভ্যতে ন চ আদিঃ ইত আরভ্যায়ং প্রবৃত্ত ইতি ন উপলভ্যতে ন চ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতির্ম্মধ্যম্ অস্য ন কেনচিৎ উপলভ্যতে। সুবিরূঢ়মূলং সুষ্ঠু বিবিধং বিরূঢ়ানি বিরোহং গতানি মূলানি যস্য তং অত্যন্তবদ্ধমূলম্ এনং প্রাগুক্তং দৃঢ়েন পরমাত্মাভিমুখ্যনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃপুনর্ব্বিবেকাভ্যাসাশ্মনিশিতেন

ম শ্রী
অসঙ্গশস্ত্রেণ সঙ্গঃ স্পৃহা অসঙ্গঃ মমতাত্যাগঃ সঙ্গবিরোধি বৈরাগ্যং

ম শ
পুত্রবিত্তলোকৈষণাত্যাগরূপং তদেব শস্ত্রং তেন ছিত্ত্বা সংসারবৃক্ষং

শ ম ন
সবীজমুদ্ধৃত্য বৈরাগ্যশমদমাদিসম্পত্ত্যা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বা

শ শ্রী ম
ততঃ পশ্চাৎ তস্য মূলভূতং তৎপদং বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যং

ম
বেদান্তবাক্যবিচারেণ অন্বেষ্টব্যম্। "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"

ম ম শ শ্রী
ইতি শ্রুতেঃ শ্রবণাদিনা জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ যস্মিন্‌গতাঃ যৎপদং প্রাপ্তাঃ

শ শ শ
ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায় ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্তে। কথং পরিমার্গিতব্যম্

শ শ ম
ইত্যাহ—যতঃ যস্মাৎ পুরুষাৎ পুরাণী চিরন্তনী প্রবৃত্তিঃ মায়াময়সংসার-

ম শ শ ম
বৃক্ষ-প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা নিঃসৃতা ঐন্দ্রজালিকাদিব মায়াহস্ত্যাদি তম্ এব চ

শ ম ম ম
আদ্যং আদৌ ভবং যেনেদং সর্ব্বং পূর্ণং তং পুরুষং পুরিষু শয়ানং

শ্রী
প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবং পরিমার্গিতব্যমিত্যর্থঃ॥ ৩।৪॥

এই মনুষ্যলোকে, সংসার-বৃক্ষের রূপ পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই-রূপ কোন সংসারী কর্ত্তৃক উপলব্ধি হয় না। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, ইহার স্থিতিও নাই। তীব্র বৈরাগ্য-শস্ত্রে এই সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থকে ছেদন করিয়া অনন্তর "যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী মায়াময় সংসারপ্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষকে আশ্রয় করি" এই নিশ্চয় করিয়া সেই বস্তু অন্বেষণ করিবে—যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না॥৩।৪॥

অর্জ্জুন—সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ ত বলিলে ; এখন বল, ইহার উচ্ছেদের উপায় কি ?

ভগবান্—বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "সংসারতত্ত্ব বুঝিয়া তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ অভ্যাস করিলেই সংসারের উচ্ছেদ হয়" নির্ব্বাণ পূর্ব্ব ২ অঃ অজ্ঞানী মনুষ্য এই সংসারবৃক্ষের স্বরূপ কিছুই ধারণা করিতে পারে না ; শুধু বলিতে পারে—আমি অমুক, আমার পিতা অমুক, আমার পুত্র অমুক, আমার পেশা অমুক। কিন্তু এই সংসারের সমাপ্তি কোথায়—সংসার এইস্থান হইতে আরম্ভ হইয়া এইরূপে প্রসারিত হইয়াছে—ইহা কাহারও জ্ঞান নাই। আর যাহার আদি নাই, অন্তও নাই, তাহার মধ্যও নাই—"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা।"

কিছুই যাহার নিশ্চয় নাই, সেই সংসারের মূল কিন্তু নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সংসার—চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র—ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার মাত্র—স্বপ্ন-সমাগমে মিথ্যা বস্তু সংগ্রহ মাত্র—কিন্তু অবিদ্যার কৌশল এইরূপ—মায়ার প্রতাপ এতই প্রবল যে মিথ্যা বস্তু ভিন্ন আর কিছুই মানুষ দেখিতে পায় না—সংসার ভিন্ন সত্য আর কিছুই দেখে না। এই অজ্ঞান-জনিত সংসার-বৃক্ষকে জ্ঞান চক্ষে দেখিতে হইবে—নিত্য ও অনিত্য বস্তু কি বিচার করিলেই দেখিবে, ইহা গন্ধর্ব্ব নগরাদির ন্যায় দৃষ্ট নষ্ট—দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়—"বিচারে নাস্তি কিঞ্চন" যাহা দেখা যায়—তাহার কিছুতেই আসক্তি হইতে পারে না, কিছুই সুখও দিতে পারে না, দুঃখও দিতে পারে না—"সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ"। এই অনাসঙ্গরূপ জ্ঞান খড়্গে সংসার ছিন্ন করিতে করিতে চল, পরে ইহার মুখ্য মূল দেখিবে—দেখিবে, কাহার উপরে মায়া এই সংসার আড়ম্বর তুলিয়াছে। যাহার উপরে এই মৃগতৃষ্ণিকা ভাসিয়াছে, তাহাই ব্রহ্মবস্তু। সংসার মিথ্যা মায়া ; দৃঢ় বৈরাগ্য খড়্গে সংসার-বাসনা ছিন্ন করিলেই গতি লাগিবে—তৎপরে সংসার যাঁহা হইতে ভাসিতেছিল, সেই আদিপুরুষের শরণ লইলাম ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সর্ব্ব কার্য্যে তাঁহার শরণ লইতে হইবে। তৎপরে জ্ঞান যোগ আশ্রয় করিয়া পরমাত্মার অন্বেষণ করিতে হইবে—পরমাত্মার দর্শন মিলিলেই আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না।

অর্জ্জুন—সংসার-বৃক্ষ সম্বন্ধে বলিতেছ—"নান্তো ন চাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা"। তুমি যে ভাবে সংসারবৃক্ষ বর্ণনা করিতেছ, সে ভাবে কেহই ইহার অন্ত বা আদি বা মধ্য [স্থিতি] উপলব্ধি করিতে পারে না। কোন্ ভাবে তবে উপলব্ধি করে ?

ভগবান্—লোকে সংসারবৃক্ষকে সত্য বলিয়াই মনে করে। জগৎটা সত্য ইহাই সাধারণ লোকের ধারণা। আবার বুদ্ধিমান্ লোকও যদি হয়, আর ইহাদের ভোগে আসক্তি না থাকে, তবে ইহারা বহুশাস্ত্র আলোচনা করিলেও, জগৎ সংসার যে মিথ্যা, ইহা ধারণা করিতে পারে না। সাধনার অভাব ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে কেহ বলিবে জগৎ সত্য ; কেহ বলিবে জগৎ অনির্ব্বচনীয় ; কেহ বলিবে জগৎ মিথ্যা। জ্ঞানীর কাছে জগৎ মিথ্যা ও তুচ্ছ ; অল্পজ্ঞের কাছে জগৎ অনির্ব্বচনীয় ; কিন্তু অজ্ঞ সংসারীর নিকট জগৎ সত্য।

অর্জ্জুন—"নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা" সংসারবৃক্ষের এই বিশেষণ দেওয়াতে, জগৎ মিথ্যা—ইহা বুঝিব কিরূপে ?

ভগবান—কেন ?

অর্জ্জুন—আমি বিশ্বরূপ সম্বন্ধেও ত বলিয়াছি—"নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্" ১১।১৬। তুমি কি জগৎবৃক্ষকেও ঐরূপ বলিতেছ?

ভগবান্—আমার আত্মমায়া দ্বারা জগৎরূপে যখন আমি সজ্জিত হই, তখনই না আমার বিশ্বরূপ বা মায়া-মানুষ অবতার হয়?

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" ॥৪।৬

কিন্তু যদি এই সংসারবৃক্ষ সত্যই হয়—যদি এই জগৎ সত্যই হয়, তবে "অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা "অনাসক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা ইহা সমূলে ছেদন করিতে বলিব কেন? বিশেষ যাহা সত্য, তাহার সঙ্গ করিতে নিষেধ করিতে বলিব কেন? যাহা সত্য, তাহাতে আসক্ত হইলে দোষ কি? আরও কথা, যাহা সত্য, তাহার ছেদন করিতে কে সমর্থ হইবে? "একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ" যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপে অবস্থিত, তাহাই পরমার্থ, তাহাই সত্য। অন্যপক্ষে যাহা মিথ্যা, তাহারই নাশ হয়; যাহা মিথ্যা, তাহাতেই আসক্তি ত্যাগ করা উচিত। যাহা সর্ব্বকালে থাকে না, তাহাই পরিত্যাগের বস্তু। যাঁহারা বলেন, শ্রীগীতায় জগৎ মিথ্যা কোথাও বলা হয় নাই, তাঁহারা 'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা' এ সম্বন্ধে কি বলিবেন? যাহা আমার পরম পদ, সেখানে জগৎ নাই—সেখানে সূর্য্য নাই, শশাঙ্ক নাই, পাবক নাই।

যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলিতে ক্লেশ বোধ করেন, তাঁহাদিগকেও জগতের বা সংসারের আসক্তি দৃঢ়ভাবে ত্যাগ করিতে বলা হইতেছে।

যতদিন না জগৎ সংসার মিথ্যা বোধ হইবে, ততদিন কি সংসারাসক্তি দূর হয়? জগৎ মিথ্যা, ইহা গীতার বহুস্থানে বলা হইয়াছে। মানুষ যেটি বলিতে চায় না—তাহা রক্ষা করার জন্য বহু সত্য কথাকে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করে।

জগৎ যে মিথ্যা ইহা বলিতে চাই না; কেননা তাহা হইলে আত্মমায়া দ্বারা উৎপাদিত শ্রীভগবানের শরীরকেও মায়িক বলিতে হইবে। অবতার মায়িক হইয়া যাইবেন, বিশ্বরূপ মায়িক হইয়া যাইবেন, সগুণ ব্রহ্মও মায়িক হইয়া যাইবেন ইঁহারা ভাবেন—তবে ত সব গেল। ঈশ্বর জীব সমস্তই মায়িক হইয়া গেল। শ্রুতি যে স্পষ্টই ঈশ্বর ও জীবকে মায়িক বলিতেছেন—

ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো ন হি।
ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

এইরূপ বাক্যও যে উপনিষদে দৃষ্ট হয়, তাহাও ইহাদের মধ্যে "প্রক্ষিপ্ত" ইহা বলা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই সমস্ত ব্যক্তি জগৎ সত্য ইহা প্রতিপাদন জন্য বলিবে "একমেব ব্রহ্ম নানাভূতং চিদচিৎ প্রকারং নানাত্বেনাবস্থিতম্" বলিবে "একস্যৈব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্ব্বং চেতনাচেতনাত্মকং বস্তু"।

কিন্তু যদি জগৎকে ভগবানের শরীর বল, তবে ভগবানের শরীর ছেদন করিতে কোন্ ভক্ত প্রস্তুত হইবে?

অর্জ্জুন—জগৎ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, যখন জগতের আসক্তি আমায় ত্যাগ করিতে বলিতেছ, তখন

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"

ইহা পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করিলে হইবে না।

তুমি এখন বল, অসঙ্গশস্ত্রে সংসারবৃক্ষ সমূলে বিনাশ করিতে হইলে, কিরূপ বিচার করিতে হইবে?

ভগবান্—ভগবান্ বশিষ্ঠের কথায় ইহার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর।

"চিত্রকর যেমন চিত্রমধ্যে মিথ্যা তরঙ্গসঙ্কুলা তরঙ্গিণীকে চিত্রিত করে, সেই মত কল্পয়িতাও ব্রহ্মে জগতের কল্পনা করে মাত্র। মৃত্তিকাপিণ্ডে যেমন কল্পিত ভাণ্ডরাশি নিহিত আছে বলিয়া কল্পয়িতা ভাবনা করেন, সেইরূপ কল্পয়িতার ভাবনাতে পরব্রহ্মেও এই জগদ্ভাব রহিয়াছে। সংসার পরব্রহ্মে না থাকিলেও, কল্পনায় তথায় রহিয়াছে এবং তাঁহা হইতে পৃথক না হইলেও, কল্পনায় পৃথক্ বোধ হইতেছে। নিঃ উঃ ৫২ অধ্যায়। যদি জিজ্ঞাসা কর, এ কল্পনা করে কে? উত্তরে বলা হয় জীবই অজ্ঞানে মোহিত হইয়া ব্রহ্মে জগৎ আছে কল্পনা করে। ব্রহ্মে যাহা আছে তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্মে অন্য কিছুই থাকিতে পারে না। এই বিচারে জগৎ ব্রহ্মই। তুমি অজ্ঞানে নামরূপবিশিষ্ট একটা অতি স্থূল জগৎ সেই নির্ম্মল অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মে কল্পনা কর—ইহা অজ্ঞানেরই ফল। একদিকে বলিব—জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, আবার অন্যদিকে বলিব জগৎ সত্য—বিচার করিয়া দেখ ইহা হইতেই পারে না। সঙ্কল্পে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে বলিয়াই জীব সংজ্ঞা। মৃত্তিকাপিণ্ডে কল্পিয়মাণ ভাণ্ড নাই—ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন এ ভাবনা করিতে পারিলেই সংসারবৃক্ষ আর ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। এই ভাবনা করার জন্য ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগের সাধনার কথা বলা হইয়াছে। সঙ্কল্প একবারে যাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা এক ক্ষণেই আপনাকে ব্রহ্মভাবে অবস্থিত দেখিয়া মুক্ত হইয়া যান। যাঁহারা একবারে নিঃশেষে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে বিচার দ্বারা বৈরাগ্য উদয় করিতে হইবে। এই বিবেক-জনিত বৈরাগ্যদ্বারা বিষয়ে অনাসক্ত হইলেই সংসারবৃক্ষের নাশ হইবে। এইজন্য ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন "যে সৃষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহা, চিদাকাশ চিদাকাশেই অবস্থিত আছে। বাস্তব দর্শনে ঐ সৃষ্টি প্রথমে হয় নাই, আজও বর্ত্তমান নহে। তবে যে দৃশ্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মেই অবস্থিত জানিবে। কোথাও এমন অণুপরিমাণ ভূমিও নাই, যাহা সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ণ নহে, অথচ কোথাও সৃষ্টি নাই। সকলই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম। এস্থলে শ্রুতি বলেন—"পূর্ণ হইতে পূর্ণের বিকাশ হইয়াছে, পূর্ণেই পূর্ণ বিরাজ করেন; এবং পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণেতেই উদয় পাইয়া পূর্ণব্রহ্মরূপে অবস্থিত আছেন"।

"অশরীরী আত্মার অঙ্গ বলিয়া যে কাল আকাশ বায়ু প্রভৃতি পদার্থ-নিচয়কে বর্ণনা করা হয়, উহা নিতান্ত মিথ্যাত্বেরই আরোপ। কারণ উহাদেরও কোন অবয়ব নাই এবং সেই অবিনাশী আত্মতত্ত্ব, সমুদায় ভাবের বিকার-বিহীন হইলেও, শ্রুতিগণ তাঁহাকেই সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

এখন শ্রবণ কর, কোন্ প্রকার বৈরাগ্য নিত্য অভ্যাস করিলে, তবে সংসারবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করা যায়।

"হে মুনে! ষট্পদ যেমন মধুলোভে পদ্মে পদ্মে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমিও সেইরূপ ভোগসুখ—মোহে অনেকদিন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। পরে যখন বুঝিলাম, আমি এই দৃশ্যরূপ নদীর কিনারায় আমোদে সাঁতার দিতে দিতে তরঙ্গমালার সঙ্গে একবারে অগাধ আবর্ত্তে গিয়া পড়িয়াছি, তখন উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—"আমি এক্ষণে আর উদ্বেগ না করিয়া কেবল চিদাকাশে অবস্থান করিতে থাকি, তাহা হইলে আর উদ্বেগ থাকিবে না।

এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সামান্য এই রূপ-রসে আর কেন মজিয়া থাকি? সমস্তই ত একমাত্র চিদাকাশ বা চৈতন্য। মূঢ়মতির ন্যায় অসদাকার এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে আর কেন আসক্ত থাকি? শব্দস্পর্শাদি বিষয়, বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। মন্দবুদ্ধি না হইলে কে আর এই বিষয়াদিতে মজিবে?

জরারূপিণী বৃদ্ধ বকী জীবনরূপ জলাশয়ে বুদ্ধিরূপ শফরী ধরিবার জন্য শরীরে আসিয়া আশ্রয় লয়। এই শরীর ত ক্ষণভঙ্গুর, সাগরের জলবুদ্বুদের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়। দূর হইতে দেখিতে দেখিতেই দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়। হায়! হায়! এই উত্তপ্ত জীবন-নদী বড়ই ভীষণ! ইহাতে উত্তাল তরঙ্গমালা ও আবর্ত্ত খেলিতেছে। জন্ম মৃত্যু ইহার দুই পার্শ্বের বিশাল তট। সুখ দুঃখ ইহার তরঙ্গ। যৌবন-বিলাস ইহার পঙ্ক। বার্দ্ধক্য-ধবলিমা ইহার ফেনপুঞ্জ। কাকতালীয় ন্যায়ে কখন কখন সুখ এই নদীর বুদ্বুদের ন্যায় দেখায়। লোক-ব্যবহার ইহার খরস্রোত। অজ্ঞদিগের প্রলাপবাক্য ইহার জল-কল-কল শব্দ। রাগ-দ্বেষরূপ মেঘ ইহার জল শোষণ করিয়া লয়। লোভ মোহ ইহার ভীষণ আবর্ত্তের আলোড়ন। দূর হইতে জীবন-নদীকে শীতল বোধ হয়, কিন্তু ইহা বাস্তবিক অতি উত্তপ্ত। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্মিলন ও ঐশ্বর্য্য সংসার-নদীর জলের ন্যায়—এক চলিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে।

যে সমস্ত পদার্থ আসে আবার যায়, সেই ক্ষণস্থায়ী পদার্থে আবশ্যকতা কি? সংসারের সকলই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। চতুর ইন্দ্রিয়রূপ চোর—বিষয়রূপ শত্রু চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে—সর্ব্বদা বিবেক-সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে। অতএব জাগিয়া থাকি। আর নিদ্রিত থাকিব না, তাহা হইলে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইবে।

আয়ু দিন দিন গলিত হইতেছে; দিন সকল কাল কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে; কি আশ্চর্য্য! আজ আমার এই হইল, এই রহিল, এই গেল—ইত্যাকার ভাবনায় আকুল হওয়ায় আয়ুক্ষয় হইতেছে, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; ইহা কেহই জানিতে পারিতেছে না।

কতই ঘুরিলাম; সুখ দুঃখ কতই দেখিলাম; এই সংসারে আর আমার কোন কর্ম্মই নাই। সংসারের সব দেখিয়া—সংসারের নিখিল বস্তু অনিত্য বুঝিয়া এক্ষণে আমি ভোগোৎকণ্ঠাশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছি।

এখানে সবই অনিত্য, কুত্রাপি এখানে বিশ্রান্তি নাই। কত স্থান ভ্রমণ করিলাম, কোথাও চিরস্থায়ী কোন বস্তু পাইলাম না। সকল স্থানেই কাষ্ঠময় বৃক্ষ, মাংসময় জীব, মৃন্ময় পৃথিবী, দুঃখ ও অনিত্যতা বিদ্যমান। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আর কিরূপে আশ্বস্ত হই?

অহো! সকলই বিরস বোধ হইতেছে। এই জীবন, কামিনীর অপাঙ্গদৃষ্টির ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। হে মুনে! ক্রূর কৃতান্ত অদ্যই হউক বা কল্যই হউক, মস্তকে আপদ ভার নিক্ষেপ করিবেন। আশ্বস্ত হই কিরূপে? এতদিন নীরস বিষয় ভোগে কালাতিপাত করিয়াছি, অপূর্ব্ব পুরুষার্থ কিছুই সাধন করি নাই। এখন যে মোহ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে। দেহের প্রতি, বিষয় ভোগের প্রতি আমার আর আস্থা নাই। ধারণা হইয়াছে—বিষয়ের প্রতি অনাস্থাই উত্তম অবস্থা। জীবন ও বিষয়ের প্রতি আস্থাই অতি নিন্দনীয় মন্দ অবস্থা।

সর্ব্বদাই মনে করা উচিত—মোহকারিণী বিপদ এই আসে এই আসে; এইরূপ মনে করিয়া আর সংসারে আসক্ত হওয়া উচিত নহে।

নিত্য এইরূপ বিচার কর; দেখিবে—পূর্ব্বে যাহা রমণীয় বলিয়া অনুভব করিয়াছ, তাহাতে অরমণীয়তা প্রত্যক্ষ হইতেছে। যাহা স্থির বুঝিয়াছিলে, তাহাকে অস্থির দেখিবে। যাহা সত্য বুঝিয়াছিলে, তাহাকে অসত্য বলিয়া বুঝিবে। এইরূপ যখন হইবে, তখন সাংসারিক সকল বিষয়েই তৃষ্ণাশূন্য হইবে। মন বৈরাগ্যের আশ্রয়ে সত্ত্বভাবাপন্ন হইলে, আত্মবিশ্রান্তিতে যে সুখ, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের কোন ভোগ্য বস্তুতে তাহা নাই—বুঝিতে পারিবে। চিত্রিত কুসুমলতা যেমন ভ্রমরকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ নিখিল বিষয়ের ভোক্তা পাঁচটি ইন্দ্রিয় একত্রিত হইলেও, আর তোমাকে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। ইহাই অসঙ্গ শস্ত্রে সংসারবৃক্ষ-ছেদন জানিও। সংসারবৃক্ষ ছেদন করিতে পারিলে, তবে একান্তে চির বিশ্রাম লাভ জন্য চিদাকাশে প্রবেশ করিয়া শান্ত হইয়া অবস্থানে সক্ষম হইবে ॥৩।৪॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫॥

শ
নির্ম্মানমোহাঃ মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ অহঙ্কারমিথ্যাভি-

শ্রী শ
নিবেশৌ তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে মানমোহবর্জ্জিতাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ

জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে প্রিয়াপ্রিয়সন্নিধাবুপরি রাগদ্বেষ-
ম শ শ
বর্জ্জিতাঃ অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনে নিত্যাস্তৎপরাঃ বিনি-

ম
বৃত্তকামাঃ বিশেষতো নিরবশেষেণ নিবৃত্তাঃ কামা বিষয়ভোগা যেষাং তে

ম ম
বিবেকবৈরাগ্যদ্বারা ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণ ইত্যর্থঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ সুখদুঃখ-

ম ম
নামকৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিভিঃ বিমুক্তাঃ পরিত্যক্তাঃ

ম
[সুখদুঃখসঙ্গৈরিতি পাঠান্তরে সুখদুঃখাভ্যাং সঙ্গঃ সম্বন্ধো যেষাং

শ ম
তৈঃ] অমূঢ়াঃ মোহবর্জ্জিতাঃ তৎ গন্তব্যং অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

মান এবং মোহ-বর্জ্জিত, প্রিয়াপ্রিয়ে রাগদ্বেষশূন্য, আত্মজ্ঞান বিচার তৎপর, কামনা-বিবর্জ্জিত, সুখদুঃখোপাধিক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-বিমুক্ত অমূঢ় ব্যক্তিগণ সেই অব্যয় পদ লাভ করেন ॥৫॥

অর্জ্জুন—কিরূপ হইলে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

ভগবান্—অভিমানশূন্য হইতে হইবে, মোহ বা বিবেক-বিপর্য্যয়-শূন্য হইতে হইবে, কোন সঙ্গেই অনুরাগও থাকিবে না, বিরাগও থাকিবে না, সর্ব্বদা পরমাত্মার স্বরূপ আলোচনা চলিবে, কোন প্রকার বিষয় ভোগে অভিলাষ থাকিবে না, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি সুখদুঃখ-নামধারী দ্বন্দ্বভাববিমুক্ত হইবে—আর কোন প্রকার অজ্ঞান থাকিবে না—এই হইলেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অর্জ্জুন—কি করিলে হয়—কত প্রকারে বলিতেছ, আরও একবার বল।

ভগবান্—"সাংখ্যজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যোগবলের সদৃশ বল আর কিছুই নাই।" "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্"। মহাঃ শান্তিঃ ৩১৭ অঃ—সাংখ্যজ্ঞানে সমস্তই মায়া অভ্যাস করিতে হইবে, তখন বৈরাগ্যের উদয় হইবে। "বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সাংখ্যজ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস করিবে" মহাঃ শান্তিঃ ৩২১ অঃ। যোগ দুই প্রকার—সগুণ ও নির্গুণ। প্রাণায়ামযুক্ত যোগ সগুণ যোগ এবং চিত্তের একাগ্রতা-যুক্ত যোগকে নির্গুণ যোগ বলে। প্রাণায়াম আবার দুই প্রকার—সবীজ ও নির্বীজ। মূলাধারাদি-চক্রস্থিত দেবতা সকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে, বাতাধিক্য হয়; অতএব তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে" মহাঃ শান্তিঃ ১৩১৭ অঃ "সাংখ্য ও যোগবল আশ্রয় করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তায় তৎপর হইবে" শান্তিপঃ ৩৫২ অঃ। ঈশ্বরের শরণাপন্ন

হইয়া অর্থাৎ ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া উহা অভ্যাস কর, অচিরে সেই পরম পদ লাভ করিবে ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥

যৎ বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য যোগিনঃ ন নিবর্ত্তন্তে তৎ পদং সূর্য্যঃ আদিত্যঃ সর্ব্বাবভাসনশক্তিমত্ত্বেঽপি সতি ন ভাসয়তে প্রকাশয়তি তথা ন শশাঙ্কঃ চন্দ্রঃ ন চ পাবকঃ অগ্নিঃ অপি। ভাসয়ত ইতি উভয়ত্রাপ্যনুষজ্যতে তৎ ধাম জ্যোতিঃ স্বয়ংপ্রকাশমাদিত্যাদি-সকল জড়জ্যোতিরবভাসকং মম বিষ্ণোঃ পরমং প্রকৃষ্টং স্বরূপাত্মকং পদম্। অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদি দোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং,নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ৬ ॥

সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি যে পদকে প্রকাশিত করিতে পারে না, যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্তি নাই, তাহাই আমার স্বরূপাত্মক উৎকৃষ্ট পদ ॥৬॥

অর্জ্জুন—কিরূপ সেই স্থান?

ভগবান্—সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি দ্বারা জগতের সমস্ত প্রকাশ হয়—কিন্তু সেই পদ [তুরীয় পদ] স্বপ্রকাশ-স্বরূপ; সূর্য্যাদির প্রকাশ তাঁহা হইতেই হইতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন—"সেই

ধামে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও প্রকাশ পায় না,—এই সকল বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না—এই অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাইবে ? তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতে এ সকলই দীপ্তিমান্"। এই স্থান প্রাপ্ত হইলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

শ　শ　নী　নী　শ
জীবলোকে জীবানাং লোকে সংসারে যো জীবভূতঃ প্রাণী কর্ত্তা
শ　ম　ম
ভোক্তেতি প্রসিদ্ধঃ কর্ত্তা ভোক্তা সংসারীতি মৃষৈব প্রসিদ্ধিমুপগতঃ
নী　শ　ম　নী　ম
সঃ সনাতনঃ পুরাতনঃ নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপঃ উপাধিপরিচ্ছেদেঽপি
ম　শ
বস্তুতঃ পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ। যথা জলসূর্য্যকঃ সূর্য্যাংশো জলনিমিত্তা-
শ
পায়ে সূর্য্যমেব গত্বা ন নিবর্ত্ততে তথাঽয়মপ্যংশস্তেনৈব আত্মনা
শ
সংগচ্ছত্যেবমেব। যথা বা ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নো ঘটাদ্যাকাশ
শ　শ
আকাশাংশঃ সন্ ঘটাদিনিমিত্তাপায় আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তত
ম
ইত্যেবম্। যদ্বা যদি ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো জীবস্তদা যথা জলপ্রতি-
ম
বিম্বিতসূর্য্যস্য জলাপায়ে বিম্বভূতসূর্য্যগমনং ততোঽনাবৃত্তিশ্চ, যদিচ বুদ্ধ্যব-
ম
চ্ছিন্নো ব্রহ্মভাগো জীবস্তদা যদা ঘটাকাশস্য ঘটাপায়ে মহাকাশং প্রতি-
ম
গমনং ততোঽনাবৃত্তিশ্চ তথা জীবস্যাপ্যুপাধ্যপায়ে নিরুপাধিস্বরূপগমনং,

ম
ততোঽনাবৃত্তিশ্চেত্যুপচারাদুচ্যতে, একস্বরূপত্বাস্তেদভ্রমস্য চোপাধি-
ম নী শ শ
নিবৃত্ত্যা নিবৃত্তেঃ। স এব মমৈব পরমাত্মনো নারায়ণস্য অংশঃ
শ শ ম ম
অংশোভাগোঽবয়ব একদেশ ইত্যর্থান্তরম্। নিরংশস্যাপি মায়য়া
ম
কল্পিতঃ সূর্য্যস্যেব জলে নভস ইব চ ঘটে মৃষাভেদবানংশ ইবাংশঃ। যদ্বা
শ শ শ
নন্থু নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কুতোঽবয়ব একদেশোঽংশ ইতি ? সাবয়বত্বে
শ
চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ। অবয়ববিভাগাৎ।
শ শ শ
নৈষ দোষঃ। অবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশোঽংশ ইব
শ শ
কল্পিতো যতঃ। দর্শিতশ্চাঽয়মর্থঃ ক্ষেত্রাঽধ্যায়ে বিস্তরশঃ। স চ
শ ম
জীবো মদংশত্বেন কল্পিতঃ কথং সংসরত্যুৎক্রামতি চেতি ? যদ্বা
জ্ঞানাদজ্ঞাননিবৃত্ত্যা স্বস্বরূপং ব্রহ্ম প্রাপ্য ততো ন নিবর্ত্তত ইতি যুক্তম্।
শ
এবম্ভুতোঽপি সুষুপ্তাৎ কথমাবর্ত্তত ইত্যাহ—প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কর্ণ-
শ হ
শষ্কুল্যাদৌ প্রকৃতৌ স্থিতানি প্রকৃতৌ কারণে মায়ারূপে তিষ্ঠন্তীতি
ম শ্রী শ্রী ম
প্রকৃতিস্থিতানি সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি জাগ্রৎস্বপ্ন-
ম ম ম
ভোগজনককর্ম্মক্ষয়ে প্রকৃতাবজ্ঞানে সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতানি মনঃষষ্ঠানি

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষূরসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রস্যাত্মনো বিষয়োপলব্ধিকরণতয়া লিঙ্গানি কর্ষতি পুনর্জাগ্রদ্ভোগজনককর্ম্মোদয়ে ভোগার্থম্ আকর্ষতি কূর্ম্মোঽঙ্গানীব প্রকৃতেরজ্ঞানাদাকর্ষতি বিষয়গ্রহণযোগ্যতয়াবির্ভাবয়তীত্যর্থঃ। অতো জ্ঞানাদনাবৃত্তাবপ্যজ্ঞানাদাবৃত্তির্নানুপপন্নেতি ভাবঃ। অয়ম্ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে। তদুক্তং—"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তী"ত্যাদিনা। অতঃ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি। বিদুষাং তু শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি ॥৭॥

জীবলোকে—সংসারে, যিনি কর্ত্তা-ভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব, তিনি সনাতন—নিত্য—সর্ব্বদা একরূপ। তিনি আমারই অংশ। [উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও এই জীবই বস্তুতঃ পরমাত্মস্বরূপ। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইলে, স্বস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার আর পুনরাবৃত্তি নাই।] [যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার অংশ জীব তোমা হইতে সরিয়া আসিয়া সংসারী হয় কিরূপে? তাহার উত্তর]—এই জীব, প্রকৃতিলীনমন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে [ভোগার্থ] আকর্ষণ করে [ইহাও অবিদ্যাকৃত জানিও] ॥৭॥

অর্জ্জুন—সংসারবৃক্ষকে জানিয়া—"অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্" এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে বলিয়াছ। আরও বলিতেছ—ঐ পরম শান্ত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হইলে, আর পুনরাবর্ত্তন নাই। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তম্। কিন্তু গমন থাকিলেই আগমন থাকিবে—সংযোগ হইলেই বিয়োগ থাকিবে—ইহা সকলেই জানে। সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ। সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্॥ তবে যে বলিতেছ, সেই ধামে গমন করিলে আর পুনরাগমন হয় না ?

ভগবান্—জীব কে ? না, যিনি কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জীব একাটি উপাধি মাত্র। পরমাত্মাই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। মিথ্যা উপাধি গ্রহণকেই অংশ বলা হয়। তথাপি আমার অংশ কিন্তু নিত্য সনাতন।

অর্জ্জুন—যিনি অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন—যাঁহার খণ্ডও হয় না, পরিচ্ছেদও হয় না, তাঁহার আবার অংশ হইবে কিরূপে ?

ভগবান্—অগ্রে পুনরাবর্ত্তন হয় না কিরূপে, তাহাই শ্রবণ কর। জলে সূর্য্যের যে ছায়া পড়ে, তাহাকে সূর্য্যাংশই বলা হয়। কিন্তু জল শুকাইয়া গেলে, সূর্য্যের ছায়া সূর্য্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করে—ইহা বলায় কোন দোষ হয় না। অথবা আকাশের দৃষ্টান্ত লও। আকাশকে অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ঘটের মধ্যে যে আকাশ, তাহা পরিচ্ছিন্ন মত বোধ হয়। উপাধি গ্রহণে উহার নাম ঘটাকাশ। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে সেই আকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়—তাহার আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই। সেইরূপ, উপাধি নাশ হইলে, জীব পরমাত্মাই আছেন। এখানে যাওয়া আসাও নাই, সংযোগ বিয়োগও নাই। ঘটরূপ প্রকৃতিরই উদয় নাশ হইতেছে। পরমাত্মার যে অংশাংশ ভাব বলা হইতেছে, ইহা অবিদ্যা-কল্পিত মাত্র। ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। অন্যরূপে শোন। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন—'সঙ্কল্প বলে চিৎই জীবভাব ধারণ করিলেও, নিঃসঙ্কল্পভাবে, আপনি আপনি ভাবে, অবস্থানপূর্ব্বক এই জড়জগৎকে অজড় বাস্তব ভাবে ভাবনা করতঃ তিনি স্বস্বরূপেই অবস্থিত আছেন।" "জীববিহগের যে দোলাচক্র, তাহার মূলে ঈশ্বরের মায়া। চিৎএর রথ জীব। আবার জীবের রথ অহঙ্কার। অহঙ্কারের রথ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ মন, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের রথ দেহ, দেহের রথ কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই রথ-পরম্পরার কার্য্য স্পন্দন। প্রাণরথকেই কল্পনা-রথ বলে। যেখানে প্রাণবায়ু, সেইখানেই মানস কল্পনা।" নির্ব্বাণপূর্ব্ব ৩১ সর্গঃ। চিত্তস্পন্দন কল্পনাই সৃষ্টি। জীব সঙ্কল্পশূন্য হউক, তখন আর চিত্ত থাকে না। চিত্ত সঙ্কল্পশূন্য হইলেই সত্তামাত্র হইয়া যায় এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জড়পদার্থে "চিৎ" যে ভাবে অবস্থান করে, তাহার নাম "সৎ"।

অন্যরূপে দেখ :—"পরমাত্মা জীবভাব ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা স্বস্বরূপে আছেন" ইহা বুঝিতে হইলে, জীবের চরিত্র একটু আলোচনা করা উচিত। মনে কর কোন এক জন এখন সাধু হইয়াছে। ঐ সাধু জীবনে যাহা যাহা করিয়াছে, তাহা সে সর্ব্বদাই জানে—অথবা সর্ব্বদা জানিবার শক্তি রাখে—এইটি তাহার গুপ্ত চরিত্র। কিন্তু প্রকাশ্যে সাধু ধর্ম্মকথাই কয়—গুপ্ত চরিত্রের কথা কাহাকেও বলে না। গুপ্ত চরিত্রটি সর্ব্বদা জানা থাকিলেও, লোকের

সহিত ব্যবহার তাহার অন্যরূপ। পূর্ব্বস্বভাব স্মরণ রাখিয়াও যখন উপস্থিত স্বভাবে লোকের সহিত ব্যবহার করা অসম্ভব নহে, তখন পরমাত্মা স্বস্বরূপে থাকিয়াও জীবভাবে যে লীলা করেন, তাহা অসম্ভব হইবে কেন ?

অর্জ্জুন—পরম শান্ত, সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত, সর্ব্বব্যাপী, পরিপূর্ণ পরব্রহ্মই আছেন। আবার জীবই সেই ব্রহ্ম। অথচ জীব যেন আপন স্বরূপ হইতে সরিয়া আসিয়া সংসার করে। এই কঠিন তত্ত্ব তুমি নানাপ্রকারে বুঝাইতেছ। আর একবার উহা এইখানে বল।

ভগবান্—যাহা অবিদ্যা বা মায়াকল্পিত, তাহা মিথ্যা। পরমাত্মা আপনি আপনি ভাবেই সর্ব্বদা অবস্থিত। মায়া বা অবিদ্যাই স্পন্দনরূপিণী। তাঁহার চলনই পরমাত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। আকাশে মেঘ ছুটিতেছে—অথচ মনে হয়, যেন চন্দ্র দৌড়িতেছেন। তীর-তরু স্থির থাকে। নৌকা তীরবেগে গমন করিলে মনে হয়, তীর-তরু-ছুটিতেছে। অবিদ্যাই এই ভ্রম উৎপাদন করে। আকাশ সর্ব্বত্র আছে। কিন্তু ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, লোকে বলে ঘটাকাশ। ঘট ভাঙ্গিয়া দাও, দিয়া ঘট-ভ্রম দূর কর, দেখিবে—আকাশ আকাশই আছে। সঙ্কল্পশূন্য অবস্থাই আপনি আপনি ভাব। পরমাত্মভাব। নিঃসঙ্কল্প অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি মায়া দ্বারা যেন সঙ্কল্প করিতেছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম আপনি স্থির থাকিয়াও মায়া দ্বারা সগুণ হইয়া যেন জগৎ চালাইতেছেন।

তুমি ভাল করিয়া দেখ, তোমার মধ্যে সঙ্কল্পের খেলা কিরূপ ? একটু মনোযোগ করিলে বুঝিবে যে, সঙ্কল্পশূন্য অবস্থা কি ? ইহার অনুভবও যেন সকলেই করিতে পারে। 'নিঃসঙ্কল্প হইব' এই ইচ্ছা কর—একটা অবস্থা অতি অল্পক্ষণের জন্য হইলেও অনুভব করিতে পারিবে। এখনি করিয়া দেখ—অনুভব করিতে পারিবে। এই নিঃসঙ্কল্প অবস্থাটি স্থায়ী করাই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য। ধ্যানযোগে এই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হয়। জ্ঞানযোগে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিতে পারাই ধ্যানযোগে ।স্থিতির সাধনা। আবার কোন এক অবলম্বন ধরিয়া, তাহাকে বিশ্বরূপে ভাবনা করাই জ্ঞানযোগের সাধনা। আবার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ কর্ম্মযোগেই জ্ঞানের পথ পরিষ্কার হয়। সর্ব্বমূলে বিশ্বাসযোগে সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করাই সকল সাধনার ভিত্তি। বিশ্বাসযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ—এইগুলি ক্রম অনুসারে সাধিলে নিঃসঙ্কল্প ভাব লাভ করা যায়।

অর্জ্জুন—বড় সুন্দর এই নিঃসঙ্কল্প অবস্থার আভাস। "কোন সঙ্কল্প আমার নাই" ইহা বলিলেই যেন একটা শীতল শান্ত—কি যেন কি এক অপূর্ব্ব বস্তু আমায় স্পর্শ করে; নিরন্তর এই অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা করে। বুঝিতেছি—সঙ্কল্পশূন্য হইতে পারিলে, জীবই পরমাত্মা কিরূপে। তথাপি আবার বল, এমন সুখময় অবস্থা ভুলিয়া জীবের সংসার হয় কিরূপে ?

ভগবান্—প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশালিনী সঙ্কল্পময়ী প্রকৃতি নূতন বেশভূষা করিয়া পুরুষকে (সগুণ ব্রহ্মকে) সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। সগুণ পুরুষের নিকটে থাকেন বলিয়া, প্রকৃতি খেলা করিতে পারেন। পরমব্রহ্মের একদেশেই প্রকৃতির খেলা হয়। আর তিন পাদ সদা শান্ত। যে অবিদ্যাপাদে প্রকৃতি তরঙ্গ তুলেন, সেই প্রদেশের চিৎভাব যখন প্রকৃতির বেশভূষায় মুগ্ধ হইয়া আত্মস্বরূপ না দেখিয়া প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হইয়া যান, তখনই

জীবভাব হয়। প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত শক্তি সুপ্ত থাকে। জীব প্রকৃতিলীন মন ইন্দ্রিয়াদি শক্তিগুলিকে বিষয় ভোগের জন্য আকর্ষণ করেন। দেখনা কেন, প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই জীবের সংসার। ইহা দ্বারাই আবার জীবের অনাদিকালসঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। অন্যান্য কারণের সহিত দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম কারণ। মায়িক ব্যাপার এই সমস্ত। তুমি সমস্ত কল্পনা ত্যাগ কর, দেখিবে—সেই আছে আর কিছুই নাই। সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগই জ্ঞানমার্গ। সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ যাঁহারা না পারেন, তাঁহাদের জন্য শুভ সঙ্কল্পে সর্ব্ব ত্যাগের ব্যবস্থা। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে—সাধারণ লৌকিক কর্ম্মই মৃত্যু। বেদবিহিত কর্ম্মও অবিদ্যা। কর্ম্মত্যাগ করাই উদ্দেশ্য। তজ্জন্য বৈদিক কর্ম্মদ্বারা লৌকিক কর্ম্ম ত্যাগই প্রথম অবস্থা। তাহার পরে বৈদিক কর্ম্মসমূহ ত্যাগেই অমরত্ব।

জীবের সংসার কিরূপে হয় জানিলে তবে এই অসঙ্গশস্ত্রে সংসারবৃক্ষ সমূলে ছেদন করিয়া পরমপদ লাভ করা যায় ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

(শ) ঈশ্বরঃ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য স্বামী জীবঃ (শ) যৎ (শ) যদা চ অপি (যা) উৎক্রামতি শরীরং বিহায় গচ্ছতি (শ) তদা (ম) কর্ষতি ন কেবলং কর্ষত্যেব (ম) কিন্তু (শ) যৎ (শ) যদা শরীরং পূর্ব্বস্মাচ্ছরীরাচ্ছরীরান্তরং অবাপ্নোতি (শ) তদা এতানি মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি গৃহীত্বা সংযাতি সম্যক্ যাতি গচ্ছতি। কিমিবেতি? আহ (ম) আশয়াৎ কুসুমাদেঃ স্থানাৎ (ম) গন্ধান্ (ম) গন্ধাত্মকান্ সূক্ষ্মান্ অংশান্ গৃহীত্বা (ম) বায়ুঃ (বা) ইব (শ্রী) বায়ুর্যথা (রা) স্রক্‌চন্দনকস্তূরিকাদ্যাশয়াৎ সূক্ষ্মাবয়বৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অন্যত্র সংযাতি (রা) তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

[শরীরের] ঈশ্বর যখন দেহ হইতে বাহির হয়েন তখন [মন ও ইন্দ্রিয় দিগকে আকর্ষণ করেন] [শুধু আকর্ষণ নহে কিন্তু] যখন পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করেন তখন বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া গমন করে সেইরূপ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তিনি গ্রহণ করিয়াই গমন করেন ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—কোন্ সময়ে জীব ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষণ করেন এবং আকর্ষণ করিয়াই বা কি করেন ?

ভগবান্—মনে কর কোন ব্যক্তি মরিতেছে। জীব যখন স্থূল দেহ ছাড়িয়া প্রাণময় দেহে প্রবেশ করেন, তখন হস্ত পদাদি শীতল হইয়া যায়, চক্ষুকর্ণাদি অসাড় হইয়া পড়ে, শুধু শ্বাস চলিতে থাকে। সেই সময়ে প্রাণরূপী জীব ইন্দ্রিয় এবং মনকে আকর্ষণ করেন। পরে যখন প্রাণস্পন্দন রহিত হইয়া যায়, তখন জীব, ইন্দ্রিয় ও মনকে লইয়া অন্যদেহ আশ্রয় করেন। ৮।২৭,২৬ ইত্যাদি দেখ।

অর্জ্জুন—একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—পুষ্পের মধ্যে গন্ধ আছে—বায়ু যেরূপ কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ লইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ বায়ুরূপী জীবও পূর্ব্বদেহে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া যে সমস্ত সঙ্কল্প প্রবল করিয়া ছিল, সেই সঙ্কল্পময় দেহ লইয়া গমন করে—যে নূতন দেহ আশ্রয় করিলে পূর্ব্বসঙ্কল্প—প্রবল মন ও ইন্দ্রিয় স্বচ্ছন্দে কার্য্য করিতে পারিবে, সেইরূপ দেহ আশ্রয় করে। যাহারা এই জন্মে আহার নিদ্রার চেষ্টা করিয়া ঐ সঙ্কল্পই প্রবল করিয়াছিল, তাহারা মৃত্যুকালে যে দেহ ধারণ করিলে বিনা আয়াসে প্রস্তুত খাদ্য পাওয়া যায়, আর কোন আয়োজন না করিয়াই যেখানে সেখানে নিদ্রাসুখ অনুভব করা যায়, সেইরূপ দেহ ধারণ করিবে ; আর যাহারা উপাসনার আস্বাদ বুঝিয়া মনে মনে নিরন্তর ভগবানের উপাসনা করিয়াছে, তাহারা ঐ ঐ সঙ্কল্পের প্রাবল্যজন্য গন্ধময় দেবদেহ ধারণ করিয়া বিনা আয়াসে যাহাতে পূজাদি হয়, তাহাই করিতে পারিবে। জ্ঞানীর কিন্তু আর দেহ ধারণ করিতে হয় না ॥৮॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯॥

শ্রী

অয়ং জীবঃ শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণং

এবচ চকারাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণঞ্চ মনশ্চ ষষ্ঠম্ অধিষ্ঠায় আশ্রিত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপসেবতে উপভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯॥

চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করিয়া জীব বিষয় ভোগ করেন ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয়াদির সহিত জীব অন্যদেহ আশ্রয় করিয়া কি করেন?

ভগবান্—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, চারি অন্তরিন্দ্রিয় এই সমস্তের সাহায্যে জীব রূপ-রসাদি বিষয় ভোগ করেন ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০॥

উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং পরিত্যজন্তং বা স্থিতং অপি তস্মিন্নেব দেহে তিষ্ঠন্তং ভুঞ্জানং বা শব্দাদীন্ বিষয়ান্ উপলভমানং গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহাখ্যৈঃ গুণৈরন্বিতমনুগতং সংযুক্তমিত্যর্থঃ এবং সর্ব্বাস্ববস্থাসু দর্শনযোগ্যমপ্যেনং বিমূঢ়াঃ দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবাসনাকৃষ্টচেতস্তয়াত্মানাত্মবিবেকাযোগ্যা ন অনুপশ্যন্তি অহো কষ্টং বর্ত্তত ইত্যজ্ঞানমু-

ম শ শ
ক্রোশতি ভগবান্। যে তু পুনঃ প্রমাণজনিত-জ্ঞানচক্ষুষঃ
ম
বিবেকিনস্ত এনং পশ্যন্তি ॥১০॥

জীব, একদেহ হইতে দেহান্তরে গমন করুন অথবা সেই দেহেই থাকুন, বিষয় ভোগই করুন কিংবা সুখদুঃখ-মোহাদি গুণসংযুক্তই হউন—ভোগাসক্ত মূঢ়গণ ইহাকে দেখিতে পায়না ; কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই ইনি দৃষ্টিগোচর হয়েন ॥ ১০॥

অর্জ্জুন—কেন ইহাকে দেখা যায় না ?

ভগবান্—বিষয় ভোগে অথবা ভোগ বাসনায় মূঢ়গণ এত আচ্ছন্ন থাকে যে কি দেহত্যাগ কালে, কি দেহে স্থিতিকালে, কি সুখ দুঃখ ভোগকালে, কি বিষয় ভোগকালে ইহারা আত্মাকে দেখিতে পায় না। আর যাঁহারা সাধক, যাঁহাদের তৃতীয় চক্ষু খুলিয়াছে, তাঁহারা আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১॥

শ শ ম ম
যতন্তঃ কেচিৎ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানাঃ
শ শ
যোগিনঃ চ সমাহিতচিত্তাঃ আত্মনি স্বস্যাং বুদ্ধৌ অবস্থিতং
ম শ শ শ
প্রতিফলিতম্ এনম্ আত্মানং পশ্যন্তি অয়মহমস্মীত্যুপলভন্তে।
শ ম ম
অকৃতাত্মানঃ অসংস্কৃতাত্মানঃ অশোধিতান্তঃকরণাঃ অতএব
ম শ্রী শ
অচেতসঃ বিবেকশূন্যাঃ মন্দমতয়ঃ তপসেন্দ্রিয়জয়েন চ

শ শ ম

দুশ্চরিতাদনুপরতাঃ যতন্তঃ অপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈঃ যতমানা অপি

এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১॥

ধ্যানাভ্যাসে যত্নশীল যোগিগণ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত এই আত্মাকে দেখিয়া থাকেন—'এই আমি' এই বলিয়া উপলব্ধি করেন। আর ইন্দ্রিয়-জয়শূন্য অবিবেকিগণ যত্ন করিলেও ইঁহাকে দেখিতে পায়না ॥ ১১॥

অর্জ্জুন—কিরূপ ব্যক্তি আত্মাকে দেখিতে পান ?

ভগবান—যাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমী নহে, যাহারা বিচারপরায়ণ নহে, তাহারা দেখিতে পায় না ; কিন্তু ধ্যানাভ্যাসে যত্নশীল যে যোগী তাঁহারাই দেখিতে পান।

অর্জ্জুন—কোথায় দেখেন ?

ভগবান্—আত্মার নিতান্ত সন্নিকট বুদ্ধি। বুদ্ধির স্বরূপ বিচার। ইহা আত্মা, ইহা অনাত্মা এই বিচারে বুদ্ধি যখন আপন স্বরূপলাভে স্থির হয় তখন ইহার সমস্ত বিষয়বাসনা ছুটিয়া যায়—বিষয় বাসনাই একমাত্র চাঞ্চল্যের কারণ। বুদ্ধি স্থির হইলেই তাহাতে যে সত্তামাত্র ভাসে—সাধক সেই সচ্চিদানন্দ সত্তায় এক হইয়া গেলেই তাঁহার দর্শন হইল। আত্মাকে বিচার দ্বারা যে মুহূর্ত্তে জানা, সেই মুহূর্ত্তেই দেখা, যে মুহূর্ত্তে দেখা, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্বরূপ হইয়া যাওয়া। কিন্তু যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্রতা ছাড়িতে পারে নাই সে কখন দেখিতে পাইবে না। শ্রুতি বলেন ঃ—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ। ১।২।২৪ কঠ-উ,

(নাবিরতঃ=শাস্ত্রনিষিদ্ধাৎ আচারাৎ অনিবৃত্তঃ। অশান্তঃ=বিষয়ৈরাকৃষ্টেন্দ্রিয়ঃ ; অসমাহিতঃ=ন একাগ্রচিত্তঃ ; অশান্তমানসঃ—বিষয়লম্পটঃ সকামৈকাগ্রচিত্তো বা)

যে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয় নাই—বিষয়-আসক্তি ছাড়িতে পারে নাই, একাগ্রচিত্ত হইতে পারে নাই আর সকামে বড়ই একাগ্র—এরূপ ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২॥

শ্রী শ

আদিত্যগতং আদিত্যাদিষুস্থিতং যৎ তেজঃ দীপ্তিঃ চৈতন্যা-

ম শ শ

ত্বকং জ্যোতিঃ চন্দ্রমসি শশভৃতি চ যৎ, যচ্চ অগ্নৌ হুত-

ম শ শ

বহে স্থিতং তেজঃ অখিলং সমস্তং জগৎ ভাসয়তে প্রকাশয়তি

শ শ

তত্তেজঃ তজ্জ্যোতিঃ মামকম্ মদীয়ং মম বিষ্ণোঃ বিদ্ধি

শ

বিজানীহি ॥ ১২॥

আদিত্যগত এবং চন্দ্রমা ও অগ্নিতে স্থিত যে তেজ সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছে সেই তেজ আমারই জানিও ॥ ১২॥

অর্জ্জুন—যেখানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি নাই সেইখানকার কথা আবার বল।

ভগবান্—সেস্থান সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি দ্বারা প্রকাশিত হয় না কিন্তু সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির যে প্রকাশ-শক্তি তাহা সেই স্থানেরই প্রকাশ মাত্র।

অর্জ্জুন—সূর্য্যের প্রকাশ এক বস্তু আর জ্ঞান বা চৈতন্যের প্রকাশ অন্য একবস্তু। সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির তেজ তোমার চৈতন্য কিরূপে?

ভগবান্—ভিতরের জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশিত হইলে বাহিরের জগৎ থাকে না, আর বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য উদ্ভাসিত জগৎ প্রকাশিত হইলে ভিতরের জ্ঞানময় ব্রহ্ম অপ্রকাশিত হইয়া পড়েন। জ্ঞানে অজ্ঞানের অপ্রকাশ আর অজ্ঞানে জ্ঞানের আবরণ। তথাপি যে চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রকাশকে আমার চৈতন্য জ্যোতির প্রকাশ বলিতেছি ইহাই আমার বিভূতি। মানবদেহ দেখ, দেখিবে চক্ষু, মন ও বাক্য দ্বারা—বাহিরের ও ভিতরের বস্তু প্রকাশ হয়। সূর্য্যই আমার চক্ষু, চন্দ্রমা মন হইতে জাত, আমার বাক্যই, বেদ।

অর্জ্জুন—আচ্ছা চন্দ্রসূর্য্য অগ্নিরই বা প্রকাশশক্তি হইল কেন অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমের তাহা নাই কেন? তোমার প্রকাশশক্তি ত সকলেরই উপর কার্য্য করিতেছে?

ভগবান—আমার মায়িক জগতের ব্যাপার মধ্যেই নিয়ম রহিয়াছে। যেখানে সত্ত্বগুণের আধিক্য সেইখানেই প্রকাশ অধিক। আদিত্য প্রভৃতিতে সত্ত্বাধিক্য হেতুই প্রকাশাধিক্য জানিও ॥১২॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥

অহং চ ওজসা নিজেন বলে গাং পৃথিবীং পৃথিবী-দেবতারূপেণ আবিশ্য ধূলিমুষ্টিতুল্যাং পৃথিবীং দৃঢ়ীকৃত্য ভূতানি জগৎ পৃথিব্যাধেয়ানি বস্তূনি ধারয়ামি যদ্বলং কাম-রাগবিবর্জ্জিতমৈশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টম্। যেন গুর্ব্বী পৃথিবী নাধঃপততি। ন বিদীর্য্যতে চ। তথাচ মন্ত্র-বর্ণঃ—যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়্হেতি। সদাধার পৃথিবীমিত্যাদিশ্চ। অতো গামাবিশ্য চ ভূতানি চরাচরাণি ধারয়া-মীতি যুক্তমুক্তম্ কিঞ্চ রসাত্মকঃ সর্ব্বরসস্বভাবঃ রসময়ঃ সর্ব্বরসানামাকরঃ সোমো ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ ব্রীহিযবাদ্যাঃ পুষ্ণামি পুষ্টিমতীঃ রসস্বাদুমতীশ্চ করোমি ॥ ১৩॥

আমিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজবলে ভূত সমূহকে ধরিয়া রহিয়াছি। রসময় চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধিকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি ॥১৩॥

ভগবান্—আমার আরও বিভূতির ব্যাখ্যা শোন—ধূলি মুষ্টিতুল্য এই পৃথিবী—আমার শক্তি ভিন্ন ইহার একটি পরমাণুও আর একটি পরমাণুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেনা। লোকে বলে পরস্পর আকর্ষণে পৃথিব্যাদি শূন্যে ঘুরিতেছে—এ আকর্ষণ শক্তি আমারই—

আমি ধরিয়া না থাকিলে পৃথিবী হয় রসাতলগামিনী হয় নতুবা সূর্য্যমুখে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। আমিই সলিলময় শশীতে সুধারূপে রহিয়াছি—চন্দ্রগলিত শিশির বিন্দুই ওষধিগণকে পরিপুষ্ট করে। অমৃতই ওষধির রস। এই জন্য লতা পাতার রোগ নিবারণী শক্তি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টি আমিই রক্ষা করিতেছি ॥১৩॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪॥

ম ম ম
অহম্ ঈশ্বরঃ বৈশ্বানরঃ জাঠরোঽগ্নির্ভূত্বা "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো

ম
যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ সন্

শ ম ম শ
প্রাণিনাং প্রাণবতাং সর্ব্বেষাং দেহম্ আশ্রিতঃ অন্তঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাপান-

ম ম
সমাযুক্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সংযুক্তঃ সংধুক্ষিতঃ সন্

ম ম শ
চতুর্ব্বিধং অন্নং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চ পচামি পক্তিং করোমি।

শ্রীম
চতুর্ব্বিধং অন্নং তদ্‌যথা যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যম্—যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যম্। যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যম্। যত্তু দন্তৈর্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যা—

শ্রী ন
বশিষ্টং ত্যজ্যতে যথা ইক্ষুদণ্ডাদি তৎ চোষ্যমিতি ভেদঃ" ভোক্তা যঃ সোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ—যৎ ভোজ্যমন্নং স সোমঃ তদেবমুভয়মগ্নীসোমৌ সর্ব্বমিতি ধ্যায়তোঽন্নদোষলেপো ন ভবতীত্যপি দ্রষ্টব্যম্ ॥১৪॥

আমিই জঠরাগ্নি রূপে প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া—প্রাণাপান দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য ও চোষ্য এই চারিপ্রকার অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪॥

অর্জ্জুন—তোমার বিভূতি আর কি ?

ভগবান্—আমি ভোক্তা—আমিই অন্ন। পরিপাক করে যে অগ্নি—এই বৈশ্বানর অগ্নি আমি। প্রাণ অপান বায়ুতে আহুতি দিলে বায়ু অগ্নিকে উদ্দীপিত করে। চতুর্ব্বিধ অন্ন যাহা খাও তাহা সোম বা চন্দ্র হইতেই জাত—চন্দ্রের সুধাতেই পুষ্ট। আমিই সোম। "পরমাত্মা অগ্নি স্বরূপ, উহাঁতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন। বেদ উহাঁর আজ্ঞা। ঐ বেদ প্রভাবেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মে। তমঃ ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভস্মস্বরূপ। জীবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আহুতিরূপ অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণ ও অপান ঐ হুতাশনরূপী পরমাত্মার আজ্য ভাগদ্বয় স্বরূপ। অনুগীতা ২৪।

ভগবান্—মনুষ্যের চারি প্রকার অন্নের নাম—ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য এবং চোষ্য।

(১) ভক্ষ্য—বা চর্ব্ব—যাহা দন্তদ্বারা খণ্ড করিয়া খাওয়া যায় যেমন পিষ্টকাদি।

(২) ভোজ্য—পেয়—যাহা জিহ্বা দ্বারা আলোড়ন করিয়া গলাধঃকরণ করা যায় যেমন পায়সাদি।

(৩) লেহ্য—যাহা জিহ্বাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রস আস্বাদন করিতে করিতে গলাধঃকরণ করা যায় যেমন মধু আদি।

(৪) চোষ্য—দন্তদ্বারা চিবাইয়া যাহার রসাংশ গলাধঃকরণ করা যায় অবশিষ্ট ফেলিয়া দেওয়া যায়—যেমন ইক্ষু আদি।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

অহম্ আত্মা সন্ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টঃ "স এষ ইহ প্রবিষ্ট ইতি" শ্রুতেঃ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি চ। অতঃ মত্তঃ আত্মনঃ

শ্রী শ শ্রী
এব হেতোঃ সর্ব্বপ্রাণিনঃ স্মৃতির্জ্ঞানং চ তদপোহনঞ্চ ভবতি
শ
পুণ্যকর্ম্মিণাঞ্চ পুণ্যকর্ম্মানুরোধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবত স্তথা পাপ-
শ
কর্ম্মিণাং পাপকর্ম্মানুরূপেণ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপোহনঞ্চ অপায়নম্
শ ম ম
অপগমনঞ্চ মত্তএব। প্রাণিনাং যথানুরূপং স্মৃতিঃ এতজ্জন্মনি
ম
পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়াবৃত্তির্যোগিনাং চ জন্মান্তরানুভূতার্থবিষয়োঽপি
ম
—তথা মত্তএব জ্ঞানং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্তবতি যোগিনাং চ
ম
দেশকালবিপ্রকৃষ্টবিষয়মপি এবং কামক্রোধশোকাদিব্যাকুল-
ম
চেতসাং অপোহনং চ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপায়শ্চ মত্তএব ভবতি।
ম ম
এবং স্বস্য জীবরূপতামুক্ত্বা ব্রহ্মরূপতামাহ। সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ
ম ম শ
সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়াদিদেবতা প্রকাশকৈরপি অহমেব চ পরমাত্মা বেদ্যঃ
শ ম ম
বেদিতব্যঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকো বেদ-
শ্রী ম
ব্যাসাদিরূপেণ জ্ঞানদোগুরুরহমিত্যর্থঃ ন কেবলম্ এতাবদেব
ম
বেদবিদেব চাহং কর্ম্মকাণ্ডোপাসনাকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডাত্মক-মন্ত্র-

ম

ব্রাহ্মণরূপ সর্ব্ববেদার্থবিচ্চাহমেব চ। অতঃ সাধূক্তং ব্রহ্মণোহি

ম

প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি ॥ ১৫॥

সকল প্রাণির হৃদয়ে আত্মারূপে আমিই রহিয়াছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও স্মৃতি জ্ঞানের লোপ ঘটে—সকল বেদের দ্বারা আমিই বেদ্য—আমিই বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, আমিই বেদবিৎ ॥১৫॥

অর্জ্জুন—বিভূতির কথা আর কি বলিবে ?

ভগবান্—আমি জীবাত্মারূপে প্রতিহৃদয়ে বিরাজ করিতেছি। যাহা অনুভব হইয়াছে তাহারই স্মরণ হয়। আমি থাকাতেই ইহ বা পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ হয়। আবার আমি আছি বলিয়াই বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজ জ্ঞান জন্মে। পাপীদিগের পাপকর্ম্মকালে যে স্মৃতিজ্ঞান লোপ হয়—কামক্রোধশোকাদি-ব্যাকুলচিত্তে যে স্মৃতি ও জ্ঞান ভ্রংশ হয়, তাহাও আমা হইতেই হয়। আবার পরমাত্মাও আমি।—সর্ব্ববেদ-কর্ম্ম-উপাসনা জ্ঞান এক আমাকেই প্রতিপন্ন করিতেছে—আমিই বশিষ্ঠব্যাসাদিরূপে বেদান্তের উপদেষ্টা জ্ঞানগুরু—আমি বেদবিৎ। দেখ অর্জ্জুন, তোমার পরমাত্মাস্বরূপ আমি। তোমার পরমাত্মা তোমার মধ্যে থাকিয়া বলিতেছেন আমিই সব সাজিয়াছি, সব করিতেছি, এইটি নিত্য স্মরণ রাখ ॥১৫॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥

শ বি বি

লোকে সংসারে চতুর্দ্দশভুবনাত্মকে জড়প্রপঞ্চে ইমৌ দ্বৌ

পৃথগ্‌রাশীকৃতৌ পুরুষৌ পুরুষোপাধিত্বেন পুরুষশব্দব্যপদেশ্যৌ

ম ম ব ম

প্রসিদ্ধৌ। ইমাবিতি প্রমাণসিদ্ধতা সূচ্যতে। কৌ তাবিত্যাহ

শ শ শ
ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশ্যেকো রাশিঃ।
শ শ শ
অপরঃ পুরুষোঽক্ষরস্তদ্‌বিপরীতঃ। ভগবতো মায়াশক্তিঃ
শ
ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্যোৎপত্তিবীজমনেক-সংসারি-জন্তু-কামকর্ম্মাদি-সংস্কারা-
ম
শ্রয়োঽক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে। অথবা ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী
ম ম
কার্য্যরাশিরেকঃ পুরুষঃ। ন ক্ষরতীত্যক্ষরো বিনাশরহিতঃ। ক্ষরা-
ম
খ্যস্য পুরুষস্যোৎপত্তিবীজং ভগবতোমায়াশক্তির্দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ।
ম ম শ শ
তৌ পুরুষৌ ব্যাচষ্টে স্বয়মেব ভগবান্। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি
শ শ শ্রী শ্রী
সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ। যদ্‌বা ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তানি শরীরাণি।
শ্রী শ্রী শ
অবিবেকি-লোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটস্থঃ কূটো-
শ শ
রাশিঃ। রাশিরিব স্থিতঃ। অথবা কূটো মায়া বঞ্চনা জিহ্মতা কুটিল-
শ শ শ ম
তেতি পর্য্যয়াঃ। অনেকমায়াদিপ্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ। যদ্‌বা কূটো
ম
যথার্থবস্ত্বাচ্ছাদনেনাযথার্থবস্তুপ্রকাশনং বঞ্চনং মায়েত্যর্থান্তরং তেনা-
ম ম ম ম
বরণবিক্ষেপ-শক্তিদ্বয়রূপেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ। ভগবন্মায়াশক্তিরূপঃ

ম শ্রী শ্রী শ্রী ম
কারণোপাধিঃ। স ত্বক্ষরঃ পুরুষঃ উচ্যতে বিবেকিভিঃ। সংসার-

ম ম
বীজত্বেনানন্ত্যাদক্ষর উচ্যতে। কেচি ত্তু ক্ষরশব্দেনাচেতনবর্গমুক্ত্বা

ম ম ম
কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ইত্যনেন জীবমাহুঃ তত্র সম্যক্ ক্ষেত্রজ্ঞস্যৈ-

ম ম
বেহ পুরুষোত্তমত্বেন প্রতিপাদ্যত্বাৎ, তস্মাৎ ক্ষরাক্ষর-শব্দাভ্যাং

ম ম ম
কার্য্যকারণোপাধী উভাবপি জড়াবেবোচ্যেতে ইত্যেব মুক্তম্।

রা
আহ চ শ্রীমদ্রামানুজঃ—"তত্র ক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টঃ পুরুষো জীব-

রা রা
শব্দাভিলপনীয়ো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-ক্ষরণ-স্বভাবাচিৎ সংসৃষ্ট-সর্ব্ব

রা রা
ভূতানি। অত্রাচিৎ-সংসর্গৈকোপাধিনা পুরুষ ইত্যেকত্বনির্দ্দেশঃ

রা রা
অক্ষরশব্দ-নির্দ্দিষ্টঃ কূটস্থোঽচিৎসংসর্গবিযুক্তঃ স্বেন রূপেণাবস্থিতো

রা রা রা
মুক্তাত্মা। স ত্বচিৎসংসর্গাভাবাৎ অচিৎপরিণাম-বিশেষ-ব্রহ্মাদি-দেহ-

রা রা
সাধারণো ন ভবতীতি কূটস্থ ইত্যুচ্যতে। অত্রাপ্যেকত্বনির্দ্দেশোঽ-

রা রা
চিদ্বিয়োগরূপৈকোপাধিনাভিহিতঃ পূর্ব্বমনাদৌ কালে মুক্ত

রা
এক এব।

ব

আহ চ শ্রীমদ্‌বলদেবঃ—শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরোঽনেকাবস্থো বদ্ধঃ।
ব
অচিৎ-সংসর্গৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। অক্ষরস্তদভাবাদেকা-
ব
বস্থো মুক্তঃ। অচিদ্‌বিয়োগৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। সর্ব্বাণি
ব
ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি ভূতানি ক্ষরঃ। কূটস্থঃ সদৈকাবস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ
ব
একত্বনির্দ্দেশঃ প্রাগুক্তযুক্তের্ব্বোধ্যঃ।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ আহঃ—সর্ব্বশাস্ত্র হৃদয়ং সংগৃহ্লাতি দ্বাবিতি।
নী
ক্ষরো বিনাশী স চ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণবন্তি কর্ম্মক্ষয়ে সুপ্তিপ্রলয়-
নী
কৈবল্যাদৌ উপাধিনাশমনু বিনাশশীলো জীবো ব্রহ্মপ্রতিবিম্বভূতো
নী
জলার্কোপমঃ—"বিজ্ঞান ঘনএব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু-
নী
বিনশ্যতি" ইতি শ্রুতেঃ। কূটস্থো নির্ব্বিকারো মায়োপাধিরক্ষরঃ,
নী
তদুপাধেরকর্ম্মজত্বেন নাশাসম্ভবাৎ উপাধিদোষেণাবশীকৃতত্বাচ্চাসৌ ন
নী
ক্ষরতি স্বরূপান্ন চ্যবত ইত্যক্ষরঃ" ইতি ॥ ১৬॥

সংসারে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই প্রসিদ্ধ। সমুদায় ভূতকে ক্ষর এবং কূটস্থকে অক্ষর বলে ॥১৬॥

অর্জ্জুন—ক্ষর ও অক্ষর সম্বন্ধে প্রভেদের কথা স্থানে স্থানে বলিয়াছ। এখন স্পষ্টভাবে ক্ষর পুরুষ কে? অক্ষর পুরুষই বা কে? ইহা বুঝিতে চাই।

ভগবান্—ক্ষর ও অক্ষর সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিরূপ শুনিয়াছ?

অর্জ্জুন—তত্র কেচিদাচক্ষতে—পরন্ত মহাসমুদ্রস্থানীয়স্য ব্রহ্মণোঽক্ষরস্যাপ্রচলিতস্বরূপস্যেষৎ

প্রচলিতাবস্থান্তর্যামী। অত্যন্তপ্রচলিতাবস্থা ক্ষেত্রজ্ঞো যস্তং ন বেদান্তর্যামিণম্। তথান্যাঃ পঞ্চাবস্থাঃ পরিকল্পয়ন্তি। তথাষ্টাবস্থা ব্রহ্মণো ভবন্তীতি।

বদন্ত্যন্যেঽক্ষরস্য শক্তয় এতা ইতি বদন্ত্যনন্তশক্তিমক্ষরমিতি চ। অন্যেঽক্ষরস্যবিকারা ইতি বদন্তি। অবস্থাশক্তী তাবন্নোপপদ্যেতে। অক্ষরস্যাশনায়াদি সংসারধর্ম্মাতীতত্বশ্রুতেঃ, ন হ্যশনায়াদ্যতীত্বমনানায়। দ্বিধর্ম্মবদবস্থাবত্বং চৈকস্য ন যুগপদুপপদ্যতে। তথা শক্তিমত্বঞ্চ, বিকারায়েবত্বে চ দোষাঃ প্রদর্শিতাশ্চতুর্থে। তস্মাদেতা অসত্যাঃ সর্ব্বাঃ কল্পনাঃ। কস্তর্হি' ভেদ এষাম্?

উপাধিকৃত ইতি ব্রূমো ন স্বতএষাং ভেদোঽভেদো বা সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘনৈকরস-স্বাভাব্যাৎ, অপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্মেতি চ শ্রুতেঃ॥

ভাবার্থঃ—কেহ বলেন সর্ব্বপ্রকার চলনশূন্য, মহাসমুদ্রস্থানীয় ব্রহ্মই অক্ষর। অপ্রচলিত স্বরূপ পরব্রহ্মের যে ঈষৎ প্রচলিত অবস্থা তাহাই অন্তর্যামী। তাঁহারই অত্যন্ত প্রচলিত অবস্থা যাহা, তাহাই ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রজ্ঞই জীব। ক্ষেত্রজ্ঞ অন্তর্যামীকে জানে না। অন্যে বলেন—ব্রহ্মের শুধু অন্তর্য্যামী ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুই অবস্থা নহে, ইঁহার পঞ্চ অবস্থা। কেহ বলেন অষ্ট অবস্থা। কেহ বলেন—এইগুলি ব্রহ্মের অবস্থা নহে, শক্তি। যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মকে অনন্তশক্তি বলেন। অন্যে বলেন,—ইহারা অক্ষরের শক্তি নহে, বিকার। ব্রহ্মের অবস্থা, ব্রহ্মের শক্তি এইরূপ বাক্য ঠিক নহে। কারণ শ্রুতি নিজেই অক্ষরকে অশনায়াদি সর্ব্বসংসারধর্ম্মরহিত বলিয়াছেন। এখানে আবার যদি ঐ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলেন, যুগপৎ অশনায়াদি ধর্ম্মরাহিত্য ও অবস্থাবত্ব—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হয়। ইহা অসম্ভব। অশনায়াদি সর্ব্ববিধ সংসারধর্ম্ম বর্জ্জিত বস্তুতে শক্তিরূপ ধর্ম্ম থাকিবে কিরূপে? ব্রহ্মের শক্তি, বিকার, অবয়ব এই সমস্ত বলিলে যে দোষ হয়, তাহা বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইয়াছে।

এই হেতু ঐ সমস্ত অসত্য কল্পনামাত্র। তবে, ব্রহ্ম, অন্তর্যামী, ক্ষেত্রজ্ঞ—ইহাদের ভেদ কি?

ভেদটা উপাধিকৃত এইমাত্র বলিব। স্বভাবতঃ ইঁহাদের কোন ভেদও নাই, অভেদও নাই। সৈন্ধব লবণখণ্ডের মত ব্রহ্ম ভিতরে বাহিরে প্রজ্ঞানঘন, একরস। আত্মা পরিপূর্ণ আনন্দরস। ইহাই অক্ষরের স্বভাব। শ্রুতি এইজন্য বলেন, এই অক্ষর আত্মা বা ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য। বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় ৮ ব্রাহ্মণ ভাষ্য।

ভগবান্—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণঃ সুহৃৎ" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি বাক্য তবে কাহার প্রতি প্রয়োগ হয় বল দেখি?

অর্জ্জুন—উপাধি পক্ষেই এই সমস্ত উক্তি সঙ্গত। আমি যাহা মীমাংসা বাক্য মনে করিয়াছি তাহাই বলি—তুমি ঠিক হইল কি না বলিও।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজ ইতি চাথর্ব্বণে, তস্মান্নিরুপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাখ্যত্বান্নির্ব্বিশেষত্বাদেকত্বাচ্চ নেতি নেতীতি ব্যপদেশো ভবত্যবিদ্যা কামকর্ম্মবিশিষ্টকার্য্যকরণোপাধিরাত্মা সংসারী জীব উচ্যতে, নিত্যনিরতিশয় জ্ঞান শক্ত্যুপাধিরাত্মান্তর্যামীশ্বর উচ্যতে, স এব নিরুপাধিঃ

কেবলঃ শুদ্ধঃ। স্বেন স্বভাবেনাক্ষরং পরম্ উচ্যতে। তথা হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতদেবতা জাতি-পিণ্ড-মনুষ্য-তির্য্যক্-প্রেতাদি-কার্য্যকরণোপাধিবিশিষ্টস্তদাখ্যস্তদ্রূপো ভবতি। তথা তদেজতি তন্নৈজতীতি ব্যাখ্যাতম্।

তথৈষ ত আত্মেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মৈষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ, তত্ত্বমস্যহমেবেদং সর্ব্বমাত্মৈবেদং সর্ব্বং নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদি শ্রুতয়ো ন বিরুধ্যন্তে, কল্পনান্তরেষ্বেতাঃ শ্রুতয়ো ন গচ্ছন্তি। তস্মাদুপাধিভেদেনৈবৈষাং ভেদো। নান্যথৈকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ সর্ব্বোপনিষৎসু॥

ভাবার্থ—আত্মা ব্রহ্ম-অক্ষর বাহিরে ভিতরে আছেন, অথচ তিনি অজ। অতএব উপাধি-শূন্য আত্মার—উপাধি শূন্যত্বহেতু, অনির্দ্দেশত্ব হেতু, একত্বহেতু—তিনি নেতি নেতি শব্দের বাচ্য।

এই অবিজ্ঞাত স্বরূপ সর্ব্বোপাধিশূন্য আত্মাই আপনিই আপনি। যখন ইনি মায়া বা অবিদ্যা আশ্রয় করেন, তখন তিনি অবিদ্যা, তৎপ্রসূত কামনা ও কর্ম্মবিশিষ্ট এবং কার্য্যকারণ উপাধিবিশিষ্ট হয়েন—এই দেহেন্দ্রিয় উপাধিবিশিষ্ট আত্মা জীব নামে অভিহিত হন।

আত্মা উপাধি দ্বারা জীব হয়েন, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি উপাধি শূন্য, কেবল, শুদ্ধ। তিনি আপন স্বভাবে অক্ষর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আবার ইনিই হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত, দেবতা, জাতি. পিণ্ড, মনুষ্য, তিযক্, প্রেতাদি কার্য্য-কারণোপাধি বিশিষ্ট হইয়া ঐ ঐ রূপ ধারণ করেন।

"তদেজতি তন্নৈজতি" চলেন এবং চলেন না এই শ্রুতি বাক্য এই জন্য বলা হয়। এই জন্যই আত্মা গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে আছেন, সর্ব্বভূতের আত্মা তিনি, তিনিই তুমি, আমিই এই সব, এই আত্মাই এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ, আত্মা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই—এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য বিরোধী বাক্য নহে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ অন্যরূপ হইতে পারে না। সেই হেতু বলা হইতেছে উপাধি জন্য ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম এই ভেদ। নতুবা আত্মাকে "একমেবা-দ্বিতীয়ং" সমস্ত উপনিষৎ কখন ইহা বলিতেন না। বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় ৮ ব্রাহ্মণ শেষ শ্লোক ভাষ্য।

ভগবান্—বেশ বলিয়াছ।

অর্জ্জুন—"আপনিই আপনি" ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব, ইহা বুঝিলাম। সুষুপ্তিতে "আপনিই আপনি" বা নিগুণ ব্রহ্মের আভাস পাই, ইহাও বুঝিলাম। এখন তুমি ইহার উপাধিগত ক্ষর অক্ষরাদি ভেদ বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—ক্ষর ও অক্ষরের অর্থ তুমি কত রূপ শুনিয়াছ?

অর্জ্জুন—নানা লোকে নানা প্রকার অর্থ করেন বা করিবেন। সঙ্গত অর্থটি উল্লেখ করিব?

ভগবান—কর।

অর্জ্জুন—(১) "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" এই শ্লোকে যিনি নিরুপাধি, যিনি কেবল, যিনি আপনিই আপনি, তাঁহার এই আপনিই আপনি স্বরূপটি দেখাইবার জন্য তাঁহার ক্ষর ও অক্ষর উপাধি দ্বারা প্রবিভক্ত রূপটিও বলা হইতেছে। নিরুপাধি যিনি তিনিই বিশিষ্ট উপাধি গ্রহণ

করিয়া ভগবান্, ঈশ্বর, নারায়ণ রূপে বিরাজিত হয়েন—"যদাদিত্যগতং তেজঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সেই ঈশ্বরেরর বিভূতি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে, হইবে বা ছিল, তাহাদিগকে তিনি রাশিতে (সমষ্টিতে) বিভক্ত করিয়া এই শ্লোকে বলিতেছেন ক্ষর ও অক্ষর এই দুই রাশি এই লোকে বর্ত্তমান। সমস্ত ভূত ক্ষর রাশি আর কূটস্থ যিনি, তিনি অক্ষর।

ক্ষরণ (বিনাশ) হয় বলিয়া একটি রাশি ক্ষর। অপরটি তাহার বিপরীত অক্ষর পুরুষ। ভগবানের মায়াশক্তি ক্ষরাখ্য পুরুষের উৎপত্তি বীজ। যিনি অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত, তাঁহাকে অনেক সংসারী জীবের কাম কর্ম্মাদি সংস্কারের আশ্রয় বলা হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সমস্ত ভূত—সমস্ত বিকার-জাত পদার্থ ক্ষর। কূটস্থ অক্ষর। কূট শব্দের অর্থ হইতেছে রাশির মত স্থিত, অথবা মায়া বঞ্চনা বক্রতা কুটিলতা রূপে স্থিত। অনেক মায়া বঞ্চনাদি প্রকারে স্থিত যিনি, তিনিই কূটস্থ। কূটস্থকে অক্ষর বলা হয় কেন? না সংসার বীজের আনন্ত্যবশতঃ ইঁহার ক্ষরণ হয় না, তাই অক্ষর।

ভগবান্— তুমি বলিতেছ ক্ষর—বিনাশী রাশি আর অক্ষর—অনেক সংসারী জন্তু, কাম কর্ম্মাদি সংস্কারাশ্রয় এবং ক্ষর পুরুষেরও উৎপত্তি বীজ স্বরূপ ভগবানের মায়াশক্তিরূপ অনন্ত সংসার-বীজ। আরও স্পষ্ট বলা যাউক, ভগবানের মায়াশক্তির দুইরূপ (১) মায়ার বা শক্তির ব্যক্তাবস্থা-রূপ কার্য্য রাশি; (২) মায়ার বা শক্তির অব্যক্ত অবস্থারূপ কারণরাশি। সমস্ত ভূত বা সমস্ত কার্য্যরাশি বা সমস্ত ব্যক্তবস্তু ক্ষর পুরুষ। আর অক্ষর পুরুষই মায়া। মায়া কি? না যথার্থ বস্তু আচ্ছাদন দ্বারা অযথার্থ বস্তুর যে প্রকাশ, তাহার নাম বঞ্চনা। বঞ্চনাই মায়া। আবরণ বিক্ষেপ শক্তিদ্বয় রূপে স্থিত এই মায়াই কূটস্থ। মায়াই সংসার-বীজ। সংসার বীজ অনন্ত বলিয়া ভগবন্মায়া শক্তিরূপ কারণোপাধি পুরুষই অক্ষর পুরুষ।

ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ কি—না কার্য্যোপাধি পুরুষ এবং কারণোপাধি পুরুষ। আমি জিজ্ঞাসা করি, কার্য্য ও কারণ যাহা তাহা ত জড় মাত্র। ইহাদিগকে পুরুষ বলা হইল কেন?

অর্জ্জুন—বিনশ্বর ভৌতিক পদার্থ ও অবিনশ্বর মায়াশক্তি ইহাদিগকে পুরুষ বলিবার কারণ এই যে, ইহারা ব্রহ্মের উপাধি। ইহারা না থাকিলে চৈতন্য কাহার কাছে বা কাহাতে প্রকাশ হইবেন? উপাধি দ্বারাই চৈতন্য গুণবান্ মত হয়েন বলিয়া, উপাধি দ্বয়কেও পুরুষ বলা হইল। আরও এক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত যে সমস্ত শরীর তাহা শক্তির ব্যক্তাবস্থামাত্র, কিন্তু অবিবেকী লোকে শরীরকেই পুরুষ বলিয়া অভিমান করে। তাই বলা হইল পুরুষ। আর শক্তির অব্যক্তাবস্থা যে মায়া বা অবিদ্যা তাহাকেও লোকে কারণ শরীর বলিয়া অভিমান করে, এই জন্য মায়াও অক্ষর পুরুষ।

ভগবান্—তুমি তবে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষকে বদ্ধজীব চৈতন্য ও মুক্ত জীব চৈতন্য বলিতেছনা?

অর্জ্জুন—জীব সর্ব্বদা নির্গুণ। চৈতন্যই ব্রহ্ম। চৈতন্য, শক্তির অব্যক্তাবস্থা যে মায়া, সেই উপাধি গ্রহণ করিয়া হইলেন অক্ষর পুরুষ এবং শক্তির ব্যক্তাবস্থা যে জড়, সেই উপাধি

গ্রহণে হইলেন ক্ষর পুরুষ। উপাধি ত্যাগে তিনি যে 'আপনি আপনি' সেই 'আপনি আপনি'ই থাকেন। ভেদ কেবল উপাধি জন্য। নতুবা জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, উপাধিক্ষয়ে একই।

ভগবান্—তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি মহাভারত হইতে এই ক্ষর ও অক্ষরতত্ত্ব উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর।

"জীব নিরন্তর মনুষ্যদেহে অবস্থান করিতেছেন। জীব মনুষ্যহৃদয়ে অবস্থান করিয়া মানুষের মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। মন আবার ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয় হইতেছে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ। এইগুলি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবস্তু। কিন্তু পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চবিষয়, দশইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ গুণে পরিবৃত জীবাত্মারে মনদ্বারা বুদ্ধিমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন।

পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং বিষয় গন্ধশূন্য। যোগিগণ তাঁহারে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। তিনি জড়দেহেও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। আবার সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্তভূতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। জীব যখন আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূতসমুদায়ে আপনারে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যিনি আত্মারে আত্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপে জ্ঞান করেন তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেও সাধকভিন্ন কেহ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হয় না।

পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুইপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট হন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক জড়দেহ ক্ষর। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল নিরুপাধিক পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। আর পণ্ডিতেরা মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থসঞ্চিত, ক্ষয়, সুখদুঃখ, বিপর্য্যয়, ও বিবিধ কল্পনাসম্পন্ন শরীরমধ্যে জন্মরহিত জীবাত্মারেও হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মারে অভিন্ন জ্ঞান করেন।" মোক্ষপর্ব্ব ২২৩ অধ্যায়।

অর্জ্জুন—স্থাবর জঙ্গমাত্মক জড়দেহ ক্ষর আর অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর ইহা স্মরণ করিয়া রাখিলাম।

ভগবান্।—আরও শ্রবণ কর।

আকাশমণ্ডল যেমন মেঘাদি সহকারে বিবিধ আকার ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র জগদীশ্বর সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করিতেছেন। মোক্ষধর্ম্ম ২৭২।

মনুষ্যের শরীরে ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত্ত এবং প্রাণ আর সাত্ত্বিক ভাবত্রয় এই ১৭ গুণ আছে। জীবাত্মা উহাদের অষ্টাদশ। তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর। ঐ ২০৫।

সমুদায় জগৎকে ক্ষরপদার্থ বলা যায়। ব্রহ্মার দিবাবসানে যখন রাত্রি হয় তখন পৃথিবী ক্ষয় হয়। ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত হইলে অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ নারায়ণ জাগরিত হইয়া আবার ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ভগবান নারায়ণ সর্ব্বস্থান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। পণ্ডিতেরা সেই নারায়ণকে হিরণ্যগর্ভ বলেন। বেদে ঐ মহাত্মা মহান্ বিরিঞ্চি ও অজ নামে

এবং সাংখ্যশাস্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা এক ও অক্ষর প্রভৃতি নামে কথিত। উঁহা হইতে সমস্ত জাত। উঁহার রূপ নানাপ্রকার বলিয়া উনি বিশ্বরূপ। (স্মরণ করিয়া রাখ জগদীশ্বর, পরমাত্মা, নারায়ণ, বিষ্ণু হিরণ্যগর্ভ--একই)

বিশ্বরূপ যিনি তিনি বিকারযুক্ত হইয়া আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তৎপরে ঐ মহত্তত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমঃপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত এবং ঐ সূক্ষ্মভূত হইতে ক্রমশ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই দশটি ভৌতিক সৃষ্টি। অনন্তর মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই ২৪ তত্ত্ব দেহেই অবস্থান করিতেছে। এই ২৮ তত্ত্বই দেব, দানব, নর, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পূতি, কৃমি, মূষিক, কুক্কুর, চণ্ডাল, চৈণেয়, পুক্কস, হস্তী, অশ্ব, খর, শার্দ্দূল, বৃক্ষ, গো প্রভৃতি মূর্ত্তিমান জীবগণের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। জল, স্থল, আকাশ, এই তিন প্রদেশে প্রাণিগণের যে সমুদায় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়ই ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিকার।

ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিনির্ম্মিত পদার্থ সমুদায় প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে। এই নিমিত্ত উহাদিগকে ক্ষর বলে। এই জগৎ মোহাত্মক। ইহা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়; সুতরাং উহারে অবশ্যই নশ্বর বলিতে হইবে। সমস্ত ভূত ক্ষর। সমস্ত ভূতের পরিমাণ, কত তাহা ভাবনা কর। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন---

পৃষ্টেন মুনিভিঃ পূর্ব্বং নৈমিষীয়ৈ র্মহাত্মভিঃ।
মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তশ্চতুর্ব্বাহুশ্চতুর্ম্মুখঃ॥ ১।৪৮
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ স্বয়ম্ভুর্হেতুরীশ্বরঃ।
অব্যক্তং কারণং যদ্‌যন্নিত্যং সদসদাত্মকম্॥ ৪৯
মহদাদি-বিশেষান্তং সৃজতীতি বিনিশ্চয়ঃ।
অণ্ডং হিরণ্ময়ং চৈব বভূবাপ্রতিমং ততঃ॥ ৫০
অণ্ডস্যাবরণং চাদ্ভিরপামপি চ তেজসা।
বায়ুনা তস্য নভসা নভো ভূতাদিনাবৃতম্॥ ৫১
ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেনাঽবৃতো মহান্।
অতোঽত্র বিশ্বদেবানামৃষীণাং চোপবর্ণিতম্॥ ইত্যাদি।

নিগুণ ব্রহ্মই সগুণ হইয়া সৃষ্টি করেন।

যিনি মহেশ্বর, পরম পুরুষ, অব্যক্ত, চতুর্ব্বাহু, চতুর্ম্মুখ, যাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য, যিনি অপ্রমেয় (প্রমাণের অতীত), স্বয়ম্ভু, সর্ব্ব হেতু ঈশ্বর, তিনি এই নিত্য সদসদাত্মক মহাদাদি বিশেষান্ত নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করেন। প্রথমে এক অপ্রতিম হিরণ্ময় অণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়।

সেই অণ্ডকে জল ব্যাপিয়া থাকে ; জলকে তেজ, তেজকে বায়ু, বায়ুকে আকাশ, আকাশকে ভূতাদি, ভূতাদিকে মহৎ, মহৎকে অব্যক্ত।

দেখিতেছ ভূতাদির পরিমাণ আকাশ অপেক্ষাও অধিক। এই আকাশ অপেক্ষাও অধিক ভূতাদি ক্ষর।

এক্ষণে অক্ষরের বিষয় শ্রবণ কর। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর পদার্থ। তিনি তত্ত্ব নহেন, কিন্তু ঐ সমুদায় তত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা উঁহারে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব বলেন।

ঐ নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান্ মহাত্মা চেতনরূপে সর্ব্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাত্মা নির্গুণ হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহার কারিণী প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, তখনই তিনি শরীররূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচরে বর্ত্তমান হন ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন।

প্রকৃতির সহিত একীভাব নিবন্ধনই ঐ মহাপুরুষের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। উনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকাদি দেহে অভিন্নভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদি গুণের অনুরূপ কার্য্য করেন।

পণ্ডিতেরা মায়াসমুদ্ভূত বস্তুরেই ক্ষর এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত মায়াতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মোক্ষধর্ম্ম ৩০৪।

এখন লক্ষ্য কর। জগদীশ্বর প্রলয়কালে গুণসমুদায় সংহার করিয়া একাকী অবস্থান পূর্ব্বক সৃষ্টিকালে পুনরায় অতি মনোরম বিবিধ গুণের সৃষ্টি করেন। বারংবার এইরূপ জগতের সৃষ্টি সংহার করা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিণী ত্রিগুণা প্রকৃতিরে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন।

প্রকৃতির যেমন কোন চিহ্ন নাই, কেবল মহদাদি কার্য্য দ্বারা উঁহার অনুমান করা যায়, তদ্রূপ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাই, কেবল দেহের চৈতন্য দ্বারা উঁহার সত্তা স্বীকার করা যায়।

পুরুষ নির্ব্বিকার ও প্রকৃতি প্রবর্ত্তক হইয়াও শরীর ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-কৃত কর্ম্ম-সমুদায়কে আত্মকৃত বলিয়া জ্ঞান করেন।

নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা দেহশূন্য হইয়াও আপনাকে দেহবান্, অমর হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়াও সচল, অক্ষর হইয়াও ক্ষর মনে করে। ৩০৪ মোক্ষধর্ম্ম।

এখানে লক্ষ্য কর জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। তাই বলা হইতেছে "যেমন ষোড়শ কলাপূর্ণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ষোড়শী অমাকলার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূল দেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবর্দ্ধিত হয়। লিঙ্গ শরীরের ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। আর যেমন প্রলয়কালে ষোড়শী কলার ক্ষয় হয় চন্দ্রের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীরের ক্ষয় হইলেই জীবাত্মার মুক্তি হয়। স্থূল দেহের উপর মমতা থাকিতে জীবের মুক্তি নাই। জীবাত্মা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত পরমাত্মার অপরিজ্ঞান বশতই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেহের সংসর্গ-নিবন্ধন অপবিত্রতা,

চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড় দেহের সংসর্গ-নিবন্ধন জড়ত্ব এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গ-নিবন্ধন ত্রিগুণত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ঐ ৩০৫ অধ্যায়।

সগুণ পদার্থের সহিতই গুণের সম্বন্ধ। যাঁহারা নির্গুণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই যথার্থ গুণদর্শী।

জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান করেন না। অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাত্মারে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বোধ করে।

ফলতঃ একরূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষর ও নানারূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ ৩০৬।

আমি মহাভারত হইতে সমস্ত তত্ত্বই এখানে বলিতেছি। সুন্দররূপে ধারণা কর।

অব্যক্তপ্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানারূপ ও প্রলয়কালে একরূপ প্রাপ্ত করান, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলে। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন বলিয়া তিনি অধিষ্ঠাতা, পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞ।

প্রকৃতিকে অব্যক্ত, ক্ষেত্র, ও ঈশ্বর বলা হয়। ঐ ৩০৭

ক্ষর ও অক্ষর সম্বন্ধে আরও শ্রবণ কর।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কেই ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত করা হয়।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই উভয়কেই জন্মমৃত্যু বিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উভয়কেই তত্ত্বও বলেন।

সৃষ্টি ও প্রলয় করেন বলিয়া প্রকৃতিকে অক্ষর বলা হয়। মহদাদি গুণসমুদায় যখন প্রকৃতি মধ্যে বিলীন হয়, তখন প্রকৃতি মহদাদি গুণসংযুক্ত হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্ত্বাদি গুণ-বিযুক্ত হইয়া নির্গুণত্ব লাভ করিলে অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

ক্ষেত্রজ্ঞান যুক্ত হইলে স্বভাবতঃ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, মিশ্রিত হইলে ভিন্ন হইয়া থাকেন।

জীবাত্মা তত্ত্বজ্ঞান-নিবন্ধন পরমাত্মারে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষরত্ব ত্যাগ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নির্গুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বাদিভূত নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ঐ ৩০৮

পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি শরীরমধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহারে স্বস্বরূপে অবস্থিত বলা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন। উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়া প্রাণিগণের সৃষ্টি সংহার করেন। ঐ ৩১৫

প্রকৃতি গুণাত্মক ও জ্ঞানহীন। পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানী। নিত্যত্ব ও অক্ষরত্ব হেতু পুরুষ সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতি অচেতন।

অনিত্যপ্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ একত্র অবস্থিত হইলেও পৃথক্, যেমন ঈষীকা ও শরমঞ্জ, উড়ুম্বর ও মশক পৃথক সেইরূপ।

এই সমস্ত বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর—বুঝিবে পরমাত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইয়া যখন কূটস্থ হয়েন, তখন অক্ষর, আর সর্ব্বভূতই ক্ষর; কিন্তু পরমাত্মা আপন নির্গুণ 'আপনি আপনি' ভাবে যখন থাকেন, তখন পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের কথা পরে বলিতেছি।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

অন্যঃ এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ তু এব ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়-দোষেণাপৃষ্টো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ এব উত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা পরমশ্চাসৌ দেহাদ্যবিদ্যাকৃতাত্মভ্যোঽন্নময়াদিভ্যঃ পঞ্চকোষেভ্যঃ। আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং প্রত্যক্‌চেতন ইতি। অতঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ উক্তো বেদান্তেষু। যঃ অব্যয়ঃ সর্ব্ববিকারশূন্যঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বস্য নিয়ন্তা নারায়ণঃ সর্ব্বজ্ঞো নারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং সর্ব্বং জগদিতি যাবৎ আবিশ্য স্বকীয়য়া মায়াশক্ত্যাঽধিষ্ঠায় স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যা

শ ম ম
প্রবিশ্য বিভর্ত্তি সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদানেন ধারয়তি পোষয়তি চ।

শ শ
স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ ধারয়তি ॥ ১৭ ॥

ইহা ব্যতীত আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন; তিনি পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হয়েন। এই নির্ব্বিকার ঈশ্বর লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন। ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন যিনি আছেন তিনি কিরূপ?

ভগবান্। যাহা গুণযুক্ত তাহাই ক্ষর, যাহা গুণাতীত তাহাই অক্ষর। সগুণই ক্ষর, নিগুর্ণই অক্ষর। এই নিগুর্ণই যখন সর্ব্বত্র নিত্য শুদ্ধ বদ্ধ মুক্ত অবস্থায় থাকেন—যিনি সর্ব্বদা ঐ অবস্থায় আছেন—যিনি শান্ত একেবারে চলন রহিত তখন তিনিই পরমপুরুষ। এই জগৎ সেই স্থির শান্ত বস্তুর উপরে উঠিতেছে—ভাসিতেছে—লয় হইতেছে "উদ্যন্তি ক্ষন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ" সৎরূপে স্ফূরণরূপে তিনিই এই জীবসঙ্ঘ পরিপূরিত জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন। সত্যই জগদিন্দ্রজাল নাই। ভ্রমে দেখা যায় মাত্র। তিনিই আছেন—তিনিই ইন্দ্রজালমত সাজিয়াছেন। ব্রহ্মই সমস্ত। আরও পরিষ্কার করিয়া বলি শোন—পরিপূর্ণ চৈতন্যবস্তুই পরম পুরুষ, তাঁহার মায়া নিগুর্ণ অবস্থায় অক্ষর আর সগুণভাবে বিকৃতিযুক্ত হইলেই ক্ষর। পরম পুরুষই আছেন—তিনি সঙ্কল্পশূন্য অবস্থায় সর্ব্বদা স্থিত। তাঁহার মায়া তাঁহার একদেশে কল্পিতমাত্র। ইহা তাঁহার শক্তি। গুণাতীত যাহা, তাহাই অক্ষর। আবার সেই পরমপুরুষ নিঃসঙ্কল্প হইয়াও যখন মায়া অবলম্বনে সঙ্কল্পবদ্ধমত দেখান, তখনই তিনি সগুণ মত প্রকাশিত হয়েন; ইহাই ক্ষর।

অর্জ্জুন। পরম পুরুষ সকলের গতি দিতেছেন, নিজে কিন্তু চলনরহিত—নিঃসঙ্কল্প হইয়াও সঙ্কল্পবদ্ধ—এক হইয়াও বহু—সর্ব্বদা স্থির থাকিয়াও চঞ্চলজগৎ দেখাইতেছেন ইহা ধারণা করা বড় কঠিন। আর একটু ভাল করিয়া বল।

ভগবান্। মনে কর, তুমিই সেই সঙ্কল্পবর্জ্জিত পুরুষ। একটা মিথ্যা ইন্দ্রজাল উঠিল, তুমি স্বরূপে থাকিয়াও মনে করিলে আমার সঙ্কল্প আছে, আমি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ: এ সমস্তই মিথ্যা। এই মিথ্যাতেই সঙ্কল্প করিলে তুমি আমার সহিত যমুনার জলে স্নান করিতেছ। সত্য সঙ্কল্প বলিয়া—তোমার কল্পিত যমুনা তুমি ও আমি সত্য হইয়া গেল। অথচ তুমি একস্থানে স্থির থাকিয়া অন্যস্থানে জলক্রীড়া করিতেছ এইরূপ।

অর্জ্জুন। বরাবর বলিয়া আসিতেছ নিগুর্ণ ব্রহ্ম কিছুই করেন না। "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" ইহাও বলিয়াছ। এখন যে বলিতেছ নিগুর্ণ ব্রহ্মও সমস্ত করেন?

ভগবান্—নিগুর্ণ ব্রহ্মই সগুণ হইয়া সমস্ত করিতেছেন। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা, জীবাত্মা—

সবাই ত নিগুণ। আপন স্বরূপে থাকিয়াও তিনি মায়াগুণ আশ্রয় করিয়া—গুণবান্‌মত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন। নিগুণ ও সগুণ অবস্থা অতি নিকট বলিয়াই শ্রুতি একসঙ্গে নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্মের কথা সর্বত্র বলিতেছেন, ইহা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি। ব্রহ্ম যখন 'আপনিই আপনি' রূপ নিগুণ অবস্থায় থাকেন, তখন মহাপ্রলয় হয়। আবার যখন স্বভাবতঃ মায়ার উদয় হইলে মায়া হন প্রকৃতি আর ব্রহ্ম হন পুরুষ, তখন ঐ পুরুষ মায়ার প্রথম বিকার মহতে বা মহৎব্রহ্মে আপন সঙ্কল্পরূপ সৃষ্টিবীজ আধান করেন তাহাতেই এই সৃষ্টি। এইরূপ চিরদিন হইতেছে। মণিতে ঝলক উঠিয়া সৃষ্টি করিতেছে আবার ঝলক মণিতে মিলিয়া মহাপ্রলয় করিতেছে।

অর্জ্জুন—ব্রহ্ম লোকত্রয় পালন করিতেছেন কিরূপে?

ভগবান্‌—সৎরূপে এবং স্ফুরণরূপে জগৎ পোষণ করিতেছি। আমি সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মবস্তু। সৃষ্টিকালে একমাত্র আমার সত্তাতে সত্তালাভ করিয়া এই সমস্ত জগতের স্ফুরণ হয়। এই জগৎ ইন্দ্রজাল আমার সত্তাতেই স্থিত আবার মহাপ্রলয়ে আমাতেই লীন হয়। কিছুই থাকে না, আমার সত্তামাত্রই থাকে। এই জগৎ চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। কল্পনাই চিত্তের চিত্তত্ব। সঙ্কল্প, বাসনা, কামনা, কর্ম্ম এই যে কল্পনার স্থূল আকার, ইহা দূর কর; সঙ্কল্প ক্ষয় হউক, তখন সেই চিত্তই সত্তামাত্রে অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত ক্ষয় হইলেই সৎ থাকিল। তরঙ্গ শান্ত হইলেই স্থিরসমুদ্র রহিল। বুঝিলে, সৎই আমি, স্ফুরণই এই ইন্দ্রজাল, এই জগৎ। ইহা 'চিত্তবাতে সমুদ্যতে' চিত্ত কল্পনাশূন্য কর, সৎমাত্র অবিশিষ্ট থাকিবে। এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ লতা দেখিতেছ, যখন ঠিক দেখিতে পারিবে, তখন দেখিবে, একমাত্র আমিই আছি—কিন্তু যতদিন ভ্রম না ভাঙ্গে, ততদিন সমস্ত দৃশ্য-জগৎকে আমার দেহ মনে কর; সকলকেই মনে মনে প্রণাম কর; এই ভক্তিযোগ দ্বারাও শেষে জ্ঞান লাভ করিবে।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ　অহং　পরমেশ্বরঃ　ক্ষরং　কার্য্যত্বেন বিনাশিনং

সংসারমায়াবৃক্ষমশ্বত্থাখ্যম্　অতীতঃ　অতিক্রান্তঃ　অক্ষরাৎ

অপি　সংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি　চ　উত্তমঃ

উদ্ধতমো বা অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুত্তমত্বাৎ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ অস্মি ভবামি। এবং মাং ভক্তজনা বিদুঃ। কবয়ঃ কাব্যাদিষু চেদং নাম নিবধ্নন্তি। পুরুষোত্তম ইত্যনেনাঽভিধানেনাঽভিগৃণন্তি ॥ ১৮ ॥

যে হেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম সেই জন্য আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন—তোমার পুরুষোত্তম নাম কেন হইল ?

ভগবান্—ক্ষর ও অক্ষর এই দুইকে পুরুষ বলিয়াছি—কাষ্য দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় এই যে অশ্বথাখ্য সংসার বৃক্ষ, ইহা ক্ষর—আমি ইহার অতীত। আবার বৃক্ষের কারণ যে মায়া বা অবিদ্যা, আমি তাহারও উপরে ; এজন্য দুই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি পুরুষোত্তম। সংসার-বৃক্ষ এবং তাহার কারণ মায়া জড়মাত্র, আমি চেতন বলিয়া আমিই উত্তমপুরুষ। আমি ইহাদিগকে জানি, ইহারা আমাকে জানে না।

অর্জ্জুন—কাষ্য দ্বারা বিনাশী অশ্বথাখ্য সংসারবৃক্ষ ক্ষর পুরুষ আর সংসারবৃক্ষের কারণ স্বরূপ মায়া অক্ষর পুরুষ। সংসার ও মায়া উভয়ই জড়, তথাপি ইহাদিগকে যে পুরুষ বলিতেছ তাহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছ। বলিয়াছ সংসার এবং মায়া এই দুইটিই উপাধি। যেখানে উপাধি, সেই খানেই চৈতন্য আছেন। উপাধি চৈতন্যকে প্রকট করিবারই জন্য। অজ্ঞানী পুরুষ সংসারে অভিমান করেন বলিয়া ক্ষর পুরুষ; যিনি মায়াতে অভিমান করেন, তিনি কূটস্থ অক্ষর। পুরুষ কিন্তু সর্ব্বদাই নির্গুণ। যখন তিনি আপন নির্গুণ অবস্থায় থাকেন, যখন 'আপনি আপনি' থাকেন, যখন মায়াতীত থাকেন তখনই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম। আমি কি ঠিক বুঝিয়াছি ?

ভগবান্—হাঁ।

অর্জ্জুন—কেহ কেহ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান্ এই তিন নামের মধ্যে নানাপ্রকার ভাব যে দেখেন ?

ভগবান্—কিরূপ ?

বি

অর্জ্জুন—যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমুক্ত্বা ভক্তৈরুপাস্যং ভগবন্তং বদন্ ভগবত্ত্বেঽপি স্বস্য কৃষ্ণস্বরূপস্য পুরুষোত্তমঃ ইতি নাম ব্যাচক্ষাণঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাহ তস্মাদিতি। ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানং অতীতঃ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মত উত্তমঃ অধিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমঃ।

বিবাদটা এই। যোগিগণ পরমাত্মার উপাসনা করেন, ভক্ত ভগবানের উপাসনা করেন—ভগবানের নানারূপ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটিই পুরুষোত্তম। তিনি ক্ষর পুরুষ যে জীবাত্মা তাহা অপেক্ষা উত্তম, অক্ষর যে ব্রহ্ম তাঁহা অপেক্ষাও উত্তম, এবং পরমাত্মা অপেক্ষাও উত্তম। আবার ভগবানের যত মূর্ত্তি আছে তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই অথবা শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। "এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। অন্য সকলে অংশ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং তিনি। আবার বলা হইতেছে অত্র যদ্যপ্যেকমেব সচ্চিদানন্দ স্বরূপং বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্ম-ভগবৎশব্দৈরুচ্যতে নতু বস্তুতঃ স্বরূপতঃ কোঽপি ভেদোঽস্তি স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠস্কন্ধোক্তেঃ, তদপি তত্তদুপাসকানাং সাধনতঃ ফলতশ্চ ভেদদর্শনাৎ ভেদ ইব ব্যবহ্রিয়তে। তথাহি ব্রহ্মপরমাত্মভগবদুপাসকানাং ক্রমেণ তত্তৎপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞানং যোগো ভক্তিশ্চ ফলঞ্চ জ্ঞানযোগয়োর্ব্বস্তুতো মোক্ষ এব ভক্তেস্তু প্রেমবৎ পার্ষদত্বঞ্চ তত্র ভক্ত্যা বিনা জ্ঞানযোগাভ্যাং "নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভত" ইতি "পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ" ইত্যাদি দর্শনাৎ ন মোক্ষ ইতি।

এই সম্প্রদায়ের লোক বলিতে চান কূটস্থই অক্ষর। ইনি জ্ঞানিগণের উপাস্য ব্রহ্ম। পরমাত্মা যোগিগণের উপাস্য, শ্রেষ্ঠভক্তের একমাত্র উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। যদিও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বস্তুই ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ এই তিন শব্দে উক্ত হইয়াছেন, কেননা ষষ্ঠস্কন্ধের (ভাগবতের) উক্তি মত যখন পরব্রহ্মের দুইটি স্বরূপ হইতে পারে না তখন স্বরূপতঃ বা বস্তুতঃ কোনই ভেদ নাই। ব্রহ্ম বস্তু অভিন্ন হইলেও সেই সেই উপাসকদিগের সাধনে ও ফলে যখন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ভেদ না থাকিলেও ভেদের মতই ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবানের উপাসকগণের তত্তৎ প্রাপ্তির সাধন যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞান ও যোগের বস্তুতঃ ফল মোক্ষই। ভক্তির ফল কিন্তু সপ্রেম পার্ষদত্ব। ইত্যাদি।

ভগবান্—পরের শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহাভারত হইতে আর একবার জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির তুলনা করিব। উপরে তুমি যাঁহাদের কথা বলিতেছ তাঁহারা আপন সম্প্রদায় রক্ষার জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিই স্থিতি, তাহারই জন্য সগুণ ব্রহ্ম অবলম্বন ইহাই জ্ঞানমার্গ, তাহাতে অসমর্থ যিনি তিনিই মূর্ত্তি অবলম্বনে মানসপূজাদি দ্বারা বিশ্বরূপে উঠিয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করিবেন ইহাই আমার শিক্ষা। আমি সকল স্থানে বলিতেছি কৃষ্ণই ভগবান্ স্বয়ং আবার রামও পূর্ণব্রহ্ম আবার শিবও স্বয়ং তিনি, কালী দুর্গাও স্বয়ং তিনি। আমি ইঁহাদের কোন ভেদ করি নাই। আবার উপাসনা সম্বন্ধেও জ্ঞান ও যোগ এ ভেদ করি নাই। কিন্তু ভক্তি অবলম্বন না করিলে যোগীও হওয়া যায় না জ্ঞানী ও হওয়া যায় না। এই জন্য ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। ভক্তি অবলম্বন না করিলে একালে অন্যগুলি লাভ করা যাইবে না। জ্ঞান লাভ না করিলেও হইল না ইহাই আমি বলিয়াছি। অন্য সমস্ত বিকৃত অর্থ।

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত! ॥ ১৯ ॥

হে ভারত। যঃ এবং যথোক্তপ্রকারেণ যথোক্তনাম-নির্ব্বচনেন অসংমূঢ়ঃ মনুষ্যএবায়ং কশ্চিৎ কৃষ্ণ ইতি সংমোহ-বর্জ্জিতঃ সন্ ঈশ্বরং যথোক্তবিশেষণম্ পুরুষোত্তমং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং জানাতি অয়মহমস্মীতি সঃ সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মচিত্ততয়া প্রেম-লক্ষণেন ভক্তিযোগেন মাং ভজতি সেবতে সঃ এব সর্ব্ববিৎ সর্ব্বাত্মানং বেত্তীতি সর্ব্বজ্ঞঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি এইরূপে মোহবর্জ্জিত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন হে ভারত! তিনিই সর্ব্ববিৎ, তিনিই আমাকে সর্ব্বভাবে ভজনা করেন ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—তোমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিলে কি হয়?

ভগবান্—সর্ব্বজ্ঞ হয়—আর সেই যথার্থ সর্ব্বভাবে আমার ভজনা করে।

অর্জ্জুন—সর্ব্বভাবে তোমার ভজনা করে ইহা বলিলে কেন?

ভগবান্—দেখ লোকে ভাবে সাংখ্যেরা এক বস্তুর ভজনা করেন যোগীরা অন্য কাহারও ভজনা করেন আর ভক্তেরা আর কাহারও ভজনা করেন যেন ইহাদের উপাস্য বস্তু পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিয়াছেন তিনি সর্ব্বভাবে আমারই উপাসনা করেন।

অর্জ্জুন—সাংখ্যযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, এবং ভক্তিযোগ—এই 'সর্ব্বভাবে ভজনা' ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—(১) "সমুদায় প্রাণীর শরীরে কাম ক্রোধ ভয় নিদ্রা ও শ্বাস এই পাঁচ দোষ রহিয়াছে"। মহাভাঃ শান্তিপর্ব্ব ৩০২। "জীবাত্মা কামাদি প্রাকৃতিক গুণ সমুদায়কে জয় করিতে পারিলেই দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ জানেন। অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে" শান্তিপর্ব্ব ৩০৬।

"সাংখ্যযোগী জ্ঞানযোগ প্রভাবে সংসারকে ক্ষণবিধ্বংসী ও বিষ্ণুমায়ায় সমাচ্ছন্ন জানিয়া সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেন এবং গুণদোষ জয় করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। ইঁহারা ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগে কামকে, সত্ত্বগুণ দিয়া নিদ্রাকে, অপ্রমত্ত হইয়া ভয়কে এবং অল্পাহার দ্বারা শ্বাসকে জয় করেন। মহাত্মা মনীষিগণ সাংখ্যমতকে অক্ষর ধ্রুব পূর্ণব্রহ্ম—ইত্যাদি বলেন। উহা অষ্টাঙ্গ যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ শাস্ত্র মধ্যে সাংখ্যমতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। বেদ যোগশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমাত্মিক জ্ঞানের কথা দেখা যায় সে সমুদায় সাংখ্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সম্যক্রূপে এই মত প্রতিপালন না করিতে পারিলেও ইহাতে পতন হয় না"। ৩০২ শান্তি

(২) "যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হয়েন" শান্তিপর্ব্ব ৩০৮। সাংখ্যেরা বলেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হয়েন তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে অধিকারী হয়েন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ মুক্তিকেই সাংখ্যমতোক্ত মোক্ষ বলেন।

কিন্তু যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদের মতকে শ্রেষ্ঠ বলেন। যেমন সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান আর নাই, সেইরূপ যোগের মত বল নাই। যোগবলে কাম ক্রোধ মোহ অনুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যেমন স্রোতঃ প্রভাবে দূরে অপনীত হয়, সেইরূপ যোগ-বল-বিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগীরা বিষয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ আর সাংখ্য শাস্ত্রপ্রমাণ, শাস্ত্রানুসারে এই উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষহয়।

(৩) ভক্তিযোগ—"মুক্তিলাভের জন্য একান্ত মনে অনুষ্ঠিত নারায়ণাত্মক ধর্ম্মকে ভক্তি-যোগ বলে। ঐ ভক্তিযোগকে ঐকান্তিক ধর্ম্ম বলা যায়। ইহাও যোগধর্ম্মের অনুরূপ। জ্ঞানবান্ মনুষ্য ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রভাবে উৎকৃষ্টগতি লাভ করেন। পুরুষ জন্মমৃত্যু-জনিত দুঃখ-ভোগ সময়ে নারায়ণকর্ত্তৃক কৃপাদৃষ্টিদ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞান লাভ করে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারেনা।" শান্তিঃ ৩০৯ অঃ।

কিন্তু—"সাংখ্য যোগ ও ভক্তি এই সর্ব্বভাবে যিনি আমাকে উপাসনা করেন তিনিই সর্ব্ববিৎ।"

"সাংখ্য ও যোগ উভয়েই একরূপ। তন্মধ্যে সাংখ্যশাস্ত্রে শিষ্যগণের অনায়াসে জ্ঞান লাভ হয়। যোগশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যোগশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে কিন্তু বেদে উহার সমধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া

থাকে। সাংখ্যেরা ষড়্বিংশকে পরমতত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরমতত্ত্ব বলেন। এজন্য বেদে সাংখ্যের সম্যগ্ সমাদর নাই"। শান্তি ৩০৮

আমার অবতার ব্যাসও মহাভারতে এই সর্ব্বভাবে উপাসনার কথা বলিতেছেন। "সাংখ্যমত অনুসারে সংসার মিথ্যা এই বৈরাগ্য জন্মিলে (সাধক) হৃদয়াকাশ হইতে রজোগুণ—রজো হইতে সত্ত্ব—সত্ত্ব হইতে ভগবান্ নারায়ণ এবং নারায়ণ হইতে পরমাত্মাকে লাভ করেন।" মহাঃ শান্তি ৩০২। ৩০৬ শান্তিপর্ব্বে আরও আছে, বশিষ্ট কহিলেন "যোগীরা যোগবলে যাহারে দর্শন করেন, সাংখ্যেরা তাহাই প্রাপ্ত হয়েন। এই দুইকে যাঁহারা এক বলিয়া জানেন তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্।" পরম পুরুষকে সর্ব্বভাবে ভজিতে বলিতেছি। কিন্তু পরম পুরুষ অর্থে তুমি যাহা-তাহা বুঝিও না।

"পরম পুরুষের দেহ নাই গুণাদি নাই—ত্বগাদি গুণ সমুদায় প্রকৃতি হইতে জন্মিয়া উহাতেই লয় পায়—প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি হয়। জীবাত্মা ও জগৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া আছেন কিন্তু পরমাত্মা (পরম পুরুষ) জীবাত্মা ও জগৎ হইতে পৃথক্। দেহস্থ চৈতন্য দ্বারা নির্ম্মল পরমাত্মার অনুমান হয়। তিনি ২৪শ তত্ত্বাতীত আদ্যন্ত শূন্য সমদর্শী নিরাময় আত্মা। কেবল দেহাদির অভিমান করিয়াই সগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। সগুণ জীবাত্মা দেহাভিমান ত্যাগেই পরমাত্মার দর্শন লাভ করিতে পারেন। একরূপ প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষর ও নানা রূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর"। মহাঃ শান্তি—৩০৬

অর্জ্জুন—ব্যাস দেব অন্য কোন শাস্ত্রে সাংখ্য জ্ঞান ও ভক্তির কথা বলিয়াছেন কি?

ভগবান্—এক ঘোর সংসারী ছিল, ক্রমে তাহার সংসার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। স্ত্রী পুত্রাদি মরিতে লাগিল—এই সংসারী নিতান্ত দুর্বৃত্ত হইলেও ব্রাহ্মণ ছিল—তাহার প্রতি উপদেশ শোন,

বনং যাহি মহাবাহো রম্যং মুনিগণাশ্রয়ম্ ॥৪৬
স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসনপরিগ্রহঃ ॥৪৭
বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয় ॥৪৮
প্রকৃতে র্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ।
চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্ ॥৪৯
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা ॥৫০

* * *

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে ।
আরোগ্যং স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্ব্বদা ॥৫৩
শুদ্ধোঽপ্যাত্মা যয়া যুক্তঃ পশ্যতীব সদা বহিঃ ।
বিস্মৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ ॥৫৪
যদা সদ্‌গুরুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা ।
নিবৃত্তদৃষ্টিরাত্মানং পশ্যত্যেব সদা স্ফুটম্ ॥৫৫
জীবন্মুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
ত্বমপ্যেবং সদাত্মানং বিচার্য্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৬
প্রকৃতেরন্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যসি ।
ধ্যাতুং যদ্যসমর্থোঽসি সগুণং দেবমাশ্রয় ॥৫৭
হৃৎপদ্মকর্ণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণান্বিতে ।

* * *

এবং ধ্যাত্বা সদাত্মানং রামং সর্ব্বহৃদি স্থিতম্ ।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

বুঝিতেছ সাংখ্যযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি ইহা না পার ভক্তিযোগ আশ্রয় কর। কিন্তু যোগ কঠিন হইলেও বল লাভের জন্য যোগও আবশ্যক। যোগ, জ্ঞান, ইত্যাদি কিছু নহে বলিয়া কতকগুলি একদেশদর্শী ব্যক্তি শাস্ত্রাবমাননা করিবে। তাহারা ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ ইত্যাদি নাম লইয়া বড়ই গোল করিবে। ব্রহ্ম পরমাত্মা কিছুই নহে ভগবানই সমস্ত এইরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন মত স্থাপন করিবে। কেহ বা আমার স্বগুণ ভাব হইতে পারে না বলিয়া মূর্ত্তিবিরোধী হইবে, অন্তর্যামী ভিন্ন আমি রাম কৃষ্ণাদি অবতার গ্রহণ করি নাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিবে—ইহারা উৎপাত মাত্র জানিও। কিন্তু "যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে। বিশ্বোদ্গতেঃ কারণ-মীশ্বরং বা" ইত্যাদি দ্বারা যে যে ভাবে ডাকে সে আমাকেই ভজনা করে—এই বোধ যাহার হয় সেই সর্ব্ব ভাবে আমার ভজনা করে। বিশেষ জানিও "বৈরাগ্যোপরতির্যত্র প্রেম-নির্ব্বাণবৃংহিতম্। বৈভবঞ্চ সদা দেবি! সা ভক্তিঃ পরিগীয়তে।" যে ভক্তির উদয়ে যুগপৎ প্রেম বৈরাগ্য ও উপরতি জন্মে, নির্ব্বাণ-মুক্তিরূপ পরম সমৃদ্ধি সংঘটিত করে তাহাই প্রকৃত ভক্তি। পীঠমালাতন্ত্রে মহাদেবও ইহা বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন "সা ভক্তি-র্যা মুক্তিকরী।" মূঢ়-বুদ্ধিগণ শাস্ত্র না মানিয়া, না দেখিয়া ভগবানের নিকট অপরাধ করে মাত্র ॥ ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।॥২০॥

শ্রী শ্রী
হে ভারত! হে অনঘ! ব্যসনশূন্য ইতি অনেন সংক্ষেপ-

শ শ
প্রকারেণ গুহ্যতমং গোপ্যতমং অত্যন্তরহস্যমিত্যেতৎ কিং তৎ?

শ
শাস্ত্রং যদ্যপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায়ঃ

শ
ইহ শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে স্তুত্যর্থং প্রকরণাৎ। সর্ব্বো হি গীতাশাস্ত্রার্থোঽস্মিন্ন-
শ
ধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ। ন কেবলং গীতাশাস্ত্রার্থ এব কিন্তু সর্ব্বশ্চ
বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তঃ। যস্তং বেদ স বেদবিৎ বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব

ম
বেদ্য ইতিচোক্তম্। ইদং অস্মিন্ অধ্যায়ে ময়া উক্তং। এতৎ

শ শ শ্রী শ
শাস্ত্রং যথাদর্শিতার্থং বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমান্ সম্যক্‌জ্ঞানী স্যাৎ ভবেৎ নান্যথা।

শ
কৃতকৃত্যশ্চ কৃতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ। বিশিষ্ট-
জন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং
ভবেদিত্যর্থঃ। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যত ইতি

ম
চোক্তম্। হে ভারত! ত্বং তু মহাকুলপ্রসূতঃ স্বয়ং চ ব্যসনরহিত
ইতি কুলগুণেন স্বগুণেন চৈতৎ বুদ্ধা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসীতি কিমু-

ম
বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

ম
শৈবাঃ সৌরাশ্চ গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ। ভবন্তি জন্মনা সর্ব্বে সোঽহমস্মি পরঃ শিবঃ॥ প্রমাণতো হি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্য-মদ্ভুতং ন শক্নুবন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ॥

ম
বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধ-রৌষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।

ম
চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্।
বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো
মহো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ॥ ২০॥ ম

হে ভারত! হে অনঘ! এই গোপনীয় শাস্ত্র এই অধ্যায়ে আমা দ্বারা উক্ত হইল, ইহা বুঝিলে সম্যক্ জ্ঞানী হওয়া যায় এবং কৃতকৃত্য হওয়া যায়॥২০॥

অর্জ্জুন—এই অধ্যায়ে ত সমস্ত সার কথাই বলিয়াছ।

ভগবান্—তাই! সমস্ত গীতাই শাস্ত্র বটে কিন্তু প্রশংসা জন্য এই অধ্যায়কে সমস্ত গীতার সার বলিয়া জানিও সমস্ত গীতাশাস্ত্রের অর্থ সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সাংখ্য যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে এইখানে বলা হইল; পুরুষোত্তমের কথাও বলা হইল। তথাপি যে ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্, জীবাত্মা ইত্যাদি বিরোধী বস্তু বলিয়া ধারণ করে তাহার আর বুদ্ধি হইবে কিরূপে? কিন্তু পুরুষোত্তমই সব সাজিয়াছেন, সব করিতেছেন—জগৎ ইন্দ্রজালমাত্র। চিত্তই পুরুষোত্তমের মুখ্য দেহ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ইহা গৌণ দেহ—তাঁহার সত্তা আছে বলিয়া মিথ্যা জগৎকে তাঁহার দেহ বলা যায় সেই জন্য বলা যায় তিনিই সব সাজিয়াছেন তিনিই সব—ইহা যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই সম্যক্‌জ্ঞানী, তিনিই সমস্ত কর্ত্তব্য সাধনে কৃতার্থ হইয়াছেন।

ওঁ তৎ সৎ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো-নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ ॥

শ্রী

আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবামেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে ॥ শ্রী

[অ ১৬ শ্লো ১,২, ৩]

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ! ॥ ৩ ॥

বি

হে ভারত! অভয়ং ত্যক্তপুত্রকলত্রাদিক একাকী নির্জ্জনে

বি

বনে কথং সর্ব্বপরিগ্রহশূন্যঃ জীবিষ্যামীতি ভয়রাহিত্যং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ

শ্রী শ্রী ম

সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা তস্যাসম্যক্তা ভগবত্তত্ত্ব-

ম শ শ আ

স্ফূর্ত্তিযোগ্যতা পরবঞ্চনমায়ানৃতাদিপরিবর্জ্জনং হৃদয়েঽন্যথা কৃত্বা

আ ম ম
বহিরন্যথা ব্যবহরণং মায়া] [অযথাদৃষ্টকথনম্ অনৃতম্] জ্ঞানযোগ

শ
ব্যবস্থিতিঃ জ্ঞানং শাস্ত্রত-আচার্য্যতশ্চাত্মাদিপদার্থানামবগমঃ। অব-

শ
গতানামিন্দ্রিয়াদ্যুপসংহারেণৈকাগ্রতয়া স্বাত্মসংবেদ্যতাপাদনং যোগঃ।

শ শ ন শ ম
তয়োর্জ্ঞানযোগয়োর্ব্যবস্থিতির্ব্যবস্থানং সর্ব্বদা তন্নিষ্ঠতা যদা তু
অভয়ং সর্ব্বভূতাভয়দানসঙ্কল্পপালনম্ এতচ্চান্যেষামপি পরম-
হংসধর্ম্মাণামুপলক্ষণং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ শ্রবণাদিপরিপাকেণান্তঃকরণ-
স্যাসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিমলরাহিত্যং জ্ঞানমাত্মসাক্ষাৎকারঃ
যোগো মনোনাশবাসনাক্ষয়ানুকূলঃ পুরুষপ্রযত্নস্তাভ্যাং বিশিষ্টা
সংসারিবিলক্ষণা যা স্থিতির্জীবন্মুক্তিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিরিত্যেবং
ব্যাখ্যায়তে, তদা ফলভূতৈব দৈবী সম্পদিয়ং দ্রষ্টব্যা ভগ-
বদুক্তিং বিনান্তঃকরণসংশুদ্ধেরযোগাত্তয়া সাহপি কথিতা। মহা-
ভাগ্যানাং পরমহংসানাং ফলভূতাং দৈবাং সম্পদমুক্ত্বা ততোন্য-

শ
নানাং গৃহস্থাদীনাং সাধনভূতামাহ—দানম্ অন্নাদীনাং যথাশক্তি

শ শ্রী শ
সংবিভাগঃ দমশ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ যজ্ঞঃ চ শ্রৌতোহগ্নিহোত্রাদিঃ।

শ শ শ ম
স্মার্ত্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ। স্বাধ্যায়ঃ ঋগ্বেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থং তপঃ ত্রিবিধং

ম
শারীরাদি সপ্তদশে বক্ষ্যমাণং বানপ্রস্থসাধারণোধর্ম্মঃ আর্জ্জবম্

ম ম শ
অবক্রত্বং শ্রদ্দধানেষু শ্রোতৃষু স্বজ্ঞাতার্থাসংগোপনম্ অহিংসা অহিং-
শ শ
সনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জ্জনং সত্যম্ অপ্রিয়ানৃতবর্জ্জিতং যথাভূতার্থ-
শ ম
বচনম্ অক্রোধঃ পরৈরাক্রোশে তাড়নে বা কৃতে সতি
ম ম
প্রাপ্তো যঃ ক্রোধঃ তস্য তৎকালমুপশমনং ত্যাগঃ দানস্য প্রাগুক্তেঃ
শ শ শ
ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ—পূর্ব্বং দানস্যোক্তত্বাৎ শান্তিঃ অন্তঃকরণস্যোপ
শ ম
শমঃ অপৈশুনং পরস্মৈ পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং পৈশুনং
ম ম ম ম
তদভাবঃ ভূতেষু দয়া দুঃখিতেষ্বনুকম্পা অলোলুপ্ত্বং ইন্দ্রিয়াণাং
ম শ্রী শ্রী ম
বিষয়সন্নিধানেঽপ্যাবিক্রিয়ত্বং মার্দ্দবং মৃদুত্বমক্রূরতা হ্রীঃ অকার্য্য-
ম ম
প্রবৃত্ত্যারম্ভে তৎপ্রতিবন্ধিকা লোকলজ্জা অচাপলং প্রয়োজনং বিনাপি
ম শ্রী
বাক্‌পাণ্যাদিব্যাপারয়িতৃত্বং চাপলং তদভাবঃ ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং,
শ ম ম রা
তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং স্ত্রীবালকাদিভির্মূঢ়ৈরনভিভবনীয়ত্বং ক্ষমা

ম ম ম
সত্যপি সামর্থ্যে পরিভবহেতুং প্রতিক্রোধস্যানুৎপত্তিঃ ধৃতিঃ দেহে-
ন্দ্রিয়েষ্ববসাদং প্রাপ্তেষ্বপি তদুত্তম্ভকঃ প্রযত্নবিশেষঃ যেনোত্তম্ভিতানি
ম শ
করণানি শরীরং চ নাবসীদন্তি শৌচং দ্বিবিধম্। মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং
শ
বাহ্যম্। আভ্যন্তরঞ্চ মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্ম্মল্যং মায়ারাগাদিকালুষ্যাভাবঃ
ম ম
অদ্রোহঃ দ্রোহঃ পরজিঘাংসয়া শস্ত্রগ্রহণাদিঃ তদভাবঃ নাতিমানিতা
শ শ
অত্যর্থং মানোঽতিমানঃ। স যস্য বিদ্যতে সোঽতিমানী তদ্ভাবোঽ
শ শ
তিমানিতা। তদভাবঃ আত্মনঃ পূজ্যতাতিশয়ভাবনাভাব ইত্যর্থঃ।
র র শ্রী
অস্থানে গর্ব্বোঽতিমানিত্বং তৎরহিততা হে ভারত! এতানি অভয়াদীনি
শ্রী শ্রী ম
ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি দৈবীং দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং শুদ্ধসত্ত্বময়ীং
ম ম
সম্পদং বাসনাসন্ততিং অভিজাতস্য শরীরারম্ভকালে পুণ্যকর্ম্মভিরভি-
ম ম
ব্যক্তামভিলক্ষ্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি নিষ্পদ্যন্তে॥১॥২॥৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন হে ভারত! সর্ব্বপ্রকার ভয় শূন্যতা, প্রসন্নচিত্ততা, জ্ঞান-যোগের নিষ্ঠা, দান, বাহেন্দ্রিয় দমন, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশ না করা, ভূতে দয়া, লোলুপ না হওয়া, মৃদুতা, কুকর্ম্মে লজ্জা, চাপল্যশূন্যতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বহিঃ অন্তঃ শৌচ, হননেচ্ছা-শূন্যতা, অতিমানীর ভাবশূন্যতা এইগুলি দৈবী সম্পদ-ভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে॥১॥২॥৩

অর্জ্জুন—পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে অতি গুহ্য কথা বলিলে যাহা বুঝিলে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় এবং কৃতকৃত্য হওয়া যায়—সেই সার কথা কি সকলেই বুঝিতে পারে? "ইতি

গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং" ইত্যাদি—"এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ" ইহাতে কেইবা এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে—কাহারাই বা ইহা বুঝিতে পারিবে না? তাহা বল।

ভগবান্—যাঁহারা দৈবীপ্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পারেন, আসুরী প্রকৃতিতে যাহার জন্ম সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। পূর্ব্বে ৯।১২-১৩ শ্লোকে দৈবী আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির কথার আভাস দেওয়া হইয়াছে—এক্ষণে উহাই স্পষ্ট করিয়া বলিব।

অর্জ্জুন—দৈবীপ্রকৃতি কাহাকে বলে আর আসুরী প্রকৃতিই বা কি?

ভগবান্—"উচ্যতে শাস্ত্রজনিতজ্ঞানকর্ম্মভাবিতা দ্যোতনাদ্দেবা ভবন্তি। ত এব স্বাভাবিকপ্রত্যক্ষানুমানজনিতদৃষ্টপ্রয়োজনকর্ম্মজ্ঞান ভাবিতা অসুরাঃ" বৃহদারণ্যক, অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ। মানব-প্রকৃতি, শাস্ত্রার্থ আলোচনা জনিতজ্ঞানদ্বারা এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা দীপ্যমান হইলে তাহাকে দৈবী সম্পৎ বলে। দৈবীপ্রকৃতিতে সাত্ত্বিক শুভবাসনা প্রবল। কিন্তু প্রকৃতি, সংসার প্রয়োজন সাধক জ্ঞান ও সংসারের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আসুরী সম্পৎ বলে। সাধারণতঃ দেখা যায়, লোকের লৌকিক প্রয়োজন অতিশয়; কাজেই লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক কর্ম্ম লোকে অধিক পরিমাণে করে। অগ্রেই লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক কর্ম্মানুষ্ঠানের উদয় হয় বলিয়া অসুরগণ জ্যেষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রমত কর্ম্ম বহু বিলম্বে জন্মে বলিয়া দেবগণ কনিষ্ঠ।

(১) শাস্ত্রজ্ঞানজনিত এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মজনিত যে শুভবাসনা, যাহা সাত্ত্বিকী, যাহা নিবৃত্তিমার্গে মোক্ষপথে লইয়া যায় তাহাই দৈবী সম্পৎ।

(২) লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক কর্ম্মজনিত যে বিষয় বাসনা, যে বাসনা বিষয়াসক্তি প্রবল করে এবং প্রবৃত্তিমার্গে পুনঃ পুনঃ জনন মরণ পথে লইয়া যায় তাহার নাম আসুরী সম্পৎ।

(৩) এতদ্ভিন্ন রাক্ষসী সম্পৎ আছে—ইহাতে হিংসা ও দ্বেষের প্রবলতা হেতু মানুষ রাক্ষসের কার্য্য করিয়া থাকে।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম্—এখন বল দৈবীসম্পদ্ অভিমুখে জাত পুরুষের লক্ষণ কি? কোন্ গুণ থাকিলে জানা যায় যে লোকটির জন্ম দৈবীসম্পদে?

ভগবান্—দৈবীসম্পদে জাত পুরুষের গুণ বলিতেছি শুন।

(১) **অভয়**—ঠিক শাস্ত্রমত বলা—কিছুতেই ভয় না পাওয়া -মৃত্যুকেও ভয় নাই—বনে একা থাকিলেও ভয় নাই—আহার না পাইলেও ভয় নাই—শত্রু মধ্যেও ভয় নাই।

(২) **সত্ত্বসংশুদ্ধি**—চিত্তে রাগ দ্বেষাদি মলা না থাকে। পরবঞ্চনা নাই—হৃদয়ে এক বাহিরে অন্য ব্যবহার রূপ মায়া নাই, যাহা দেখিয়াছি তার বিপরীত বলা রূপ অনৃত নাই। এই অবস্থায় চিত্ত আত্মতত্ত্ব স্ফুরণের উপযুক্ত হয়।

(৩) **জ্ঞান এবং যোগে একান্ত নিষ্ঠা**—সাংখ্য এবং যোগ পরায়ণতা। শাস্ত্র ও আচার্য্য মুখে আত্মা কি অনাত্মা কি জানাই জ্ঞান—শুনিয়া যাহা জানা হইয়াছে তাহাই অনুভব জন্য ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিয়া যে ধ্যান মগ্ন হওয়া তাহাই যোগ।

(৪) **দান**—ন্যায়ার্জ্জিত অন্নাদি যথাযোগ্য আপন পরিবার ও সৎপাত্রে বিভাগ।

(৫) **দম**—বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের সংযম।

(৬) যজ্ঞ—শাস্ত্রবিদিত কর্ম্মানুষ্ঠান—পিতৃযজ্ঞ (তর্পণাদি) ভুতযজ্ঞ (প্রাণি-দিগকে অন্নদান) মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথি সেবা) দেবযজ্ঞ দেবতার উদ্দেশে অগ্নি হোত্রাদি। বেদাধ্যয়ন জ্ঞানোপার্জ্জন ও মনে মনে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ককে ঋষিযজ্ঞ বল মহাভারত শান্তি ১২

(৭) স্বাধ্যায়—বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া গূঢ় অর্থ ধারণা করা।

(৮) তপ—কায়িক বাচিক ও মানসিক ১৭।১৪-১৬ দেখ।

(৯) আর্জ্জব—অবক্রত্ব—অকপটতা—শ্রদ্ধাবানকে যতটুকু জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহা গোপন না করা।

(১০) অহিংসা—কোন প্রাণীর জীবিকার উচ্ছেদ, কি কোন প্রকার পীড়া না দেওয়া।

(১১) সত্য—যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে এরূপ বাক্যে অপ্রিয় ও মিথ্যা বর্জ্জন করিয়া সে যেরূপ ঠিক সেইরূপ বলা।

(১২) অক্রোধ—অপরে তিরস্কার বা প্রহার করিলে যে ক্রোধ হয়, তাহার নিরোধ।

(১৩) ত্যাগ—সর্ব্বকর্ম্মের ন্যাসকে সন্ন্যাস বলে; কিন্তু কর্ম্মত্যাগ না করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ঈশ্বরে অর্পণ করাকে ত্যাগ বলে।

(১৪) শান্তি—'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ' মন সঙ্কল্পশূন্য হইলেই শান্ত হইল এই চেষ্টা।

(১৫) অপৈশুন—পরোক্ষে পরদোষ কীর্ত্তনের প্রবৃত্তি 'পৈশুন' তাহাকে সংযমের ক্ষমতা।

(১৬) ভুতে দয়া—দুঃখী জীব দেখিলেই করুণা।

(১৭) অলোলুপত্বা—ভোগের বস্তু সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের বিকার না হওয়া।

(১৮) মৃদুতা—অক্রূর কোমল বাক্য প্রয়োগ।

(১৯) লজ্জা—অকর্ম্ম করণে লজ্জা।

(২০) অচাপল্য—বিনা প্রয়োজনে বাক্‌পাণি পাদাদিকে কর্ম্মে ব্যাপৃত না করা। যেমন শুধু শুধু পা নাচান শুধু শুধু কথা কওয়া ইত্যাদি।

(২১) তেজ—স্ত্রী, বালক, দুর্জ্জন প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত না হইয়া স্থির থাকা।

(২২) ক্ষমা—সামর্থ্য সত্ত্বেও পরকৃত অপমান সহ্য করা—তাড়না করিলেও শান্ত থাকা।

(২৩) ধৃতি—দেহ ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলেও তাহাদিগকে স্থির করিয়া রাখিবার ক্ষমতা। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে কিছুতেই চিত্ত বিকার হয় না। শান্তি—১৬২

(২৪) শৌচ—অন্তরের এবং বাহিরের শুদ্ধি।

(২৫) অদ্রোহ—অন্যকে হিংসা করিবার জন্য অস্ত্রাদি গ্রহণের নাম দ্রোহ তৎরাহিত্য।

(২৬) অনতিমানিতা—আমি অতিশয় পূজ্য এইরূপ অভিমান না রাখা। দৈবী সম্পদে জন্ম হইলে এই সমস্ত গুণ লাভ হয়। এতন্মধ্যে অভয় হইতে জ্ঞান ও যোগ অনুষ্ঠান এই গুলি পরমহংসের। দান দম যজ্ঞ স্বাধ্যায় এবং তপঃ আশ্রম চতুষ্টয়ে প্রকাশ পায়। আর্জ্জব

হইতে অচাপল্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের। তেজ ক্ষমা ধৈর্য্য ক্ষত্রিয়ের। শৌচ অদ্রোহ বৈশ্যের। অতিমানিতা শূদ্রের অসাধারণ ধর্ম্ম ॥১।২।৩॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ * ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

হে পার্থ! দম্ভঃ ধর্ম্মিত্বখ্যাপনায় ধর্ম্মানুষ্ঠানং ধর্ম্মধ্বজিত্বং দর্পঃ ধন-স্বজনাদিনিমিত্তো মহদবধারণাহেতুর্গর্ব্ব-বিশেষঃ অভিমানশ্চ অতি-মানঃ অন্যকৃতসম্মাননাকাঙ্ক্ষিত্বং ক্রোধঃ স্বপরাপকারপ্রবৃত্তি-হেতুরভিজ্বলনাত্মকোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ পারুষ্যং প্রত্যক্ষরুক্ষবদন-শীলত্বং যথা কাণং চক্ষুষ্মান্বিরূপং রূপবান্ হীনাভিজনমুত্তমাভিজন ইত্যাদি অজ্ঞানং চ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদিবিষয়বিবেকাভাবঃ এব আসুরীং অসুররমণে হেতুভূতাং রজস্তমোময়ীং সম্পদম্ অশুভবাসনাসন্ততিং অভিজাতস্য ভবন্তি শরীরারম্ভকালে পাপকর্ম্মভিরভিব্যক্তমভিলক্ষ্য জাতস্য কুপুরুষস্য দম্ভাদ্যা অজ্ঞানান্তা দোষা এব ভবন্তি ॥ ৪ ॥

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, রুক্ষবচন, এবং অবিবেক এই সমস্ত আসুরী সম্পদের অভিমুখীন হইয়া যে জন্মিয়াছে তাহার হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

* অতিমানশ্চ ইতি বা পাঠঃ।

অর্জ্জুন—দৈবী সম্পদের কথা শুনিলাম এখন আসুরী সম্পদ্ কাহার ? কিরূপে জানা যায় বল ?

ভগবান্ - নিম্ন লিখিত দোষ যে সমস্ত লোকের আছে তাহারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট ফলে অসৎ কুল হইতে এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তির বীজ লইয়া জন্মিয়াছে জানিবে :—

(১) দম্ভ—আমি ভারি ধার্ম্মিক লোককে ইহা জানাইবার জন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। ইহাই ধর্ম্মধ্বজিত্ব।

(২) দর্প—বিদ্যা ধন জনের গর্ব্ব এবং সেই গর্ব্বের জন্য মহদাদির অবমাননা-প্রবৃত্তি।

(৩) অভিমান --আমি সকলের পূজ্য, সকলে আমায় সম্মান করুক, পূজা করুক--এই শ্রেষ্ঠত্ব আপনাতে আরোপ।

(৪) ক্রোধ—আপনার ও পরের অপকারে প্রবৃত্তির হেতু নেত্রাদি বিকারলক্ষণাক্রান্ত অন্তঃকরণের জ্বলনাত্মক বৃত্তি বিশেষ।

(৫) পারুষ্য—রুক্ষভাষা কহা, কাণাকে চক্ষুষ্মান্, কুরূপকে রূপবান্ হীনকুলকে উত্তম কুল বলা।

(৬) অজ্ঞানতা—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধিহীনতা—আমার করণীয় কিছুই নাই ; যাহা হইবে তাহা কালে আপনি আসিবে। আমি আর করিব কি ইত্যাদি বুদ্ধি।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ! ॥৫॥

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় দৈবী যা সম্পদ্ সা সংসারবন্ধনাৎ মুক্তয়ে ভবতি। যস্য বর্ণস্য, যস্যাশ্রমস্য চ যা বিহিতা সাত্ত্বিকী ফলাভিসন্ধিরহিতা ক্রিয়া সা তস্য দৈবী সম্পৎ। সা সত্ত্ব-শুদ্ধি-ভগবদ্ভক্তিজ্ঞান-যোগ-স্থিতি-পর্য্যন্তা সতী সংসারবন্ধনাৎ বিমোক্ষায় ভবতি। আসুরী সম্পৎ নিবন্ধায় নিয়তা সংসারবন্ধায় অধোগতিপ্রাপ্তয়ে মতা অভিপ্রেতা। তথা রাক্ষস্যপি তদন্তর্ভূতৈব। এবমুক্তে সতি অর্জ্জুনস্যান্তর্গতং ভাবং

শ
কিমহমাসুরীসম্পদ্‌যুক্তঃ কিংবা দৈবীসম্পদ্‌যুক্ত ইত্যেবমালোচনা-
শ শ
রূপমালক্ষ্যাহ ভগবান্‌—হে পাণ্ডব! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ।
ম
দৈবীং সম্পদম্‌ অভিজাতোঽসি অভি অভিলক্ষ্য জাতোঽসি
শ
ভাবিকল্যাণস্ত্বমসীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দৈবীসম্পৎ মুক্তির হেতু এবং আসুরীসম্পৎ বন্ধনের হেতু জানিবে। হে পাণ্ডব! শোক করিও না। তুমি দৈবীসম্পদ্‌যুক্ত হইয়া জন্মিয়াছ ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন—দৈবীসম্পদ যুক্ত হইয়া জন্মিলে কি হয়? আর আসুরী এবং রাক্ষসী সম্পদে জন্মিলেই বা কি হয়?

ভগবান্‌—আসুরী ও রাক্ষসী সম্পদে জন্মিলে সংসারে পুনঃ পুনঃ বদ্ধ থাকিতে হয়। আর দৈবী সম্পদ যুক্ত হইয়া যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারা মোক্ষলাভ করিয়া সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি লাভ করে। ব্রাহ্মণাদি যে যে বর্ণের যে সমস্ত কার্য্য শাস্ত্রবিহিত, সাত্ত্বিকী এবং ফলাভিসন্ধান শূন্য, তাহাই সেই সেই বর্ণের দৈবী সম্পৎ। ঐ সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি, ভগবদ্‌ভক্তি, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সাংখ্য জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়। আর যে সমস্ত কর্ম্ম শাস্ত্র নিষিদ্ধ, যাহা ফলাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ, অহঙ্কার যুক্ত, তাহাই আসুরী সম্পৎ। রাক্ষসী সম্পদও আসুরী সম্পদের অন্তর্গত। আসুরী সম্পদ্‌ যুক্ত হইয়া লোকে শাস্ত্র মানে না। স্বেচ্ছাচার মত কার্য্য করে। এই আসুর ভাবই বারংবার জন্ম মরণের মূল। অর্জ্জুন! তুমিও যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। পারুষ্য ক্রোধাদি তোমাকেও ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে মনে করিওনা যে তুমি আসুরী সম্পদ্‌বিশিষ্ট। তুমি দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত: তুমি স্বজন গুরু বধে অনিচ্ছুক। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই কর্ত্তব্য, ইহাতে পাছে আসুরী ভাব আসিয়া পড়ে এই জন্য তোমাকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিতেছি। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা যুক্ত আসুরী কর্ম্ম না করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া কর্ম্ম করেন। ইহাই দৈবী সম্পদ্‌ ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্‌ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ! মে শৃণু ॥৬॥

ম ম
হে পার্থ! অস্মিন্‌ লোকে সর্ব্বস্মিন্নপি সংসারমার্গে দৈবঃ

শ   শ   শ   শ
ভূতসর্গঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ দ্বিসঙ্খ্যাকৌ ভূতসর্গৌ মনুষ্যাণাং সর্গৌ সৃষ্টী

ম   ম
ভবতঃ যো যদা মনুষ্যঃ শাস্ত্রসংস্কারপ্রাবল্যেন স্বভাবসিদ্ধৌ রাগ-দ্বেষাব-

ভিভূয় ধর্ম্মপরায়ণো ভবতি স তদা দেবঃ, যদা তু স্বভাবসিদ্ধ-রাগ-দ্বেষ-

প্রাবল্যেন শাস্ত্রসংস্কারমভিভূয়াধর্ম্মপরায়ণো ভবতি স তদাসুর

ম   ম   শ   ম   ম   ম
ইতি। তত্র দৈবঃ ভূতসর্গো ময়া ত্বাং প্রতি বিস্তরশঃ বিস্তরপ্রকারৈঃ

ম
প্রোক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে দ্বিতীয়ে, ভক্তিলক্ষণে দ্বাদশে, জ্ঞানলক্ষণে

ম   ম
ত্রয়োদশে, গুণাতীত লক্ষণে চতুর্দ্দশে ইহ চাভয়মিত্যাদিনা। ইদানীম্

শ   ম   ম   ম   ম
আসুরং ভূতসর্গং মে মদ্বচনৈঃ বিস্তরশঃ প্রতিপাদ্যমানং ত্বং শৃণু

ম
অবধারয় ॥ ৬ ॥

হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্যসৃষ্টি। দৈব সৃষ্টি বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে আসুর সৃষ্টি আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন—যে আসুরী সম্পদে জন্মিয়াছে তাহার অসুর-ভাব দূর করিবার কি কোন উপায় আছে?

ভগবান্—অসুর ভাব কিরূপ ভয়ানক তোমায় বলিতেছি; ইহা শুনিয়া অসুর ভাবের উপর ঘৃণা জন্মিবে, তখন অসুর ভাব ত্যাগ করিতে চেষ্টা জন্মিবে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেই অসুরত্ব দূর হইবে।

অর্জ্জুন—আগে আর এক কথা বল। পূর্ব্বে ৯।১২ শ্লোকে "রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং" ইত্যাদিতে একটা রাক্ষসী প্রকৃতির কথা বলিয়াছিলে এখন যে কেবল দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথাই বলিতেছ?

ভগবান্—রাক্ষসী প্রকৃতি আসুরী প্রকৃতির অন্তর্গত। দৈবী ও আসুরী ভিন্ন অন্য প্রকৃতি নাই। ঐরূপ তিনটি প্রকৃতিতে বিভক্ত করিবার কারণ এই যে সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে দৈবী, রাজসকে আসুরী এবং তামসকে রাক্ষসী বলা যাইতে পারে। দম দান দয়া এই তিন গুণ অনুশীলন দ্বারা মানুষ রাক্ষসী আসুরী ত্যাগ করিয়া দেব ভাবে যাইতে পারে।

অর্জ্জুন দৈব সম্পদের কথা ত বলিলে; কিন্তু আসুরী সম্পদের কথা কোথায় কোথায় বলিয়াছ?

ভগবান্—(১) দ্বিতীয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ বিষয়।
(২) দ্বাদশে ভক্ত বিষয়।
(৩) ত্রয়োদশে জ্ঞান লক্ষণ বর্ণনা সময়।
(৪) ষোড়শে অভয়ং সত্ত্বশুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥

আসুরাঃ অসুরস্বভাবাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ প্রবর্ত্তনম্। যস্মিন্ পুরুষার্থসাধনে কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিস্তাম্। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিং চকারাৎ তৎপ্রতিপাদকং বিধিবাক্যং নিবৃত্তিং চ যস্মাদনর্থহেতো-র্নিবর্ত্তিতব্যং সা নিবৃত্তিঃ। তাম্ অধর্ম্মান্নিবৃত্তিং চকারাৎ তৎপ্রতি-পাদকং নিষেধবাক্যং ন বিদুঃ জানন্তি অতঃ তেষু ন শৌচং নাপি আচারঃ মন্বাদিভিরুক্তঃ ন সত্যং চ প্রিয়হিতযথার্থভাষণং বিদ্যতে অশৌচাঃ অনাচারাঃ অনৃতবাদিনোহসুরা মায়াবিনঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥৭॥

অসুর-স্বভাব জনগণ প্রবৃত্তিও জানেনা নিবৃত্তিও জানেনা। এজন্য তাহাদের মধ্যে না থাকে শৌচ, না আছে আচার, না আছে সত্য ॥৭॥

অর্জ্জুন—এক্ষণে অসুর-ভাবের কথা বল—যাহা শুনিয়া অসুরভাবে আমার ঘৃণা জন্মে।

ভগবান্—যে সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং তৎপ্রতিপাদক বিধিবাক্য যাহা তাহাও ইহারা জানে না। আবার যে সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, এমন কি অধর্ম্ম-প্রতিপাদক নিষেধবাক্যও ইহারা জানে না। এরূপ লোকের বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধি কিরূপে থাকিবে? ইহাদের সদাচারই বা কি? আর প্রিয়হিতযথার্থভাষণই বা কিরূপে হইবে?

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥৮॥

তে আসুরা জনাঃ জগৎ ইদং সর্ব্বং অসত্যং যথা বয়মনৃতপ্রায়াঃ তথা। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং সত্যবর্জ্জিতং জগৎ প্রাণিজাতং আহুঃ বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং 'ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরা' ইত্যাদি অতএব অপ্রতিষ্ঠং নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা হেতুর্যস্য তৎ তথা অনীশ্বরং নাস্তি ঈশ্বরঃ শুভাশুভয়োঃ কর্ম্মণোঃ ফলদাতা নিয়ন্তা যস্য তৎ জগদাহুঃ। কিঞ্চ অপরস্পরসম্ভূতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রী-

ম
পুংসয়োরন্যোন্যসংযোগাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ? অন্যৎ
ম শ্রী শ্রী শ্রী
অদৃষ্টং কারণং কিমস্তি? নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ কিন্তু
শ্রী ম ম শ্রী
কামহৈতুকম্ এব কামাতিরিক্তকারণশূন্যং স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ-
শ্রী
কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরসোতাহুরিত্যর্থঃ ॥৮॥

তাহারা [সেই অসুরস্বভাব জনগণ] এই জগৎকে অসত্য [সৎপদার্থ শূন্য] অপ্রতিষ্ঠ [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থাহীন] অনীশ্বর [কোন ব্যবস্থাপক কর্ম্ম-ফল দাতা-হীন] বলিয়া থাকে। ইহা মিথুনধর্ম্মে উৎপন্ন। কামই উহার একমাত্র কারণ জগদুৎপত্তির অন্য কারণ কিছুই নাই—[অসুরেরা এইরূপ বলে ॥ ৮॥

অর্জ্জুন—অসুরেরা এই জগৎ সম্বন্ধে কি বলে?

ভগবান্—বলে, এই জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এবং একমাত্র কামই ইহার কারণ।

অর্জ্জুন—বশিষ্ঠদেব ও ব্যাসদেবও একবাক্যে বলিতেছেন জগৎ অসত্য আর অসুরের জগৎকে অসত্য বলে কেন?

ভগবান্—জগতের প্রাণিপুঞ্জ সত্যবর্জ্জিত। জগতের মূলে কোন সত্য নাই। শাস্ত্র সর্ব্বদা অসত্য। জগতে শাস্ত্রের প্রামাণ্যও নাই। ভগবান্ বশিষ্ঠ, ব্যাস যে জগৎকে অসত্য বলেন মূঢ়বুদ্ধি আসুরিক ভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাকেই সত্য বলে। আর তাঁহারা যাহা সত্য বলেন মূঢ়ের তাহাকে অসত্য বলে। ব্রহ্ম সত্য, শাস্ত্র সত্য, বেদ সত্য। কিন্তু অসুরেরা ইহাদিগকে সত্য বলে না।

অর্জ্জুন—ভাল করিয়া আরও বল।

ভগবান্—অস্তি ভাতি প্রিয় এবং নামরূপ এই লইয়া জগৎ। বশিষ্ঠাদি বলেন এই নামরূপ ক্ষণ-বিধ্বংসী, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া ইহা অনিত্য, ইহা অসত্য। যাহা দেখ যাহা শোন যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাকেই না সত্য বলে? কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মিথ্যা। নাম ও রূপ ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছুই নাই। এজন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ মিথ্যা। ব্যাসদেব বলেন,

"যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং রাজ্যং দেহাদিকঞ্চ যৎ।
যদি সত্যং ভবেৎ তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে। অঃ রা॥

আবার বলিতেছেন "সর্ব্বং মায়েতিভাবনাৎ" অধ্যাত্মরামায়ণ। পূর্ব্বেও এ কথা কতবার বলিয়াছি। ব্যাসদেব ভাগবতে ১১।২।৩৬ শ্লোকে বলিতেছেন "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা" ইত্যাদি। রূপরস-গন্ধ স্পর্শ শব্দ বলিয়া যে যে বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। যাহা দেখিতেছ শুনিতেছ তাহা মনোবিলাস মাত্র। স্বপ্ন ভঙ্গে যেমন মনে হয়, স্বপ্ন অসত্য, সেইরূপ সত্য বস্তু দেখিলেই রূপাদি অসত্য বলিয়া জানা যায়। রূপাদি বাদ দিলে জগৎ নাই; থাকে অস্তি ভাতি প্রিয় বস্তু। ইনিই সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম। অসুরেরা বলে যাহা দেখি শুনি, তাহাই আছে, ইহাই সত্য; ইহার মূলে কোন সত্য সত্তা নাই। ইহা আসুরিক বাক্য মাত্র। বাস্তবিক নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ ইন্দ্রজাল মাত্র; এজন্য নাই। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—"প্রাঙ্ নাস্তি চরমে নাস্তি বস্তু সর্ব্বমিদং সখে। বিদ্ধি মধ্যেঽপি তন্নাস্তি স্বপ্নবৃত্তমিদং জগৎ" নির্ব্বাণ পূর্ব্বার্দ্ধ ১২৭।১১ মাণ্ডুক্য-কারিকায় গৌড়পাদ বলিতেছেন "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা"। সত্যই জগৎ নাই—একমাত্র পরমাত্মার সত্তাতেই এই ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব। মূঢ়েরা পরিদৃশ্যমান জগৎকে দেখিতেছে, সুতরাং ইহা নাই একেবারে ইহা ধারণা করিতে পারে না। জগতের মূল সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্তেরা বলেন, পরমাত্মাই জগৎ রূপ-ধারণ করিয়াছেন। সত্য আছে বলিয়াই মিথ্যা তাহার উপর দাঁড়াইয়াছে—রজ্জু আছে বলিয়াই তাহার উপর সর্পভ্রম খেলিতেছে—এই বিশ্বকে পরমাত্মার দেহ বলা হয়; যেমন তরঙ্গকে সাগরের জলই বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম বস্তু শান্ত; তাহাতে যে তরঙ্গ-ভঙ্গ তাহাই মায়ার খেলা, মিথ্যা মাত্র। বুঝিলে মূঢ়েরা জগৎকে কি ভাবে অসত্য বলে? মূর্খেরা আরও বলে, জগতে বেদ-পুরাণাদির প্রামাণ্য নাই।

অর্জ্জুন—অপ্রতিষ্ঠ বলে কেন?

ভগবান্—জগৎ মায়াময়, জগৎ জড়। জড় বলিয়াই ইহার নিয়ম আছে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ব্যবস্থা ও আছে। মূর্খেরা বলে ইহাতে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। আরও বলে এই জগতের কর্ম্মফল দাতা কোন ঈশ্বরও নাই।

অর্জ্জুন—শান্ত চলন রহিত ব্রহ্ম বস্তু কিরূপে মায়া দিয়া জগৎ গড়িতেছেন, ইহা ধারণা করা কঠিন। তুমি এই মায়াময় মিথ্যা জগৎ ও যে ঈশ্বরের অধীনতায় চলিতেছে, তাহা ধারণা করিয়া দাও।

ভগবান্—

পশ্য মায়াপ্রভাবোঽয়মীশ্বরেণ যথা কৃতঃ।
যো হন্তি ভূতৈর্ভূতানি মোহয়িত্বাত্মমায়য়া॥
সংপ্রযোজ্য বিয়োজ্যায়ং কামকারকরঃ প্রভুঃ।
ক্রীড়তে ভগবান্ ভূতৈর্ব্বালক্রীড়নকৈরিব॥

মহাভারত বনপর্ব্ব।

"দেখ, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মায়া! তিনি আত্মমায়ায় মোহিত করিয়া ভূতদ্বারা ভূতসমূহকে বিনাশ করিতেছেন।" তত্ত্বদর্শিগণ এই ভূতসৃষ্টিকে স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় দর্শন করেন। যেমন বালক ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবান্ কখন

সংযোগ কখন বা বিযোগ করিয়া ভূতগণ দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। বন পর্ব্ব মহাঃ ৩০ ৩২-৩৩ ; ৩৭।

ভাগবত, বলিতেছেন, মনুষ্য পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াও ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে, আবার গৃহে থাকিয়াও বিনাশ পাইতেছে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলে বনেও স্বচ্ছন্দে একাকী বাস করা যায় ; আর তিনি বিমুখ হইলে, গৃহে নানা সহায়সম্পন্ন হইয়া থাকিলেও বিনষ্ট হয়। ভাঃ ৭।২।৩৫

বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন—"দিবি দেবা ভুবি নরাঃ পাতালেষু চ ভোগিনঃ। কল্পিতাঃ কল্পমাত্রেণ নীয়ন্তে জর্জ্জরাং দশাম্॥ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালস্থ দেব, নর, ও নাগগণ সেই পরমাত্মার সঙ্কল্পমাত্রে আবির্ভূত এবং তাঁহার ইচ্ছায় জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। উপনিষদ্ বলিতেছেন—সংকল্পশূন্য অবস্থায় তিনি শান্ত ; সংকল্পযুক্ত অবস্থায় "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" "সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ" যত নিত্য বস্তু আছে, তন্মধ্যে তিনিই প্রধান ; প্রাণী সকলের ভোগ্য তিনিই দিতেছেন, তিনিই বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ববেত্তা সকলের আত্মা, জীবাত্মার অধিপতি ইত্যাদি শ্বে—উ ৬।১২—১৩।

বশিষ্ঠদেব আরও বলেন,—তিনি আপনার পূর্ব্বসৃষ্টি জানিয়াও লীলাপ্রভাবে স্বীয় সঙ্কল্প সমুদ্ভূত বর্ণ ও ধর্ম্মানুযায়ী বিচিত্র প্রজা সকলের কল্পনা করেন—শাস্ত্র সকলও কল্পনা করেন। পরমাত্মা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে পুরুষপদ বাচ্য হয়েন। ইনি আত্মারূপে প্রকল্পিত হইয়া প্রথম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। কোন সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি সদাশিব, কোন সৃষ্টি ব্যাপারে বিষ্ণু, কোন সর্গে ব্রহ্মা। সেই সঙ্কল্পপুরুষ সঙ্কল্পবশতঃ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং গুণ সংযোগে প্রকাশ পান। 'ব্রহ্মা সংকল্পপুরুষঃ পৃথ্ব্যাদিরহিতাকৃতিঃ। কেবলং চিত্তমাত্রাত্মা কারণং ত্রিজগৎস্থিতেঃ।' যোঃ ৩।৩।৫। ব্রহ্মার এক দেহ। তিনি চিত্ত মাত্র। সঙ্কল্পের নাম অবিদ্যা চিত্ত ইত্যাদি। ব্রহ্মে সর্ব্বশক্তি রহিয়াছে। যেমন যেমন কল্পনা হয়, তেমনি তেমনি শক্তিরও স্ফুরণ হয়। তৃণ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ইঁহার নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া স্পন্দিত হওয়াকে নিয়তি বলে। নিয়তি দ্বারা জগৎ নাটক নৃত্য করিতেছে।

অর্জ্জুন—মূঢ়েরা কামকে জগতের কারণ কেন বলে?

ভগবান্—জগতের সমস্ত প্রাণী মৈথুন হইতে জাত। কাম হইতেই সকলের সৃষ্টি ; আরও মূর্খেরা কত কি বলে। বলে যিনি স্বেচ্ছাময় তিনি কেন বহু হইয়া জগৎ সাজেন? "অহং বহু স্যাম্" এর কারণ যদি নির্দ্দেশ কর, তবে আর তাঁহারে চৈতন্য বল কেন? জড়ের মধ্যেই নিয়ম থাকে, কারণ থাকে ; আর যিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছা কোন্ কারণে হয় বলিলে, বলিতে হয়—তিনি কারণের অধীন।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯॥

শ্রী ম

অল্পবুদ্ধয়ঃ দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ এতাং প্রাগুক্তাং লোকায়তি-

শ্রী শ্রী শ শ
কানাং দৃষ্টিং দর্শনম্ অবষ্টভ্য আশ্রিত্য নষ্টাত্মানঃ নষ্টস্বভাবা

শ শ শ
বিভ্রষ্টপরলোকসাধনাঃ উগ্রকর্ম্মাণঃ ক্রূরকর্ম্মাণঃ হিংসাত্মকাঃ

শ শ্রী ম ম
অহিতাঃ শত্রবঃ ভূত্বা জগতঃ প্রাণিজাতস্য ক্ষয়ায় ব্যাঘ্রসর্পাদি-

ম
রূপেণ প্রভবন্তি উৎপদ্যন্তে ॥৯॥

অল্পবুদ্ধি অসুর-স্বভাবের মনুষ্যগণ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা উগ্রকর্ম্মা এবং অহিতকারী হইয়া জগতের বিনাশার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৯॥

অর্জ্জুন—যাহারা বলে এই জগতে ঈশ্বর নাই নিয়ন্তা নাই তাহাদের গতি কি হয়?

ভগবান্—এই সমস্ত আসুরিক ভাবাপন্ন মনুষ্য যাহা মনে আইসে তাহাই করে। নিয়ত স্বেচ্ছাবশে কামক্রোধাদির কার্য্য করিতে করিতে ইহাদের আত্মা আবৃত হয়। দেহে অহংবুদ্ধি প্রবল হয়, দেহ পোষণজন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ উগ্র কর্ম্ম করে, শেষে মৃত্যু হইলে আবার ব্যাঘ্রসর্পাদি হিংস্র জন্তু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে তখনও জগতের নানাবিধ অনিষ্ট করে ॥৯॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

শ শ ম
দুষ্পূরম্ অশক্যপূরণং কামম্ ইচ্ছাবিশেষং তত্ত্বদৃষ্ট-

শ
বিষয়াভিলাষম্ আশ্রিত্য অবষ্টভ্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ

শ্রী ম
সন্তঃ দম্ভেনাধার্ম্মিকত্বেঽপি ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনেন মানেন অপূজ্যত্বেঽপি

ম
পূজ্যত্বখ্যাপনেন মদেন উৎকর্ষরাহিত্যেঽপি উৎকর্ষবিশেষা-

ধ্যারোপেণ অন্বিতাঃ যুক্তাঃ সন্তঃ মোহাৎ অবিবেকাৎ অসদ্‌গ্রাহান্ অশুভনিচয়ান্ অনেন মন্ত্রেণেমাং দেবতামারাধ্য কামিনীনামাকর্ষণং করিষ্যামঃ, অনেন মন্ত্রেণেমাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদি দুরাগ্রহরূপান্ গৃহীত্বা ন তু শাস্ত্রাৎ অশুচিব্রতাঃ অশুচীনি মদ্যমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে প্রবর্ত্তন্তে ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ ইতি শেষঃ। এতাদৃশাঃ নরকে পতন্তি ইত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ ॥১০

তাহারা অপূর্ণোদর কামনা আশ্রয় করিয়া দম্ভ মান মদে মত্ত হয়। মোহ-বশতঃ "এই মন্ত্রে এই দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই স্ত্রীলোকটিকে আকর্ষণ করিব —এই ধন লাভ করিব" ইত্যাদি অসৎগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক মদ্য-মাংসাদি বিশিষ্ট অশুচি ব্রত অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র দেবতারাধনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয় ॥১০॥

অর্জ্জুন—ব্যাঘ্র সর্পাদি হইতে কি আবার ইহাদের মনুষ্য জন্ম হয়? কিরূপেই বা ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ইহারা ব্যাঘ্র সর্পাদি ছিল?

ভগবান্—ইহাদের সাধনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহারা অধার্ম্মিক, অপূজ্য অশ্রেষ্ঠ হইয়াও ধার্ম্মিকত্ব, পূজ্যত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়। অমুক মন্ত্রে অমুক দেবতাকে ডাকিয়া অমুককে বশ করিব—এই দুরাশায় উচ্ছিষ্ট ভোজন, শ্মশানগমন, মদ্যমাংস সেবনরূপ অশুচি ব্রত করে। ইহাদের গতি নরকে জানিও।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

শ ম

প্রলয়ান্তাং মরণান্তাং প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তাং যাবজ্জীবমনু-

ম শ্রী ম শ

বর্ত্তমানাম্ অপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তাম্ আত্মায়যোগ-

ম ম

ক্ষেমোপায়ালোচনাত্মিকাম্ উপাশ্রিতাঃ সদানন্তচিন্তাপরা অপি

ম ম

ন কদাচিৎ পারলৌকিকচিন্তাযুতাঃ কিং তু কামোপভোগপরমাঃ

কাম্যন্তে ইতি কামাঃ দৃষ্টাঃ শব্দাদয়োবিষয়াস্তদুপভোগ

ম

এব পরমঃ পুরুষার্থো ন ধর্ম্মাদির্যেষাং তে, তথা এতাবৎ

ম

দৃষ্টমেব সুখং নান্যদেতচ্ছরীরবিয়োগে ভোগ্যং সুখমস্তি

এতৎ কায়াতিরিক্তস্য ভোক্তুরভাবাৎ ইতি নিশ্চিতাঃ এবং

ম ম ম ম

নিশ্চয়বন্তঃ ত ঈদৃশা অসুরাঃ আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ আশা এব

শ

পাশাস্তেষাং শতৈঃ সমূহৈর্ব্বদ্ধাঃ নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বতঃ

শ শ

আকৃষ্যমাণাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নং পর

শ শ

আশ্রয়ো যেষাং তে কামভোগার্থং কামভোগপ্রয়োজনায় ন তু

শ ম ম
ধর্ম্মার্থম্ অন্যায়েন পরস্বহরণাদিনা অর্থসঞ্চয়ান্ ধনরাশীন্ ঈহন্তে

শ
চেষ্টন্তে ॥১১—১২॥

ইহারা যাবজ্জীবন অপরিমেয় চিন্তা করে, কাম উপভোগই ইহাদের পরম-পুরুষার্থ, বিষয়সুখ ভিন্ন আর কিছুই নাই,—ইহাই ইহাদের নিশ্চয়, ইহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ, ইহারা কাম-ক্রোধ-পরায়ণ এবং কাম-ভোগার্থ ইহারা অন্যায়-পূর্ব্বক ধনরাশি সঞ্চয়ে চেষ্টা করে ॥১১-১২॥

অর্জ্জুন—অসুর প্রকৃতির লোকেরা কি সুখী ?

ভগবান্—ইহাদের চিন্তার শেষ নাই ; মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহারা কামিনীকাঞ্চন চিন্তা লইয়াই উদ্বিগ্ন থাকে—কারণ, ইহাদের মতে 'খাও দাও মজা কর' ইহাই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু প্রবৃত্তির কার্য্যে সুখ কোথায় ? শত আশা-রজ্জুতে বদ্ধ বলিয়া ইহারা সর্ব্বত্র আক্রম্যমাণ—বাড়ী কর, বাগান কর, বিষয় বাড়াও—ইহাদের আশার শেষ নাই—কাম ক্রোধ লইয়াই ইহারা থাকে—ইহারা পরস্ব অপহরণ করিয়া নিজের ধন বাড়াইবার চেষ্টাতে সদাই বিব্রত। আর যাঁহারা দৈবী সম্পদ-সম্পন্ন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ভগবান্ তাঁহার জন্য যোগ-ক্ষেম বহন করেন- সর্ব্বনাশ হইয়া গেলেও ইঁহারা অসন্তুষ্ট নহেন—মনে করেন, ইহাও ভগবানের অনুগ্রহ! 'যে করে আমার আশ তার করি সর্ব্বনাশ' ইত্যাদি ইঁহারা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

এত চিন্তা, যাহাদের, এত আশারজ্জুতে যাহারা টানা পড়িতেছে, এত কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তি যাহাদের, তাহাদের কি কোন সুখ থাকে ?

ইদমদ্য ময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

অদ্য ইদানীং ময়া ইদং দ্রব্যং লব্ধম্ ইদং তদন্যৎ মনোরথং মনস্তুষ্টিকরং শীঘ্রমেব প্রাপ্স্যে ইদং পুরৈব সঞ্চিতং মম গৃহে অস্তি ইদমপি বহুতরং ধনং পুনঃ আগামিনি সম্বৎসরে মে ভবিষ্যতি অসৌ দেবদত্তনামা দুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ ময়া হতঃ অপরান্ সর্ব্বান্ অপি শত্রূন্ হনিষ্যে চ হনিষ্যামি ন কোঽপি মৎসকাশাজ্জীবিষ্যতি অহম্ ঈশ্বরঃ ন কেবলং মানুষো যেন মত্তুল্যোঽধিকোবা কশ্চিৎ স্যাৎ কিমেতে করিষ্যন্তি বরাকাঃ। সর্ব্বথা নাস্তি মত্তুল্যঃ কশ্চিদিত্যনেনাভিপ্রায়েণ ঈশ্বরত্বং বিবৃণোতি। যস্মাৎ অহং ভোগী সর্ব্বৈর্ভোগোপকরণৈরু-পেতঃ অহং সিদ্ধঃ পুত্রভৃত্যাদিভিঃ সহায়ৈঃ সম্পন্নঃ স্বতোঽপি বলবান্ তেজস্বী সুখী সর্ব্বথা নীরোগঃ। অহম্ আঢ্যঃ ধনী অভিজনবান্ কুলীনোঽপি অহমস্মি অতঃ ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ

ম ম শ
অস্তি ন কোঽপীত্যর্থঃ অহং যক্ষ্যে যাগেনাপ্যন্যান-

ম ম য ম
ভিভবিষ্যামি দাস্যামি ধনং স্তাবকেভ্যো নটাদিভ্যশ্চ ততশ্চ

ম ম ম
মোদিষ্যে মোদং হর্ষং লপ্স্যে নর্ত্তক্যাদিভিঃ সহ ইতি ইত্যেবং

ম
অজ্ঞানবিমোহিতাঃ অজ্ঞানেনাবিবেকেন বিমোহিতাঃ বিবিধং

ম ম
মোহং ভ্রমপরম্পরাং প্রাপিতাঃ অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ উক্তপ্রকারৈ-

ম ম
রনেকৈশ্চিত্তৈস্তত্তদ্দুষ্টসঙ্কল্পৈর্বিবিধং ভ্রান্তাঃ যতঃ মোহজাল-

ম
সমাবৃতাঃ মোহো হিতাহিতবস্তুবিবেকাসামর্থ্যং তদেব জালমাব-

রণাত্মকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ তেন সম্যগাবৃতাঃ সর্ব্বতোবেষ্টিতাঃ

ম ম
মৎস্যাইব সূত্রময়েন জালেন পরবশীকৃতা ইত্যর্থঃ অতএব

ম ম ম
স্বানিষ্টসাধনেষ্বপি কামভোগেষু প্রসক্তাঃ সর্ব্বথা তদেকপরাঃ

ম ম
প্রতিক্ষণমুপচীয়মানকল্মষাঃ সন্তঃ অশুচৌ বিন্মূত্রশ্লেষ্মাদিপূর্ণে

ম
নরকে বৈতরণ্যাদৌ পতন্তি ॥ ১৩—১৬ ॥

'অদ্য আমার ইহা লাভ হইল' 'এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব' 'আমার ইহা আছে' 'আবার এই ধন লাভ করিব' 'এই শত্রু আমি মারিয়াছি' 'এই সকল শত্রুকে মারিব' 'আমি ঈশ্বর' 'আমি ভোগী' 'আমি সিদ্ধ' 'আমি বলবান্' 'আমি সুখী' 'আমি ধনবান্' 'আমি কুলীন' 'আমার মতন আর কে আছে' 'আমি যজ্ঞ করিব' 'দান করিব' 'আমোদ করিব' এইরূপ অজ্ঞান-বিমোহিত ব্যক্তিগণ অনেক বিষয়ে নিযুক্ত চিত্তদ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মোহজালে আবৃত ও কামভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হইয়া থাকে ॥১৩। ৪।১৫।১৬॥

অর্জ্জুন—অসুর-ভাবাপন্ন লোকের গতি কি ?

ভগবান্—গতি নরক, আর কি হইতে পারে ? পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অসুর। এজন্য জগতে দুঃখও এত বেশী। ইহাদের স্বভাব আলোচনা করিয়া অতি সূক্ষ্মভাবেও কোন অসুর-ভাব যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহা ঘৃণার সহিত ত্যাগ কর।

অর্জ্জুন—বল।

ভগবান্—এই মূঢ়দিগের ধনতৃষ্ণা নিতান্ত প্রবল ; এই টাকা পাইলাম, এই পাইব—এত জমিলে আগামী বর্ষে এত জমিবে,—সর্ব্বদা এই চিন্তা করিয়া ইহারা নরকগামী হয়।

ইহারা আরও চিন্তা করে শত্রু ত সংহার করিয়াছি, আরও যে শত্রুতা করিবে তাহাকেও বিনাশ করিব—আমি ঈশ্বর—আমিই ভোগী, আমিই বলবান্, আমিই সুখী।

ইহারা সর্ব্বদা বলিয়া বেড়ায় ধনে মানে কুলে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—অনেক লোক ত আছে, কিন্তু আমার মতন কেহই নহে সব মানুষই ত আধ্লা। পুরো মানুষ এক আমিই আছি। আমি এবারে যজ্ঞ করিব, নর্ত্তকীভাট ইহারা আসিয়া আমার স্তব করিবে—আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দিব, লোকে তাই দেখিয়া আমার নাম করিবে—মূঢ়েরা অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করে।

ইহাদের চিত্তে কত প্রকারের ভ্রান্তি খেলা করে ! ইহারা সর্ব্বদা মোহজালে জড়িত—সর্ব্বদাই কাম ও ভোগে আসক্ত বলিয়া ইহারা শ্লেষ্মা মলমূত্র-পরিপূরিত বৈতরণী প্রভৃতি নরকে পড়িয়া ক্লেশভোগ করে।

অর্জ্জুন—বৈতরণী নদী কোথায় ?

ভগবান্—

নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা।
তপ্ততোয়া মহাবেগা অস্থিকেশ-তরঙ্গিণী।

বৈতরণী নদী দুর্গন্ধ-পূর্ণ, রক্তবহা। ইহার জল অতি উত্তপ্ত। ইহার স্রোত প্রচণ্ড। ইহার তরঙ্গ, অস্থি ও কেশময়। এই ভয়ানক নদী পার হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। এই নদী সর্ব্বদা উর্দ্ধগামী বাষ্প দ্বারা আকাশগামী প্রাণিসমূহকে আপনার জলে পাতিত করে। এইজন্য দেবগণও ভয়ে ইঁহার উপরের আকাশ পথ দিয়া গমন করেন না।

যমদ্বারং সমাবৃত্য যোজনদ্বয়বিস্তৃতা।
নিম্নং বহতি সম্পূর্ণা ভীষয়ন্তী জগল্ত্রয়ম্॥ কালিকাপুরাণ

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ সর্ব্বগুণবিশিষ্টা বয়মিত্যাত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং প্রাপিতা নতু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ অতএব স্তব্ধাঃ অনম্রাঃ যতঃ ধনমানমদান্বিতাঃ ধননিমিত্তো যো মানঃ আত্মনি পূজ্যত্বাতিশয়াধ্যাসঃ তন্নিমিত্তশ্চ যো মদঃ পরস্মিন্ গুর্ব্বাদাবপূজ্যত্বাভিমানস্তাভ্যামন্বিতাঃ তে দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া নতু শ্রদ্ধয়া নামযজ্ঞৈঃ নামমাত্রপ্রয়োজনৈর্যজ্ঞৈর্ন সাত্ত্বিকৈঃ অবিধিপূর্ব্বকম্ বিহিতাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতারহিতৈঃ যজন্তে অতস্তৎফলভাজো ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১৭॥

আপনা আপনি বড়, অতএব নম্রতাশূন্য, ধনমানমদান্বিত, এই অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম্মধ্বজী হইয়া, নামমাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করিয়া থাকে ॥১৭॥

অর্জ্জুন—ইহারা কি কেবল নামই চায়?

ভগবান্—ইহারা আত্মসম্ভাবিত। দশ জন ভদ্রব্যক্তি যাঁহাকে মান্য করে, তিনিই যথার্থ মানী। ইহারা আপনাকে আপনি বড় মনে করে। ইহারা কাজেকাজেই কাহারও কাছে নম্র

হয় না। ধনের গর্ব্বে ও আপনার মদগর্ব্বে পূর্ণ হইয়া, নামের জন্য ইহারা যজ্ঞ করে—বিধি-পূর্ব্বক এ যজ্ঞ হয় না। এ যজ্ঞে না থাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, না থাকে বেদ-বিধি মত দ্রব্য সঞ্চয়, না থাকে সদ্ ব্রাহ্মণ, না থাকে, ঠিক ঠিক মন্ত্র, না থাকে দক্ষিণা—কেবল লোক দেখান আড়ম্বর মাত্র। কাজেই এ যজ্ঞের আর কি ফল ফলিবে? ॥১৭॥

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥

রা
অহংকারং অনন্যাপেক্ষোঽহমেব সর্ব্বং করোমীত্যেবং রূপং

রা　　রা　　রা
তথা বলং সর্ব্বস্য করণে মদ্বলমেব পর্য্যাপ্তমিতি চ পরপরি-

রা　　রা
ভবনিমিত্তং শরীরগত-সামর্থ্যবিশেষং অতো দর্পং মৎসদৃশো নহি

শ　　রা　　ম
কশ্চিদস্তীতি সংশ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ কামং স্ত্র্যাদিবিষয়ং মমাভিলাষমাত্রেণ

রা　　ম　　রা
সর্ব্বং সম্পৎস্যত ইতি ক্রোধম্ অনিষ্টবিদ্বেষং মম যেঽনিষ্ট-

রা　　ম
কারিণস্তান্ সর্ব্বান্ হনিষ্যামীতি চ চকারাৎ পরগুণাসহিষ্ণুত্বরূপং

ম　　শ্রী
মাৎসর্য্যম্ এবমন্যাংশ্চ মহতো দোষান্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপরদেহেষু

ম
আত্মনাং তেষামাসুরাণাং পরেষাং চ তৎপুত্রভার্য্যাদীনাং চ দেহেষু

প্রেমাস্পদেষু তত্তদ্বুদ্ধি-কর্ম্মসাক্ষিভূতয়া সন্তমতিপ্রেমাস্পদমপি

রা
দুর্দ্দৈব-পরিপাকাৎ যদ্বা স্বদেহেষু পরদেহেষু অবস্থিতং সর্ব্বস্য

কারয়িতারং পুরুষোত্তমং মাম্ ঈশ্বরং প্রদ্বিষন্তঃ সন্তঃ মম শাসনং শ্রুতিরূপং তদুক্তার্থানুষ্ঠান-পরাঙ্মুখতয়া তদতিবর্ত্তিনং মে প্রদ্বেষন্তং কুর্ব্বন্তঃ কূটযুক্তিভিঃ মৎস্থিতৌ দোষমাবিষ্কুর্ব্বন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ ভবন্তি সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ভবন্তি বৈদিকমার্গস্থানাং গুর্ব্বাদীনাং কারুণ্যাদিগুণেষু প্রতারণাদিদোষারোপকাঃ ভবন্তি।

মামাত্মপরদেহেম্বিত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা—আত্মদেহে জীবানাবিষ্টে ভগবল্লীলাবিগ্রহে বাসুদেবাদি-সমাখ্যে মনুষ্যত্বাদিভ্রমাৎ মাং প্রদ্বিষন্তঃ তথা পরদেহেষু ভক্তদেহেষু প্রহ্লাদাদি-সমাখ্যেষু সর্ব্বদা-আবির্ভূতং মাং প্রদ্বিষন্ত ইতি যোজনা" ॥১৮॥

ইহারা অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধাদি আশ্রয় করিয়া উহাদের নিজের দেহে ও পরের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার আজ্ঞাবহ সাধু-সজ্জনকেও প্রতারকাদি দোষে দুষ্ট করে ॥১৮॥

অর্জ্জুন—তুমি যে ঈশ্বর তোমাকে ইহারা কি বলে এবং তোমাতে অনুরাগী সাধুদিগকে ইহারা কোন্ চক্ষে দেখে ?

ভগবান্—যাহারা অহংকারে সমস্ত মনুষ্যকে আধ্‌লাই দেখে, নিজে কেবল পুরো মানুষ; শরীরে কোন বল নাই তবু বলবান্, আমার বল না হইলে কি কিছু হয় এই যাহাদের উক্তি, এজন্য আবার দর্প, আমার সমান আর নাই, হবেও না তুমি যাই কেন বলনা, আমার স্ত্রী কি সাধে বশ—সব স্ত্রীলোক আমার ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হইতে পারে; আর যে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাকে কি আর শম্মা রাখেন ? একবারে ভিটায় ঘুঘু চরাই; টুকরো টুকরো ক'রে খেয়ে

[illegible]—এইরূপ অসুর যাহারা তাহারা কি আর ঈশ্বর মানে ? না সাধুজন মানে ? এই অসুরদের দেহেও আমি আছি। তাহাদের স্ত্রী-পুত্র দেহেও আছি, কিন্তু হতভাগ্যগণ বহুকূটযুক্তি দ্বারা আমার অস্তিত্বে দোষ আবিষ্কার করে—আমার স্পষ্ট আজ্ঞার প্রতিকূলে কার্য্য করে, আর যে সমস্ত সাধুসজ্জন আমার শাসন-বাক্য মত কার্য্য করে ; তাহাদিগকে ভণ্ড প্রতারক বলে—বলে ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ ! আমার ক্ষমা গুণ এই মূঢ়দিগের নিকট কাপুরুষত্ব দাঁড়াইয়া যায়। আরও ইহারা আমার রামকৃষ্ণাদি মায়া-মানুষদেহ দেখিয়া আমাকে মানুষই মনে করে ; আমার দ্বেষ করে, ভক্তাদিদেহে আবির্ভূত আমার চৈতন্যকে বিদ্বেষ করিয়া প্রহ্লাদাদিভক্তগণকে বহু ক্লেশ দেয়। ফলে নরকস্থ হয়।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯॥

ম ম শ শ
অহং সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরঃ মাং দ্বিষতঃ তান্ সর্ব্বান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষ-

স ম ম ম
ভূতান্ সাধুবিদ্বেষিণঃ ক্রূরান্ হিংসাপরান্ অতো অশুভান্ অশুভকর্ম্ম-

ম শ
কারিণঃ নরাধমান্ অতিনিন্দিতান্ অজস্রং সন্ততং সংসারেষু নরক-

শ শ্রী ম
সংসরণমার্গেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু আসুরীষু এব যোনিষু অতিক্রূরাসু

ম ম ম শ্রী
ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু ক্ষিপামি তত্তৎকর্ম্মবাসনানুসারেণ তাদৃশং

শ্রী ম
ফলং দদামি। এতাদৃশেষু দ্রোহিষু নাস্তি মমেশ্বরস্য কৃপেত্য-

ম ম
ত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ “অথ কপূয়চরণাঃ অভ্যাশেহ কপূয়াং

যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং

বেতি”। কুৎসিতকর্ম্মাণঃ শীঘ্রমেব কুৎসিতাং যোনিমাপদ্যন্ত ইতি শ্রুতেরর্থঃ ॥১৯॥

এই সকল [ঈশ্বর] দ্বেষী ক্রূর অশুভ কর্ম্মকারী নরাধমদিগকে আমি সংসারে অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি ॥১৯॥

অর্জ্জুন—তোমাকে যাহারা দ্বেষ করে তাহাদিগকে কি দণ্ড দাও?

ভগবান্—মৎ-বিদ্বেষী, নীচ, হিংসক, শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ হতভাগাদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ ব্যাঘ্রসর্পাদি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। শ্রুতিও বলেনঃ—“শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম যাহারা করে তাহারা নীচযোনি প্রাপ্ত হয় কখন কুক্কুর কখন শূকর কখন চণ্ডাল হয়” ইহারা ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নিজের দুঃখ ভোগ করে।

অর্জ্জুন—দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। প্রথম—মানুষের কাছে অপরাধ করিলে মানুষ যে দণ্ড দেয় তাহা বুঝিতে পারি দেখিতে পাই কিন্তু তোমার কাছে অপরাধী হইয়া মানুষ যে দণ্ড পায় কিরূপে তাহা জানা যায়—আর তুমিই যে দণ্ডদাতা তাহা কিরূপে নিশ্চয় হয়? তার পর ৯।২৯ শ্লোকে বলিয়াছ তোমার দ্বেষ্যও কেহ নাই তোমার প্রিয়ও কেহ নাই।

ভগবান্—বাস্তবিক আমি সর্ব্বভূতকে সমান দেখি ইহা ৯।২৯ শ্লোকে বেশ করিয়া বুঝাইয়াছি স্মরণ কর—এক্ষণে তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর শোন—কেহ সর্প ব্যাঘ্রাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, বা দংশনে পীড়িত হইয়া বহু ক্লেশ পায়, কেহ বিদ্যুত বজ্রাঘাতে মৃত হয়, যুদ্ধাদিতে মৃত বা আহত হয়, জলজানাদিতে জলমগ্ন হয়, কেহ বা রোগাদিতে বহু ক্লেশ পাইয়া মরে, কেহ বা নানাপ্রকারে মানসিক অশান্তি ভোগ করে ও পীড়াগ্রস্ত হয় এই যে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃখ মানুষ পায়—ইহা তাহাদের দুষ্কর্ম্মের শাস্তি মাত্র জানিও। ফলে মানুষ যাহা কিছু দুঃখ পায় তাহাই তাহার পাপের দণ্ড জানিও। এ দণ্ড দাতা আমি। আমি মানুষের হৃদ্দেশে অবস্থান করিতেছি তাহার সকল কার্য্যই দেখিতেছি, অন্যায় করিলেই তাহার কর্ম্মের ফলটি সঙ্গে সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিয়া থাকি কখন পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফল মানুষের প্রতি আনয়ন করিয়া দি, মানুষ বুঝিতে পারে না—বলে কবে কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার এই দণ্ড? ফলে সর্ব্ব-কর্ম্ম-প্রদাতা আমিই। কিন্তু তুমি জ্ঞান লাভ কর প্রকৃতিতে আত্মাভিমান করিও না প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছে—তুমি প্রকৃতির দিকে না চাহিয়া আমার শরণাপন্ন হও, মন্মনা হও, মদ্‌ভক্ত হও, সঙ্গে সঙ্গেই আমার কৃপা অনুভব করিবে আর সর্ব্বদা আমাতেই থাক, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল তোমার প্রকৃতিতে ভোগ হইবে কিন্তু তুমি যত দৃঢ়ভাবে আমাতে থাকিতে পারিবে ততই দুঃখ তোমার লাগিবে না। পূর্ণভাবে আমাতে থাকিলেই আর কোন দুঃখ থাকিবে না।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

হে কৌন্তেয়! যে কদাচিৎ আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ তে জন্মনি জন্মনি প্রতিজন্মনি মূঢ়াঃ তমোবহুলত্বেনাবিবেকিনঃ, ততঃ তস্মাদপি মাম্ অপ্রাপ্য এব অধমাং গতিং নিকৃষ্টতমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তি। যস্মাদেকদা আসুরীং যোনিমাপন্নানামুত্তরোত্তরং নিকৃষ্টতর-নিকৃষ্টতমযোনিলাভো ন তু তৎ প্রতীকারসামর্থ্যমত্যন্ততমো-বহুলত্বাৎ, তস্মাৎ যাবৎ মনুষ্যদেহলাভোঽস্তি তাবৎ মহতাঽপি প্রযত্নেন আসুর্য্যাঃ সম্পদঃ পরমকষ্টতমায়াঃ পরিহারায় ত্বরয়ৈব যথাশক্তি দৈবী সম্পদ্ অনুষ্ঠেয়া শ্রেয়োঽর্থিভিস্তথা তির্য্যগাদি দেহপ্রাপ্তৌ সাধনানুষ্ঠানাযোগ্যত্বাৎ ন কদাপি নিস্তারোঽস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপদ্যতেতি সমুদায়ার্থঃ। তদুক্তং "ইহৈব নরক-ব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ। গত্বা নিরৌষধং স্থানং সরুজঃ কিং করিষ্যতি" ॥ ২০ ॥

হে কৌন্তেয়! যে একবার আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় সে জন্মে জন্মে মূঢ় হয়। আমাকে না পাইয়া ঐ জন্ম হইতেও আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥২০॥

অর্জ্জুন—একবার অসুরযোনি প্রাপ্ত হইলে ইহাদের কোন্ গতি হয়?

ভগবান্—মানুষ যখন সৎ অসৎ বিচারবুদ্ধিহীন হয় যখন ভগবান্‌কে লাভ করা ভিন্ন তাহার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্যে নাই ইহা ধারণা করিতে অসমর্থ হয়, যখন তাঁহার শরণাপন্ন কি জন্য হইতে হয় ধারণা করিতে পারে না—যখন ভগবানকে ডাকা, তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া অনাবশ্যক মনে করে—এক কথায় বিচারশূন্য ও ভক্তিশূন্য যখন হয় তখনই অসুরভাবাপন্ন হয়। মোহ ইহাদিগকে এরূপে আচ্ছন্ন করে যে, ইহারা জড়ভাব কাটাইয়া ধর্ম্মের উদ্যোগ করিতে অসমর্থ হয়। ধর্ম্ম কর্ম্মের নামে, সাধু সঙ্গের নামে ইহাদের আলস্য অনিচ্ছা, অবিশ্বাস ইত্যাদি আইসে। প্রকৃতি এইরূপ দূষিত হইলে সহজে আর মানুষ উঠিতে পারে না। সৎকার্য্যে ইহাদের মতি হয় না। তখন স্বেচ্ছামত কার্য্য করিয়া ইহারা কেবল নীচেই নামিতে থাকে। তমোবাহুল্যপ্রযুক্ত কোন প্রতীকারে সমর্থ হয় না। এই হেতু যতদিন মনুষ্যদেহ আছে ততদিন আসুরী সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া অতিশীঘ্র দৈবী সম্পদ অনুষ্ঠানে ত্বরান্বিত হইবে। কারণ একবার তির্য্যগাদি যোনিতে পতিত হইলে নিস্তার নাই। তির্য্যগাদির দেহ সাধনের উপযোগী নহে। এই মহাসঙ্কটে পতিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া আবশ্যক—নতুবা ৮৪ লক্ষবার জনন মরণের ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য অতি দুরাচার হইলেও সৎসঙ্গে দোষত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হউক। ক্রমে ক্রমে সৎসঙ্গ সৎশাস্ত্র ও সাধনা সাহায্যে সে জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এবং শেষে আমাকে লাভ করিয়া সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিবে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

ম
কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইতি প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্ ইদং ত্রিবিধং

ম শ ম
ত্রিপ্রকারঃ নরকদ্বারং নরকস্য প্রাপ্তাবিদং দ্বারং সর্ব্বস্যা আসুর্য্যাঃ

সম্পদোমূলভূতং আত্মনঃ নাশনং সর্ব্ব-পুরুষার্থাযোগ্যতাসম্পাদনেনা-

ম ম ম

ত্যন্তাধমযোনিপ্রাপকং যস্মাদেতত্ত্রয়মেব সর্ব্বানর্থমূলং তস্মাৎ

শ

এতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ এতত্ত্রয়ত্যাগেনৈব সর্ব্বাপ্যাসুরী সম্পত্ত্যক্তা

ম

ভবতি ॥২১॥

কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার এবং আত্মার নাশের হেতু। অতএব এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে ॥২১

অর্জ্জুন—আসুরী সম্পদ্ হইতেই জীবের অধোগতি হয় বুঝিলাম কিন্তু কিরূপে জীব ইহা ত্যাগ করিবে কৃপা করিয়া তাহাই বল।

ভগবান্—আসুরী সম্পদের ভেদ অনন্ত কিন্তু সমস্ত আসুরী সম্পদকে কাম, ক্রোধ এবং লোভের অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া যায়। নতুবা একটি একটি করিয়া এই অনন্ত আসুরী সম্পদকে পরিহার করিতে যে ইচ্ছা করে তাহার এই শতবর্ষ আয়ুতে কুলায় না। এজন্য কাম ক্রোধ এবং লোভ রূপ নরকের তিন দ্বার রুদ্ধ কর। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রদ্বারা সাংখ্য জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও ভক্তি যোগ বেশ করিয়া বুঝিয়া লও এবং সর্ব্বভাবে আমাকে ভজনা কর তুমি এই তিন শত্রু জয় করিতে পারিবে।

এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২

ম

হে কৌন্তেয়! এতৈঃ কাম-ক্রোধলোভৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ

নরকসাধনৈঃ বিমুক্তঃ বিরহিতঃ নরঃ পুরুষঃ আত্মনঃ

শ্রী ম ম শ্রী

শ্রেয়ঃ সাধনং বেদবোধিতং তপোযোগাদিকং আচরতি ততঃ

শ শ্রী

পরাং গতিং মোক্ষং যাতি প্রাপ্নোতি ॥২২॥

হে কৌন্তেয়! মনুষ্য এই তিনটি নরক-দ্বার হইতে বিমুক্ত হইলেই আপনার শ্রেয় আচরণ করিতে পারে। তৎপরে পরম গতি লাভ করে ॥২২॥

অর্জ্জুন—কাম ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করিলে কি হয়?

ভগবান্—সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ-প্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। এই তিন রিপু বন্ধুরূপে ভুলাইয়া মানুষকে নরকে পাতিত করে এবং পুনঃ পুনঃ অধমযোনিতে নিপাতিত করিয়া নানাবিধ দুঃখ প্রদান করে। ইহাদিগকে শাস্ত্রবিধি মত কার্য্য দ্বারা দূর কর, উপদ্রব শান্ত হইয়া যাইবে—চেষ্টা করিতে করিতে তপস্যায় মতি হইবে ক্রমে তপস্যা প্রভাবে রজস্তমঃ দূর হইবে তখন সত্ত্বগুণের উদয় হইবে এবং আত্মজ্ঞানানুষ্ঠানে রুচি হইবে ॥২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।*
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩

যঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রং বেদঃ। তদুপজীবিস্মৃতি-পুরাণাদি চ। তস্য বিধিং তৎসম্বন্ধি বিধিলিঙাদিশব্দঃ কুর্য্যাদিত্যেবং প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনাত্মকঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহেতুর্ব্বিধিনিষেধাখ্যং উৎসৃজ্য অশ্রদ্ধয়া পরিত্যজ্য কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্ স্বেচ্ছামাত্রেণ বর্ত্ততে বিহিতমপি নাচরতি নিষিদ্ধমপ্যাচরতি সঃ সিদ্ধিং পুরুষার্থপ্রাপ্তিযোগ্যামন্তঃকরণশুদ্ধিং কুর্ব্বন্নপি ন আপ্নোতি ন সুখং ঐহিকং নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা প্রাপ্নোতি ॥২৩॥

* কামচারতঃ ইতি বা পাঠঃ।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না ; সুখও পায় না, মোক্ষও লাভ করিতে পারে না ॥২৩॥

অর্জ্জুন—যে পথে চলিলে শ্রেয় হয় তাহাত বলিলে, কিন্তু পথ প্রদর্শক কে ?

ভগবান্—শাস্ত্রই পথ প্রদর্শক। শাস্ত্র অর্থে প্রধানতঃ বেদকেই লক্ষ্য করিতেছি। এবং বেদার্থ সহজ করিবার জন্য স্মৃতিপুরাণাদি ও শাস্ত্র। যে শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে ধর্ম্ম করিতে চায় সে সিদ্ধি, সুখ বা মোক্ষ কিছুই পায় না।

অর্জ্জুন—কিন্তু শাস্ত্রও ত অনন্ত, বিধি নিষেধও অনেক—এক জীবনে সমস্ত শাস্ত্রের বিধি নিষেধ, জ্ঞান জ্ঞেয়, সমুদায় জানিয়া উঠা সহজ নহে সেখানে কর্ত্তব্য কি ?

ভগবান্—পীঠমালা তন্ত্রে মহাদেব বলিতেছেন "অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিমাম্বুমিশ্রম্" আরও ঐ শাস্ত্রে বলিতেছেন "তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ" সমস্ত শাস্ত্রের সারাংশ পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মকে জানিবার জন্যই শাস্ত্র। শাস্ত্র পাঠ করিয়া যদি পরব্রহ্মকে অনুভব করিবার প্রবৃত্তি না জন্মে—সংসার অনুরাগ শিথিল না হয়, তবে বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যদি শাস্ত্র অনুশীলনে পরমাত্মজ্ঞানের স্ফুরণ না হয় তখন মহাদেব বলিতেছেন "বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্" সত্য বটে শাস্ত্রেষণাতে যোগাভ্যাসের বিঘ্ন ঘটে কিন্তু আমি এস্থানে শাস্ত্রপাঠের কথা বলিতেছি না বলিতেছি স্বেচ্ছাচারে শাস্ত্রবিধি, শাস্ত্রপ্রদর্শিত আচারাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিলে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইবে না। যাঁহারা গুরু, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ সমস্ত জানেন তাঁহার আর শাস্ত্র দেখিয়া কর্ত্তব্য বিচার করিতে হইবে কেন ? যোগাভ্যাসশীলের পক্ষে প্রথম অবস্থায় শাস্ত্রানুশীলনে যোগের ক্ষতি হয় এজন্য মহাদেব নিষেধ করিতেছেন কিন্তু সাংখ্যজ্ঞানলাভ জন্য যেমন সৎসঙ্গ আবশ্যক সেইরূপ সৎশাস্ত্রও নিতান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরের আশ্রয়ে যোগ ও সাংখ্য অভ্যাস করিয়া চল; কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক বুঝিতে পারিবে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪॥

তস্মাৎ যস্মাৎ শাস্ত্রবিমুখতয়া কামাধীনপ্রবৃত্তিরৈহিকপারত্রিক-সর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্যা তস্মাৎ তে তব শ্রেয়োঽর্থিনঃ কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ কিং কার্য্যং কিমকার্য্যমিতি বিষয়ে শাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞান-

শ শ্রী ম ম
সাধনং অতঃ ইহ কর্ম্মাধিকারভূমৌ শাস্ত্রবিধানেন কুর্য্যান্নকুর্য্যা-

ম ম
দিত্যেবং প্রবর্ত্তনা-নিবর্ত্তনারূপেণ বৈদিক-লিঙ্গাদিপদেন উক্তং কর্ম্ম

ম
বিহিতং প্রতিষিদ্ধং চ জ্ঞাত্বা নিষিদ্ধং বর্জ্জয়ন্ বিহিতং ক্ষত্রিয়স্য

ম ম
যুদ্ধাদি কর্ম্ম ত্বং কর্ত্তুং অর্হসি সত্ত্বশুদ্ধিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥২৪॥

অতএব ইহা করণীয়, উহা অকরণীয় এই বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। সুতরাং এই কর্ম্মক্ষেত্রে শাস্ত্র বিধান মত যে কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহা জানিয়া কার্য্য করাই তোমার উচিত ॥২৪

অর্জ্জুন—এই অধ্যায়ের সার কি ?

ভগবান্—স্বেচ্ছাচার মত কায্য করিও না। স্বেচ্ছাচার মত কার্য্য করিলে কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাইবে। সমস্ত আসুরী সম্পদের মূল, সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণের কারণ, সর্ব্ব কল্যাণের প্রতিবন্ধক এই কাম, ক্রোধ ও লোভ। ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাহা শাস্ত্র-বিহিত, তাহা তোমার রুচিকর হউক আর না হউক, তাহাই অনুষ্ঠান-পরায়ণ হও, তোমার শ্রেয় হইবে।

অর্জ্জুন—শাস্ত্র ত আমাদের পরম উপকার করে তবে লোকে শাস্ত্র নিন্দা করে কেন ?

ভগবান্—যাহারা সমস্ত নিন্দা করে তাহারা শাস্ত্রও নিন্দা করে—ইহারা তোমার উপেক্ষার বস্তু। ব্যাসদেব শাস্ত্রসম্বন্ধে মহাভারত ভাবগতাদিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। "শাস্ত্রই সাধুগণের চক্ষু। তাঁহারা শাস্ত্রপ্রভাবেই সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর।" শান্তি ২৮ অঃ

"শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায় এই জন্য শাস্ত্র প্রয়োজনীয়। শান্তি পর্ব্ব ১২০

"শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণত-বুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা থাকে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে। যাঁহারা মূর্খের ন্যায় বাক্য-বাণধারণপূর্ব্বক

অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে তাহাদিগকে বিদ্যার বণিক্ বলিয়া গণ্য করা উচিত। শান্তিঃ ১৭৪

ব্যাসদেব ভাগবতে বলিতেছেন সত্ত্বৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ ততদিন সাত্বিকবৃত্তি রূপ নিবৃত্তি-শাস্ত্রাদির উপসনা করিবেন যতদিন আত্মপ্রত্যক্ষ এবং স্থূলসূক্ষ্ম দেহদ্বয় রূপ উপাধি ভঙ্গ না হয়। এই উপাধি ভঙ্গ হইলে তবে ভক্তি ও জ্ঞান উদিত হইবে। ভাগবত ১১।১৩-১-৬

ওঁ তৎসৎ

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
দৈবাসুরসম্পদিভাগযোগো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ
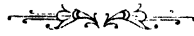
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ।

উক্তাঽধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে॥ শ্রীধরঃ
রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্॥ শ্রীধরঃ

অর্জ্জুন উবাচ।—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥১॥

হে কৃষ্ণ! (ম) ভক্তাঘকর্ষণ! যে (ম) পূর্ব্বাধ্যায়েন নির্ণীতাঃ ন দেববচ্ছাস্ত্রানুসারিণঃ (ম) কিন্তু (ম) শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রবিধানং (শ) শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্র- (শ) চোদনাম্ উৎসৃজ্য (শ) পরিত্যজ্য (ম) আলস্যাদিবশাদনাদৃত্য নাসুরবদশ্রদ্দধানাঃ (ম) কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারানুসারেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ (ম) শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যাঽন্বিতাঃ (শ)

শ শ শ ম
সংযুক্তাঃ সন্তঃ যজন্তে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি দেবপূজাদিকং কুর্ব্বন্তি তেষাং

ম ম শ ম
পূর্ব্বনিশ্চিতদেবাসুরবিলক্ষণানাং নিষ্ঠা অবস্থানং ব্যবস্থিতিঃ

ম ম নী শ্রী
কা কীদৃশী ? কিং সত্ত্বম্ আহো ইতিপ্রশ্নে কিং রজঃ অথবা

বি বি রা
তমঃ তৎ ব্রূহীত্যর্থঃ তেষাং কিং সত্ত্বে স্থিতিঃ কিং বা রজসি কিংবা

রা
তমসীত্যর্থঃ ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছে অথচ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক পূজাদি করে তাহাদের নিষ্ঠা কীদৃশী ? সাত্ত্বিকী বা রাজসী বা তামসী ?॥ ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বাধ্যায়ে দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাবের মনুষ্যের কথা কহিয়াছ।

(১) যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি নিষেধ জানেন এবং উহা জানিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের যোগ্য ; এজন্য দেব-স্বভাব-বিশিষ্ট।

(২) যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা করে এবং স্বেচ্ছাচারে যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করে তাহারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের অযোগ্য এজন্য অসুর। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায় ভিন্ন আর এক প্রকারের সাধক হইতে পারেন।

(৩) ইহাঁরা আলস্য বা ঔদাস্যবশতঃ শাস্ত্রবিধিমত চলেন না বটে কিন্তু স্বেচ্ছাচারও করেন না। ইঁহারা অজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রার্থ বোধে অসমর্থ তথাপি ইঁহারা বৃদ্ধব্যবহার অনুসরণ-পূর্ব্বক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ইঁহাদের শাস্ত্রে উপেক্ষা আছে এজন্য আসুরিক ভাব দৃষ্ট হয় ; আবার শ্রদ্ধাও আছে ইহা দেবভাব। ইঁহাদের নিষ্ঠা কি সত্ত্বসম্ভূত না রজস্তমো-জাত ? ইঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যেপূজাদি করেন সেরূপ পূজা যদি শাস্ত্রেও না থাকে অথবা শাস্ত্রের বিপরীত হয় তবে ঐ শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী রাজসী বা তামসী বলিবে ? ইঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৃদ্ধ-দিগের ব্যবহার মত ধর্ম্মকর্ম্ম করেন কিন্তু শাস্ত্র জানেন না শাস্ত্রবিধি মত সর্ব্ব কার্য্য করিতেও পারেন না ইঁহাদের কি তবে সিদ্ধিলাভ হয় না ? ইঁহাদের শ্রদ্ধা কিরূপ ? আমার আরও প্রশ্ন এই যাহারা রাগমার্গের আধিক্যবশতঃ শাস্ত্রবিধিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে—কিন্তু স্বেচ্ছাচার করে না তাহাদের শ্রদ্ধাই বা কিরূপ ?

ভগবান্—তোমার এই প্রশ্নের উত্তর পরে দিতেছি কিন্তু রাগমার্গে বেদবিধিলঙ্ঘনের কথা যাহা বলিলে সেখানে শ্রীভাগবত, বেদ অর্থে কর্ম্মকাণ্ড বলিতেছেন। শেষ অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ হইবেই।

শ্রীভগবানুবাচ।—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥

রা শ্রী শ শ
সর্ব্বেষাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা যস্যাং নিষ্ঠায়াং ত্বং পৃচ্ছসি

শ্রী শ শ রা
সা তু সাত্ত্বিকীদেবপূজাদিবিষয়া রাজসী যক্ষরক্ষঃপূজাদি-

শ শ
বিষয়া তামসী প্রেতপিশাচাদি পূজাবিষয়া চ ইতি ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা

শ
এব ভবতি। সা শ্রদ্ধা স্বভাবজা জন্মান্তরকৃতো ধর্ম্মাদিসংস্কারো

শ
মরণকালেঽভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে। ততো জাতা স্বভাবজা।

শ্রী শ্রী ম
তাং ইমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণু শ্রুত্বা চ দেবাসুরভাবং স্বয়-

ম
মেবাবধারয়েত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—দেহিদিগের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী স্বভাব-ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। ঐ শ্রদ্ধা স্বভাবজাত। ঐ ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর ॥২॥

ভগবান্—যে শ্রদ্ধার নিষ্ঠা বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শ্রদ্ধা সত্ত্ব রজঃতমঃ

প্রকৃতি ভেদে সাত্বিকী রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মই ইহার ভিত্তিভূমি; তজ্জন্য এই শ্রদ্ধা স্বভাবজাত।

অর্জ্জুন—স্বভাব কাহাকে বলিতেছ? শ্রদ্ধা স্বভাবজা ইহার অর্থ কি?

ভগবান্—মরণকালে অভিব্যক্ত জন্মান্তরকৃত যে কর্ম্মাদি সংস্কার, তাহারই নাম স্বভাব। মনুষ্য এই স্বভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই স্বভাবহেতু শাস্ত্রাদি অপেক্ষা না করিয়াও বাল্যকাল হইতেই আপনাআপনি মানুষের অন্তঃকরণে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাই ত্রিবিধ বলা হইতেছে।

কিন্তু শাস্ত্রাদি শ্রবণ মনন করিতে করিতে যে শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহা শুধু সাত্বিকী শ্রদ্ধা। এখানে শাস্ত্রোদ্ভাষিতা সাত্বিকী শ্রদ্ধার কথা বলিব না। স্বভাবজা শ্রদ্ধার কথা বলিব। ইহা শুনিয়া তুমি আপনিই আপনার প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিবে॥২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥

হে ভারত! (ম) মহাকুলপ্রসূত! সর্ব্বস্য (শ) প্রাণিজাতস্য বিবেকিনোঽ(শ্রী)বিবেকিনো বা (শ্রী) লোকস্য (ম) শাস্ত্রীয়বিবেকবিজ্ঞানশূন্যস্য তু লোকস্য (ম) শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা (শ) বিশিষ্টসংস্কারোপেতান্তঃকরণানুরূপা (শ) ভবতি (রা) সত্ত্বমন্তঃকরণং সর্ব্বস্য পুরুষস্যাঽন্তঃকরণানুরূপা শ্রদ্ধা ভবতি অন্তঃকরণং যাদৃশগুণযুক্তং তদ্বিষয়া শ্রদ্ধা জায়ত- ইত্যর্থঃ (রা) অন্তঃকরণং (ম) ক্বচিদুদ্রিক্তসত্ত্বমেব যথা দেবানাং, ক্বচিদ্রজসা- (ম) ভিভূতসত্ত্বং যথা যক্ষাদীনাং, ক্বচিত্তমসাভিভূতসত্ত্বং যথা ভূত- প্রেতাদীনাম্। মনুষ্যাণাং তু প্রায়েণ ব্যামিশ্রমেব। (ম) যদ্যেবং ততঃ (শ)

শ শ শ ম

কিং স্যাৎ ? অয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানশূন্যঃ কর্ম্মাধি-

ম রা শ শ্রী

কৃতপুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপরিণামঃ শ্রদ্ধাপ্রায়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ,

শ্রী ম রা

ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রীয়ত ইত্যর্থঃ অতঃ যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যঃ

রা রা

পুরুষো যাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স এব সঃ তাদৃশশ্রদ্ধাপ্রধানঃ ॥৩॥

হে ভারত ! সমস্ত লোকের শ্রদ্ধা তাহাদের অন্তঃকরণের অনুরূপ। এই সংসারী জীব শ্রদ্ধাময় [ইহার অন্তঃকরণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ অনুরাগময়]। অতএব যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেইরূপ। [যাঁহার সাত্ত্বিক বিষয়ে শ্রদ্ধা, তিনি দেবতাস্বরূপ ; যাহার রাজসিক বিষয়ে শ্রদ্ধা, সে রাক্ষসবৎ ; আর যাহার তামসিক বিষয়ে শ্রদ্ধা, সে ভূতপ্রেত-বৎ হয় ॥৩॥

অর্জ্জুন—স্বভাবজা শ্রদ্ধার কথা কি বলিবে ?

ভগবান্—যাহার যেরূপ অন্তঃকরণ, তাহার শ্রদ্ধাও সেইরূপ। এক্ষণে অন্তঃকরণের উৎপত্তি লক্ষ্য কর, শ্রদ্ধার বিষয় পরিষ্কার হইবে।

অর্জ্জুন—বল।

ভগবান্—অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের সত্ত্বগুণের ভাগ মিলিত হইয়া, অন্তঃকরণ হইয়াছে। পঞ্চভূতের পরমাণু বা পঞ্চতন্মাত্রই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত। অন্তঃকরণ সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া প্রকাশস্বভাব বিশিষ্ট। সত্ত্বপ্রধান হইলেও গুণ কখন একা থাকিতে পারে না বলিয়া, ঐ সত্ত্বের সহিত রজস্তমঃ জড়িত। দেবগণে এই অন্তঃকরণ উদ্রিক্ত সত্ত্ব, যক্ষাদি দেহে এই অন্তঃকরণ রজোগুণাভিভূত সত্ত্ব, ভূতপ্রেতাদি দেহে এই অন্তঃকরণ তমোগুণাভিভূত সত্ত্ব। মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই ইহা বিমিশ্র। অন্তঃকরণের বিচিত্রতা হেতু শ্রদ্ধাও বিচিত্র। যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা সে তৎস্বরূপ। যে যাহাকে পূজ্য মনে করিয়া উপাসনা করে সে উপাস্যের গুণবিশিষ্ট। সত্ত্বগুণ-প্রবল অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রজস্তমো গুণ-প্রবল অন্তঃকরণে রাজসী তামসী শ্রদ্ধা। পুরুষের অন্তঃকরণে কোন না কোন রূপ শ্রদ্ধা থাকিবেই ; এজন্য পুরুষকে শ্রদ্ধাময় বলিয়াছি। অন্তঃকরণকেই সত্ত্ব বলিয়াছি।

সত্ত্ব সংশুদ্ধিই চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধ অন্তঃকরণের যে শ্রদ্ধা, তাহাই নির্গুণভক্তির বীজ। শ্রদ্ধা নির্গুণ না হওয়া পর্য্যন্ত কাম। কামাত্মিকা সগুণ শ্রদ্ধার কথা পরে বলিতেছি।

শ্রদ্ধা সম্বন্ধে মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৬৪ অধ্যায়ে আছে "ব্রহ্মবিষয়িণী" শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন করে ও বিশুদ্ধ জন্মপ্রদান করিয়া থাকে। উহা ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম মন্ত্রবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধা প্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু উহা শ্রদ্ধাহীন হইলে কি মন্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

"জীব শ্রদ্ধাময়" এ সম্বন্ধে মহাভারত ২৪৬ অধ্যায়ে আছে, "জগতস্থ সমুদায় জীব শ্রদ্ধাময়। সমুদায় লোকেরই সত্ত্ব রজস্তম এই গুণত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা করিবে। তন্মধ্যে যাহার সত্ত্বগুণে শ্রদ্ধা, তিনি সাত্ত্বিক, যাহার রজগুণে শ্রদ্ধা, সে রাজস এবং যাহার তমোগুণে শ্রদ্ধা সে তামস।"

অর্জ্জুন—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা সাধক কোন্ ভূমিকা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন?

ভগবান্—ভগবান্ পতঞ্জলি সমাধি পাদের ২০শ সূত্রে বলিতেছেন—

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপূর্ব্বক ইতরেষাম্॥

অন্য সাধকের অর্থাৎ মুমুক্ষুর সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে উগ্র ইচ্ছা দ্বারা বীর্য্য বা প্রযত্ন পরে স্মৃতি বা ধ্যান বা তত্ত্বস্মরণ, পরে সমাধি এবং সমাধিদ্বারা প্রজ্ঞা জ্ঞানের উৎকর্ষ হয়। প্রজ্ঞাদ্বারাই যথার্থ বস্তু জানা যায়।

যোগিগণের সমাধির উপায় এই শ্রদ্ধা। নিরোধ সমাধি দুই প্রকারে হয়। শ্রদ্ধা-উপায় জন্য এবং অজ্ঞানমূলক উপায় জন্য। স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ। উপায়প্রত্যয়ঃ ভব-প্রত্যয়শ্চ। তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক সমাধি দেবগণের হয়। দেবগণের দেহ মাতা-পিতৃজ নহে। তাঁহাদের চিত্ত কেবল সংস্কার-বিশিষ্ট। সে চিত্ত বৃত্তিযুক্ত নহে। ইহার পরিণাম গৌণ মুক্তি অর্থাৎ সাযুজ্যাদি মুক্তি। দেবতাদের স্থূল দেহ নাই, চিত্তের বৃত্তি নাই—এইটি মুক্তির সদৃশ। কিন্তু সংস্কার থাকে, চিত্তের অধিকার থাকে; এইটি মুক্তির বন্ধন। যতদিন না চিত্ত আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করে ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম আছেই। এই জন্য গৌণ মুক্তির উপর আস্থা থাকা কর্ত্তব্য নহে।

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতি-লয়ানাম্।

চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্বের উপাসকগণই বিদেহ ও প্রকৃতিলয় বলিয়া অভিহিত। পঞ্চ মহা-ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ পদার্থের কোন একটিকে আত্মভাবনা করিয়া উপাসনা করিয়া যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা বিদেহ। আর প্রকৃতি অর্থে মূলপ্রকৃতি, এবং মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির উপাসকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তের মত থাকেন।

কিন্তু ইন্দ্রিয় উপাসকগণের মুক্তিকাল দশ মন্বন্তর "দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ"।

সূক্ষ্মভূত উপাসকগণের মুক্তিকাল শত মন্বন্তর "ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং" অহংকার উপাসকগণের সহস্র মন্বন্তর। মহত্তত্ত্ব উপাসকগণের দশসহস্র মন্বন্তর, এবং প্রকৃতি বা অব্যক্ত উপাসকের লক্ষ মন্বন্তর। আর নির্গুণ উপাসকের মুক্তি অনন্ত কাল।

বৌদ্ধা দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ।
নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

বায়ুপুরাণ।

দীর্ঘকাল সমাধিতে থাকিলেও যখন ব্যুত্থান আছে, আর ব্যুত্থান দশায় আবার পূর্ব্বের মতনই লয় বিক্ষেপ, রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হইতে হয়, তখন এরূপ সমাধিতে লাভ কি?

ভগবান্ বশিষ্ঠ এইজন্য বলেন—

'ব্যুত্থানে হি সমাধানাৎ সুষুপ্তান্ত ইবাখিলম্।
জগদ্দুঃখমিদং ভাতি যথাস্থিতমখণ্ডিতম্॥ ৩৪
প্রাপ্তং ভবতি হে রাম! তৎ কিন্নাম সমাধিভিঃ।
ভূয়োঽনর্থনিপাতে হি ক্ষণসাম্যেহি কিং সুখম্॥ ৩৫ উৎপত্তি।

সুষুপ্তি অন্তে যেমন পূর্ব্ববৎ সংসার ভাবনা আরম্ভ হয়, তেমনি সমাধি হইতে উত্থিত হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখপরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হয়। রাম! পুনর্ব্বার অনর্থ ভোগেই যদি নিপতিত হইতে হয় তবে ওরূপ ক্ষণিক সুখদায়ক সমাধিতে ফল কি?

এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি শ্রদ্ধাদি উপায় জন্য যে উপায়-প্রত্যয় সমাধি, তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান ব্যাস দেব ভাষ্যে বলিতেছেন—

উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ। সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি তস্য শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনঃ বীর্য্যং উপজায়তে। সমুপজাত বীর্য্যস্য স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে। স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তম্ অনাকুলং সমাধীয়তে। সমাহিত-চিত্তস্য প্রজ্ঞাবিবেকঃ উপাবর্ত্ততে, যেন যথাবৎ বস্তু জানাতি। তদভ্যাসাৎ তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধির্ভবতি।

চিত্তের প্রসন্নতাকে শ্রদ্ধা বলে। তত্ত্ব বিষয়ে উগ্র ইচ্ছাই চিত্তকে প্রসন্ন করে। এই জন্য তত্ত্ববিষয়ে উৎকট ইচ্ছাই শ্রদ্ধা। মঙ্গলদায়িনী এই শ্রদ্ধা বা তত্ত্ববিষয়ে উগ্র ইচ্ছা যোগিগণকে রক্ষা করে। মুমুক্ষুর বা শ্রদ্ধাবান্ বিবেক প্রার্থী যোগীর বীর্য্য বা প্রযত্ন উৎপন্ন হয়। বীর্য্য উৎপন্ন হইলে তত্ত্ব স্মরণ বা ধ্যান হয় ইহাই স্মৃতি। স্মৃতিদ্বারা চিত্ত স্থির ভাবে সমাধি করিতে পারে। চিত্ত সমাহিত হইলে জ্ঞানের উৎকর্ষ হয়। এতদ্দ্বারাই নিত্যবস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা যায়। উগ্রইচ্ছা, প্রযত্ন, তত্ত্বস্মরণ, সমাধি ও জ্ঞান এই গুলি বারংবার অভ্যাস করা চাই এবং দৃশ্যপ্রপঞ্চে বৈরাগ্য ভাবনা করা চাই। এইরূপ করিলে জ্ঞান জন্মিবেই।

তবেই দেখ শ্রদ্ধার উপকারিতা কত?

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥

জনাঃ শাস্ত্রীয়বিবেকহীনাঃ যে স্বাভাবিক্যা শ্রদ্ধয়া দেবান্ রুদ্রাদীন্ সাত্ত্বিকান্ যজন্তে পূজয়ন্তি তে সাত্ত্বিকা জ্ঞেয়াঃ যে চ যক্ষরক্ষাংসি যক্ষান্ কুবেরাদীন্ রক্ষাংসি চ রাক্ষসান্ নৈঋর্তিপ্রভৃতীন্ রাজসান্ যজন্তে তে রাজসাঃ জ্ঞেয়াঃ যে চ প্রেতান্ বিপ্রাদয়ঃ স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতা দেহপাতাদূর্দ্ধং বায়বীয়ং দেহমাপন্নাঃ উল্কামুখকটপূতনাদিসংজ্ঞাঃ প্রেতা ভবন্তীতি মনূক্তান্ পিশাচবিশেষান্ ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চ তামসান যে যজন্তে তেঽন্যে এতেভ্যো বিলক্ষণাঃ জনাঃ তামসাঃ জ্ঞেয়াঃ। অন্য ইতি পদং ত্রিষ্বপি বৈলক্ষণ্যদ্যোতনায় সম্বধ্যতে ॥ ৪ ॥

যাঁহারা দেবতা পূজা করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক; যাঁহারা যক্ষরক্ষের পূজা করেন, তাঁহারা রাজস; আর অন্য যে সমস্ত ব্যক্তি ভূতপ্রেতাদির পূজাকরে, তাহারা তামস ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন—শাস্ত্রীয়জ্ঞানোদ্ভাসিত শ্রদ্ধা সর্ব্বদা সাত্ত্বিক; কিন্তু তুমি স্বভাবজা শ্রদ্ধার কথা বলিতেছিলে।

ভগবান্—শাস্ত্রীয় বিবেকশূন্য হইলেও যে স্বভাবজা শ্রদ্ধা দ্বারা মনুষ্য রুদ্রাদি দেবতার পূজা করে, তাহাই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। আর কুবেরাদি যক্ষ এবং নৈঋতাদি রাক্ষসকে যে শ্রদ্ধা দ্বারা পূজা করা হয়, তাহা রাজসী; আর ভূত-প্রেতাদিকে যে শ্রদ্ধা দ্বারা পূজা করা হয়, তাহা তামসী জানিও।

অর্জ্জুন—ভূত-প্রেতাদি কাহারা?

ভগবান্—ব্রাহ্মণাদি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে মৃত্যুর পরে বায়বীয় দেহ ধারণ করিয়া উল্কামুখ কট পূতনাদি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহংকার-সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

ম
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ দম্ভো ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনম্ অহঙ্কারোঽহমেব

ম
শ্রেষ্ঠঃ ইতি দুরভিমানঃ তাভ্যাং সংযুক্তাঃ সম্যগ্যুক্তাঃ

ম শ্রী
কামরাগবলান্বিতাঃ কামে কাম্যমানবিষয়ে যো রাগঃ আসক্তিঃ তন্নিমিত্তং

ম ম ম
বলমত্যুগ্রদুঃখসহনসামর্থ্যং তেনান্বিতাঃ বলবদ্দুঃখদর্শনেঽপ্যনিবর্ত্তমানাঃ

ম ম
যে অচেতসঃ বিবেকশূন্যাঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং দেহেন্দ্রিয়-

ম
সংঘাতাকারেণ পরিণতং পৃথিব্যাদি ভূতসমুদায়ং কর্শয়ন্তঃ বৃথোপ-

ম শ্রী ম
বাসাদিনা কৃশীকুর্ব্বন্তঃ। অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং ভোক্তৃরূপেণ-

ম　শ　ম
স্থিতং মাং চৈব অন্তর্যামিত্বেন বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিভূতমীশ্বরং কর্শয়ন্তঃ

শ　শ্রী
মদনুশাসনাকরণমেব মৎকর্শনং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তঃ অশাস্ত্র-

ম　ম
বিহিতং শাস্ত্রেণ বেদেন প্রত্যক্ষেণানুমিতেন বা ন বিহিতং ঘোরং

ম　ম　বি　বি　ম　ম　বি
পরস্যাত্মনঃ পীড়াকরং প্রাণিভয়ঙ্করং তপঃ তপ্তশিলারোহণাদি অশাস্ত্রীয়ং

বি　ম　ম
জপযাগাদিকং তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি তান্ ঐহিকসর্ব্বভোগবিমুখান্ পরত্র চ

ম　ম　শ্রী
অধমগতিভাগিনঃ সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্টান্ আসুরনিশ্চয়ান্ আসুরো-

শ্রী　ম　ম　ম
হতিক্রূরো বেদার্থবিরোধিনিশ্চয়ো যেষাং তান্ মনুষ্যত্বেন প্রতীয়-

ম
মানানপ্যাসুরকার্য্যকারিত্বাদসুরান্ বিদ্ধি জানীহি ॥ ৫—৬ ॥

দম্ভ, অহঙ্কার সংযুক্ত হইয়া কাম্য বিষয়ে আসক্তি জন্য অতি ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে সমস্ত মনুষ্য অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যাচরণ করে এবং অবিবেকী হইয়া শরীরস্থ ভূত সম্প্রদায়কে কৃশ করিয়া অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে আসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত জানিও ।৫-৬।

অর্জ্জুন—শাস্ত্রীয় বিবেকশূন্য হইয়াও যাহারা পূর্ব্ব কর্ম্মফলে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়, তাহাদের গতি বুঝিলাম ; কিন্তু যাহারা রজস্তমো গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কি হয় ?

ভগবান্—রজস্তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরও যদি কথঞ্চিৎ পুণ্য থাকে, তবে তৎপরিপাক বশতঃ তাহারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয় এবং শাস্ত্রীয় সাধনতৎপর হইয়া সৎপথে চলিতে থাকে ; কিন্তু যে সমস্ত রজস্তমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি দুর্দ্দৈব বশতঃ দুর্জ্জন সঙ্গে পতিত হয় এবং রজস্তমঃ ত্যাগ করে না,

তাহারা অশাস্ত্র-বিহিত ঘোর তপস্যা দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দেহকে এবং সাক্ষিভূত আমাকেও কৃশ করে। ইহারা অসুর-ভাবাপন্ন; ইহাদের গতি নরকে।

অর্জ্জুন—অশাস্ত্রবিহিত কার্য্যের দুই একটা দৃষ্টান্ত দাও।

ভগবান্—শাস্ত্র অষ্টাদশ প্রকার। সাম, ঋক্, যজুঃ অথর্ব্ব এই চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ এই ষড়ঙ্গ; মীমাংসা, ন্যায়, স্মৃতি, অষ্টাদশ পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, এবং অর্থশাস্ত্র। বেদ যাহাকে গর্হিত বলিয়াছেন, এবং যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা অবিহিত বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহাই অশাস্ত্রবিহিত।

গী

অশাস্ত্রবিহিতং=কৌলিকাদ্যাগমেন বিহিতম্।

নী

ঘোরং=স্বমাংসহোমেন, ব্রাহ্মণ-লোহিতাদিনা বা দেবতা সন্তর্পণাদ্যাত্মকম্।

কৌলিকগণের বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রমত স্বদেহ মাংসদ্বারা বা ব্রাহ্মণরক্ত দ্বারা হোম করিয়া যে ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করা, তাহা অশাস্ত্রবিহিত। তপ্তশিলারোহণাদিও অশাস্ত্রবিহিত।

অর্জ্জুন—উপবাসাদি দ্বারা শরীর কৃশ হয়। তবে কি উপবাস একবারেই ত্যাগ করা উচিত?

ভগবান্—শাস্ত্রবিহিত উপবাস—যেমন একাদশী ব্রত, রামনবমী ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত, শিব-রাত্রি ব্রত, মহাষ্টমী ব্রত,—এ সমস্ত অবশ্যকরণীয়। কিন্তু বৃথা উপবাস দ্বারা শরীর কৃশ করা কর্ত্তব্য নহে।

অর্জ্জুন—দম্ভ, অহংকার, কাম, রাগ, বল এইগুলির অর্থ বল।

ভগবান্—আমি ধার্ম্মিক, আমি দাতা, আমি পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি,—এইরূপে নিজ ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপন করিয়া ধর্ম্মধ্বজী হওয়াই দম্ভের কার্য্য।

আমি শ্রেষ্ঠ, আমার মত ধনবান্ কে আছে ইত্যাদি দুরভিমানই অহংকার। কাম অর্থে অভিলাষ।

কাম্যবস্তুতে আসক্তিই রাগ। কাম্যবস্তু প্রাপ্তিজন্য অতি সাহস করা, তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখ সহন-সামর্থ্যই বল।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥

শ্রী ম ম

সর্ব্বস্য জনস্য ন কেবলং শ্রদ্ধৈব ত্রিবিধা কিন্তু আহারঃ অপি

অন্নাদিঃ অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ইষ্টঃ ভবতি তথা যজ্ঞঃ দেবতোদ্দেশেন

দ্রব্যত্যাগঃ তপঃ কায়েন্দ্রিয়শোষণং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দানং পরস্বত্বা-

ম　　ম
পত্তিফলকঃ স্বস্বত্বত্যাগঃ। তেষাম্ আহার-যজ্ঞ-তপো-দানানাং ভেদং

ম　ম　ম
সাত্ত্বিক-রাজস-তামস-ভেদং ময়া ব্যাখ্যায়মানম্ ইমং শৃণু॥ ৭॥

সর্ব্বপ্রাণীর প্রিয় আহারও তিন প্রকার। সেইরূপ যজ্ঞ তপ এবং দানও ত্রিবিধ; এ সকলের প্রকার-ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৭॥

অর্জ্জুন—শ্রদ্ধার প্রকার ভেদ, শুনিলাম, কিন্তু আহারাদির ভেদও কি সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক?

ভগবান্—শুধু আহার কেন? যজ্ঞ তপ এবং দানও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক-ভেদে তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন—যজ্ঞ কি?

ভগবান্—দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ।

অর্জ্জুন—আর তপঃ?

ভগবান্—কায়েন্দ্রিয়-শোষণকারী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহই প্রধান তপস্যা।

অর্জ্জুন—দান?

ভগবান্—গো সুবর্ণাদি দান

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥৮॥

শ্রী
আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ আয়ুঃ জীবিতং সত্ত্বং

ম　শ্রী　ম　ম
চিত্তধৈর্য্যং উৎসাহঃ বলবতি দুঃখেঽপি নির্ব্বিকারত্বাপাদকং বলং

শ্রী　ম　শ্রী　ম
শক্তিঃ শরীরসামর্থ্যম্ আরোগ্যং রোগরাহিত্যং সুখং ভোজনানন্তরাহ্লা-

ম　ম
দস্তৃপ্তিঃ প্রীতিঃ ভোজনকালেঽনভিরুচিরাহিত্যমিচ্ছোৎকণ্ঠ্যং তেষাং

ম শ্রী ম
বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ-বৃদ্ধিহেতবঃ রস্যাঃ রসবন্তঃ আস্বাদ্যাঃ-মধুররসপ্রধানাঃ

শ শ্রী শ্রী
স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ স্থিরাঃ দেহে সারাংশেন চিরকালাঽবস্থায়িনঃ হৃদ্যাঃ

শ ম ম
হৃদয়প্রিয়াঃ দুর্গন্ধাশুচিত্বাদিদৃষ্টাদৃষ্টদোষশূন্যাঃ আহারাঃ চর্ব্য-চোষ্য-

ম ম ম
লেহ্য-পেয়াঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ সাত্ত্বিকানাং প্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

যে সকল আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে এবং যাহা চিত্ততৃপ্তিকর, তাহাই সাত্ত্বিকদিগের প্রিয় ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—সাত্ত্বিক আহার কি ?

ভগবান্—(১) যাহা খাইলে আয়ু দীর্ঘ হয়—যেমন ক্ষীর।

(২) যাহাতে শরীরের অবসাদ দূর হয়—যেমন ঘৃত।

(৩) যাহা খাইলে দুর্ব্বল শরীরে বল হয়—যেমন দুগ্ধ।

(৪) যাহা খাইলে পীড়া আরোগ্য হয়—যেমন তিক্তদ্রব্য।

(৫) যাহা ভোজন করিলে পরে তৃপ্তি পাওয়া যায়—যেমন মধু।

(৬) যাহা ভোজনকালেই রুচিবর্দ্ধক—যেমন পায়স।

(৭) রসযুক্ত—রসাল বস্তু।

(৮) স্নেহযুক্ত—মাখমাদি।

(৯) যাহার সারাংশ দেহে স্থায়িভাবে থাকে—হবিষ্যান্ন ও কদলী কাঁচা।

(১০) যে খাদ্য দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়প্রিয়—দুর্গন্ধশূন্য এবং অশুচিশূন্য। যেমন পায়স ঘৃত মধু মিশ্রিত আহার।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ-শোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥

শ শ
কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণঃ অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সর্ব্বত্র যোজ্যঃ

ম ম ম
অতিকটুঃ নিম্বাদিঃ অত্যম্লাতিলবণাত্যুষ্ণাঃ প্রসিদ্ধাঃ

ম ম ম
অতিতীক্ষ্ণঃ মরীচাদিঃ অতিরুক্ষঃ স্নেহশূন্যঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ

শ্রী ম
অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ দুঃখং তাৎকালিকীং

পীড়াং শোকং পশ্চাদ্ভাবি দৌর্ম্মনস্যম্ আময়ং রোগঞ্চ ধাতু-

ম ম
বৈষম্যদ্বারা প্রদদতীতি আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ সাত্ত্বিকৈশ্চৈত

ম
উপেক্ষণীয়া ইত্যর্থঃ ॥৯॥

অতিকটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, রুক্ষতাকারক তাপ-বৰ্দ্ধক, দুঃখ-শোক-রোগ-জনক, -এতাদৃশ আহার, রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন—রাজস আহার কি?

ভগবান্—(১) অতি কটু—নিম্বাদি

(২) অতি অম্ল—কাঁচা তেঁতুল প্রভৃতি।

(৩) অতি লবণ

(৪) অতি উষ্ণ

(৫) অতি ঝাল—মরীচাদি

(৬) অতি রুক্ষ—রুক্ষিকর

(৭) দাহ কর

এই সমস্ত খাদ্য রাজস ব্যক্তির প্রিয়। এই সমস্ত খাদ্য ভোজনকালে পীড়াদায়ক পরেও ইহাদের দ্বারা মন অপ্রসন্ন থাকে, ধাতুবৈষম্য জন্য রোগাদি উৎপাদন করে। সাত্ত্বিক ব্যক্তি এই সমস্ত আহার একেবারেই ত্যাগ করিবেন।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

শ শ্রী
যাতযামং মন্দপক্কং যদ্বা যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্কস্যৌদনাদে-

শ্রী শ্রী শ্রী ম
স্তদ্‌যাতযামম্ শৈত্যাবস্থাংপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ গতরসং নিষ্পীড়িতসারং উদ্ধৃত-

ম শ শ্রী
সারং মথিতদুগ্ধাদিঃ পূতি দুর্গন্ধং পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্কম্ উচ্ছিষ্টং

শ শ শ্রী
ভুক্তাবশিষ্টং অমেধ্যম্ অযজ্ঞার্হম্ অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি চ যৎ ভোজনং

ম ম শ্রী ম
ভোজ্যং তৎ তামসপ্রিয়ং তামসস্য প্রিয়ং সাত্ত্বিকৈরতিদূরাদু-

ম
পেক্ষণীয়ম্ ॥১০॥

যে খাদ্য অর্দ্ধ-পক্ক বা অতি-পক্ক বা অতিশীতল, নীরস বা শুষ্ক, যাহা দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ক, উচ্ছিষ্ট ও যাহা যজ্ঞাবশিষ্ট নহে এজন্য অশুচি, তাহাই তামসগণের প্রিয় ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—তামস আহার কি ?

ভগবান্—(১) যাতযাম খাদ্য অর্থাৎ অর্দ্ধ পক্ক বা যাহা একপ্রহর পূর্ব্বে পাক করা হইয়াছে অথবা অতি পক্ক।

(২) গতরস—যাহার সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে—মথিত দুগ্ধাদি।

(৩) পূতি—যে আহারে দুর্গন্ধ হইয়াছে, পচা।

(৪) পর্য্যুষিত—বাসি।

(৫) উচ্ছিষ্ট—অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট।

(৬) অমেধ্য—যাহা যজ্ঞাবশিষ্ট নহে—অশুচি।

অর্জ্জুন—এই যে তিন প্রকার খাদ্য বলিলে, ইহারা কি পরস্পর-বিরোধী ?

ভগবান্—কটু-আদি রাজস আহার এবং প্রহরাতীত শ্রেণী তামস-আহার ; রসাদি শ্রেণী সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী।

যে খাদ্য অতি কটু তাহা সরস খাদ্যের বিরোধী। এইরূপ রুক্ষে স্নিগ্ধে বিরোধ, অতি তীক্ষ্ণ বা বিদাহী খাদ্য—ধাতু পোষক স্থির আহারের বিরোধী ; অতি উষ্ণ হৃদ্যত্বের বিরোধী ; এইরূপ তামসও সাত্ত্বিকের বিরোধী জানিও।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ অফলার্থিভিঃ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিতয়া ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতৈঃ পুরুষৈঃ যষ্টব্যম্ এব ভগবদারাধনত্বেন যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়ম্ ইতি ইত্যেবং মনঃ সমাধায় নিশ্চিত্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা বিধিদিষ্টঃ শাস্ত্রচোদনাদিষ্টঃ শাস্ত্রদিষ্টঃ মন্ত্রদ্রব্যক্রিয়াদি-ভির্যুক্তঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে নির্ব্বর্ত্ত্যতে অনুষ্ঠীয়তে সঃ সাত্ত্বিকঃ জ্ঞেয়ঃ॥১১

কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, বিধানের আদেশে অর্থাৎ ভগবদারাধনার জন্য যজ্ঞ করা অবশ্যকর্ত্তব্য—এই বোধে শাস্ত্রমত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন—এক্ষণে ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বল। সাত্ত্বিক যজ্ঞ কি?

ভগবান্—ঐহিক পারত্রিক কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না—শুধু তুমি প্রসন্ন হও এইরূপ কেবল ভগবৎ-প্রীতিকামনায় যে দ্রব্যত্যাগ, ইহার নাম যজ্ঞ। এইরূপে সর্ব্বফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্যবোধে শাস্ত্রবিধি মত যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহার সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক।

অর্জ্জুন—ভগবৎপ্রীতি কামনা কি ফলাকাঙ্ক্ষা নহে?

ভগবান্—ইহা শুভ ফলাকাঙ্ক্ষা। বিষয়-ভোগজন্য ধনজনস্বর্গাদি-কামনাকেই অশুভ-ফলাকাঙ্ক্ষা বলা হইয়াছে। অশুভ-ফলাকাঙ্ক্ষাই ত্যাজ্য। ভগবৎপ্রীতি জন্য কর্ম্মে সর্ব্বলোকের উপর সমান ব্যবহার হয়, 'আপন' 'পর' এ প্রভেদ থাকে না—সর্ব্ব জগৎ নারায়ণাত্মক—কোন প্রাণীকে বঞ্চিত করা, কাহারও পীড়া দেওয়া, কাহারও নিন্দাচর্চ্চা করা হইতে পারেনা। কারণ সর্ব্বজীবেই তিনি। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত, তিনি নারায়ণের দাস, তজ্জন্য জগতের দাস; নিজের জন্য তিনি কিছুই চাননা, প্রভুর সেবাই তাঁহার কার্য্য; কাজেই নর-

সেথায় তিনি ব্যস্ত; কারণ প্রতিনরেই নারায়ণ রহিয়াছেন। আর দেখ যজ্ঞ দুইপ্রকার; নিত্য ও কাম্য। যাহারা নিকৃষ্ট অধিকারী, তাহারা স্বর্গাদি কামনা করিয়া যজ্ঞ করে; ইহা কাম্য। আর যাহারা উচ্চ অধিকারী, তাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া যাবজ্জীবন যজ্ঞ করে; ইহাই নিত্য। তন্মধ্যে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যজ্ঞই সাত্ত্বিক।

অর্জ্জুন—কর্ম্মত্যাগ, বাসনাত্যাগ, কামনা ত্যাগ—এতৎ সম্বন্ধে তুমি কোন্ অর্থে এই সমস্ত ব্যবহার করিয়াছ?

ভগবান্—জ্ঞানী ভিন্ন একবারে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ, বা সর্ব্বকামনা ত্যাগ, কেহ করিতে পারেনা। বিনা কর্ম্মত্যাগে, বিনা বাসনাত্যাগে কখনও ভগবানকে পাওয়া যায়না। কিন্তু যাহারা একবারে ইহা ত্যাগ করিতে না পারে, তাহারা শুভ বাসনা, শুভ কর্ম্ম রাখুক; তাহা হইলেও ক্রমে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাকেও ত্যাগ বলে।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২॥

ফলং কাম্যং স্বর্গাদি অভিসন্ধায় উদ্দিশ্য নত্বন্তঃকরণ-শুদ্ধিং তু নিত্যপ্রয়োগ-বৈলক্ষণ্যসূচনার্থঃ অপিচ দম্ভার্থম্ এব ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনার্থং যৎ ইজ্যতে যথাশাস্ত্রং যো যজ্ঞোঽনুষ্ঠীয়তে হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক কেবল ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপন জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস জানিও॥ ১২॥

অর্জ্জুন—রাজস যজ্ঞ কি?

ভগবান্—ধনরত্ন স্বর্গাদি প্রাপ্তিরূপ ফল কামনা যাহাতে থাকে এবং লোকে নিজের ধার্ম্মিকত্ব প্রকাশও যাহার উদ্দেশ্য, তদ্রূপ যজ্ঞ রাজস। ইহারা পারলৌকিক ফলপ্রাপ্তি জন্যও যজ্ঞ করে; কোথাও বা কেবল ধার্ম্মিকত্ব-খ্যাপন জন্য করে; কখন বা দুইই অভিপ্রায় থাকে॥

অর্জ্জুন—"চৈব" শব্দ কেন?

ভগবান্—ইহা বিকল্প ও সমুচ্চয় অর্থে ব্যবহৃত। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অর্থ ইহা দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥

বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যং বিধিবিপরীতম্ অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণেভ্যো ন সৃষ্টং ন দত্তমন্নং যস্মিন্ যজ্ঞে সঃ তং অন্নদানহীনং মন্ত্রহীনং মন্ত্রতঃ স্বরতো বর্ণতশ্চ বিযুক্তং অদক্ষিণং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাবিরহিতং শ্রদ্ধাশূন্যং যজ্ঞং তামসং তমোনির্ব্বৃত্তং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

বিধিহীন, অন্নদানশূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধারহিত, যজ্ঞকে তামস বলে ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন—তামস যজ্ঞ কি?

ভগবান্—শাস্ত্রবিধির বিপরীত, যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন দান না করা হয়, যে যজ্ঞে উদাত্ত অনুদাত্তস্বরে মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, যে যজ্ঞে দক্ষিণা নাই, যে যজ্ঞ ব্রাহ্মণাদির প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ বশতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস যজ্ঞ।

অর্জ্জুন—মন্ত্রহীন অর্থে বলিতেছ—মন্ত্রের স্বর যদি ঠিক না হয় অথবা মন্ত্রের বর্ণ যদি হীন হয়—তাহা হইলে মন্ত্রহীন হইল। স্বরহীন বা বর্ণহীন হইলে কি মিথ্যাপ্রয়োগ হয়? মন্ত্রের যে অর্থ, সে অর্থ কি হয় না? একটা দৃষ্টান্ত দাও।

ভগবান্—ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য যখন বৃত্রাসুর যজ্ঞ করেন, তখন ঋত্বিক্‌গণ "ইন্দ্রশত্রু-বর্দ্ধস্ব" এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ইন্দ্রশত্রু এই পদের স্বর অন্যরূপে উচ্চারিত হওয়াতে ইন্দ্রই বৃত্রের বধকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

দেব-দ্বিজ-গুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং দেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবসূর্য্যাগ্নিদুর্গাদয়ঃ দ্বিজাঃ দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাঃ গুরবঃ পিতৃমাত্রাচার্য্যাদয়ঃ প্রাজ্ঞাঃ গুরু-ব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ তেষাং পূজনং প্রণাম-শুশ্রূষাদি যথাশাস্ত্রং শৌচম্ মৃজ্জলাভ্যাং শরীরশোধনং আর্জ্জবম্ অকৌটিল্যং ভাবশুদ্ধিশব্দেন মানসে তপসি বক্ষ্যতি শারীরং তু আর্জ্জবং বিহিত-প্রতিষিদ্ধয়োরেকরূপপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিশালিত্বং ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচরণং নিষিদ্ধমৈথুননিবৃত্তিঃ অহিংসা প্রাণিনামপীড়নং চ শারীরং শরীর প্রধানৈঃ কর্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা—এই গুলিকে শারীরিক তপস্যা বলে ॥১৪॥

অর্জ্জুন—তপঃ তিন প্রকার বলিয়াছ, তাহা কি কি?

ভগবান্—শারীরিক তপস্যার কথা শোন

(১) ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা অগ্নি সূর্য্যাদি দেবতার প্রণাম শুশ্রূষাদি যথাশাস্ত্র পূজা।

(২) জ্ঞানবান্ আচারবান্ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা প্রণাম

(৩) পিতামাতা আচার্য্যাদির সেবা

(৪) তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিদিগের সৎকার।

(৫) মৃত্তিকা জল ইত্যাদি দ্বারা শরীর-শুদ্ধি।

(৬) সরলতা (মানসিক)

(৭) ব্রহ্মচর্য্য—মৈথুনাদি ত্যাগ—ভোগ্যভাবে স্ত্রীদিগের প্রতি দৃষ্টি না করা।

(৮) অহিংসা—প্রাণি পীড়ন না করা।

ইত্যাদি শারীরিক তপস্যা।

শারীর তপো মধ্যে প্রণাম, সেবা, মৃত্তিকা জল দ্বারা শরীর—শুদ্ধি, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এইগুলি অভ্যাস করা চাই। প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ"—ক্রিয়া যোগ আয়ত্ত করিতে ভগবান্ পতঞ্জলিও উপদেশ করিতেছেন। তপস্যার প্রথম অঙ্গগুলি এখানে বলা হইল।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

অনুদ্বেগকরং ন কস্যচিৎ ভয়দুঃখকরং সত্যং প্রমাণ-মূলমবাধিতার্থং প্রিয়ং শ্রোতুস্তৎকালশ্রুতিসুখং হিতং পরিণামে সুখকরং চ চকারো বিশেষণানাং সমুচ্চয়ার্থঃ—অনুদ্বেগ-করত্বাদি বিশেষণচতুষ্টয়েন বিশিষ্টং নত্বেকেনাপি বিশেষণেন ন্যূনং যদ্বাক্যং যথা শান্তো ভব বৎস! স্বাধ্যায়ং যোগং চানুতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতীত্যাদি তদ্বাঙ্ময়ং বাচিকং তপঃ শরীরবৎ স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব যথাবিধি বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে ॥১৫॥

অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্য প্রিয় ও হিতজনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস এই সকল বাঙ্ময় তপস্যা বলিয়া কথিত হয় ॥১৫॥

অর্জ্জুন—দ্বিতীয় প্রকার তপস্যা কি?

ভগবান্—বাঙ্ময় তপস্যা। ইহা যাহা, তাহা শ্রবণ কর।

(১) যাহাতে কাহারও দুঃখ বা ভয় উপস্থিত না হয়, এরূপ সদালাপ।

(২) সত্য বাক্য বলা—যাহা প্রমাণমূলক এবং যাহার অর্থ বাধ হয় না।

(৩) প্রিয় বাক্য বলা—শ্রবণকালে সুখকর।

(৪) হিতকর—পরিণামে সুখকর

(৫) স্বাধ্যায়াভ্যাস—বেদাভ্যাস। এইগুলিকে বাক্যময় তপস্যা বলে। যেমন—বৎস, শান্ত হও। স্বাধ্যায় ও যোগ অনুষ্ঠান কর। তোমার শুভ হইবে ইত্যাদি।

তপস্যার দ্বিতীয় অঙ্গ বেদাভ্যাস—অধ্যাত্ম শাস্ত্র অভ্যাস, প্রণবের অর্থ ভাবনা—প্রিয় বাক বলিতে অভ্যাস করা

চ চকারটি দ্বারা সমস্ত বিশেষণগুলি একত্র লইতে হইবে। অনুদ্বেগকর সত্য প্রিয় ও হিতজনক এই চারিটি বিশেষণের একটিও যদি না থাকে, তবে বাঙ্ময় তপস্যা হইল না।

মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাব-সংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥

মনঃপ্রসাদঃ মনসঃ প্রসাদঃ প্রশান্তিঃ স্বচ্ছতা বিষয়চিন্তা-ব্যাকুলত্বরাহিত্যং সৌম্যত্বং সর্ব্ব-লোকহিতৈষিত্বং প্রতিষিদ্ধাচিন্তনং মৌনং মুনিভাবঃ একাগ্রতয়া—আত্মচিন্তনং নিদিধ্যাসনাখ্যং বাক্-সংযমহেতুর্ম্মনঃসংযমঃ আত্মবিনিগ্রহঃ মনোনিরোধঃ মনসো বিশেষেণ সর্ব্ববৃত্তিনিগ্রহো নিরোধঃ সমাধিরসংপ্রজ্ঞাতঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ ভাবস্য

ম ম
হৃদয়স্য সংশুদ্ধিঃ সম্যক্‌প্রকার-কাম ক্রোধ-লোভাদি-মল-নিবৃত্তিঃ পরৈঃ

ম ম ম
সহ ব্যবহারকালে মায়া-রাহিত্যম্ ইত্যেতৎ এবং প্রকারং তপঃ

মানসম্ উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

চিত্তের প্রসন্নতা, প্রশান্তমূর্ত্তিত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি—এই সমস্ত মানসিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥১৬॥

অর্জ্জুন—তৃতীয় প্রকার তপস্যা কি ?

ভগবান্—মানস তপস্যা। ইহাতে—

(১) চিত্তের প্রসাদ—বিষয় বাসনায় অনাকুলতা।

(২) সৌম্যত্ব—মুখাদির প্রসন্নতাকর অন্তঃকরণ-ভাব।

(৩) মৌন—আত্মচিন্তন জন্য ভিতরের ও বাহিরের বাক্যসংযম।

(৪) আত্মবিনিগ্রহ—চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

(৫) ভাবশুদ্ধি—কামক্রোধ লোভাদি মালিন্যের নিবৃত্তিহেতু অন্যের সহিত ব্যবহারেও নিষ্কপটতা।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥

ম ম ম
তৎ পূর্ব্বোক্তং ত্রিবিধং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ তপঃ

ম ম ম
পরয়া প্রকৃষ্টয়া অপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কশূন্যয়া শ্রদ্ধয়া আস্তিক্য-

ম ম
বুদ্ধ্যা অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাভিসন্ধিশূন্যৈঃ যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ

ম ম ম ম
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারৈঃ নরৈঃ অধিকারিভিঃ তপ্তম্ অনুষ্ঠিতং

শ শ
সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥১৭॥

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে যে সকল ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই ত্রিবিধ তপস্যা করেন, তাঁহাদের তপস্যা সাত্ত্বিক ॥১৭॥

অর্জ্জুন--এই তপস্যা সমূহের কি সাত্ত্বিকাদি ভেদ আছে?

ভগবান্—বাচিক কায়িক ও মানসিক তপস্যা যখন ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং পরমশ্রদ্ধাসহকৃত হয়, তখন সাত্ত্বিক।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥

ম
সৎকারমানপূজার্থং সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণ

ম শ্রী
ইত্যেবমবিবেকিভিঃ ক্রিয়মানা স্তুতিঃ বাক্‌পূজা মানঃ

ম ম ম
প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ পূজা পাদপ্রক্ষালনর্চ্চনাধনদানাদিঃ তদর্থং

ম ম
দম্ভেন এব চ কেবলং ধর্ম্মধ্বজিত্বেনৈব চ নত্বাস্তিক্যবুদ্ধ্যা

ম
যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ অস্মিন্নেব লোকে ফলদং-

ম ম ম ম
ন পারলৌকিকং চলম্ অত্যল্পকালস্থায়িফলম্ অধ্রুবং ফলজনকতা-

ম ম ম
নিয়মশূন্যং তৎ তপঃ রাজসং প্রোক্তং শিষ্টৈঃ ॥ ১৮ ॥

সৎকার, মান, পূজার জন্য এবং ধর্ম্মধ্বজিত্ব জন্য যে তপস্যা, তাহা রাজস। এই তপস্যা চঞ্চল ও অনিশ্চিত ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন—কায়িক বাচিক ও মানসিক তপস্যা কখন্ রাজস?

ভগবান্—লোকে বলিবে ভারি সাধু, ভারি তপস্বী, কোথাও গেলে মহাসম্মান হইবে,—লোকে পাদ-প্রক্ষালন করিয়া কত নজর দিবে ইত্যাদি মনে ভাবিয়া যে সমস্ত ধর্ম্মধ্বজী তপস্যার অনুষ্ঠান করেন—যে তপস্যার ফল ক্ষণিক প্রতিষ্ঠামাত্র—অথচ সকলেই যে প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই,—এরূপ তপস্যা রাজস ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রী ম
মূঢ়গ্রাহেণ অবিবেককৃতেন আত্মনঃ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য

শ
পীড়য়া পরস্য উৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থং যৎ তপঃ

শ্রী
ক্রিয়তে তৎ তামসং উদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯ ॥

অবিবেকবশতঃ শরীরাদিকে পীড়া দিয়া বা অন্য প্রাণীর বিনাশার্থ যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা তামস ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—তামস তপস্যা কি?

ভগবান্—শত্রুবধ করিবার জন্য হোম করা, যজ্ঞ করা, জপ করা, রাজা হইবার জন্য কঠোর করা এবং লোক দেখান সাধনা ইত্যাদি তামস ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে সংক্রান্ত্যাদৌ গ্রহণাদৌ পাত্রে চ ষড়ঙ্গবিদ্‌বেদপারগ ইত্যাদৌ। আচারনিষ্ঠায়েত্যর্থঃ। দাতব্যং শাস্ত্রচোদনাবশাৎ ইতি এবং নিশ্চয়েন নতু ফলাভিসন্ধিনা যৎ দানং তুলাপুরুষাদি দীয়তে তৎ এবম্ভূতং দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

যে দান "দেওয়া কর্ত্তব্য" এই নিশ্চয়ে, দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায়, এবং প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—দানের সম্বন্ধে কিছু বলিলে না?

ভগবান্—সাত্ত্বিক দানের কথা বলি শোন। যে দান কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যদেশে, সংক্রান্তি গ্রহণ ইত্যাদি পুণ্যকালে এবং সাধু পাত্রে করা হয়, দান করিয়া যখন তাহাতে কোন প্রত্যুপকারের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেইরূপ দান সাত্ত্বিক। শাস্ত্রে আছে—সাধুকে ব্রহ্মচারীকে দান করিবে; যাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করে, তাহারাই দানের পাত্র। আর যাহারা "উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ" যাহারা বিদ্যাশিক্ষা করে নাই, যাহারা ব্রহ্মচর্য্য করে না, এরূপ অসাধুকে শুধু মমতা বা করুণা বশে দান করিলে সে দান সাত্ত্বিক হয় না।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

প্রত্যুপকারার্থং কালান্তরে মাময়মুপকরিষ্যতীত্যেবং দৃষ্টার্থং

ম শ
ফলং বা স্বর্গাদিকম্ উদ্দিশ্য যৎ পুনঃ দানং তু পরিক্লিষ্টং খেদ-

ম ম ম
সংযুক্তং কথমেতাবদ্‌ব্যয়িতমিতি পশ্চাত্তাপযুক্তং যথা ভবতোবং চ

দীয়তে তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১ ॥

প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদি ফল উদ্দেশ করিয়া অতিকষ্টে যে দান করা যায়, তাহাকে রাজস দান বলে॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—আর রাজস দান কাহাকে বলে?

ভগবান্—ইহাকে দান করিতেছি, এ ব্যক্তি কখন আমার উপকার করিবে—এই মনে করিয়া যে দান, অথবা এই দান করিতেছি, ইহার ফলে আমার স্বর্গবাস হইবে—এরূপ ভাবে যে দান, অথবা যে দান করিয়া মনে হয় "কেন এত দান করিলাম" এরূপ দানকে রাজস দান বলে॥২১॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥

শ শ ম শ
অদেশ কালে অদেশে অপুণ্যোদেশে অশুচিস্থানে অকালে পুণ্য-

শ শ্রী
হেতুত্বেনাঽপ্রখ্যাতে সংক্রান্ত্যাদিবিশেষরহিতে অশৌচাদিসময়ে

শ ম ম
অপাত্রেভ্যশ্চ মূর্খতস্করাদিভ্যঃ বিদ্যাতপোরহিতেভ্যো নটবিটাদিভ্যঃ

শ শ ম ম
অসৎকৃতং প্রিয়ভাষণ-পাদপ্রক্ষালন-পূজাদি-সৎকারশূন্যং অবজ্ঞাতং

শ্রী
পাত্রতিরস্কারযুক্তং যদ্দানং দীয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ২২ ॥

অসৎকার এবং অবজ্ঞা পূর্ব্বক অদেশ, অকাল এবং অপাত্রে যে দান তাহাকে তামস দান বলে ॥ ২২ ॥

অর্জ্জুন—তামস দান কি ?

ভগবান্—যে দান অধর্ম্মক্ষেত্রে, অশুচিস্থানে, অনুপযুক্তকালে, অশৌচাদি সময়ে, মূর্খ তস্করাদি বা বিদ্যাতপস্যা-বিরহিত ব্যক্তিকে, পাদপ্রক্ষালন, প্রিয়ভাষণ, পূজাদি কোন সৎকার না করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক দেওয়া যায়, তাহাকেই তামস দান বলে ॥ ২২ ॥

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

ওঁ তৎসৎ ইতি এবংরূপঃ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ নির্দ্দেশঃ নির্দ্দিশ্যতেঽনেনেতি নির্দ্দেশঃ প্রতিপাদকশব্দঃ নামেতিযাবৎ। অভিধানং বা ত্রিবিধঃ ওমিতি, তদিতি, সদিতি তিস্রো বিধা অবয়বা যস্য সঃ স্মৃতঃ চিন্তিতঃ বেদান্তেষু ব্রহ্মবিদ্ভিঃ তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ কর্ত্তারঃ বেদাশ্চ করণানি যজ্ঞাঃ চ কর্ম্মাণি পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতাঃ প্রজাপতিনা। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদিসৃষ্টি-হেতুত্বেন তদ্‌বৈগুণ্যপরিহারসমর্থো মহাপ্রভাবোঽয়ং নির্দ্দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

'ওঁ তৎ সৎ' ব্রহ্মের এই তিন অবয়ব যুক্ত নাম ব্রহ্মবিদ্‌'গণ চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই তিন নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তা, বেদরূপ করণ এবং যজ্ঞরূপ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—আসুরী সম্পদের মূল,—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ। শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্মদ্বারা এই তিনটি দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিয়াছ। কর্ম্ম যাহা যাহা বলিতেছ তন্মধ্যে আহার, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রধান। শাস্ত্রবিধিমত, সাত্ত্বিকভাবে আহার, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিতেই তোমার আজ্ঞা। কিন্তু শাস্ত্রবিধিমত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলেও কখন কখন কর্ম্মের অঙ্গহানি হওয়া সম্ভব। শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্ম, এত অধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট যে ঠিক ঠিক শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিয়া চলা যায় না; সে ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য?

ভগবান্—দেখ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারাই চিত্তমল। ইহারা রাগ দ্বেষ জন্মায়। রাগ দ্বেষ যতক্ষণ চিত্তে থাকে' ততক্ষণ চিত্ত অশুদ্ধ। কর্ম্ম ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না। কর্ম্ম কিন্তু নিষ্কাম-ভাবে করা চাই অর্থাৎ আমার প্রীতি জন্য কর্ম্ম কর, কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না। আহার, যজ্ঞ, দান ও তপ সাত্ত্বিকভাবে করিতে হইলে, ঈশ্বরপ্রীতি জন্য করিতেছি স্মরণ করিতে হয়। আমাকে সর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা উগ্রভাবে স্মরণ করাই আমাতে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ জানিও। 'ওঁ' 'তৎ' 'সৎ' এই তিনটি আমার নাম। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে এই তিন মন্ত্র স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ বেদ এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই জন্য বিহিত কর্ম্মের প্রমাদযুক্ত বৈগুণ্য, পরিহার জন্য 'ওঁ তৎ সৎ' ভাবনা করিয়া সকল কর্ম্ম করিবে।

অর্জ্জুন—"ওঁ তৎসৎ" ইহার এত মাহাত্ম্য কিরূপে?

ভগবান্—'ওঁ' ইহা ব্রহ্মের নাম। 'তৎ' ও ব্রহ্মের নাম। 'সৎ' ও ব্রহ্মের নাম।

ওমিত্যক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠং তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি প্রিয়নাম-গ্রহণ মিব লোকঃ ইতি ছান্দোগ্যে।

'ওঁ' এই শব্দ পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ নাম। প্রিয় নাম গ্রহণে কাহাকেও ডাকিলে সে যেমন সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ এই নামে পরমাত্মাকে ডাকিলে, তিনি প্রসন্ন হয়েন। ওমিতি ব্রহ্মেতি তৈত্তিরীয়ে। সর্ব্ব শ্রুতিতেই ওঁকে ব্রহ্মের নাম বলা হইয়াছে।

নী

তদিতি "এতস্য মহতো ভূতস্য নাম ভবতীতি তৈত্তিরীয়কে। "তত্ত্বমসি" ইতি ছান্দোগ্যে তৎ এই শব্দ এই মহাভূতের নাম। তিনি তুমি।

নী

আবার "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি ছান্দোগ্যে। হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সৎই ছিলেন। ইত্যাদি।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ 'ওঁ তৎসৎ' এই সনাতন মহামন্ত্রকে কর্ম্মবৈগুণ্য পরিহারের নিমিত্ত সহজ প্রায়শ্চিত্তরূপে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। 'ওঁ তৎসৎ' এই বাক্য স্মরণ করিয়া লৌকিক বা

বৈদিক—আহার, যজ্ঞ, তপ, দান যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই বৈগুণ্য নিবারিত হয়। এই জন্য এই বাক্যের মাহাত্ম্য এত ॥ ২৩ ॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

যস্মাৎ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম প্রসিদ্ধং তস্মাৎ ওমিতি উদাহৃত্য ওঙ্কারোচ্চারণানন্তরং ব্রহ্মবাদিনাং বেদবাদিনাং বিধানোক্তাঃ বিধিশাস্ত্রবোধিতাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা প্রবর্ত্তন্তে প্রকৃষ্টয়া বৈগুণ্যরাহিত্যেন বর্ত্তন্তে। যস্যৈকাবয়বোচ্চারণাদপ্য বৈগুণ্যং কিং পুনস্তস্য সর্ব্বস্যোচ্চারণাদিতি স্তুত্যতিশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

এইজন্য ওঁ এইশব্দ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—'ওঁ তৎসৎ' ইহা উচ্চারণ করিয়া কেহ কি যজ্ঞ দান তপঃক্রিয়া করিয়া থাকেন ?

ভগবান্—সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণের ত কথাই নাই ; কিন্তু ওঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ব্রহ্মবাদিগণ সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করেন। ওঁ ইহাই পরমাত্মার নাম। ঐ নাম স্মরণে কর্ম্মের অঙ্গহানি জন্য বৈগুণ্য কাটিয়া যায় ॥ ২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

তৎ ইতি তত্ত্বমসীত্যাদি-শ্রুতি-প্রসিদ্ধং তদিতি ব্রহ্মণো নামো-

ম ম
দাহৃত্য ফলম্ অনভিসন্ধায় অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ

শ্রী শ
পুরুষৈঃ বিবিধাঃ ক্ষেত্র-হিরণ্যপ্রদানাদিলক্ষণাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ

শ্রী
দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাজনেন

শ্রী
মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাৎ তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া বিবিধ যজ্ঞ তপঃ এবং দান ক্রিয়া করেন ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—ব্রহ্মবাদিগণ ওঁ উচ্চারণ করিয়া কর্ম্ম করেন কিন্তু 'তৎ' কাঁহারা উচ্চারণ করেন ?

ভগবান্—মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অন্তর্গত তৎশব্দ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ দান তপঃ ইত্যাদি করিয়া থাকেন। ইঁহারা কোন ফলাকাঙ্ক্ষা রাখেন না; কেবল চিত্তশুদ্ধিই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। নাম-মাহাত্ম্যে তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং ইঁহারাও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

ম শ
হে পার্থ! সদিত্যেতৎ ব্রহ্মণো নাম সদ্ভাবে অসতঃ সম্ভাবে।

শ ম ম
যথাঽবিদ্যমানস্য পুত্রস্য জন্মনি অবিদ্যমানত্বশঙ্কায়াং বিদ্যমানত্বে

শ শ শ ম
সাধুভাবেচ অসদ্বৃত্তস্যাসাধোঃ সদ্বৃত্ততা সাধুভাবঃ তস্মিন্ অসাধুত্ব-

ম ম ম
শঙ্কায়াং সাধুত্বে চ প্রযুজ্যতে শিষ্টৈঃ তথা প্রশস্তে মাঙ্গলিকে

শ শ
কর্ম্মণি বিবাহাদৌ সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে প্রযুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ! সদ্ভাব, সাধুভাব ও মাঙ্গলিক কার্য্যে এই সৎশব্দ প্রযুক্ত হয়॥ ২৬॥

ভগবান্ -সদ্ভাবে অর্থাৎ অস্তিত্বে, অমুক বস্তু আছে কি নাই এই আশঙ্কাস্থলে। সাধুভাবে অর্থাৎ অমুক বস্তু পবিত্র কি অপবিত্র এই আশঙ্কাস্থলে। প্রশস্তকর্ম্ম যেমন বিবাহাদি মঙ্গল কর্ম্মে॥ ২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ যা স্থিতিঃ তৎপরতয়াবস্থিতিঃ নিষ্ঠা সাপি সৎ ইতি চ উচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। তদর্থীয়ং পরমেশ্বরপ্রাপ্ত্যর্থং কৃতং ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণং বা কর্ম্ম চ এব সৎ ইতিএব অভিধীয়তে। তস্মাৎ সদিতি নাম কর্ম্মবৈগুণ্যাপনোদনসমর্থং প্রশস্ততরম্॥ ২৭॥

যজ্ঞ তপস্যা এবং দানে যে নিষ্ঠা-তৎপরতা, তাহাকেও সৎ বলে এবং যে কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা হয় তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয়॥ ২৭॥

অর্জ্জুন—আর "সৎ" কোথায় উচ্চারণ করিতে হয়?

ভগবান্—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতি উক্ত "সৎ" শব্দটি পুত্র আছে কি নাই এই অস্তিত্ব আশঙ্কায়—কোন কিছু অসাধু কি সাধু এরূপ সংশয় স্থলে উচ্চারিত হয় তাহাতেই বৈগুণ্যদোষ যদি থাকে, কাটিয়া যায়। বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যেও ইহা উচ্চারিত হয়। যজ্ঞ তপ, দান ইত্যাদির নিষ্ঠা এবং ভগবৎপ্রীতির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মহাত্মাগণ 'সৎ' শব্দ উচ্চারণ করেন।

অর্জ্জুন—যজ্ঞে তপসি দানেচ স্থিতিঃ—স্থিতি শব্দের অর্থ কি ?

ভগবান্—স্থিতি অর্থে তৎপর হইয়া অবস্থান ; নিষ্ঠা। যজ্ঞ দান তপস্যায় তৎপর হইয়া অবস্থান,—ইহার অর্থ এই যে একান্ত আগ্রহসহকারে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিবার যে দৃঢ় সঙ্কল্প।

যতদিন জ্ঞান না হইতেছে, ততদিন কর্ম্ম করা উচিত। কি স্নানাহারাদি লৌকিক কর্ম্ম, কি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সন্ধ্যা পূজাদি বৈদিক কর্ম্ম—সকল কর্ম্মই ওঁতৎসৎ উচ্চারণ করিয়া করা উচিত ; "তুমি প্রসন্ন হও" ইহা মনে রাখিয়া যে কর্ম্ম করা যায় অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই ওঁতৎসৎ বলিয়া পরে "তুমি প্রসন্ন হও" ইহা ভাবনা করিয়া কর্ম্ম করিলে—সে কর্ম্ম কখন নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতেই পারে না। যাহারা জপে রস পায় না তাহারা 'তুমি প্রসন্ন হও' স্মরণ করিয়া যদি জপ করে তবে নিশ্চয়ই সুন্দর রূপে আনন্দের সহিত জপ করিতে পারে ! কর্ম্ম করিবার কৌশল ইহাই। ইহাতে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না ; থাকে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা-ভিক্ষারূপ শুভবাসনা। তুমি ওঁ, তুমি তৎ, তুমি সৎ, ইহা স্মরণ করিয়া তোমাকে ভাবনা করিতে করিতে "তুমি প্রসন্ন হও" ইহা প্রতি জপ উচ্চারণ সময়ে স্মরণ করিতে করিতে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই শ্রীভগবানে অর্পিত হয় ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

অশ্রদ্ধয়া যৎ হুতং হবনং কৃতং অগ্নৌ দত্তং যৎ ব্রাহ্মণেভ্যঃ যৎ তপঃ তপ্তং যৎচ অন্যৎ কর্ম্ম কৃতং স্তুতিনমস্কারাদি তৎসর্ব্বং অশ্রদ্ধয়া কৃতং অসৎ ইতি উচ্যতে মৎপ্রাপ্তিসাধনমার্গবাহ্যত্বাৎ। অতঃ ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশেন ন তস্য সাধুভাবঃ শক্যতে কর্ত্তুং সর্ব্বথা তদযোগ্যত্বাচ্ছিলায়া ইবাঙ্কুরঃ তৎ কস্মাদসদিত্যুচ্যতে শৃণু হে পার্থ ! চ যস্মাৎ তদশ্রদ্ধাকৃতং তৎ ন প্রেত্য পরলোকে ফলতি নো ইহ নাপীহ

লোকে যশঃ সাধুভির্নিন্দিতত্বাৎ অস্মিন্নধ্যায়ে আলস্যাদিনা অনাদৃতশাস্ত্রাণাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং বৃদ্ধব্যবহারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানানাং শাস্ত্রানাদরেণাসুরসাধর্ম্ম্যেণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকানুষ্ঠানেন চ দেবসাধর্ম্ম্যেণ কিমাসুরা অমী দেবাবেত্যর্জ্জুনসংশয়বিষয়াণাং রাজসতামসশ্রদ্ধা-পূর্ব্বকং রাজস-তামস যজ্ঞাদিকারিণোঽসুরাঃ সাস্ত্রীয়জ্ঞানসাধনা-নধিকারিণঃ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাপূর্ব্বকং সাত্ত্বিকযজ্ঞাদিকারিণস্তু দেবাঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানসাধনাধিকারিণ ইতি শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যপ্রদর্শনমুখেনাহারাদি-ত্রৈবিধ্যপ্রদর্শনেন চ ভগবতা নির্ণয়ঃ কৃত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্যকিছু অনুষ্ঠিত হয় সে সমস্তই অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। তাহা না পরলোকে, না ইহলোকে [কোন ফলদানে সমর্থ] ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—'ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করিলেই যদি কর্ম্মের সমস্ত দোষ দূর হয় তবে অসুর-গণ অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যজ্ঞাদি করে, তাহাকেও ওঁতৎসৎ বলিলেই ত সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারে?

ভগবান্—পাষাণ বা শিলাতে বীজ বপন করিলে তাহা কখন অঙ্কুরিত হয় না। সেইরূপ অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোন কার্য্য করিয়া যদি ওঁতৎসৎ উচ্চারণ কর, তাহা কোন ক্রমেই কর্ম্মের শুদ্ধি-সাধক হয় না। অর্জ্জুন! তুমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। তৎকালেও ওঁতৎসৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিও; যদি কোন বৈগুণ্য ঘটে—তবে ভগবান্ তাহা দূর করিয়া দিয়া থাকেন।

অর্জ্জুন—এই অধ্যায়ে সার কথা কি বলিলে?

ভগবান্—তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,—যাহারা আলস্য বা ঔদাস্যবশতঃ শাস্ত্রবিধির অনুসরণ করেনা, অথচ স্বেচ্ছাচারও করেনা, কিন্তু বৃদ্ধব্যবহার অনুসরণপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞদান তপঃ প্রভৃতি কার্য্য করে, তাহারা দেবতা না অসুর? আমি এই অধ্যায়ে দেখাইলাম যে,

শাস্ত্রজ শ্রদ্ধা সর্ব্বদা মঙ্গলপ্রদা। কিন্তু স্বভাবজা শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধা। এতন্মধ্যে রাজস তামস শ্রদ্ধাসহ যাহারা রাজস-তামস-ভাবে যজ্ঞাদি করে, তাহারা অসুর। ইহারা শাস্ত্রবিহিত জ্ঞানসাধনের অনধিকারী। আর যাঁহারা সাত্ত্বিকশ্রদ্ধা অবলম্বন করিয়া সাত্ত্বিকযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেবতা। ইঁহারাই শাস্ত্রীয় জ্ঞান সাধনে অধিকারী ॥ ২৮ ॥

ওঁ তৎসৎ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষসংন্যাসযোগঃ।

ন্যাস-ত্যাগ-বিভাগেন সর্ব্বগীতার্থ-সংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থ-বিনির্ণয়ে॥ শ্রীধরঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসস্য মহাবাহো! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ! পৃথক্ কেশিনিসূদন! ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

শ্রী
ভো হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন!

শ্রী শ্রী
কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষয়িতু-

শ্রী
মাগচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব

শ্রী
বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটিকা ফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্।

শ্রী শ্রী ম
অতএব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্। মহাবাহো! কেশিনিসূদন!

ইতি সম্বোধনাভ্যাং বাহ্যোপদ্রবনিবারণস্বরূপযোগ্যতাফলোপধানে প্রদর্শিতে। হৃষীকেশেত্যন্তরোপদ্রব-নিবারণ-সামর্থ্যমিতি ভেদঃ। অত্যনুরাগাৎ সম্বোধনত্রয়ম্। হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদনেতি বহুকৃত্বঃ সম্বোধয়ন্ জিজ্ঞাসিতেঽর্থেঽত্যাদরং দর্শয়তি। সংন্যাসস্য সংন্যাসশব্দার্থস্যেত্যেতৎ। ত্যাগস্য চ ত্যাগ-শব্দার্থস্যেত্যেতৎ। তত্ত্বং—তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। যাথাত্ম্যমিত্যেতৎ। তদ্ভাবং স্বরূপমিতি বা পৃথক্ ইতরেতরবিভাগতঃ। সাত্ত্বিকরাজসতামস-ভেদেন বেদিতুং জ্ঞাতুং ইচ্ছামি। সন্ন্যাসস্য তত্ত্বং যাথাত্ম্যং ত্যাগাৎ পৃথগ্‌ভূতং বেদিতুমিচ্ছামি ত্যাগস্য যাথাত্ম্যং সন্ন্যাসাৎ পৃথগ্‌ভূতং বেদিতু-মিচ্ছামীতি চকারেণানুবর্ত্ততে ত্যাগসংন্যাসৌ দ্বৌ মোক্ষসাধনায় বিহিতৌ। কিমেতৌ সংন্যাসত্যাগশব্দৌ পৃথগর্থৌ উত একার্থৌ বা। যদা পৃথগর্থৌ তদা পৃথক্ত্বেন স্বরূপং বেদিতুমিচ্ছামি; একত্বেঽপি তস্য স্বরূপং বক্তব্যমিতি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মহাবাহো! সন্ন্যাসের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! ত্যাগেরও [তত্ত্ব] পৃথক্ জানিতে ইচ্ছা করি ॥১॥

ভগবান্—সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব বা স্বরূপ তুমি পৃথক্ ভাবে জানিতে চাও? কেন জানিতে চাও? ইহা জানিলে তোমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?

অর্জ্জুন—সখা! তুমি সকল জীবের হৃদয়ের রাজা। আমার হৃদয়-রাজ্যের রাজরাজেশ্বর তুমি। আমার অন্তর রাজ্যের কোন্ কথা তোমার অজ্ঞাত? সকলই জান, তবু জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাই বলিতেছি। আমি সমস্ত শুনিলাম। আমার আর মোহ নাই। আমি আমার কর্ত্তব্য দেখিতেছি। আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এই কুরুক্ষেত্রে সমর-ক্ষেত্রের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। সকলেই যেন প্রস্তুত হইয়া আছে। তুমি আমি প্রবৃত্ত হইলেই এখনি সমর আরম্ভ হয়।

আমি বলিতেছি তুমি এই অমৃতময়ী গীতার এখন উপসংহার কর। উপসংহারের জন্যই আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান্—সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্বে গীতাশাস্ত্রের উপসংহার কিরূপে হইবে ভাবিতেছ?

অর্জ্জুন—তোমার শ্রীমুখ হইতে গীতাশ্রবণ করিয়া তোমার কৃপায় আমি শ্রীগীতা যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে গীতাশাস্ত্রের আরম্ভ ত্যাগে এবং গীতাশাস্ত্রের শেষ সন্ন্যাসে। ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুইটি শব্দেই গীতা আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত রহিয়া গেল।

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাকেই তুমি ত্যাগ বলিতেছ। আর কাম্য কর্ম্মত্যাগকেই তুমি সন্ন্যাস বলিতেছ। ত্যাগে ফলত্যাগের সহিত কিঞ্চিৎ কর্ম্মগ্রহণ আছে, সন্ন্যাসে সম্যক্‌রূপে ন্যাস বা ত্যাগ; এ ত্যাগে গ্রহণ কিছুই নাই। ত্যাগে সুখদুঃখসহ রাগ দ্বেষ ত্যাগ; কিন্তু সংন্যাসে অজ্ঞান ত্যাগ। গীতাশাস্ত্র মত যিনি জীবন গঠনে প্রস্তুত হইয়াছেন প্রথমেই তাঁহাকে ত্যাগী হইতে হইবে। সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই ত্যাগী হওয়া। ইহাই ফল-সন্ন্যাস। ইহাই গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম।

কর্ম্মের ফল কি? সুখ ও দুঃখই কর্ম্মের ফল। সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি জন্যই মানুষ কর্ম্ম করে। তুমি এই সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতাতে উপদেশ করিতেছ, সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষায় দৃষ্টি না রাখিয়া তুমি কর্ম্ম কর। মানুষ কিন্তু একবারে ফলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। তুমি বলিতেছ একবারে ফলাকাঙ্ক্ষা যদি ত্যাগ করিতে না পার তবে তোমার প্রসন্নতা রূপ শুভ আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া মানুষ কর্ম্ম করুক। কর্ম্মের ফল কি হইবে এই দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া 'শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হও' এইটিতে লক্ষ্য রাখিয়া মানুষ কর্ম্ম করুক, 'তুমি প্রসন্ন হও' এই বলিয়া মানুষ তোমার আজ্ঞা পালন করুক। যিনি ইহার অভ্যাস করিতেছেন বা করিবেন তিনি জানেন ইহা কত কঠিন। ইহাই কর্ম্মের কৌশল। "তুমি প্রসন্ন হও" কর্ম্মের আদিতে ইহা বলিয়া মানুষ যখন কর্ম্ম করিবে তখনই সে বুঝিবে যে সে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেই

পারে না। 'ভগবান্ প্রসন্ন হও' আমি চুরী করি বা মিথ্যা কই বা পাপ করি--ইহা কেহই করিতে পারে না। 'তুমি শক্তি দাও আমি ডাকাতি করি'—ইহা বলিয়া কেহ কেহ পাপ করিতে পারে সত্য, কিন্তু "তুমি প্রসন্ন হও" বলিয়া পাপ করা যায় না।

তাই বলিতেছি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই গীতার প্রথম উপদেশ। যদিও ইহাতে "তুমি প্রসন্ন হও" এই শুভ আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু নানাবিধ কর্ম্ম করিতে করিতে যখন মানুষের চক্ষু কেবল তোমার প্রসন্নতার দিকে পতিত হইতে থাকে, তখন কর্ম্মটা তাহার গৌণ হইয়া যায়—তোমার প্রসন্নতাই মুখ্য হয়। তোমার প্রসন্নতায় হৃদয় ভরিয়া গেলে, মানুষের একটা শান্ত অবস্থা আইসে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন যখন শান্ত হইয়া যায়, তখন মানুষ আত্ম-রতি, আত্মক্রীড়, আত্মারাম—প্রভৃতি অবস্থা কি তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তখন কর্ম্ম আর যেন হয় না, তখন সে নৈষ্কর্ম্ম্য রাজ্যে বা জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করে। ইহাই সন্ন্যাসের সময়। সন্ন্যাস অর্থ সম্যক্ রূপে ত্যাগ। কর্ত্তা বা যিনি ক্রিয়া করেন, তিনি কোন কিছু সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই অন্য সমস্ত সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন। সম্যক্‌রূপে গ্রহণের বস্তুটি আত্মা, আর সম্যক্ রূপে ত্যাগের বস্তুটি আত্মা ব্যতীত যাহা তাহা অর্থাৎ অনাত্মা। যতদিন অজ্ঞান থাকে বা মিথ্যা জ্ঞান থাকে, ততদিন ইন্দ্রিয় অনুরাগের বিষয়টি গ্রহণ করে এবং দ্বেষ্য বিষয় ত্যাগ করে, রাগ ও দ্বেষ যত দিন থাকে ততদিন অজ্ঞান। অজ্ঞান নাশ হইলে ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্ম থাকে না। তখনই পণ্ড আত্মা পূর্ণভাবে স্থিতিলাভ করেন। ইহাই সম্যক্‌রূপে ত্যাগ। ইহাই সন্ন্যাস। যাহা বলিলাম, তাহা সংক্ষেপে আবার বলি! গীতাশাস্ত্রে তুমি সমস্ত তত্ত্বও যেমন বলিয়াছ সেইরূপ যে সাধনা দ্বারা পরমতত্ত্বে স্থিতিলাভ করা যায় তাহাও বলিয়াছ। পরমতত্ত্বে স্থিতিই হইতেছে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি। ইহাই মুক্তি।

কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে কিন্তু নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান বা মুক্তি হইতে পারে না। আবার কর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিবারও ক্ষমতা মানুষের নাই। সেইজন্য কর্ম্ম করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মের কৌশল। ইহা দ্বারাই কর্ম্মত্যাগ হইয়া জ্ঞানে অধিকার হইবে।

তোমার প্রসাদে আমি বুঝিয়াছি কর্ম্মেই আমার অধিকার। কর্ম্মই আমাকে করিতে হইবে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই আমার সাধনা। প্রতিকার্য্য এইরূপে করা কত কঠিন, তাহা আমি দেখিতেছি।

কর্ম্মে আমার অধিকার হইলেও জ্ঞানই আমার লক্ষ্য। বিনা জ্ঞানে শোক মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ হইতেই পারে না। তুমিও যেমন ইহা বলিতেছ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন। শ্রুতিও বলেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"। আত্মজ্ঞান কিন্তু কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে কিছুতেই হইবে না। আত্মজ্ঞান অর্থ আত্মভাবে স্থিতি। তাই শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। জ্ঞানেই স্থিতি। আর কর্ম্মে হয় গতি। কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে সুষুপ্ত হওয়া যায় না। স্থিতি ও গতি এক সঙ্গে থাকে না। কর্ম্ম ও জ্ঞান বিরোধী বস্তু। জ্ঞানের প্রথম সোপান ফল-সন্ন্যাস আর শেষ সোপান কর্ম্ম সন্ন্যাস।

ফল সন্ন্যাসে হয় আংশিক ত্যাগ। ইহাই রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ। কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাসে হয়, পূর্ণ

ভাবে ত্যাগ অর্থাৎ অজ্ঞান ত্যাগ বা জ্ঞানে স্থিতি। এই অর্থে ত্যাগ ও সন্ন্যাস এক। বশিষ্ঠদেব বলেন,—কর্ম্মণাং যঃ ফলত্যাগস্তং সংন্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ। নিঃ পূঃ ৫৩।৩০।

আমি বুঝিয়াছি জ্ঞানলাভের উপায় হইতেছে ত্যাগ ও সন্ন্যাস। সমস্ত গীতাশাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞানলাভ। জ্ঞানলাভ জন্য সাধনা হইতেছে ত্যাগ ও সন্ন্যাস। ত্যাগ ও সন্ন্যাসের তত্ত্ব জানিয়া সাধনা করিলে তবে জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানলাভ ভিন্ন চিরতরে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিই মোক্ষ। মোক্ষের উপায় বলিয়াই, মোক্ষের সাধনা বলিয়াই ত্যাগ ও সন্ন্যাসের স্বরূপ জানিতে চাই।

ভগবান্—তুমি গীতার অর্থ ঠিক ধারণা করিয়াছ। কেহ কেহ রহস্য করিয়া বলেন গীতা গীতা জপ করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে একটা য ফলা যোগ করিলেই ত্যাগ পাওয়া যায়। ত্যাগই মোক্ষের আদি সাধনা আর সন্ন্যাসই ত্যাগের শেষ সাধনা। এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের নাম এই জন্য মোক্ষ সন্ন্যাস। কেহ কেহ এই অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন মোক্ষযোগ, কেহ বা ইহার নাম দিয়াছেন পরমার্থ-নির্ণয়-যোগ। যাহাহউক মোক্ষের উপায় বা সাধনা যে সন্ন্যাস ও ত্যাগ তৎসম্বন্ধে তুমি কি জানিতে চাও?

অর্জ্জুন—উভয়ই যখন ত্যাগ তখন ইহাদের পৃথকত্ব ভালরূপে জানিতে চাই।

ভগবান্—ভাল ইহা বিশেষরূপেই বলিতেছি। আরও পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি তাহার পরেই ত্যাগ ও সন্ন্যাসতত্ত্ব কিরূপে আসিতেছে তাহাও পরে বলিতেছি। এই অধ্যায়েই সমস্ত গীতার উপসংহার করিব। ত্যাগ যতপ্রকার হইতে পারে এবং মোক্ষ সম্বন্ধে অন্য যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই বলিব। সমস্ত গীতার সহিত এই অধ্যায়ের সম্বন্ধ যাহা, তাহাও কত লোকে কত প্রকার বলিতে পারে, শুনিয়া লও।

(১) **শ্রীশঙ্করঃ**—সর্ব্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে উপসংহৃত্য সর্ব্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমর্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্ব্বেষু হ্যতীতেষ্বধ্যায়েষূক্তোঽর্থোঽস্মিন্নধ্যায়েঽবগম্যতে। অর্জ্জুনস্তু সংন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ—সংন্যাসস্যেতি।

সমুদয় গীতাশাস্ত্রের বিষয় এই অধ্যায়ে উপসংহার করিয়া সকল বেদার্থ বলিতে হইবে,—এই জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায় গুলিতে যে যে বিষয় বলা হইয়াছে এই অধ্যায়ে তাহা জানা যাইবে। অর্জ্জুন সংন্যাস ও ত্যাগ শব্দার্থের বিশেষত্ব জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন সংন্যাসের ইত্যাদি।

(২) **শ্রীশ্রীধরঃ**—অত্রচ—"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা" ইত্যাদিষু কর্ম্ম-সংন্যাস উপদিষ্টঃ।

তথা—"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।" "সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ইত্যাদিষু ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্। ন চ পরস্পরং বিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ। অতঃ কর্ম্মসন্ন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চ অবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ সংন্যাসস্যেতি।

এই গ্রন্থে কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের কথা "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী"। ৫।১৩ শ্লোকে, "সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি" ৯।২৮ শ্লোকে—আরও অন্য অন্য স্থানে বলা হইয়াছে। আবার "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং" ৪।২০ শ্লোকে, "সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ১২।১১ শ্লোকে এবং অন্যান্য স্থানে ফলত্যাগরূপ ফলসন্ন্যাস-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের কথাও বলা হইয়াছে। পরস্পর বিরোধী বাক্য সর্ব্বজ্ঞ পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ উপদেশ করেন নাই। এক্ষণে শ্রীঅর্জ্জুন, কর্ম্মসংন্যাস ও ফলসংন্যাসরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান যে পরস্পর বিরোধী নহে কিরূপে, তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছেন, সংন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব ইত্যাদি।

শ্রীমধুসূদনঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যেনাহার-যজ্ঞতপো-দানত্রৈবিধ্যেন চ কর্ম্মিণাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। সাত্ত্বিকানামাদানায় রাজসতামসানাঞ্চ হানায়। ইদানীন্তু সংন্যাসত্রৈবিধ্যকথনেন সংন্যা-সিনামপি ত্রৈবিধ্যং বক্তব্যম্। তত্র তত্ত্ববোধনানন্তরং যঃ ফলভূতঃ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ স চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে গুণাতীতত্বেন ব্যাখ্যাতত্বান্ন সাত্ত্বিক-রাজসতামসভেদমর্হতি। যোঽপি তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ তদর্থং সর্ব্ব-কর্ম্মসংন্যাসঃ তত্ত্ববুভুৎসয়া বেদান্তবাক্যবিচারায় ভবতি সোঽপি "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!" ইত্যাদিনা নির্গুণত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। যস্ত্বনুৎপন্ন-তত্ত্ব-বোধানামনুৎপন্নতত্ত্ববুভুৎসূনাঞ্চ কর্ম্ম-সংন্যাসঃ স সংন্যাসী চ যোগী চ ইত্যাদিনা গৌণো ব্যাখ্যাতঃ। তস্য ত্রৈবিধ্যসম্ভাবাৎ তদ্বিশেষং বুভুৎসুঃ অবিদুষামনুপজাতবিবিদিষাণাং চ কর্ম্মাধিকৃতানামেব কিঞ্চিৎ কর্ম্ম-গ্রহেণ কিঞ্চিৎ কর্ম্মপরিত্যাগেন যঃ স ত্যাগাংশগুণযোগাৎ সংন্যাসশব্দেনোচ্যতে। এতাদৃশস্যান্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমবিদ্বৎকর্ম্মাধিকারি-কর্ত্তৃকস্য সংন্যাসস্য কেনচিদ্রূপেণ কর্ম্মত্যাগস্য তত্ত্বং স্বরূপং পৃথক্ সাত্ত্বিক-রাজস-তামস-ভেদেন বেদিতুমিচ্ছামি। ত্যাগস্য চ তত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছামি। কিং সংন্যাসত্যাগশব্দৌ ঘটপট-

শব্দাবিব ভিন্নজাতীয়ার্থৌ ? কিংবা ব্রাহ্মণপরিব্রাজকশব্দাবিবৈকজাতীয়ার্থৌ ? যদ্যাদ্যস্তর্হি ত্যাগস্য তত্ত্বং সন্ন্যাসাৎ পৃথক্ বেদিতুমিচ্ছামি। যদি দ্বিতীয়স্তর্হ্যবান্তরোঽপাধিভেদমাত্রং বক্তব্যম্ একব্যাখ্যানেনৈবোভয়ং ব্যাখ্যাতং ভবিষ্যতি ॥

যাহা সাত্ত্বিক তাহা গ্রহণ করা উচিত এবং যাহা রাজসিক ও তামসিক তাহা ত্যাগ করা উচিত—এইজন্য পূর্ব্ব অধ্যায়ে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার কথায় আহার যজ্ঞতপ ও দান—ইহারা যে তিন তিন প্রকার তাহা দেখাইয়া কর্ম্মী যে তিন প্রকার তাহা দেখান হইয়াছে।

এক্ষণে সন্ন্যাস যে ত্রিবিধ এবং তজ্জন্য সন্ন্যাসীও যে ত্রিবিধ ইহাই দেখান হইবে। তত্ত্ববোধ হইবার পর তাহার ফলভূত যে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস [বিদ্বৎসন্ন্যাস] তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত অবস্থারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে সন্ন্যাসের সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ ভেদ হইতে পারেনা—(কারণ গুণাতীত অবস্থায় সত্ত্বাদি গুণই নাই ; তজ্জন্য গুণজনিত সন্ন্যাস ভেদ কিরূপে থাকিবে ?)

তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে তল্লাভার্থ তত্ত্ব জানিবার অভিলাষ জনিত যে সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস [বিবিদিষা সন্ন্যাস] তাহাও বেদান্তবাক্য বিচার দ্বারা ঘটিয়া থাকে। উহাও "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" এইরূপ বলাতে নির্গুণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যে সকল ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষও জন্মে নাই, তাদৃশ স্থলে যে কর্ম্মসংন্যাস তাহাকেই "স সংন্যাসী চ যোগী চ" (৬।১) এই বাক্য দ্বারা গৌণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। [এইরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসীই সন্ন্যাসী ও যোগী একাধারে]।

এই শেষোক্ত সন্ন্যাসের সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ ভেদ সম্ভব। সেই ভেদের বিশেষত্ব জানিবার বাসনায় অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন।

যাহাদের জ্ঞান জন্মে নাই অথবা যাহাদের জ্ঞানেচ্ছারও আবির্ভাব হয় নাই, তাদৃশ কর্ম্মাধিকারিগণের যে, কিঞ্চিৎ কর্ম্ম অবলম্বন ও কিঞ্চিৎ কর্ম্মত্যাগ তাহাও ত্যাগাংশের সহিত গুণ যোগ হওয়ায় সংন্যাস নামে অভিহিত। অন্তঃকরণ-শুদ্ধি জন্য অবিদ্বৎকর্ম্মাধিকারি-কৃত যে এই সংন্যাস—এই সন্ন্যাসের যে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদ, তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি—এইরূপ ত্যাগেরও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক যে ভেদ, তাহাও জানিতে আমার ইচ্ছা। এই ত্রিবিধ ভেদই সন্ন্যাসতত্ত্ব ও ত্যাগতত্ত্ব।

আমি জানিতে চাই, সংন্যাস ও ত্যাগ শব্দ কি ঘট ও পট শব্দের মত ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় অথবা ইহাদের ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক শব্দের ন্যায় একজাতীয় অর্থ ? যদি ভিন্নজাতীয় অর্থ হয়, তবে ত্যাগের তত্ত্ব সন্ন্যাস হইতে পৃথক্ ভাবে জানিতে চাই, আর যদি একজাতীয় বিভিন্নতা থাকে, তবে তাহার অবান্তর উপাধি ভেদটাও আমাকে বলুন। কারণ একের ব্যাখ্যায় অপরটিও বুঝিতে পারিব।

ম

অত্রার্জ্জুনস্য দ্বৌ প্রশ্নৌ কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃত্বেন পূর্ব্বোক্তযজ্ঞাদি-

সাধর্ম্ম্যেণ সংন্যাসশব্দপ্রতিপাদ্যত্বেন চ গুণাতীতসংন্যাসদ্বয়সাধর্ম্ম্যেণ ত্রৈগুণ্যসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং সংশয়ঃ প্রথমস্য প্রশ্নস্য বীজম্। দ্বিতীয়স্য তু সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োঃ পর্য্যায়ত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগরূপেণ চ বৈলক্ষণ্যোক্তেঃ সংশয়ঃ ॥

এখানে প্রশ্ন দুইটি।

অন্তঃকরণশুদ্ধি জন্য অবিদ্বৎ-কর্ম্মাধিকারীর যে এই সন্ন্যাস, ইহাতে কিঞ্চিৎ কর্ম্মত্যাগও আছে এবং কিঞ্চিৎ কর্ম্মও আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সন্ন্যাসে কর্ম্মাধিকার আছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞদান তপস্যা ইঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন না। ইহাতে তিন গুণ লইয়া থাকাই সম্ভব। এই সন্ন্যাসে আবার পূর্ব্বোক্ত গুণাতীত সংন্যাসদ্বয়ের সাধর্ম্ম্য আছে বলিয়া এই সংন্যাসে তিন গুণ লইয়া থাকা অসম্ভব।

ত্রৈগুণ্য একবার সম্ভব হইতেছে আবার অসম্ভব হইতেছে—ইহাই প্রথম প্রশ্নের বীজ। সন্ন্যাস তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে এইরূপ সন্ন্যাসিগণের গুণাশ্রিত ও গুণাতীত ভাব থাকিলেও কিরূপে মোক্ষ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিব। এই জন্য ১ম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সন্ন্যাস ও ত্যাগশব্দ একার্থবাচক হেতু কর্ম্মফলত্যাগরূপ একটা বৈলক্ষণ্য থাকিয়া যাইতেছে, ইহাও সংশয়।

শ্রীনীলকণ্ঠঃ—অস্যামষ্টাদশাধ্যায়্যাং প্রথমে উপোদ্ঘাতিতানাং দ্বিতীয়ে সূত্রিতানাং শেষৈর্ব্ব্যুৎপাদিতানামর্থানাং কার্ৎস্ন্যেনোপসংহারার্থোঽয়মন্তিমোঽধ্যায় আরভ্যতে।

এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে উপোদ্ঘাত, দ্বিতীয়ে সূত্র, শেষ অধ্যায় সমূহে ব্যুৎপাদন যাহা করা হইয়াছে, তাহারই উপসংহার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইয়াছে।

তত্র পূর্ব্বাধ্যায়ান্তেঽশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যুক্তং তত্র ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়ঃ শ্রদ্ধা সা চ ফলবতাং কর্ম্মণামেবাঙ্গং ন তু কর্ম্মবিরহরূপস্য সন্ন্যাসস্য ভাবরূপফলবর্জ্জিতস্য, অভাবাৎ ভাবোৎপত্তেরযোগাৎ, তস্মাচ্ছ্রদ্ধাসাপেক্ষকর্ম্মাপেক্ষয়া শ্রদ্ধানপেক্ষঃ সন্ন্যাসঃ শ্রেয়ান্, নচাস্যৈবংরূপস্য শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যপ্রযুক্তং সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যং সংভবতি যেন ফলে তারতম্যং স্যাৎ তৎফলস্য দৃষ্টিবিক্ষেপনিবৃত্তিরূপস্য সর্ব্বত্র তুল্যত্বাৎ, স চ সংন্যাসো যদি কর্ম্মত্যাগ এব তর্হি সিদ্ধং নঃ সমীহিতং যদি তু তৌ ভিন্নৌ তর্হি তয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যং বিচার্য্যমিত্যাশয়েনার্জ্জুন উবাচ সংন্যাসস্যেতি।

সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে বলা হইল—শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া যাহা কর, তাহা ব্যর্থ। যাহা করা হইতেছে, অবশ্যই ইহা ফল প্রদান করিবে—ফলপ্রাপ্তির এই নিশ্চয়তার নাম শ্রদ্ধা। যে কর্ম্ম ফলপ্রদান করিবে, শ্রদ্ধা তাহার অঙ্গ। যে সন্ন্যাসে কোন কর্ম্মই থাকে না, সেখানে ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা-রূপ শ্রদ্ধারও কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। অতএব শ্রদ্ধাসাপেক্ষ যজ্ঞদানতপস্যাদি যে সমস্ত কর্ম্ম, তদপেক্ষা শ্রদ্ধা-নিরপেক্ষ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ সন্ন্যাসের সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদও অসম্ভব—কারণ, যে শ্রদ্ধার ত্রিবিধ ভেদ অনুসারে কর্ম্মের সাত্ত্বিকাদি ভেদ দৃষ্ট হয়, সেই শ্রদ্ধার স্থান সন্ন্যাসে নাই।

এইজন্য বলা হইতেছে—যদি সর্ব্বকর্ম্মের ত্যাগটিই সন্ন্যাস হয়, তবে কোন প্রশ্নই থাকে না; কিন্তু ত্যাগ ও সন্ন্যাস—ইহাদের অর্থ যদি ভিন্ন হয় অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ না করিয়া ফলত্যাগ করিলেই যদি ত্যাগ করা হয়, তবে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বৈলক্ষণ্য বিচার করা আবশ্যক—অর্জ্জুন এইজন্য সন্ন্যাসও ত্যাগ ইহার তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিতেছেন।

অর্জ্জুন—সন্ন্যাস ও ত্যাগের ভেদ তুমি বলিবেই ; কিন্তু সন্ন্যাস সম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন, তাহাও জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

ভগবান্—গীতাশাস্ত্র সমস্ত উপনিষদ্ বা বেদের সার। বেদ সন্ন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর।

নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ্, পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষদ্, জাবাল উপনিষদ্, তুরীয়াতীতাবধূত উপনিষদ্, সন্ন্যাস উপনিষদ্—প্রভৃতি বহু উপনিষদে সন্ন্যাসের কথা উল্লেখ আছে। শ্রুতি সন্ন্যাসের বহু প্রশংসাও করিতেছেন—

সন্ন্যাসিনং দ্বিজং দৃষ্ট্বা স্থানাচ্চলতি ভাস্করঃ।
এষ মে মণ্ডলং ভিত্ত্বা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

সূর্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দেন, বলেন—এই ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইবেন।

শ্রুতি আরও বলেন—

ষষ্টিং কুলান্যতীতানি ষষ্টিমাগামিকানি চ।
কুলান্যুদ্ধরতে প্রাজ্ঞঃ সন্ন্যস্তমিতি যো বদেৎ॥

যে প্রাজ্ঞ 'সন্ন্যাস লইয়াছি' ইহা বলেন, তিনি অতীত ষাইট্ কুল ও আগামী ষাইট্ কুল উদ্ধার করেন।

স্মৃতি বলেন—

অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহপাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ভা-৭।১০।৮

সন্ন্যাসী চারি প্রকার ও সন্ন্যাস ছয় প্রকার।

শ্রুতি বলেন—(১) বৈরাগ্য-সন্ন্যাসী (২) জ্ঞান-সন্ন্যাসী (৩) জ্ঞানবৈরাগ্য-সন্ন্যাসী (৪) কর্ম্ম-সন্ন্যাসী চাতুর্ব্বিধ্যমুপাগতঃ।

(১) বৈরাগ্য-সন্ন্যাসিগণ দৃষ্ট ও শ্রুত সমস্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব পুণ্যকর্ম্ম বিশেষ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

(২) যাঁহারা জ্ঞান-সন্ন্যাসী, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান হইতে পাপপুণ্য লোক সমুদায় অনুভব করিয়া ও তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া দৃশ্যপ্রপঞ্চ হইতে উপরত হয়েন। তাঁহারা দেহবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, লোকবাসনা ত্যাগ করিয়া, সমস্ত প্রবৃত্তিজনক কর্ম্মকে বমনান্নবৎ হেয় জ্ঞান করিয়া, সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

(৩) যাঁহারা জ্ঞানবৈরাগ্য-সন্ন্যাসী, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত অভ্যাস করিয়া, সমস্ত অনুভব করিয়া, জ্ঞানবৈরাগ্য দ্বারা স্বরূপ অনুসন্ধান করেন। তদ্দ্বারা দেহমাত্র রাখিয়া সন্ন্যাস করেন; করিয়া জাতরূপধর হয়েন।

(৪) যাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাসী, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হয়েন; গৃহী হইয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন। ইঁহাদের এই অবস্থায় বৈরাগ্য না জন্মিলেও, আশ্রম-ক্রমানুসারে সন্ন্যাস হয়।

কর্ম্মসন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দ্বিবিধ ভেদ আছে।

(১) নিমিত্ত-সন্ন্যাসী। (২) অনিমিত্ত-সন্ন্যাসী। নিমিত্তস্ত্বাতুরঃ। অনিমিত্তঃ ক্রমসন্ন্যাসঃ। যখন আতুর অবস্থায় সর্ব্বকর্ম্ম লোপ হয়, তখন প্রাণের উৎক্রমণ-সময়ে যে সন্ন্যাস, তাহাকে বলে নিমিত্ত-সন্ন্যাস। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সমস্তই নশ্বর—ইহা নিশ্চয় করিয়া ক্রমে ক্রমে যে সন্ন্যাস, তাহাই অনিমিত্ত-সন্ন্যাস।)

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসের যে ভেদ, তাহার তালিকা।
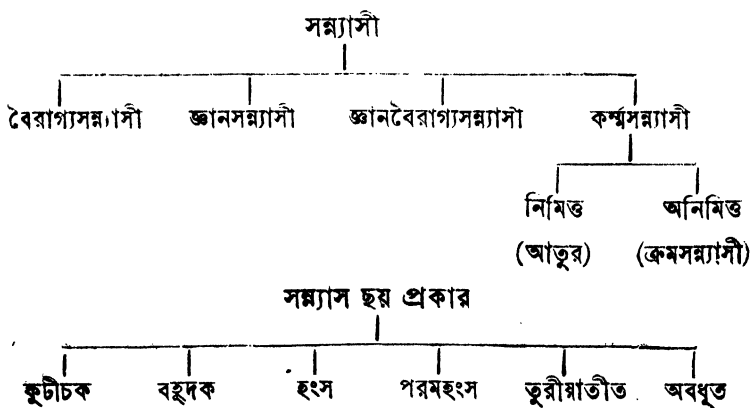
অর্জ্জুন—যে ছয় প্রকার সন্ন্যাসের কথা শ্রুতি বলিতেছেন, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

ভগবান্—সংক্ষেপে সন্ন্যাসের বিষয় বলি শ্রবণ কর।

সংসারে চারি প্রকার মানুষ দেখা যায়। মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী আর পামর। মুক্তগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর করণীয় কিছুই নাই।

পামর ও বিষয়ী যাহারা, তাহারা বিষয়-বাসনা ছাড়িতে পারে না বলিয়া মুক্তির অধিকারী নহে।

যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহাদেরই অজ্ঞানতমোনিবর্ত্তক বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার। মুমুক্ষুগণ জ্ঞানপ্রাপ্তিপূর্ব্বক আত্মবিজ্ঞান লাভ করেন। তদ্দ্বারা ইঁহারা পাঞ্চভৌতিক দেহপাতের পর মুক্ত হয়েন। "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" শ্রুতি এই কথা বলেন। জ্ঞানপ্রাপ্তিক্ষণেই মুক্তি লাভ হয়। ইহাই জীবন্মুক্তি।

এই জীবন্মুক্তি লাভ জন্যই সন্ন্যাসাশ্রম। সন্ন্যাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) বিবিদিষা সন্ন্যাস। (২) বিদ্বৎসন্ন্যাস। এই সন্ন্যাসের লক্ষণ ও সাধনার কথা পরে বলিতেছি। বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তির জন্য ক্রম অনুসারে এ দুই সন্ন্যাস করিতে হয়।

সন্ন্যাসের হেতু হইতেছে বৈরাগ্য। শ্রুতি বলেন—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" —যেক্ষণে বৈরাগ্য হইবে, সেইক্ষণেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে।

বৈরাগ্যও আবার তীব্র ও তীব্রতর ভেদে দুই প্রকার। তীব্র, তীব্রতরাদি বৈরাগ্য-ভেদে সন্ন্যাসিগণ কেহ বা কুটীচক, কেহ বহূদক, কেহ বা হংস।

পরমহংসদিগের মধ্যেও কেহ বা জিজ্ঞাসু, কেহ বা জ্ঞানবান্। সংক্ষেপতঃ ইহাই জানিয়া রাখ, পরে সমস্ত শুনিও।

অর্জ্জুন—বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্ন্যাস—ইহাদের লক্ষণ ও সাধনা সম্বন্ধে কি বলিবে বলিয়াছিলে, তাহাই বল।

ভগবান্—বিবিদিষা সন্ন্যাসীর প্রয়োজন চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করা। ইহাই চিত্তক্ষয়। চিত্তক্ষয় ভিন্ন অজ্ঞানের নাশ হয় না। অজ্ঞানের নাশ ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না। তবেই চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে হইলে ব্রহ্ম বা আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। তাই বলা হইতেছে চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করা বা চিত্তক্ষয় করা জন্যই প্রয়োজন হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান জন্য সাধনা হইতেছে শ্রবণ-মননাদি। কিন্তু বিদ্বৎসন্ন্যাসিগণের প্রয়োজন জীবন্মুক্তি। বিবিদিষা-সন্ন্যাসী তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর জীবন্মুক্ত হইবার জন্য সমকালে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় অভ্যাস করেন।

বিবিদিষা-সন্ন্যাসিনা তত্ত্বজ্ঞানায় শ্রবণাদীনি সম্পাদনীয়ানি, তথা বিদ্বৎসন্ন্যাসিনাপি জীবন্মুক্তয়ে মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ সম্পাদনীয়ৌ। বিদ্বৎসন্ন্যাস সম্বন্ধে শ্রুতিও বলেন—

যদা তু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতশিখাং ত্যজেৎ॥
জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং ত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ॥

অর্জ্জুন—সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহার একটু আভাস দিয়া রাখ, পরে বিস্তারিত শুনিব।

ভগবান্—সন্ন্যাসো দ্বিবিধঃ, জন্মাপাদক-কাম্যকর্ম্মাদিত্যাগমাত্রাত্মকঃ, প্রৈষোচ্চারণপূর্ব্বক-দণ্ডধারণাদ্যাশ্রমরূপশ্চেতি।

জন্মোৎপাদক কাম্যকর্ম্মত্যাগলক্ষণ সন্ন্যাস ও মন্ত্রোচ্চারণ দণ্ডধারণাদি আশ্রমগ্রহণ-লক্ষণ-সন্ন্যাস—সন্ন্যাস এই দুই প্রকার।

তৈত্তিরীয়াদি শ্রুতিতে এই ত্যাগের বিষয় বলা হইয়াছে। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। এই ত্যাগে স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে। অস্মিংশ্চ ত্যাগে স্ত্রিয়োঽপ্যধিক্রিয়ন্তে।

ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণামপি প্রাগ্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্দ্ধং সন্ন্যাসেঽধিকারোঽস্তীতি দর্শিতম্। স্ত্রীলোকেও বিবাহের পূর্ব্বে অথবা বিধবা হইবার পরে ভিক্ষাশ্রম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইতে পারেন।

ঐ আশ্রমে তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্য, মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণ, একান্তে আত্মধ্যান—ইত্যাদি কার্য্য করিবেন এবং ত্রিদণ্ডাদিও ধারণ করিবেন। মোক্ষধর্ম্মে সুলভা-জনক-সংবাদে এবং বাচক্লবীত্যাদি-সংবাদে ইহা দেখা যায়।

আরও এক কথা লক্ষ্য কর। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থগণেরও যদি কোন কারণে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা জন্মে, তবে আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতেও মানসে কর্ম্মাদিত্যাগ হইবার কোনই বাধা নাই। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদিতে এই তত্ত্বজ্ঞানীর কথা অনেক শুনা যায়। ইহাদের সন্ন্যাসের নাম বিবিদিষা-সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, এই স্থানে ইহাই যথেষ্ট; পরে আবার শুনিও। এখন সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে বলিব।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও এখানে স্মরণ রাখিও।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর যাঁহারা তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের সাধনা করেন, তাঁহারা বিদ্বৎসন্ন্যাসী। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ জন্য শ্রবণমননাদি অভ্যাস করেন, তাঁহারা বিবিদিষা-সন্ন্যাসী। এই দুই প্রকার সন্ন্যাসে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদ নাই। কিন্তু যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানের অভিলাষও জন্মে নাই, এইরূপ স্থলে যে কর্ম্মসন্ন্যাস, তাহারই ত্রিবিধ ভেদ আছে। ইহারাই ত্যাগী ও সন্ন্যাসী একাধারে। ত্যাগের ত্রিবিধ ভেদ ইহাদেরই সম্বন্ধে।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২॥

শ শ ম রা

কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ কেচিৎ সূক্ষ্মদর্শিনঃ বিদ্বাংসঃ কাম্যানাং অশ্ব-

[শ] মেধাদীনাং [ম] ফলকামনয়া চোদিতানামন্তঃকরণশুদ্ধাবনুপ[ম]যুক্তানাং [শ্রী] পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেতেত্যেবমাদিকামোপবন্ধেন বিহি[শ্রী]তানাং [নী] রাগতঃ প্রাপ্তানাং পুত্রকামেণ [নী] যজ্ঞাদীনাং কর্ম্মণাং [ব] পুত্রেষ্টিজ্যোতিষ্টোমাদীনাং [ব] ন্যাসং পরিত্যাগং [শ] স্বরূপেণ [ম] ত্যাগং সন্ন্যাসং [শ] সন্ন্যাসশব্দার্থমনুষ্ঠেয়ত্বেন প্রাপ্তস্যাহননুষ্ঠানং [শ] [শ্রী] সম্যক্‌ফলৈঃ সহ [শ্রী] সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং [শ্রী] সন্ন্যাসং বিদুঃ [শ] জানন্তি। বিচক্ষণাঃ [শ] পণ্ডিতাঃ [ম] বিচারকুশলাঃ [শ্রী] নিপুণাঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং [শ] নিত্যনৈমিত্তিকানামনুষ্ঠীয়মানানাং সর্ব্বকর্ম্মণামাত্মসম্বন্ধিতয়া [শ] প্রাপ্তস্য ফলস্য পরিত্যাগঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগঃ [শ] তং যদ্বা সর্ব্বেষাং [শ্রী] কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্ম্মণাং [শ্রী] ফলমাত্রত্যাগমেব [নী] ন তু [শ্রী] স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্‌ অথবা [ম] সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানাং চ শ্রুতিপদোক্তফলত্যাগং সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থিতয়া বিবিদিষাসংযোগেনানু[ম]ষ্ঠা[নী]নমেব ত্যাগং [শ] ত্যাগশব্দার্থং [শ] প্রাহুঃ কথয়ন্তি।

শ শ

যদি কাম্যকর্ম্মপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগো বাঽর্থো বক্তব্যঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগমাত্রং সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োরেকোঽর্থঃ স্যাৎ। ন ঘটপট-শব্দাবিব জাত্যন্তরভূতার্থৌ।

রা রা

যদ্বা শাস্ত্রীয়ত্যাগঃ কাম্যকর্ম্মস্বরূপবিষয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মফলবিষয় ইতি বিবাদং প্রদর্শয়ন্নেকত্র সন্ন্যাসশব্দমিতরত্র ত্যাগশব্দং প্রযুক্তবান্। অতস্ত্যাগসন্ন্যাসশব্দয়োরেকার্থত্বমঙ্গীকৃতমিতি জ্ঞায়তে।

শ

ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং কর্ম্মণাং ফলমেব নাস্তীত্যাহুঃ। কথমুচ্যতে তেষাং ফলত্যাগঃ? যথা বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ।

শ শ

নৈষ দোষঃ। নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ভগবতা ফলবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ। বক্ষ্যতি হি ভগবান্—অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চেতি। ন তু সন্ন্যাসিনামিতি চ। সন্ন্যাসিনামেব হি কেবলং কর্ম্মফলাঽসম্বন্ধং দর্শয়ন্নসন্ন্যাসিনাং নিত্যকর্ম্মফলপ্রাপ্তিং—ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য—ইতি দর্শয়তি।

শ্রীধরঃ—ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাঽশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ? নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি। উচ্যতে—যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকাম ইত্যাদিবদহরহঃ সন্ধ্যা-

মুপাসীত যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে তথাপ্যপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্ বিধির্বিশ্বজিতা যজেতেত্যাদিম্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাঽতীব গুরুমতশ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনমিতি মন্তব্যম্। পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদিম্বপি ফলং— সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তীত্যেবমাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং—সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা ইতি।

ননু ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ।

তন্ন। সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনেতি। ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মাঽনুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যাঽনিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্ প্রবণতা। তাবৎপর্য্যন্তং চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাঽবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তৎফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগো নাম। ন স্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা ইতি। ততঃ পরং তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বতএব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধৌ—প্রত্যক্ প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥ (১।৪৯) ইতি। উক্তং চ ভগবতা—যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং—ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ। কর্ম্মণো মূলভূতস্য সঙ্কল্পস্যৈব নাশতঃ॥ ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা তদুক্তং শ্রীভাগবতে—তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (১১।২০।৯) জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাঽনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ (১১।১৮।২৮) ইত্যাদি। অপিচ শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে—যাবচ্ছরী-

রাদিষু মায়য়াত্মধী স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্। নেতীতি-বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞাতা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥ রামগীতা।১৭। সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং। ন্যাসং প্রশস্তা-খিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্। এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্॥ রামগীতা।২১। তদুক্তং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে—ন্যাস ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা হি পরঃ পরোহি ব্রহ্মা তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচযৎ য এবং বেদেত্যুপনিষৎ। ইতি॥২॥

পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। সূক্ষ্মদর্শিগণ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন॥২॥

অর্জ্জুন—সন্ন্যাস ও ত্যাগ উভয়েতেই পরিত্যাগ আছে; এক স্থানে কাম্যকর্ম্মত্যাগ অন্যস্থানে সর্ব্বকর্ম্ম ফল ত্যাগ। এই দুয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্যের কথা পরে বুঝিব। প্রথমে সন্ন্যাসটিই ভাল করিয়া ধারণা করি।

ভগবান্—কি বুঝিতে চাও বল।

অর্জ্জুন—কাম্য কর্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস বলিতেছ। কাম্য কর্ম্ম কি ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—অভিলাষ বা ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কাম্য কর্ম্ম। কাম্যকর্ম্ম ইচ্ছা করিলেই করা হয়, না করিলে নয়, এমন নহে।

যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্।
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥

অর্জ্জুন—কর্ম্মমাত্রকেই ত কাম্য কর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

ভগবান্—হাঁ রজোগুণের কর্ম্ম মাত্রকেই কাম্যকর্ম্ম বলা হয়। রাগ জন্য ঐ সমস্ত কর্ম্ম কৃত হয়। কিন্তু তমোগুণে হয় দ্বেষ। দেখাও কর্ম্ম, না দেখাও কর্ম্ম। একটি রাগমূলক, অন্যটি দ্বেষমূলক।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্ যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥

মনু।

ইতি মনুনা সর্ব্বক্রিয়াং প্রতি কামস্য হেতুত্বমুক্তম্। যাহা কিছু কর্ম্ম হয়, কামই তাহার হেতু; শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রকাশ; এখানে সব শান্ত বলিয়া কর্ম্ম ও নিবৃত্তি-মুখে শান্ত অবস্থায়

যায়। আবার যাহা একবারে তম, তখন জড়াবস্থা বলিয়া কর্ম্ম নাই। তবেই দেখ, যে কর্ম্মে সঙ্কল্প আছে, তাহাই কর্ম্ম। কারণ সঙ্কল্প হইতেই কাম বা ইচ্ছা জন্মে।

অনেন কর্ম্মণা ইষ্টমিদং ফলং সাধ্যতাম্ ইতি বুদ্ধিঃ সঙ্কল্পঃ।

এই কর্ম্মদ্বারা এই অভীষ্ট ফল পাইব—এইরূপ যে বুদ্ধি, তাহাই সঙ্কল্প। তথা চ ইষ্টসাধনতা জ্ঞানরূপাৎ সঙ্কল্পাৎ কাম ইচ্ছা ভবতি। ততঃ ক্রিয়ানিষ্পত্তিঃ। স চাপ্রাপ্তবিষয়স্য প্রাপ্তিসাধনে চিত্তবৃত্তিভেদঃ। কামস্তু রজোগুণহেতুকঃ।

তবেই দেখ, ইষ্টসাধনজ্ঞানরূপ যে সঙ্কল্প, তাহা হইতেই কাম বা ইচ্ছা জন্মে। তাহার পরে ক্রিয়ানিষ্পত্তি। কাম হইতেছে—অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি সাধনে যে চিত্তবৃত্তি তাহাই। রজোগুণ হইতেই কামের উৎপত্তি। যাহা প্রকৃত পক্ষে কর্ম্ম, তাহা ফল উদ্দেশে রজোগুণ হইতে জন্মে; এই জন্য সকল কর্ম্মই কাম্য কর্ম্ম। নির্ম্মল সত্ত্ব যাহা, তাহা জ্ঞানই; সেখানে কর্ম্মে বিরাম। একবারে মলিন তম যাহা, তাহাতে জড়ত্ব; সেখানে বদ্ধাবস্থা—সেখানেও কাম্য কর্ম্মের অন্যরূপে অভাব।

অর্জ্জুন—কোন কর্ম্মই কি তবে ফলকামনা ব্যতিরেকে হয় না? তুমি ত প্রথম হইতে এই গীতাশাস্ত্রে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে বলিতেছ। আর এক কথা, ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে যদি জীবের বন্ধনদশা ঘটে, তবে বেদ কিজন্য কর্ম্মকাণ্ডে এত ফলের কথা উল্লেখ করিতেছেন?

ভগবান্—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকেও নিষ্কাম বলে। কারণ, শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিতে যখন হৃদয় ভরিয়া যায়, তখন কর্ম্ম প্রথমে গৌণ হইয়া যায়, শেষে কোন কামনাও থাকে না এবং কর্ম্মও থাকে না। পূর্ব্বে ইহা বিশেষরূপে বলিয়াছি। বেদও কর্ম্মকে নিষ্কাম-ভাবে করিতে বলিতেছেন। তথাপি বেদে যে ফলের কথা আছে, তাহা বহির্ম্মুখ ব্যক্তির কর্ম্মে রুচি উৎপাদন জন্য। নতুবা বহির্ম্মুখ ব্যক্তির ক্রমে অধোগতি হইয়া জড়ত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। এইরূপ ব্যক্তির রজোগুণকে সত্ত্বমুখে প্রধাবিত করিবার জন্য রজোগুণের কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে করার ব্যবস্থা। যেমন বলা হয়—

পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি তিক্তমপ্যতিবালকঃ॥

লড্ডুকের লোভ দেখাইয়া পিতা যেমন পুত্রকে নিম খাওয়াইয়া থাকেন। "তথা বেদোঽপ্যবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্ মোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে" সেইরূপ বেদও অবান্তর ফলের লোভ দেখাইয়া মোক্ষজনক কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিতেছেন মাত্র। শ্রীভাগবতেও বেদের প্রতিধ্বনি দৃষ্ট হয়।

এবং ব্যবস্থিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥

যাহারা কুবুদ্ধি, তাহারা বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ডে ফলশ্রুতি যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা কর্ম্মে রুচি উৎপাদন জন্য। ব্যাসাদি ঋষি ইহাই বলেন। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম-দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাহাও কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে।

অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ।
কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে॥

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ জ্ঞানের সাধনা মাত্র। কর্ম্মযোগ ভিন্ন কাহারও জ্ঞান হইতে কখন দেখা যায় না। সোঽপি দুরিতক্ষয়দ্বারা ন সাক্ষাৎ। তথাচ, জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা পাপক্ষয় হয়। পাপক্ষয় হইলে তবে জ্ঞানের উৎপত্তি। এই কারণে বলা হয়—

ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥ মনু।

কামনাপূর্ব্বকং কর্ম্মশরীরপ্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ প্রবৃত্তং তদেব কর্ম্ম-কামনারহিতম্ পুনর্ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসপূর্ব্বকং সংসারনিবৃত্তিহেতুত্বাৎ নিবৃত্তমুচ্যতে।

কাম্য কর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ হইবেই। কিন্তু কামনা-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিতে গেলে, ইহা জ্ঞানাভ্যাসপূর্ব্বক করিতে হয়। ইহাতে সংসার-নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়।

সন্ন্যাসী কাম্য কর্ম্মই ত্যাগ করেন আর ত্যাগী কামনা ত্যাগ করিয়া—নিষ্কাম হইয়া—শ্রীভগবানের প্রীতিজন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইহার শেষ ফল পাপক্ষয় বা চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধি হইলেই, আপনা হইতে কর্ম্মও ক্ষয় হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—রজোগুণের সকল কর্ম্মই যদি কাম্যকর্ম্ম হয়, তবে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া যাইবে কিরূপে? সন্ন্যাসীকেও ত আহার স্নান নিদ্রাদি করিতে হয়?

ভগবান্—শারীর কর্ম্ম অভ্যাসমত হইয়া যায়—ইহা কাম্যকর্ম্ম নহে। এক সময়ে এ সমস্তও কাম্যকর্ম্ম ছিল। ক্রমে অভ্যাসবশে ইহারা প্রকৃত কাম্য কর্ম্ম থাকে না। স্নানাহার নিদ্রা ভিন্ন আরও অনেক কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া যায়। সন্ন্যাসীকে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম মাত্র ত্যাগ করিতে হয়—অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম নহে। সমাধি অবস্থায় কোন কর্ম্মই থাকে না।

অর্জ্জুন—সন্ন্যাসীর কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ বুঝিলাম, কিন্তু ত্যাগীর ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক যে কর্ম্ম, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য আছে।

ভগবান্—কি, বল।

অর্জ্জুন—ত্যাগী না হয় কাম্যকর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেন; কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক যে সমস্ত কর্ম্ম, ত্যাগীকে তাহারও ত ফলত্যাগ করিয়া করিতে হইবে? নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ত ফলই নাই, ফল ত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা কি বন্ধ্যানারীর পুত্র ত্যাগ করার মত নহে?

ভগবান্—অহরহঃ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে—শ্রুতি এই বিধান করিতেছেন। সন্ধ্যা উপাসনা, অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের যেমন ফল কীর্ত্তিত আছে, নিত্যকর্ম্মের সেইরূপ ফল নাই সত্য, কিন্তু শ্রুতি নিত্যকর্ম্মেরও অন্যপ্রকারে ফল কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রুতি বলেন 'সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" "ধর্ম্মেণ পাপমনুদতি" নিত্যকর্ম্ম করিলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়; কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়; ধর্ম্ম করিলে পাপক্ষয় হয়। নিত্য কর্ম্মের ও ইষ্টফল আছে। সকল কর্ম্মেরই হয় ইষ্ট, না হয় অনিষ্ট, না হয় মিশ্র—এই ত্রিবিধ ফলের কোননা কোনটি আছেই। ইহা আমি এই অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে বলিব।

অত্যাগি-গণের দেহপাতের পর অনিষ্ট ইষ্ট মিশ্র এই তিন প্রকার কর্ম্মের ফল লাভ হয়, সন্ন্যাসিগণের কখনও হয় না। ইত্যাদি। সন্ন্যাসিগণের কর্ম্মফলে কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ, তাঁহারা কর্ম্মত্যাগী, কিন্তু অসন্ন্যাসীদিগের নিত্যকর্ম্মফলপ্রাপ্তি ঘটে। আর অত্যাগি-গণ মরণের পর সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করে।

অর্জ্জুন—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামে সকল কর্ম্মই করা যায়। ইহাই ত্যাগ। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। কিন্তু যদি কেহ "শ্রীভগবানের প্রীতি" যাহা, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারে? মনে কর, কেহ বলিল—শ্রীভগবান্ আবার কি জীবের কর্ম্মে প্রসন্ন হন? কোথায় সেই মহামহিমান্বিত রাজরাজেশ্বর, আর কোথায় এই অতি দীন, অতি মলিন, নিরতিশয় পাপী আমার মত ক্ষুদ্র প্রজা। আমার কার্য্য কখন কি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িতে পারে? সামান্য এক পৃথিবীর সম্রাটের কাছে পৌঁছান ক্ষুদ্র প্রজার পক্ষে অসম্ভব—আর সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর! তাঁহার কাছে কি ক্ষুদ্র জীবের আবেদন পৌঁছিতে পারে? এইরূপ কুযুক্তিদ্বারা যদি কেহ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিই অসম্ভব মনে করে, তবে সে ব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিষ্ফল কর্ম্ম করিবে কেন? দেখা যায়, কিছুদিন কর্ম্ম করিয়া লোকে যে কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহার মূলে এইরূপ একটা অবিশ্বাস থাকে। এতদিন কর্ম্ম করিলাম—কি হইল? জপ করা, সন্ধ্যা করা—ইহাতে আর কি হয়? অনেকে এইরূপ কুযুক্তি-জনিত অবিশ্বাসে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া এদিক্ ওদিক্ দুইদিকই নষ্ট করে—ইহাদের গতি কি?

ভগবান্—শ্রীভগবানের প্রীতি অনুভব করিতে বহুদূর যাইতে হয় না। নিজের চিত্তকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করা যায়। সন্ধ্যা বন্দন, ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম দ্বারা, আরতি প্রণাম প্রদক্ষিণ ইত্যাদি মানস পূজা দ্বারা, প্রণায়াম, কুম্ভকাদি দ্বারা ভগবদ্ভাব স্থায়ী করিবার চেষ্টা দ্বারা মানুষ নিজের চিত্তকে প্রসন্ন করুক, লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মদ্বারা জীব নিজের চিত্ত প্রসন্ন করিয়া একান্তে বসিয়া থাকিতে অভ্যাস করুক; সে আপনিই

বুঝিবে—তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই বিশুদ্ধ হইল। শুদ্ধচিত্তে শ্রবণ মননাদি করিতে থাকুক, তাহার জ্ঞানের স্ফুরণ হইবেই। তবেই দেখ, কর্ম্মদ্বারা পাপক্ষয় হয়, তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে, ফল সন্ন্যাসের পরেই কর্ম্মসন্ন্যাস আপনি হয়, তখন জ্ঞানে রুচি হয়। সেই সময়ে বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। নিদিধ্যাসন বা ধ্যানে সমাধি আসিলেও আবার ব্যুত্থান-দশায় দৃশ্য প্রপঞ্চ জাগিবে। সেই জন্য বিবিদিষা-সন্ন্যাসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বিদ্বৎসন্ন্যাসে তত্ত্বাভ্যাস অভ্যাস চাই। তৎ ত্বম্ অসি জানিয়া ব্যবহার-জগতে 'সেই সব বা আমিই সমস্ত' ইহা দেখিবার জন্য তত্ত্বমসির বা অহং ব্রহ্মাস্মির অভ্যাস চাই। সঙ্গে সঙ্গে মনোনাশ জন্য আত্মসংস্থ যোগ ও বাসনাক্ষয় জন্য পর বৈরাগ্য অভ্যাস সমকালে অভ্যাস করা চাই। তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করিতে পারিলে, এই জীবনেই জীবন্মুক্তি হইবে। জীবন্মুক্তি-অবস্থায় স্পষ্ট বোধ হইবে—এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অজ্ঞানেই ভাসে। ইহা মায়ারই কার্য্য। মায়াই ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখাইতেছেন। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মই উঠিতে পারেন, দৃশ্যপ্রপঞ্চ বা মায়া কিছুই উঠে না। ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। এই তত্ত্ব সর্ব্বদা স্মরণে থাকিলেই ব্রাহ্মী স্থিতি।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

একে মনীষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাংখ্যাদিদৃষ্টিমাশ্রিতাঃ অধিকৃতানাং কর্ম্মিণামপীতি। কর্ম্ম বন্ধহেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব। দোষবৎ দোষোঽস্যাস্তীতি দোষবৎ। ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যম্ দোষো যথা রাগাদিস্ত্যজ্যতে তথা ত্যাজ্যং বন্ধহেতুত্বাৎ দুষ্টম্ অতঃ কর্ম্মাধিকৃতৈরপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেত্যেকে মনীষিণঃ প্রাহুঃ। যদ্বা দোষবৎ দোষইব যথা দোষো রাগাদিস্ত্যজ্যতে তদ্বৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যমনুৎপন্ন-বোধৈরনুৎপন্ন-বিবিদিষৈঃ

ম ম ম
কর্ম্মাধিকারিভিরপীত্যেকঃ পক্ষঃ। অত্র দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ কর্ম্মাধিকারিভিরন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা বিবিদিষোৎপত্ত্যর্থং যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন

ম ম শ্রী
ত্যাজ্যম্ ইতি চাপরে মনীষিণঃ প্রাহুঃ। এতদেব মতান্তর-নিরাসেন-

শ্রী শ্রী নী
দৃঢ়াকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি। একে মুখ্যা মনীষিণো মনোনিগ্রহ-

নী
সমর্থাঃ পরমাত্মন্যুৎপন্ন-বিবিদিষাণাং পুরুষাণাং কর্ম্ম ত্যাজ্যমিতি

নী নী
প্রাহুঃ। অপরে তু বিবিদিষণার্থিনা যজ্ঞাদিকম্ ন ত্যাজ্যমিতি বা

নী নী
প্রাহুরিত্যনুবর্ত্ততে। তথাচ দ্বিবিধাঃ শ্রুতয়ঃ উপলভ্যন্তে "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"। ইত্যাদ্যাঃ ॥৩॥

কোন কোন মনোনিগ্রহ-সমর্থ বুদ্ধিমানগণ (সাংখ্যগণ) কর্ম্মসমূহ রাগদ্বেষাদি দোষবৎ ত্যাজ্য—ইহা বলেন। অপর কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) যজ্ঞ দান ও তপঃরূপ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে—এইরূপ বলেন ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন—বিদ্বৎ-সন্ন্যাস ও বিবিদিষা-সন্ন্যাস—এই দুইটি হইতেছে মুখ্য সন্ন্যাস। ইহা ভিন্ন যে তৃতীয় প্রকার সন্ন্যাস আছে, তাহা গৌণ সন্ন্যাস। গৌণসন্ন্যাসিগণ কামনাপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিবেন না। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি জন্য নিত্য কর্ম্ম করিবেন। পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছ। নিত্য-কর্ম্মাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এইকালে বিবিদিষা-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কেবল শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন লইয়া থাকিতে হয়। বিবিদিষা-সন্ন্যাস পূর্ণ হইলে, তবে-বিদ্বৎ সন্ন্যাস। এই অবস্থায় তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করা আবশ্যক ; ইহাতেই জীবন্মুক্তি।

এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি—যাঁহারা বিবিদিষা-সন্ন্যাসের অধিকারী

নহেন অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত অশুদ্ধ বলিয়া এখনও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই অথবা তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত জন্মে নাই, তাহারা ফলত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিবে। এইরূপ করিলে ইহারা বুঝিতে পারিবে যে, আত্মার কোন কর্ম্ম নাই, এই জন্য কর্ম্মত্যাগ জ্ঞানীর স্বাভাবিক। চিত্তশুদ্ধি হইলেই কর্ম্ম আপনা হইতে ত্যাগ হইয়া যাইবে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে শাস্ত্র প্রথম হইতেই কাহাকেও কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিতেছেন না?

ভগবান—এই বিষয়ে যে মতভেদ আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

তুমি এ সম্বন্ধে "গো-কপিল-সংবাদ" নামক ইতিহাস দেখিও। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৬৮ হইতে ২৭০ অধ্যায়ে থাকিবে—কিরূপে সাংখ্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কপিলদেব এবং যোগসিদ্ধ মীমাংসক কর্ম্মী স্যুমরশ্মি অতি চমৎকার বিচার করিয়াছিলেন। আমি এখানে সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে, সাংখ্য মতে হিংসাদি কর্ম্ম দোষবিশিষ্ট আর "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইহাই বেদ-বিহিত পরমধর্ম্ম। ইহাই বিশেষ বিধি। বেদে পশুহননের সামান্য বিধিও আছে। "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" অগ্নীষোমাখ্য যজ্ঞের জন্য পশু হনন করিবে। কিন্তু বিশেষ বিধিদ্বারা সামান্য বিধি খণ্ডিত হয়। এজন্য সাংখ্যেরা বলেন, দ্রব্যসাধ্য যে কিছু কর্ম্ম, তাহাতেই হিংসা সম্ভব, এজন্য সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত। রাগ ও দ্বেষ যেমন অজ্ঞানজ দোষ বলিয়া পরিত্যাজ্য, সেইরূপ কর্ম্ম মাত্রই ত্যাগ করা উচিত—সাংখ্যজ্ঞানীর মত এই।

অপর পক্ষে মীমাংসকেরা বলেন—যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। যজ্ঞের জন্য হিংসা করায় কোন প্রত্যবায় বা পাপ নাই। কিন্তু যজ্ঞাতিরিক্ত বিষয়ে হিংসা করা পাপ ও দোষ।

যখন অজ্ঞান অনবধানাদি কৃত হিংসায় দোষ হয় না, যখন গমনকালে, আহারকালে, জলপানকালে শত শত প্রাণিহিংসা হইতেছে, তখন বৈধহিংসাতে কোন দোষ নাই। এজন্য যজ্ঞাদি ত্যাগ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

তুমি এই সম্বন্ধে অধ্বর্য্য-যতি-সংবাদ নামক অতি চমৎকার ইতিহাস পাঠ করিও। ইহাতে এক সন্ন্যাসী ও এক যাজ্ঞিক হিংসা উচিত নয় এবং যজ্ঞার্থ হিংসায় কোন দোষ নাই এই বিষয়ে আপন আপন মত সমর্থন করিতেছেন। ইহাদের উভয়েরই যুক্তিযুক্ত বিচার মহাভারত অনুগীতা আশ্বমেধিক পর্ব্ব ২৮ অধ্যায়ে থাকিবে।

আমি এই গীতাশাস্ত্রে বেদের উপদেশ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম দোষবৎ বলিয়া ত্যাগ করা উচিত নহে; এবং বেদে ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে বলিয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করাও উচিত নহে। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য হইয়া এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মীর কর্ত্তব্য। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগকেই ত্যাগ বলা হইতেছে।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম !
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥

শ ম

হে ভরতসত্তম ! ভরতানাং সাধুতম তত্র ত্বয়া পৃষ্টে কর্ম্মাধি-

কারিকর্ত্তৃকে সন্ন্যাসত্যাগশব্দাভ্যাং প্রতিপাদিতে ত্যাগে ফলাভিসন্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগে মে মম বচনাৎ নিশ্চয়ং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কৃতং শৃণু অবধারয়। কিং তত্র দুর্জ্ঞেয়মস্তীত্যত আহ হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ হি যস্মাৎ ত্যাগঃ কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মত্যাগঃ ত্রিবিধঃ ত্রিপ্রকারস্তামসাদিভেদেন সংপ্রকীর্ত্তিতঃ শাস্ত্রেষু সম্যক্ কথিতঃ। যস্মাত্তামসাদি-ভেদেন ত্যাগসন্ন্যাসশব্দবাচ্যোঽর্থোঽধিকৃতস্য কর্ম্মিণোঽনাত্মজ্ঞস্য ত্রিবিধঃ সম্ভবতি। ন পরমার্থদর্শিনঃ। ইত্যয়-মর্থো দুর্জ্ঞানঃ। তস্মাদত্র তত্ত্বং নাঽন্যো বক্তুং সমর্থঃ। তস্মান্নিশ্চয়ং পরমার্থশাস্ত্রার্থবিষয়মধ্যবসায়মৈশ্বরং মত্তঃ শৃণু ॥৪॥

হে ভরতসত্তম! সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! বিষয়টি দুর্জ্ঞেয়, যেহেতু ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত ॥৪॥

অর্জ্জুন—ত্যাগ-বিষয় কি এতই জটিল?

ভগবান্—'ত্যাগ' বড় দুর্ব্বোধ। অবজ্ঞার কথা নহে।

অর্জ্জুন—ত্যাগ বিষয়ে শ্রবণীয় কি আছে?

ভগবান্—ত্যাগ ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন-সিদ্ধির প্রভাবে কাহারও কাহারও জন্ম হইতেই কোন প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বা কোনপ্রকার কর্ম্মফলে আসক্তি থাকে না। এইরূপ ব্যক্তি জন্মাবধিই সন্ন্যাসী। ইঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মে সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান থাকে, ইহ জন্মে ইহারা তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাসকে পরমহংস-সন্ন্যাসের অন্তর্গত বিদ্বৎ-সন্ন্যাস বলে। তত্ত্বজ্ঞানের পর বাসনাক্ষয় মনো-

নাশ এবং তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস দ্বারা জীবন্মুক্তিরূপ আনন্দপ্রাপ্তি জন্ত যে সন্ন্যাস, তাহার নাম বিদ্বৎ-সন্ন্যাস। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মত্যাগ। দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাসের নাম বিবিদিষা-সন্ন্যাস—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর জ্ঞানপ্রাপ্তি জন্যই এই সন্ন্যাস। এই দুই প্রকার সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ বা মুখ্য সন্ন্যাসের আর সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদ নাই। কিন্তু যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, সেই সেই কর্ম্মসন্ন্যাসীর যে ত্যাগ, সেই ত্যাগকেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাগ কহা যায়।

(১) সাত্ত্বিক ত্যাগ—ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা।

(২) রাজস ত্যাগ—ফল কামনা আছে অথচ কর্ম্মত্যাগ। এখানে কর্ম্ম কষ্টকর বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করা হয়।

(৩) তামস ত্যাগ—কর্ম্ম করিয়া কি হইবে—এই অজ্ঞানতায় কামনাও না করা এবং কর্ম্মও না করা।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫॥

ম যস্মাৎ যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব মনীষিণাম্ ম অকৃতফলাভিসন্ধীনাং পাবনানি শ বিশুদ্ধিকারণানি ম জ্ঞানপ্রতিবন্ধক-পাপ-মল-ক্ষালনেন জ্ঞানোৎপত্তি-যোগ্যতা-রূপপুণ্য-গুণাধানেন চ ম শোধকানি ম তস্মাৎ ম অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিভিঃ ম কর্ম্মাধিকৃতৈঃ ম যজ্ঞদানতপঃ ইতি ফলাভিসন্ধি-ম রহিতং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং শ ন ত্যক্তব্যম্ ম কিন্তু তৎ কার্য্যং এব শ করণীয়মেব ॥৫॥

যজ্ঞদানতপোরূপ কার্য্য পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু এ সমস্ত করণীয়। কারণ, যজ্ঞ দান তপঃ নিষ্কাম কর্ম্মকারীদিগের চিত্তশুদ্ধিকর ॥৫॥

অর্জ্জুন—আবার বলি, সাংখ্যেরা বলেন,—হিংসাদি—বহুল যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবে না;

মীমাংসকেরা যজ্ঞাদি করিতে বলেন। তুমি বলিতেছ অশুদ্ধচিত্ত কর্ম্মসন্ন্যাসী কর্ম্মত্যাগ করিবে না। এইত ?

ভগবান্—হাঁ। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া যজ্ঞ দান ও তপ করিতে করিতে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। এজন্য বুদ্ধিমান্ লোকে এই সমস্ত কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধি না হইলে যখন আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না, তখন যজ্ঞ দান তপঃ ত্যাগ কিছুতেই হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান জন্মে না, আবার নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্নও চিত্তশুদ্ধি হয় না। এই জন্য যজ্ঞ দান ও তপঃ রূপ ক্রিয়াযোগ পরিত্যাজ্য নহে। ছান্দোগ্য শ্রুতি (২।২৩) বলেন— "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি। প্রথমস্তপঃ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্য-কুলবাসী তৃতীয়ঃ। অত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্, সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি।" ত্রয়স্ত্রিংশ-সংখ্যক ধর্ম্মের স্কন্ধ (প্রবিভাগ) - যজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি, অধ্যয়ন—নিয়মের সহিত ঋগাদির অভ্যাস, দান, এই তিন প্রথম ধর্ম্মস্কন্ধ। তপস্যাই প্রথম ধর্ম্মস্কন্ধ। দ্বিতীয় ধর্ম্মস্কন্ধ ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকুলে বাস তৃতীয় ধর্ম্মস্কন্ধ। এইসকলের দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি ঘটে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম গৃহস্থের, আচার্য্যকুলে বাস ব্রহ্মচারীর, তপস্যা বনীর। এই কর্ম্মদ্বারা এই এই আশ্রমবাসিগণ পবিত্র হয়েন। ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলেই ত্যাগী বা কর্ম্মসন্ন্যাসী হওয়া হইল।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥

হে পার্থ ! এতানি ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকত্বেন বন্ধনহেতুভূতানি অপি তু কর্ম্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি সঙ্গম্ অহমেবং করোমীতি কর্ত্তৃত্বা-ভিনিবেশং ফলানি চ অভিসন্ধীয়মানানি চ ত্যক্ত্বা অন্তঃকরণ-শুদ্ধয়ে কর্ত্তব্যানি ইতি মে মম নিশ্চিতং মতম্ উত্তমং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৬ ॥

হে পার্থ ! কিন্তু এই সকল কর্ম্মও আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া করা কর্ত্তব্য। ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত ॥৬॥

অর্জ্জুন—যজ্ঞ দান তপ ত চিরদিনই মানুষ করিতেছে। কিন্তু দেখ কোথায় পুণ্যতম সত্য

যুগ আর কোথায় পাপপূর্ণ দ্বাপরের শেষ। আমরা ভাই ভাই, সংহারোদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছি। কর্ম্মকাণ্ডমত কর্ম্ম করিয়াও জীবের এ অধোগতি কেন ?

ভগবান্—সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং ফল কামনা ত্যাগ করিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম করিলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। আমি এই কর্ম্ম করিতেছি এই অভিমানের নাম সঙ্গ। স্বর্গাদিভোগ কামনাই ফলকামনা। আসক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সমস্ত কর্ম্ম করিলেই বন্ধন ; কিন্তু মুমুক্ষু ব্যক্তির ইহা চিত্তশুদ্ধির কারণ।

এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা আমি, কর্ম্মগুলি আমার অবশ্যকর্ত্তব্য, এই সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। এই কর্ম্মের ফলে আমি স্বর্গলাভ করিব, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিব, পরে জ্ঞান লাভ করিব—এই সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষাও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত কর্ম্ম না করিলে আমার প্রত্যবায় আছে—পাপ আছে এইরূপ আকাঙ্ক্ষাও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই ভাবে কর্ম্ম করিলে—বস্তুতঃ কর্ম্মের ত্যাগ হইল না, অথচ কর্ম্মের যে দোষ তাহাও রহিল না। পরে বলিতেছি—তামস ও রাজস ত্যাগ যাহা, তাহাতে যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম্ম ই ত্যাগ করা হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক ত্যাগ যাহা,তাহাতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় ; কেবল কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা মাত্র ত্যাগ করা হয়। ঘোর কলিযুগে রাজস ও তামস ত্যাগীই প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যাইবে। সাত্ত্বিক ত্যাগী নিতান্ত বিরল হইবে।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

(শ) নিয়তস্য (রা) নিত্যস্য নিত্যনৈমিত্তিকস্য (রা) মহাযজ্ঞাদেঃ তু পুনঃ কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ (ম) ত্যাগঃ ন (ম) উপপদ্যতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং তস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ (ম) সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা (শ্রী) মোক্ষহেতুত্বাৎ (শ্রী) তথাচোক্তং প্রাক্ আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যত ইতি (ম) মোহাৎ (শ) অজ্ঞানাৎ তস্য (শ) নিয়তস্য যঃ পরিত্যাগঃ সঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (রা) তমঃ কার্য্যাজ্ঞান-

মূলত্বেন ত্যাগস্য তমোমূলত্বম্। অতো নিত্যনৈমিত্তিকাদেঃ কর্ম্মণ-
রা
স্ত্যাগো বিপরীতজ্ঞানমূল ইত্যর্থঃ ॥৭॥

কিন্তু নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ কখনও কর্ত্তব্য নহে। মোহ হেতু নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥৭॥

অর্জ্জুন—যদি যজ্ঞ দান তপস্যাও ত্যাগ করিবে না, তবে যে সন্ন্যাস অর্থে বলিয়াছ কাম্য কর্ম্মের ত্যাগ ?

ভগবান্—কাম্যকর্ম্মদ্বারা বন্ধন হয়। যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধনে যাইতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এজন্য কাম্য কর্ম্ম ত্যাজ্য। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে। নিত্যকর্ম্ম ঈশ্বরপ্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি লাভ হয়। চিত্তশুদ্ধিদ্বারা রজঃ ও তমঃ অথবা বিক্ষেপ ও লয় দূর হয়। তখন চিত্ত একাগ্র হইবার উপযুক্ত হয়। একাগ্রতার অন্য নাম ধ্যান। যে বিষয়ে একাগ্র হওনা কেন, একাগ্র হইলেই বস্তুর স্বরূপ বোধ হইবে। সর্ব্ববস্তুর স্বরূপই ব্রহ্ম। এই জন্য নিত্যকর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক। নিত্যকর্ম্মে লাভ কি ? কিছুই লাভ নাই ; করিয়া কি হইবে, এই অজ্ঞানে যে ইহার ত্যাগ, তাহার নাম তামস ত্যাগ। ঘোর কলিযুগে যাহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি করে না, তাহাদের অধিকাংশই তামসত্যাগী, কতক বা হিন্দু থাকায় বড় কষ্ট বলিয়া রাজসত্যাগী।

অর্জ্জুন—নিত্যকর্ম্মে ও কাম্যকর্ম্মে প্রভেদ কি ?

ভগবান্—কাম্য নিষিদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনা ভেদে কর্ম্ম বহুবিধ। তন্মধ্যে কাম্য কর্ম্ম, স্বর্গাদি প্রাপ্তি জন্য আর নিত্যকর্ম্ম, পাপ সঞ্চিত না হয় তজ্জন্য। সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম। অগ্নিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম্ম। কাম্য কর্ম্মত ত্যাগ করিবেই, কিন্তু যে সময়ে জ্ঞানে রুচি হইল, সেই সময়ে আপনা হইতে ক্রমে ক্রমে নিত্যকর্ম্মাদি ত্যাগ হইয়া যাইবে। নিত্যকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি রূপ ফল উৎপন্ন করিয়া আপনি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মোক্ষসাধন অধ্যাত্ম-জ্ঞানে যতদিন রুচি না লাগিতেছে ততদিন ঈশ্বরে মনদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে।

যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনম্।
ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা ॥ যোঃ বাঃ

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

ম ম
পূর্ব্বোক্তমোহাভাবেঽপি অনুপজাতান্তঃকরণশুদ্ধিতয়া কর্ম্মাধি-

ম শ
কৃতোঽপি দুঃখম্ এব ইতি মত্বা কায়ক্লেশভয়াৎ শরীরদুঃখভয়াৎ

ব শ্রী ম ম ম ম
কর্ম্ম নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেৎ ইতি যৎ সঃ ত্যাগঃ রাজসঃ দুঃখং হি

ম ম
রজঃ অতঃ স মোহরহিতোঽপি রাজসঃ পুরুষস্তাদৃশং রাজসং

ম ম
ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং সাত্ত্বিকত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব

ম ম
লভেৎ ন লভেত ॥ ৮ ॥

ইহা দুঃখজনক ইহা মনে করিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ করে সে রাজস ত্যাগ করে বলিয়া, ত্যাগের ফল পায় না ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—রাজস ত্যাগ কি ?

ভগবান্—মোহবশতঃ সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম যাহারা ত্যাগ করে অথচ নিজের ইচ্ছামত ধর্ম্ম গড়িয়া লইয়া শাস্ত্রবিধিমত সন্ধ্যাউপাসনায় কি হয় এই বলিয়া যাহারা নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করে তাহারা তামস ত্যাগী। শরীরের ক্লেশ হইবে এই ভয়ে যাহারা নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করে তাহারা রাজসত্যাগী। কতকগুলি লোক সন্ধ্যাউপাসনায় অবিশ্বাস নাও করিতে পারে, কিন্তু দারুণ শীতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া স্নান সন্ধ্যা পূজা করা অথবা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পরে অতিথি সেবা করিয়া পরে আহার করা নিতান্ত ক্লেশকর—এই ক্লেশ ভয়ে যে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ, ইহাকে বলে রাজস ত্যাগ। দুঃখ বোধ জনিত ত্যাগই রাজস ত্যাগ ; কারণ রজোগুণ কেবলই দুঃখ।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন !
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥

ম
হে অর্জ্জুন ! কার্য্যং বিধ্যুদ্দেশে ফলাশ্রবণেঽপি কর্ত্তব্যম্ ইত্যেব

শ্রী শ শ্রী শ্রী ম

বুদ্ধা নিয়তং নিত্যং অবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং কর্তৃত্বা-

ম

ভিনিবেশং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা যৎ ক্রিয়তে অন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তং

শ শ ম শ

সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্বৃত্তঃ মতঃ অভিমতঃ শিষ্টানাং নমু কর্ম্ম-

শ শ

পরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সংন্যাস ইতি চ প্রকৃতম্। তত্র তামসো রাজসশ্চোক্ত-

শ শ

স্ত্যাগঃ। কথমিহ সঙ্গফলত্যাগস্তৃতীয়ত্বেনোচ্যতে? যথা ত্রয়ো ব্রাহ্মণা

শ শ শ

আগতাঃ। তত্র ষড়ঙ্গবিদৌ দ্বৌ। ক্ষত্রিয়স্তৃতীয় ইতি। তদ্বৎ।

শ শ শ

নৈষ দোষঃ। ত্যাগসামান্যেন স্তুত্যর্থত্বাৎ। অস্তি হি কর্ম্মসংন্যাসস্য

শ শ

ফলাঽভিসন্ধিত্যাগস্য চ ত্যাগত্বসামান্যম্। তত্র রাজসতামসত্বেন

শ শ

কর্ম্মত্যাগনিন্দয়া কর্ম্মফলাঽভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়তে—স

শ

ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মত ইতি ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্য এই বোধে যে নিত্যকর্ম্ম কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া করা যায় সেই ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥৯॥

অর্জ্জুন—আর সাত্ত্বিক ত্যাগ কি?

ভগবান্—সাত্ত্বিক ত্যাগে কর্ম্মত্যাগ করা হয় না কিন্তু 'আমি করিতেছি' এই কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা হয় এবং কর্ম্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষাও করা হয় না।

অর্জ্জুন—'স্বর্গ কামো যজেত' 'পুত্র কামো যজেত' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায় কাম্য কর্ম্মের ফল আছে কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনাদি, অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের কোন ফলের উল্লেখ নাই। তবে ফলত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম্ম করা কিরূপে হইবে? বন্ধ্যার পুত্র ত্যাগের মত না এই ত্যাগ?

ভগবান্—পূর্ব্বেও ইহার উত্তর দিয়াছি, আবার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর—নিত্য কর্ম্মের যে কোন ফল নাই এরূপ মনে করিও না। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"তদ্‌যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধৌ ইত্যনুৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থাঽনুৎপদ্যন্ত" ইত্যানুষঙ্গিকং ফলং নিত্যানাং দর্শয়তি, অকরণে প্রত্যবায়স্মৃতিশ্চ নিত্যানাং প্রত্যবায়পরিহারং ফলং দর্শয়তি॥ ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলে তৎসঙ্গে যেমন ছায়া ও গন্ধ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধর্ম্মাচারণ করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অর্থও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে দেখ ফল প্রার্থনা না করিলেও আপনা হইতে ফল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ নিত্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় আছে—এজন্য প্রত্যবায় পরিহারও নিত্য কর্ম্মের ফল। তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম কর্ম্মে পাপ ক্ষয় হয় ইত্যাদি বাক্যেও দেখা যায় নিত্য কর্ম্মের ফল আছে। নিয়ম পূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনাদি করিলে পাপ-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গতি হয়—ইত্যাদি ফল থাকিতেও যিনি সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ম্ম কোন ফলের লোভে করেন না, কিন্তু বেদবিধি পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য এই বোধে করেন তাঁহার ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ। যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয় সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম আবশ্যক। তৎপরে কর্ম্ম আপনি ছুটিয়া যায়।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০॥

ম ম ম ম
যঃ ত্যাগী সাত্ত্বিকেন ত্যাগেন যুক্তঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিং চ ত্যক্ত্বান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং বিহিত-

ম ম ম ম শ
কর্ম্মানুষ্ঠায়ী স যদা সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন আত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞান-হেতুনা চিত্তগতেনাতিশয়েন সম্যগ্-জ্ঞান-প্রতিবন্ধকরজস্তমো-

ম
মলারাহিত্যেনাসমন্তাৎ ফলাব্যভিচারেণাবিষ্টঃ ব্যাপ্তো ভবতি

ম
ভগবদর্পিতনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপমলাপকর্ষলক্ষণেন জ্ঞানোৎপত্তি-যোগ্যতারূপপুণ্যগুণাধানলক্ষণেন চ সংস্কারেণ সংস্কৃতমন্তঃকরণং

যদা ভবতীত্যর্থঃ তদা মেধাবী মেধয়া আত্মজ্ঞানলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া সংযুক্তঃ শমদমসর্ব্বকর্ম্মোপরমগুরূপসদনাদি-সামবায়িকাঙ্গযুক্তেন মনন-নিদিধ্যাসনাখ্যফলোপকার্য্যঙ্গযুক্তেন চ শ্রবণাখ্যবেদান্তবাক্যবিচারেণ পরিনিষ্পন্নং বেদান্তমহাবাক্যকরণকং নিরস্তসমস্তাপ্রামাণ্যাশঙ্কং চিদন্যাবিষয়কম্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানমেব মেধা তয়া নিত্যযুক্তো মেধাবী স্থিতপ্রজ্ঞো ভবতি তদা ছিন্নসংশয়ঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি বিদ্যারূপয়া মেধয়া তদবিদ্যোচ্ছেদে তৎকার্য্যসংশয়-বিপর্য্যয়শূন্যো ভবতি তদা অকুশলম্ অশোভনং কাম্যং নিষিদ্ধং বা কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি ক্ষীণকর্ম্মত্বাৎ ন প্রতিকূলতয়া মন্যতে কুশলে শোভনে নিত্যে কর্ম্মণি ন অনুষজ্জতে ন প্রীতিং করোতি কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমান-রাহিত্যেন কৃতকৃত্যত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ইতি" যস্মাদেবং সাত্ত্বিকস্য ত্যাগস্য ফলং তস্মাৎ মহতাতিযত্নেন স এবোপাদেয় ইত্যর্থঃ ॥১০॥

যিনি ত্যাগী তিনি যখন সত্ত্বগুণব্যাপ্ত হয়েন, যখন মেধাবী হয়েন, যখন সর্ব্ব-সংশয়বর্জ্জিত হয়েন,তখন অকুশল কর্ম্মকেও দ্বেষ করেন না—কুশল কর্ম্মেও অনুরাগ প্রকাশ করেন না ॥১০॥

অর্জ্জুন—সাধক সাত্ত্বিক ত্যাগযুক্ত হইলে কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন ?

ভগবান্—সাধক যখন কর্ত্তৃত্বা-ভিমান-শূন্য হইয়া এবং ফলকামনা না করিয়া নিত্য কর্ম্ম করেন তখন তাঁহার অন্তঃকরণ রাগদ্বেষ শূন্য হয়। চিত্ত হইতে রজ ও তমগুণ দূর হইয়া যায় বলিয়া তখন তিনি সত্ত্বগুণ-ব্যাপ্ত, মেধাবী এবং ছিন্নসংশয় হয়েন—এই অবস্থাতে কাম্যকর্ম্মের উপরও তাঁহার দ্বেষ থাকে না এবং নিত্যকর্ম্মের উপরেও অনুরাগ থাকে না।

অর্জ্জুন—সাত্ত্বিক ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্ট, মেধাবী ও ছিন্নসংশয় কিরূপে হয় ?

ভগবান্—নিষ্কাম ভাবে নিত্য কর্ম্ম করিতে করিতে সাধকের মধ্যে সত্ত্বগুণের উদয় হইতে থাকে। রজ ও তমগুণে মনুষ্যের লয় ও বিক্ষেপ আইসে। ইহাতে সাধক কখন জড় অবস্থায়, কখন ক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ অনুভব করে। কিন্তু সত্ত্বগুণের উদয়ে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকে। সত্ত্বগুণ প্রকাশ-স্বরূপ। সত্ত্বগুণের উদয়ে প্রতিবস্তুর অন্তরালে যে প্রকাশ-স্বরূপ ভগবান রহিয়াছেন সাধক তাহা দেখিতে পান। কাজেই কোনটি আত্মা কোনটি অনাত্মা বুঝিতে পারেন। এইরূপে সত্ত্বগুণ ব্যাপ্ত হইলে সর্ব্বদা একটা সুখের অবস্থা থাকে। চিত্ত হইতে রজস্তমোমল ক্ষালিত হইয়া যায়।

অর্জ্জুন—মেধাবী কিরূপে হয় ?

ভগবান্—মেধা কাহাকে বলে অগ্রে বুঝিতে চেষ্টা কর। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্ত রাগ-দ্বেষ-মল-বর্জ্জিত হইলে চিত্তকে একাগ্র করিবার কার্য্য করিতে হয়—অর্থাৎ ভাব যাহাতে স্থায়ী হয় তজ্জন্য কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্যগুলির নাম নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহা মুত্রফল-ভোগবিরাগ, ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুতা। ষট্‌সম্পত্তিই প্রথম হউক। ষট্‌সম্পত্তি—অর্থাৎ শমদম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান—ইহার মধ্যে শম সাধনার দ্বারা মনের বাসনা ক্ষয় করিতে হয় অর্থাৎ মনকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারজনিত চিন্তা হইতে নিবৃত্তি করিতে হয়, দম সাধনায় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে ছাড়াইয়া মনের অনুকূল করিতে হয়। এই দুই প্রকার সাধনা তখন সম্ভব যখন নিত্য বস্তু কি এবং অনিত্য বস্তু কি মনের মধ্যে এই বিচারস্রোত থাকে এবং বিষয়ভোগকে বমিত দ্রব্য ভক্ষণ বলিয়া মনে হয়, আপনার শরীরকে ময়লার দেহ বলিয়া মনে হয় এবং ইহার দুর্গন্ধ সময়ে সময়ে অনুভব হয়। মন যখন এরূপ বৈরাগ্যযুক্ত হয় এবং শম-দমাদি সাধনযুক্ত হয় :তখন ইহার মুক্তি ইচ্ছা হয়। এই সময়ে সাধকের গুরু-সমীপে গমন করা উচিত। সেখানে বেদান্ত বাক্য গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে মনন ও নিদিধ্যাসন অভ্যাস দৃঢ় হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে চিৎ ভিন্ন অন্য বিষয়ে আর মন যাইতে পারে না তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানের উদয় হইতে :থাকে। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের নাম মেধা। যিনি মেধাযুক্ত তিনিই মেধাবী।

অর্জ্জুন—আর ছিন্নসংশয় কিরূপে হয়?

ভগবান্—মেধা উপস্থিত হইলেই অবিদ্যার কার্য্য আর থাকে না সংশয় ও বিপর্য্যই অবিদ্যার কার্য্য। সংশয় দ্বারা মনে হয় এই কি ব্রহ্ম? আর বিপর্য্যয় দ্বারা মনে হয়, না—ইহা ব্রহ্ম হইতে পারে না ইহা অন্য বস্তুর মত—আকাশেও ব্রহ্মের গুণ দেখা যায়। তাহা বলিয়া কি আকাশ ব্রহ্ম? সংশয় বিপর্য্যয় রহিত হইলেই নিরন্তর একটি ধ্যানের অবস্থা থাকে। তখন অল্পে অল্পে চিত্ত চিদগ্নিকুণ্ডে স্নান করিয়া চিৎস্বরূপ হইয়া যায়। ইহার নাম নিত্যানন্দপ্রাপ্তি। যাহারা মনে করে মুক্ত হইয়া গেলে চলনরহিত একটা কি অবস্থা হয় তাহাদের নিতান্ত ভ্রম। আমি মুক্ত, আমি অজ্ঞানকে খেলাইতে পারি, জগতকে নানাভাবে সঞ্চালন করিয়া সৎপথে চালাইয়া থাকি। এরূপ ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন—যে মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করে সে তামসত্যাগী, যে ক্লেশের ভয়ে নিত্য কর্ম্মত্যাগ করে সে রাজসত্যাগী, কিন্তু যিনি নিত্য কর্ম্মত্যাগ করেন না কিন্তু কর্ম্মকালে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন এবং কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন, তিনিই সাত্ত্বিকত্যাগী বা যথার্থত্যাগী। পূর্ব্বে তিন শ্লোকে ইহা বলিয়াছ। এই শ্লোকেও মুখ্যত্যাগের কথা বলিতেছ। কর্ম্মত্যাগের কথা বলিতে বলিতে ফলত্যাগের কথা বলিতেছ কেন?

ভগবান্—যাহারা মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করে অথবা যাহা কায়ক্লেশ ভয়ে কর্ম্মত্যাগ করে তাহারা অতি নিকৃষ্ট। যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহারা অজ্ঞান অবস্থা হইতে কিরূপে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েন এখানে তাহাই দেখান হইতেছে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে অশোভন কাম্য কর্ম্মাদিতেও দ্বেষ থাকে না আর শোভন নিত্যকর্ম্মাদিতেও অনুরাগ থাকে না। এইরূপে যিনি রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত হয়েন তিনিই যথার্থ ত্যাগী। সত্ত্বগুণের উদয়েই এইরূপ ত্যাগ সম্ভব। ইহারই আত্মজ্ঞান লক্ষণা প্রজ্ঞার ও উদয় হয় এবং এরূপ ত্যাগীই ছিন্ন সংশয় হয়েন। সেইজন্য বলিলাম ত্যাগী যখন সত্ত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ছিন্নসংশয় হয়েন তখন তাঁহার অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ থাকে না কুশল কর্ম্মেও অনুরাগ থাকে না ॥ ১০ ॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

শ

যোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানেন ক্রমেণ সংস্কৃতাত্মা সন্ জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন সম্বুদ্ধঃ। স সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাসীনো নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্নুত ইত্যেতৎ।

পূর্ব্বোক্তস্য কর্ম্মযোগস্য প্রয়োজনম্ [পূর্ব্ব] শ্লোকেনোক্তম্। যঃ পুনরধিকৃতঃ সন্ দেহাত্মাভিমানিত্বেন দেহভৃদজ্ঞোঽবাধিতাত্মকর্তৃত্ব-বিজ্ঞানতয়াঽহং কর্ত্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তস্যাঽশেষকর্ম্মপরিত্যাগস্যাঽ-শক্যত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগেন চোদিতকর্ম্মানুষ্ঠান এবাঽধিকারঃ। ন তত্ত্যাগ ইতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ ন হীতি। হি [শ] যস্মাৎ [শ] দেহভৃতা দেহং বিভর্ত্তীতি দেহভৃৎ। [শ] দেহাত্মাভিমানবান্ দেহ-ভৃদুচ্যতে। [শ] ন বিবেকী। স হি বেদাঽবিনাশিনমিত্যাদিনা কর্ত্তৃত্বাঽ-ধিকারান্নিবর্ত্তিতঃ। অতস্তেন দেহভৃতা [ম] মনুষ্যোঽহং ব্রাহ্মণোঽহং [ম] গৃহস্থোঽহমিত্যাদ্যভিমানবতা [শ্রী] অজ্ঞেন [শ] অশেষতঃ নিঃশেষেণ [শ] কর্ম্মাণি ত্যক্তুং [শ] সন্ন্যসিতুং ন শক্যং [ম] ন শক্যানি [রা] দেহধারণার্থানামশনযানাদীনাং তদনুবন্ধিনাঞ্চ [রা] কর্ম্মণামবর্জ্জনীয়ত্বাৎ [হ] প্রাণযাত্রালোপপ্রসঙ্গাদ্বা [শ] তস্মাৎ [শ] যঃ অজ্ঞোঽ[হ]ধিকৃতঃ সন্ [শ] নিত্যানি কর্ম্মাণি [শ] কুর্ব্বন্ [নী] সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মাণি [নী] কুর্ব্বন্ কর্ম্মফলত্যাগী [হ] কর্ম্মফলত্যাগশীলঃ [শ] কর্ম্মফলাভিসন্ধি-[শ] [শ] মাত্রসন্ন্যাসী [হ] স তু তু শব্দ [হ] এবার্থে স এব ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে

হ আ আ
ত্যাগীত্যুচ্যতে। কর্ম্মিণোঽপি ফলত্যাগেন ত্যাগিত্ববচনং ফলত্যাগ·

আ আ আ
স্তুত্যর্থমিত্যর্থঃ। কস্তু তর্হি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিবেক-

আ শ
বৈরাগ্যাদিমতে দেহাভিমানহীনস্যেত্যুক্তং নিগময়তি। তস্মাৎ

শ
পরমার্থদর্শিত্বেনৈবাঽদেহভৃতা দেহাত্মভাবরহিতেনাঽশেষকর্ম্মসংন্যাসঃ

শ ম
শক্যতে কর্ত্তুম্। যদ্বা যস্ত্বজ্ঞোঽধিকারী সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি

ভগবদনুকম্পয়া কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে গৌণাবৃত্ত্যা

স্তুত্যর্থমত্যাগ্যপি সন্ অশেষকর্ম্মসংন্যাসস্তু পরমাথদর্শিত্বেনৈব

দেহভৃতা শক্যতে কর্ত্তুমিতি মুখ্যয়া বৃত্ত্যা ত্যাগীত্যভিপ্রায়ঃ ॥১১॥

যেহেতু দেহাত্মদর্শী—দেহাভিমানী কখন সর্ব্বতোভাবে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না [সেইজন্য] যিনি অজ্ঞ-কর্ম্মাধিকারী, তিনিও নিত্যকর্ম্মাদির ফলাভিসন্ধি মাত্র ত্যাগ করিলেই ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন ॥১১॥

অর্জ্জুন—সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব কি এই প্রশ্নের সহিত এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত ত্যাগ যাহা তাহা এতক্ষণ বুঝাইলে। কর্ত্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি করাই প্রকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগ কিন্তু সম্যক্রূপে ত্যাগ নহে। কারণ এই ত্যাগে ফলত্যাগের সহিত কিঞ্চিৎ কর্ম্মগ্রহণও আছে। আর সম্যক্রূপ ত্যাগ বা সন্ন্যাস যাহা তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্রও গ্রহণ নাই—কর্ম্মকরা একবারেই নাই ; সম্যক্রূপে কর্ম্মত্যাগ আছে। ১০ শ্লোকে ইহাও বলিতেছ ত্যাগে সুখ-দুঃখসহ রাগ-দ্বেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ আছে কিন্তু সন্ন্যাসে কর্ম্মমূল যে অজ্ঞান তাহা পর্য্যন্ত ত্যাগ। এক্ষণে আমার দুই একটি প্রশ্ন আছে।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—যাহারা দেহভৃৎ তাহারা সম্যক্রূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। তবেই হইল দেহধারণ যাহারা করিয়াছে তাহারা কেহই সম্যক্রূপে কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে না। তুমি কি এখানে সন্ন্যাসের নিষেধ করিতেছ?

ভগবান্—সন্ন্যাসটি যদি অসম্ভবই হয় তবে শ্রুতি স্মৃতি সন্ন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র। শ্রুতি বলেন "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব মানশুঃ। বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্ম লোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে"॥ কর্ম্ম প্রজা ধন ইত্যাদি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। বেদান্তবিজ্ঞানদ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞানসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব যতিগণ সন্ন্যাস দ্বারা মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া মুক্ত হয়েন।

আমি গীতা শাস্ত্রে "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে" ৫।১৩; সন্ন্যাসযোগ-যুক্তাত্মা ৯।২৮ স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ৬।১ ইত্যাদি স্থলে সন্ন্যাসের কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। ইহা স্মরণ রাখিয়া বুঝিতে হইবে দেহভৃৎ নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না ইহার অর্থ কি? সকল প্রাণীই দেহভৃৎ। কিন্তু এখানে দেহভৃৎ অর্থে যে ব্যক্তি দেহই আত্মা এই অভিমান করে সে। যে বিবেকী দেহে আত্মবোধ করেন না তিনি নহেন। দেহভৃৎ অর্থে অজ্ঞ দেহাত্মদর্শী—দেহে আত্মাভিমানী। দেহে আত্মাভিমান যতদিন থাকে—দেহটাই আত্মা এই অভিমান যতদিন থাকে, ততদিন সম্যক্‌রূপে কর্ম্মন্যাস বা সন্ন্যাস হয় না। দেহাত্মাভিমানী সর্ব্বদাই অজ্ঞ। এই-রূপ ব্যক্তিও কর্ম্মত্যাগে চেষ্টা না করিয়া যদি ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিত্যকর্ম্মাদি করে তবে সেও প্রকৃত ত্যাগী হইতে পারে।

আর এক কথা এখানে লক্ষ্য কর। যদি বল দেহভৃৎ কখন নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, যদি বল "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" এখানে আমি বলিতেছি জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই ক্ষণকাল ও বুদ্ধিপুর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, থাকিতে পারে না—তবে তোমার দেখা আবশ্যক আমি কর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতেই বা কে সমর্থ? দেহভৃৎ কি কখন অহংকর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারে? অথবা আমি দেহ ধারণ করিয়াছি বা আমার দেহ এই অভিমান ত্যাগ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করিতে পারে? আমি দাস এই অভিমান রাখিলেও অহং অভিমান কখন ত্যাগ হয় না। অতএব নহি দেভৃতাং বা নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ইত্যাদি স্থলে আমি দেহাত্মদর্শী অজ্ঞানী বা দেহাত্মা-ভিমানী দিগকেই লক্ষ্য করিয়াছি। এইরূপ অজ্ঞানীও যদি কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া নিত্যকর্ম্মাদি করেন তবে তিনিও চিত্তশুদ্ধির পরে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন। সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ অজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও জ্ঞান-সাধনার জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক। অহংকর্ত্তা এই অভিমান, এই ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি করিতে করিতে যখন চিত্তশুদ্ধি হয়—চিত্ত হইতে রাগদ্বেষ বিগলিত হয়, তখন দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে হয়। ইহাই বিবিদিষা সন্ন্যাস। বিবিদিষা সন্ন্যাসে তত্ত্বজ্ঞান হয়। কিন্তু বিদ্বৎ সন্ন্যাসে সমকালে তত্ত্বাভ্যাসে, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হয়। ইহাই জীবন্মুক্তি।

অর্জ্জুন—ত্যাগের ও সন্ন্যাসের অধিকার নির্ণয় এবং সাধনা এখানে আর একবার বল।

ভগবান্—কর্ম্মত্যাগে সন্ন্যাসী বা জ্ঞানীর অধিকার কিন্তু ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই অজ্ঞানীর সাধনা। যে পুরুষের কর্ম্মে অধিকার অর্থাৎ রাগদ্বেষ এখন ও যাঁহার যায় নাই, ভোগ বাসনা এখনও যিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ পুরুষ, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া এবং ফলা-

কাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি করিবেন। ইহাই কর্ম্ম যোগানুষ্ঠান। এইরূপ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা ক্রমে সংস্কৃতাত্মা হইবেন। তখন তিনি বুঝিবেন তিনি আত্মা, তিনি বুঝিবেন "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" ইহা কি? আমি কখন জন্মাই নাই কখনও মরিবও না—দেহ নষ্ট হইলেও আমার কোন ক্ষতি নাই—এই ভাবনা চিত্তশুদ্ধি না হইলে হয় না। চিত্তশুদ্ধি হইলেই বুঝিতে পারা যায় আত্মা নিষ্ক্রিয় কিরূপে এবং আমি সেই নিষ্ক্রিয় আত্মা কিরূপে? এই সাধক তখন সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ হইয়া, আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ হইয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন। ইহাই তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্য-লক্ষণা জ্ঞান নিষ্ঠা। ১০।১২ শ্লোকে কর্ম্মযোগের প্রয়োজনীয়তা কি তাহা বলা হইল। ১১ শ্লোকে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যত দিন দেহাত্মাভিমান আছে ততদিন অজ্ঞ দেহভৃৎ পুরুষের অহং-কর্ত্তা অভিমান থাকিবেই। অবাধিত আত্মকর্ত্তৃত্ববিজ্ঞান জন্যই অহংকর্ত্তা এই নিশ্চিত বুদ্ধি পুরুষের হয়। এইরূপ পুরুষ অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগে অশক্য। এই জন্য ইহাদের অধিকার কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করা। কর্ম্মত্যাগে ইহাদের অধিকার নাই। দেহাত্মাভিমান-বান্ যিনি তিনিই দেহভৃৎ। বিবেকী ব্যক্তি দেহভৃৎ নহেন। কারণ আত্মা অবিনাশী, আত্মা জন্মান না আত্মা মরেনও না এই বিবেক যাঁহার জন্মিয়াছে, তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধিকার নিবার্ত্তিত হইয়াছে। এই কারণে এই শ্লোকে বলা হইল যাঁহারা পরমার্থদর্শী তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে অদেহভৃৎ। ইহাঁদের দেহাত্মভাব নাশ হয় বলিয়া ইহাঁরা নিঃশেষে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে সমর্থ॥ ১১॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২॥

অত্যাগিনাং (শ) অজ্ঞানাং কর্ম্মিণামপরমার্থসন্ন্যাসিনাং (শ) কর্ম্মফলত্যাগি- (ম) ত্বেঽপি কর্ম্মানুষ্ঠায়িনামজ্ঞানাং (ম) গৌণসন্ন্যাসিনাং কর্ত্তৃত্বমমতাফল- (রা) রহিতানাং পূর্ব্বোক্তমুখ্যসন্ন্যাসহীনানাম্ (নী) প্রেত্য শরীরপাতাদূর্দ্ধং (শ) মরণান্তরং (নী) বিবিদিষাপর্য্যন্তসত্ত্বশুদ্ধেঃ (ম) প্রাগেব মৃতানাং (ন) কর্ম্মণঃ ধর্ম্মাঽধর্ম্মলক্ষণস্য (শ) পূর্ব্বকৃতস্য (ম) কর্ম্মণঃ ফলং শরীরগ্রহণং (ম) ভবতি

জায়তে। মায়াময়ং ফল্গুতয়া লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি নিরুক্তেঃ (কর্ম্মণ ইতি জাত্যভিপ্রায়মেকবচনম্) একস্য ত্রিবিধফলত্বানুপপত্তেঃ তচ্চ ফলং কর্ম্মণস্ত্রিবিধত্বাৎ ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং পাপস্য অনিষ্টং প্রতিকূলবেদনীয়ং নরকতির্য্যগাদি লক্ষণং পুণ্যস্য ইষ্টম্ অনুকূলবেদনীয়ং দেবাদিলক্ষণং মিশ্রস্য তু পাপপুণ্যযুগলস্য মিশ্রং চ ইষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যলক্ষণং চ। এবং গৌণসন্ন্যাসিনাং শরীরপাতাদূর্দ্ধং শরীরান্তরগ্রহণমাবশ্যকমিত্যুক্ত্বা মুখ্যসন্ন্যাসিনাং পরমাত্মসাক্ষাৎকারেণাবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ বিদেহকৈবল্যমেবেত্যাহ—ন তু সন্ন্যাসিনাং পরমার্থসন্ন্যাসিনাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাং প্রেত্য কর্ম্মণঃ ফলং শরীরগ্রহণমনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ক্বচিৎ দেশে কালে বা ন ভবত্যেবেত্যবধারণার্থস্তুশব্দঃ। জ্ঞানেনাজ্ঞানস্যোচ্ছেদে তৎকার্য্যাণাং কর্ম্মণামুচ্ছিন্নত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য

কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” ইতি॥ পরমার্থজ্ঞানাদশেষ কর্ম্ম ক্ষয়ং দর্শয়তি তেন গৌণসন্ন্যাসিনাং পুনঃ সংসারঃ। মুখ্যসন্ন্যাসিনাং তু মোক্ষ ইতি ফলে বিশেষ উক্তঃ।

অত্র কশ্চিদাহ [শ্রীধরঃ] “অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী” চেত্যাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সন্ন্যাসিশব্দ-প্রয়োগাৎ কর্ম্মিণ এবাত্রফলত্যাগসামান্যাৎ সন্ন্যাসিশব্দেন গৃহ্যন্তে। তেষাং চ সাত্ত্বিকাণাং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন নিষিদ্ধকর্ম্মাননুষ্ঠানেন চ পাপাসম্ভবাৎ নানিষ্টফলং সম্ভবতি, নাপীষ্টং কাম্যাননুষ্ঠানাৎ ঈশ্বরার্পণেন ফলস্য ত্যক্তত্বাচ্চ, অতএব মিশ্রমপি নেতি ত্রিবিধ-কর্ম্মফলাসম্ভবঃ॥ অতএবোক্তং “মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্য-নিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়-জিহাসয়া॥” ইতি;

অত্র বক্তব্যঃ ঈশ্বরার্পণেন ত্যক্তকর্ম্মফলস্যাপি সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং নিত্যানি কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠতোঽন্তরালে মৃতস্য প্রাগর্জ্জিতৈঃ কর্ম্মভিস্ত্রিবিধং শরীরগ্রহণং কেন বার্য্যতে? “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ” ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ সত্ত্বশুদ্ধিফল-জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থং তদধিকারিশরীরমপি তস্যাবশ্যকমেব। অতএব বিবি-দিষাসন্ন্যাসিনঃ শ্রবণাদিকং কুর্ব্বতোঽন্তরালে মৃতস্য যোগভ্রষ্টশব্দ-বাচ্যস্য “শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে” ইত্যাদিনা জ্ঞানাধিকারিশরীরপ্রাপ্তিরবশ্যম্ভাবিনীতি নির্ণীতং ষষ্ঠে। যত্র সর্ব্ব-

কর্ম্মত্যাগিনোঽপ্যজ্ঞস্য শরীরগ্রহণমাবশ্যকম, তত্র কিং বক্তব্যমজ্ঞস্য কর্ম্মিণ ইতি। তস্মাদজ্ঞস্যাবশ্যং শরীরগ্রহণমিত্যর্থমর্য্যাদয়া সিদ্ধং পরাক্রান্তং চৈকভবিকপক্ষনিরাকরণে সূরিভিঃ। তস্মাৎ যথোক্তং ভগবৎ পূজ্যপাদভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যানমেব জ্যায়ঃ।

তদয়মত্র নিষ্কর্ষ—অকর্ত্তৃভোক্তৃপরমানন্দাদ্বিতীয়সত্যস্বপ্রকাশ-ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারেণ নির্ব্বিকল্পেন বেদান্তবাক্যজন্যেন বিচারনিশ্চিত-প্রামাণ্যেন সর্ব্বপ্রকারাপ্রামাণ্যশঙ্কাশূন্যেন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তৎকার্য্যকর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানরহিতঃ পরমার্থসন্ন্যাসী সর্ব্বকর্ম্মোচ্ছেদাৎ শুদ্ধঃ কেবলঃ স নাবিদ্যাকর্ম্মাদিনিমিত্তং পুনঃ শরীরগ্রহণমনু-ভবতি সর্ব্বভ্রমাণাং কারণচ্ছেদেনোচ্ছেদাৎ। যস্ত্ববিদ্যাবান্ কর্ত্তৃত্বা-দ্যভিমানী দেহভৃৎ স ত্রিবিধঃ রাগাদিদোষপ্রাবল্যাৎ কাম্যনিষিদ্ধাদি-যথেষ্টকর্ম্মানুষ্ঠায়ী মোক্ষশাস্ত্রানধিকার্য্যেকঃ। অপরস্তু যঃ প্রাক্তন-সুকৃতবশাৎ কিঞ্চিৎপ্রক্ষীণরাগাদিদোষঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তু-মশক্নুবন্নিষিদ্ধানি কাম্যানি চ পরিত্যজ্য নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্ম্মাণি ফলাভিসন্ধিত্যাগেন সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমনুতিষ্ঠন্ গৌণসন্ন্যাসী মোক্ষ-শাস্ত্রাধিকারী দ্বিতীয়ঃ সঃ। ততো নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানেনান্তঃ-করণশুদ্ধ্যা সমুপজাতবিবিদিষঃ শ্রবণাদিনা বেদনং মোক্ষসাধনং সম্পিপাদয়িষুঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিধিতঃ পরিত্যজ্য ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরু-মুপসর্পতি বিবিদিষাসন্ন্যাসিসমাখ্যস্তৃতীয়ঃ। তত্রাদ্যস্য সংসারিত্বং সর্ব্ব-প্রসিদ্ধম্। দ্বিতীয়স্য ত্বনিষ্টমিত্যাদিনা ব্যাখ্যাতম্। তৃতীয়স্য তু

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ" ইতি প্রশ্নমুত্থাপ্য নির্ণীতং ষষ্ঠে অজ্ঞস্য সংসারিত্বং ধ্রুবং কারণসামগ্র্যাঃ সত্ত্বাৎ, তত্তু কস্যচিৎ জ্ঞানানুগুণমিতি বিশেষঃ। বিজ্ঞস্য তু সংসারকারণাভাবাৎ স্বত এব কৈবল্যমিতি দ্বৌ পদার্থৌ সূত্রিতাবস্মিন্ শ্লোকে ॥ ১২ ॥

অনিষ্ট, ইষ্ট ও [ইষ্টানিষ্ট] মিশ্র কর্ম্মসমূহের এই ত্রিবিধ ফল অত্যাগিগণের মৃত্যুর পর [ভোগ] হয় কিন্তু সন্ন্যাসিগণের কখন হয় ন ॥ ১২ ॥

অর্জ্জুন—কর্ম্মফলত্যাগ, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ বা চিত্তত্যাগ—এই ত্যাগের কথা পূর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছ। সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে ৪৩২, ৪৩৩,৩৭,৩৮, এবং ৫।২,৩,৪ ইত্যাদিতে বলিয়াছ। ত্যাগীর গতি কি এবং অত্যাগীর গতিই বা কি ?

ভগবান্—অত্যাগী মৃত্যুর পরে আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করে।

অর্জ্জুন—কর্ম্মের ফল কি কি ?

ভগবান্—পাপ কর্ম্ম, পুণ্য কর্ম্ম ও পাপ-পুণ্য-মিশ্র কর্ম্ম—কর্ম্ম এই ত্রিবিধ। অত্যাগী কর্ম্ম করে কিন্তু ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে না। এই জন্য সে যদি শুধু পাপ কর্ম্ম করে তবে সে নরকভোগান্তে তির্য্যক্ বা পশু পক্ষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে অত্যাগী পুণ্য কর্ম্ম করে, অথচ ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ না করিয়া পুণ্যকর্ম্ম করে, সে দেবযোনি প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা পাপ পুণ্য উভয়ই করে, তাহারা পুনরায় মানুষ হইয়া জন্মে। এই ত্রিবিধ জন্মই কর্ম্মের ফল। অত্যাগীদিগকে এই সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের কোনরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না এবং তজ্জন্য তির্য্যক্, দেবতা বা মনুষ্য কোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অর্জ্জুন—ত্যাগীর মধ্যে কেহ বা গৌণসন্ন্যাসী, আর কেহ বা মুখ্য সন্ন্যাসী—ইঁহারা কেহই অনিষ্ট ইষ্ট মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করেন না ?

ভগবান্—যাহারা সত্ত্বশুদ্ধিজন্য ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতেছে, তাহারা গৌণসন্ন্যাসী। ইহাদের চিত্ত শুদ্ধি হয় নাই বলিয়া ইহারা অজ্ঞ। ইহারা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে বলিয়া ইহাদিগকেও সন্ন্যাসী বলা হয় ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা সন্ন্যাস নহে। মুখ্যসন্ন্যাস বা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ বা চিত্তত্যাগই যথার্থ সন্ন্যাস। গৌণ সন্ন্যাসীকে আবার সংসারে আসিতে হইবে।

অর্জ্জুন—"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ" ॥৬।১॥ তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ—যে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে, সে সন্ন্যাসী ও যোগী। তবে এখন যে বলিতেছ—যাহারা মুখ্য সন্ন্যাসী, তাহারাই সন্ন্যাসী, আর যাহারা গৌণ সন্ন্যাসী, তাহারা অজ্ঞ এবং অজ্ঞ বলিয়া ইহাদের পুনর্জ্জন্মও আছে—ইহা বলিতেছ ? "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং"

এই শ্লোক লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিতে ত পারে—তোমার মতে কর্ম্মিগণও সন্ন্যাসী। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাত্ত্বিক তাহারা নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে না এই জন্য তাহাদের পাপ হওয়া অসম্ভব। কাজেই অনিষ্টফল ইহাদের হয় না। ইষ্টফলও ইহাদের হয় না; কারণ, কাম্য কর্ম্মও ইহারা ফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে করিয়া থাকে—আর মিশ্র ফল ইহাদের এইজন্যই নাই। কাজেই ইহাদের ত্রিবিধ কর্ম্মফল অসম্ভব। শাস্ত্রে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, মোক্ষার্থী কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু পাপ ক্ষয় জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে।

ভগবান্—৬।১ শ্লোকে কর্ম্মফলত্যাগীকে একাধারে সন্ন্যাসী ও যোগী বলা হইয়াছে। কারণ উভয়েই সমচিত্ত হইতে প্রয়াস করেন। চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগও যে জন্য অনুষ্ঠান করিতে হয়, কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্মও সেইজন্য অনুষ্ঠান করিতে হয়; উভয় অনুষ্ঠানই সমচিত্ততা লাভ জন্য । ৫০২ পৃষ্ঠা দেখ।

এখন দেখ—সত্ত্বশুদ্ধি লাভ জন্য কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া যাঁহারা নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করেন—তাঁহারা গৌণসন্ন্যাসী। সত্ত্বশুদ্ধি এখনও হয় নাই অথচ দেহত্যাগ হইল; এখানে ইহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত ত্রিবিধ কর্ম্মফলের ভোগ অবশ্যই হইবে। তবে ইহাদের ত্রিবিধ শরীর ধারণ কিসে বারণ হইবে? ইহারা অক্ষর ব্রহ্মকে ত জানিল না। তবে ইহাদের মুক্তি হইবে কিরূপে? শ্রুতিও বলেন—হে গার্গি! এই অক্ষরকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এই লোক হইতে চলিয়া যায়, সে কৃপাপাত্র।

চিত্তশুদ্ধির ফল হইতেছে জ্ঞান। চিত্তশুদ্ধির জন্য যখন কর্ম্ম চলিতেছে, তখন জ্ঞান হয় নাই বুঝা যাইতেছে; তবেই দেখ, বিনা যত্নে যেমন শক্তিকে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থায় আনা যায় না, সেইরূপ শরীর না থাকিলে কোন কর্ম্মই হয় না। অতএব চিত্তশুদ্ধি হইয়া গেলে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিবিদিষা-সন্ন্যাস লওয়া বিধি। এই অবস্থায় শ্রবণমননাদিই সাধনা। শ্রবণমননাদি করিতে করিতে (সিদ্ধি লাভের পূর্ব্বেই) যদি সাধকের মৃত্যু হয়, তবে তিনি যোগভ্রষ্ট নামে অভিহিত হয়েন। এইরূপ সাধকেরও পুনর্জ্জন্ম আছে। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" ইত্যাদিতে জ্ঞানাধিকারী যিনি (এখনও কিন্তু জ্ঞানী হইতে পারেন নাই), তাঁহারও শরীরপ্রাপ্তি ঘটিবেই—ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহা দেখান হইয়াছে।

তবেই দেখ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী হইয়াও—বিবিদিষা-সন্ন্যাস লইয়াও যতদিন না সিদ্ধিলাভ হইতেছে, যত দিন না জ্ঞান হইতেছে, সেই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হইলেও যখন শরীরগ্রহণ অবশ্য তখন অজ্ঞ কর্ম্মী সম্বন্ধে আবার বক্তব্য কি থাকিতে পারে? গৌণসন্ন্যাসটা মুখ্যসন্ন্যাসের সাধনা মাত্র। কাজেই ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মই কর—বা অত্যাগীই থাক, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলেই আবার জন্মাইতে হইবে। বুঝিতেছ—অত্যাগী বলাতে মুখ্যসন্ন্যাসী ভিন্ন সকল প্রকার কর্ম্মীকেই বুঝাইতেছে কিরূপে?

এই শ্লোকের অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট বলি শ্রবণ কর। অকর্ত্তা, অভোক্তা, পরমানন্দ, অদ্বিতীয়, সত্য, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে আত্মভাবে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যিনি বেদান্ত বাক্য জন্য বিচার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অপ্রমাণ—শঙ্কাশূন্য হইয়াছেন অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্য যাঁহার অজ্ঞান

নিবৃত্তি হইয়াছে ; অজ্ঞানের কার্য্য এবং কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান ও যাঁহার আর নাই ; ইনিই পরমার্থ-সন্ন্যাসী। সর্ব্বকর্ম্মের উচ্ছেদ হওয়াতে ইনি শুদ্ধ, ইনি কেবল (আপনি আপনি ভাবে স্থিত)। ইনি আর অবিদ্যাদি কর্ম্ম জন্য শরীর গ্রহণ ক্লেশ অনুভব করেন না—কারণ সমুদায় ভ্রমের কারণের উচ্ছেদ হওয়াতে ইহাঁর শরীরগ্রহণেরও উচ্ছেদ হয়।

যাহারা কিন্তু অবিদ্যাবান্, কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত, দেহভৃৎ, তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) রাগ দ্বেষ প্রবল বলিয়া যাহারা কাম্য বা নিষিদ্ধ সকল কর্ম্মই যথেচ্ছায় করে এবং যাহাদের কোন মোক্ষশাস্ত্রে রুচি নাই, অধিকারও নাই।

(২) পূর্ব্ব সুকৃতবশে যাঁহাদের রাগ দ্বেষ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়াছে। ইঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগে অক্ষম হইলেও নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া সত্বশুদ্ধি জন্য অনুষ্ঠান করিতেছে, ইঁহারা গৌণসন্ন্যাসী, ইহারা মোক্ষশাস্ত্রে অধিকারী।

(৩) নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধ হইয়াছে এবং যাঁহারা বিবিদিষা-সন্ন্যাসের উপযুক্ত হইয়াছেন। শ্রবণাদি সাধন দ্বারা মোক্ষসাধনজ্ঞান লাভ জন্য যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমন করেন ইঁহারা বিবিদিষা-সন্ন্যাসী।

প্রথম প্রকারের যাহারা তাহারা সংসারী। দ্বিতীয় প্রকার যাঁহারা তাঁহারা ইষ্ট অনিষ্ট মিশ্র কর্ম্মফলভোগী। তৃতীয় প্রকার সাধকের সম্বন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগারম্ভ করিয়াও যাঁহারা শিথিল প্রযত্ন হন, তাঁহারা যোগভ্রষ্ট ইত্যাদি। অর্থাৎ বিবিদিষা সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াও সিদ্ধিলাভ না হওয়ার মধ্যে মৃত্যু হইলে যোগভ্রষ্ট হইয়া আবার পুনর্জ্জন্ম আছে।

অজ্ঞ যাহারা তাহাদের সংসারিত্ব নিশ্চিত ; কারণ, এখনও সংসারী হইবার আয়োজনটুকু তাহাদের আছে। তবে কাহারও কাহারও জ্ঞানানুরূপ সংসারিত্ব হইয়া থাকে এই মাত্র বিশেষ। জ্ঞানীর সংসারী হইবার কারণ নাই, আপনা হইতেই তাঁহার কৈবল্যমুক্তি বা আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হয়। এই শ্লোকে সংসার ও কৈবল্য এই দুই পদার্থই সূত্রাকারে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—কেহ কেহ বলেন—সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ ও সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ একই কথা। ইঁহাদের বিচার এইরূপ—"কর্ম্মফলে স্বার্থশূন্য হইয়া সর্ব্বান্তর্যামী যেরূপ নিরন্তর কর্ম্ম করেন, অথচ তাহাতে লিপ্ত হন না, সেইরূপ অনাসক্তিবশতঃ প্রবৃত্তিশূন্য হইলেও যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ-প্রেরণায় প্রবৃত্তিমান্ এবং কর্ম্মে নিস্পৃহা ও একমাত্র ভগবৎ পরায়ণতা বশতঃ—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হউক, কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হইবে এ চিন্তাতেই বা কি প্রয়োজন এইভাবে—যাঁহারা বিবেকবুদ্ধিতে অপরোক্ষ ঈশ্বরের সন্ন্যাস অর্থাৎ সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহারাই এ শাস্ত্রে কর্ম্মফলত্যাগী" ইত্যাদি। ইঁহারা আরও বলেন "অপরোক্ষজ্ঞান বিনা গীতাশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফলত্যাগ সিদ্ধ হয় না" ইত্যাদি।

ভগবান্—প্রথম ; হাঁ, ইঁহারা সাধক বটেন ; কারণ, আসক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম ইঁহারা করিতে চান না এবং ইঁহারা যখন কর্ম্ম করেন, তখনই মনে ভাবেন, ভগবানের প্রেরণায় কর্ম্ম করিতেছি—

তিনি যাহা করাইতেছেন তাহাই হইতেছে; তাঁহার ইচ্ছাই আমার মধ্যে কার্য্য করুক—এই-গুলি সাধকের ভাব সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ সাধক জ্ঞানী নহেন, বিচারবান্ও নহেন। অপরোক্ষ জ্ঞানটি ঠিক যদি বুঝিতে পারা যায়, তবে কখন বলা যাইতে পারে না, অপরোক্ষ জ্ঞান বিনা গীতোক্ত কর্ম্মফলত্যাগ সিদ্ধ হয় না। যদি তাহাই হইত, তবে দ্বাদশ অধ্যায়ে আমি যখন সমস্ত সাধনার কথা বলিয়াছি, তখন ইহা বলিতাম না যে, যদি মন বুদ্ধি ও চিত্ত আমাতে সমাধান করিতে না পার, তবে অভ্যাস-যোগে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর; যদি অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরমো ভব; যদি মৎকর্ম্মপরম হইতেও না পার, তবে সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগ কর ইত্যাদি। কঠিনটি না পারিলেই লোকে বলে—আচ্ছা, সহজটি কর। আমিও সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগে সকলের অধিকার আছে বলিয়া এই সহজ সাধনাকে সকল সাধনার নিম্নে স্থান দিয়াছি। কিন্তু সম্প্রদায় রক্ষা জন্য যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ সাধনাকেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন, আর বলিবেন—অপরোক্ষ জ্ঞানী ভিন্ন সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কেহই কর্ম্ম করিতে পারে না—তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলা যাইবে কিরূপে? অথবা তাঁহাদিগকে বিচারবান্ বলা যাইবে কিরূপে? তাই বলিতেছিলাম, অপরোক্ষ জ্ঞানটি কি, বুঝিলে, পূর্ব্বোক্ত ভ্রমে আর পতিত হইতে হয় না। জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পরোক্ষজ্ঞান, দ্বিতীয় অপরোক্ষ জ্ঞান। ব্রহ্ম আছেন, ঈশ্বর আছেন, শাস্ত্রবাক্যে, সাধুবাক্যে এবং নিজে যতটুকু অনুভব করা যায়, তাহাতে ইহা বিশ্বাস করার নাম পরোক্ষজ্ঞান। আর যাহা বিশ্বাস করা হইয়াছে, তাহাই যখন সম্পূর্ণ অনুভূতিতে আইসে, তাহাই অপরোক্ষজ্ঞান। ব্রহ্ম আছেন, ঈশ্বর আছেন—ইহা যখন যথার্থ অনুভব হয়, যখন ঈশ্বর তৃতীয় চক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হয়েন, তখন সাধকের অবস্থা কি হয়? বিশ্বাসে মানিয়া লওয়া এক কথা আর তাঁহার কৃপায় বিচার ও বিবেক দ্বারা তাঁহার অনুভব করা অন্য কথা। আমি দাস তুমি প্রভু—ইহা বিশ্বাস করিয়া কর্ম্ম করা ভক্তের কার্য্য, কিন্তু জীবচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের যথার্থ সম্বন্ধ অনুভব করাটিই জ্ঞানীর কার্য্য। এই অনুভবটি কি? ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানাই ব্রহ্ম ও ঈশ্বরভাবে স্থিতি লাভ করা। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মই হইয়া যাইতে হয়। আমিও বলিতেছি—"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ।" ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব শ্রুতির অহংগ্রহোপাসনা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণুরিতিস্মৃতঃ॥

বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে পূজা সার্থক হয় না। বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণু অর্চ্চনা করিলে, সাধক মহাবিষ্ণুরূপে পরিণত হয়েন। তবেই দেখ, ভগবানের উপাসনা করিতে হইলে, আপনাকে ভগবদ্ভাবে ভাবনা করিতে হয়। শ্রুতি-স্মৃতির এই সমস্ত বাক্যের সহিত জীব-ভগবানের নিত্যদাস এই কথার সামঞ্জস্য কোথায়? "আমি ভগবানের দাস" সাধনার এই নিম্ন অবস্থা ধরিয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ অভ্যাস করিতে করিতে যখন অল্প অল্প করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকিবে, তখন সাধকের জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকিবে। ক্রমে জ্ঞানপরিপুষ্টির সহিত

সাধক ভাবনা করিতে পারিবেন—আমিই সেই ; উপাস্য ও উপাসক বাস্তবিক অভেদ। তখন ঈশ্বরের মত সাধকও সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্টি হইয়া যাইবেন। শাস্ত্র সেইজন্য বলিতেছেন—"যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং। তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।" শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যতদিন পর্য্যন্ত সাধক 'সমস্তই আমি'—ইহা না দেখেন, ততদিন আমার আরাধনা-তৎপর থাকিবেন। 'সবই আমি' দেখিতে দেখিতে সাধক নিজেকেও যখন 'আমি' দেখিবেন, তখন সেই অবস্থায় উপাসনা শেষ হইল। তখন জ্ঞানের প্রকৃষ্ট স্ফুরণ হইবে এবং সাধক জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপেই স্থিতি লাভ করিবেন। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। সাধনারাজ্যে ধ্যানের অপেক্ষা আবশ্যকীয় অন্য কিছুই নাই। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ধ্যান সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, শ্রবণ কর :—

ধ্যানমাত্মস্বরূপস্য বেদনং মনসা খলু।
সগুণং নির্গুণং তচ্চ সগুণং বহুশঃ স্মৃতম্॥

মন দ্বারা আত্মস্বরূপের যে বেদন বা জ্ঞান, তাহাই ধ্যান। এই ধ্যান সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার। আবার সগুণ ধ্যান বহুপ্রকার।

অবিজ্ঞাতস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন, তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, মনেরও গোচর নহেন—এইরূপ জানিয়া এবং এই নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া অবলম্বনে আনন্দমজরং সত্যং সদসৎ সর্ব্বকারণম্। সর্ব্বাধারং জগদ্রূপমমূর্ত্তমজমব্যয়ম্ অর্থাৎ মায়া অবলম্বনেই তিনিই সগুণ হয়েন এবং তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও সগুণরূপে প্রতিভাত হয়েন—শাস্ত্র দৃষ্টে ইহাতে বিশ্বাস রাখিয়া নির্গুণ ধ্যান করিতে হইবে। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য শ্রুতি অবলম্বনে দেখাইতেছেন :—

"অদৃশ্যং দৃশ্যমন্তঃস্থং বহিস্থং সর্ব্বতোমুখম্।
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বতঃপাদং সর্ব্বস্পৃক্ সর্ব্বতঃশিরঃ॥

নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ বিশ্বরূপের সম্বন্ধ অতি নিকট। পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। সেই সমস্ত জানিয়া ধ্যান করিতে হইবে।

ব্রহ্ম ব্রহ্মময়োঽহং স্যামিতি যদ্বেদনং ভবেৎ।
তদেতন্নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

ব্রহ্মও যেমন নির্গুণ হইয়াও সগুণ, সেইরূপ আমিও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মময়—এইরূপ অনুভবই নির্গুণ ধ্যান। যিনি নির্গুণ ধ্যান করেন অর্থাৎ যিনি নির্গুণ ব্রহ্মভাবে অথবা সগুণ ব্রহ্মময় হইয়া স্থিতি লাভ করেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্।

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যও শ্রীগীতার সাধনাগুলি পরে পরে বলিতেছেন,—

অথবা পরমাত্মানং পরমানন্দবিগ্রহম্।
গুরূপদেশাদ্বিজ্ঞায় পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্॥

ব্রহ্ম ব্রহ্মপুরে চাস্মিন্ দেহরাজ্যে সুমধ্যমে।
অভ্যাসাৎ সংপ্রপশ্যন্তি সন্তঃ সংসার-ভেষজম্॥

ধ্যানযোগী না হইতে পার, সাংখ্যজ্ঞানী হও। তাহাও না পার অভ্যাস-যোগী হও। অভ্যাস-যোগী দুই প্রকার। একপ্রকার সাধক বাহিরের মূর্ত্তি অবলম্বন করেন, অন্যপ্রকার সাধক (ইঁহারা যোগী) ভিতরে ধ্যান করেন। এই শেষোক্ত সাধকের ধ্যানের বিষয় যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন;—

হৃৎপদ্মেঽষ্টদলোপেতে কন্দমধ্যাৎ সমুত্থিতে।
দ্বাদশাঙ্গুলনালেঽস্মিং শ্চতুরঙ্গুলমুন্মুখে॥
প্রাণায়ামৈর্বিকসিতে কেশরান্বিত-কর্ণিকে।
বাসুদেবং জগদ্‌যোনিং নারায়ণমজং বিভুম্॥
চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
কিরীটকেয়ূরধরং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্॥
শ্রীবৎসবক্ষসং শ্রীশং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
পদ্মোদরদলাভোষ্ঠং সুপ্রসন্নং শুচিস্মিতম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্।
পদ্মচ্ছবি-পদদ্বন্দ্বং পরমাত্মানমব্যয়ম্॥
প্রভাভির্ভাসয়দ্রূপং পরিতঃ পুরুষোত্তমম্।
মনসালোক্য দেবেশং সর্ব্বভূত-হৃদিস্থিতম্।
সোঽহমাত্মেতি বিজ্ঞানং সগুণং ধ্যানমুচ্যতে॥ ১৭

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ৯ম অধ্যায়।

মেরুদণ্ড মধ্য হইতে অষ্টদল হৃদয়-পদ্ম উঠিয়াছে। পদ্মের নাল দ্বাদশ অঙ্গুল। পদ্মটি চারি অঙ্গুল উর্দ্ধ্বমুখ। পদ্ম, কেশর ও কর্ণিকাযুক্ত। প্রাণায়াম দ্বারা ইহাকে বিকশিত কর। করিয়া জগদ্‌যোনি, নারায়ণ, অজ, বিভু, চতুর্ভুজ, সুন্দরাঙ্গ, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী, কিরীটকেয়ূরধারী, পদ্মপলাশলোচন, শ্রীবৎস-বক্ষোভূষণ, লক্ষ্মীপতি, পূর্ণচন্দ্রসদৃশানন, পদ্মোদরপত্রের মত লোহিতবর্ণ ওষ্ঠ, হাস্যযুক্ত প্রসন্ন বদন, শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, পীতবাসা, অচ্যুত, পদ্মচ্ছবিবিশিষ্ট চরণযুগল, অব্যয় পরমাত্মাকে মানসে ভাবনা করিবে এবং সেই দেবেশকে সর্ব্বভূতহৃদয়ে অবস্থিত ভাবনা করিবে; করিয়া আমি সেই আত্মা ইহা জানাই সগুণ ধ্যান। "নিত্য দাসের সহিত আমি সেই" ইহা কিরূপে মিলাইবে?

সগুণ ধ্যানের বিষয় ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আরও পাঁচপ্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাণায়াম-প্রবোধিত অষ্টদল হৃদ্‌পদ্মে আর দুই প্রকার ধ্যান; তদ্ভিন্ন ভ্রূমধ্যে মহাদেবের এবং সূর্য্যমধ্যে হিরণ্য-শ্মশ্রু-কেশঞ্চ হিরণ্ময়ং হরিম্। এই পাঁচ প্রকার ধ্যান। সমস্ত ধ্যানগুলিতেই দেখা যায়

(১) জ্ঞাত্বা বৈশ্বানরং দেবং সোঽহমাত্মেতি যা মতিঃ।

(২) অথবা মণ্ডলং পশ্যেদাতিত্যস্থ মহামতেঃ···হিরণ্যশ্মশ্রু···

সোঽহমস্মীতি যা বুদ্ধিঃ

(৩) ভ্রুবোর্মধ্যেঽন্তরাত্মানং ভারূপং···মনসালোক্য

সোঽহং স্যামিত্যেতৎ...

(৪) অথবা বদ্ধপর্য্যঙ্কং···শিব এব স্বয়ং ভূত্বা···

সোঽহমাত্মেতি যা বুদ্ধিঃ॥

(৫) অথবাষ্টদলোপেতে কর্ণিকাকেশরান্বিতে।
উন্নিদ্রং হৃদয়াম্ভোজে সোমমণ্ডলমধ্যগে॥
স্বাত্মানমর্ভকাকারং ভোক্তৃরূপিণমক্ষরম্।
সুধারসং বিমুঞ্চদ্ভিঃ শশিরশ্মিভিরাবৃতম্॥
ষোড়শচ্ছদসংযুক্ত শিরঃপদ্মাদধোমুখাৎ।
নির্গতামৃতধারাভিঃ সহস্রাভিঃ সমন্ততঃ॥
প্লাবিতং পুরুষং তত্র চিন্তয়িত্বা সমাহিতঃ।
তেনামৃতরসেনৈব সাঙ্গোপাঙ্গে কলেবরে॥
অহমেব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়ম্।
এবং যদ্বেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচ্যতে॥৩৯॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—'এবং ধ্যানামৃতং কুর্ব্বন্ ষন্মাসান্ মৃত্যুজিৎ ভবেৎ।' শ্রীগুরুদর্শিত প্রাণায়াম দ্বারা অষ্টদল হৃৎপদ্মকে বিকশিত করিয়া তন্মধ্যে উপরের ষোড়শদল পদ্ম বিগলিত সহস্রধারাস্নাত শ্রীমন্নারায়ণকে ধ্যান করিতে যদি অভ্যাস করা যায়; তিন বেলায় এইরূপ ধ্যান গুরু নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রাণায়াম দ্বারা ৬ মাস করিতে পারিলে মৃত্যু জয় করা যায়।

"বৎসরান্মুক্তএব স্যাৎ জীবন্নেব ন সংশয়ঃ।" আর এক বৎসর এইরূপ করিলে জীবন্মুক্তি লাভ হয়। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ধ্যানপ্রশংসা নামক নবম অধ্যায়ে গার্গীকে বলিতেছেন;—

তস্মাৎ ত্বঞ্চ বরারোহে ফলং ত্যক্ত্বৈব নিত্যশঃ।
বিধিবৎ কর্ম্ম কুর্ব্বাণা ধ্যানমেব সদা কুরু॥

শ্রীগুরুপ্রদর্শিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রাণায়াম নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত কর; কিন্তু কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না। কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া প্রতিদিন বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ধ্যানাভ্যাস কর, মৃত্যু জয় করিবে ও জ্ঞানলাভে মুক্ত হইবে। কারণ এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে "সমাধি সমতাবস্থা জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ" জীবাত্মা পরমাত্মার সমতাবস্থারূপ সমাধি প্রাপ্ত হইবে। এবং 'ব্রহ্মণেব্য

স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ। এবং ব্রহ্মেতে প্রত্যগাত্মার যে স্থিতি, তাহাই সমাধি, ইহা বুঝিবে।

সরিৎপতৌ নিবিষ্টাম্বু যথা ভিন্নত্বমাপ্নুয়াৎ।
তথাত্মা ভিন্ন এবাত্র সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

যথা সরিৎপতি-সমুদ্রে নদ্যাদির জল প্রবিষ্ট হইলে সাগরের সহিত নদী অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সমাধিতে জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিতি লাভ করেন।

সর্ব্বশাস্ত্রে ইহাকেই অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হইয়াছে। এই জ্ঞানলাভ কখনই কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে হইবে না। কর্ম্মের পরাবস্থায় ইহা লাভ হয়। কর্ম্মের পরাবস্থা স্থায়ী হইলে সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ হইয়া যায়। কিন্তু এই সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগরূপ ফল সন্ন্যাস হইতে আরম্ভ করিতে হয়। ফলত্যাগটি আরম্ভ এবং কর্ম্মত্যাগটি শেষ। অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই ত্যাগ ও সন্ন্যাসতত্ত্ব বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। এই জন্য বলিতেছি, যিনি সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ অজ্ঞজনানুষ্ঠিত গৌণ সন্ন্যাসকে জ্ঞানীর অনুষ্ঠিত সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগরূপ মুখ্য সন্ন্যাসের সহিত এক, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তিনি শ্রীগীতার অর্থকে বিকৃত করিয়া বুঝিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—কর্ম্মফলে স্বার্থশূন্য হইয়া "সর্ব্বান্তর্যামী যেরূপ নিরন্তর কর্ম্ম করেন, অথচ তাহাতে লিপ্ত হন না।" এই কথা আলোচনা কর। তুরীয় ব্রহ্মকে সর্ব্বান্তর্যামী বলা হয় নাই,—বলা হইয়াছে সুষুপ্ত্যাভিমানী প্রাজ্ঞ পুরুষকে। ইনি ঈশ্বর। মায়াকে আশ্রয় করিয়াই মায়াতীত পুরুষ ঈশ্বর নামে অভিহিত। এই ঈশ্বর মায়া বা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও চন্দ্রে চন্দ্রিকার মত, সূর্য্যে দিধীতির মত যেন অভিন্ন এইরূপ প্রতীয়মান হয়েন। ঈশ্বর ভিন্ন প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রকৃতি না থাকিলেও ঈশ্বর আপন ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। বলিতে পার, প্রকৃতি তখন অব্যক্ত অবস্থায় থাকেন। শাস্ত্র বলেন, এ অবস্থায় প্রকৃতিকে বা মায়াকে 'আছে' ও বলা যায় না, "নাই"ও বলা যায় না—ইহা অনির্ব্বচনীয়া।

যেমন সুষুপ্তিতে একমাত্র আত্মাই থাকেন, অন্য কিছু 'আছে' বা 'নাই' কিছুই বলা যায় না, কারণ—থাকিলে অনুভব থাকিত, আবার না থাকিলে সুষুপ্তি ভঙ্গে আসিবে কোথা হইতে? এজন্য এই ব্যাপারকে মায়া বলে, অনির্ব্বচনীয়া বলে, 'যৎকিঞ্চিৎ' ইতি বদন্তি, বলে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে মায়া বা শক্তি বা প্রকৃতিও সেইরূপ।

তবেই ধারণা কর, সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকৃতি বা শক্তির সম্বন্ধ কিরূপ? তারপর ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না, কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। ঈশ্বর ও প্রকৃতি যদি এক হইতেন, তবে বলা হইত সর্ব্বান্তর্যামী যেমন নিরন্তর কর্ম্ম করেন। তুমি যাহাকে সর্ব্বান্তর্যামী বা ঈশ্বর বল, তিনি মায়া শবলিত চৈতন্য। এই ঈশ্বরের ঈশ্বরভাস সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়, সদাশুদ্ধ, সদামুক্ত তিনি কিছুই করেন না, যাহা কিছু কর্ম্ম তাহা তাঁহার স্বীকৃত প্রকৃতি দ্বারা হয়। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণিঃ সর্ব্বশঃ। পূর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছে। প্রকৃতি আপন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণে কর্ম্ম করেন, অহংকারবিমূঢ়াত্মা অর্থাৎ প্রকৃতি বশীভূত জীব

'অহং কর্ত্তা' অভিমান করে। ঈশ্বর আছেন বলিয়া প্রকৃতি দ্বারা কর্ম্ম হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর প্রকৃতির কর্ম্মে অভিমান করেন না। সেই জন্য বলা হয়, ঈশ্বর দ্রষ্টা স্বরূপে থাকেন মাত্র। জীব আপনার জীবাভিমান ত্যাগ করিয়া শিবভাবে না আসা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের মত থাকিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না; যখন পারে, তখন তাহার শিবত্ব। সর্ব্বান্তর্যামীর নিরন্তর কর্ম্ম করা কথাটা ভ্রমাত্মক; তথাপি অজ্ঞ সম্বন্ধে অরুন্ধতী ন্যায়ের ন্যায় মিথ্যার সাহায্যে সত্য প্রাপ্তি মত, স্থূল ধরিয়া সূক্ষ্মে যাওয়ার মত, ইহার সমর্থন করা যায়। তবে জীবের কর্ম্ম করা যতদিন থাকিবে ততদিন জীবাভিমান থাকিবেই। সেইজন্য বলা হয় কর্ম্মত্যাগ (ফলত্যাগ নহে) না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই জ্ঞান হইবে না। জীবের আপন স্বরূপই শিবত্ব। আপনাকে আপনি জানিয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই জ্ঞান। এই যুক্তিতেই দেখান হইল কর্ম্মফল ত্যাগ ও কর্ম্মত্যাগ এক নহে। ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়; হইয়া কর্ম্ম-ত্যাগ হইয়া যায়। এইজন্য ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাকে কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাসের নিম্নসাধনা বলা হইয়াছে। নিম্নসাধনা এইজন্য যে, ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেই চিত্তশুদ্ধি হইবে সত্য কিন্তু চিত্তশুদ্ধির পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রবণ মননাদি উচ্চসাধনা করা চাই; তদ্ভিন্ন জ্ঞান হইবে না।

তৃতীয়—অজ্ঞ জনকে ঈশ্বরমুখ করিবার জন্য আর একটি কথা বলা হয়। হে ঈশ্বর! আমার কোন ইচ্ছা নাই, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! তোমার ইচ্ছাই আমার মধ্যে কার্য্য করুক! ঈশ্বরকে ইচ্ছাময় বলা হয়, কিন্তু ইচ্ছাটা শরীরের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে "ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং···এতৎ ক্ষেত্রং ইত্যাদিতে তাহা দেখান হইয়াছে এবং ইচ্ছা যে ঈশ্বরের নহে এতৎসম্বন্ধে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মার যে ভ্রম স্বতই হয়, তাহাও দেখান হইয়াছে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইবে যে, ইচ্ছা শরীরের ধর্ম্ম—রক্তমাংস-বিশিষ্ট দেহটাও যেমন শরীর, আবার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক সমস্ত প্রকৃতির খণ্ড স্বরূপ যে মন, সেই মনও সেই রূপ শরীর। ইচ্ছাটা মনের ধর্ম্ম এবং সমষ্টি ইচ্ছাশক্তি, সমষ্টি মন বা মহামন বা প্রকৃতির ধর্ম্ম। মনের ধর্ম্ম ইচ্ছাটা আত্মাতে আরোপ হয় মাত্র। হে ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা আমার মধ্যে পূর্ণ হউক এই কথাতে অজ্ঞ জনকে শরণাপত্তির নিম্নভূমিকা অভ্যাস করিতে বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহাও অরুন্ধতী ন্যায়ের ন্যায় মিথ্যা দ্বারা সত্যপ্রাপ্তিতে রুচি জন্মান মাত্র।

ঈশ্বর প্রেরণায় কর্ম্ম করা কি? ঈশ্বর সন্নিধানে প্রকৃতির কর্ম্ম হওয়াই ঈশ্বর-প্রেরণা। যিনি ঈশ্বরকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র দেখিয়াছেন, তিনি বলিতে পারেন, প্রকৃতি কর্ম্ম করুক—অথবা কর্ম্ম যাহা হইবার হইয়া যাউক, আমি জড় প্রকৃতি নহি, আমি চেতন—চেতনে অহং অধ্যাসন হয় কিন্তু আত্মা কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। অজ্ঞ জনে কখন বলিতে পারে না—'হে ভগবন্ তোমার প্রেরণায় আত্মার সমস্ত কর্ম্ম হইতেছে।' 'আমার কর্ম্ম, এই বোধ যতদিন আছে, তত-দিন আমার পৃথক্ ইচ্ছাও আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কর্ম্ম হইতেছে, ইহা এ ক্ষেত্রে ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তি জন্য নিতান্ত পাপী যে, সেও বলিতে পারে, আমি যে পাপ করি, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়। 'ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কত লোক অপাপবিদ্ধ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষকে পাপের কর্ত্তা, পাপ কারয়িতা বলিয়া নরকে

পতিত হয়। পাপের আচরণ কোথা হইতে হয়? এতৎসম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে তোমার প্রশ্নের উত্তরে (৩।৩৭ শ্লোকে) বলিয়াছি।

সূক্ষ্ম বিষয় সহজেই অজ্ঞজনের ভ্রম হইতে পারে—পারে কেন, হয়—বলিয়াই এত বিস্তৃত ভাবে সমালোচনা করা হইল। তোমার ত বিরক্তি বোধ হইতেছে না?

অর্জ্জুন—আমি আর কি বলিব। তুমি অন্তর্যামী, তুমি সমস্তই জানিতেছ।

আমি আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

ভগবান্—কর।

অর্জ্জুন—প্রকৃতিই সমস্ত করিতেছে—পরম পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র। এই ভাবে প্রকৃতি পুরুষকে ভিন্ন ভাবনা করিলে, প্রকৃতির কর্ম্মে পুরুষের অহংকর্ত্তা অভিমান থাকে না। সমস্ত কর্ম্মই প্রকৃতির আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন দৃঢ়ভাবে এই ভাবনা করিতে পারিলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হয়। এই সন্ন্যাসের কথা তুমি বলিতেছ, কিন্তু অন্য উপায়েও ত সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হইতে পারে?

ভগবান—কি উপায়ে?

অর্জ্জুন—সমস্তই ভগবান। প্রকৃতিও তুমি। প্রাণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় শরীর সবই ত তুমি। সমষ্টিভাবেও তুমি, ব্যষ্টিভাবেও তুমি। অন্তর্যামী পুরুষ এক হইয়াও বহু সাজিয়া আপনার সহিত আপনি খেলা করিতেছেন, আমি কে? আমিই বা কোথায়? কাজেই জগতে যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে, তিনিই করিতেছেন, আমি কিছুই করিতেছি না! পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহা কিছু হইতেছে তিনিই করিতেছেন, আমি ত নাই। সবই যে তিনি।

ভগবান—এক সম্প্রদায়ের লোক আছে বটে যাহারা এইভাবে অহংকর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিতে চায়। এই মতে ঈশ্বরের ধারণা এইরূপ বটে। মুখে বলিতে ও কাণে শুনিতে ইহা বেশ; কিন্তু ঈশ্বর আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে রত, তিনি কাম-ক্রোধাধি-পরায়ণ, তিনি পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম করিতেছেন; বল দেখি সবই তিনি বলিলে এ সব তিনি, অথবা এ সমস্তও তিনি করিতেছেন, ইহাত বলিতেই হইবে। ইহাতে ঈশ্বরের ধারণা কিরূপ করিবে বল? তিনি যে অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধ নিত্য ইহা কিরূপে বল? তবে ভক্তিরাজ্যে সাধক শাস্ত্রমত ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া সবই তুমি এই ভাবনা করিয়া দোষ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হইতে পারে বটে, কিন্তু অপবিত্র যাহা তাহা মায়িক অথবা সয়তান কৃত এইরূপ একটা তাহাতে বলিতে হয়।

প্রকৃত তত্ত্ব ইহা নহে। কারণ 'সমস্তই তুমি' ইহার অর্থ এরূপ নহে যে; কামও তুমি, ক্রোধও তুমি; জড়ও তুমি, ইন্দ্রজালও তুমি; রাগও তুমি, দ্বেষও তুমি; মায়াও তুমি, প্রকৃতিও তুমি। তবে যে শ্রুতি বলেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইহাতে বুঝা যাইতেছে না যে, এই জগতের সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম। শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রহ্মই আছেন—জগৎ যাহা দেখিতেছ,মূলে ব্রহ্মই আছেন; তাঁহাকে আচ্ছাদনকরিয়া একটা ইন্দ্রজাল ভাসিয়াছে। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ প্রভুই আছেন, নামরূপবিশিষ্ট যে জগৎ দেখিতেছ, তাহা সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের আত্মমায়া দ্বারা কল্পিতমাত্র। যেমন রজ্জুর উপরে অজ্ঞান দ্বারা সর্প ভাসিয়া থাকে, তাহাতেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়,সেইরূপ মায়া তাঁহার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা আপন আধার ব্রহ্মে এই সর্পরূপ জগদ্ভ্রান্তি উঠাইয়াছেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব বলেন,—"সুষুপ্তং

স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ"। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নরূপে ভাসে সর্গ বা সৃষ্টিও সেইরূপ ব্রহ্মরূপে ভাসে। সৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মরূপে ভাসে কিরূপে? শ্রুতি বলেন, আত্মমায়া দ্বারা।

শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপকম্।
বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ॥
অন্তর্দৃগ্দৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
আবৃণোত্যপরা শক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্॥

মায়ার দুই শক্তি। বিক্ষেপ ও আবরণ। বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্ট। আর আবরণ শক্তিদ্বারা ভিতরের দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ এবং বাহিরের ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ আবৃত হইয়া যায়; এইজন্যই রজ্জুকে সর্প বোধ হওয়ার মত ব্রহ্মে এই সৃষ্টিরূপ ভ্রম অথবা দ্রষ্টাতে দৃশ্যরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক ব্রহ্ম ও জগতের ভেদ মায়ার আবরণশক্তিকৃত। এই জন্যই সাংখ্য জ্ঞানে, প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে ভিন্ন, এই বিচারই সাধনা। এই সমস্ত কারণেই শ্রুতি বলেন, নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ, মায়াময়—মিথ্যা-অস্তিভাতি প্রিয়রূপ ব্রহ্মই সত্য। উপরোক্ত মতের সহিত শ্রুতি-স্মৃতি সকলেরই বিরোধ হইবেই। মায়াবাদ বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে তাহা শ্রুতিরই কথা। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। ঋগ্বেদ-সংহিতা ৪।৪৭।১৮ বলিতেছেন,—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।" ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ"।

"সচেন্দ্রঃ পরমেশ্বর-মায়াভির্মায়াশক্তিভিঃ পুরুরূপঃ বিয়দাদিভির্বহুবিধরূপৈরুপেতঃ সন্নীয়ত চেষ্টতে"॥

সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর মায়াশক্তিদ্বারা বহুরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। ব্রহ্মই মায়াদ্বারা জগৎ-রূপে ভাসিয়াছেন—ইহা শ্রুতিবাক্য। সৃষ্টি, কাজেই মায়িক ব্যাপার। মায়িক সৃষ্টি হইতে ভিন্ন যিনি, তিনিই তিনি; এ ক্ষেত্রে 'সবই তুমি' ইহার স্থান কোথায়? আমিও গীতাশাস্ত্রে বিভূতিযোগাধ্যায়ে সবই আমি বলিতেছি না। সবার মধ্যে আমি—সকলের সার ভাগই আমি এইরূপ বলিয়াছি। আরও বলিয়াছি—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। এই সমস্ত জগৎ আমি একদেশ মাত্রে ধারণ করিয়া অবস্থিত। শ্রুতিও বলেন—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি"। বিশ্বভূত সমুহ আমার একপাদে আর তিন পাদ চিরশান্ত। যে পাদৈকদেশে মায়া সৃষ্টিতরঙ্গ তুলিতেছেন, সেখানেও আমি আমার স্বরূপে পরম শান্তভাবে অবস্থিত। মায়া আমার উপরে ভাসিয়া আমাকে পরিচ্ছিন্নমত করিয়া যখন ভাসে, সেই মায়া পরিচ্ছিন্নমত আমিই ঈশ্বর। এই আমিই অন্তর্যামী। আবার মায়া যখন বহুভাবে স্পন্দিত হইয়া, বহুভাবে নৃত্য করিয়া বহুরূপ ধারণ করেন, সেই বহুরূপিণী—অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিবিম্ব যেন বহুরূপ ধারণ করেন। মায়া এক, অবিদ্যা বহু। মায়া-কল্পিত অথচ মায়াধীশ যিনি, তিনিই ঈশ্বর। আবার মায়াকল্পিত অথচ মায়ার নিতান্ত চঞ্চলাবস্থারূপ খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তি যে অবিদ্যা, সেই অবিদ্যাবশবর্ত্তী যে চৈতন্য, তিনিই জীব।

এই মায়া চিরদিনই মণির ঝলকের মত আমা হইতে উঠিতেছে, উঠিবেও। এই জন্য ইহা প্রবাহক্রমে নিত্যা, এই জন্য ইহা সনাতনী। ইহার কিন্তু অন্ত আছে। এইজন্য ইহা মিথ্যা। "মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যং উপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্॥ চৈতন্যই উপাস্য। চৈতন্যই সত্য তাহার উপর যে মায়ার আবরণ, তাহা ইন্দ্রজালমাত্র। ভগবন্ দেবদেবেশ! মিথ্যা মায়েতি বিশ্রুতা। তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বম্? তবেই হইল সৃষ্টিটা ভিতরে সত্য ব্রহ্ম; বাহিরে মিথ্যা মায়া ইন্দ্রজাল। কাজেই সব আমি ইহা বলা যায় না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবার বলি, যখন বলা হয় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তখন এইমাত্র বলা হয় যে আমিই আছি। সর্ব্ব বলিয়া—মায়া, যে ইন্দ্রজাল আমার উপর তুলিয়াছে, তাহা রজ্জুতে সর্পবোধ মাত্র। ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি নচাহহং তেষ্বস্থিতঃ। মায়াকল্পিত এই বিশাল জগৎ নামরূপে আমাতে স্থিত হইলেও আমি এই মিথ্যা মায়াতে স্থিত নহি। অবিজ্ঞাত-স্বরূপ, বিশ্বরূপ ও মায়ামানুষ যিনি, তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন হইলেও তিনিই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য। অন্য সমস্ত মিথ্যা।

পঞ্চৈমানি * মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥

হে মহাবাহো! মহাবাহুত্বেন সৎপুরুষ এব শক্তো জ্ঞাতুমিতি সূচয়তি স্তুত্যর্থমেব। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি নির্ব্বর্ত্তকানি মে মম পরমাপ্তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য বচনাৎ নিবোধ বোদ্ধুং সাবধানো ভব অনুসন্ধৎস্ব। নহ্যত্যন্তদুর্জ্ঞানান্যেতান্যনবহিতচেতসা শক্যন্তে জ্ঞাতুমিতি চেতঃ সমাধানবিধানেন তানি স্তৌতি। কিমেতান্যপ্রমাণকান্যেব তব বচনাজ্‌জ্ঞেয়ানি?

---

* „পঞ্চৈতানি" ইতি বা পাঠঃ;

নেত্যাহ। সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি। জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে যস্মিঞ্ছাস্ত্রে তৎ সাংখ্যং বেদান্তঃ। যদ্বা নিরতিশয়পুরুষার্থপ্রাপ্ত্যর্থং সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যর্থং চ জ্ঞাতব্যানি জীবো ব্রহ্ম তয়োরৈক্যং তদ্বোধোপযোগিনশ্চ শ্রবণাদয়ঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে বুৎপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি সাংখ্যং বেদান্তশাস্ত্রম্। তস্মিন্নাত্মবস্তুমাত্রপ্রতিপাদকে কিমর্থমনাত্মভূতান্যবস্তূনি লোকসিদ্ধানি চ কর্ম্মকারণানি পঞ্চ প্রতিপাদ্যন্ত ইত্যতঃ বেদান্তস্যৈব বিশেষণং কৃতান্ত ইতি। কৃতমিতি কর্ম্মোচ্যতে। তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তির্যত্র স কৃতান্তঃ। কর্ম্মান্ত ইত্যেতৎ। তস্মিন্ কৃতান্তে শাস্ত্রে প্রোক্তানি প্রসিদ্ধান্যেব লোকেঽনাত্মভূতান্যেবাত্মতয়া মিথ্যাজ্ঞানারোপেণ গৃহীতান্যা আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন বাধসিদ্ধয়ে হেয়ত্বেনোক্তানি যদা হ্যন্যধর্ম্মএব কর্ম্মাত্মন্যবিদ্যয়াঽধ্যারোপিতমিত্যুচ্যতে, তদা শুদ্ধাত্মজ্ঞানেন তদ্বাধাবাৎ কর্ম্মণোঽন্তঃ কৃতো ভবতি। অতঃ আত্মনঃ কর্ম্মাসম্বন্ধপ্রতিপাদনায়ানাত্মভূতান্যেব পঞ্চকর্ম্মকারণানি বেদান্তশাস্ত্রে মায়াকল্পিতান্যমুদিতানীতি নাদ্বৈতাত্মমাত্রতাৎপর্য্যহানি স্তেষাং তদঙ্গত্বে

নৈবেতরপ্রতিপাদনাৎ ইতি। ইহাপি চ "যাবানর্থ উদপানে" "সর্ব্বং কর্ম্মাঽখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইত্যাত্মজ্ঞানে সঞ্জাতে সর্ব্ব-কর্ম্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি। অতস্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাংখ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্ত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণাম ॥১৩॥

হে মহাবাহো! সমুদায় কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য, কর্ম্মের পরিসমাপ্তি যেখানে, সেই সাংখ্য বা বেদান্তশাস্ত্রে কথিত যে পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমার নিকট সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ॥১৩॥

অর্জ্জুন—সন্ন্যাসীকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না। সন্ন্যাসীর আত্মজ্ঞান জন্মে, সেইজন্য তিনি নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন। যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, তাহারাই সংসারী। ইহারাই কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে বলিয়াছ "ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ,' তাহা সত্যই। ইহারা কিছুতেই কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, অজ্ঞজনের কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব কেন?

ভগবান্—কর্ম্মের যে পাঁচটি কারণ বেদান্তশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, অজ্ঞজনে সেই কারণ-গুলিতেই তাদাত্ম্যাভিমান করিয়া ফেলে বলিয়া কর্ম্ম নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারে না।

অর্জ্জুন—এই কারণগুলি নির্দ্দেশ করা কি নিতান্ত কঠিন?

ভগবান্—অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। "অত্যন্তদুর্জ্ঞানানি"। অনবহিত-চিত্ত ব্যক্তি কিছুতেই ইহাদিগকে জানিতে সমর্থ হয় না। তুমি সমাহিত-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—এই কারণগুলি কি?

ভগবান্—সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি। পরের শ্লোকে এই কারণগুলি বলিতেছি।

অর্জ্জুন—কর্ম্মের কারণ তুমি নির্দ্দেশ করিবে। কারণ কি, তাহার ধারণা থাকা প্রথমেই উচিত। তাহার পরে সাংখ্যশাস্ত্র কি? সাংখ্যশাস্ত্রকে কৃতান্ত বলিতেছ কেন? এইগুলি বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—"অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং ভবেৎ"।

কারণটি কি? না, (১) যাহা না থাকিলে কর্ম্মটি নিষ্পন্ন হইতেই পারে না।

(২) যাহা কর্ম্মের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব।

মৃৎপিণ্ড না থাকিলে ঘটটি জন্মিতে পারে না এবং মৃৎপিণ্ডটি ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী এই-জন্য ঘটের কারণ পিণ্ড। সেইরূপ যাহারা না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না এবং যাহারা সর্ব্বদাই কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহারাই কর্ম্মের কারণ। কৃতান্ত সাংখ্যশাস্ত্র কর্ম্মের কারণ পাঁচটিকে উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্র কাহাকে বলিতেছি, লক্ষ্য কর।

বেদান্তশাস্ত্রকেই সাংখ্যশাস্ত্র বলা হইয়াছে। ঋষিগণ সাংখ্যজ্ঞান ও সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা বেদান্তকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনটির মতই যে সাংখ্যশাস্ত্র, তাহা নহে। পরে "গুণসংখ্যানে" যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা ভগবান্ কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্র বেদান্তকে সাংখ্যশাস্ত্র কেন বলা হইতেছে, শ্রবণ কর।

জীবের পরম পুরুষার্থ হইতেছে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি জন্য জীবই যে ব্রহ্ম, এই জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জানা চাই। এই বোধ জন্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনই উপায়। যে শাস্ত্রে শ্রবণাদি পদার্থগুলির সংখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্র বা বেদান্ত।

অর্জ্জুন—২৫ তত্ত্ব যে শাস্ত্রে সংখ্যা করা হইয়াছে, তাহাকেও ত পূর্ব্বে সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছ।

ভগবান্—হাঁ, তাহা ভগবান্ কপিল-প্রণীত সাংখ্য দর্শন। এখানে বেদান্তশাস্ত্রকেই যে সাংখ্যশাস্ত্র বলা হইয়াছে, তাহা কৃতান্ত এই বিশেষণ দ্বারা স্পষ্ট করা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—"কৃতান্ত" ইহার অর্থ কি দেখ। কৃত অর্থ কর্ম্ম। কর্ম্মের অন্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি যে শাস্ত্রে তাহাই কৃতান্ত শাস্ত্র। তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তি ভিন্ন কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইতেই পারে না। কর্ম্মের পরিসমাপ্তি বেদান্ত শাস্ত্রেই দেখান হইয়াছে।

অর্জ্জুন—বেদান্ত শাস্ত্রে ত জগৎ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলা হইয়াছে কেবল আত্মবস্তুই একমাত্র সত্য। আত্মবস্তু প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রে লোকসিদ্ধ অনাত্মভূত পঞ্চ কারণকে প্রতিপন্ন করা হইবে কেন ?

ভগবান্—জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই আছেন। ইঁহাকে জানাই আত্মজ্ঞান। বেদান্তশাস্ত্র এই আত্মজ্ঞান কি উপায়ে লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন। আত্মজ্ঞান না জন্মিবার কারণটি হইতেছে অনাত্মজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু সমস্তই অনাত্মা। এই জগৎটা অনাত্মা। আত্মা স্থির, শান্ত আর জগৎটা সর্ব্বদা গতিশীল, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। গম ধাতু ক্বিপ্ করিয়া জগৎ। সর্ব্বদা গমন করে বলিয়া ইহা জগৎ। গমন বা গতি অর্থে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হওয়া। এইজন্য জগৎ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল।

সংসারটাও অনাত্মা। সম্ পূর্ব্বক সৃ ধাতু ঘঞ্ করিয়া সংসার। সংসরত্যস্মাৎ। মিথ্যা-জ্ঞান-জন্য-সংস্কাররূপ-বাসনায়াম্'। মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা জন্য সংস্কাররূপ যে বাসনা তাহাই সংসার। যেখানে আত্মভাবে বা একভাবে থাকা যায় না—আত্মভাবে বা এক ভাবে থাকিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেও যেখানে তাহা হইতে সরিয়া পড়িতে হয় তাহাই না সংসার ?

এখন দেখ, মিথ্যাজ্ঞান জন্যই মানুষ অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম করে জগৎ বা

সংসারটা কর্ম্মেরই মূর্ত্তি। কর্ম্মের কারণ যাহা তাহাও অনাত্মা। সেই কারণগুলিকে লোকে মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ আত্মা বলিয়া ভ্রম করে বলিয়া যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। বেদান্ত এই জন্য জ্ঞানের আবরণ যে অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান তাহারও পরিসমাপ্তি দেখাইয়াছেন।

অর্জ্জুন—জ্ঞানের আবরণ কিরূপে হয়? যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি পরিপূর্ণ, সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষকে আবরণ কে করিবে?

ভগবান্—মায়ার দুই শক্তি। বিক্ষেপ ও আবরণ। মিথ্যা মায়া আপন বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগৎ-ইন্দ্রজাল কল্পনা করেন। আবার তাঁহারই যে আবরণ শক্তি সেই শক্তি জগৎ ও ব্রহ্ম ইহাদের যে ভেদ, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে ভেদ সেই ভেদকে আবরণ করে। এই আবরণ শক্তিকৃত ভেদকে যিনি লক্ষ্য করিতে পারেন তিনিই সমাধি লাভ করিয়া মিথ্যাজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

অর্জ্জুন—কিরূপে ইহা হয় সহজ করিয়া বল।

ভগবান্—দেখ মানুষের মনটা প্রকৃতির অংশ। ইহাও অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান। মনটা জড়, কারণ ইহা দৃশ্য বস্তু। মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প সমুদায়কে সকল মানুষেই লক্ষ্য করিতে পারে। আর ইহাও বুঝিতে পারে সকলপ্রকার দুঃখই মন সৃষ্টি করিতেছে। এই দুঃখ কিরূপে জন্মে? দৃশ্য বস্তু মনটা দ্রষ্টা জীবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীব চেতন আর মনটা জড়। জীবাত্মার ও মনের যে ভেদ আছে সেই ভেদটিকে মায়ার আবরণশক্তি আচ্ছন্ন করিয়া মনকেই আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দেয় বলিয়া জীবের সর্ব্বদুঃখ উৎপন্ন হয়। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। কোন ব্যক্তির ক্রোধ হইয়াছে। ক্রোধের প্রথম অবস্থায় সে ঠিক করিতে পারে যে মনটাই ক্রোধের দ্বারা জ্বলিতেছে। যতক্ষণ দ্রষ্টাভাবে থাকিয়া আপনাকে ক্রোধ হইতে স্বতন্ত্র দেখিতে পারে ততক্ষণ তাহার কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু যখন ঐ ভেদ টুকু ভুল হইয়া যায় তখনই তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটে—তখন দ্রষ্টা দৃশ্যের সহিত এক হইয়া গিয়া নানাপ্রকার বিপত্তির কার্য্য করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি ঐ দ্রষ্টা ভাবটি স্থির রাখিয়া বিচার করিতে পারে, আমিত মন নহি; ক্রোধ বা জ্বলনাত্মিকা বৃত্তি আমার নহে, এটা মনের এই ভাবে মনের দ্রষ্টা থাকিতে থাকিতে মনটা শান্ত হইয়া যায়। মনের উপর বা দৃশ্যের উপর লক্ষ্য স্থির করিলে যে সমাধি হয়, তাহাকে সবিকল্প সমাধি বলে। আবার দ্রষ্টার উপর লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলেও শুধু "আছি" এই বোধটা থাকে। ইহা অস্মিতা সমাধি। ইহাও সবিকল্প। কিন্তু দ্রষ্টাভাবে স্থির থাকিতে থাকিতে যখন আনন্দে সমস্ত ভরিয়া যায়, তখনই নির্ব্বিকল্প সমাধি আইসে। আমি সরস্বতীরহস্যোপনিষদের তিন প্রকার বাহ্য ও তিন প্রকার অন্তঃ সমাধির মধ্যে অন্তঃ সমাধির কথা বলিলাম।

তাই বলিতেছি যখন আবরণ শক্তি আর ঐ ভেদটাকে ভুলাইয়া দিতে পারে না তখন শুদ্ধ আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম সকলের অন্ত হয়। অতএব বলা হইতেছে আত্মার সহিত কর্ম্মের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই ইহা প্রতিপাদন জন্য অনাত্মভূত পঞ্চ কর্ম্ম কারণকে বেদান্তশাস্ত্র মায়াকল্পিত বলিয়া বলিতেছেন। মায়াকল্পিত পঞ্চ কর্ম্ম কারণ, আত্মার অদ্বৈতত্ত্বের কোন

হানি করিতে পারে না। গীতাশাস্ত্রেও বলা হইতেছে জ্ঞানই সর্ব্ব কর্ম্মের অন্ত করিতে সমর্থ। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইহা দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে যে সর্ব্ব কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় তাহাই দেখান হইয়াছে। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই কৃতান্ত-সাংখ্য বা বেদান্তোক্ত পঞ্চকর্ম্ম কারণ উল্লেখ করিতেছি ॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্‌।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥১৪॥

শ
অধিষ্ঠানং ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্তেরাশ্রয়োঽধিষ্ঠানং

শ শ ম
শরীরং তথা কর্ত্তা উপাধিলক্ষণো ভোক্তা যথাধিষ্ঠানমনাত্মা ভৌতিকং

ম
মায়াকল্পিতং স্বাপ্নগৃহরথাদিবৎ তথা কর্ত্তাহং করোমীত্যাদ্যভিমানবান্‌

স্বা শ শ ম
জীবাত্মা পৃথগ্‌বিধম্‌ নানাপ্রকারং করণংচ শ্রোত্রাদি শব্দাদ্যুপলব্ধি-

ম
সাধনং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চেতি দ্বাদশ-

ম ম ম
সংখ্যং বিবিধাঃ চ নানাপ্রকারাঃ চ পঞ্চধা দশধা বা পৃথক্‌ চেষ্টাঃ

শ শ্রী ম
বায়বীয়াঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ অত্র কারণবর্গে দৈবঞ্চএব

শ ম
আদিত্যাদিচক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকং পঞ্চমং পঞ্চমসংখ্যাপূরণম্‌। এব

শব্দ স্তথা শব্দেন সম্বধ্যমানোঽনাত্মত্ব-ভৌতিকত্ব-কল্পিতত্বাদ্যব-

ধারণার্থঃ ॥১৪॥

অধিষ্ঠান এবং কর্ত্তা, পৃথগ্বিধ ইন্দ্রিয়, নানাপ্রকার প্রাণ চেষ্টা এই চারিটি কারণের সহিত দৈবও পঞ্চম কারণ ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন —এখন বল কর্ম্মের কারণ কি কি ?

ভগবান—কর্ম্মের কারণ পাঁচটি। এই পাঁচটি কারণ একত্র হইলে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অধিষ্ঠান (শরীর স্থূল আকার বিশিষ্ট) কর্ত্তা (অহং কর্ত্তাভিমানী জীবাত্মা) ইন্দ্রিয় (কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশসংখ্যক শক্তি) চেষ্টা (প্রাণচেষ্টা) দৈব (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা)।

অর্জ্জুন—বিশদ করিয়া বলিতে হইবে।

ভগবান্—(১) অধিষ্ঠান স্মরণ রাখ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।" প্রকৃতি না থাকিলে কর্ম্মের আশ্রয় থাকে না। আত্মা স্বয়ং নিষ্ক্রিয়। আত্মা নিকটে থাকিলে প্রকৃতিতে কর্ম্মের প্রকাশ হয়। এই জন্য ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ জ্ঞানাদি অভিব্যক্তির আশ্রয় যাহা তাহাকে অধিষ্ঠান বলিতেছি। সমষ্টিভাবে এই অধিষ্ঠানকে প্রকৃতি বলে ব্যষ্টিভাবে ইহা পাঞ্চভৌতিক দেহ। এখানে যেক্ষেত্রে কর্ম্ম প্রকাশ পায় তাহা পাওয়া গেল। ইহাই অধিষ্ঠান বা শরীর। শরীরটা শক্তিকে অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আনিবার যন্ত্র। শরীর-যন্ত্র না থাকিলে শক্তির প্রকাশরূপ কোন কর্ম্ম হয় না।

(২) অহং কর্ত্তা এই অভিমান। শুধু প্রকৃতি জড় মাত্র ; প্রকৃতি বা দেহে আমি করি এই অভিমান যিনি করেন তিনি কর্ত্তা। যেমন অধিষ্ঠানটি অনাত্মা ভৌতিক মায়াকল্পিত সেইরূপ অনাত্মাতে যিনি অভিমান করেন তিনি যদি না থাকেন তবে কোন কর্ম্ম হয় না। এইজন্য অহং অভিমানী কর্ত্তা যিনি, তিনিও কর্ম্মের একটি কারণ। পরমাত্মার অহং অভিমান নাই। অহংবিশিষ্ট জীবই অভিমান করে। এই জন্য অহং-জীবাত্মাই কর্ম্মের দ্বিতীয় কারণ। অহং অভিমান না থাকিলে, সর্ব্বশক্তিই জড়। অগ্নি জল আছে, যন্ত্রও আছে কিন্তু অহং এই কর্ত্তাবোধ যদি না থাকে তবে কোন কর্ম্মই হইবে না। এইজন্য কর্ম্মের দ্বিতীয় কারণ অহং-কর্ত্তা অভিমানী জীব।

(৩) ইন্দ্রিয় সমূহ -অধিষ্ঠান এবং কর্ত্তা থাকিলেও কর্ম্ম হইবে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না থাকিলে যন্ত্রটি কোন কর্ম্মের নহে। কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও কর্ম্ম হইতে পারে না। এজন্য বলা হইতেছে—যদ্দারা কর্ম্ম হইবে, তাহাও চাই। করণগুলি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি শক্তিকেন্দ্র; চক্ষুটি যন্ত্র। ইহার ভিতরের যে শক্তিকেন্দ্র তাহাই ইন্দ্রিয়। মহাভারত ২০৬ শান্তিপর্ব্বে দেখা যায়, "আত্মা অব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তকর্ম্মা ; লোকনিধনকালে উহা অব্যক্ত ভাবেই দেহ হইতে বহির্গত হয়। আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য ও সুখদুঃখ অবগত হইয়া ঐ কার্য্য ও সুখ দুঃখ, আত্মার বলিয়া বিবেচনা করি।" আত্মা ত সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু অহং অভিমান করিয়াই আত্মা খণ্ডিত হয়েন। এই অহং অভিমানী খণ্ড আত্মা মনুষ্যের দেহে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়প্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। মনে করা হউক, দর্শন একটি কর্ম্ম। এই কর্ম্মটি

সম্পাদন জন্য সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট শরীরটি থাকা চাই। চক্ষু ইহার একটি অঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ অহং অভিমানী জীব থাকা চাই। তৃতীয়, শক্তিকেন্দ্রস্বরূপ ভিতরের যন্ত্রটি থাকা চাই। আরও কারণ থাকা চাই; তবে দর্শন হইবে।

(৪) প্রাণাদি বায়ুর পৃথক্ চেষ্টা—যন্ত্র আছে, চালক আছে, যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ঠিক আছে, কিন্তু চালক ত আর যন্ত্রের ভিতরে ঢুকিয়া চালাইবে না—এইজন্য বায়ুর চেষ্টা যদি না থাকে, তাহা হইলেও কর্ম্ম হইতে পারে না প্রাণাদি বায়ুই চেষ্টার কারণ। শুধু চক্ষু যদি থাকে কিন্তু প্রাণাদির চেষ্টা না থাকে, তবে কর্ম্ম হইতে পারে না। সাধক যখন বায়ু রোধ করিয়া সমাধিমগ্ন থাকেন, তখন তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শনাদি কোন কর্ম্ম করিতে পারে না।

(৫) ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আবার শরীর আছে, অহং অভিমানী জীবও আছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে, প্রাণের চেষ্টা আছে, কিন্তু চক্ষুর দেবতা সূর্য্য যদি না থাকেন তবে দর্শনক্রিয়া হয় না। এজন্য ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও কর্ম্মের কারণ।

অর্জ্জুন—এই কারণ পাঁচটির মধ্যে প্রধান কারণ কোন্‌টি?

ভগবান্—অহংকর্ত্তা এই অভিমানই প্রধান।

অর্জ্জুন—সকলই আছে, কিন্তু অভিমানটি যদি না থাকে, তবে সমস্তই জড় মাত্র। অহং অভিমান দ্বারাই জড় চৈতন্যমত বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা কে?

ভগবান্—"কর্ম্মের কর্ত্তা কে" ইহার উত্তর লোকে যত সহজ মনে করে, তত সহজ নহে। মনে করা হউক ঈশ্বর কর্ত্তা। "যদি ঈশ্বর কর্ত্তা হয়েন, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছামত, পুরুষ শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করে। অতএব ফলভোগ ঈশ্বরেরই করা উচিত। মনুষ্য কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করে বলিয়া কুঠার কখনই পাপে লিপ্ত হয় না। কুঠার অচেতন। তবে যে কুঠার প্রস্তুত করিয়াছে, সেই পাপী। ইহাও অসম্ভব। তবেই হইল যদি একজনের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে না হয় তবে মনুষ্য কি নিমিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়া সেই কার্য্যের ফলভোগ করিবে?" এই প্রশ্নের উত্তর "সর্ব্বভূতানাং" শ্লোকে ব্যাখ্যা করা যাইবে। সংক্ষেপে বলা যাউক অহংকার-বিমূঢ় জীব আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। এজন্য অহংকার বিমূঢ়তাই কর্ত্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছা নাই। জীবের আছে। এজন্য অহং অভিমানী জীবই কর্ত্তা।

শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫ ॥

ম শ্রী

নরঃ মনুষ্যঃ শরীর-বাক্-মনোভিঃ শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ

শ্রী ম ম ম
ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধং শরীরাদিভিঃ মনসা বাচা বা ন্যাষ্যং শাস্ত্রীয়ং

শ্র শ শ
ধর্ম্ম্যং বিপরীতং বা অধর্ম্ম্যমশাস্ত্রীয়ং যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নির্ব্বর্ত্তয়তি

ম ম ম ম
তস্য সর্ব্বস্যৈব কর্ম্মণঃ এতে পঞ্চ যথোক্তা অধিষ্ঠানাদয়ঃ হেতবঃ

শ
কারণানি ॥ ১৫ ॥

মনুষ্য শরীর বাক্য ও মন দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ করে, এই পাঁচটি তাহার কারণ ॥ ১৫॥

অর্জ্জুন—মানুষ যাহা কিছু করে, তৎপ্রতি যদি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি কারণ হয়, তবে মানুষ ত বড় পরাধীন। পরাধীনের আর মোক্ষ হইবে কিরূপে ?

ভগবান্—মোক্ষ না হইবে কেন ? কর্ম্ম প্রকৃতি দ্বারাই কৃত হয়। জীব অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া কর্ত্তা অভিমান করে বলিয়া সুখদুঃখাদিতে জড়িত হয়। প্রকৃতিতে অহং অভিমান করিয়া প্রকৃতির অধীন হওয়ার শক্তি যেমন পুরুষের আছে, সেইরূপ প্রকৃতির কার্য্যে অহং অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতেও পুরুষের শক্তি আছে। প্রকৃতির অধীন না হইলেই মুক্তি। কিন্তু জীব প্রকৃতির অধীন যখন হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি কারণ একত্র হইয়া জীবকে কর্ম্ম করায় এবং কর্ম্মফলে আবদ্ধ করে, নিরন্তর দুঃখে নিপাতিত করে। এখানে লক্ষ্য করিও কতকগুলি কর্ম্ম শারীরিক, কতকগুলি বাচিক, কতকগুলি মানসিক। এই সমস্ত কর্ম্ম ঐ পাঁচটি কারণের যোগে হয় ॥১৫॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী ম
তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এবংসতি অধিষ্ঠানাদি পঞ্চহেতুকে সতি

শ শ শ্রী
ধঃ অবিদ্বান্ কেবলং শুদ্ধং নিরুপাধিমসঙ্গং অসঙ্গোদাসীনমকর্ত্তারম

শ ম ম
বিক্রিয়মদ্বিতীয়ম্ আত্মানং জড়প্রপঞ্চস্য ভাসকং সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপং

ম ম ম ম
স্বপ্রকাশপরমানন্দম্ এব তু পরমার্থতঃ অবিদ্যয়াত্বধিষ্ঠানাদৌ প্রতি-

বিম্বিতমাদিত্যমিব তোয়ে তদ্ভাসকমনন্যত্বেন পরিকল্প্য তোয়চলনেনা-

ম
দিত্যশ্চলতীতিবদধিষ্ঠানাদি কর্ম্মণোঽহমেব কর্ত্তেতি সাক্ষিণমপি

ম ম ম
সন্তং কর্ত্তারং ক্রিয়াশ্রয়ং পশ্যতি অবিদ্যয়া কল্পয়তি রজ্জুমিব ভুজঙ্গম্

শ্রী শ্রী ম ম
অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ। ন হি রজ্জু-

তত্ত্বসাক্ষাৎকারাভাবে ভুজঙ্গভ্রমং কশ্চন বাধতে এবং শাস্ত্রাচার্য্যো-

ম
পদেশন্যায়ৈঃ পরিনিষ্ঠিতেঽহমস্মি সত্যং জ্ঞানমনন্তমকর্ত্রভোক্তৃ পরমা-

নন্দমনবস্থমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকারেঽনুপজনিতে কুতো মিথ্যাজ্ঞান-

তৎকার্য্যবাধঃ ? অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ সঃ দুর্ম্মতিঃ কুৎসিতা বিপরীতা

দুষ্টাঽজস্রং জননমরণপ্রতিপত্তিহেতুভূতা মতিরস্যেতি দুর্ম্মতিঃ। পশ্য-

শ
ন্নপি ন পশ্যতি যথা তৈমিরিকোঽনেকং চন্দ্রম্। যথা বাঽভ্রেষু

ধাবৎসু চন্দ্রং ধাবন্তম্। যথা বা বাহন উপবিষ্টোঽন্যেষু ধাবৎস্বাত্মানং

ধাবন্তম ॥১৬॥

সকল কর্ম্মের হেতু যখন ঐ পাঁচটি কারণ, তখন যে ব্যক্তি [অসঙ্গ, শুদ্ধ] কেবল, আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে, সেই দুর্ম্মতি অমার্জ্জিত বুদ্ধি জন্য [সম্যক্] দেখিতে পায় না ॥১৬॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিয়াছ "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" লোকে অহংকারে বিমূঢ় হইয়াই আমি কর্ত্তা অভিমান করে। আত্মা কেবল, শুদ্ধ, অসঙ্গ, অকর্ত্তা। "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্।" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"ইত্যাদিতে বুঝিয়াছি—পরমাত্মার মত জীবাত্মাও কিছুই করেন না, কিছুই করানও না। পরমাত্মার মত জীবাত্মা জন্মেনও নাই, মরিবেনও না। শরীর নষ্ট হইলেও তাঁহার মৃত্যু নাই। এই সব স্থলে তুমি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই যে এক, ইহা বলিয়াছ। লোকে কিন্তু আপনাকেই কর্ত্তা ভাবে কেন? সকলেই বলে, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি জ্বরে ভুগিতেছি, আমি দুর্ব্বল হইয়াছি—মানুষ এই বিষম ভ্রম করে কেন?

ভগবান্—যে করে, সেই ত কর্ত্তা। কর্ম্ম করে কে? যে পাঁচটি কারণ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম কৃত হয়। তবেই হইল—কর্ম্মের কারণগুলির মধ্যে যেটি প্রবর্ত্তক,প্রকৃত পক্ষে সেইটিই কর্ত্তা, অহঙ্কারবিমূঢ় আত্মাই মনে করে আমি কর্ত্তা। এই জ্ঞানটি যখন দৃঢ় হয়, তখন আর মানুষ বলে না যে, আমি (শুদ্ধ কেবল আত্মা) কর্ত্তা। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা দুর্ম্মতি —মূঢ়বুদ্ধি। প্রকৃত পক্ষে অমার্জ্জিত বুদ্ধি যাহাদের, তাহারাই অকৃতবুদ্ধিজন্য অসঙ্গ আত্মাকে কর্ম্মের কর্ত্তা ভাবিয়া দুঃখ পায়।

আত্মা এমনই বস্তু, যাঁহার সহিত কোন অনাত্মার সঙ্গ হয় না। আত্মা কিন্তু আছেন বলিয়া জড় কার্য্য করিতে পারে। যাবতীয় জড় বস্তু আত্মাদ্বারাই প্রকাশিত। সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব আত্মা আছেন বলিয়াই স্ফুরিত হইতেছে। তিনি স্বরূপতঃ অসঙ্গ, উদাসীন, অকর্ত্তা, সর্ব্ববিকারশূন্য এবং অদ্বিতীয়। পূর্ব্বে ত বলিয়াছি, আবরণশক্তি দ্বারা অসঙ্গ আত্মার সহিত অনাত্মার যে ভেদ, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে ভেদ, ব্রহ্মের সহিত জগতের যে ভেদ—এই ভেদ আবৃত হইলেই অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। মায়া বা অবিদ্যাপ্রভাবেই আত্মবিষয়ক পরমার্থজ্ঞানটি আবৃত হয়।

যেমন আকাশে মেঘকে ছুটিতে দেখিয়া ভ্রম হয় যেন চন্দ্রই ছুটিতেছে, সেইরূপ ভ্রমজ্ঞান প্রভাবে অধিষ্ঠানাদিকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, এবং অনাত্মার কার্য্য সমূহকে আত্মার কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা বিবেকবুদ্ধি জন্মিলেই এই ভ্রম দূর হয়। গুরুমুখে আত্মানাত্ম বিচার শুনিয়া সাধক যখন সমস্ত ভোগবাসনা বর্জ্জন করিয়া বেদান্ত বিচার আয়ত্ত করিতে পারেন তখনই তাঁহার অজ্ঞান দূর হয়। যাহারা দুর্ম্মতি তাহারা সমর্থ হইলেও চেষ্টা করে না তাই ভ্রমে পতিত হইয়া সর্ব্বদা যাতনা পায় এবং পুনঃ পুনঃ জীবন মরণ ভোগ করে। যাহারা দুর্ম্মতি তাহারাই আত্মাকে কর্ত্তা মনে করিয়া অনন্ত দুঃখে পতিত হয়।

অর্জ্জুন—কেহ কেহ এই শ্লোকের অর্থ করেন—যাহারা কেবল আত্মাকেই কর্ত্তা দেখেন—

ইত্যাদি। ইহাদের অভিপ্রায় কেবল অর্থে অসঙ্গ, শুদ্ধ এরূপ নহে ; কেবল অর্থে কেবল আত্মাই কর্ত্তা আর কেহই কর্ত্তা নহে—এইরূপ।

ইহারা বলিতে চান "এবং বস্তুতঃ পরমাত্মানুমতিপূর্ব্বকে জীবাত্মানঃ কর্ত্তৃত্বে সতি— ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব বস্তুতঃ পরমাত্মার অনুমতিসাপেক্ষ। এস্থলে কেবল আত্মাকেই যে ব্যক্তি কর্ত্তা দেখে সে দুর্ম্মতি।

স্থুল কথা এই ইহারা বলিতে চান জীবাত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই ; কোন স্বাধীনতা নাই। পরমাত্মার ইচ্ছাতেই জীবাত্মা সর্ব্বদা চালিত হইতেছে। জীবাত্মার যে কর্ত্তৃত্ব তাহা পরমাত্মার অনুমতি সাপেক্ষ।

ভগবান্—আমি পরমাত্মা, তুমি জীবাত্মা। আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি "রাগদ্বেষের বশে যাইও না" ৩।৩৪ কামজয় কর ৪।৪৩। তুমি যখন রাগদ্বেষ জয় করিতে পারিবে, যখন কাম জয় করিতে পারিবে তখন বলা যাইতে পারে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিয়া জীব রাগদ্বেষ জয় করিল বা কাম জয় করিল। জীবের নিজের ইচ্ছায় ইহা হয় না। জীবের নিজের শক্তিতেও ইহা হয় না। জীব সর্ব্বদাই ঈশ্বরের অধীন। জীবের স্বাধীনতা কিছুই নাই।

কিন্তু জীব যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়াও রাগদ্বেষ জয় করিতে পারিল না ; ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়াও কামশত্রু জয় করিল না তখনও জীব কি ঈশ্বরের অধীন? যদি বল জীব তখন প্রকৃতির বশ হইয়া পড়ে বলিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞামত চলিতে পারে না। তবেই হইল রাগদ্বেষ জয় করার সময় জীব ঈশ্বরের অধীন আর রাগদ্বেষমত কর্ম্ম করার সময় জীব প্রকৃতির অধীন। তবে জীবের যে কর্ত্তৃত্ব তাহা কখন পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন কখন বা প্রকৃতির ইচ্ছাধীন : তবে আর বলা হইল না জীবের কর্ত্তৃত্ব শুধু পরমেশ্বরের অনুমতি সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে কখন পরমেশ্বর বলা যাইতে পারে না কারণ দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থকে এক নাম দেওয়া কখন সঙ্গত হয় না।

এই ভাবে পূর্ব্বোক্ত মতের ভ্রম দেখাইতে পার। আবার আমি সমস্ত গীতা ধরিয়া উপদেশ করিতেছি জীব নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করুক দুঃখ দূর হইবে : জীব ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করুক চিরতরে শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে। আমি আরও বলিতেছি ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। প্রভু পরমেশ্বর কর্ত্তৃত্বও সৃজন করেন নাই ; কর্ম্মও সৃজন করেন নাই, কর্ম্মফল সংযোগও তিনি করেন না। এ সব করিতেছে প্রকৃতি। আরও বলিতেছি প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। কর্ম্ম করে প্রকৃতি। অহংকার দ্বারা বিমূঢ় আত্মাই কর্ত্তা বলিয়া আপনাকে ভাবে। এই যদি হইল তবে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মার অনুমতি সাপেক্ষ কিরূপে? পরমাত্মা কি জীবকে অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইতে অনুমতি করিতেছেন?

পূর্ব্বোক্ত মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তমত। জীব, ঈশ্বর, ব্রহ্ম তিনই এক। যাহা কিন্তু প্রভেদ তাহা উপাধি জন্য। ব্রহ্মের কোন উপাধি নাই। সেই জন্য তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অপাপবিদ্ধ। তিনি কিন্তু অবিজ্ঞাতস্বরূপ। অবিজ্ঞাতস্বরূপ হইয়াও তিনি সগুণ হয়েন ও তিনি মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী হয়েন।

ব্রহ্ম যখন মায়াকে অঙ্গীকার করেন তখন তিনি মায়া সাহায্যে পরিচ্ছিন্ন মত হইয়া সগুণ-ব্রহ্ম হয়েন। তাঁহার মায়া পরিচ্ছিন্ন। মায়াই তাহাকে সগুণ মত দেখায় বলিয়া তিনি পরিচ্ছিন্ন মত অনুমিত হয়েন। যেমন কোন অখণ্ড জলরাশির উপরে যদি বৃক্ষের ছায়া পড়ে তবে সেই ছায়া দ্বারা অখণ্ড জলরাশি খণ্ডমত বোধ হইলেও বাস্তবিক পক্ষে জল খণ্ডিত হয় না কিন্তু ছায়ার সহিত জড়িত বলিয়া, যাহারা ছায়া দেখে তাহারাই ছায়া-জড়িত জলকে খণ্ড হইতে দেখে, সেইরূপ ব্রহ্ম, মায়াপরিচ্ছিন্ন মত হইলে কখন ঈশ্বর নাম ধারণ করেন; তখন যাহারা মায়া বা অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত তাঁহারা দেখেন যাঁহাকে লোকে ঈশ্বর বলে তিনি সর্ব্বদাই আপন স্বরূপে অবস্থিত, তিনি মায়ার বশ নহেন। এই ঈশ্বরই মায়াধীশ থাকিয়া মায়ার সাহায্যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। এই ঈশ্বরই মায়ার সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। সৃষ্টিটা মায়িক। মায়া এক বলিয়া ঈশ্বর এক। কিন্তু মায়া চঞ্চল হইয়া, যখন বহু হয়েন তখন তাঁহাকে বলা হয় অবিদ্যা। বহু অবিদ্যায় প্রতিফলিত চৈতন্য, অবিদ্যার বশীভূত হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। ফলে মায়া না থাকিলে ঈশ্বর যেমন ব্রহ্মই, সেইরূপ অবিদ্যামুক্ত হইলে জীব ঈশ্বরই।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ও জীব স্বরূপতঃ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। তিনই এক। কাজেই তিনই আত্মা। অনাত্মার সহিত তিনের মধ্যে কাহারও সঙ্গ হয় না। কাজেই জীবও কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন। তবে উপাধিগ্রহণে জীব যখন অহংকারবিমূঢ় হয়েন তখনই তিনি ভ্রমজ্ঞানে আপনাকে কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে। ভ্রমজ্ঞানেই জীবের কর্তৃত্ব। এই ভ্রম দূর হইলে জীব বুঝিতে পারেন কর্ম্মের কর্ত্তা তিনি নহেন। কর্ম্মের পঞ্চ কারণের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য এই শ্লোকে বলিলাম কেবল আত্মাকে যে কর্ত্তা মনে করে সে দুর্ম্মতি ॥ ১৬ ॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

শ কঃ পুনঃ সুমতির্যঃ সম্যক্ পশ্যতীতি! শ উচ্যতে-যস্যেতি। আ বিপরীতদৃষ্টের্দুর্ম্মতিত্বং শিষ্ট্বা সম্যগ্‌দৃষ্টেঃ সুমতিত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ- শ যস্য শ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়সংস্কৃতাত্মনঃ ম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিসাধন চতুষ্টয়ং প্রাপ্তবতঃ ম অহংকৃতঃ শ অহং কর্ত্তেত্যেবং লক্ষণঃ ভাবঃ

শ শ শ রা
ভাবনা প্রত্যয়ঃ ন ন ভবতি অহংকরোমীতি জ্ঞানং যস্য ন বিদ্যত-

রা শ শ শ
ইত্যর্থঃ। অতএব পঞ্চাঽধিষ্ঠানাদয়োঽবিদ্যয়াত্মনি কল্পিতাঃ সর্ব্ব-

কর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ। নাঽহম্। অহংতু তদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতঃ

শ
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলোঽবিক্রিয় ইত্যেবং

শ শ শ ম
পশ্যতীত্যেতৎ। বুদ্ধিঃ আত্মন উপাধিভূতা অন্তঃকরণং যস্য নাহং

ম
কর্ত্তেত্যেবং পরমার্থদৃষ্টে যস্য অন্তঃকরণং ন লিপ্যতে নানুশায়িনী

আ আ ম
ভবতি নানুশয়বতী ভবতি ন ক্লেশশালিনী ভবতীত্যর্থঃ ইদমহমকার্ষ-

ম
মেতৎ ফলং ভোক্ষ্য ইত্যনুসন্ধানং কর্ত্তৃত্ববাসনানিমিত্তং লেপোঽনুশয়ঃ

স চ পুণ্যে কর্ম্মণি হর্ষরূপঃ, পাপে পশ্চাত্তাপরূপঃ ঈদৃশেন দ্বিবিধে-

ম ম শ
নাপি লেপেন বুদ্ধির্যস্য ন যুজ্যতে কর্ত্তৃত্বাভিমানবাধাৎ যদ্বা ইদমহ-

শ
মকার্ষং তেনাঽহং নরকং গমিষ্যামীত্যেবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে স

শ রা রা
সুমতিঃ। স পশ্যতি। যদ্বা অস্মিন্ কর্ম্মণি মম কর্ত্তৃত্বাভাবাদেতৎ ফলং

রা রা
ন ময়া সংবধ্যতে ন চ মদীয়মিদং কর্ম্মেতি যস্য বুদ্ধির্জায়ত ইত্যর্থঃ।

ম ম
এবং যস্য নাহঙ্কৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে স পূর্ব্বোক্ত দুর্ম্মতি

ম
বিলক্ষণঃ সুমতিঃ পরমার্থদর্শী পশ্যত্যকর্ত্তারমাত্মানং কেবলং কর্ত্তৃত্বা-

ম
ভিমানাভাবাদনিষ্টাদিত্রিবিধকর্ম্মফলভাগী ন ভবতীত্যেতাবতি

ম শ
শাস্ত্রার্থেঽহঙ্কারাভাববুদ্ধিলেপাভাবৌস্তোতুমাহ সঃ সুমতিঃ ইমান্

শ শ রা
লোকান্ সর্ব্বানিমান্ প্রাণিনঃ ন কেবলং ভীষ্মাদীনিত্যর্থঃ হত্বাঽপি

ম শ শ ম
হিংসিত্বাঽপি ন হন্তি হননক্রিয়াং ন করোতি অকর্ত্তৃত্বরূপসাক্ষাৎকারাৎ।

ন নিবধ্যতে নাঽপি তৎকার্য্যেণাঽধর্ম্মফলেন সম্বধ্যতে ॥১৭॥

যাঁহার "আমি কর্ত্তা" এইরূপ ভাবনা নাই, বুদ্ধি যাঁহার [পুণ্যে হর্ষ, পাপে অনুতাপ রূপ কর্ম্মফলে] লিপ্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত প্রাণীকে হনন করিয়াও হনন করেন না, [অথবা তজ্জন্য] বদ্ধ [ফলভাগীও] হন না ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন—যাহারা দুর্ম্মতি—তাহারা ঠিক দেখে না—তাহারা বিপরীত দেখে ; তাহারা নির্ম্মল আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে—অথচ কর্ত্তা সেই পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচ কারণ। এখন বল সুমতি কাহারা ?

ভগবান্—পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহারাই দুর্ম্মতি যাহারা অহংকর্ত্তা এই অভিমানবিমূঢ়, যাহারা অহং অভিমান ছাড়িতে পারে না। আর সুমতি তাঁহারা যাঁহারা আমি করি, আমি দেখি ইত্যাদি অহংভাবনাশূন্য। যিনি অহংকার ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তিনিই সুমতি।

অর্জ্জুন—কি করিলে অহংত্যাগ হয় ?

ভগবান্—অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিদ্ ॥

পূর্ব্বের চারি শ্লোকে অত্যাগীর গতি বলা হইল। অহংকার ইহারাই ত্যাগ করে না বলিয়া ইহারাই দুর্ম্মতি। যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহারাই অহং ত্যাগ করিতে পারেন।

সন্ন্যাসিগণই জ্ঞানী। ইঁহারা সম্পূর্ণরূপে অহংত্যাগ করিতে পারেন। কেমন করিয়া ত্যাগ করেন তাহা পরে বলিতেছি। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত তাঁহারাও ক্রম অনুসারে অহং ত্যাগ

করেন। ভক্তগণ যেমন সঙ্কল্প ত্যাগ করেন প্রথমে শুভ সঙ্কল্প করিয়া, কর্ম্মত্যাগ করেন প্রথমে শুভ কর্ম্ম করিয়া, সেইরূপ ইঁহারা অহংকার ত্যাগ করেন শুভ অহং বা "দাস অহং" এই অভিমান রাখিয়া। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে যেমন ক্রমে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের অধিকারী হওয়া যায় সেইরূপ দাসোঽহং এই অভিমান রাখিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে অহং অভিমানও ত্যাগ হইয়া যায়।

এখন শ্রবণ কর সন্ন্যাসী অহংকার কিরূপে ত্যাগ করেন।

সন্ন্যাসী জানেন কর্ম্মের কারণ পাঁচটি ; শরীর, অহংকার বিমূঢ় জীব, ইন্দ্রিয়, প্রাণের চেষ্টা, এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আত্মা কর্ত্তা নহেন এবং কারয়িতাও নহেন। নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তাসন্নিধিমাত্রতঃ। আত্মার ইচ্ছা নাই বলিয়া তিনি অকর্ত্তা আবার আত্মা নিকটে থাকেন বলিয়া প্রকৃতি কর্ম্ম করে, তজ্জন্য তিনি সন্নিধি মাত্রেই কর্ত্তা।

আত্মা অসঙ্গ। কোন অনাত্মার সহিত ইঁহার সঙ্গ বা মিলন হইতেই পারে না। তথাপি আত্মার ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি আছে ইহা যে বলা যায় তাহা সম্পূর্ণ মায়াকল্পিত।

শ্রুতি বলেন অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃপরঃ কেবলো ঽবিক্রিয় ইতি।

আ।
আত্মনো ন স্বতোঽস্তি ক্রিয়াশক্তিমত্ত্বমিত্যত্র প্রমাণমাহ

আ।
অপ্রাণোহীতি। নাপি তস্য স্বতো জ্ঞানশক্তিত্বমিত্যাহ অমনা ইতি। উপাধিদ্বয়াসম্বন্ধে শুদ্ধত্বং ফলিতমাহ শুভ্র ইতি। কারণসম্বন্ধাদশুদ্ধিমাশঙ্ক্যোক্তং অক্ষরাদিতি। কার্য্যকারণয়োরাত্মাস্পর্শিতত্বেন পার্থক্যে সদ্বিতীয়ত্বমাশঙ্ক্য তয়োরাবিদ্যকপারবশ্যত্বান্নৈবমিত্যাহ কেবল ইতি। জন্মাদিসর্ব্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন কৌটস্থ্যমাহ অবিক্রিয় ইতি।

আত্মার ক্রিয়াশক্তি যাহা বলা হয় সে শক্তি প্রাণের। কিন্তু আত্মা অপ্রাণ। তাঁহার জ্ঞান শক্তি কোথায়? তিনি যে অমনা। উপাধিদ্বয়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই সেইজন্য তিনি শুদ্ধ। সেইজন্য তাহাকে শুভ্র বলা হয়। তিনি যদি আদি কারণ হন তবে ত অশুদ্ধ। এইজন্য বলা হয় তিনি অক্ষর। কার্য্য কারণ কাহারও সহিত তাঁহার স্পর্শ হয় না এইজন্য তিনি কেবল। জন্মাদি কোন বিক্রিয়া তাঁহাতে নাই বলিয়া তিনি অবিক্রিয়। শ্রুতি আরও বলেন

"অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ।" "সাক্ষীচেতা কেবলোনির্গুণশ্চ" "একো দৃষ্টা অদ্বৈতঃ" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ইত্যাদি।

শ্রুতি প্রমাণে আত্মাকে এইরূপ জানা যায়। তথাপি যে বলা হয় আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা সগুণ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। তিনি মায়াকে আশ্রয় করিলেই সগুণ মত হয়েন। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি—এই সমস্ত শক্তি মায়ার। ইচ্ছা জ্ঞানাদি অন্তঃকরণের, ক্রিয়াদি প্রাণের—আত্মার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। অথচ শক্তির যাহা কিছু তাহাই আত্মাতে আরোপ হয় মাত্র। মায়ার আবরণ শক্তিদ্বারা আত্মা যে দ্রষ্টা তাহার সহিত মায়া যে দৃশ্য এই ভেদ লোপ পাইলেই মায়াকে বা প্রকৃতিকে বা মনকে বা দেহকে আত্মা বলিয়া ভ্রম জন্মে। কাজেই ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়া ইহাদিগকে আত্মার শক্তি বলিয়াই বোধ জন্মে। এইজন্য বলা হয় অজ্ঞান হেতুই অহংকার। যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, তিনি জানেন মিথ্যা অহংভাব আত্মাতে নাই। এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল যে অজ্ঞানী যাহারা তাহারাই দেহভৃৎ। নহি দেহভৃতাশক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ (১৮।১১) নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্ম-কৃৎ ইত্যাদি অজ্ঞানীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি; সন্ন্যাসী বা জ্ঞানীকে এখানে লক্ষ্য করি নাই।

অর্জ্জুন—তুমি ত আত্মা। তুমিই পরমাত্মা। তুমিই আবার মায়ামানুষ। পূর্ব্বের প্রশ্ন আবার উত্থাপন করি তুমি আর এক বার বল। তুমি আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছ আবার অন্তঃশত্রু জয় করিবার জন্য বলিতেছ "জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদঃ ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ ইত্যাদি—তুমি যে এই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছ এবং করাইতেছ—তথাপি তোমাকে অকর্ত্তা বলা যাইবে কিরূপে? দেহী—আত্মাকেই কিরূপে বলা যাইবে "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্।" কাম জয় কর, রাগ দ্বেষ জয় কর—এই সমস্ত আজ্ঞা তবে কে দিতেছে?

ভগবান্—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব—ইহারা আপন স্বরূপে পরম শান্ত চলনরহিত, নিষ্ক্রিয়। গুণময়ী মায়াকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্ম, ঈশ্বর হয়েন। আবার অবিদ্যার অধীন হইয়াই সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যই জীবরূপে বদ্ধ হয়েন। ঈশ্বর ভাব ও জীব ভাব মায়া কল্পিত মাত্র। বন্ধ, মোক্ষভাব-মায়িক।

প্রকৃতপক্ষে আত্মা সর্ব্বদাই আপন শান্ত স্বরূপে অবস্থিত। তথাপি যে বলা হয় ঈশ্বর কর্ম্ম করিতেছেন, জীব বদ্ধ হইতেছেন ইহা মিথ্যা আরোপ মাত্র। যেমন ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয় এবং সর্পের ফণাধরা, দংশাইতে আসা ইত্যাদি কর্ম্মও রজ্জুতে আরোপ হয়, আরোপটা সম্পূর্ণ মিথ্যা—সেইরূপ আত্মার কর্ম্ম করাও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর। মায়ার তিন গুণ। এই তিন গুণ সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকে। তবে যখন রজ তম এই দুই গুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা অভিভূত থাকে তখন সেই সত্ত্বকে বলে শুদ্ধ সত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বটি মায়া। শুদ্ধসত্ত্ব যাহার উপরে ক্রীড়া করেন সেই চৈতন্যটি ঈশ্বর। শুদ্ধসত্ত্ব কিন্তু জড়মাত্র। কেবল চৈতন্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া চৈতন্যদ্বারা দীপ্তিমতী হইয়া ইনি চেতনমত হয়েন। চেতনমত হইয়া ইনি যে সমস্ত কর্ম্ম করেন সেই কর্ম্মগুলি শুদ্ধ, কেবল, আত্মাতে আরোপ করেন মাত্র।

এখন দেখ কাম জয় কর, রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইও না, এই আজ্ঞা কে কাহাকে করে?

এই যে মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিতেছ, ইহাও চিজ্জড় মূর্ত্তি। মায়াটি জড় আত্মাটি চিৎ। কিন্তু মায়া জড় হইলেও চৈতন্য সন্নিধানে ইনি চৈতন্যদীপ্তা হইয়া চেতনের মত কার্য্য করেন। এই যে কার্য্যটি হয়—ইহার গতি দ্বিবিধ। একটি গতি নিবৃত্তিমার্গে অন্য গতিটি প্রবৃত্ত মার্গে। মায়ার যে সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিবিধ গুণ আছে, সেই গুণভেদেই এই দ্বিবিধা গতি হয়। সত্ত্বগুণের স্বাভাবিকী গতি ঊর্দ্ধমুখে। ইহা সর্ব্বদা আপন উৎপত্তি স্থান আত্মাতে মিশিতে ছুটিতেছেন। ইহাই নিবৃত্তি মার্গ। কিন্তু রজস্তমের গতি আত্মার বিপরীত দিকে। ইহাই সংসার মার্গ; ইহাই প্রবৃত্তি পথ। গুণত্রয়ের স্বাভাবিক গতি এইরূপ বিরুদ্ধ মার্গে। এই দুই বিরুদ্ধ গতিতে জগৎ নিরন্তর কর্ম্ম করিতেছে—নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই গুণগুলি স্বভাবতঃ জড় হই-য়াও চৈতন্যদীপ্ত বলিয়া চেতন। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি, রজস্তম গুণেরই স্বাভাবিক কার্য্য। এবং সত্ত্বগুণের স্বাভাবিক কার্য্য কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ জয় করিবার চেষ্টা। এই চেষ্টা সাত্ত্বিকী। কাম জয় কর, রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না এই সমস্ত উপদেশ সাত্ত্বিকী চেষ্টার অভিব্যক্তি সাত্ত্বিকী চেষ্টার বল প্রয়োগ।

তবেই হইল চৈতন্যদীপ্তা শুদ্ধসত্ত্বই, চৈতন্যদীপ্তা রজস্তমকে উপদেশ করে! রে রজস্তম! তোমাদের কার্য্য যে, কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ ইহাদিগকে তোমরা জয় কর। যদিও তোমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করা—কিন্তু আমি শুদ্ধসত্ত্বও তোমাদের সঙ্গে আছি, তজ্জন্য কাম ক্রোধ জয় করার চেষ্টাও তোমাদের স্বাভাবিক। এই জন্যই মানুষ সমকালে এই দ্বিবিধা চেষ্টার কার্য্য করে দেখা যায়। মানুষ মুখে মন্ত্র জপ করে, কিন্তু সেই কালেই মনে বিষয়ের চিন্তা করে। বাক্য ও মন যখন বিভিন্নমার্গে না চলিয়া এক মার্গে চলে তখন, কখন সত্ত্ব দ্বারা রজস্তম অভিভূত হয়, কখন বা রজস্তম দ্বারা সত্ত্ব অভিভূত হয়। প্রথম ব্যাপারে শুদ্ধসত্ত্ব আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ শুধু দীপ্তিটি গুণ হইতে পৃথক্ হইয়া, দীপ্তি যাঁহার সেই আত্মাতে প্রবেশ করেন, ইহাই নিবৃত্তি মার্গে জীবের মুক্তি। দ্বিতীয় ব্যাপারে মলিন রজস্তম শুদ্ধসত্ত্বকে মলিন করিয়া বিষয়ে প্রবেশ করে ইহাই প্রবৃত্তি মার্গ। ইহাই বদ্ধাবস্থা। ইহাই মৃত্যু। এই চৈতন্যদীপ্তা শুদ্ধ সত্ত্বই সগুণব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ। ক্রীড়া-শীল, দীপ্তিশীল, ঈশ্বরের মূর্ত্তি। চৈতন্যদীপ্তা শুদ্ধসত্ত্বই আত্মার মূর্ত্তি, ইহাই মায়ামূর্ত্তি।

শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বদা আদিত্যপথগামী। ইনিই চিৎএর সহিত মিশ্রিত হইয়া চিৎ হইয়া যান। তখন ইনিই ঈশ্বর; ইনিই ঈশ্বরী। শ্রীগীতার কৃষ্ণমূর্ত্তি ইনিই, শ্রীচণ্ডীর চণ্ডীমূর্ত্তিও ইনিই। শ্রীরামায়ণের রাম মূর্ত্তিও ইনিই। শ্রীমূর্ত্তিটি মায়া আর রাম কৃষ্ণ কালী নাম, যে চিতের, তিনিই নিষ্ক্রিয় গুণাতীত ব্রহ্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি। চৈতন্যদীপ্ত শুদ্ধসত্ত্বই নিত্য উপাস্য। ইহাই বরণীয় ভর্গ। আবার বলি স্বরূপতঃ জড় হইলেও ইনিই চৈতন্য সান্নিধ্যে চৈতন্যদীপ্তা হইয়া সর্ব্বদাই সেই নিত্যশুদ্ধ পরমাত্মাতে মিশিতে ছুটিয়াছেন। অবিদ্যা বশীভূত জীব ইঁহার আশ্রয় ব্যতীত কিছুতেই আপন স্বরূপে যাইতে পারে না।

এই শুদ্ধসত্ত্ব সাধারণ জীবের মধ্যে রজস্তমের সহিত জড়িত থাকে। সেইজন্য শ্রীগীতাতে

উপদেশ করা হইয়াছে, আগে রজস্তমকে শুদ্ধসত্ত্বের অধীনে আনয়ন কর ; করিয়া নিত্য সত্ত্বস্থ হও। আহারশুদ্ধি দ্বারা, প্রার্থনা, উপাসনা, জপ দ্বারা সর্ব্বদা নিত্যসত্ত্বস্থ থাকা যায়।

নিত্যসত্ত্বস্থ হইতে পারিলে শুদ্ধসত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তিতে এই নির্ম্মল সত্ত্ব ঊর্দ্ধমুখে ছুটিবেই। ছুটিয়া ইহা নদীর সমুদ্রে মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় সেই স্থির শান্ত ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবেই। যখন শুদ্ধসত্ত্ব রজস্তমকে অভিভূত করিতে থাকেন, তখনই মহাকালীর সংহার-সময়। যে স্পন্দনে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই স্পন্দন ঊর্দ্ধমুখ হইলে মহাকালী সমস্ত বিনাশ করিয়া মহা-কালকে স্পর্শ করিতে সঙ্কল্প করেন। স্পর্শ করা মাত্র সব শান্ত হইয়া যায়, জগদিন্দ্রজাল ছুটিয়া যায়, আত্মার দীর্ঘস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, আত্মা আপন স্বরূপে অবস্থান করেন।

অর্জ্জুন—আমি দেখিতেছি, সৃষ্টিতত্ত্ব না বুঝিলে, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করা যায় না। অহঙ্কার কি ? কিরূপে অহঙ্কার ত্যাগ হয়—সাধনা ও বিচার দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বে প্রবেশ করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু করা যায় না। আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো" তোমার কৃপায় বুঝিলাম, এখন বল, "বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে" ইহার অর্থ কি ?

ভগবান্—ঈশ্বরের উপাধি যেমন মায়া, জীবাত্মার উপাধিও সেইরূপ বুদ্ধি। বুদ্ধি দ্বারা এখানে মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই অন্তঃকরণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আত্মা যখন পরমাত্মাকে দর্শন করেন ; খণ্ড আত্মা যখন আপনার মিথ্যাজ্ঞানজাত খণ্ডভাব না দেখিয়া আপনার স্বরূপ যে অখণ্ডভাব, তাহাকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার উপাধিস্বরূপ বুদ্ধি আপন প্রকৃত স্বরূপ যে জড়ভাব, সেই জড়ভাবেই পড়িয়া থাকে। বুদ্ধি কর্ম্ম করিত, তাহাই না আত্মাতে আরোপ হইত ? বুদ্ধির আরোপ-বশতঃই না আত্মা অহঙ্কর্ত্তা অহঙ্কর্ত্তা অভিমান করিতেন ? কিন্তু আপন স্বরূপ দর্শনে আত্মা অহঙ্কর্ত্তা এই অভিমান আর করেন না, কাজেই বুদ্ধি আর কোন্ কর্ম্মফলে লিপ্ত হইবে ? এখানে একটু সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্য কর। শুদ্ধসত্ত্ব আত্মার সহিত মিশ্রিত হন ; ইহাতে ইহা বুঝিও না যে, প্রকৃতিই আত্মা হইয়া যান। তাহা হয় না। চৈতন্যদীপ্তা যিনি, সেই দীপ্তিটি যাঁহার দীপ্তি, তাঁহার সহিত মিশিয়া যান।

অর্জ্জুন—বুদ্ধির লিপ্ত হওয়া কিরূপ ?

ভগবান্—ন লিপ্যতে অর্থাৎ বুদ্ধি অনুশয়বতী হন না ; বুদ্ধি ক্লেশশালিনী হন না। এই কার্য্যটি আমি করিয়াছি, ইহার ফলভোগ আমাকে করিতে হইবে—কর্ত্তৃত্ববাসনা জন্য এইরূপ অনুসন্ধানকেই লেপ বলে। এই লেপটা পুণ্যকর্ম্মে হর্ষ এবং পাপে অনুতাপ। এই দ্বিবিধ লেপে যাহার বুদ্ধিযুক্ত হয় না, তিনিই অহঙ্কারশূন্য পুরুষ। কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকিলেই, আমি পাপ করিয়াছি, নরকে আমাকে পড়িতেই হইবে—এইভাবে বুদ্ধি আর কর্ম্মফলে লিপ্ত হয় না। যাহাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায় বুদ্ধি আর পাপ-পুণ্য-কর্ম্মফলে লিপ্ত হয় না, তাহারাই সুমতি। কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমান যায় নাই, ভিতরে অনুরাগও আছে, দ্বেষও আছে—এইরূপ ব্যক্তি

যদি বলে আত্মার আবার স্বর্গ বা নরকে যাওয়া কিরূপ ?—পাপই কর বা পুণ্যই কর, আত্মা সর্ব্বদাই অপাপবিদ্ধ—এইরূপ কপটাচারীর দণ্ড কিন্তু অতি ভয়ানক। "অনাসক্তভাবে সংসার করি, ইচ্ছা যাহা দেখ, তাহা অনিচ্ছার ইচ্ছা"—যাহারা ব্রহ্মকে আত্মভাবে অপরোক্ষানুভব না করিয়াও কেবল জ্ঞানের কথা শুনিয়াই ঐরূপ জ্ঞানীর আচরণ করে, তাহারাই কপটাচারী, আত্মপ্রতারক, লোকপ্রতারক। ইহারা আত্মবধ নাটকের অভিনয় করে মাত্র। তুমি অর্জ্জুন ! সমস্ত জ্ঞানের কথা শুনিতেছ ; কিন্তু মনে করিও না যে, শুনিলেই জ্ঞান হয়। শুনিলে বিশ্বাস হইতে পারে ; ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু অনুভব না হওয়া পর্য্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান হইবে না। সমাধি—সবিকল্প সমাধি নহে—নির্ব্বিকল্প সমাধি ভিন্ন অপরোক্ষানুভূতি হইতেই পারে না। আত্মাকে অকর্ত্তারূপে সাক্ষাৎ করাই পরমার্থসন্ন্যাস জানিও।

অর্জ্জুন—অহঙ্কার যাঁহার নাই, তিনি যদি সকল প্রাণীকে হত্যাও করেন, তথাপি তিনি হত্যাও করেন না, পাপেও বদ্ধ হন না—ইহার ব্যভিচার ত সর্ব্বত্র হইতে পারে ?

ভগবান্—অজ্ঞানী যে সে ত সকল ভাল বস্তুরই ব্যভিচার করে। অপরোক্ষানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত যখন অহঙ্কার একবারে যায় না, আবার নির্ব্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত যখন অপরোক্ষানুভূতিও হয় না, তখন যে মূর্খ জ্ঞানের কথা মুখে শুনিয়া ভাবে—হত্যা করায় পাপ নাই—সে ব্যক্তি ভ্রষ্ট সাধকের মত কপটাচারী মাত্র।

ফলে যাঁহার অহঙ্কার দূর হইয়াছে—যিনি অহঙ্কর্ত্তা এই অভিমানকে সমাধি অভ্যাসে দূর করিতে পারিয়াছেন তিনি কি কোন জীবকে হত্যা করিতে পারেন ? কিছুতেই পারেন না। আমি এই শ্লোকে অহঙ্কার ত্যাগই যে একমাত্র সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির উপায়, তাহা দেখাইয়া অহঙ্কারত্যাগের স্তুতিমাত্র করিলাম ; বলিলাম, যাঁহার অহঙ্কারত্যাগ হয়, তিনি যদি সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংসও করেন, তথাপি তাঁহার পাপ হয় না। আর সত্য সত্যই ত মহাপ্রলয়ে আমিই সমস্ত জীব ধ্বংস করিয়া থাকি—এক্ষেত্রে "আমি ধ্বংস করিব" এই অহঙ্কার রাখিয়াই ধ্বংস করি। আমি জানি, অহঙ্কার আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তথাপি ভিতরে সম্পূর্ণ অকর্ত্তা থাকিয়া ও বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া এই সমস্ত মায়িক অভিনয় করি মাত্র।

অর্জ্জুন—আত্মা কিছুই করেন না, কিছুই করানও না, শ্রুতি স্মৃতি ইহা বহুরূপে বলিয়াছেন। কিন্তু এই আত্মাকে জানিয়া যাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহারাও যে আত্মার মত হইয়া যান, ইহার শ্রুতিপ্রমাণ কিছু আছে কি ?

ভগবান্—আছে বৈ কি ! গীতা শ্রুতি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

শ্রুতি আত্মা সম্বন্ধে বলেন :—

(১) প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। মাণ্ডূক্য। আত্মা এই জগতের উপশম। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-উপাধি-রহিত। ইনি শান্ত—রাগদ্বেষাদিশূন্য। ইনি শিব—মঙ্গলময়, বিশুদ্ধ। ইনি অদ্বৈত—ইনি আপনি আপনি। আবার "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই জন্য বলা যায় আত্মাই আছেন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। জগৎ নাই। ইনি—চতুর্থ—পাদত্রয় হইতে ভিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম। সেই উপাধিরহিত তুরীয়কেই আত্মা বলিয়া জানিও। সেই আত্মাকেই জানিতে হইবে।

(২) একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥

সগুণভাবে যিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে থাকেন, তিনিই চিত্তের সাক্ষী পুরুষ, তিনি কেবল, তিনি নির্গুণ।

(৩) দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ মুণ্ডক।

(৪) নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥

বহু শ্রুতিতেই তিনি যে অকর্ত্তা, নিষ্ক্রিয়—ইহা বলা হইয়াছে। এই গীতাস্মৃতিতেও পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছি—"শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে", "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" ইত্যাদি।

যিনি আত্মজ্ঞানী, তাঁহার সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন ঃ—

(১) "এতমুহৈবৈতেন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবামেত্যতঃ কল্যাণ-মকরবমিত্যুভে উহৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥"

জ্ঞানিগণ পাপপুণ্য হইতে মুক্ত। কিছু করুন বা না করুন, জ্ঞানিগণ কিছুতেই তাপ প্রাপ্ত হন না।

(২) এষো নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্।
তস্যৈবাত্মা পদবিত্তং বিদিত্বা ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন ॥

ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। আত্মজ্ঞানীর সৎকর্ম্মে তৃপ্তি নাই, অসৎ কর্ম্মেও পরিতাপ নাই। আত্মার স্বরূপ জানিয়া তিনি কোন পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥১৭॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

শ　　　　　　　　　　শ　নী
জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেনেতি সর্ব্ববিষয়মবিশেষেণোচ্যতে জ্ঞায়তে

নী
প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনেনেতি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণজন্যো ঘটাদিপ্রকাশঃ

নী নী নী
স চ বর্ত্তমানোঽতীতো বা যদ্বা জ্ঞানং বিষয়প্রকাশনশক্তিঃ জ্ঞেয়ং

শ শ শ নী
জ্ঞাতব্যম্। তদপি সামান্যেনৈব সর্ব্বমুচ্যতে। যদ্বা জ্ঞেয়ং বিষয়ঃ

নী শ শ
বোধবিষয়ো ঘটাদিঃ। পরিজ্ঞাতা উপাধিলক্ষণোঽবিদ্যাকল্পিতো ভোক্তা।

নী নী
যদ্বা পরিজ্ঞাতা বিষয়ী সাভাসধীরূপো যো ভোক্তেত্যুচ্যতে।

নী নী শ্রী
পরিজ্ঞাতা জ্ঞানাশ্রয়ো ভোক্তা ইতি যাবৎ। এবং ত্রিবিধা

নী শ শ্রী
প্রকারত্রয়বতী ত্রিপ্রকারা কর্ম্মচোদনা চোদ্যতে প্রবর্ত্ততেঽনয়েতি

চোদনা। জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। এতৎত্রয়ং

নী শ
কর্ম্মণি প্রবর্ত্তকমিতি বা। জ্ঞানাদীনাং হি ত্রয়াণাং সন্নিপাতে

শ
হানোপাদানাদিপ্রয়োজনঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভঃ স্যাৎ। ততঃ পঞ্চভিরধি-

ষ্ঠানাদিভিরারব্ধং বাঙ্মনঃকায়াশ্রয়ভেদেন ত্রিধা রাশীভূতং ত্রিষু

ম নী
করণাদিষু সংগৃহ্যত ইত্যেতদুচ্যতে। তথা করণম্ ইন্দ্রিয়ম্।

শ শ
ক্রিয়তেঽনেনেতি। বাহ্যং শ্রোত্রাদি। অন্তঃস্থং বুদ্ধ্যাদি। কর্ম্ম

নী নী শ
তেন যৎ ক্রিয়মাণং বিষয়গ্রহণং যদ্বা কর্ত্তুরীপ্সিততমং ক্রিয়য়া

শ ম ম শ
ব্যাপ্যমানম্ উৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যঞ্চ। কর্ত্তা করণানাং

শ ম শ
ব্যাপারয়িতা প্রয়োক্তা বা ইতি ত্রিবিধঃ ত্রিপ্রকারঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ

শ শ শ্রী
সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ। কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। করণাদি-

শ্রী ম শ্রী শ্রী শ্রী
ত্রিবিধং কারকং কর্ম্মাশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানমপাদানমধিকরণঞ্চ

পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলং ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ

শ্রী
অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি কর্ম্মের আশ্রয় ॥ ১৮ ॥

ভগবান্—আত্মা অকর্ত্তা। আত্মার সহিত কোন কর্ম্মের সংস্পর্শ হয় না। আত্মাকে যে ব্যক্তি কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে, সে দুর্ম্মতি। যিনি আমি কর্ত্তা নই—ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই সুমতি। পূর্ব্বে কর্ম্মের হেতু কি কি বলিয়াছি। এখন বলিব, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে এবং কর্ম্মের আশ্রয় কি ?

অর্জ্জুন—কর্ম্মের কারণ, কর্ম্মচোদনা ও কর্ম্মসংগ্রহ ইহাদের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

ভগবান্—শরীর, অহং অভিমান,ইন্দ্রিয়, প্রাণাদির চেষ্টা এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এইগুলি একত্র না হইলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। শুধু এইগুলি একত্র হইলেও যতক্ষণ না কর্ম্মপ্রবাহ কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়, ততক্ষণও কোন কর্ম্ম হইতে পারে না। তবেই হইল কর্ম্ম জন্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তক চাই। ইহাই কর্ম্মচোদনা—কর্ম্মের প্রেরণা। আবার কর্ম্মের আশ্রয়ও থাকা চাই। কর্ম্মসংগ্রহ অর্থ কর্ম্মের আশ্রয়। করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা—এই তিনটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ম্মের আশ্রয়—আর সম্প্রদান অপাদান ও অধিকরণ এই তিনটি কারক পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মসংগ্রহ বা কর্ম্মের আশ্রয়।

অর্জ্জুন—জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনকে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিতেছ। কর্ম্মের কারণ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহাতে বুঝিয়াছি, ঐ পাঁচটি কারণের কোন একটির অভাব হইলে কর্ম্ম

হয় না। মনে করা হউক, আমি রূপ দেখিব। শরীর যদি না থাকে, তবে অহং অভিমান, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহারা কিরূপে থাকিবে?

(১) দর্শনক্রিয়া জন্য তাহা হইলে শরীর থাকা চাই। সুষুপ্তিকালে শরীর থাকে, ইন্দ্রিয় থাকে, প্রাণ থাকে, দেবতাও থাকেন, কেবল অহং অভিমান থাকে না বলিয়া দর্শন হয় না।

(২) শরীরাদির উপরে অহং অভিমান না থাকিলে, দর্শনাদি কর্ম্ম হয় না।

(৩) জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শরীর আছে, অহংজ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, দেবতা আছে; কিন্তু ইন্দ্রিয় (এখানে চক্ষু) যদি না থাকে, তবে দর্শনাদি হইবে কিরূপে? শারীরিক, বাচিক, মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মজন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও একাদশ ইন্দ্রিয় মন ইহাদের অস্তিত্ব আবশ্যক।

(৪) আবার শরীর, অহং অভিমান, ইন্দ্রিয় ও দেবতা যদি থাকেন, কিন্তু প্রাণ যদি না থাকে, তবে কোন কর্ম্ম হয় না। প্রাণহীনের কর্ম্ম কোথায়?

(৫) শরীর, অহং অভিমান, ইন্দ্রিয়, প্রাণ—ইহারা যদি থাকে, কিন্তু সূর্য্যাদি দেবতা যদি না থাকেন, তবে দর্শন হইবে কিরূপে?

ইহাও বুঝিতেছি যে, এই পাঁচটি কারণ থাকিলেও অনেক সময়ে মানুষ অলসভাবে—বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করে না। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম তখন হইতে পারে বটে—যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস বা রক্ত-সঞ্চালন বা অসম্বন্ধ প্রলাপ। কিন্তু অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কথা এখানে বলিতেছ না। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কথাই বলিতেছ।

কর্ম্মের প্রবর্ত্তক যদি না থাকে, তাহা হইলেও কর্ম্ম হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই তিন কর্ম্মচোদনার কথা বল।

ভগবান্—মনে কর, জীবকে মৃত্যুসংসারসাগর পার হইতে হইবে। মৃত্যুসংসারসাগর এইটি জ্ঞেয় বস্তু। যদ্দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়, তাহাই জ্ঞান। আবার জ্ঞানের বিষয় যেটি, সেইটি জ্ঞেয়। যিনি জানিতেছেন, তিনি জ্ঞাতা।

যেখানে জ্ঞান আছে—বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি আছে, সেইখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় থাকিবেই। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ইহাদের নাম ত্রিপুটী। এই ত্রিপুটীর কোন একটির অভাব হইলে, কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পারে না। এইজন্য ইহারা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

যাহা করিতে যাইতেছি, তাহা জ্ঞেয় বিষয়। জানিবার বিষয় না থাকিলে, জানিব কি? আবার বিষয় থাকিলেও, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হইতেছে, ততক্ষণ কর্ম্ম হয় না। আবার জ্ঞাতা না থাকিলে, বিষয় জানিবেই বা কে?

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আবার তিন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে। যাহার দ্বারা ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। যাহা কর্ত্তার ঈপ্সিত, তাহাই কর্ম্ম, যাহা ক্রিয়ার সম্পাদক, তাহাই কর্ত্তা।

করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি কারক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ম্মের কারক, আর সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ—ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মের কারক। এই

ষট্ কারকই উপরোক্ত তিন প্রকারে ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে। আত্মা কিন্তু ক্রিয়াশ্রয়ী নহেন।

কর্ম্মচোদনা ও কর্ম্মসংস্থান— অর্থাৎ কর্ম্মের কারক ও কর্ম্মের আশ্রয় উভয়ই ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক কিন্তু আত্মা গুণাতীত।

প্রবৃত্তি জন্যই প্রেরণা হয়। কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তি কাহারও দ্বারা প্রেরিত হয়। উৎকৃষ্ট ব্যক্তির নিকৃষ্টের প্রতি যে প্রবর্ত্তনা, তাহার নাম আজ্ঞা বা প্রেষণা। নিকৃষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উৎকৃষ্টের যে প্রবর্ত্তনা, তাহার নাম অধ্যেষণা; এবং সমানে সমানে যে প্রবর্ত্তনা, তাহার নাম অনুজ্ঞা বা অনুমতি। উপরে প্রবর্ত্তনার কথা যাহা বলা হইল, তাহা চেতনের কথা। এতদ্ভিন্ন বেদের বিধিগুলিও কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। বিধি দ্বারাও লোকে কর্ম্ম সম্পাদন করে। প্রেরণা যাহা, তাহাও বিধির স্বধর্ম্ম। বিধির ধর্ম্মই চোদনা, প্রবর্ত্তনা, প্রেরণা, বিধি, উপদেশ শাব্দ ভাবনা নামে অভিহিত।

সংক্ষেপে আবার বলি, শ্রবণ কর।

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনটি একত্রে মিলিয়া কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। জ্ঞেয় আছে, কিন্তু জ্ঞাতাতে জ্ঞান যদি না থাকে, তবে জ্ঞেয়ে জ্ঞাতার প্রবৃত্তি হয় না। আবার জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ে আছেন, কিন্তু জ্ঞেয় যদি দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। আবার সংস্কারাত্মক জ্ঞান ও জ্ঞেয় থাকিলেও সুষুপ্তিতে জ্ঞাতা না থাকাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে কে?

এইরূপে করণ (অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়), কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি মিলিত হইয়া কর্ম্মের সংগ্রহ বা ভোগ হয়। ইহারা ক্রিয়ার আশ্রয়। এই তিনটির আশ্রয়ে ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয়।

কর্ম্ম কর্ত্তা, কর্ত্তার অভিলষিত কর্ম্ম, এবং ক্রিয়া করিবার যন্ত্র অর্থাৎ অন্তর ও বাহ্যেন্দ্রিয় এই তিন মিলিয়া কর্ম্মের সংগ্রহ বা ভোগ হয়। কর্ত্তা আছে তথাপি কর্ম্ম না থাকিলে ভোগ হইবে না। আর কর্ত্তা না থাকিলে ভোগ করে কে? এবং কর্ম্ম না থাকিলে ভোগই বা হয় কি? জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় সম্বন্ধে ১৩।১৭ ও দেখ ॥১৮॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

শ　　শ্রী

জ্ঞানং গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তে অস্মিন্ ইতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং

শ্রী　ম

তস্মিন্ যদ্যপি কাপিলং শাস্ত্রং পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে বিরুধ্যতে

ম
তথাপি তে হি কাপিলা অপরমার্থগুণগৌণভেদনিরূপণে ব্যাবহারিকং প্রমাণং ভজত ইতি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থং গুণসংখ্যানে প্রোচ্যত

শ শ ম
ইত্যুক্তং তৎশাস্ত্রমপি বক্ষমাণার্থস্তুত্যর্থত্বেনোপাদীয়তে ইতি ন

শ শ
বিরোধঃ জ্ঞানং চ কর্ম্ম চ। কর্ম্ম ক্রিয়া। ন কারকং পারিভাষিক-

শ শ
মীপ্সিততমং কর্ম্ম। কর্ত্তা চ নির্ব্বর্ত্তকঃ ক্রিয়াণাং গুণভেদতঃ

শ্রী শ শ
সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধা এব প্রোচ্যতে কথ্যতে তানি জ্ঞানাদীনি

ম শ শ
অপি অপিশব্দাৎ তদ্ভেদজাতানি চ গুণভেদকৃতানি যথাবৎ

শ শ ম ম শ
যথান্যায়ং যথাশাস্ত্রং শৃণু শ্রোতুং সাবধানো ভব মনঃসমাধিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গুণসংখ্যান শাস্ত্রে অর্থাৎ কপিলপ্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহাও সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা—ইহারা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিতেছ। যদ্দারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হয়, তাহাই জ্ঞান। এখানে ব্যবহারিক বস্তুর জ্ঞানের কথা বলিতেছ, ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতেছ না। জ্ঞান এক হইলেও, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহা জ্ঞান, তাহাই কর্ত্তা—তাহাই জ্ঞেয়; কিন্তু ব্যবহারিক বস্তুজ্ঞানে কর্ম্ম কর্ত্তা পৃথক্। সত্ত্বরজতমগুণভেদে এই জ্ঞানাদির কি কোন প্রকার ভেদ আছে?

ভগবান্—আছে। কাপিল শাস্ত্রে গুণভেদে জ্ঞানাদির ভেদ কথিত হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখ, দৃশ্য—জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি জ্ঞান দ্বারাই হইয়া থাকে। এই জ্ঞান আবার প্রত্যক্ষাদি

প্রমাণমূলক। জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা জ্ঞান পদার্থ বিস্তৃত। জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানের অন্তর্ভাব মাত্র। মনে করা হউক, সম্মুখে যে ফলপুষ্প-সমন্বিতা লতাটি দেখিতেছ, উহাই জ্ঞেয় পদার্থ। ফল পুষ্প মূল পত্র লইয়া বৃক্ষটি তোমার মধ্যে আসিতেছে না—উহার জ্ঞানটিই তুমি অন্তরে জানিতেছ। জ্ঞানস্বরূপ তুমি, তোমার মধ্যে লতা জ্ঞানটি আছে, এজন্য জ্ঞেয় বস্তুটি জ্ঞানের অন্তর্গত। এই জ্ঞান ত্রিবিধ—ইহাই বলিব। কর্ম্ম ও কর্ত্তারও প্রকারভেদ বলিব। আত্মা কর্ত্তা নহেন। ক্রিয়া ও কারকের সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক নাই। এখন দেখ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা বস্তুভেদে ত্রিবিধ কিরূপে?

অর্জ্জুন—জ্ঞানের সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞাস্য আছে। যে শক্তি দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম জ্ঞান। এই শক্তিটি কাহার শক্তি?

ভগবান্—দেওয়ালে সাধারণভাবে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া দেওয়ালকে প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু একটি দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি দেওয়ালে পড়িয়া ইহাকে আর এক ভাবে প্রকাশ করে। এই দ্বিতীয় প্রকাশ যিনি করেন, তিনি বুদ্ধিপ্রতিফলিত চৈতন্য। সাধারণ প্রকাশ হয় কূটস্থ দ্বারা।

ঘটের সাধারণ প্রকাশ হয় কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা। কিন্তু ঘটকে যিনি ঘটরূপে জানেন, তিনি কূটস্থ-চৈতন্য নহেন—ইনি আভাস-চৈতন্য—বুদ্ধি-প্রতিফলিত চৈতন্য। বুদ্ধিপ্রতিফলিত চৈতন্যই বস্তুকে জানেন।

জ্ঞানটি চৈতন্যময়। চৈতন্যময় জ্ঞানে দিক্ ভূমি আকাশাদি জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশ পায়। দিক্ ভূমি আকাশাদির প্রকাশ হয় কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা; কিন্তু উহাদের জ্ঞান হয় যদ্দ্বারা, তিনি বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। আত্মপ্রকাশটি কি—যদি ধারণা করিতে পার, তবেই পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশ অনুভূত হইবে। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন, প্রকাশটি অর্থাৎ চৈতন্যময় জ্ঞানটি দিক্ ভূমি আকাশাদি প্রকাশ্যবস্তু হীন হইলে যাহা হয়, তাহাই আত্মপ্রকাশ বা আত্মজ্ঞান। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে সর্ব্বদাই একটা ভেদ আছে। মায়ার আবরণ শক্তি দ্বারা এই ভেদ আবৃত হইলে জ্ঞেয়টিতেই জ্ঞাতা আত্মত্ব স্থাপন করিয়া ফেলেন। জ্ঞাতাকে বা দ্রষ্টাকে দৃশ্য হইতে ভেদ জানাই জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিলেই প্রথমে দৃশ্য বস্তু বা জ্ঞেয় বস্তু দূর হইয়া যাইবে। শেষে দৃশ্যদর্শনের অভাব হইলে, দ্রষ্টাও অদ্রষ্টাভাবে স্থিতি লাভ করিবেন। ইহাই কৈবল্য। এখানে সাধনাটি লক্ষ্য কর। চিত্তের দ্রষ্টাভাবে যদি থাকিতে পার, তবে চিত্তস্পন্দন কল্পনা দূর হইয়া যাইবে এবং শেষে দ্রষ্টাও অদ্রষ্টাভাবে কৈবল্য-স্থিতি লাভ করিবেন।

অর্জ্জুন—আত্মা অকর্ত্তা, ইহা জানিলেই মুক্তি হয়। আত্মাকে অকর্ত্তা জানাই আবশ্যক। তুমি জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার গুণভেদে ত্রিপ্রকার অবস্থার কথা বলিতে যাইতেছ। দিক্‌ভূমি আকাশাদি জ্ঞেয় যাহা, তাহা জ্ঞানেরই উপাধি। আবার ক্রিয়ার সম্পাদক যিনি, তিনিই কর্ত্তা। অতএব ক্রিয়াটা কর্ত্তার উপাধি মাত্র। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা যদি কর্ত্তাকে উপাধিশূন্য-

ভাবে দেখিতে পারে, তবেই বুঝিতে পারিবে যে, অহঙ্কারবিমূঢ় আত্মা তখন অহঙ্কারশূন্য হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। আত্মা অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়াই জীব হয়েন, আবার অহঙ্কার-শূন্য হইলেই স্বস্বরূপে পরমাত্মভাবে অবস্থান করেন। তুমি এখানে কর্ত্তার ত্রৈগুণ্যভাব বলিতে যাইতেছ কেন?

ভগবান—অহঙ্কারবিমূঢ় যিনি, তিনিই ত্রিগুণযুক্ত কর্ত্তা। আত্মা কিন্তু ত্রিগুণাতীত; যদিও কপিল-দর্শন, ব্রহ্ম যে এক এই পরমার্থ বিষয়ে প্রামাণিক শাস্ত্র নহে [অধিকারি ভেদে ভগবান্ কপিলদেব আত্মা বহু এইরূপ দেখাইতেছেন, তাহাও অরুন্ধতী ন্যায়ের ন্যায়] তথাপি গুণগৌণভেদরূপ অপরমার্থ ভেদব্যাপারের আলোচনায় এই শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে সর্ব্বত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি তাহাই দেখাইতেছি॥১৯॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০॥

সর্ব্বভূতেষু (শ) অব্যক্তাদিস্থাবরান্তেষু (ম) ভূতেষু (ম) অব্যাকৃত-হিরণ্যগর্ভবিরাট্‌সংজ্ঞেষু (ম) বীজ-সূক্ষ্ম-স্থূলরূপেষু সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকেষু (ম) সর্ব্বেষ্বিত্যানেনৈব নির্ব্বাহে (ম) ভূতেষ্বিত্যনেন ভবনধর্ম্মকথনমুচ্যতে তেনোৎপত্তিবিনাশশীলেষু (ম) দৃশ্যবর্গেষু (ম) বিভক্তেষু (ম) পরস্পর-ব্যাবৃত্তেষু [ভিন্নেষু] নানারসেষু (ম) অবিভক্তং (ম) অব্যাবৃত্তং [অবিচ্ছিন্নং] (ম) সর্ব্বত্রানুস্যূতম্। (শ) বিভক্তেষু (শ) দেহভেদেষু ন বিভক্তং (শ) তদাত্মবস্তু। ব্যোমবন্নিরন্তরমিত্যর্থঃ। (শ) একম্ (ম) অদ্বিতীয়ম্ অব্যয়ং (শ) ন ব্যেতি স্বাত্মনা স্বধর্ম্মেণ বা। (শ) কূটস্থনিত্যমিত্যর্থঃ;

শ　　　　　　　　　শ　　　　　ম
ভাবং বস্তু—ভাবশব্দো বস্তুবাচী—একমাত্মবস্তিত্যর্থঃ। পরমার্থসত্তা-

ম　　　শ　　　ম
রূপং স্বপ্রকাশানন্দমাত্মানং যেন জ্ঞানেন অন্তঃকরণপরিণাম-

ম　　　　শ
ভেদেন বেদান্তবাক্যবিচারপরিনিষ্পন্নেন ঈক্ষতে পশ্যতি

ম　　　　শ　　　　ম
সাক্ষাৎ করোতি তৎ জ্ঞানং অদ্বৈতাত্মদর্শনং মিথ্যাপ্রপঞ্চবাধক-

শ　　　　ম
মদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যগ্‌দর্শনং সর্ব্বসংসারোচ্ছিত্তিকারণং

বিদ্ধি। দ্বৈতদর্শনং তু রাজসং তামসং চ সংসারকারণং ন

সাত্ত্বিকমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে এক অব্যয় নিত্যবস্তুর দর্শন হয়, ভিন্ন ভিন্ন [নামরূপবিশিষ্ট বস্তুতে] অবিভক্ত ভাবে স্থিত সেই [অদ্বৈতাত্মদর্শন] জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিও ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—সাত্ত্বিক জ্ঞান কি ?

ভগবান্—নানা প্রকার নাম ও রূপ ভেদে ভিন্ন এই বিচিত্র জগতের নানা বস্তুতে যে জ্ঞান দ্বারা একমাত্র আত্মবস্তুকে দর্শন করা　, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। কটক, কুণ্ডল, হার, কেয়ূরাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে, যেমন একই কাঞ্চন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ।

অর্জ্জুন—বিভক্ত অর্থে পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন। ভূত সকল যে পরস্পর ভিন্ন, ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিবে ?

ভগবান্—এই দৃশ্য প্রপঞ্চ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই তিন ভাগে বিভক্ত। অব্যাকৃত যিনি, তিনি অব্যক্তবীজস্বরূপ। হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্মরূপ আর বিরাট্ স্থূলরূপ। সমস্ত সূক্ষ্ম মনের সমষ্টি যিনি, তিনি হিরণ্যগর্ভ। আবার ব্যষ্টিভাবে এই মনও ভূতে ভূতে অবস্থান করিতেছে। সমস্ত স্থূলের সমষ্টি যিনি, তিনি বিরাট্ আবার ব্যষ্টিভাবে এক একটি সূক্ষ্মভূতের সঙ্গে এক একটি দেহ জড়িত।

এই বিভক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে একটি অবিভক্ত ভাব রহিয়াছে। ভাব শব্দ বস্তু অর্থে প্রয়োগ হয়। ভাবশব্দ বস্তুবাচী। এই ভাবটি বা বস্তুটি চিৎবস্তু। এই চিৎবস্তুটি এক। ইহা দুই প্রকার হয় না। ইহা অব্যয় অর্থাৎ ইহা উৎপত্তি-বিনাশাদি-বিকারশূন্য। ইহাই আত্মা। যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতেই এই আত্মবস্তুর দর্শন হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

অর্জ্জুন—সর্ব্বভূতে এই আত্মবস্তুকে দেখিবার উপায় কি?

ভগবান্—যাঁহারা এখনও বিচার করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা বিশ্বাসে দেখিবেন যে, সর্ব্ববস্তু-মধ্যে অনুস্যূত এক অধিষ্ঠান চৈতন্যই আছেন। যাঁহারা বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা প্রথমে নিজের মধ্যে এই আত্মবস্তুকে লক্ষ্য করিবেন। লক্ষ্য করিবার ক্রম এইরূপ। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার রূপ অন্তরেন্দ্রিয়, এতদ্‌ভিন্ন সত্ত্বরজস্তমাদি-গুণযুক্ত প্রকৃতি—এই সমস্তকে জানিতেছে কে? স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহই দৃশ্যবস্তু। লোকে যাহাকে আমি বলে, তাহাই দ্রষ্টা। দ্রষ্টা সর্ব্বকালে দৃশ্য হইতে ভিন্ন। আমি দ্রষ্টা—মন দৃশ্য—এইজন্য আমি মন হইতে ভিন্ন। যখন মায়ার আবরণশক্তি দ্বারা আমি মন হইতে অভিন্ন হইয়া যাই, তখনই আমার সমস্ত দুঃখ আইসে। কিন্তু যখন দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে সর্ব্বদা ভিন্ন থাকেন, তখন দ্রষ্টাতে আত্মবুদ্ধি হয়, দৃশ্য-দর্শন ভুল হইয়া যায়। এই দ্রষ্টাভাবে থাকিতে থাকিতে যখন সমাধি হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা-সমাধি বলে। ইহাতে একটা দৃশ্যপ্রপঞ্চ-রহিত অস্তিভাব মাত্র থাকে। এই ভাবে থাকিতে থাকিতে যখন আনন্দ আইসে, তখনই আত্মদর্শন হয়। এই আত্মদর্শনে—সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি হয়। যেমন ভিতরে দৃশ্য ছাড়িয়া দ্রষ্টাভাবে থাকিতে থাকিতেই আত্মদর্শন হয়, সেইরূপ আকাশ ভূমি দিগাদি দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখিতে দেখিতেই যখন দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভুল হইয়া দ্রষ্টাতে স্থিতিলাভ হয়, তখন ঐ অবস্থায় আনন্দলাভ করিলেই আত্মদর্শন লাভ হয়। ইহা জ্ঞানীর সাধনা।

এই আত্মদর্শন জন্যই প্রথমে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ অভ্যাস করিতে হয়। আবার যোগ অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-রূপ বহিরঙ্গ সাধনা করিতে হয়, পরে ধারণা-ধ্যান-সমাধি-রূপ অন্তরঙ্গ সাধনাও করিতে হয়। ইহা যোগীর সাধনা।

ভক্তের সাধনাতেও প্রথমে মূর্ত্তিতে লক্ষ্য স্থির করিয়া মূর্ত্তি হইতে জড়ভাব বিগলিত করিলেই অর্থাৎ মনটা মূর্ত্তি আকারে আকারিত হইয়া গেলেই ক্রমে জ্ঞানীর কর্ম্মের সহিত একরূপ কার্য্যই হইয়া যায়। যে জ্ঞান দ্বারা এই আত্মবস্তুকে জানা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

অর্জ্জুন—ভক্তের সাধনাটি আরও একটু বিস্তার করিয়া বল। কোন একজন সাধককে লক্ষ্য করিয়া বলিলে, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবে।

ভগবান্—মনে করা হউক, কোন সাধক এই মাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আসন করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছে। যেদিন সুষুপ্তি হয়, সেদিন মন সাত্ত্বিক থাকে। সাধক একবারেই বুঝিতে পারে, "আমার" কথা বলিবামাত্র তাহার মন আনন্দে মগ্ন হইয়া আমার কার্য্য করে, আমার চিন্তা করে, আমিই যে তাহার স্বরূপ, আমিই যে সকলের মধ্যে সত্তারূপে রহিয়াছি,

বুঝিতে পারে, আমাকে সর্ব্বান্তর্যামী জানিয়াও মন দেখে যে, আমার সুন্দর মূর্ত্তি সাধকের ভ্রূমধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে বিনোদ-বেশে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত কার্য্য দেখিতেছে। সাধক ভক্তিপূর্ব্বক তাহাকে মানসে পূজা করিতেছে, আহার করাইতেছে, প্রণাম করিতেছে, শেষে পদসেবা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বল দেখি, তুমিই ত আমার সর্ব্বস্ব—আমার হৃদয় ছাইয়া রহিয়াছ, আবার তুমিই জগতের সব কিরূপে? এইরূপে ভক্তিমার্গ দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়—আমিই বুঝাইয়া দিই, অন্তরে বাহিরে আমিই আছি কিরূপে। কিন্তু সকল দিন ত সাধকের এ অবস্থা হয় না? কখন কখন শয্যা হইতে উঠিয়াই, অভ্যাস মত আসন করিয়া বসিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যে তমোভাবে সে আচ্ছন্ন ছিল—সেই তমোভাব বলিয়া দিতেছে, আর একটু শুইয়া থাক না, বেশ ত আছ। সাধক নিয়ম লঙ্ঘন করিল। শয্যাত্যাগেই প্রথমে বিলম্ব করিল। তমঃ আর একটু বাড়িল। তার পর আসন করিয়া বসিল; কিন্তু কর্ম্ম করিবে কে? মন তমোভাবে এত আচ্ছন্ন যে, সাধক মনকেই ধরিতে পারিতেছে না অভ্যাসবশতঃ শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতে যাইতেছে, কিন্তু মন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, সাধক ঢুলিতেছে।—ইহার নাম লয়। আবার কখন কখন এতই বিষয়চিন্তা আসিয়া সাধককে বিব্রত করে যে, মনে হয়, একশত কলের গাড়ী তাহার মাথার উপর চলিতেছে।—ইহা বিক্ষেপ। প্রথমটি তমে ডুবিয়া থাকা, দ্বিতীয়টি রজে ডুবিয়া থাকা। এই লয়-বিক্ষেপে মন যখন মগ্ন থাকে, তখন অগ্রে মনকে খুঁজিয়া আনিতে হয়। অভ্যাসমত কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তোমার কর্ত্তব্যগুলি মনের সম্মুখে ধর—এই এই কার্য্য তোমায় করিতে হইবে—এই মাত্র সময় তোমার আছে—এরূপ ঢুলিলে চলিবে কেন? সময় সংক্ষেপ, কাজ অনেক—এই কার্য্যগুলি আলোচনা করিলেই মন সজাগ হইবে। মন সজাগ হইলে নিত্য অভ্যাসের কর্ম্ম দিয়া উহাকে আরও জাগাইয়া লও। পরে উহাকে ভ্রূমধ্যে ধারণ কর। একবারে না পার; ষট্‌চক্রে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একস্থানে ধারণা কর—ধারণার পরে ধ্যান কর, ধ্যান করিতে করিতে জাগ্রত-সমাধিতে লাগিয়া থাকিতে চেষ্টা কর; সমাধি ছাড়িয়া গেলে যখন বাহিরে আসিবে, তখন বাহিরের সর্ব্ববস্তুমধ্যে তোমারই উপাস্য যেন রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইবে। উহাকেই দর্শন বলে। কিন্তু যতক্ষণ না ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিবে—কিরূপে তোমার প্রিয়ই সর্ব্বান্তর্যামী, ততক্ষণ উহা স্থায়ী হইবে না। যেরূপ ভাবনা দ্বারা উহা উপলব্ধি হয়, তাহাকে জ্ঞানযোগ বলে। ভাবনার প্রক্রিয়া শোন এবং শুনিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর; বুঝিয়া কার্য্য কর এবং কার্য্য দ্বারা পাকা ভাবে এই অবস্থা লাভ কর:—

প্রথমেই মন কোথায় রহিয়াছে দেখ—যদি তম বা রজে ডুবিয়া থাকে, তবে তাহাকে জাগ্রত কর—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ইহা প্রবুদ্ধ করিবার বাক্য। জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি সম্মুখে ধর; কোন্ কোন্ উপায় দ্বারা লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, সেই উপায়গুলি নূতনভাবে আলোচনা করিতে করিতে সম্মুখে ধর; মন সজাগ হইল। তখন মনকে অন্তর্মুখ করিবার জন্য বিচার কর। মন ত সঙ্কল্প বিকল্প করে, কিন্তু মনের চালক কে?—বুদ্ধি—কেননা বুদ্ধি সঙ্কল্প বিকল্প দূর করিয়া একটা নিশ্চয় করিয়া দেয়। যখন বস্তুটি নিশ্চয় হইল, তখন চিত্ত অনুসন্ধান করিতে থাকে কেমন করিয়া কি হইল, কি করিয়া ইহার দাস হইলাম, কি করিয়া উপাস্য করিয়া লইলাম—

ইহাও নিশ্চয় হইলে, শেষ কথা আইসে, 'এ আমার'। ইহাও অহঙ্কার। মন বুদ্ধি চিত্ত অহ-ঙ্কারকে একটি নাম দাও, বল "ক্ষুদ্র আমি"—দেখ এই ক্ষুদ্র আমিও সত্ত্ব রজ তম গুণের দ্বারা চালিত হয়। ক্ষুদ্র আমির অঙ্গ আরও একটু বৃহৎ হইল—এই প্রকৃতিকে আমি বলিলে। তাহাও ঠিক হইল না; যখন তোমার যে অবস্থা হয় তাহা জানিতেছে কে? আমার মধ্যে যে আমার প্রকৃতিকে জানিতেছে সেই প্রকৃত আমি। এই প্রকৃত আমি—প্রকৃতিকে জানিতেছে এবং আপনাকে আপনি জানিতেছে। প্রথমে মন কি করিতেছে ভাবনা করিতেছিলে। এই ভাবনা দ্বারা 'আমি'র অস্তিত্বে আসিয়াছ—যেন আমি কি, ইহা দেখিতেছ; যেন কি একটা উপলব্ধি করিতেছ কিন্তু স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিতেছ না। এই যে বস্তুটি উপলব্ধি করিতেছ—ইনিই সমস্ত জানেন, ইনিই জ্ঞান স্বরূপ। এই "আমি" আছি বলিয়া ভাবনা আছে—মনের ভাবনা আছে বলিয়া বাহিরের জগতের অস্তিত্ব আছে। 'আমাকে আমি জানিতেছি', যখন ইহা বলা যায়, তখন প্রত্যক্ষ করিও, চৈতন্যই আপনার জ্ঞেয় অংশকে জড়ত্ব দিতেছেন। আর দ্রষ্টা অংশটি চৈতন্যের স্বরূপ হইতেছে। চৈতন্যই দ্রষ্টা, আর যাহা দৃশ্য, তাহাই জড়। তবেই দেখ, প্রত্যেক জড়ের জন্য একজন দ্রষ্টা আবশ্যক, নতুবা জড়ের অস্তিত্বই নাই। মরুভূমির বালুকাকণা, আকাশের নক্ষত্র, সমুদ্রতলের শুক্তি, পর্ব্বতের উপরিস্থিত পিপীলিকা—যেখানে যাহা থাকুক না কেন, তাহাকেই একজন দ্রষ্টা দেখিতেছেন—সর্ব্বদা দেখিতেছেন। এই সর্ব্বজীবের দ্রষ্টা এবং আমার প্রকৃতির দ্রষ্টা একই বস্তু। দ্রষ্টা একটিমাত্র—দুইটি দ্রষ্টা হয় না। সেইজন্য বলা হইতেছে—সর্ব্বজীবে নারায়ণ, ভাবরূপে—সত্তারূপে রহিয়াছেন। বুঝিতেছ?

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি, বুঝিতেছি! আবার বল, আমার প্রিয়, আমার সর্ব্বস্ব, সর্ব্ববস্তুমধ্যে কিরূপে?

ভগবান্—যখন আমাকে আমি ভাবনা করিতেছি, তখন আমার ভাবিত বস্তুই প্রকৃতি। একটু স্থূলভাবে দেখ—এই প্রকৃতি এবং বহির্জগৎকে যখন বলিতে পারিতেছি, ইহাদের স্বরূপ এই, তখন ইহাদের জ্ঞান, ইহাদের অপেক্ষা উচ্চভাব, তাহার আর সন্দেহ নাই। পশু বলিতে পারে না—আমি পশু; পশু অপেক্ষা উন্নত জীব বলিতে পারে—ইহা পশু। সেইরূপ যখন আমি বলি যে, আমাকে আমি ভাবনা করিতেছি এবং জানিতেছি এবং অন্য সমস্তও আমি জানিতেছি, তখন আমিটিই পরম আমি সন্দেহ নাই। ঠিক করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, ঐ যে বলিতেছিলাম, আমাকে আমি ভাবনা করি, আমি অন্য সমস্ত ভাবনা করি এবং জানি—এখানে ক্ষুদ্র আমি—আমি নহে, কিন্তু আমার মধ্যে পরম আমিই বা পরমাত্মাই প্রকৃতিকে ভাবনা করেন বা জানেন। দেখিতেছ, তোমার সর্ব্বস্ব সর্ব্বজীবে কিরূপে? ॥ ২০ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১ ॥

ম　　ম　　শ্র

পৃথক্ত্বেন তু ভেদেন স্থিতেষু যজ্জ্ঞানং যেন জ্ঞানেন সর্ব্বেষু

ম　　ম

ভূতেষু দেহে পৃথগ্বিধান্ সুখিত্বদুঃখিত্বাদিরূপেণ পরস্পর-বিল-

ম　　শ　　আ　　আ

ক্ষণাম্ নানাপ্রকারান্ নানাভাবান্ প্রতিদেহমন্যত্বেন ভিন্নাত্মনঃ

শ　　ম

বেত্তি বিজানাতি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাবকে পৃথগ্রূপে জানা যায়, সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিও ॥২১ ॥

অর্জ্জুন—রাজস জ্ঞান কি ?

ভগবান্—রাজস জ্ঞানে প্রতিপন্ন করে যে, বস্তুসমূহ ভিন্ন বলিয়া ভাবও একটি নহে, পৃথক্ পৃথক্। কোন জীব সুখী, কোন জীব দুঃখী, এজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেহে এক আত্মা থাকিতে পারে না। আত্মা এক হইলে, সকল জীবেই এক প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিত। এই রাজস জ্ঞানে পাঁচ প্রকার ভেদ কল্পনা করে।

(১) দেহে দেহে ভেদ।

(২) ভিন্ন ভিন্ন দেহ স্থিত ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভেদ।

(৩) আত্মার সহিত দেহের ভেদ।

(৪) ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার ভেদ।

(৫) ঈশ্বর ও দেহের ভেদ।

রজোগুণের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, চঞ্চলতাই ইহার ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম নিবৃত্তি বা ভেদশূন্যতা, রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বা ভেদ-প্রবলতা। রজোগুণে প্রকৃতি চঞ্চল। আত্মাও নানা ভাবে চঞ্চল প্রকৃতিতে অভিমান করিয়া আপনাকে ভিন্ন মনে করেন। দেহ সমস্ত ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন দেহে অভিমান করিয়া আত্মা ভিন্ন বলিয়া অভিমান করেন। অহঙ্কারেই আত্মার বিমূঢ়ত্ব প্রাপ্তি হয়। যেমন লাল, নীল, সাদা, কাল ইত্যাদি জলে এক সূর্য্যের ছায়াকে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ। এইজন্য প্রকৃতির চঞ্চলতা দূর করিতে পারিলে যখন চিত্ত শান্তভাব অবলম্বন করে, তখন একরূপ প্রকৃতিতে একই আত্মা রহিয়াছেন দেখা যায়। চিত্তের চঞ্চলতা জন্য গুণসমূহের চঞ্চলতা; সেইজন্যই

সৃষ্টির ভিন্নতা। সাম্যভাবে ভিন্নতা নাই, তখন সৃষ্টিও নাই। বৈষম্যেই সৃষ্টি। রাজস জ্ঞানেই বৈষম্য। সাত্ত্বিক জ্ঞানে অদ্বৈতদর্শন ঘটে; রাজস জ্ঞানে দ্বৈতদর্শন হয় ॥২১॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ তু জ্ঞানং বহুষু ভূতকার্য্যেষু বিদ্যমানেষু একস্মিন্ কার্য্যে বিকারে দেহে বহির্ব্বা প্রতিমাদৌ কৃৎস্নবৎ সমস্তবৎ পরিপূর্ণবৎ সর্ব্ববিষয়মিব সক্তম্ এতাবানেবাত্মেশ্বরো বা নাতঃ পরমস্তীতি অভিনিবেশযুক্তং যথা নগ্নক্ষপণকাদীনাং শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী দেহ-পরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা যথা চার্ব্বাকাণাং দেহএবাত্মেতি এবং পাষাণদার্ব্বাদিমাত্র ঈশ্বর ইত্যেকস্মিন্ কার্য্যে অভিনিবেশযুক্তং অহৈতুকং হেতুবর্জ্জিতং নির্যুক্তিকং নিষ্প্রমাণকং অতত্ত্বার্থবৎ অল্পং চ ন তত্ত্বার্থাবলম্বনম্ অতএব অল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অফলত্বাচ্চ তৎ তামসম উদাহৃতং তামসানাং হি প্রাণিনাম-বিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে ॥ ২২ ॥

যে জ্ঞান বহুর মধ্যে একটি বা বহুর কোন অংশ বিশেষকেই সম্পূর্ণ বলিয়া আবদ্ধ থাকিতে চায় অর্থাৎ যে জ্ঞানে কোন একটি কার্য্যই সমগ্র—এইরূপ অভিনিবেশ হয় [অর্থাৎ কোন একটি দেহকেই মনে হয়—এই পূর্ণ, এই আমার সর্ব্বস্ব, :কোন মূর্ত্তিবিশেষকেই মনে হয়—এই ঈশ্বর, এতদ্ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই] সেই যুক্তিশূন্য, তত্ত্বশূন্য, প্রমাণশূন্য, নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে॥ ২২ ॥

অর্জ্জুন—তামস জ্ঞান কাহাকে বলে?

ভগবান্—(১) 'একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্' একটি কার্য্যকেই পূর্ণ ভাবিয়া তাহাতে আসক্ত যে জ্ঞানে এইরূপ নিশ্চয় করে, তাহা তামস জ্ঞান। নামকরণ হইলেই একটি নির্দ্ধারিত বস্তু বুঝায়। যে জ্ঞানে বলে এই একটি নাম ভিন্ন গতি নাই—এই একটি ব্যক্তি বা মূর্ত্তিই সর্ব্বস্ব—এই ব্যক্তিই পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা—অথচ সেই ব্যক্তিটি বা মূর্ত্তিটি—একদেশে বা একস্থানে সীমাবদ্ধ—যে জ্ঞানে বলে ইনিই সর্ব্বান্তর্যামী নহেন, যে জ্ঞানে কখন অনুভব হয় না, যে একমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী আমারই নাম কালী, কৃষ্ণ, রাম, শিব, ঈশ্বরের বা দেবতার যত নাম বা মূর্ত্তি আছে সমস্তই আমার নাম বা মূর্ত্তি, এমন কি প্রকৃতির যত কিছু বস্তু আছে—সু, কু, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, স্বাধীন, পরাধীন, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা সমস্তই যে আমি—যে জ্ঞানে এইরূপ ধারণা না হয়, তাহাই তামস জ্ঞান। এই তামস জ্ঞানের কোন যুক্তি নাই, নিতান্ত ক্ষুদ্র, একবারে তত্ত্বশূন্য॥ ২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

শ　শ　শ্রী　ম
অফলপ্রেপ্সুনা ফলং প্রেপ্সতি প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ

শ　ম
ফলতৃষ্ণঃ। তদ্‌বিপরীতেন অফলপ্রেপ্সুনা ফলাভিলাষরহিতেন

ম　শ　শ্রী　শ্রী　শ
কর্ত্রা নিয়তং নিত্যং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতম্ আসক্তিবর্জ্জিতং

ম
সঙ্গঃ অহমেব মহাযাজ্ঞিক ইত্যাদ্যভিমানরূপোঽহঙ্কারাপরপর্য্যায়ো

ম ম
রাজসো গর্ব্ববিশেষস্তেন শূন্যম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ রাগো রাজ-

সম্মানাদিকমনেন লপ্স্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ দ্বেষঃ শত্রুমনেন পরাজেষ্য

ম শ শ
ইত্যভিপ্রায়ঃ রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষপ্রযুক্তেন চ ন কৃতং যৎ কর্ম্ম

ম
যাগদানহোমাদি তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

নিত্য, অহং অভিমান শূন্য, রাগ দ্বেষ বিনা অনুষ্ঠিত, ফলতৃষ্ণা-বিবর্জ্জিত যে কর্ম্ম, তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—এখন কর্ম্মের ভেদ বলিবে ত ? আচ্ছা, সাত্ত্বিক কর্ম্ম কি ?

ভগবান্—সাত্ত্বিক কর্ম্মের গুণ শ্রবণ কর।

(১) নিয়ত কর্ম্ম—ইহাই নিত্য কর্ম্ম তজ্জন্য বিহিতকর্ম্ম—এই কর্ম্ম সর্ব্বদা হইতেছে। প্রাণায়াম-গায়ত্রী মন্ত্রে সোঽহম্ অজপা।

(২) সঙ্গরহিত কর্ম্ম -'আমি করিয়া থাকি' এরূপ অহঙ্কার সাত্ত্বিক কর্ম্মে থাকে না।

(৩) রাগদ্বেষ ইহারপ্ররোচক নহে—ইন্দ্রিয়াদি বহিঃশত্রু দমন বা রাজসম্মান লাভ জন্য ইহা কৃত হয় না—অনুরাগপ্রযুক্ত বা দ্বেষপ্রযুক্ত এ কর্ম্ম কৃত হয় না।

(৪) সাত্ত্বিক কর্ম্মে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না ॥ ২৩ ॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

ম শ্রী শ্রী
যত্তু কাম্যং কর্ম্ম কামেপ্সুনা কর্ম্মফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ

ম ম শ্রী
বা প্রাগুক্তসঙ্গাত্মক-গর্ব্বযুক্তেন চ মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽ-

শ্রী শ্রী
স্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ পুনঃ বহুলায়াসম্ অতি ক্লেশযুক্তং

শ শ
ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম রাজসম্ উদাহৃতম্। পুনঃশব্দঃ পাদপূর-
শ
ণার্থঃ ॥ ২৪ ॥

যে কর্ম্ম কিন্তু ফল প্রাপ্তি কামনায় এবং অহঙ্কার পূর্ব্বক বহু আয়াসে কৃত হয় তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—রাজস কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

ভগবান্—রাজস কর্ম্মের গতি লক্ষ্য কর।

(১) ফল পাইব এই ইচ্ছায় ইহা কৃত হয়—শরীর ভাল থাকিবে, সুখে থাকিব, দীর্ঘ জীবন হইবে ইত্যাদি।

(২) আমি করিতেছি—আজ এত করিলাম—এই গর্ব্ব ইহাতে থাকে।

(৩) বহু পরিশ্রম যে কর্ম্মে লাগে—অতিক্লেশযুক্ত কর্ম্ম ॥ ২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

রা রা
অনুবন্ধং কৃতে কর্ম্মণি অনুবধ্যমানং দুঃখম্ অনুবন্ধঃ তং
ম শ
পশ্চাদ্ভাব্যশুভং ক্ষয়ং যস্মিন্ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়োঽর্থক্ষয়ো বা
ম শ
স্যাৎ তং হিংসাং প্রাণিপীড়াং পৌরুষং পুরুষকারং শক্নোমীদং কর্ম্ম
ম
সমাপয়িতুমিত্যেবমাত্মসামর্থ্যং চ অনপেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য মোহাৎ
ম ম
কেবলাবিবেকাৎ আরভ্যতে যৎ কর্ম্ম যথা দুর্য্যোধনেন যুদ্ধং তৎ
শ নী
তামসং তমোনির্ব্বৃত্তং উচ্যতে উদাহৃতম্ ॥ ২৫ ॥

ভাবী অশুভ, শক্তিক্ষয়, হিংসাদি প্রাণিপীড়া, আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অবিচারবশতঃ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে তামস কর্ম্ম বলে ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—আর তামস কর্ম্ম কি?

ভগবান্—তামস কর্ম্মের দোষ শোন।

(১) অনুবন্ধন ইহাতে থাকে—পশ্চাতে বন্ধনে পড়িতে হয়, রাজদূত বা যমদূতের বন্ধনই বল, বা দুঃখের বন্ধনই বল, বা অশুভের বন্ধনই বল।

(২) ক্ষয় হয়—শক্তি ক্ষয় হয়, অর্থাদিও ক্ষয় হয়।

(৩) হিংসা হয়—প্রাণীর পীড়াদায়ক হয়।

(৪) আত্মসামর্থ্য পর্য্যালোচনা থাকে না—আমার ইহাতে সামর্থ্য আছে কি না, এইরূপ আলোচনা থাকে না।

(৫) এই কর্ম্মে কোন প্রকার বিচার থাকে না ॥২৫॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

মুক্তসঙ্গঃ মুক্তঃ (শ) পরিত্যক্তঃ সঙ্গঃ ফলাভিসন্ধিঃ (ম) যেন স ত্যক্ত- (শং) ফলাভিসন্ধিঃ (ম) অনহংবাদী (ম) কর্ত্তাহমিতি বদনশীলো ন ভবতি স্বগুণ-শ্লাঘাবিহীনঃ (ম) গর্ব্বোক্তিরহিতঃ (শ্রী) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ বিঘ্নাদ্যুপ (ম) স্থিতাবপি প্রারব্ধাপরিত্যাগহেতুরন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষো ধৈর্য্যম্ (ম) উৎসাহঃ। ইদমহং করিষ্যাম্যেবেতি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ধৃতিহেতু-ভূতা তাভ্যাং সংযুক্তঃ (ম) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ (ম) কর্ম্মণঃ ক্রিয়মানস্য

ফলস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ হর্ষশোকাভ্যাং যো বিকারো বদনবিকাস-

ম　শ　শ　শ

ম্লানত্বাদি স্তেন রহিতঃ এবংভূতঃ কর্ত্তা যঃ স সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

যে কর্ত্তা ফলকামনাবর্জ্জিত, অহং কর্ত্তা এই অভিমানশূন্য, ধৈর্য্য ও উদ্যমযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার-চিত্ত, তিনিই সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন—ত্রিবিধ কর্ম্মের কথা বলিয়াছ—এক্ষণে ত্রিবিধ কর্ত্তার কথা বল।

ভগবান্—সাত্ত্বিক কর্ত্তার গুণ শ্রবণ কর।

(১) মুক্তসঙ্গ—কর্ম্ম করেন অথচ কোন ফলকামনা জন্য নহে, শুধু আমি বলিয়াছি বলিয়া মৎপ্রীত্যর্থ কর্ম্ম করেন।

(২) অনহংবাদী—আমি ইহা করিলাম, একথা কখন তাঁহার মুখে বা মনেও আইসে না।

(৩) ধৃতিযুক্ত ও উৎসাহযুক্ত—সর্ব্বদা ধৈর্য্যযুক্ত, বিঘ্নের উপস্থিতিতেও আরব্ধ কার্য্য কখন ত্যাগ করেন না। 'ইহা করিবই' এই উৎসাহে সর্ব্বদা হৃদয় পূর্ণ।

(৪) সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমভাব—কার্য্য সিদ্ধিতেও মুখ প্রফুল্ল হয় না, কার্য্যহানিতেও মুখ ম্লান হয় না ॥২৬॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

ম　ম　ম

রাগী কামাদ্যাকুলচিত্তঃ অতএব কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলার্থী

ম　ম　ম

লুব্ধঃ পরদ্রব্যাভিলাষী ধর্ম্মার্থং স্বদ্রব্যত্যাগাসমর্থশ্চ হিংসাত্মকঃ

ম

স্বাভিপ্রায়প্রকটনেন পরবৃত্তিচ্ছেদনং হিংসা তদাত্মকস্তৎ-

ম　শ　শ

স্বভাবঃ পরপীড়াস্বভাবঃ অশুচিঃ বাহ্যান্তঃশৌচবর্জ্জিতঃ

হর্ষশোকান্বিতঃ ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষঃ। অনিষ্টপ্রাপ্তাবিষ্টবিয়োগে চ শোকঃ। তাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যাং অন্বিতঃ সংযুক্তঃ। যঃ কর্ত্তা স রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাভিলাষী, লুব্ধচিত্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি এবং হর্ষশোক-যুক্ত কর্ত্তা—রাজস বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ২৭॥

অর্জ্জুন—রাজস কর্ত্তার লক্ষণ কি ?

ভগবান্—রাজস কর্ত্তার দোষ :—

(১) রাগী—পুত্রকলত্রাদিতে অনুরক্ত এবং বিষয়ভোগে ইচ্ছা আছে।

(২) কর্ম্ম করেন—ফলপ্রাপ্তির জন্য।

(৩) লোভী—পরদ্রব্যে অভিলাষ করেন এবং ধর্ম্মার্থ স্বদ্রব্যত্যাগে অসমর্থ।

(৪) হিংসাত্মক—পরবৃত্তি উচ্ছেদ এবং পরপীড়াই যাহার স্বভাব।

(৫) কখন হর্ষ কখন শোকগ্রস্ত—ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষ, অনিষ্টপ্রাপ্তি বা ইষ্টবিয়োগে শোক, তাহা দ্বারা যুক্ত ॥২৭॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ। *
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অযুক্তঃ অসমাহিতঃ সর্ব্বদা বিষয়াপহৃতচিত্তত্বেন কর্ত্তব্যেষ্বনবহিতঃ প্রাকৃতঃ শাস্ত্রাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ। বালসমঃ অনধিগতবিদ্যঃ স্তব্ধঃ গুরুদেবতাদিষ্বপ্যনম্রঃ দণ্ডবন্ননমতি কস্মৈচিৎ। শঠঃ মায়াবী শক্তিগূহনকারী। পরবঞ্চনার্থমন্যথা জানন্নপ্যন্যথাবাদী।

---

* নৈকৃতিকঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ ম
নৈষ্কৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ স্বস্মিন্নুপকারিত্বভ্রমমুৎপাদ্য পর-

ম ম শ
বৃত্তিচ্ছেদনেন স্বার্থপরঃ অলসঃ অবশ্যকর্ত্তব্যেষ্বপ্যপ্রবৃত্তিশীলঃ

শ শ
বিষাদী সর্ব্বদাঽবসন্নস্বভাবঃ দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ

সর্ব্বদামন্দস্বভাবঃ। যদদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন করোতি।

ম ম
নিরন্তরশঙ্কাসহস্রকবলিতান্তঃকরণত্বেনাতিমন্থরপ্রবৃত্তির্যদদ্য কর্ত্তব্যং

ম শ শ
তন্মাসেনাপি করোতি নবেত্যেবংশীলশ্চ। যশ্চৈবম্ভূতঃ স কর্ত্তা

তামস উচ্যতে ॥ ২৮॥

যে ব্যক্তি অসাবধান, প্রাকৃত, অনম্র, শঠ, স্বার্থপরায়ণ, অলস, সর্ব্বদা অবসন্ন-স্বভাব, দীর্ঘসূত্রী এই প্রকার কর্ত্তাকে তামস কর্ত্তা বলে ॥ ২৮॥

অর্জ্জুন—তামস কর্ত্তার দোষ কি?

ভগবান্— তামস কর্ত্তার দোষসমূহ এই—

(১) অযুক্ত—বিষয়কার্য্য জন্য প্রধান কর্ত্তব্যে যুক্ত নহে।

(২) প্রাকৃত—প্রকৃতি অর্থ আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার—যখন যাহা মনে আইসে,তাহাই করে—শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচার-পরায়ণ।

(৩) স্তব্ধ—গুরু-দেবতাদিতেও নম্র নহে—কাহাকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করে না; অন্তঃসারহীন।

(৪) শঠ—প্রবঞ্চক,মনের ভাব গোপন করিয়া পরকে বঞ্চনা করিবার জন্য অন্যরূপ বলে।

(৫) নৈষ্কৃতিক—উপকার করিতেছি এই ভ্রম জন্মাইয়া পরের বৃত্তি উচ্ছেদ করে।

(৬) অলস—অবশ্য-কর্ত্তব্যেও অপ্রবৃত্ত।

(৭) বিষাদী—সদাই অসন্তুষ্ট সর্ব্বদা অবসন্ন-স্বভাব, শোকশীল।

(৮) দীর্ঘসূত্রী—করিব করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখে—আজ যাহা করা উচিত, তাহা এক মাসেও করে কি না—এইরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট ॥২৮॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়! ॥ ২৯ ॥

শ
হে ধনঞ্জয়! দিগ্বিজয়ে মানুষং দৈবং চ প্রভূতং ধনং

শ হ
জিতবান্ তেনাসৌ ধনঞ্জয়োঽর্জ্জুনঃ। বুদ্ধেঃ জ্ঞানস্য যদ্বা

রা রা
বুদ্ধির্বিবেকপূর্ব্বকনিশ্চয়রূপং জ্ঞানং ধৃতিরারব্ধায়াঃ মোক্ষ-

সাধনভূতায়াঃ ক্রিয়ায়াঃ বিঘ্নোপনিপাতেঽপি ধারণসামর্থ্যং তয়োঃ

ম রা
ধৃতেশ্চ ধৈর্য্যস্য চ সত্ত্বাদি গুণতঃ ত্রিবিধং পৃথক্ত্বেন হেয়ো-

ম ম শ
পাদেয়বিবেকেন অশেষেণ নিরবশেষং প্রোচ্যমানং কথ্যমানং

ম
ভেদং শৃণু শ্রোতুং সাবধানো ভব॥ ২৯॥

হে ধনঞ্জয়! গুণ ভেদে বুদ্ধি ও ধৃতি ত্রিবিধ। বিশেষরূপে পৃথক্‌রূপে এই ভেদ বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ২৯॥

অর্জ্জুন—বুদ্ধি ও ধৃতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছ—ইহাদেরও কি ত্রিবিধ ভেদ আছে?

ভগবান্—আছে। বিবেক পূর্ব্বক নিশ্চয় জ্ঞানের নাম বুদ্ধি। আরব্ধ মোক্ষসাধনভূত কর্ম্মের বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহার বিধারণ সামর্থ্যের নাম ধৃতি। বুদ্ধি=জ্ঞান আর ধৃতি=ধৈর্য্য। সাত্ত্বিকাদিভেদে ইহারা ত্রিবিধ।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী॥৩০॥

শ শ
হে পার্থ! প্রবৃত্তিং চ কর্ম্মমার্গং নিবৃত্তিং চ সন্ন্যাসমার্গং

শ ম
কার্য্যাকার্য্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে কার্য্যং প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম্মণাং

ম
করণম্। অকার্য্যং নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মণামকরণং চ ভয়াভয়ে

ম
ভয়ং প্রবৃত্তিমার্গে গর্ভবাসাদিদুঃখং অভয়ং নিবৃত্তিমার্গে

ম ম ম
তদভাবং বন্ধং প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃতং কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানং

মোক্ষঞ্চ নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃতমজ্ঞানতৎকার্য্যাভাবং চ যা

শ ম
বেত্তি বিজানাতি করণে কর্ত্তৃত্বোপচারাৎ যয়া বেত্তি কর্ত্তা বুদ্ধিঃ

ম শ্রী
সা প্রমাণজনিতবিনিশ্চয়বতী সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি

শ্রী
বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০ ॥

হে পার্থ! প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয় এবং বন্ধ মোক্ষ, যে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

অর্জ্জুন—এখন বল, সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কাহাকে বলে!

ভগবান্—যে বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়—প্রবৃত্তিমার্গ কি, নিবৃত্তিমার্গ কি, কিরূপে প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্মকে কার্য্য আর নিবৃত্তিমার্গের কর্ম্মকে অকার্য্য বলে, কিরূপে প্রবৃত্তিমার্গে পুনরায় জন্মমরণগর্ভবাসাদি দুঃখ জন্য ভয় উপস্থিত হয়, কিরূপে নিবৃত্তিমার্গে ঐরূপ দুঃখ নিবৃত্তিতে অভয় হয়, কিরূপে প্রবৃত্তি মার্গে সকাম কার্য্যে বন্ধন হয় এবং নিবৃত্তি মার্গে অজ্ঞান নাশে মোক্ষ হয়—যে বুদ্ধি দ্বারা এই নিশ্চয় হয় তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। প্রবৃত্তি মার্গই বন্ধনের হেতু কর্ম্ম মার্গ; নিবৃত্তি মার্গই মোক্ষের হেতু সন্ন্যাস মার্গ। যে বুদ্ধি দ্বারা এই সব নিশ্চয় হয় তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩১ ॥

ম শ ম
হে পার্থ! যয়া বুদ্ধ্যা ধর্ম্মং বিহিতং শাস্ত্রবিহিতং অধর্ম্মং

শ শ
প্রতিষিদ্ধং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যং চ অকার্য্যং চ অযথাবৎ এব

ন
প্রজানাতি যথাবন্নজানাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম যথার্থরূপে জ্ঞাত না হওয়া যায় তাহাকে রাজসী বুদ্ধি বলে ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন—রাজসী বুদ্ধি কি?

ভগবান্—রাজসী বুদ্ধি যাহাদের আছে তাহারা স্পষ্টরূপে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারেনা। ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম বিষয়ে তাহারা যে মীমাংসা করে তাহা সংশয়াত্মক জানিও।

অর্জ্জুন—ধর্ম্ম কি? অধর্ম্ম কি? কর্ম্ম কি? অকর্ম্ম কি?

ভগবান্—শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমের কার্য্যই ধর্ম্ম আর শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মের নাম অধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল দেখা যায় না কিন্তু কার্য্য ও অকার্য্যের ফল দেখা যায়। কিন্তু রাজসী বুদ্ধি এ সব বিষয় ঠিক করিয়া দেখিতে পায় না ॥ ৩১॥

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী ॥ ৩২ ॥

ম
হে পার্থ! তমসাবৃতা তমসা বিশেষদর্শনবিরোধিনা দোষেণা-

মা ম শ শ শ শ
বৃতা যা বুদ্ধিঃ অধর্ম্মং প্রতিষিদ্ধং ধর্ম্মং বিহিতং ইতি মন্যতে জানাতি

শ　　　　শ　　　　শ　ম
সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বানেব জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতান্ চ এব মন্যতে সা

ম
বিপর্য্যয়বতী বুদ্ধিঃ তামসী ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানাবৃত হইয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্ম মনে করে, সমুদায় জ্ঞেয় বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, সেই বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২॥

অর্জ্জুন—আর তামসী বুদ্ধি কাহাকে বলে?

ভগবান্—তমগুণ, স্বরূপ দর্শনের বিরোধী। তমোগুণ যখন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম,অনাবশ্যক এতদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না এই ভ্রম জন্মে, উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারেনা মনে হয়, জ্ঞান নিপ্রয়োজন মনে হয়—আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান অনাবশ্যক, আর যাহা নাই সেই সংসার জ্ঞানই সমস্ত, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধিই তামসী ॥৩২॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

শ্রী　　　　শ
হে পার্থ! যোগেন চিত্তৈকাগ্রেণ হেতুনা সমাধিনা

শ্রী　　　　শ　　　　শ
অব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা নিত্যসমাধ্যনুগতয়েত্যর্থঃ

ম　　　　ম
যয়া ধৃত্যা প্রযত্নেন মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ মনসঃ প্রাণস্যে-

ম　　　　ম
ন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়াশ্চেষ্টাঃ ধারয়তে উচ্ছাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তের্ধারয়তি

ম
যস্যাং সত্যামবশ্যং সমাধির্ভবতি, যয়া চ ধার্যমাণা মন আদিক্রিয়াঃ

ম
শাস্ত্রমতিক্রম্য নার্থান্তরমবগাহন্তে সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল নিয়মিত হয় তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন—এখন কি বলিবে?

ভগবান্—ধৃতি বা ধারণার কথা বলিব। যে ধৃতি দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মার্গে বিচরণ করিতে পারে না কেবল বৈধ বিষয়েই বিচরণ করে তাহাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে ॥৩৩ ॥

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন!।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩৪॥

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! প্রসঙ্গেন কর্ত্তৃত্বাভ্যভিনিবেশেন ফলাকাঙ্ক্ষী সন্ যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ ধর্ম্মশ্চ কামাশ্চার্থশ্চ তে ধর্ম্মকামার্থাঃ। তান্ ধারয়তে নিত্যং কর্ত্তব্যতয়াঽবধারয়তি নতু মোক্ষং কদাচিদপি সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

হে পার্থ! আমি কর্ত্তা এই অভিমানে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ধারণা করে হে অর্জ্জুন! সেই ধৃতি রাজসী ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন—রাজসী ধৃতি কি?

ভগবান্—রাজসী ধৃতি চতুর্ব্বর্গের মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের জন্য মানুষকে প্রবৃত্ত করে, মোক্ষের দিকে প্রবৃত্ত করে না, ইহাতে সাধক ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ! তামসী* ॥ ৩৫ ॥

* তামসী মতেতি বা পাঠঃ।

শ শ ন
হে পার্থ! দুর্ম্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষঃ স্বপ্নং নিদ্রাং

ম ম শ ম
ভয়ং ত্রাসং শোকং ইষ্টবিয়োগনিমিত্তং সন্তাপং বিষাদং ইন্দ্রিয়া-

শ শ শ ম ম
বসাদং বিষণ্ণতাং মদং বিষয়সেবাং অশাস্ত্রীয় বিষয়সেবোন্মুখত্বং

শ্রী শ ম
চ যয়া ধৃত্যা ন বিমুঞ্চতি এব ধারয়ত্যেব সদৈব কর্ত্তব্যতয়া

ম
মন্যতে সা ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫ ॥

হে পার্থ! দুর্ব্বুদ্ধি মানব যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও বিষয়-মত্ততা ত্যাগ করে না সেই ধৃতিকে তামসী ধৃতি বলে ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন—তামসী ধৃতি কাহাকে বল?

ভগবান্—যে ধারণা নিদ্রা, ভয়, ইষ্টবস্তু-বিয়োগ-জনিত সন্তাপ, ইন্দ্রিয়ের অবসাদ রূপ বিষাদ, বিষয়-সেবা ইত্যাদি ত্যাগ করিতে দেয় না তাহার নাম তামসী ধৃতি॥

অর্জ্জুন—কিরূপ ধারণা থাকায় মানুষ নিদ্রা ভয় ইত্যাদি ত্যাগ করিতে চায় না?

ভগবান্—তামসিক লোকে মনে করে নিদ্রা না গেলে অথবা নিদ্রা কম করিলে মরিয়া যাইব এজন্য নিদ্রা ত্যাগ করিতে চায় না।

অর্জ্জুন—নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কি মানুষ সুস্থ থাকে?

ভগবান্—তুমি তাহার প্রমাণ। তুমি জিতনিদ্র। বিশেষ যাহারা সমাধিস্থ তাহারা সর্ব্বদা জাগরিত। আত্মার নিদ্রা নাই। যে যত আত্মস্থ তাহার নিদ্রা তত কম। পূর্ণ মাত্রায় আত্মস্থ ব্যক্তির নিদ্রা নাই। এইরূপে তামসিক লোকে ভয় ত্যাগ করে না কিন্তু যতদিন না সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হইতে পার তত দিন জন্ম মরণ ব্যাপার চলিবেই। যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহাদের কোন ভয় নাই। এইরূপে দেখিবে যে তামসিক বৃত্তিযুক্ত লোকে সন্তাপও ত্যাগ করিতে পারে না, বিষাদ, বিষয় সেবা ইত্যাদি কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। সৎসঙ্গ করিতে করিতে ইহা ছুটিয়া যায়।

অর্জ্জুন—অব্যভিচারী যোগ বা নিত্য সমাধি দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা নিরোধ করা যায় বা কোন এক পদার্থে ধারণ করা যায়। আত্মসংস্থ সমাধি যাঁহারা

লাভ করেন তাঁহারাই ভয়, শোক, রোগ, নিদ্রা ইত্যাদি ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোক ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য কি কোন উপায় করিতে পারে?

ভগবান্—পারে। ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিতে পারিলে কতক কতক উপকার হয়। লোকে মনে করে সে মরিবে সেই জন্যই সে মরে। সে যদি পুনঃ পুনঃ এই ইচ্ছাশক্তি প্রবল করে যে আমি কেন ইচ্ছা করিতেছি যে আমি মরিব, কেন ইচ্ছা করিতেছি যে দন্ত মূল আমায় কষ্ট দিতেছে, যদি সর্ব্বদা ইচ্ছা করি যে নিদ্রাত আমার ইচ্ছাজনিত—কারণ আমি আত্মা, দেহের কোন কিছু আমার নহে—সর্ব্বদা আত্মাকে আত্মার ইচ্ছাময়ত্ব স্মরণ করাইতে করাইতে আত্মার শক্তিগুলি জাগ্রত হইতে পারে। আত্মার ইচ্ছা নাই ইহাই পূর্ণ সত্য কথা। কিন্তু আত্মা যখন মায়াকে অঙ্গীকার করেন তখন তিনি ইচ্ছাময়, তিনি সত্যসঙ্কল্প। আত্মা অবিদ্যার বশে আসিয়া নিজের সত্য সঙ্কল্পত্ব হারাইয়াছেন। এইরূপ হারাইবার কারণ আত্মার অবিশ্বাস, আত্মার সন্দেহ। সত্যই কি আমার মৃত্যু নাই, সত্যই কি আমার রোগ নাই এইগুলি জ্ঞানের অভাবে সন্দেহ মাত্র। আত্মার বিশ্বাস যখন আত্মাতে ফিরিয়া আইসে, যখন তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন তাঁহার মৃত্যু নাই, রোগ নাই, যাতনা নাই; সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে আত্মার ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিতে পারিলে আত্মা এই জড় শরীরের উপর, এমন কি প্রতি বস্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন। আকাশের পক্ষী তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহার হস্তে আসিয়া বসিবে, গাছের গোলাপ তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহার নাসিকার নিকটে আসিবে, ইত্যাদি। এইরূপ অভ্যাসের আংশিক ফল লাভ হয় সত্য কিন্তু বাহিরের তিন প্রকার সমাধি ও অন্তরের ত্রিবিধ সমাধির অভ্যাস দ্বারা নিঃসঙ্গ আত্মা আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করিলে আত্মা পূর্ণভাবে আপনি, আপন ভাবে স্থিত হয়েন। যাঁহারা আত্মাকে ইচ্ছাময় দেখেন তাঁহাদের মুক্তি ক্রমমুক্তি। যাঁহারা ইঁহাকে অকর্ত্তা নিঃসঙ্গ অনুভব করেন তাঁহাদের সদ্যোমুক্তি হয়॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চনিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

হে ভরতর্ষভ! ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে মম বচনাৎ শৃণু (শ) মনঃ স্থিরীকুরু (ম)। যত্র যস্মিন্ সুখানুভবে সমাধিসুখে অভ্যাসাৎ অতি পরিচয়াদাবৃত্তে রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে পরিতৃপ্তোভবতি

ম　　　　　　　　　　　　　　　　　　শ্রী
নতু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি দুঃখান্তঞ্চ

ন　　　　　　　শ　　　　শ　　　　ম
দুঃখাবসানং দুঃখোপশমঞ্চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি। নতু

ম
বিষয়সুখ ইবান্তে মহদ্দুঃখম্॥ ৩৬॥

হে ভরতর্ষভ! পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বশতঃ যাহাতে আসক্তি জন্মে এবং যাহা দুঃখসমূহকে অবসান করে আমি এক্ষণে সেই সুখের ত্রিবিধ ভেদ কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩৬॥

অর্জ্জুন—যজ্ঞ, দান, তপ, এই তিন কর্ম্ম। যাঁহারা কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করেন তাঁহারা সন্ন্যাসী, যাঁহারা সতত কর্ম্ম ফল ত্যাগ করেন তাঁহারা ত্যাগী। কিন্তু কর্ম্মে কখন মোক্ষ নাই, এজন্য কর্ম্ম সমুদায় ত্যাগ করিতেই হইবে। তবে যতদিন দেহাত্মাভিমান ত্যাগ না হয় ততদিন সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগ হয় না তজ্জন্য অজ্ঞ অধিকারী প্রথমে কর্ম্মের ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিবে—ইহারাই ত্যাগী। সন্ন্যাসী সর্ব্বশেষ অবস্থা। সন্ন্যাসী না হইতে পারিলে কখন মুক্তি নাই। কর্ম্ম ও অজ্ঞান এক কথা। যতদিন কর্ম্ম ততদিন অজ্ঞান। অজ্ঞান দূর না হইলে জ্ঞানের উদয় হইবে না। মন্দ অধিকারী কর্ম্মফল ত্যাগ অভ্যাস করিয়া পরে কর্ম্মত্যাগে অধিকারী হয়। কিন্তু তুমি পূর্ব্বে ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বলিয়াছ। পরে সমস্ত কর্ম্মের কারণ যে পাঁচটি ইহাও দেখাইয়াছ। তৎপরে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার হেতু তিনটির কথা উল্লেখ করিয়াছ। তন্মধ্যে জ্ঞান একটি হেতু। এই জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ দেখাইয়াছ। পরে কর্ম্মের ত্রিবিধ ভেদ, কর্ত্তার ত্রিবিধ ভেদ, বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধ ভেদ দেখাইয়াছ।

গুণভেদে ক্রিয়া ও কারকের ত্রিবিধ ভেদ বলিয়াছ। এক্ষণে উহাদের ফল যে সুখ তাহার ভেদ কি বল?

ভগবান্—সুখের ত্রিবিধ ভেদ বলিতেছি কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিও কোন্ প্রকার সুখ গ্রাহ্য এবং কিরূপ সুখ অগ্রাহ্য?

অর্জ্জুন—কিরূপ সুখ প্রাপ্তি জন্য মনুষ্য চেষ্টা করিবে? কোন্ প্রকার সুখ গ্রাহ্য?

ভগবান্—দেখ বিষয় সুখ সহসা তৃপ্তি জন্মায় এজন্য বিষয়সুখ অগ্রাহ্য; কারণ সহসা যাহাতে সুখ হয় তাহা অন্তে দুঃখ প্রদান করিবেই। এজন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে যাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হইতে থাকে এবং যে সুখ ভোগের পরে আর দুঃখ নাই সেই সুখই গ্রাহ্য। যম নিয়মাদি অভ্যাসের পর ধীরে ধীরে সমাধি সুখ আসিতে থাকে। এ সুখ বিষয়সুখের মত সহসা উৎপন্ন হয় না এবং শেষেও কোন দুঃখ প্রদান করে না॥৩৬॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

যত্তৎ সুখং অগ্রে পূর্ব্বং প্রথমসন্নিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্য-ধ্যানসমাধ্যারম্ভেঽত্যন্তায়াসপূর্ব্বকত্বাৎ বিষং ইব দুঃখাত্মকং ভবতি মনঃসংযমাধীনত্বাৎ দুঃখাবহমিব ভবতি পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি পরিপাকে তু অমৃতোপমম্ প্রীত্যতিশয়াস্পদং ভবতি আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজং আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ আত্মবুদ্ধি স্তস্যাঃ প্রসাদো নিদ্রালস্যাদি-রাহিত্যেন স্বচ্ছতয়াঽবস্থানং ততোজাতং ন তু রাজসমিব বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ন বা তামসমিব নিদ্রালস্যাদিজং তৎসুখং ঈদৃশং যদনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্ত্যাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং সমাধিসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ অপর আহ অভ্যাসাদাবৃত্তের্যত্র রমতে প্রীয়তে যত্র চ দুঃখাবসানং প্রাপ্নোতি তৎসুখং তচ্চ ত্রিবিধং গুণভেদেন শৃণ্বিতি তৎপদাধ্যাহারেণ পূর্ণস্য শ্লোকস্যান্বয়ঃ যত্তদগ্র ইত্যাদি শ্লোকে, নতু সাত্ত্বিকসুখলক্ষণমিতি ভাষ্য-কারাভিপ্রায়োঽপ্যেবম্ ॥ ৩৭ ॥

যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায়, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, যে সুখ আত্ম-সম্বন্ধীয় যে বিচারবুদ্ধি, তাহার নির্ম্মলতা হইতে জাত, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ ॥৩৭॥

অর্জ্জুন—সাত্ত্বিক সুখ কি, তাহাই বলিবেন না কি?

ভগবান্—নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, শরীরে কোন ক্লেশ অনুভব হইতেছে না, এমন কি, আসনজয় একরূপ হইয়াছে, যাহাতে একভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে নিজের দেহেরও বিস্মৃতি ঘটিতেছে, মনেও কোন প্রকার চিন্তা নাই, এরূপ অবস্থায় আত্মবিচার হেতু চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিয়াছে—এই আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্য যে সুখ, তাহার নাম সাত্ত্বিক সুখ। এই সুখপ্রাপ্তি জন্য প্রথমে যে সাধনা করিতে হয়, তাহা বড়ই ক্লেশকর, তাহা প্রথমে বিষের ন্যায় বোধ হয়। প্রবৃত্তির স্বাভাবিক গতি রোধ করিতে হয় বলিয়াই ক্লেশ। কিন্তু পরিণামে ইহা অমৃততুল্য। নিদ্রা আলস্য ইত্যাদি-জনিত যে সুখ, তাহা তামসিক; ইহাতেও অনেক সময়ে শরীরের বিস্মৃতি ঘটে; কিন্তু ইহাতে আত্মার প্রসন্নতা হয় না; বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগে যে সুখ, তাহা রাজসিক; কিন্তু বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলনে যে সুখ, তাহার নাম সাত্ত্বিক সুখ। এই সুখভোগ কালে শরীর নিশ্চল, মন চিন্তাশূন্য এবং চিত্ত আত্মবিচারজনিত আনন্দপ্রবাহে মগ্ন এবং আত্মদর্শনে বিভোর থাকে। ইহাই সমাধি-সুখ। বহুদিন অভ্যাস করিতে করিতে এই সুখ আইসে, বিষয়সুখের মত সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভোগ হয় না ॥ ৩৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

ম
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ বিষয়াণাম্ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাজ্জাতং

ম ম
ন তু আত্মবুদ্ধিপ্রসাদাৎ যত্তৎ যদতিপ্রসিদ্ধং স্রক্‌চন্দনবনিতা-

ম ম ম
সঙ্গাদিসুখম্ অগ্রে প্রথমারম্ভে মনঃসংযমাদিক্লেশাভাবাৎ অমৃতোপমম্

শ্রী শ্রী
অমৃতম্ উপমা যস্য তাদৃশং ভবতি পরিণামে বিষমিব

শ শ শ্রী
বল-বীর্য্য-রূপ-প্রজ্ঞা-মেধা-ধন-উৎসাহ-হানি-হেতুত্বাৎ ইহামুত্র চ দুঃখ-

হেতুত্বাৎ তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যোগে যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য, সেই সুখ রাজস নামে কথিত ॥ ৩৮ ॥

অর্জ্জুন—রাজস সুখ কি ?

ভগবান—চক্ষু রূপ দেখিল, কর্ণ সুস্বর শুনিল, নাসিকা সুগন্ধ আঘ্রাণ করিল, জিহ্বা সুমিষ্ট আস্বাদন করিল, ত্বক্ সুকোমল কিছু স্পর্শ করিল—ইহাতে যে সুখ জন্মে, তাহা অনুভব-কালে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়, যেন অমৃত। ইহাতে ইন্দ্রিয়সংযমরূপ কোন ক্লেশ নাই। স্রক্-চন্দন-বনিতাদি-ভোগে এই সুখ জন্মে। কিন্তু এই সুখভোগ হইয়া গেলে বড়ই বিষবৎ বোধ হয়। স্ত্রীসম্ভোগাদিতে বলবীর্য্য প্রজ্ঞা মেধা ধন উৎসাহ ইত্যাদির হানি হয় এবং পর জন্মে নরকাদি ভোগ হয়। এই প্রকার বৈষয়িক সুখকে রাজস সুখ বলে ॥ ৩৮ ॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রী
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যার্থাব-

শ্রী রা
ধারণরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি নিদ্রালস্যপ্রমাদজনিতং

ম শ
যৎ সুখং অগ্রে চ প্রথমারম্ভে চ অনুবন্ধেচ অবসানোত্তরকালে চ আত্মনঃ

ম রা রা রা
মোহনং মোহকরং ভবতি তৎ সুখং তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ নিদ্রাদয়ো-

হ্যনুভববেলায়ামপি মোহহেতবঃ। নিদ্রায়া মোহহেতুত্বং স্পষ্টং

আলস্যমিন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যম্, ইন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যে চ জ্ঞানমান্দ্যং ভবত্যেব। প্রমাদঃ কৃতানবধানরূপ ইতি তত্র তু আত্মজ্ঞানমান্দ্যং ভবতি। অতো মুমুক্ষুণা রজস্তমসী অভিভূয় সত্ত্বমেবোপাদেয়-রা মিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৩৯ ॥

নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত হইয়া যে সুখ অগ্রে ও পশ্চাতে আত্মাকে মোহিত করিয়া রাখে, তাহাকে তামস সুখ বলে ॥ ৩৯ ॥

অর্জ্জুন—তামস সুখ কাহাকে বলে?

ভগবান্—নিদ্রাজনিত যে সুখ, আলস্যজনিত যে সুখ এবং প্রমাদজনিত যে সুখ, তাহাই তামস। এই সুখ আত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, তখন বস্তুর স্বরূপ অনুভব করিতে দেয় না। নিদ্রা অনুভবকালেই মোহ জন্মায়। আলস্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারের গতি শিথিল করে, তাহাতে জ্ঞানেরও মন্দগতি ঘটে। প্রমাদ অর্থে কৃত কর্ম্মের অনবধান। ইহাতেও আত্মজ্ঞানের মন্দগতি ঘটে ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

ম
প্রকৃতিজৈঃ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি স্ততো জাতৈ বৈর্বৈষম্যাবস্থাংপ্রাপ্তৈঃ। সাক্ষাৎগুণানাং প্রকৃতিজত্বং নাস্তি তদ্রূপত্বাৎ। তস্মাৎ বৈষম্যাবস্থৈব তদুৎপত্তিরুপচারাৎ অথবা প্রকৃতির্ম্মায়া তৎপ্রভবৈ স্তৎকল্পিতৈঃ প্রকৃতিজৈঃ এভির্গুণৈঃ ম

ম ম ম ম শ্রী
বন্ধনহেতুভিঃ সত্ত্বাদিভিঃ মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতম্ অন্যৎ বা যৎ

শ ম শ
স্যাৎ তৎ পুনঃ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু বা ন অস্তি। সর্ব্বঃ

সংসারঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকোঽবিদ্যা-পরি

কল্পিতঃ সমূলোঽনর্থ উক্তো বৃক্ষরূপপরিকল্পনয়া চোর্দ্ধমূলমিত্যাদিনা।

তঞ্চ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যমিতি চোক্তম্।

তত্রচ সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ সংসারকারণনিবৃত্ত্যনুপপত্তৌ প্রাপ্তায়াং

যথা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাৎ তথা বক্তব্যম্। সর্ব্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থঃ উপসংহর্ত্তব্যঃ।

এতাবানেব চ সর্ব্বো বেদস্মৃত্যর্থঃ পুরুষার্থমিচ্ছদ্ভিরনুষ্ঠেয়ঃ। ইত্যেব-

মর্থং চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামিত্যাদিরারভ্যতে ॥ ৪০ ॥

পৃথিবীতে বা স্বর্গে বা দেবগণমধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই যে, প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত ॥ ৪০ ॥

অর্জ্জুন—এখন কি বলিবে?

ভগবান্—এই প্রকরণের উপসংহার করিব। এই যে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই তিন গুণ বা বন্ধনের কথা বলিলাম, স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলে মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে এমন কোন কিছু নাই, যাহা ঐ বন্ধনে না আছে। দেখ, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। যাহা প্রকৃতি হইতে জাত তাহাকেই প্রকৃতিজ বলা যায়, সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি নাই, কিন্তু যখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা হইতেই হয়। জাত বস্তু মাত্রই বৈষম্য হইতে আসিতেছে। এজন্য সর্ব্ব বস্তুই এই ত্রিগুণময়ী মায়ারজ্জুতে বদ্ধ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। এই সমস্তই অনাত্মা। আত্মা মাত্র মুক্ত। আত্মা ভিন্ন যাহা কিছু

সংসার, তাহাই অবিদ্যা-পরিকল্পিত। সংসারবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদেশে। সংসারসঙ্গ-ত্যাগরূপ অস্ত্রদ্বারা বা বিষয়বৈরাগ্য অস্ত্রদ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছেদ করিয়া পরম পদে উপনীত হইতে হইবে। সংসার-নিবৃত্তি-জন্য ত্রিগুণময়ী মায়াকে পরিহার করিতে হইবে। ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; শুধু তাই কেন, সর্ব্ববেদের অভিপ্রায় ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

ম
হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ব্রাহ্মণানাং

শ্রী ম শ
ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ চতুর্ণামপি বর্ণানাং কর্ম্মাণি শমাদীনি

শ
স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ স্বভাব ঈশ্বরস্যপ্রকৃতি স্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সা

শ
প্রভবো কারণং যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবাঃ তৈঃ। প্রবি-

শ্রী শ্রী শ
ভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি ব্রাহ্মণাদীনাম্। অথবা ব্রাহ্মণ-

ম শ
স্বভাবস্য সত্ত্বগুণঃ প্রভবঃ কারণং প্রশান্তত্বাৎ। তথা ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য

শ ম শ
সত্ত্বোপসর্জ্জনং রজঃ প্রভবঃ ঈশ্বরভাবাৎ। বৈশ্যস্বভাবস্য তম-

শ ম শ
উপসর্জ্জনং রজঃ প্রভবঃ ঈহাস্বভাবত্বাৎ। শূদ্রস্বভাবস্য রজউপসর্জ্জনং

শ ম শ
তমঃ প্রভবঃ মূঢ়স্বভাবত্বাৎ যদ্বা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং

বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ। স প্রভবো যেষাং

শ শ্রী
গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবা গুণাঃ তৈঃ। পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রাদু-
শ্রী
র্ভূতৈরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের স্বভাবজ গুণানুসারে কর্ম্ম-সমূহ পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

অর্জ্জুন—আমি প্রথমে তোমাকে ত্যাগী ও সন্ন্যাসীর পার্থক্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যাঁহারা কর্ম্ম (কাম্য) ত্যাগ করেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী; যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফল ত্যাগ করেন তাঁহারা ত্যাগী। কিন্তু কর্ম্ম সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। আবার জ্ঞান, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সুখ ইত্যাদি পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ যাবতীয় বস্তুই সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ দ্বারা আবদ্ধ। যদি সমস্ত সংসারই ত্রিগুণাত্মক হইল, তবে মোক্ষলাভ কিরূপে হইবে, কিরূপেই বা সংসাররূপ বৃক্ষের উচ্ছেদ হইবে?

ভগবান্—চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছি "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্"। সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া অব্যয় দেহীকে দেহে বদ্ধ করে। ১৪।২০-২১ শ্লোকে বলিয়াছি, এই গুণত্রয় অতিক্রম করিলেই মুক্তি এবং কিরূপে অতিক্রম করিতে হইবে, কিরূপে গুণাতীত হওয়া যায়, তাহাও বলিয়াছি। বলিয়াছি, অগ্রে নিত্যসত্ত্বস্থ হও, পরে গুণাতীত হইতে পারিবে (১৪।২২)। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়—আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি। "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" ॥ (১৪।২৬)। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি, ত্রিগুণাত্মক সংসারবৃক্ষকে অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে হইবে, এই অসঙ্গশস্ত্র লাভ করার উপায় আছে। নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা পরমেশ্বরের সন্তোষ জন্মে। পরমেশ্বর হইতেই অসঙ্গশস্ত্র লাভ হয়।

অর্জ্জুন—বলিতেছ, প্রথমেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরণ করা চাই, নতুবা কৃপালাভ হয় না। অধ্যাত্ম রামায়ণেও বলিতেছ—আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ, কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ। সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনম্, সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥" কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম—ইহা আসিল কিরূপে? প্রথমে ইহার উত্তর দাও, পরে বলিও, ব্রাহ্মণাদির স্বভাবজ কর্ম্ম কি?

ভগবান্—আমি সকলকে একপ্রকার সৃষ্টি করি নাই কেন—কেনই বা পৃথক সৃষ্টি করিলাম এবং পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিলাম, ইহাই তোমার সংশয় না?

অর্জ্জুন—তাই।

ভগবান্—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম প্রকৃতির গুণ দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। গুণ-বৈষম্য না হইলে সৃষ্টিই নাই। সত্ত্ব রজ ও তমের সাম্যাবস্থাতে প্রকৃতি

ব্রহ্মেই লীন থাকেন। বৈষম্য হইলেই সান্নিধ্য ঘটে, তখনই সৃষ্টি হয়। সত্ত্বগুণ যেখানে অধিক—তিনিই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা প্রশান্ত। সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্য যেখানে, সেই-খানে ক্ষত্রিয়—এই ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা প্রভুত্বযুক্ত। তমঃসংযুক্ত রজোগুণের আধিক্য যাহাতে, তিনিই বৈশ্য—এই বৈশ্য সর্ব্বদা কামনাযুক্ত, তজ্জন্য অর্থোপার্জ্জনে ইহার প্রবৃত্তি এবং রজো-মিশ্রিত তমোগুণাধিক্য যাহাতে, তিনিই শূদ্র। এই শূদ্র সর্ব্বদা মূঢ়স্বভাব, মূঢ়স্বভাবে সর্ব্বদা দাসত্বই প্রিয়। চাকুরিই অবলম্বন। "স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ" এই পদে যে স্বভাব শব্দ দেখি-তেছ - ঐ স্বভাবের অর্থই প্রকৃতি। গুণরাশির কার্য্যসমূহ স্বভাবের তরঙ্গ-মালা। চারি বর্ণ ও চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ইহাও স্বাভাবিক। আপন আপন সুবিধা জন্য স্বার্থপর লোকে ইহা ব্যবস্থা করে নাই।

অর্জ্জুন—'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাম্' এক সঙ্গে বলিয়াছ, কিন্তু শূদ্রাণাং পৃথক বলিয়াছ; ইহার কি কোন অর্থ আছে?

ভগবান্—কেহ কেহ বলিতে পারেন—

শ

(১) "শূদ্রাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদাঽনধিকারাৎ।"

শ্রী

(২) "শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্‌করণং দ্বিজত্বাঽভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ।"

ম

(৩) "ত্রয়াণাং সমাসকরণং দ্বিজত্বেন বেদাধ্যয়নাদিতুল্যধর্ম্মত্বকথনার্থং শূদ্রাণামিতি পৃথক্‌করণমেকজাতিত্বেন বেদানধিকারিত্বজ্ঞাপনার্থম্"।

অর্থাৎ প্রথম তিন বর্ণকে দ্বিজ বলে। শূদ্রের দ্বিজত্বের অভাব বলিয়া সমাসবাক্য হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। কেহ বা পূর্ব্বোক্ত মত যে ভুল, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মহাভারত হইতে দেখাইতেছেন—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কথা দূরে থাক্, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা আবশ্যক। ** সমস্ত বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত। অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে। সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আস্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য এবং পদতল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে"(শান্তি৩১৯)। এই সমস্ত দেখিয়া লোকের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তমোভাবের আধিক্য না হইলে শূদ্র-যোনিতে জন্ম হয় না। কিন্তু যখন সমস্তই ব্রহ্মময়, তখন সকলেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলকেই ব্রাহ্মণ বলিতে পার। এই অর্থে যবনও ব্রাহ্মণ, বৃক্ষও ব্রাহ্মণ, লতাও ব্রাহ্মণ। এ কথা এখানে বলা হইতেছে না। আরও বলা হইতেছে না—বৈশ্য কি দুষ্কৃত করিয়া শূদ্রত্ব লাভ করে এবং কোন্ সুকর্ম্মবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ কি, কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব লাভ হয়? ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেই বা ব্রাহ্মণ্য

লাভ করে? (মহাভারত অনুশাঃ ১৪৩) সকল বর্ণই যদি ব্রাহ্মণ, তবে "প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয়" ইহার কোন অর্থ নাই এবং "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ইহারও কোন অর্থ নাই। "ব্রহ্মা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন," (১৪৩ অনুশাসন)। শূদ্রের কর্ম্ম—"অতিথিসৎকার, ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা" (অনুশাসন ১৪১) "যে ব্রাহ্মণ লোভ-মোহ-প্রভাবে স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র-ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি দেহান্তে শূদ্র-যোনি প্রাপ্ত হয়েন" (অনুশাসন ১৪৩)। "শূদ্র ও সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, **পরজন্মে** ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়" (১৪৩ অনুশাসন)। যে সমস্ত অল্পবুদ্ধি মানব শূদ্রের সদাচার ও সদ্‌বুদ্ধি দেখিয়া উপস্থিত জন্মেই তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের পদবী প্রদান করে—এবং ব্রাহ্মণের কদাচার দেখিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলে, তাহাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কদাচারী ব্রাহ্মণ **দেহান্তে** শূদ্র-যোনিই প্রাপ্ত হয় এবং সদাচারী শূদ্র **পরজন্মে** ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। **দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক**। অন্যথা সমাজ ধ্বংস হইয়া যায়। অল্পবুদ্ধি মনুষ্য সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া সমাজ ধ্বংসই করে, অথচ মূর্খতা জন্য মনে ভাবে, তাহারা জীবের হিতসাধন করিতেছে। "শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়" (অনুশাসন)। কিন্তু এই জন্মে তাহাকে শূদ্রই থাকিতে হয়—আর এই জন্মেই ইহারা লোককে পাদোদক প্রদান করিলে পাপ সঞ্চয় করিয়া পুণ্য ক্ষয় করে মাত্র। এক জন্ম অপেক্ষা করিলে শূদ্র জন্মেও সকলের নিকট সম্মানিত হয়, সমাজ-বিপ্লবও ঘটে না অথচ পরজন্মে উৎকৃষ্ট বর্ণও লাভ করে। যাঁহারা পরজন্ম মানিতে পারেন না, তাঁহারা মূঢ়। মূঢ়ের সমাজ-সংস্কার জাতির অধঃপতনের চিহ্ন। শাস্ত্র উন্নতি-ক্রম সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

শূদ্রঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু মৃতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ
বৈশ্যঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥
ক্ষত্রিয়স্তু শুভাচারো মৃতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণো নিস্পৃহঃ শান্তো ভবরোগাদ্ বিমুচ্যতে ॥

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

ম নী ম
শমঃ অন্তরেন্দ্রিয়োপরমঃ অন্তঃকরণনিগ্রহঃ দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ো-

নী শ্রী শ রা
পরমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি ভোগনিয়-

ম ম
মনরূপঃ, শাস্ত্রসিদ্ধঃ কায়ক্লেশঃ শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন প্রাগুক্তং

রা শ ম
শাস্ত্রীয় কর্ম্মযোগ্যতা ক্ষান্তিঃ ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা মনসি

ম ম ম
বিকাররাহিত্যং প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতম্ আর্জ্জবম্ অকৌটিল্যং প্রাগুক্তং

রা রা শ্রী
পরেষু মনোঽনুরূপং বাহ্যচেষ্টাপ্রকাশনং জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং সাঙ্গবেদ-

ম আ ম
তদর্থবিষয়ং শাস্ত্রীয়ং পদার্থজ্ঞানং বিজ্ঞানং কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদিকর্ম্ম-

ম আ
কৌশল্যং ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবঃ শাস্ত্রার্থস্য সানুভবপর্য্যন্ত-

ম শ
ত্বাপাদনম্ আস্তিক্যং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা প্রাগুক্তা আস্তিকভাবঃ শ্রদ্দধানতা

শ রা
পরমার্থেষু আগমার্থেষু বৈদিকার্থস্য কৃৎস্নস্য সত্যতানিশ্চয়ঃ প্রকৃষ্টঃ

রা
কেনাপি হেতুনা চালয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ। আস্তিক্যং "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্" "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্" "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্"

রা ম ম
ইত্যুচ্যতে এতৎ শমাদি নবকং স্বভাবজং সত্ত্বগুণস্বভাবকৃতং

শ শ
ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম্ম। যদুক্তং স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ প্রবি-

শ ম
ভক্তানি ইতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি যদ্যপি চতুর্ণামপি বর্ণানাং সাত্ত্বিকাবস্থায়ামেতে ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তি, তথাপি বাহুল্যেন ব্রাহ্মণে ভবন্তি সত্ত্বস্বভাবত্বাৎ তস্য সত্ত্বোদ্রেকবশেন ত্বন্যত্রাপি কদাচিদ্ভবন্তীতি শাস্ত্রান্তরে

ম
সাধারণধর্ম্মতয়োক্তাঃ ॥ ৪২ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টী ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

অর্জ্জুন—এখন বল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কার্য্য কি কি ?

ভগবান্— (১) শম— "শ্রবণমননাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যোমনসঃ নিগ্রহঃ" আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ভিন্ন অন্য বিষয় ভাবনা না করা। তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা তীব্র হইলেও যদি পূর্ব্ববাসনাবশতঃ মন চঞ্চল হইয়া স্রক্ চন্দন-বনিতা বিষয়ে গমন করে, তবে যে চিত্তবৃত্তি দ্বারা মনকে আত্মসংস্থ করা যায়, তাহাই শম।

(২) দম—"বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনম্" চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে যে চিত্তবৃত্তি দ্বারা বিষয় হইতে ফিরাইয়া আত্মার শ্রবণমননাদি ব্যাপারে নিযুক্ত রাখা যায়, তাহার নাম দম।

(৩) তপঃ—"ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনং তপঃ" দেবলঋষি ব্রত উপবাসাদি দ্বারা শরীর পীড়নকে তপঃ বলেন। শরীর-পীড়ন অত্যন্ত হইবে না, এইজন্য ইহার নাম অনায়াস। ইন্দ্রিয়সংযমই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা ভোগসঙ্কোচ হয় এবং ক্ষুধা পিপাসা শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা জন্মে। "স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং তপঃ" ব্যাস—১৭শ অধ্যায়োক্ত শারীরিক বাচিক, মানসিক তপও দেখ।

(৪) শৌচ—মৃত্তিকা শিলা জল দ্বারা দেহ পরিষ্কার করা এবং হিতকর পরিমিত আহার করা—এই দুইটি বাহ্য শৌচ। প্রাণায়াম বা মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা চিত্তমল ক্ষালনের নাম আভ্যন্তর শৌচ।

(৫) ক্ষান্তি—"বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে কচিৎ। ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥" বৃহস্পতি॥ বিকারের হেতু থাকিলেও যে বৃত্তি দ্বারা ক্রোধাদির নিরোধ করা যায়, এমন কি, মনোবিকার পর্য্যন্ত জন্মে না তাহার নাম ক্ষমা।

(৬) **আর্জ্জব**—কুটিলতা না করা। পরের নিকট মনের অনুরূপ বাহ্য চেষ্টা প্রকাশ।

(৭) **জ্ঞান**—শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত পরোক্ষ জ্ঞান।

(৮) **বিজ্ঞান**—কর্ম্ম-কাণ্ডীয় যজ্ঞাদির সাধন-কৌশল এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রহ্ম ও আত্মার একতানুভব-শক্তি।

(৯) **আস্তিক্য**—ঈশ্বর সত্য, শাস্ত্র সত্য ইত্যাদি নিশ্চয় এবং তদ্‌বিষয়ে শ্রদ্ধা।

এই নয়টি গুণ যদিও চারি বর্ণের সাত্ত্বিকাবস্থাতে উদয় হয়, তথাপি ইহারা ব্রাহ্মণজাতির স্বাভাবিক। কারণ, বিনা সাত্ত্বিকভাবে ইহারা থাকে না। সাত্ত্বিকভাবযুক্ত যাঁহারা, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

আপদে শত্রুমিত্রকে সমানভাবে রক্ষা করা (দয়া) ; যে দুঃখ দেয়, তাহার উপরও ক্রোধ না করা (ক্ষমা) ; কাহার দোষে আনন্দ প্রকাশ না করা—অন্যের নিন্দা না করা (অনসূয়া) ; মৎস্য মাংস মদিরাদি অভক্ষ্য পরিহার করা (ত্যাগ) ; ব্রত উপবাসাদি পালন দ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা (তপঃ) ; প্রশান্ত কার্য্য করা, অপ্রশান্ত কার্য্য ত্যাগ করা ইত্যাদি ধর্মগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিরও অনুষ্ঠেয়। তজ্জন্য ইহাদের পক্ষে নৈমিত্তিক।

অর্জ্জুন—স্বভাবজ অর্থ কি ?

ভগবান্—আপনা হইতেই যাহা থাকে, যেমন 'পক্ষীর উড্ডয়ন' স্বভাব। চেষ্টা দ্বারা যাহা আনিতে না হয় ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শৌর্য্যং শূরস্য ভাবঃ। যুদ্ধে নির্ভয়প্রবেশসামর্থ্যম্। তেজঃ প্রাগ্‌লভ্যং পরৈরধর্ষণীয়ত্বং পরৈরনভিভবনীয়তা ধৃতিঃ আরব্ধে কর্ম্মণি বিঘ্নোপনিপাতেঽপি তৎসমাপনসামর্থ্যং মহত্যামপি বিপদি দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্যানবসাদঃ দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ সহসা প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষ্বব্যামোহেন প্রবৃত্তিঃ। যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং যুদ্ধে চ

রা শ শ

আত্মমরণনিশ্চয়েপ্যনিবর্ত্তনং দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা ঈশ্বরভাবঃ

ম শ রা

প্রজাপালনার্থম্ ঈশিতব্যেষু প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণং স্বব্যতিরিক্ত-সকল-

রা শ্রী শ্রী

জননিয়মনসামর্থ্যং চ এতৎ স্বভাবজং স্বাভাবিকং ক্ষাত্রং ক্ষত্রিয়-

শ

জাতের্বিহিতং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, প্রভুত্ব এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

অর্জ্জুন—আর ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম কি ?

ভগবান্ (১) শৌর্য্য—শূরত্ব—বলবান্‌কে প্রহার করিবার পরাক্রম।

(২) তেজঃ—প্রাগল্‌ভ্য—যাহা অপরে ধর্ষণ করিতে পারে না। যাহা কেহই পরাভব করিতে পারে না।

(৩) ধৃতি—অতি বিপদেও দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবসাদ-শূন্য ভাব। ইহা দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ হইলে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবসাদশূন্যতা থাকে।

(৪) দক্ষতা—শীঘ্রই কার্য্য-কৌশল নিরূপণে পটুতা।

(৫) অপলায়ন—মরণ নিশ্চয় জানিয়াও যুদ্ধে ভঙ্গ না দেওয়া।

(৬) দান—অসংকোচে মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া মুক্তহস্ততা।

(৭) ঈশ্বরভাব—অধীন ব্যক্তির প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ—দুরাত্মাদিগকে দমনে রাখিবার শক্তি।

এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

রা শ

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং কৃষিঃ শস্যোৎপাদনং গোরক্ষ্যং পশুপাল্য-

রা রা শ

মিত্যর্থঃ বাণিজ্যং ধনসঞ্চয়হেতুভূতং ক্রয়বিক্রয়াত্মকং বণিক্‌কর্ম্ম এতৎ স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম্ম। শূদ্রস্য অপি পরিচর্য্যাত্মকং পূর্ব্ববর্ণত্রয়াণাং শুশ্রূষাত্মকং স্বভাবজং কর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

রা

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য,—এই সমস্ত বৈশ্যগণের স্বভাবজ কর্ম্ম। শূদ্রগণের স্বভাবজ কর্ম্ম—দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষা ॥ ৪৪ ॥

অর্জ্জুন—বৈশ্য ও শূদ্রগণের স্বভাবজ কর্ম্ম কি ?

ভগবান্—বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম :—

(১) কৃষি—শস্যোৎপাদন।

(২) গোরক্ষা—গোসমূহ বৃদ্ধি করা এবং গো-পালন।

(৩) বাণিজ্য—দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় এবং কুসীদ গ্রহণ।

শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম :—

(১) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎ শৃণু ॥ ৪৫ ॥

নী

স্বে স্বে মন্বাদিভিরুক্তেঽধ্যাপনাদাবসাধারণে শমদমাদৌ

নী ম ম

সাধারণে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিতে ন তু স্বেচ্ছামাত্রকৃতে কর্ম্মণি

ম ম নী

শ্রুতিস্মৃত্যাদিতে অভিরতঃ সম্যগনুষ্ঠানপরঃ নিষ্ঠাবান্ নরঃ

ম ম

বর্ণাশ্রমাভিমানী মনুষ্যঃ সংসিদ্ধিং দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্যাশুদ্ধিক্ষয়েণ

ম শ
সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতাং লভতে প্রাপ্নোতি ননু বন্ধহেতূনাং

কর্ম্মণাং কথং মোক্ষহেতুত্বম্ উপাসনাবিশেষাৎ ইত্যাহ স্বকর্ম্মনিরতঃ

ম ম নী
সিদ্ধিমুক্তলক্ষণাং যথা যেন প্রকারেণ সিদ্ধিং বক্ষ্যমাণাং মুখ্য-

নী
সন্ন্যাসলক্ষণনৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু ॥ ৪৫ ॥

আপন আপন কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে। স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

অর্জ্জুন—ব্রাহ্মণাদির স্বভাবজ কর্ম্ম কি কি, তাহা বলিলে কিন্তু আপন আপন স্বভাবমত কর্ম্ম করিলে কি হয়?

ভগবান্—চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতা-রূপ সিদ্ধি লাভ হয়।

অর্জ্জুন—কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা ত বন্ধনমুক্তি হয় না। বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান এত জটিল যে, ইহাতে কিরূপে সিদ্ধি লাভ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।

ভগবান্—স্বকর্ম্মনিরত মনুষ্য কিরূপে সিদ্ধি লাভ করে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—ইহার পূর্ব্বে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, সিদ্ধি তুমি কাহাকে বলিতেছ? সিদ্ধিলাভ কিরূপে হয়, পরে বলিও।

রা
ভগবান্—কেহ কেহ "সংসিদ্ধিম্" অর্থে বলেন "পরমপদপ্রাপ্তিম্"; আর কেহ বলেন

শ
"সংসিদ্ধিম্" "স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানাধিষ্ঠানযোগ্যতালক্ষণাম্।" আমিও বলি "কর্ম্ম দ্বারা পরমপদপ্রাপ্তি কখনও হইতে পারে না, কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় মাত্র। এজন্য কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানলাভযোগ্যতা মাত্র লাভ হয়, পরমানন্দপ্রাপ্তি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামায়ণে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই জ্ঞানবাদী এবং কর্ম্মবাদীদিগের সমস্ত বিবাদ মীমাংসা করিতে উপযুক্ত।

ব্যাসদেব বলিতেছেন—"নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো, ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ। ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা, তস্মাদ্‌বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ॥" "অজ্ঞাননাশ বা রাগক্ষয় কর্ম্ম দ্বারা সংসাধিত হয় না, কর্ম্ম হইতে দোষাবহ কর্ম্মেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। সেই

সমুদ্ভূত কর্ম্ম হইতে আবার অবারিত সংসারই উৎপন্ন হয়। অতএব বিবেকিগণ জ্ঞানতত্ত্বানুশীলনে যত্নবান্ হইবেন।" "যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীঃ, তাবদ্ বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্। নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ, জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥" মায়াহেতু যাবৎ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে, তাবৎ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। পরে "ইহা নয়" "ইহা নয়," করিয়া নিখিল জগৎ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক পরমাত্মস্বরূপ অবগত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিবে। শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণ দেখাইয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন—"সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং, ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্। এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ; জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনম্॥ ২১ রামগীতা॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রশস্তরূপে বিহিত কর্ম্মসমূহের ত্যাগকে বিহিত বলিয়া সাদরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন এবং বাজসনেয় শ্রুতিও বলিয়াছেন "জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম্ম নহে।" যাঁহারা মুক্তির নামে ভীত হয়েন—মুক্তি অপেক্ষা বৃন্দাবনের শৃগালত্ব ভাল বলেন এবং "অহং অভিমান" বড়ই উপাদেয় বোধ করেন, তাঁহারা ব্যাসের কথাও শুনেন না, আমার কথাও না; মুখে বলেন "আমরা ভক্ত"। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানীও আমার ভক্ত—নারদাদি ভক্তও যথার্থ জ্ঞানী—কিন্তু মুক্তি-ঘৃণাকারী [ভাগবতে ভক্তির স্তুতি আছে ঘৃণা করা হয় নাই] আমার ভক্তসমূহকে আমিও পরিহার করি। তাঁহারা যে ভগবান্‌কে ভক্তি করেন, সে ভগবান আমি নহি, অন্য কেহ।

ব্যাসদেব আবার বলিতেছেন—

সপ্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধী
রজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্বুধৈ স্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভি
র্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধিপ্রকাশিতম্॥ ২৩

"কর্ম্মত্যাগ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব" আত্মায় অনাত্মধর্ম্ম আরোপকারী এই যে বুদ্ধি, ইহা অজ্ঞজনের নিকটেই প্রসিদ্ধ, তত্ত্বদর্শীর নিকটে নহে। অতএব যাহাদের চিত্ত কর্ম্মে আসক্ত, তাহাদের ব্যবস্থামত বিধি বিহিত বলিয়া অবধারিত হইলেও, বুধগণ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন।" ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥

যতঃ যস্মাৎ অন্তর্য্যামিণ ঈশ্বরাৎ ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিঃ উৎপত্তিঃ চেষ্টা স্যাৎ যেন ঈশ্বরেণ সর্ব্বমিদং ততং জগদ্ব্যাপ্তং

শ শ ম
মানবঃ মনুষ্যঃ তম্ ঈশ্বরম্ অন্তর্য্যামিণং ভগবন্তং স্বকর্ম্মণা প্রতি-

ম ম শ শ
বর্ণাশ্রমং বিহিতেন অভ্যর্চ্চ্য তোষয়িত্বা পূজয়িত্বা সিদ্ধিং কেবলং

শ ম শ্রী
জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং অন্তঃকরণশুদ্ধিং বিন্দতি লভতে ॥ ৪৬ ॥

যাঁহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি বা চেষ্টা, যিনি এই সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, আপন আপন কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥৪৬॥

অর্জ্জুন—বল, স্বকর্ম্ম করিলে কিরূপে কর্ম্মজা সিদ্ধি হয়।

ভগবান্—স্বকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করা চাই। যে ঈশ্বর হইতে ভূতগণের জন্ম হইতেছে, যাঁহা হইতে প্রাণিগণের চেষ্টা জন্মিতেছে, আপন আপন কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করা আবশ্যক। কর্ম্ম দ্বারা পূজা করিলেই কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ হয়।

অর্জ্জুন—স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা পূজা করিতে হইবে; কিন্তু আপন আপন স্বভাবজ কর্ম্ম কি? ইহা কিরূপে নিশ্চয় হইবে?

ভগবান্—তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার স্বভাবজ কর্ম্ম যুদ্ধাদি। গুণানুসারে আমিই কর্ম্মের বিভাগ করিয়াছি এবং বর্ণের স্রষ্টাও আমি।

অর্জ্জুন—শক তুশর দরদ তঙ্গন পারদ খশ পহ্নব প্রভৃতি অনেক ম্লেচ্ছ জাতি আছে; ইহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রম নাই কেন?

ভগবান্—ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যেও গুণ এবং কর্ম্মভেদ আছে সত্য, কিন্তু ইহাদের গুণ ও কর্ম্ম ক্ষণে ক্ষণে এতই পরিবর্ত্তিত হয়, যে ইহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রম হয় না। এজন্য ইহারা বর্ণাশ্রমের বাহিরে রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মের যেমন যেমন স্থায়িত্ব জন্মিবে, ইহারাও দেহান্তে তেমন তেমন বর্ণাশ্রমমধ্যে আসিয়া পড়িবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহুজাতি আছে, তাহাদের বর্ণবিভাগ হইতে পারে না। ইহারা দেহান্তে ক্রম অনুসারে শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়াদিরূপে জন্মিবে। ক্রমে ইহারা আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া মুক্তি ইচ্ছা করিবে। তুমি বোধ হয় অবগত আছ ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে মুক্তিকামনা কাহারও নাই। ভোগ ইহাদের শেষ সীমা। ইহারা ভোগের বস্তু পাইলেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভোগের জন্য ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া বরং দুঃখিত হয়। কারণ, ভোগ দিয়াই ঈশ্বর জীবকে সংসারে ভুলাইয়া রাখেন, তাঁহার সহিত এক করেন না। যে ব্যক্তি ভোগ ছাড়িতে পারে, সর্ব্বপ্রকার বাসনা ত্যাগ করিতে পারে, সেই জীবন্মুক্তি লাভ করে। ম্লেচ্ছজাতিমধ্যে জীবন্মুক্তি বলিয়া কিছুই নাই। ইহারা জীবন্মুক্তি ধারণা করিতে পারে না। এই সমস্ত জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার জন্য

আমিই অবতার গ্রহণ করি। কিন্তু যাহাতে ইহারা বর্ণাশ্রমের উপযোগী হইতে পারে, সেই-রূপ শিক্ষা প্রদান করি। ইহারা 'পরজন্ম' বুঝিতে পারে না, জীবাত্মার বহুজন্মগ্রহণ বুঝিতে পারে না; ইহারা সর্ব্বান্তর্যামীর মূর্ত্তিগ্রহণ ধারণা করিতে পারে না; আমি এই মানুষমূর্ত্তিতেই কিরূপে সর্ব্বব্যাপী, কিরূপে বিশ্বরূপ ধারণ করি—ইহা ধারণা করিতে পারে না। ইহারা অন্য জাতিকে আপন আপন ধর্ম্মে আনিবার জন্য প্রাণপণ করে, ইহাই ইহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ মনে করে; কিন্তু বুঝিতে পারে না, কিরূপে সকলকে আপন আপন স্বভাবে স্থাপন করিবার জন্য আমি ইহাদের ঐ প্রবৃত্তি প্রদান করি। সকলকে আপনার মত করিতে চেষ্টা করিতে করিতে ইহারা উন্নত হয়। পরে দেহান্তে আপন আপন স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা আমার উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে উন্নত হইয়া বর্ণাশ্রমে প্রবেশ করে—বর্ণাশ্রম-কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানলাভে জীবন্মুক্ত হইতে পারে। অসভ্য জাতি, সন্ন্যাস কি, ইহাও ধারণা করিতে পারে না এবং এইজন্যই জগতের স্বরূপ কি—জগৎ যে ভ্রম মাত্র, অজ্ঞানেই জগতের অস্তিত্ব, কিন্তু জ্ঞানে জগৎ মিথ্যা—ইহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু সময়ে সময়ে এই অসভ্যজাতির প্রতাপ এরূপ বর্দ্ধিত করিয়া দিই, যদ্দ্বারা ইহারা বর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে ভ্রষ্টাচারীদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে সমর্থ হয়। এই মিথ্যা জগতের মিথ্যা শাসন আমার বিচিত্র লীলা। ইহাও অজ্ঞানীর চৈতন্যোৎপাদন জন্য জানিও। জ্ঞানচক্ষে আমিই আছি, আমিই পূর্ণ; অজ্ঞানচক্ষে মিথ্যা জগৎ, কল্পিত ইন্দ্রজাল, আমাতে জগৎ ভ্রম মাত্র ॥ ৪৬ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

বিগুণঃ অপি অসম্যগনুষ্ঠিতাদপি কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ ত্যক্তকর্ত্তৃত্বাদিকো মদারাধনরূপঃ কর্ম্মযোগাখ্যঃ ধর্ম্মঃ "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য ইতি স্বধর্ম্ম" স্বনুষ্ঠিতাৎ সম্যগনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ সতা ত্বয়া স্বধর্ম্মো যুদ্ধাদিরেব অনুষ্ঠেয়ঃ ন পরধর্ম্মোঃ ভিক্ষাটনাদিরিত্যভিপ্রায়ঃ। ননু যুদ্ধাদি-লক্ষণং স্বধর্ম্মং কুর্ব্বন্নপি হিংসাধীনং পাপং প্রাপ্নোতি তৎ কথং

স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ানিতি তত্রাহ স্বভাবেতি—স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন নিয়তং পূর্ব্বোক্তং শৌর্য্যং তেজ ইত্যাদি স্বভাবজং যুদ্ধাদি কর্ম্ম কুর্ব্বন্ যথা বিষজাতস্যেব কৃমের্বিষং ন দোষকরং তথা স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং পাপং বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ন আপ্নোতি প্রাপ্নোতি। ন হি কৃমির্বিষজো বিষনিমিত্তং মরণং প্রতিপদ্যতে তথাপ্যধিকৃতঃ পুরুষো দোষবদপি বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পাপং নাপ্নোতীত্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও সম্যগনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, স্বভাবজ কর্ম্ম করিলে পাপ হয় না ॥ ৪৭ ॥

অর্জ্জুন—তুমি ত বর্ণাশ্রম-মত আপন আপন স্বাভাবিক কর্ম্ম করিতে বলিতেছ; কিন্তু আমার ধর্ম্মে যদি হিংসাদি থাকে, আর পরধর্ম্ম যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তবে হিংসাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকধর্ম্ম আশ্রয় করিলে আমার কি অমঙ্গল হইবে?

ভগবান্—যাহার যে কর্ম্ম স্বাভাবিক, তদ্দ্বারাই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। অন্যের কর্ম্ম অনুকরণ করিলে উন্নতি লাভ করা যায় না, ভিতরে চিত্তচাঞ্চল্য থাকিয়া যায়। বাহিরে সাং সাজা হয়, কিন্তু ভিতরে রাগদ্বেষ থাকিয়া যায়। অনেক "জটিলো মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ কাষায়াম্বরঃ বহুকৃতবেশঃ" শেষে "উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ" হইয়া যায়। নিত্যক্রিয়াদি দ্বারা যাহাদের রাগ দ্বেষাদি চিত্তমল প্রক্ষালিত হয় নাই, তাহারা আত্মবিচার করিতে গেলে অনিষ্টই হয়; ইহাদের চিত্ত কিছুতেই শান্তি পায় না। বরং স্বভাবজ কর্ম্মত্যাগ করিয়া আত্মভাবনারূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিতে যায় বলিয়া, সর্ব্বদা অশান্ত থাকে—সংসারও হয় না, ধর্ম্মও হয় না। এইজন্য যোগ করিবার পূর্ব্বে "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠানরূপ তপস্যা অর্থপূর্ব্বক প্রণবচিন্তা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র-মতাবগতিরূপ স্বাধ্যায় এবং

ঈশ্বরার্পিত চিত্তে অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করা—এই ক্রিয়াযোগ যাহার অভ্যাস না হয়, তিনি আত্মসংস্থ যোগ করিতে গিয়া কুযোগী হইয়া উঠেন।

এইজন্য আপন আপন স্বভাবজ কর্ম্মে ঈশ্বরের আরাধনা চাই। ঈশ্বরপ্রীতির জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমত কর্ম্ম করিতে করিতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম। যে কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হইতেছে না, সে কর্ম্ম সাধকের স্বাভাবিক কর্ম্ম নহে। হয় উচ্চ অধিকারীর অনুকরণ করিয়া কর্ম্ম করা হইতেছে, অথবা উচ্চাধিকার লাভ করিয়াও অভ্যাসপ্রাবল্যে নিম্নকার্য্য ত্যাগ করিতে সাহস হইতেছে না। এই দুইই দোষের। তাই বলা হইতেছে—স্বভাবজ কর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতিজন্য ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া এবং "অহং কর্ত্তা" এই অভিমান ত্যাগ করিয়া অভ্যাস করিলেই সিদ্ধি হয়।

অর্জ্জুন—বড়ই সুন্দর বটে, তথাপি সন্দেহ হইতেছে—আমি যে ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনকে বধ করিব, ইহা কি দোষের নহে?

ভগবান্—বিষ হইতে যে কৃমি জন্মিয়াছে, বিষ তাহার জীবনধারণের সহায়তাই করে, জীবনহানি করে না। যাহার মধ্যে রজোভাব প্রবল, সে, রজোভাব দোষের হইলেও, যখন রজোভাবজনিত বিহিত কর্ম্ম করে, তখন উন্নতি লাভ করে। ইহাতে তাহার পাপ হয় না। স্বধর্ম্মের অঙ্গহানি হইলেও উহা সম্যগনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, পরস্বভাবের ধর্ম্ম আচরণ করিলে, নিজের স্বভাবের রাগদ্বেষ কখন দূর হইবে না। এজন্য নিজ স্বভাবের কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করাই ধর্ম্মজীবন লাভের উৎকৃষ্ট সোপান॥ ৪৭॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮॥

হে কৌন্তেয়! সহজং সহ জন্মনৈবোৎপন্নং (শ) স্বভাবজং (ম) স্বভাববিহিতং (শ্রী) কর্ম্ম সদোষম্ অপি বিহিতহিংসাযুক্তমপি (ম) জ্যোতি-ষ্টোমযুদ্ধাদি (ম) ন ত্যজেৎ হি যস্মাৎ সর্ব্বারম্ভাঃ আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। (ম) সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ প্রকরণাৎ। যে কেচিদারম্ভাঃ স্বধর্ম্মাঃ পরধর্ম্মাশ্চ তে সর্ব্বে সদোষাঃ যদ্বা (ম) স্বধর্ম্মাঃ পরধর্ম্মাশ্চ (ম) সর্ব্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টা- (শ্রী)

শ্রী শ্রী ম
দৃষ্টার্থানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি ধূমেন অগ্নিরিব দোষেণ ত্রিগুণাত্মকত্বেন

ম শ্রী শ্রী
সামান্যেন আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ অতো যথাঽগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য

প্রতাপএব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং

শ্রী
বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

হে কৌন্তেয়! স্বভাবজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও, ত্যাগ করিবে না, কারণ, অগ্নি যেমন ধূমে আবৃত থাকে, সেইরূপ সকল কর্ম্মই দোষে আবৃত ॥ ৪৮ ॥

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ, যে বর্ণের যে কর্ম্ম বিহিত, তাহাতে যদি রক্তপাত করাও বিধি থাকে, তথাপি তাহা ত্যাগ করিবে না—বধ কর, তাহাও স্বীকার; তথাপি সাত্ত্বিক কর্ম্ম করিও না।

ভগবান্—কর্ম্ম সাত্ত্বিক হউক, রাজসিক তামসিক হউক, কর্ম্ম করিলেই দোষ জন্মে। যেমন ধূমের সহিত অগ্নি থাকে, সেইরূপ কর্ম্মের সহিত দোষ জড়িত থাকে। ধূম নিবারণ করিলে যেমন অগ্নি, শীত ও অন্ধকার দূর করেন ও সেবনীয় হয়েন, সেইরূপ কর্ম্মের দোষাংশ বাদ দিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিলে কর্ম্ম সেবনীয় হয়। তুমি স্মরণ রাখিও, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেই মুক্তি। অজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে শিক্ষা করে, ক্রমে যতই জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে থাকে, ততই কর্ম্ম ছুটিয়া যায়। নৈষ্কর্ম্মই মুক্তি। স্বাভাবিক কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কৃত হইলে, কর্ম্মের দোষাংশ পরিত্যাগ হইল ॥ ৪৮ ॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

শ শ ম শ
সর্ব্বত্র পুত্রদারাদিষ্বাসক্তিনিমিত্তেষু অপি অসক্তবুদ্ধিঃ অসক্তা

ম ম শ শ
অহমেষাং মমৈত ইত্যভিষ্বঙ্গরহিতা বুদ্ধিঃ অন্তঃকরণং যস্য সঃ

ম　শ　ম　ম　শ
যতঃ জিতাত্মা জিতঃ বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য বশীকৃতঃ আত্মা

ম　ম
অন্তঃকরণং যস্য স বিষয়রাগে সতি কথং প্রত্যাহরণং

ম　শ
তত্রাহ বিগতস্পৃহঃ বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা দেহজীবিত-

শ ম　ম
ভোগেষু যস্মাৎ স দেহজীবিত-ভোগেষ্বপি বাঞ্ছারহিতঃ

ম
সর্ব্বদৃশ্যেষু দোষদর্শনেন নিত্যবোধপরমানন্দরূপমোক্ষগুণদর্শনেন চ

ম ম
সর্ব্বতো বিরক্ত ইত্যর্থঃ য এবং শুদ্ধান্তকরণঃ "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য

সিদ্ধিং বিন্দতি মানব" ইতি বচনপ্রতিপাদিতাং কর্ম্মজামপরাং সিদ্ধিং

জ্ঞানসাধনবেদান্তবাক্যবিচারাধিকারলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাং

ম　ম
প্রাপ্তঃ স সন্ন্যাসেন শিখাযজ্ঞোপবীতাদি সহিত সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগেন

শ
হেতুনা তৎপূর্ব্বকেণ বিচারেণেত্যর্থঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্ম্মজসিদ্ধি-

শ
বিলক্ষণাং সদ্যোমুক্ত্যবস্থানরূপাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং নির্গতানি কর্ম্মাণি

শ
যস্মাৎ নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মাত্মসম্বোধাৎ স নিষ্কর্ম্মা। তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যম্।

শ
নৈষ্কর্ম্ম্যং চ তৎ সিদ্ধিশ্চ স নৈর্ষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বা সিদ্ধিঃ।

নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধিনিষ্পত্তিঃ। তাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্।

ম
যদ্বা নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদ্বিষয়ং বিচারপরিনিষ্পন্নং জ্ঞানং নৈষ্কর্ম্ম্যং

ম শ
তদ্রূপাং সিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯॥

সর্ব্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধি, জিতচিত্ত, ভোগবাঞ্ছাবিরহিত ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বা সদ্যোমুক্তি পথ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৯

অর্জ্জুন—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" এই যে কর্ম্মজা সিদ্ধির কথা বলিতেছ, এই সিদ্ধি হইলেই সব হইয়া গেল, অথবা আরও কিছু করিতে হইবে?

ভগবান্—কর্ম্মজা সিদ্ধির পরে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ হইলেই জ্ঞানলাভের যোগ্য হয়—ইহার ফলই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। যাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি লাভ হইয়াছে—যাহারা নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে "সর্ব্ব জীবে নারায়ণ আছেন" এই পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন—তিনি পুত্রদারাদি আসক্তির বস্তু সত্ত্বেও এই সকলে অনাসক্ত—তিনি কোন কর্ম্ম করিয়া 'আমি করিতেছি' 'আমার ইহা' ইত্যাদি ফলাসক্তিশূন্য। কারণ, তিনি বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহরণ করিয়া ভগবানে রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন—কোন বিষয়ে স্পৃহা নাই বলিয়াই তিনি ঈশ্বর-পরায়ণ। সর্ব্ববিষয়ে দোষ দর্শন করিয়া তিনি দেহ এবং জীবনভোগেও ইচ্ছাশূন্য। পরমানন্দ-গুণ দর্শনে এবং অনুভবে তিনি সর্ব্বত্র বিরক্ত।

এইরূপে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" এই পথ-প্রতিপাদিত কর্ম্মজা সিদ্ধি দ্বারা পরে বেদান্তবাক্য-বিচার-জনিত জ্ঞান লাভে অধিকার প্রাপ্ত হয়েন, তখন শিখা এবং যজ্ঞোপবীতসহ সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন।

অর্জ্জুন—নৈষ্কর্ম্ম্য ভাবকে জ্ঞান বলে; কিন্তু এই জ্ঞানই কি চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম?

ভগবান্—কর্ম্মের সূক্ষ্মাবস্থাই ইচ্ছা। ইচ্ছা করা এবং ইচ্ছা না করা উভয়ই কামনা। ব্রহ্মের কামনা আছে কি না, বিচার কর, তবেই সৎস্বরূপ পরমাত্মার স্বরূপ বুঝিবে।

অর্জ্জুন—"অহং বহু স্যাম্" ইত্যাদি সৃষ্টিইচ্ছা কি ব্রহ্মে নাই?

ভগবান্—আত্মা-ব্যতিরিক্ত বস্তু যদি থাকে তবে ইচ্ছা থাকিতে পারে। কিন্তু আত্মা পরিপূর্ণ, এজন্য আত্মা-ব্যতিরিক্ত কিছুরই অস্তিত্ব অসম্ভব; এ অবস্থায় পূর্ণ আত্মা কিসের বাঞ্ছা করিবেন, কিই বা স্মরণ করিবেন, কাহার পশ্চাতেই বা ছুটিবেন, কিই বা পাইবেন? "যত্র স্বাত্মনো ব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবতি, তত্রাত্মা কিমিব বাঞ্ছন্ কিমনুস্মরন্ ধাবতু কিমুপৈতু॥ যোঃ বাঃ স্থিঃ ৩৭-১০।

আত্মার ইচ্ছা নাই, আত্মা কিছুই করেন না; কারণ, কর্ত্তা করণ কর্ম্ম ইত্যাদি এক। তিনি "ন কচিৎ তিষ্ঠতি" কোন স্থানবিশেষেও নাই "আধারাধেয়য়োরেকত্বাৎ" আধার আধেয় এক

বলিয়া—তিনি আপন আধারে আপনি আছেন বলিয়া। "ন চ নিরিচ্ছতি আত্মনো নৈষ্কর্ম্যম্ অভিমতং দ্বিতীয়ায়াঃ কল্পনায়া অভাবাৎ"। নৈষ্কর্ম্য অর্থে ইচ্ছা না করা। ইচ্ছারহিত আত্মার ইচ্ছা না করাও নাই। তিনি ত ইচ্ছা করেন না। যিনি ইচ্ছা করেন, তাঁহারই ইচ্ছা না করা অবস্থা হইতে পারে। কিন্তু যিনি ইচ্ছা করেন না; তাঁহার ইচ্ছা না করা অবস্থাও নাই। মনুষ্য ইচ্ছা করা ও ইচ্ছা না করা এই দুই অবস্থা অতিক্রম করিলে জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

অর্জ্জুন—ইচ্ছা করেনও না, ইচ্ছা না করাও নাই, তবে সৃষ্টিকার্য্য কি?

ভগবান্—"ব্যোমন্যেব নিরাকারে নিদাঘাৎ সরিতো যথা" গ্রীষ্মকালে নিরাকার আকাশে যেমন নদী দৃষ্ট হয়; সৃষ্টিও ব্রহ্মে সেইরূপ। এই মায়িক কার্য্য "উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ" ত্রসরেণুমত অনন্ত সৃষ্টি স্বভাবত তাঁহাতে উঠিতেছে পড়িতেছে॥ ৪৯॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০॥

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিং স্বকর্ম্মণেশ্বরমারাধ্য তৎপ্রসাদজাং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগপর্য্যন্তাং জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপাম্ অন্তঃকরণশুদ্ধিং প্রাপ্তঃ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম শুদ্ধমাত্মানম্ আপ্নোতি সাক্ষাৎ করোতি তথা তং প্রকারং সমাসেন এব সঙ্ক্ষেপেণৈব ন তু বিস্তরেণ মে মদ্বচনাৎ নিবোধ নিশ্চয়েনাবধারয়। তদবধারণে কিং স্যাৎ ইত্যাহ—জ্ঞানস্য বিচারনিষ্পন্নস্য যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ পরা শ্রেষ্ঠা নিষ্ঠা পরিসমাপ্তিঃ যদনন্তরং সাধনান্তরং নানুষ্ঠেয়মস্তি॥ ৫০॥

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি, অবধারণ কর। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জ্ঞানানুষ্ঠানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিসমাপ্তি॥ ৫০॥

অর্জ্জুন—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির পরে কি হয় ?

ভগবান্—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির পরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। প্রথমেই ভগবদারাধনা। নিত্যক্রিয়া নিষ্কামভাবে করিতে করিতে যখন সর্ব্বদা "তুমি প্রসন্ন হও" মনে পড়িতে থাকে—তখন তোমার প্রসন্নতা লাভে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয়—তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার রাগদ্বেষ দূর করিয়া দাও। চিত্ত রাগদ্বেষরূপ মল বর্জ্জিত হইলেই সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তোমাতে তন্ময় হইয়া যায়। ইহাই চিত্তক্ষয়। এইরূপ চিত্ত বেদান্তবাক্য শ্রবণ মনন করিতে করিতে জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুষ্ঠানে আইসে। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করে। এই অপরোক্ষানুভূতির কথা সংক্ষেপে বলিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—রাগ ও দ্বেষ দূর করিবার জন্য কর্ম্ম। "রাগদ্বেষ যাক্" বলিলে ত রাগদ্বেষ যায় না—তজ্জন্য কিছু ত্যাগ চাই কিছু ত্যাগ করিতে হইলেই অন্য কিছু গ্রহণ করিতে হয়। কিছু গ্রহণ না করিয়া যে ত্যাগ হয়, সে ত্যাগে চিত্ত শূন্য অবস্থায় থাকে। রাগ ও দ্বেষের দোষ দর্শন করিতে করিতে চিত্ত বৈরাগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবদনুরাগ প্রাপ্ত হইলেই বিষয়-বৈরাগ্যসিদ্ধি হয়। এই অনুরাগটুকুই গ্রহণের বস্তু। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করিত করিতে যখন 'আমি করিতেছি' এ অভিমানও ছুটিয়া যায়, তখন নিষ্কাম কর্ম্মের শেষ অবস্থা। এই অবস্থায় হৃদয় ভগবদনুরাগে পূর্ণ থাকে। নিষ্কামকর্ম্মসিদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। পরে ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিবার জন্য উপাসনা অভ্যাস করিতে হয়। এসমস্তই আত্মজ্ঞানজন্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আত্মাকে জানিবে কে ? আত্মজ্ঞানই বা কিরূপ ?

ভগবান্—আত্মাই সকলের দ্রষ্টা, আত্মার দ্রষ্টা কেহ নাই। তুলসী বৃক্ষের জ্ঞান বলিলে জ্ঞানটি যেন বিষয়াকারে আকারিত। আত্মার কোন আকার নাই এবং আত্মাকে রূপরসাদির মত বিষয়ও বলা যায় না। 'আত্মজ্ঞান' একটি স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। নাম রূপাদি অনাত্ম বস্তুর আরোপ দ্বারা ইহা আকারিত থাকে। এই নামরূপাদি আবরণ দূর করিলেই, আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। জ্ঞান সর্ব্বদাই আছে; ইহার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না। অনাত্মবুদ্ধি-নিবৃত্তির জন্যই প্রয়াস আবশ্যক। কামনাই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে; সুতরাং কামনা-ত্যাগ হইলেই অনাত্মবুদ্ধি দূর হয়। আমার কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, কর্ম্মে কোন আত্মাভিমান নাই—ইহার অভ্যাসে আত্মবুদ্ধি দূর হয়। যাহা হউক, আত্মার অপরোক্ষানুভূতির উপায় শ্রবণ কর।

যাহা বলিলাম, তাহা সংক্ষেপতঃ এই :—

স্ব স্ব বর্ণাশ্রমমত কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা কর। তখন শ্রীভগবানের প্রসাদ বুঝিতে পারিবে। সেই প্রসন্নতা বুঝিলে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হইতে থাকিবে। ইহাই জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতারূপ সিদ্ধি। ইহারই অন্য নাম চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির পরে যেরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি— জ্ঞাননিষ্ঠাই এই অবস্থায় লাভ করিতে হয়॥ ৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

বিশুদ্ধয়া সর্ব্বসংশয়-বিপর্য্যয়-শূন্যয়া মায়ারহিতয়া বুদ্ধ্যা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজন্যয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যা যুক্তঃ সম্পন্নঃ সদা তদন্বিতঃ ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ আত্মানং কার্য্যকারণসঙ্ঘাতং শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং নিয়ম্য চ নিয়মনং কৃত্বা বশীকৃত্য উন্মার্গ-প্রবৃত্তের্নিবার্য্যাত্মপ্রবণং কৃত্বা চ শব্দাদীন্ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধান্ বিষয়ান্ জ্ঞাননিষ্ঠার্থশরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনান্নুপযুক্তান-নিষিদ্ধানপি ত্যক্ত্বা শরীরস্থিতিমাত্রার্থেষু চ তেষু রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য বিবিক্তসেবী বিবিক্তং জনসম্মর্দ্দরহিতং পবিত্রং চ যৎ অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহা তৎ সেবিতুং শীলং যস্য স শুচিদেশাবস্থায়ী লঘ্বাশী লঘু পরিমিতং হিতং মেধ্যং চ অশিতুং

শীলং যস্য স নিদ্রালস্যাদিচিত্তলয়কারিরহিত ইত্যর্থঃ যতবাক্‌কায়-
মানসঃ যতানি সংযতানি বাক্‌কায়মানসানি যেন সঃ যম-নিয়মা-
সনাদি-সাধনসম্পন্ন ইত্যর্থঃ নিত্যং সদৈব ধ্যানযোগপরঃ ধ্যানং
আত্মস্বরূপচিন্তনম্। যোগ আত্মবিষয় এবৈকাগ্রীকরণং।
তৌ ধ্যানযোগৌ তৎপরঃ তয়োরনুষ্ঠানপরঃ ন তু মন্ত্রজপতীর্থযাত্রাদি-
পরঃ কদাচিদিত্যর্থঃ বৈরাগ্যং দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়েষু বৈতৃষ্ণং সমু-
পাশ্রিতঃ সম্যগ্‌নিশ্চলত্বেন নিত্যমাশ্রিতঃ অহঙ্কারং মহাকুল-
প্রসূতোঽহং মহতাং শিষ্যোঽতিবিরক্তোঽস্মি নাস্তি দ্বিতীয়ো মৎসম
ইত্যভিমানং বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যম্।
স্বাভাবিকত্বেন ত্যাগস্যাঽশক্যত্বাৎ দর্পঃ হর্ষজন্যং মদং ধর্ম্মাতিক্রমকরণং
হৃষ্টো দৃপ্যতি দৃপ্তো ধর্ম্মমতিক্রামতি ইতি স্মৃতেঃ কামং বিষয়াভিলাষম্
ইচ্ছাং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিত ইত্যনেনোক্তস্যাপি কামত্যাগস্য পুন-

ম শ শ
র্ব্বচনং যত্নাধিক্যার্থং ক্রোধং দ্বেষং পরিগ্রহম্ ইন্দ্রিয়মনোগতদোষ-

শ শ
পরিত্যাগে শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তেন বা বাহ্যঃ

শ শ ম
পরিগ্রহঃ প্রাপ্তস্তং বিমুচ্য পরিত্যজ্য শিখাযজ্ঞোপবীতাদিকমপি

দণ্ডমেকং কমণ্ডলুং কৌপীনাচ্ছাদনং চ শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতং স্বশরীর-

ম শ শ শ
যাত্রার্থমাদায় পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা নির্ম্মমঃ দেহজীবন-

শ শ ম
মাত্রেঽপি নির্গতঃ মমভাবঃ অতএব শান্তঃ অহংকারমমকারাভাবাদ-

ম ম
পগতহর্ষবিষাদত্বাৎ চিত্তবিক্ষেপরহিতঃ যতির্জ্ঞানসাধনপরিপাক

ম ম শ
ক্রমেণ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় ব্রহ্মভাবনায় কল্পতে

ম
সমর্থোভবতি ॥ ৫১—৫৩ ॥

সংশয় বিপর্য্যয়শূন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধীরে ধীরে শরীরাদিকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদি বিষয় ত্যাগ, রাগদ্বেষ পরিত্যাগ, জনশূন্য পবিত্র গিরিগুহাদিতে বাস, লঘু আহার ভোজন, কায়মনবাক্য সংযম, প্রত্যহ ধ্যান এবং যোগ অনুষ্ঠান—পর এবং বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক পরিব্রাজক, অহংকার, বল, দর্প, ক্রোধ ও নিগ্রহ পরিত্যাগ করতঃ মমতা রহিত হইয়া এবং শান্ত হইয়া ব্রহ্ম ভাবনায় [সাক্ষাৎ কারে] সমর্থ হয়েন ॥ ৫১—৫৩ ॥

অর্জ্জুন—ব্রহ্মভাবনাতে সমর্থ হইতে হইলে যে সাধনাগুলি করিতে হইবে; তাহা ত এইখানে বলিতেছ। এইগুলি আর একবার ভাল করিয়া বল, যদ্দারা আমি অপরোক্ষানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারি।

ভগবান্—প্রথম হইতেই সমস্ত সাধনাগুলি সঙ্ক্ষেপে বলিয়া পরে ব্রহ্মভাবনার সাধনা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

(১) কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ১৮।৪৬ শ্লোকে ইহা বলিয়াছি। আপন আপন স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা কর। যদি বল, স্বভাবজ কর্ম্ম কিরূপে নিশ্চয় করা যাইবে? বর্ণাশ্রমের বাহিরে যাহারা, তাহাদের স্বভাবজ কর্ম্ম নিশ্চয় করা কঠিন। কারণ, এই সমস্ত লোক যেরূপ সঙ্গ করিবে, সেইরূপ কর্ম্মেই ইহাদের রুচি হইয়া যাইবে। বর্ণাশ্রমের বাহিরের লোকে এইজন্য শিক্ষা একরূপ পায় পরে বহুকাল গতে বুঝিতে পারে, তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম কি? বর্ণাশ্রমধর্ম্মে কিন্তু কর্ম্ম নির্দ্ধারণ সহজ। এখন যাহার যে কর্ম্মে রুচি, সেই কর্ম্ম দ্বারাই তাহাকে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে হইবে।

প্রতি কর্ম্মেই কিছু না কিছু দোষ আছে। কর্ম্মফলে আসক্তিই এই দোষ। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, ঈশ্বরের প্রসন্নতা জন্য কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম দোষশূন্য হইল। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুভব করিলেই, কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ হইল।

(২) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ—ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিলেই বুদ্ধি আর কোন বিষয়ে আসক্ত হইবে না; বিষয়, দোষযুক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র বিগতস্পৃহ হইবে; ইহা দ্বারা চিত্তজয় হইবে। এইরূপ অবস্থায় বিধিপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হইল।

(৩) জ্ঞাননিষ্ঠা—সন্ন্যাস লইয়া পরে বেদান্তবাক্য শ্রবণমনন দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই নিশ্চয়বুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই ভাবনাই অপরোক্ষানুভূতি। এই তিন শ্লোকে ব্রহ্মভাবনার সামর্থ্য যে সাধনা দ্বারা জন্মে, তাহাই বলিলাম। ইহাই জ্ঞাননিষ্ঠা। এইগুলি বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ, কর।

(১) বিশুদ্ধ বুদ্ধি—"অহং ব্রহ্মাস্মি" এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রথমেই আবশ্যক। বেদান্ত-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন জন্য যখন বুদ্ধি সংশয়বিপর্য্যয়শূন্য হয়, তখনই বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইল। বিশুদ্ধ বুদ্ধি জন্মিলে, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, ইহাও স্বাভাবিক হইবে। যতদিন এইগুলি অভ্যাস না হয়, ততদিন বিশুদ্ধ বুদ্ধি হয় নাই, জানিও। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ মোক্ষ জানা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বিশুদ্ধ বুদ্ধি।

(২) ধৃতি অভ্যাস—শরীর ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন না হয় তজ্জন্য শাস্ত্রোক্ত দৃঢ়াসন অভ্যাস করা চাই। শরীর ও ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকেও নিয়মিত করা চাই। নিয়ম্য চ—মূলের চ শব্দে প্রাণায়ামও সূচিত। সাত্ত্বিকী ধৃতির কথা এখানে স্মরণ কর।

(৩) শব্দাদি বিষয় ত্যাগ—ইহাই প্রত্যাহার। চিত্তকে সমস্ত রূপরসশব্দাদি হইতে ফিরাইতে হইবে।

(৪) রাগদ্বেষপরিত্যাগ—বাহিরে শব্দাদি হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিলেও

ভিতরে নানা বাসনা দ্বারা রাগদ্বেষ জন্মিতে পারে; সেইজন্য সর্ব্ববাসনাশূন্য হইয়া রাগদ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে।

(৫) শরীর ধারণ জন্য যতটুকু আবশ্যক, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া জনশূন্য পবিত্র দেশে বাস ও অল্পাহার। ইহা দ্বারা নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ হইবে। এইরূপে বাক্য মন ও শরীর সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করা চাই। বিবিক্তসেবা, লঘু আহার, বৈরাগ্য ও ধ্যানযোগ দ্বারা যতবাক্‌কায়মানস হওয়া যায়।

(৬) প্রত্যহ ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান-তৎপর হওয়া চাই। আত্মস্বরূপ চিন্তা করাই ধ্যান, আর আত্মসংস্থ হওয়াই যোগ।

(৭) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া শান্ত ও সর্ব্বপ্রকার মমতাশূন্য হইতে হইবে। যোগী একবারে আত্মাভিমান ত্যাগ করিবেন। অভিমান আসিলেই যোগবিভূতিতে লক্ষ্য পড়িবে। তখন মনে হইবে—আমার তুল্য আর কেহই নাই। ইহাই দর্প। দর্প হইলেই বহু কামনা আসিল, কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধ। ক্রমে বহু শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। এই জন্য অহং ত্যাগ করিয়া শান্ত ও মমতাশূন্য থাকিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মভূতঃ (শ) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতিদৃঢ়নিশ্চয়বান্‌ (ম) শ্রবণমননাভ্যাসাৎ প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদঃ শুদ্ধচিত্তঃ (ম) শমদমাদ্যভ্যাসাৎ (ম) ন শোচতি। (শ) কিঞ্চিদর্থ বৈকল্যম্‌ আত্মনো বা বৈগুণ্যমুদ্দিশ্য ন সন্তপ্যতে (শ) ন কাঙ্ক্ষতি (শ) ন হ্যপ্রাপ্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদ উপপদ্যতে (শ) (ম) নষ্টং ন শোচতি অপ্রাপ্তং ন কাঙ্ক্ষতি ইতি ভাবঃ (ম) সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (ম) আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সুখং দুঃখঞ্চ পশ্যতীত্যর্থঃ। (ম) এবম্ভূতঃ

জ্ঞাননিষ্ঠঃ পরাম্ উত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীম্। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্ ইত্যুক্তং মদ্‌ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনম্ উপাসনাং মদাকারচিত্তবৃত্ত্যা বৃত্তিরূপাং পরিপাকনিদিধ্যাসনাখ্যাং শ্রবণমননাভ্যাসফলভূতাং দ্বৈতদৃষ্টিবিবর্জ্জিতাং ভাবনাং লভতে ॥ ৫৪ ॥

যিনি ব্রহ্ম পাইয়াছেন, তিনি প্রসন্নচিত্ত, তিনি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী। এইরূপ ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

অর্জ্জুন—ব্রহ্মভূত হইলে কি ফললাভ হয়?

ভগবান্—(১) আত্মপ্রসন্নতা—সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্ত – আত্মপ্রসাদরূপ স্বভাব প্রাপ্ত (২) কোন কিছু নষ্ট হইলেও শোক নাই, অপ্রাপ্ত বিষয়েও আকাঙ্ক্ষা নাই, জড়সমাধি ভঙ্গে শরীর যেন তন্দ্রাগ্রস্তমত থাকে আর চৈতন্য সমাধিতে সর্ব্বদাপ্রসন্ন (৩) সর্ব্বভূতে সমদর্শী—সুখদুঃখ সম্বন্ধে সর্ব্বভূতে সমবোধযুক্ত। এইরূপ ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। পূর্ব্বে যে চারি প্রকার ভক্তের কথা বলা হইয়াছিল—চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী—এই জ্ঞানীর ভক্তির নাম পরা ভক্তি।

অর্জ্জুন—ব্রহ্মভূত যিনি, তিনি ত সমাধি অবস্থায় থাকেন। তাঁহার শোক, আকাঙ্ক্ষা, সর্ব্বভূতে সমান ইত্যাদির অবসর কোথায়?

ভগবান্—সমাধিকালে শুধু আনন্দেই স্থিতিলাভ হয়। কিন্তু সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, যেরূপ অবস্থায় তিনি থাকেন, তাহাই বলা হইল। জড় সমাধির ব্যুত্থানে যোগী একটা তামসিক আনন্দে মোহগ্রস্ত-মত, নিদ্রালু মত থাকেন; কিন্তু চৈতন্যসমাধিভঙ্গে যোগী প্রসন্নচিত্ত লঘুশরীর সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন। সকল বস্তুই তাঁহার নিকট ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই দ্বৈতদৃষ্টিহীন ভগবদ্ভাবনাই জ্ঞানীর ভক্তি বা পরা ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর ভক্তি এই পরা ভক্তি নহে। শ্রীভাগবতেও এই ভক্তির কথা বলা হইবে।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং শ্রীভগবানের আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম। আমিও গীতাশাস্ত্রে পূর্ব্বে বলিয়াছি যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি

পশ্যতি ইত্যাদি। জ্ঞানী যখন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন তখন তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি। কিন্তু যখন ব্যুত্থান দশায় আইসেন তখন তিনি আত্মাকে সর্ব্ববস্তুতে দেখেন এবং সর্ব্ববস্তুকে আত্মমধ্যেই দেখেন। পরাভক্তি সম্বন্ধে স্থূল কথা এই। এখানে যে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বলা হইল তাহাই পরাভক্তি। "সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসসহিতস্য প্রত্যগাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ যদবস্থানং সা পরা জ্ঞাননিষ্ঠেত্যুচ্যতে। সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠার্ত্তাদি ভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া পরা চতুর্থী ভক্তিরিত্যুক্তা। পরা ভক্তি অর্থ চতুর্থ প্রকার ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থীর ভক্তি প্রথম তিন প্রকারের। এই পরা ভক্তি দ্বারা ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা যায়। "তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি"।

অর্জ্জুন—আর একবার বল পরা ভক্তি কাহার হয়।

ভগবান্—প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়। ইহাতে ভগবানে বিশ্বাস হয়। তখন তাঁহাকে ভাল লাগে—তাঁহাতে রুচি হয়, রুচি হইতে হইতে শ্রদ্ধা জন্মে—তখন পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। ইহা গৌণী ভক্তি। ইহার পরে উপাসনা, উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। পরে বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ মননে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান নিশ্চয় হয়। তখন শমদমাদি অভ্যাসে নিরন্তর আত্মসংস্থ থাকা যায়—সর্ব্বদা আত্মপ্রসাদ লাভ হয়—আর কোন কিছুতে শোকও হয়না, আকাঙ্ক্ষাও থাকে না, সব সমান হইয়া যায়। জ্ঞানীর এই ভক্তির নাম পরা ভক্তি ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

অহং যাবান্ চ অস্মি উপাধিকৃতবিস্তরভেদঃ কিমহমণুপরিমাণো বা দেহসংমিতো বা তার্কিকাণামিবাকাশবৎ সকলমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগিত্বলক্ষণবিভুত্বাশ্রয়ো বা সপ্রপঞ্চাদ্বৈতবাদিনামিব স্বগত—ভেদবান্ বা অখণ্ডৈকরসো বেতি পরিমাণতস্তত্ত্বতো মাং তৎপদার্থং জানাতি। তথা অহং যশ্চ অস্মি বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিভেদ উত্তমঃ পুরুষ আকাশ-কল্পঃ। যদ্বা পরিপূর্ণসত্যজ্ঞানানন্দঘনঃ

ম শ
সদা বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিরখণ্ডৈকরস একঃ তং মাং

অদ্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসমজমজরমমরমভয়মনিধনং ভক্ত্যা

শ ব
জ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি

নী নী
অভিতঃ সাকল্যেন জানাতি। সাকল্যমেবাহ যাবান্

নী শ ম ম
যশ্চাস্মীতি। ততঃ মাং এবং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা অহমস্ম্যখণ্ডানন্দা-

ম ম
দ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকৃত্য তদনন্তরম্ বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মভোগেন

ম
দেহত্যাগানন্তরং নতু জ্ঞানানন্তরমেব। ক্ত্বা প্রত্যয়েনৈব তল্লাভে

তদনন্তরমিত্যস্য ব্যর্থাপাতাৎ তস্মা"ত্তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন

বিমোক্ষেথ সম্পৎস্য" ইতি শ্রুত্যর্থ এবাত্র দর্শিতো ভগবতা। বিশতে

ম ম
হ্যজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ সর্ব্বোপাধিশূন্যতয়া সদ্রূপ এব ভবতি।

নী
দর্পণাপায়ে প্রতিবিম্বো বিম্বমিব প্রবিশ ত। কার্য্যোপাধীনাং

জীবানাং কারণোপাধীশ্বরপ্রাপ্তিদ্বারৈব নিষ্কলব্রহ্মপ্রাপ্তিরিত্যাবেদিতং

প্রাগেব ॥ ৫৫ ॥

আমি [বিশ্বরূপে] যেরূপ এবং [অবিজ্ঞাত স্বরূপে] যাহা, [পরা] ভক্তি দ্বারা জ্ঞানী আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারেন। তাহার পরে আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া প্রারব্ধক্ষয়ানন্তর আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

অর্জ্জুন—তত্ত্বতঃ তোমাকে জানা কিরূপ ?

ভগবান্—আমি মায়া ও অবিদ্যা উপাধি দ্বারা যেরূপে বহু হই এবং সমস্তোপাধিশূন্য হইয়া আমি আমার প্রকৃত স্বরূপে যখন থাকি—উপাধিযুক্ত ও উপাধিমুক্ত এই দুই অবস্থার সহিত আমাকে জানাই তত্ত্বতঃ জানা।

অর্জ্জুন—ভক্তি ভিন্ন তোমাকে তত্ত্বতঃ জানা যায় না ?

ভগবান্—ব্রহ্ম-ভাবনার সামর্থ্য জন্মিলে পরা ভক্তি লাভ হয়। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীর ভক্তিই পরা ভক্তি। আমি আমার পরা ও অপরা প্রকৃতির সহ মিলিত হইয়া যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত—এই তত্ত্ব পরা ভক্তি ভিন্ন অন্য কোনরূপে জানা যায় না। আমি কখন বহু উপাধি ধারণ করিয়া এক হইয়াও বহুরূপে ভাসিতেছি, এক থাকিয়াও একই মুহূর্ত্তে বহুরূপে লীলা করিতেছি, আবার কখন সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্পন্দনশক্তিরূপা মহাকালীকে হৃদয়ে ধরিয়া মহাপ্রলয়ের পরে আপন শান্ত অদ্বিতীয় আকাশতুল্যরূপে প্রকাশিত হই—তখন আমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ,চলন-রহিত, গুণাতীত, আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত তুরীয় ব্রহ্ম। এই যে আমার রূপ ইহা আমি আপনি প্রকাশ করি বলিয়া জীবে ইহার কথা কহিতে পারে। ইহা জ্ঞানরূপা পরা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না। আমার স্বরূপ জানা ও আমার পরমানন্দ স্বরূপে প্রবেশ করা একই কথা। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" জানা ও হওয়া এখানে এক। জানিলেই হওয়া হইয়া যায়।

অর্জ্জুন—তদনন্তর তোমাতে প্রবেশ করে—ইহা বল কেন ?

ভগবান্—পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন। তাঁহা হইতেই মায়া উঠিল, উঠিয়া কল্পনা যেমন মন অভিমানী জীবকে খণ্ড করে, সেইরূপে মায়া ব্রহ্মকে খণ্ডমত করিল। এখন মায়া-দর্পণে ব্রহ্মের যে মূর্ত্তি, তাহাই ঈশ্বর। এইরূপে বহু অবিদ্যা-দর্পণে ঈশ্বরের যে খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তি, তাহাই জীব।

দর্পণ ভাঙ্গিয়া গেলে প্রতিবিম্ব যেমন বিম্বেই প্রবেশ করে, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা উপাধির নাশ হইলে, জীব ও ঈশ্বর-চৈতন্য ব্রহ্মেই মিলাইয়া যায়। সেইজন্য বলা হইতেছে—তদনন্তর অর্থাৎ প্রারব্ধক্ষয়ে দেহনাশের পর। "জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" মূলে যে এইরূপ আছে, তাহাতেই জানা যাইতেছে যে, 'ত্বা' এই প্রত্যয় অর্থেই তাহার পর। 'জ্ঞাত্বা' দ্বারাই যখন জ্ঞানের পর বুঝাইল, তখন আবার তদনন্তর দিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। সেইজন্য তদনন্তর অর্থ—সমস্ত উপাধিভঙ্গের পর। অতি বলবান্ প্রারব্ধ-ভোগের পর দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগেই

উপাধি ভঙ্গ হইল। উপাধিভঙ্গেই ঘট-নাশ হয়। ঘট-নাশে ঘটাকাশ, মহাকাশে প্রবেশ করিল।

অর্জ্জুন—এই "বিশতে তদনন্তরম্" শ্লোকের অর্থে জ্ঞানী ও ভক্ত বিবাদ করিতে ত পারেন?

ভগবান্—কিরূপ?

অর্জ্জুন—জ্ঞানী বলেন—অজ্ঞান-নিবৃত্তিই জ্ঞানের কার্য্য। ভক্ত বলেন—শ্রীভগবান্‌কে নিরূপণ করাই ভক্তির কার্য্য।

ভগবান্—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ৫।১৫ "আমি দেহ।" এইরূপ জানাই অজ্ঞান। "আমি আত্মা" এইরূপ জানাই জ্ঞান। "আমি দেহ" এই জানারূপ অজ্ঞানে "আমি আত্মা" এই জানারূপ জ্ঞান আবৃত বলিয়াই জন্তুগণ মোহ প্রাপ্ত হইতেছে। রজ্জুকে সর্প জানার মত যখন দেহকে আত্মা বলিয়া যখন জানা হয়, তখনই অজ্ঞান। সর্পের সঙ্গে রজ্জুর যে ভেদ বা দেহের সহিত আত্মার যে ভেদ, অথবা দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে ভেদ, এই ভেদটি ভুলাইয়া একেকে আর যিনি দেখান, তিনি হইলেন মায়ার আবরণ শক্তি। ভেদকে আবৃত করেন বলিয়াই ইঁহাকে আবরণ-শক্তি বলে। আর যদ্দ্বারা দ্রষ্টা সর্ব্বদা দৃশ্য হইতে পৃথক্ থাকেন, যদ্দ্বারা আমি আমার দৃশ্য মন হইতে পৃথক্ থাকি, তাহাই জ্ঞান। বাহিরে আকাশ দেখিতেছি, আমি তাহার দ্রষ্টা মাত্র। আকাশ দেখিতে দেখিতে চিত্তটা আকাশ আকারে আকারিত হইয়া যায়। আমি তখন আকাশ আকারে আকারিত আপন চিত্তকেই দেখি। ইহা একপ্রকার সমাধি। কিন্তু চিত্ত যখন স্পন্দনশূন্য অবস্থায় থাকে, তখন চিত্তক্ষয় হইয়া যায়। যোগ দ্বারাও চিত্তক্ষয় হয়। চিত্তক্ষয় হইলে দ্রষ্টা স্বরূপে আমিই থাকি। আমাতে যে সমাধি, তাহাও অস্মিতা সমাধি। ইহাই অস্তিভাবে স্থিতি। ইহার সহিত চিৎ ও আনন্দ মিশ্রিত হইলেই আমি স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে পারি।

আত্মভাবে স্থিতিলাভ করা অর্থে, যাহা এতদিন খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইত, তাহাই উপাধিক্ষয়ে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হওয়া। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। ইহাই খণ্ডের অখণ্ডে প্রবেশ। সম্পূর্ণরূপে উপাধি ধ্বংস না হইলে ইহা হয় না বলিয়া বলা হইল, "বিশতে তদনন্তরম্।" খণ্ড আত্মা আপনার দেহাত্মবোধ যে ত্যাগ করে, তাহা ভক্তির সাহায্যে। খণ্ড মনে করাই শক্তিহীন হওয়া। শক্তিহীন জনে শক্তিমান্‌কে ডাকিলে তবে তাঁহার সাহায্যে শক্তি লাভ করিতে পারে। উপাধিব্যাধিগ্রস্ত আত্মা উপাধি ত্যাগ করিবার জন্যই ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকেন। মায়াও ঈশ্বরের উপাধি বটে, কিন্তু সে উপাধিতে ঈশ্বর বদ্ধ নহেন। উপাধিবদ্ধ জীব, উপাধিবন্ধনমুক্ত ঈশ্বরকে কাতরে ডাকিতে ডাকিতে যখন তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ সাধনা করে—যখন নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া, উপাসনা দ্বারা চিত্ত একাগ্র করিয়া—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে পারে, তখনই উপাধিশূন্য হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থানে সমর্থ হয়। ভক্তিসাহায্যে জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ পরা ভক্তি এইরূপ। এখানে বিবাদের কোন কিছুই নাই। কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ জ্ঞানলাভ হয়, ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

আর এক কথা বলি। এই যে আমার কৃষ্ণমূর্ত্তি, ইহা জ্ঞান ও আনন্দঘন মূর্ত্তি। আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম যে ব্যাপক আত্মা বা অধিষ্ঠান-চৈতন্য, তাহাই সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। তাহাই

আত্মমায়া দ্বারা এই কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তুমি এই সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠান-চৈতন্য-ঘন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এই কৃষ্ণমূর্ত্তিকে সর্ব্বদা ডাক—যেখানে অধিষ্ঠান-চৈতন্য আছেন, সেইখানে সচ্চিদানন্দ-ঘনকৃষ্ণমূর্ত্তিও আছেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া তুমি কৃষ্ণমূর্ত্তির কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা কর, বল, দেখা দাও;—বহুকাল ধরিয়া কাতরভাবে এই সাধনা কর, সঙ্গে সঙ্গে নিত্য কর্ম্ম করিয়া যাও। দেখ দেখি, আমি তোমাকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া আমার অখণ্ডরূপে তোমার স্থিতিলাভ করাইয়া দিই কিনা? ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহং ভগবান্ বাসুদেব ঈশ্বর এব ব্যপাশ্রয়ঃ শরণং যস্য স মদেকশরণো ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ সন্ন্যাসানধিকারাৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি অপি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপাণি লৌকিকানি প্রতিষিদ্ধানি বা সদা কুর্ব্বাণঃ মৎপ্রসাদাৎ মমেশ্বরস্যানুগ্রহাৎ শাশ্বতং নিত্যম্ অব্যয়ম্ অপরিণামি পদং বৈষ্ণবম্ অবাপ্নোতি। স্বকর্ম্মণা ভগবতোঽভ্যর্চ্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা। স ভগবদ্ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায় ॥ ৫৬ ॥

আমার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলেও, আমার প্রসাদে নিত্য অপরিণামী পদ লাভ করিবে ॥ ৫৬ ॥

ভগবান্—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ইহাতে সমস্ত সাধনার কথা বলা হইল। ভক্তিসাহায্যে জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ পরা ভক্তির পরে পরমানন্দে স্থিতিরূপ প্রবেশের কথাও বলা হইল। এক্ষণে উপসংহার করিতে হইবে। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভই সমস্ত সাধনার আদি সোপান।

আপন আপন স্বভাবজ কর্ম্মদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা—ইহাই ভক্তিযোগ। এই ভক্তি-যোগের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ফল হইতেছে—জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিতে করিতে যখন ভগবৎকৃপা অনুভব হইতে থাকে, তখন ঐ সাধনার সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ অবস্থাতেই জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা লাভ হয়।

আবার যাহার জন্য এই জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহা মোক্ষ। ভক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম, জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ পরা ভক্তি এবং মোক্ষ --ইহাই হইল সমস্ত অঙ্গবিশিষ্ট সাধনা।

এক্ষণে ভগবদ্‌ভক্তি যোগকে স্তুতি করা হইতেছে ; কারণ, ইহাই মূল। উপসংহারকালে—যাহা অবলম্বন করিলে অন্য সমস্ত প্রাপ্তির আশা থাকে—সেই ভিত্তির কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক।

মদ্ব্যপাশ্রয় হইয়া—মদেকশরণ হইয়া—সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে আমি তোমার "তবাহস্মি" ইহা প্রার্থনা করিতে করিতে যিনি সমস্ত কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করেন—এমন কি, পূর্ব্ব-দুষ্কৃত বশে যাঁহাকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেও হয়, তিনিও সেই প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মকালেও যখন শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া তাঁহাকেই দৃঢ়ভাবে স্মরণ করিতে করিতে—কর্ম্মের ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া—হে ভগবান্ প্রসন্ন হও, হে ভগবান্ কৃপা কর—এই বলিতে বলিতে ঐ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মও করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্ত। এরূপ ভক্তও আমার প্রসন্নতা লাভ করেন। আমার প্রসন্নতা লাভ হইলেই অন্য অন্য সাধনাগুলি নানা সুযোগে উদয় হয়—হইয়া তিনি শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে স্থিতি লাভ করেন।

এখানে সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, পূর্ব্বকর্ম্মবশে, এক্ষণে সংসারপালনাদি যেরূপ কর্ম্মই কেন লোকে করুক না, যদি তাহা ঈশ্বরকে দৃঢ়ভাবে ডাকিতে ডাকিতে করে, তবে সেও পরম গতি লাভ করিতে পারে।

অর্জ্জুন—কর্ম্মজা সিদ্ধি ও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির কথা আর একবার বল।

ভগবান্—যাহার অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় নাই, সে চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সহজ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। আর যাহার অন্তঃকরণশুদ্ধি হইয়াছে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু সন্ন্যাসে কেবল ব্রাহ্মণই অধিকারী। সন্ন্যাসশ্চ ব্রাহ্মণেনৈব কর্ত্তব্যো ন ক্ষত্রিয়বৈশ্যাভ্যামিতি প্রাগুক্ত ভগবতা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ইহাতে অধিকার নাই এজন্য জনকাদি সম্বন্ধে বলিয়াছি—কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। যদি জিজ্ঞাসা কর, চিত্ত-শুদ্ধির পরে ক্ষত্রিয় কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে বা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিবে? অন্তঃকরণশুদ্ধি হইলে কর্ম্ম করিবে না—যোগারোহণেচ্ছুর জন্য কর্ম্ম কিন্তু যোগারূঢ়ের জন্য শমই আবশ্যক। ক্ষত্রিয়ের চিত্তশুদ্ধি হইলে যেমন কর্ম্মত্যাগেরও বিধি নাই (স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ) সেইরূপ কর্ম্ম করারও বিধি নাই। (শমঃ কারণমুচ্যতে) তোমার এইরূপ ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু

ক্ষত্রিয় এই অবস্থায় মদেকশরণ হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিলেও আমার প্রসাদে নিত্যপদ লাভ করিবে, জানিও। ভগবদ্ভক্তি প্রশংসা করিয়াই ইহা বলিতেছি, ইহা স্মরণ রাখিও ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

যস্মাৎ মদেকশরণতামাত্রং মোক্ষসাধনং ন কর্ম্মানুষ্ঠানং কর্ম্মসন্ন্যাসো বা তস্মাৎ ক্ষত্রিয়স্ত্বং চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি ময়ি ঈশ্বরে সংন্যস্য যৎ করোষি যদশ্নাসী-ত্যুক্তন্যায়েন সমর্প্য মৎপরঃ অহং বাসুদেব এব পরঃ প্রিয়তমো যস্য স ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ সন্ বুদ্ধিযোগং পূর্ব্বোক্তসমত্ব-বুদ্ধিলক্ষণং যোগং বন্ধহেতোরপি কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বসম্পাদকম্ উপাশ্রিত্য অনন্যশরণতয়া স্বীকৃত্য সততং সর্ব্বদা মচ্চিত্তঃ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে এব চিত্তং যস্য ন কাঞ্চন-কামিন্যাদৌ বা স ভব ॥ ৫৭ ॥

বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও; এবং বুদ্ধিযোগ [সমত্ব] বুদ্ধি-আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও ॥ ৫৭ ॥

অর্জুন —: তোমার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম করিলেই আমার হইবে ?

ভগবান্—তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি আমার শরণাপন্ন হও—ইহাই তোমার মোক্ষ। কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মানুষ্ঠান—কিছুই তোমার আবশ্যক নাই।

অর্জ্জুন—কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে যেন যাইলাম না; কিন্তু কিরূপে চলিব, বল?

ভগবান্—আমার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম কর। শুধু মুখে বলিলাম "হে ঠাকুর! হে প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা" অথচ কর্ম্মের ফল জন্য কাতর হইলাম ইহাতে শরণ লওয়া হইল না। "যৎকরোষি যদশ্নাসি" ইত্যাদি সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিতে হইলে বিবেকবুদ্ধি আবশ্যক। সুখে দুঃখে, জয় পরাজয়ে, শুধু ঈশ্বর-প্রীতির জন্য যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়াছেন। লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, দুঃখ, সুখ—ইত্যাদিতে সমান বোধ হইলেই সমত্ব বুদ্ধি হইয়াছে, জানা যায়। সমত্ব বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম হয় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মে সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও। সর্ব্বদা আমার ভালবাসায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিও—নতুবা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ হইবে না। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক, কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়া আবশ্যক—নতুবা কর্ম্মানুষ্ঠানের পর কর্ম্মার্পণ নিষ্ফল। যৎ করোষীত্যাদিনা অর্পয়িত্বৈব কর্ম্মাণি কুরু ন তু কৃত্বার্পয়েতি ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

মচ্চিত্তস্ত্বং (ম) সর্ব্বদুর্গাণি (শ) সর্ব্বাণি দুস্তরাণি (শ) সংসারহেতুজাতানি কাম-ক্রোধাদীনি (ম) সংসারদুঃখসাধনানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি (ম) অনায়াসেনৈবাতিক্রমিষ্যসি (শ) অথ চেৎ (শ) যদি তু (শ) ত্বং মদুক্তে (ম) বিশ্বাসমকৃত্বা (ম) অহঙ্কারাৎ (শ) পণ্ডিতোঽহমিতি (শ) গর্ব্বাৎ (ম) ন শ্রোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি (শ) ততস্ত্বং (শ) বিনঙ্ক্ষ্যসি (শ) বিনাশং গমিষ্যসি (শ্রী) পুরুষার্থাৎ ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি (ম) ॥ ৫৮ ॥

মদ্‌গতচিত্ত হইলে, আমার প্রসাদে দুস্তর দুঃখরাশি পার হইতে পারিবে ; আর যদি অহঙ্কারে না শোন, বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

অর্জ্জুন—তোমাগতপ্রাণ হইলে কি হইবে ?

ভগবান্—অন্য অভিলাষ ছাড়িয়া প্রাণ আমাকেই সমর্পণ কর ; দেখিবে, আমার কৃপায় দুস্তর দুঃখরাশি-পরিপূর্ণ সংসার-সাগর পার হইয়া যাইবে। আমার কৃপা ভিন্ন ইন্দ্রিয় রিপু ইত্যাদি দমন করা সকলের সাধ্য নহে। কিন্তু সকলেই আমার শরণ লইতে পারে।

অর্জ্জুন—লয় না কেন ?

ভগবান্—আমি পণ্ডিত, আমি শ্রুতি জানি, গীতা আবার একটা কি বলিবেন ; কৃষ্ণই বা এমন কি বলিতে পারেন যা আমি জানি না—এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যাহারা আমার কথা অবহেলা করে, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন—হে পতিতপাবন ! কত আশ্বাসের কথাই তুমি বলিতেছ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম-বশে ব্রাহ্মণ হইয়াও কত লোককে কত কারবার করিতে হইতেছে, এমন কি, গো-শকটেরও চালক হইতে হইয়াছে ; পাচক ব্রাহ্মণ হইতেও হইয়াছে। ইহারাও যদি তোমার শরণ লয়—যদি সকল কর্ম্ম প্রথমে তোমাতে অর্পণ করিয়া পরে কার্য্য করে—যদি সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে করিতে তোমাকে ডাকে—যতই কেন যাতনায় পড়ুক না—তোমাকে জানাইতে না ভুলে, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে তাহারাও মুক্তিলাভ করিবেই। ইহা অপেক্ষা আশ্বাসবাক্য আর কি হইতে পারে ?

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ * ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ত্বং চ অহঙ্কারং (শ) ধার্ম্মিকোঽহং ক্রূরং কর্ম্ম ন করিষ্যামীতি (ম) মিথ্যাভিমানম্ (ম) আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ন যুদ্ধং করিষ্যামি (ম) ইতি যৎ (ম) মন্যসে চিন্তয়সি (শ) নিশ্চয়ং করোষি (শ) এষ (শ) তে তব (শ্রী) ব্যবসায়ঃ (শ্রী)

* মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে ইতি বা পাঠঃ।

শ ম শ

নিশ্চয়ঃ মিথ্যা এব যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষত্রস্বভাবঃ ক্ষত্রজাত্যা-

শ্রী

রন্তকো রজোগুণস্বভাবঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়ি-

শ্রী

ষ্যত্যেব ॥ ৫৯

যদি অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না—এইরূপ মনে কর, এ চেষ্টাও তোমার মিথ্যা ; কারণ, প্রকৃতি তোমায় নিয়োগ করিবে ॥ ৫৯ ॥

অর্জ্জুন—আচ্ছা, যদি সত্যসত্যই তোমার কথা না শুনি, আর অহঙ্কার করিয়া বলি—যুদ্ধ করিব না, আমাকে কি কেহ জোর করিয়া যুদ্ধ করাইতে পারে ?

ভগবান্—নিশ্চয়ই ! তুমি "যুদ্ধ করিব না" বলিলেই কি তোমার প্রকৃতি তোমায় ছাড়িবে ? তোমার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া, তোমাকে যুদ্ধ করাইবে। তোমার রজঃ প্রকৃতিকে কিরূপে ত্যাগ করিবে-বল ?

অর্জ্জুন—তোমার সাহায্যেও কি প্রকৃতিকে পরাভব করা যায় না ?

ভগবান্—বালকের মত হইয়া বালককে বশীভূত করিতে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে চলিয়া প্রকৃতিকে বশে আনিতে হয়। তুমি ক্ষত্রিয়—বহু বহু বার সঙ্কল্প করিয়াছ—যুদ্ধ করিবে, ইহা তোমার রজঃ প্রকৃতিতে করাইয়াছে এক্ষণে যুদ্ধ না করিয়া যদি চুপ করিয়া থাক তথাপি মনে মনে তোমারপ্রকৃতি যুদ্ধই করিবে—ইহাতে আর ফল কি হইল, এইজন্য বলিতেছি—প্রকৃতিমত কার্য্য কর ; কিন্তু কোন ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিও না—সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, চিন্তা করিও না—কেবল আমি প্রসন্ন হইব—এই চিন্তা থাকুক। তবেই দেখ প্রকৃতি-পুরুষ-সেবা করিয়াও তুমি প্রকৃতি জয় করিলে ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় ! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

শ ম

হে কৌন্তেয় ! মোহাৎ অবিবেকতঃ স্বতন্ত্রোঽহং যথেচ্ছামি

ম
তথা সম্পাদয়িষ্যামীতি ভ্রমাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি স্বভাবজেন

শ্রী　　শ্রী
স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারঃ। তস্মাজ্জাতেন স্বেন

শ　শ্রী　শ　শ
আত্মীয়েন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা নিবদ্ধঃ নিশ্চয়েন

শ　শ্রী　ম　শ　শ
বদ্ধঃ যন্ত্রিতঃ অতএব অবশোঽপি অনিচ্ছন্নপি পরবশ এব তৎ কর্ম্ম

করিষ্যসি ॥ ৬০ ॥

হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ যাহা করিতে তুমি ইচ্ছা করিতেছ না, স্বীয় স্বভাবজ কর্ম্মে নিবদ্ধ থাকায় তুমি অবশ হইয়াই তাহা করিবে ॥ ৬০ ॥

অর্জ্জুন—আমার ইচ্ছা না থাকিলেও কি প্রকৃতি আমায় করাইবে?

ভগবান্—নিশ্চয়ই। তুমি মনে করিতেছ—তুমি শান্ত ধার্ম্মিক, তুমি কেন অহিংসা ত্যাগ করিতে পারিবে না? ইহা তোমার মোহ। তুমি সাময়িক উত্তেজনায় তোমার প্রকৃত স্বভাব ভুলিয়াছ। তুমি জান—তোমার স্বভাবজ কিছু কর্ম্ম আছে। তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও, সেই স্বভাবজ কর্ম্ম তোমায় অবশ করিয়া আপন পথে চলিবে। এই যে স্বভাব বা প্রকৃতি কর্ম্ম করে, তাহাও আমার ইচ্ছায় জানিও। তুমি স্বভাবের এবং আমার ইচ্ছার বিরোধী হইয়া কি কখন জয় লাভ করিতে পারিবে মনে কর?

অর্জ্জুন—জীবের স্বাধীনতা তবে আর কি রহিল?

ভগবান্—জীব আপন স্বরূপে আমারই মত স্বাধীন। প্রকৃতির অধীন হওয়াই জীবের জীবত্ব। জীবচৈতন্য আপন স্বরূপে নিষ্ক্রিয়। তবে ইঁহার কর্ম্ম আছে লোকে যে বলে, সেটা অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহের মত প্রকৃতিপ্রবিষ্ট আত্মাতে আরোপ মাত্র। কর্ম্মটা প্রকৃতিরই করা—আত্মা অসঙ্গ। প্রকৃতি কর্ম্ম করিলেও আত্মা অসঙ্গভাবে থাকিতে পারেন, ইহাই আত্মার স্বাধীনতা। নতুবা প্রকৃতি আপন সত্ত্বরজস্তমো গুণের উদয়ে কর্ম্ম করিবে আর আত্মা সেই প্রকৃতিকে স্থির রাখিবে—এইরূপ করার নাম যদি স্বাধীনতা হয়, তবে তাহা আত্মার নাই। প্রকৃতি যাহা করে করুক, আমি তাহার কর্ত্তা নই—এবং আমার কোন কর্ম্মও নাই—ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আমার উপর প্রকৃতির কোন কর্তৃত্ব নাই ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

হে অর্জ্জুন ! হে শুক্ল ! হে বিশুদ্ধান্তঃকরণ ! অহশ্চ কৃষ্ণমহ-রর্জ্জুনং চেতি দর্শনাৎ ঈশ্বরঃ ঈশনশীলো নারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোঽয়ং পৃথিবী ন বেদ ; যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরোযময়তি, যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধঃ। সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং পৃথিব্যাদীনামস্মাকঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়দেশে অন্তঃকরণে বুদ্ধিগুহায়াং তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে সর্ব্বব্যাপকোঽপি তত্রাভি-ব্যজ্যতে সপ্তদ্বীপাধিপতিরিব রাম উত্তরকোসলেষু এতাদৃশমীশ্বরং ত্বং জ্ঞাতুং যোগ্যোঽসীতি দ্যোত্যতে "হে অর্জ্জুন" ইতি সম্বোধনেন। তথাচ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"। ইতি "অন্তর্যামিব্রাহ্মণঞ্চ," "য আত্মনি তিষ্ঠন্না

ত্মানমন্তরে যময়তি যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরমেষ ত

শ্রী
আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।”

ম শ শ
কিং কুর্ব্বন্ তিষ্ঠতি ইত্যাহ? সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি ইব

শ ম
যন্ত্রাণ্যারূঢ়ান্যধিষ্ঠিতানীবেতি ইব শব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। যথা মায়াবী

সূত্রসঞ্চারাদি যন্ত্রমারূঢ়ানি দারুনির্ম্মিতপুরুষাদীন্যত্যন্তপরতন্ত্রাণি

ম শ শ
ভ্রাময়তি তদ্বৎ মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্

ম ম শ শ আ আ
ইতস্ততশ্চালয়ন্ তিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ। দারুময়ানি যন্ত্রাণি যথা

লৌকিকো মায়াবী মায়য়া ভ্রাময়ন্ বর্ত্ততে তথেশ্বরোঽপি সর্ব্বাণি

ভূতানি ভ্রাময়ন্নেব হৃদয়ে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে রহিয়াছেন। কিরূপে স্থিত জিজ্ঞাসা করিতেছ? সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় দারুময় পুরুষাদির ন্যায় মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থির রহিয়াছেন ॥ ৬১

অর্জ্জুন—ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তুমিই ত ঈশ্বর। তুমি সর্ব্বভূতে আছ; কিন্তু পূর্ব্বে যে বলিয়াছ—“মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ” (৯।৪)

ভগবান্—অব্যক্তরূপে আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি “ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা” (৯।৪) সকল জীব অব্যক্তমূর্ত্তি—আমাতে আছে; কিন্তু আমি কোন ভূতে নাই—ইহার ভাব তুমি স্মরণ কর। মনে কর, তোমার দেহে যে রক্তবিন্দু, তাহাতে কত জীব আছে। সেই সমস্ত জীব তোমাতে আছে সত্য, কিন্তু তুমি কি তাহাতে আছ? ইহা স্থূল

কথা। কিন্তু আমি যে অব্যক্তমূর্ত্তির কথা বলিতেছি, তাহা জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ আমাতে সকল বস্তু আছে, কিন্তু সকল বস্তুতে আমি নাই। আমি সকলকে জানি, কিন্তু সকলে আমাকে জানে না। পরশ্লোকে বলিতেছি "ন চ মৎস্থানি ভূতানি"। পূর্ব্বের "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" ইহার সহিত "ন চ মৎস্থানি ভূতানি" ইহার বিরোধ দেখিতেছ। আমাতে ভূত সকল আছে, আবার আমাতে ভূত নাই, এই দুইটি সত্য। আমার স্বরূপে আমাতে আমিই আছি, কোন ভূত নাই; কিন্তু মায়িক রূপে আমাতে ভূত সকল আছে। ৯।৪-৫ জ্ঞাতব্য দেখ। আবার "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইহার সহিত "ন চাহং তেম্বস্থিতঃ" ইহার বিরোধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বাস্তবিক বিরোধ নাই, আমি যখন স্বরূপে অবস্থান করি, তখন সৃষ্টি কোথায়? কিন্তু যখন মায়ার সাহায্যে সমস্ত সৃজন করি তখন "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ। সকলের মধ্যে আমি অনুপ্রবিষ্ট হই। আমি না থাকিলে, অন্য কাহারও সত্তা নাই। সমস্ত মায়িক জগৎ আমার দেহ। আমি দেহের প্রাণ। পরমার্থ ও মায়িক ভাবে দেখ; সমস্তই স্পষ্ট হইবে। আকাশ সকল বস্তুকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে; আবার আকাশ সকল বস্তুর মধ্যে আছে।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বের কথা বুঝিলাম ; কিন্তু মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইতেছ; ইহা কিরূপ ?

ভগবান্—আমার মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। গুণ অর্থ রজ্জু। রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিলে দেখিতে পাও—কেহ নড়িতে পারে না ; কিন্তু মায়ারজ্জুর বন্ধনে জীব নিরন্তর ছুটিয়া বেড়ায়। আশ্চর্য্য নহে কি ?

অর্জ্জুন—বড়ই আশ্চর্য্য বটে।

"অপূর্ব্বেয়ং হরের্ম্মায়া ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
যয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি ॥"

মায়াবন্ধনমুক্ত হইলে স্থির, মায়াবন্ধনযুক্ত হইলে চলন। জীবের ভ্রমণ মায়িক ভাবে সত্য কিন্তু পরমার্থতঃ মিথ্যা। আমার ভ্রমণের মত।

যন্ত্রেতে আরূঢ় ভূত সকলকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইতেছ তুমি। যন্ত্রটা হইতেছে জীবের দেহ। ঐ যন্ত্রে আরোহণ ব্যাপারটা হইতেছে দেহে আত্মার অভিমান; ভ্রমণ করাণ ব্যাপারটি হইতেছে বিহিত বা অবিহিত কর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তি।

ভগবান্—বেশ ভাল করিয়া এই শ্লোকটি ধারণা কর।

অর্জ্জুন—আমি তোমার উপদেশ নিজের উপর খাটাইয়া লইব।

ভগবান্—আচ্ছা।

অর্জ্জুন—যুদ্ধে জ্ঞাতি বধ হইবে বলিয়া আমি যুদ্ধ করিব না বলিতেছিলাম। কিন্তু তুমি বলিতেছ আমি রজোগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়। এইজন্য নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব অতিক্রম করিয়া আমি একবারে ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকত্ব আচরণ করিতে পারিব না। বলিতেছ "প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি" ; বলিতেছ—"মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে" "মোহাৎ কর্ত্তুং যৎ ন ইচ্ছসি" আমার একবারে

সাত্বিক হইবার চেষ্টাকে উন্মত্ত-চেষ্টা বলিতেছ। আমি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া মোহ জন্য এইরূপ ক্ষণিক উত্তেজিত হইয়াছি মাত্র। আমাকে সাত্বিক হইতে হইলে রজোগুণের কর্ম্ম দ্বারাই উহা লাভ করিতে হইবে। দেখ অনেক কথা এস্থানে আছে।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—রাজসিক ব্যক্তির মধ্যে যে সত্বগুণ নাই তাহা ত বল না; আমি ক্ষত্রিয় বলিয়া যে ব্রাহ্মণত্ব আমাতে নাই, তাহা ত নহে; তবে আমি একবারে ব্রাহ্মণত্বের কার্য্য করিতে পারিব না কেন?

ভগবান্—তোমার মধ্যে সত্ব রজঃ তম তিন গুণই আছে। গুণত্রয় সর্ব্বদা একসঙ্গেই থাকে। কিন্তু গুণত্রয়ের বিভাগ অনুসারে যে বর্ণভেদ আমি করিয়া থাকি, তাহাও ত একটা নিয়ম মত করি। দেখ সত্ব ও তমগুণ উভয়েই কর্ম্মশূন্যতার দিকে লইয়া যায়। তবে ইহাদের পার্থক্য এই যে সত্বগুণে জগতের সর্ব্বত্র জ্ঞান ও আনন্দরূপ আমি প্রকাশিত হই; আর তমোগুণে বস্তুর স্বরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। এই দুই গুণের মধ্যে রজোগুণ যখন যখন সত্বের দিকে প্রধাবিত হইতে চায় অর্থাৎ যেখানে রজঃপ্রবল সত্বগুণ লক্ষিত হয়,আমি তাহাকেই ক্ষত্রিয়ত্ব বলি। সত্বগুণে বুদ্ধির কার্য্য অধিক; কিন্তু রজঃপ্রবল সত্বগুণের কার্য্য রক্ষা। এস্থানে বুদ্ধিবল অপেক্ষা বাহুবলই প্রাধান্য লাভ করে। এজন্য যুদ্ধাদি কার্য্যেই দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করিয়া বাহু-বলের অবসানে পরজন্মে ইহারা বুদ্ধিজীবী হইয়া জন্মে। আবার দেখ; রজোগুণ যখন তমের দিকে প্রধাবিত হয়, সেই রজঃপ্রবল তমকে আমি বৈশ্যত্ব নাম দিয়া থাকি; এখানে অর্জ্জনই প্রধান কার্য্য। আর শুধু তমোগুণ অপ্রকাশ মাত্র। ইহা অজ্ঞান। অজ্ঞানী, জ্ঞানীর সঙ্গ সর্ব্বদা প্রার্থনা করে। ক্ষুদ্র বস্তু পূর্ণ বস্তুকেই ভাল বাসে। যাহার স্বভাবে যাহা অভাব, সে যেখানে অভাবের পূর্ণতা দেখে সেইখানে দাসত্ব করে। বীরপুরুষ আপন বীরত্ব অপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখিলে তাহার সেবা করিতে চায়, অল্প ধনী অধিক ধনবান্ দেখিলে—যখন স্বভাববশে চলে তখন তাহার সেবাই করিতে চায়। এইজন্য তমোগুণে সেবাই স্বাভাবিক কার্য্য। তুমি ক্ষত্রিয়, কেন না তোমার মধ্যে রজঃপ্রবল সত্বগুণ আছে। এই রজঃপ্রবল সত্বগুণ জন্য তোমার এইরূপ জন্মই হইয়াছে। জন্মগ্রহণও ইহার ফল। তুমি রজঃপ্রবল সত্বভাব লইয়া জন্মিয়াছ এইজন্য তোমার শরীরের গঠন—শরীরের বর্ণ ইত্যাদিও ঐ ভাবের ফলস্বরূপ। যেমন তুমি ইচ্ছা করিলেই তোমার কৃষ্ণ বর্ণকে গৌর করিতে পার না, সেইরূপ ইচ্ছামাত্রই তুমি রজঃপ্রবল সত্বগুণকে একবারে সত্ব করিতে পারিবে না। নিষ্কাম কর্ম্ম কি ধারণা কর। ধারণা করিলে দেখিবে, ঐ কর্ম্ম দ্বারা তোমার রজোগুণ দমিত হইবে এবং সত্বগুণ প্রবল হইবে; পরে শুধু সত্ব-গুণেরই স্ফুরণ হইবে। তখন আপনিই ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিবে। এইজন্য সত্বগুণের কার্য্যে ঈশ্বর-প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে রজোগুণের কার্য্য যে যুদ্ধ তাহাই করিতে বলিতেছি। এই নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাসে যখন ঈশ্বরপ্রীতি পূর্ণভাবে তোমার হৃদয় ছাইয়া ফেলিবে, তখনই তোমার জন্ম সফল হইয়া যাইবে। পরজন্মে যদি জন্ম চাও—তবে তোমার অভিলষিত জন্মই হইবে। দেখ, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ, প্রথমতঃ যে বীজে বিশ্বামিত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা ব্রাহ্মণ- জন্ম চরু। তথাপি ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জন্ম বলিয়া

ব্রাহ্মণবীজ ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হয়। ঐটুকু কাটাইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে তাঁহাকে গুরুতর তপস্যা করিতে হইয়াছিল। দেখ, প্রকৃতি অতিক্রম করা কত কঠিন।

অর্জ্জুন—তুমি যাহা উপদেশ করিতেছ, তাহাতে ত উহাই বুঝিতেছি। তুমি পুনঃপুনঃ বলিতেছ—"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" ॥ (৩।৩৩) অর্থাৎ প্রকৃতি—নিগ্রহ কি করিবে—প্রকৃতিই জীবকে জোর করিয়া কর্ম্ম করাইতেছে—বলিতেছ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" (৩।২৭), "প্রকৃতে গু র্ণসংমূঢ়াঃ (৩।২৯) ইত্যাদি" আরও বলিতেছ—"মম মায়া দুরত্যয়া" (৭।১৪), মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ (৭।১৫) মায়য়া ভ্রাময়ন্ (৮।৬১)

সাধারণ লোকে প্রকৃতিকেই অদৃষ্ট বলে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কারই প্রকৃতি বা অদৃষ্ট বা কপাল। যদি প্রকৃতিই মানুষকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইতেছে—তবে মানুষ পাপপুণ্যের জন্য দায়ী হয় কেন? ইহাই আমার প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, "কপালে" যাহা আছে, তাহাই যদি হয়, তবে তোমাকে ডাকা কেন? তোমাকে ডাকিলেও কি জীবের কর্ম্মফল সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডন হয় না?

ভগবান্—পাপ কেন হয়, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোক হইতে বলিয়াছি। উহা স্মরণ কর। স্মরণ করিলেই বুঝিবে—যেখানে বলিয়াছি "মম মায়া দুরত্যয়া", সেইখানেই বলিয়াছি, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। যেখানে বলিয়াছি "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি", সেইখানেই বলিয়াছি "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ।" যদি রাগদ্বেষ বা প্রকৃতির কার্য্য অতিক্রম করিবার সামর্থ্য জীবের না থাকিত, তবে কেন বলিব "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ"। কিন্তু ইহাও জানিও, আমার আশ্রয়ে আসিলেই তুমি আমার প্রকৃতি দমন করিতে পার, অথবা আমি তোমার জন্য দমন করিয়া দিই। পুরুষার্থরূপে আমিই সর্ব্বজীবের সঙ্গে রহিয়াছি। কপালে যাহা আছে, সে দিকে না দেখিয়া সব সহ্য করিয়া আমার দিকেই চাহিয়া থাক—আমি যেমন আমার প্রকৃতির দ্রষ্টা, তুমি সেইরূপ আমার ইচ্ছায় আপন ইচ্ছা মিশাও; আমার মত তুমিও তোমার প্রকৃতির দ্রষ্টা হও, দেখিবে, তোমার জন্য আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। তোমাকেও আমি স্বাধীনতা দিয়াছি—প্রকৃতির অধীনে তুমি চলিতে পার; আবার আমার দিকে চাহিয়া প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়াও থাকিতে পার। এই স্বাধীনতাটুকু দিয়াছি বলিয়াই তুমি আমার মত হইতে পার এবং সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি করিতে পার। এই স্বাধীনতাটুকু না থাকিলে, তুমি জড় হইতে; অথবা পশুপক্ষীর মত দায়িত্বশূন্য প্রাণী হইতে মাত্র। পশু সুন্দর ফুল দেখিতে দেখিতে খাইয়া ফেলে বলিয়া ত আর পশুকে পাপী বল না? পশুর পাপপুণ্য নাই; কারণ, স্বাধীনতা নাই। পশু প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগে যখন কর্ম্মখণ্ডন করিবে, তখন উন্নতির মুখে ছুটিবে। প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে তুমি ভিন্ন এইভাবে স্থিতি লাভ করিবার শক্তি পশুর নাই; কিন্তু তুমি স্বাধীন, তোমার শক্তি আছে। এই স্বাধীনতাটুকুই আমার অংশ। ইহা দ্বারাই তুমি আমার আশ্রয়ে আসিতে পার। এখন বুঝিলে, আমাকে ডাকিলে প্রকৃতির হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়—মায়া কিরূপে অতিক্রম করা যায়।

অর্জ্জুন—আমার দুই প্রশ্নের উত্তর বুঝিলাম এবং তোমার অন্য অন্য আনুষঙ্গিক উপদেশের

উদ্দেশ্যও বুঝিতেছি। রজোগুণ-প্রাবল্যে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে কিরূপে ধীরে ধীরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে করিতে ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিবে, তাহাও বুঝিলাম। আমি তাহাই করিব। নিজের প্রবৃত্তি না দেখিয়া একবারে সন্ন্যাস লইলে মূঢ়ের কার্য্য করা হয়, বিলক্ষণ বুঝিতেছি। কিন্তু আর একটী প্রশ্ন আছে।

ভগবান্—বল—

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ—ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে থাকিয়া উঁহাদিগকে মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন। এই ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী, নিরাকার, নারায়ণ। "ভগবান্ নারায়ণ পুরুষপ্রধান, ঈশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি সকলের দ্রষ্টা—তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, গোবিন্দ ও কেশব নামে বিখ্যাত। শান্তি ২০৭ "সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা পরমাত্মাকে নির্গুণ, সর্ব্বময়, নারায়ণ বলেন। পরমাত্মা কোন কর্ম্মফলে লিপ্ত নহেন; জীবাত্মা কখন মুক্ত, কখন বিষয়াসক্ত। জীবাত্মা লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠান করিয়া দেব-মনুষ্যাদি নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন। এজন্য পণ্ডিতেরা পুরুষকে বহু বলেন; কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ একমাত্র। সেই সর্ব্বপ্রকাশক পুরুষই ভোক্তা, ভোজ্য, রসাস্বাদনকর্ত্তা; রসনীয়, স্পর্শকর্ত্তা, স্পর্শনীয়; দ্রষ্টা, দর্শনীয়; শ্রোতা, শ্রবণীয়; জ্ঞাতা, জ্ঞেয়; এবং সগুণ ও নির্গুণ। সেই অব্যয় পুরুষ হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে। মহৎই অনিরুদ্ধ। সেই ভগবান্ নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন রূপে দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। (৩৫২ শান্তি)। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—তুমিই কি সেই নারায়ণ? আর নারায়ণ মায়া দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীকে ভ্রমণ করাইতেছেন ইহারই বা অর্থ কি?

ভগবান্—এই প্রশ্ন যুধিষ্ঠির পরে ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিবেন। শুন, ভীষ্ম যাহা উত্তর করিবেন—"সেই সর্ব্বশ্রেয়ঃ চৈতন্যস্বরূপ, পরব্রহ্ম, স্বীয় অসীম তেজপ্রভাবে নানা অবতার গ্রহণ করেন" (২৮০ শান্তি)। "আত্মনা সৃজসীদং ত্বম্ আত্মন্যেবাত্মমায়য়া। ন সজ্জসে নভোবত্ত্বং চিৎশক্ত্যা সর্ব্বসাক্ষীকঃ॥ বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন। পূর্ণোঽপি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে॥" ভরদ্বাজ রামকে বলিয়াছেন "তুমিই পরব্রহ্ম * * তুমিই স্রষ্টা; তুমি অগ্রে সলিল সৃষ্টি করিয়া সেই সলিলোপরি সুষুপ্ত হইয়াছিলে; তুমি নারায়ণ ও নর-সমূহের অন্তরাত্মা। * * তুমি আত্মমায়াপ্রভাবে আত্মা দ্বারা আত্মাতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাক। আকাশ যেমন কিছুতেই লিপ্ত নহে, সেইরূপ তুমিও সৃষ্ট পদার্থে লিপ্ত নহ। তুমি চিৎশক্তি-সাহচর্য্যে সর্ব্বসাক্ষী হইয়া বিরাজ করিতেছ এবং ভূতগণের অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বত্র তুমিই বর্ত্তমান রহিয়াছ। তুমি পূর্ণ হইলেও, যাহারা মূঢ়দৃষ্টি, তাহাদিগের সমক্ষে তুমি পরিচ্ছিন্নের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাক।" (অ, রা, যুদ্ধকাণ্ড ২৩৩) অর্জ্জুন! আমিই নারায়ণ, সন্দেহ নাই—যে আমাকে অপরিচ্ছিন্ন দেখে, তাহার পক্ষেই আমি পূর্ণ। জ্ঞানী সর্ব্বত্রই পূর্ণ ব্রহ্ম দেখিয়া থাকেন। সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিবে - দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং রিরক্ষিষোঃ বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্॥ বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারাঃ সহস্রশঃ। কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন॥ ভরদ্বাজ পুনরপি বলিতেছেন—"তোমার প্রকৃত দেহ নাই, তথাপি তুমি বিশ্বসংরক্ষণ-বাসনায় দেহদ্বয় ধারণ করিয়া থাক। বিরাট্, তোমার স্থূলদেহ এবং হিরণ্যগর্ভ তোমার সূক্ষ্মদেহ; সহস্র সহস্র অবতার এই বিরাট্ দেহ হইতে

আবির্ভূত হন এবং কার্য্যাবসানে বিরাট্ দেহেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।" (অধ্যাত্মরামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১৪।২৯।৩০।৩১)। অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিও, প্রতি অবতারই সেই বস্তু। আমার এই কৃষ্ণমূর্ত্তির কথা শ্রবণ কর।—ভীষ্ম বলিতেছেন—এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই (পরমাত্মারই) অষ্টমাংশস্বরূপ এবং এই ত্রিবিধ লোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে জাত। কল্পান্তকালে বিরাট্পুরুষেরও ধ্বংস হয়, কেবল ভগবান্ নারায়ণ ঐ সময়ে সলিল-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। * * প্রলয়ান্তে এই অনাদি-নিধন কেশব আবার জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদায় পূর্ণ করেন" (২৮০ শান্তি)।

বাসুদেব কহিলেন—"হে অর্জ্জুন! সেই নির্গুণ গুণস্বরূপ পরমাত্মারে নমস্কার। তিনি বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশগুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ তিনিই আমার উৎপত্তি-স্থান" (৩২৬ শান্তি)।

আমি ও সেই পরব্রহ্ম নারায়ণে, কি সম্বন্ধ, ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে। সর্ব্বব্যাপক হইলেও আমি জীবের অন্তরে কিরূপে প্রকাশিত হই, বুঝিতে পারিতেছ। এক্ষণে তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। ঈশ্বর পূর্ণ, এজন্য সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত। তথাপি তিনি মায়া দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীকে ঘুরাইতেছেন। মায়ার দ্বিবিধ প্রকারভেদ আছে—(১) গুণমায়া, (২) জীবমায়া। "চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ॥ সৈব প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥ (যুদ্ধকাণ্ড ৬।৪৯।৫০)। এই চরাচর জগৎ, দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, এমন কি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহাই প্রকৃতি—তাহাই মায়া। ইহার নাম গুণমায়া। স্বর্গস্থিতিবিনাশানাং জগদ্বৃক্ষস্য কারণম্। লোহিতশ্বেতকৃষ্ণাদি প্রজাঃ সৃজতি সর্ব্বদা॥ কামক্রোধাদি পুত্রাদ্যান্ হিংসাতৃষ্ণাদি কন্যকাঃ। মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মানং স্বগুণৈর্বিভুম্॥ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে। আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্ব্বদা॥ শুদ্ধোঽপ্যাত্মা যয়া যুক্তো পশ্যতীব সদা বহিঃ। বিস্মৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ। (অ, রা, যুদ্ধ কা, ৬।৫১।৫৪)।

মায়াই জগৎবৃক্ষের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ। মায়া হইতেই শ্বেতকৃষ্ণাদি প্রজা উৎপন্ন হইতেছে। মায়াই কামক্রোধাদি পুত্র এবং হিংসাতৃষ্ণাদি কন্যা প্রসব করে। মায়াই রমণ-শীল সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে স্বীয়গুণে দিবানিশি বিমোহিত করে। আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন; কিন্তু ঐ মায়াই আত্মার উপরে আপনার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ আরোপ করিয়া তাঁহাকে স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সহিত অহরহ বিহার করিতেছে। আত্মা শুদ্ধ হইলেও মায়া-সঙ্গে মায়ার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া আপন স্বরূপ যেন বিস্মৃত হইয়া যান এবং নিরন্তর যেন বাহ্য বিষয় অবলোকন করেন।" মায়াই সমস্ত করিতেছেন। তথাপি যে বলিতেছি আমি মায়া দ্বারা জগতকে গতি দিতেছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর—

ভরদ্বাজ রামকে বলিতেছেন— যুদ্ধ ১৪।২৬-২৯

"জগত্ত্বং জগদাধার স্তমেব পরিপালকঃ।
ত্বমেব সর্ব্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে॥

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্‌যৎ স্মর্য্যতে বা রঘূত্তম।
ত্বমেব সর্ব্বমখিলং ত্বদ্বিনাঽন্যন্ন কিঞ্চন॥
মায়া সৃজতি লোকাংশ্চ স্বগুণৈরহমাদিভিঃ।
ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম তস্মাত্ত্বয্যুপচর্য্যতে॥
যথা চুম্বকসান্নিধ্যাচ্চলন্ত্যেবায় আদয়ঃ।
জড়াস্তথা ত্বয়া দৃষ্টা মায়া সৃজতি বৈ জগৎ॥

"রাম! অধিক কি, যাহা দর্শন শ্রবণ বা স্মরণ করি, তৎসমস্তই তুমি। অখিলসংসারে তোমা ভিন্ন কিছুই নাই। রাম! মায়াই নিজগুণ অহং প্রভৃতি দ্বারা লোক সমুদায় সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু সেই মায়া তোমার শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তোমাতেই স্রষ্টৃত্বাদি আরোপ করে। লোহাদি যেমন চুম্বকের সন্নিধানে বিচলিত হয়, সেইরূপ জড়া হইলেও মায়া তোমার দর্শনেই জগৎ সৃষ্টি করে।" এখন বুঝিতেছ—আমি নিজে স্থির থাকিয়া কিরূপে মায়া দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরাইতেছি? আরও শোন—"এই জগতই মায়া। গাধি! যখন তুমি জলে ডুব দিলে তখন আমার ইচ্ছায় বা সঙ্কল্পে তোমার চিত্তে কটঞ্জকের সমুদায় অবস্থা ভ্রমরূপে প্রতিভাত হইল। এক সময়ে যে বহুলোকে একরূপ স্বপ্ন দেখে, তাহাও আমি করাইয়া থাকি। তুমি যেমন স্বপ্নভ্রম দেখিতেছ, অন্যেও তাহাই দেখে—ইহা আমার মায়া। মায়াচক্র অতি বেগে ঘুরিতেছে এবং এই বিশ্বকেও ঘুরাইতেছে। পৃথিবীকে তোমার স্থির বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পৃথিবী অতি বেগে ঘুরিতেছে। চিত্তই মায়াচক্রের নাভি। ইহা অবরুদ্ধ হইলেই চক্র থামিয়া যায়, মায়ার গতিও নিরস্ত হয়। আমাকে স্মরণ ব্যতীত—আমার কৃপালাভ ব্যতীত কেহই আমার বিশ্ববিমোহিনী মায়াকে হটাইতে পারে না। আমার শরণাপন্ন হইলেই, আমি এই প্রবল বলশালিনী মায়াচক্র থামাইয়া দিই। তখনই জীব মৃত্যু-সংসার-সাগর পার হইয়া যায়।

আর এই যে জীবমায়ার কথা বলিতেছিলাম, তাহা এই—

অনাত্মনি শরীরাদৌ আত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে॥

অনাত্মা বা শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাই মায়া। মায়া দ্বারাই সংসার। মায়ার দুই প্রকার রূপ—আবরণ ও বিক্ষেপ। বিক্ষেপে সৃষ্টি হয় এবং আবরণে দ্রষ্টা দৃশ্যের ভেদ আবৃত হয়। "মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে। রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন॥" (অ, রা, অযো-৪।২১-২৫)। মায়া জড় হইলেও যখন আমার স্পর্শে চেতনমত হয়, তখন মায়ামিশ্রিত চৈতন্যে মায়ার কার্য্য সমূহ অরোপিত হয়। ঐ চৈতন্যই অর্দ্ধনারীশ্বর। ইঁহাকে কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতি বলেন। কেহ বলেন বিষ্ণুমায়াচ্ছন্ন নারায়ণ। ইনিই মহামায়া। এই মহামায়াই জগৎ ঘুরাইতেছেন। এইখানে শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। "সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী। রূপং বিভর্ত্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥ গোপালসুন্দরীরূপং প্রথমং সা সসর্জ্জ হ। অতীব কমনীয়ঞ্চ সুন্দরং সুমনোহরম্॥" "ততস্তেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাম্ আধিপত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পঞ্চমহাভূতাংশান্ গৃহীত্বা স্বয়মেব প্রকৃতিঃ সর্ব্বাধিপতি-অর্দ্ধনারীশ্বর-শ্রীকৃষ্ণরূপেণ প্রাদুর্বভুব। যাং

গোপালসুন্দরীং বদন্তি।" দেবী ভাঃ ৯।৩।৬২—অতএব আমার স্মরণ লও, মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

হে ভারত ! সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা মনসা বাচা কর্ম্মণা চ তম্ ঈশ্বরম্ এব শরণম্ আশ্রয়ং সংসারসমুদ্রোত্তরণার্থং গচ্ছ আশ্রয় ততঃ তৎপ্রসাদাৎ ঈশ্বরানুগ্রহাৎ তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিং সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিং শাশ্বতং নিত্যং স্থানং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদং অদ্বিতীয়-স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপেণাবস্থানং চ প্রাপ্স্যসি অবাপ্স্যসি ॥ ৬২ ॥

হে ভারত ! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

অর্জ্জুন—তুমিই অগতির গতি, তুমিই সেই নারায়ণ—পরমাত্মাই তুমি—আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়াতে আর আমায় আচ্ছন্ন করিওনা। আমি তোমায় প্রণাম করি।

ভগবান্—অর্জ্জুন ! যিনি মন বাক্য কর্ম্ম দ্বারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন

তাঁহার কোন ভয়ই থাকে না। মন আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর; বাক্য আমার কথাই উচ্চারণ করুক, আমার কর্ম্মই ব্যাখ্যা করুক, হস্তপদ দ্বারা যাহা কর আমার জন্যই তৎসমস্ত কৃত হউক —অর্জ্জুন! আমার প্রসাদেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরপ্রণিধানেও সমাধি হয়। তাহাই পরা শান্তি। ঈশ্বরপ্রণিধান বা আমার শরণাপন্ন না হইলে ভক্তি বা যোগ বা জ্ঞান কিছুরই স্ফুরণ হইবে না। অর্জ্জুন! ইহাও অবগত হইও, আত্মারামই পরমাত্মা—তিনিই নারায়ণ, তিনিই মহামায়া, তিনিই আমি—আমি সেই পরমভাব। বহুনাম আমারই। সর্ব্বব্যাপী হইয়াও, বিশ্বরূপ হইয়াও জ্ঞানী ভক্তের চক্ষে আমি সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে সমূর্ত্ত। এক সূর্য্য হইতে যেমন কিরণজাল আশ্রয়ে নিরন্তর কোটি কোটি সূর্য্য প্রকাশিত হইতেছে, প্রতি কিরণই যেমন সমূর্ত্ত সূর্য্য, সেইরূপ যে দেখে, সে জগৎকে আমি-ময়ই দেখে; সমূর্ত্ত দেখিতে দেখিতে যখন দৃশ্যরূপী সঃ এবং দ্রষ্টারূপী "অহং" অল্পে অল্পে লয় হইতে থাকে "সোহং"এর স ও হ রূপ রূপ ও নাম ক্ষীণ হইয়া যখন মহাশূন্যব্যাপী অনুস্বারযুক্ত ওকার মাত্র লক্ষিত হয়—যখন ঈশ্বরবাচক ঐ প্রণবও একমাত্র জ্ঞানানন্দ সাগরে ডুবিয়া যায় —যখন শুধু নিত্যজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে সমস্তই পর্য্যবসিত হয়—উপাসক, উপাস্যকে দেখিতে দেখিতে, উপাস্যকে আত্মস্বরূপে ভাবিতে ভাবিতে উপাস্য উপাসক ছাড়িয়া নিজ অস্তি স্বরূপে অবস্থিতি করিলেই প্রথমে অস্মিতা সমাধি পরে চিৎ ও আনন্দ উদয়ে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। তখন সর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াও তিনি অমূর্ত্ত। সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও তিনি কিছুই করেন না, তিনি সর্ব্বদুঃখাতীত। ভগবান্ শ্রীহরি অবতার গ্রহণ করিলেও "বাহ্যে সকল কার্য্যই করেন, কিন্তু সর্ব্বদা আত্মবস্তুতে লক্ষ্য থাকে। তিনি আত্মবিচারাদি সিদ্ধান্ত লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া পৃথিবীর দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।" (যো, বা নির্ব্বাণ প্রঃ ১১ অধ্যায়)।

দেখ তাঁহার সমূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয় ভাবই মনোমুগ্ধকর।

গোপালসুন্দরীরূপং প্রথমং সা সসর্জ্জ হ।
অতীবকমনীয়ঞ্চ সুন্দরং সুমনোহরম্॥
কন্দর্পকোটিলাবণ্যং লীলাধাম মনোহরম্।
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং গোপবেশকম্॥
বংশীং ক্বণন্তং দ্বিভুজং বনমালাবিভূষিতম্।
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ শশ্বৎ বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্॥

আবার শোনঃ—

প্রলয়ে প্রাকৃতে সর্ব্বদেবাদ্যাশ্চ চরাচরাঃ।
লীনা ধাতা বিধাতাচ শ্রীকৃষ্ণনাভিপঙ্কজে॥

বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী চ বৈকুণ্ঠে যশ্চতুর্ভুজঃ।
বিলীনো বামপার্শ্বে চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥
যস্য জ্ঞানে শিবো লীনো জ্ঞানাধীশঃ সনাতনঃ।
দুর্গায়াং বিষ্ণুমায়ায়াং বিলীনাঃ সর্ব্বশক্তয়ঃ॥
সা চ কৃষ্ণস্য বুদ্ধৌ চ বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা।
নারায়ণাংশঃ স্কন্দশ্চ লীনো বক্ষসি তস্য চ॥
যস্যৈব লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ।
চক্ষুরুন্মীলনে সৃষ্টির্যস্যৈব পুনরেব সঃ॥
চক্ষুর্নিমেষে প্রলয়ো যস্য সর্ব্বান্তরাত্মনঃ।
উন্মীলনে পুনঃ সৃষ্টির্ভবেদেবেশ্বরেচ্ছয়া॥

অর্দ্ধনারীশ্বরে—প্রকৃতি ও পুরুষ বিভেদ করিও না। সেই একমাত্র পরমাত্মাই সমূর্ত্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও তিনিই সমস্ত। এই ভাবেই তুমি সর্ব্বদা আমার আশ্রয়েই থাকিবে।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩॥

শ ম শ ম
ইতি এতৎ অনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং অত্যন্তপ্রিয়ায়

শ শ শ ম
গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ গুহ্যতরম্‌ অতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ পরম-

ম শ্রী
রহস্যাদপি সংন্যাসান্তাৎ কর্ম্মযোগাদ্রহস্যতরং তৎফলভূতত্বাৎ রহস্যমন্ত্র-

শ্রী শ্রী ম
যোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং জ্ঞানম্‌ আত্মমাত্রবিষয়ং মোক্ষ-

ম শ শ ম ম
সাধনং ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ আখ্যাতং সমন্তাৎ কথিতং

শ্রী শ্রী ম
এতৎ ময়োপদিষ্টগীতাশাস্ত্রং অশেষেণ সামস্ত্যেন বিমৃশ্য

শ শ শ্রী ম
বিমর্শনমালোচনং কৃত্বা পর্য্যালোচ্য সর্ব্বৈকবাক্যতয়া জ্ঞাত্বা

ম
স্বাধিকারানুরূপেণ যথা ইচ্ছসি তথা কুরু।

অত্র চৈতাবদুক্তং অশুদ্ধান্তঃকরণস্য মুমুক্ষোর্ম্মোক্ষসাধন-জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতা-প্রতিবন্ধক-পাপক্ষয়ার্থং ফলাভিসন্ধিপরিত্যাগেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানং—ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য বিবিদিষোৎপত্তৌ গুরুমুপসৃত্য জ্ঞানসাধন-বেদান্তবাক্যবিচারায় ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ—ততো ভগবদেকশরণতয়া বিবিক্ত-সেবাদিজ্ঞানসাধনাভ্যাসাচ্ছ্রবণমননিদিধ্যাসনৈরাত্মসাক্ষাৎকারোৎপত্ত্যা মোক্ষ ইতি। ক্ষত্রিয়াদেস্তু সন্ন্যাসানধিকারিণো মুমুক্ষোরন্তঃকরণ—শুদ্ধ্যনন্তরমপি ভগবদাজ্ঞাপালনায় লোকসংগ্রহায় চ যথা কথঞ্চিৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বতোঽপি ভগবদেকশরণতয়া পূর্ব্বজন্মকৃত-সংন্যাসাদি-পরিপাকাদ্বা হিরণ্যগর্ভন্যায়েন তদপেক্ষণাদ্বা ভগবদনুগ্রহমাত্রেণৈব তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যাঽগ্রিমজন্মনি ব্রাহ্মণজন্মলাভেন সংন্যাসাদিপূর্ব্বক-

জ্ঞানোৎপত্ত্যা বা মোক্ষ ইতি। এবং বিচারিতে চ নাস্তি মোহাবকাশ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

গুহ্য হইতে গুহ্যতর এই জ্ঞান আমি তোমায় বলিলাম। ইহা সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া, যাহা করিতে ইচ্ছা হয়—কর ॥ ৬৩ ॥

অর্জ্জুন—তুমি আমার উপর কৃপা করিয়া সমস্ত গুহ্য কথাই প্রকাশ করিয়াছ; তথাপি আর একবার বল, জীবের কর্ত্তব্য কি?

ভগবান্—দুঃখ নিবৃত্তিপূর্ব্বক নিত্যানন্দ-প্রাপ্তিই সকলের উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলে এক-বারে নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে না। কারণ, সকলের শক্তি একরূপ নহে। নানাপ্রকার হিতাহিত কর্ম্ম করিয়া জীব আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নীত হয়—সকলেই একবারে এক কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান সকলের চরম লক্ষ্য হইলেও, যাহা-দের অন্তঃকরণ রাগদ্বেষের বশীভূত, যাহারা বিষয় ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা বর্ণাশ্রমমত কর্ম্ম করিতে থাকুক। কিন্তু কর্ম্মগুলি কোন প্রকার কামনার জন্য না করিয়া আমার প্রীতি জন্য করুক। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ভগবদাশ্রয়ে আসিতে চেষ্টা করুক। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে, ক্রমে আত্মার শ্রবণমনাদি জন্য সাধনা করিয়া নিকৃষ্ট বর্ণ হইতে শেষে ইহারা উত্তম বর্ণে উন্নীত হইয়া সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি লাভ করে।

ক্রমগুলি আবার বলি, শ্রবণ কর—

(১) যাহারা মুক্তি লাভেচ্ছু কিন্তু যাহাদের অন্তঃকরণ অশুদ্ধ, রাগদ্বেষ যাহাদের বিলক্ষণ আছে—ইহাদের মোক্ষোপযোগী জ্ঞানোৎপত্তি-যোগ্যতার প্রতিবন্ধক যে সমস্ত পাপ আছে, যে পাপের দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণ সাধনাকালে লয় বিক্ষেপে অশুদ্ধ এবং ব্যবহারকালে রাগদ্বেষপূর্ণ—এই পাপ ক্ষয় জন্য ইহাদিগকে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে।

(২) চিত্ত শুদ্ধ হইলে, বিবিদিষা সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য শ্রীগুরুর নিকটে জ্ঞানসাধন বেদান্ত-বাক্য বিচার করিতে হইবে। বিচারে সামর্থ্য জন্মিলে, ব্রাহ্মণ যাঁহারা, তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিবেন।

(৩) এই অবস্থায় ঈশ্বরপ্রণিধান সর্ব্বদা আবশ্যক। একমাত্র শ্রীভগবানের শরণ, বিবিক্তসেবা, লঘু আহার, যত বাক্ কায় মানস ইত্যাদি জ্ঞানসাধনাভ্যাস হইতে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন জন্য আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইবে; ইহাই মোক্ষ।

তুমি ক্ষত্রিয়! তোমার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। অথচ তুমি মুমুক্ষু। তুমি—অন্তঃকরণ শুদ্ধির পর ভগবদাজ্ঞাপালন জন্য এবং লোকসংগ্রহ জন্য যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করিলেও একমাত্র ভগবচ্ছরণ জন্য অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত সন্ন্যাসাদি পরিপাক জন্য ভগবানের অনুগ্রহে এই জন্মেই

তোমার তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি হইবে ; হইলে পরজন্মে ব্রাহ্মণ জন্মলাভ হইলে সন্ন্যাস লইয়া জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা মুক্তি লাভ হইবে। এই সমস্ত বিচার কর—তোমার মোহের অবসর কোথায় ?

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

শ — সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যেভ্যোঽত্যন্তগুহ্যতমং রহস্যং শ পূর্ব্বং ম গুহ্যাৎ কর্ম্মযোগাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানমাখ্যাতম্ অধুনা তু কর্ম্মযোগাত্তৎফল-ভূতজ্ঞানাচ্চ সর্ব্বস্মাদতিশয়েন ম গুহ্যং রহস্যং ম গুহ্যতমং মে মম ম পরমং শ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং শ বচঃ বাক্যং ম ভূয়ঃ তত্র তত্রোক্তমপি ম ত্বদনুগ্রহার্থং পুনর্ব্বক্ষ্যমাণং শ্রী শৃণু। শ্রী পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ ম ন লাভপূজাখ্যাত্যাদ্যর্থং ত্বাং ব্রবীমি ম কিন্তু মে শ মম দৃঢ়ম্ শ অত্যন্তম্ শ ইষ্টঃ প্রিয়ঃ অসি ইতি শ্রী মত্বা ততঃ শ্রী এব হেতোঃ শ তে তব শ হিতং শ পরং জ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনং বক্ষ্যামি শ কথয়িষ্যামি ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য আবার শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই হেতু তোমায় হিত বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

অর্জ্জুন—তুমি যে বলিতেছ এই গীতা শাস্ত্রে তুমি গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা বলিলে

ইহা আলোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই গম্ভীর গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিবার শক্তি কি সকলের আছে ?

ভগবান্—অৰ্জ্জুন ! তুমি আমার শরণাগত প্রিয়ভক্ত তুমি না জিজ্ঞাসা করিলেও আমি আবার তোমায় গুহ্যাতিগুহ্য হিতকর উপদেশ করিতাম ! শোন, আমার গুহ্যতম উপদেশ কি ?

অৰ্জ্জুন—কোথায় তুমি ত্রিভুবনের আশ্রয় নারায়ণ ! কোথায় আমি তুচ্ছ নর ! তুমি আমায় সখা বল—তুমি আমার জন্য কতই ব্যাকুল—আমি পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া যাই, তুমি জ্ঞান দিয়া আমায় নির্ভয় করিয়া দাও,—বল আমায় কি করিতে হইবে ?

ভগবান্—যাহারা এই শাস্ত্র আলোচনা করিয়া "প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ" প্রকৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন ইহা নিশ্চয় করিতে পারে না অর্থাৎ যাহারা সদ্যোমুক্তির নিমিত্ত সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী হয় নাই তাহারা আমাকে ভক্তি করুক। ভক্তিকেই আমি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ বলিয়াছি। সন্ধ্যকাব্যে শরীর দিয়া যে কৰ্ম্ম—কথা কহিয়া যে কৰ্ম্ম এবং মানসিক ভাবনারূপ যে কৰ্ম্ম—সকল কৰ্ম্মে প্রথমেই আমার শরণাপন্ন হইতে অভ্যাস কর, ক্রমে উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইবে ॥ ৬৪ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

স ম হ
মন্মনা ভব ময়ি ভগবতি বাসুদেবে মনো যস্য সঃ মদ্গতমনা

শ নী
ভব। মচ্চিত্তো ভব। যদ্বা অহং প্রত্যাগাত্মানন্দৈকঘনঃ পরি

নী
পূর্ণস্তদাকারং মনো যস্য স মন্মনা ভব এতেন ব্রহ্মাত্মভেদোঽপি

নী
সাক্ষাৎকরণীয় ইত্যুত্তরষট্‌কার্থ উক্তঃ। কথমেবংবিধা জ্ঞাননিষ্ঠা

ম ম নী
লভ্যতে অত আহ মদ্ভক্তো ভব প্রেম্না ময্যনুরক্তো ভব। এতেন

নী নী
ভগবদুপাসনাত্মকো মধ্যমষট্‌কার্থ উক্তঃ। কথমল্পপুণ্যস্য

নী　ম
ভক্তিরুদেষ্যতীত্যত আহ মদ্‌যাজী মাং যষ্টুং পূজয়িতুং শীলং

ম　নী　নী
যস্য স সদা মৎপূজাপরো ভব। ভগবদর্থকর্ম্মকরণশীলো ভব

নী　নী　নী
এতেন কর্ম্মপ্রধান আদ্যষট্‌কার্থো বিবৃতঃ। নন্ু যস্য ভগবদ্-

নী
যাজিত্বং ন সম্ভবতি দারিদ্র্যাৎ শ্রদ্ধাদ্যভাবাদ্বা তস্য ভগবদ্ভক্তি-

নী　নী
দৌর্ল্ভ্যাদ্‌ব্রহ্মাকারা চেতোবৃত্তির্দুর্ল্লভতরেত্যাশঙ্ক্যাহ মাং নমস্কুরু

নী　নী
প্রাকৃতভক্ত্যৈব প্রতিমাদৌ ভগবন্তং সর্ব্বোপচারসমর্পণেন নম-

নী
স্কারাদিনা সম্যগারাধয়েত্যর্থঃ। তথা চাশ্বলায়নো নমস্কারস্যৈব যজ্ঞ-

ত্বমুদাহরতি "যো নমসাস্বধ্বর ইতি যজ্ঞো বৈ নম ইতি হি ব্রাহ্মণং ভবতীতি চ।"

বি　বি
যদ্বা মন্মনা ভব মহ্যং শ্যামসুন্দরায় সুস্নিগ্ধাকুঞ্চিতকুন্তলকায়

বি
সুন্দরভ্রূবল্লিমধুরকৃপাকটাক্ষামৃতবর্ষিবদনচন্দ্রায় স্বীয়ং দেয়ত্বেন মনো

বি
যস্য তথাভূতো ভব। অথবা শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি দেহীত্যাহ মদ্ভক্তো

বি
ভব শ্রবণকীর্ত্তনমন্মূর্ত্তিদর্শন-মন্মন্দিরমার্জ্জনলেপনপুষ্পাহরণমন্মালাল-

বি
ঙ্কারচ্ছত্রচামরাদিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়করণকং মদ্ভজনং কুরু অথবা

বি
মহ্যং গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদীনি দেহীত্যাহ মদ্‌যাজী ভব মৎপূজনং

বি
কুরু অথবা মহ্যং নমস্কারমাত্রং দেহীত্যাহ মাং নমস্কুরু

বি
ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু। এষাং চতুর্ণাং

বি বি
মচ্চিন্তন-সেবন-পূজন-প্রণামানাং সমুচ্চয়মেকতরং বা ত্বং কুরু।

নী ম
এবমুক্তস্য সোপানত্রয়ারূঢ়স্য ফলমাহ মামিতি। এবং সদা

ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানেন মযানুরাগোৎপত্ত্যা মন্মনাঃ সন্ মাম্ এব

নী নী
তৎপদার্থং সর্ব্বজগৎকারণং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বশক্তিমখণ্ডৈকরসং

ম শ শ ম নী
ভগবন্তং বাসুদেবমেব এষ্যসি আগমিষ্যসি প্রাপ্স্যসি বিম্ব ইব

নী বি
প্রতিবিম্বম্, ঘটাকাশ ইব মহাকাশম্ গত্বা মনঃপ্রদানং শ্রোত্রা-

দীন্দ্রিয়প্রদানং গন্ধপুষ্পাদিপ্রদানং বা ত্বং কুরু তুভ্যমহমাত্মান-

ম নী ম
মেব দাস্যামীতি তে তুভ্যং তব পুরঃ সত্যং যথার্থং প্রতিজানে

নী নী শ
প্রতিজ্ঞাং করোমি। সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোম্যেতস্মিন্ বস্তুনী-

আ অ শ শ্রী
ত্যর্থঃ। সত্যপ্রতিজ্ঞাকরণে হেতুমাহ। যতঃ ত্বং হি

নী
মে মম প্রিয়ঃ অসি প্রিয়স্য প্রতারণা নোচিতৈবেতিভাবঃ।

এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধা ভগবদ্ভক্তেরবশ্যম্ভাবিমোক্ষফলমবধার্য্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণো ভবেদিতি বাক্যার্থঃ। সত্যং তে প্রারব্ধকর্ম্মণামন্তে সতি মামেষ্যসীতি বা অনুবাদাপেক্ষয়া বিশ্বাসদার্ঢ্যং প্রয়োজনং প্রথমং ব্যাখ্যাতমেব শ্রেয়ঃ অনেন যৎপূর্ব্বমুক্তম্, "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" ইতি তদ্ব্যাখ্যাতং মচ্ছব্দেনেশ্বরত্বপ্রকটনাৎ॥ ৬৫॥

মন্মনা হও, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, আমাকেই পাইবে। তোমার নিকটে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; কারণ, তুমি আমার প্রিয়॥ ৬৫॥

ভগবান্—বড় হিতকর উপদেশ তোমায় দিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ মন্মনা হও।

অর্জ্জুন—"মন্মনা হও" ইহার অর্থ কি? হইবই বা কিরূপে?

ভগবান্—তোমার মনকে বা চিত্তকে মদ্গত করিয়া ফেল—আমা-ময় কর। তোমার মনটি আমাকে দাও। এখন দেখ, কি করিলে মদ্গত-মন হওয়া যায়—মদ্গতচিত্ত হওয়া যায়। চিত্ত যখন সকল স্পন্দন আমাতে অর্পণ করে, তখন আর কোন বিষয়ে যাইতে পারে না; মন যখন সকল সঙ্কল্প আমাতে অর্পণ করে তখন আর কোন সঙ্কল্প বিকল্প করিতে পারে না। এই করিয়া যখন নিরন্তর আমাতে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন মনের অবস্থা কিরূপ হয়? মন তখন আত্মসংস্থ, মন তখন সমাধিমগ্ন। জীব বিষয় প্রত্যাহার করিয়া, উপাস্য বস্তুতে একাগ্র হইবার জন্য প্রথমে মন, বাক্য ও শরীরের সমস্ত কর্ম্ম আত্মাতে অর্পণ করিয়া, পরে ধারণা, পরে ধ্যান, অভ্যাস করিলেই ইহা ঈশ্বরে সমাধিমগ্ন হইবে। তবেই হইল—ধ্যানযোগে সমাধি লাভ করিলে আমিময় হওয়া যায়, মন্মনা হওয়া যায়। তবেই হইল—মন্মনা হইবার প্রথম কর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। আমি কর্ম্মযোগীর শরণাপত্তি জন্য যাহা আবশ্যক তাহাই বলিতেছি। মনের সত্তা আমি। মন বহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়ে ছুটিলে, আমা হইতে দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু ইহা যখন আমাকে লইয়া অন্তর্ম্মুখে স্পন্দিত হয়, তখন ইহা আমাকে

স্পর্শ করিয়া স্পন্দনশূন্য হইয়া আমাতেই প্রবেশ করে। ইহাই মন্মনা হওয়া। এইটি "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য' অবস্থার পরে জ্ঞানমার্গ। পূর্ব্বে ১৮।৫৭ শ্লোকে কর্ম্মযোগে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করিয়া যে মচ্চিত্ত হওয়া যায় তাহার কথা বলিয়াছি।

অর্জ্জুন—কোন প্রকার সহজ সাধনা ধরিয়া, মন্মনা হওয়া যায় কিরূপে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়।

ভগবান্—জপ করা চিরদিনই সহজ সাধনা বলিয়া সর্ব্বলোকে আদৃত। আমাগত মন হওয়াই না মন্মনা হওয়া—পূর্ব্বে ইহা বলা হইল। আমি যখন আমাতে থাকি তখন [অন্য দৃশ্যপ্রপঞ্চ যদি থাকে] তবে আমি দ্রষ্টাস্বরূপেই থাকি। আর দৃশ্যপ্রপঞ্চ যখন নাই, তখন আমি আপনি আপনি ভাবে থাকি। এই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি বা মুখ্য ধ্যানে স্থিতির কথা এখানে বলা হইতেছে না। কিন্তু যখন আমি দ্রষ্টা স্বরূপে থাকি, তখনকার অবস্থা লক্ষ্য কর।

কোন একটি মন্ত্র তুমি জপ করিতেছ; মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ জন্য যে শব্দ উঠিতেছে তাহা তুমি শুনিতেছ; আর মন্ত্রের অক্ষর অথবা মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী ইষ্ট দেবতার কোন অঙ্গের রূপে তোমার ভিতরের চক্ষু যেন আবদ্ধ হইতেছে; আর যদি শব্দ বা রূপ লক্ষ্য তুমি নাও কর কিন্তু তুমি দ্রষ্টা এইটি মাত্র লক্ষ্য করিয়া জপ করিতে থাক তবে তুমি কতকক্ষণ জপ করিতে করিতে দ্রষ্টাস্বরূপে একাগ্র হইয়া স্থিতিলাভ করিবে। জপ করিতে করিতে যে অসম্বদ্ধ প্রলাপ তুলিতেছিল সেটা তোমার রজস্তম বা লয়বিক্ষেপবিশিষ্ট প্রবৃত্তিমার্গের মন। আর ঐ লয়-বিক্ষেপ হইতে প্রবৃত্তি-মনকে প্রত্যাহার করিয়া যে জপ করিতেছিল সে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট নিবৃত্তি-মার্গের মন। এই নিবৃত্তি-মনেরও যিনি দ্রষ্টা তিনিই আমি। তুমি যখন দ্রষ্টাস্বরূপে জপ করিতেছ তখন তোমার মন মন্মনা হইয়াছে। দ্রষ্টা স্বরূপে থাকিয়া কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে যখন জপ ছুটিয়া যায়, গিয়া তুমি দ্রষ্টা স্বরূপে স্থির হইয়া থাক তখন তোমার মন দ্রষ্টাস্বরূপ আমাকে স্পর্শ করিয়া, স্পন্দনশূন্য হইয়া, সঙ্কল্প বিকল্পশূন্য হইয়া, মন্মনা হইয়া যায়। এই অবস্থাতে অস্মিতা সমাধি হয়। ইহা সবিকল্প সমাধি। আছি—দ্রষ্টাস্বরূপে আছি এই অস্মিতা সমাধির সঙ্গে যখন অস্তির সহিত ভাতি ও প্রিয় আসিয়া যোগ দেয়; যখন সৎ এই ভাবের সহিত চিৎ ও আনন্দ আসিয়া যোগ দেয় তখনই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়।

আবার জপ করিতে করিতে যখন উপাস্য দেবতাতে চিত্ত স্থির হয় অর্থাৎ উপাস্যাকারে আকারিত চিত্তে যখন তুমি একাগ্র হইয়া যাও তখনও সবিকল্প এবং পরে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। মন যখন সুন্দর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ভাবনায় আত্মহারা হইয়া যায় তখনও মনটি আমাকে দেওয়া হয়—ইহাও মন্মনা হওয়া। মন হারাইয়া গেলেই মন্মনা হওয়া হয়। যাঁহারা বিচারবান্ নহেন, যাঁহারা বিচার দ্বারা দ্রষ্টাকে দৃশ্য হইতে পৃথক্ রাখিতে না পারেন, যাঁহারা বিচার দ্বারা দ্রষ্টা যে দৃশ্য হইতে ভিন্ন, আমি যে আমার দেহ বা মন হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম যে জগৎ হইতে ভিন্ন—ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়াছেন, তাহারা মন্মনা হইতে পারেন না।

অর্জ্জুন—সকলেই বিচারবান্ নহে। যাহারা মন্মনা হইতে পারে না তাহারা কি করিবে?

ভগবান্—জ্ঞাননিষ্ঠায় যাহারা বিচারবান্ হইতে না পারে, যাহারা মন্মনা হইতে না পারে, তাহারা মদ্ভক্ত হউক। মদ্ভক্ত হইলে, পরে মন্মনা হইতে পারিবে।

অর্জ্জুন—"মদ্ভক্ত" কিরূপে হইবে?

ভগবান্—বিচার দ্বারা আমাতে স্থিতিলাভ করিতে না পারিলে, উপাসনা দ্বারা আমার ভজনা করুক। শ্রবণ কীর্ত্তন মূর্ত্তিদর্শন ইত্যাদিও আমার ভজনা। মন্মনা হইবার জ্ঞান-সাধনা যেমন গীতার শেষ ষট্‌কে বলিয়াছি, সেইরূপ মদ্ভক্ত হইবার জন্য উপাসনাও মধ্য ষট্‌কে বলিয়াছি। কোন্ কোন্ ভাবে আমার ভজনা করিতে হইবে, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর স্মরণ কর।

অর্জ্জুন—তোমার ভক্তও ত সকলে হইতে পারে না; তাহাদের উপায় কি?

ভগবান্—আমার ভজন যাহারা পারে না, তাহারা পূজা-পরায়ণ হউক। যাহারা ভাবনায় আমার ভজন করিতে না পারে, তাহারা বাহ্য দ্রব্য দ্বারা এবং কর্ম্মদ্বারা আমায় পূজা করুক। প্রথম ষট্‌কে এই নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলিয়াছি।

অর্জ্জুন—ইহাতেও যাহারা অসমর্থ?

ভগবান্—"মাং নমস্কুরু" অতি সহজ সাধনা। আমি যে বিশ্বরূপ, আমাকে গুরুমুখে জানিয়া—সকল বস্তু দেখিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিতে অভ্যাস করুক—তাহাতেও হইবে।

অর্জ্জুন—এই যে তোমার ধ্যান, তোমার ভাবনা, তোমার পূজা ও তুমি-বোধে সর্ব্বত্র প্রণাম—ইহা ত সমকালে একই ব্যক্তি অভ্যাস করিতেও পারে—আবার একটি একটি করিয়াও অভ্যাস করিতে পারে?

ভগবান্—একটি অবলম্বন করিলে অন্যগুলি আপনা হইতেই আসিবে। এইগুলি শ্রবণ করিয়া ইহার মধ্যে যেটি চিত্ত বহুক্ষণ ধরিয়া করিতে পারে, তাহা অবলম্বন করুক ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও পালন করিতে থাকুক—হইবে।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম উপাসনা জ্ঞান—এই যে সোপানত্রয় অবলম্বনে ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বলিতেছ, ইহা দ্বারা কি তোমাকে পাওয়া যাইবে?

ভগবান্—সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—আমাকেই পাইবে। অর্জ্জুন! আমি যাহা বলি, তাহা কখন অসত্য হয় না, ইহা জানিয়া ভক্তগণ ধর্ম্মাচরণ করুক, অবশ্যই তাহারা মুক্তিফল পাইবে। তুমি ভক্ত ও ভগবানের ভালবাসা জানিয়া ভগবচ্চরণৈকপরায়ণ হও। প্রারব্ধান্তে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধ্যায়ে বলা রহিয়াছে—"মুক্তি লাভের জন্য একান্তমনে অনুষ্ঠিত নারায়ণাত্মক ধর্ম্মকেও ভক্তিযোগ বলে।" এখানে সকল অধিকারীর জন্য সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্ব-বস্তুতে ঈশ্বরপ্রণিধান করা রূপ ভক্তিযোগকে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই বলিতেছি।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন :—

সকল প্রকার বস্তুস্বরূপে, সকল প্রকার বুদ্ধিতে, সকল প্রকার কার্য্যে একমাত্র সেই শ্রীহরির শরণাগত হইতে হইবে ; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া সর্ব্বসংরম্ভরংহসা।
স এব শরণং দেবো গতিরস্তীহ নান্যথা ॥ ৩৫ ॥
ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিদস্তি লোকত্রয়ান্তরে।
প্রলয়স্থিতিসর্গাণাং হরিঃ কারণতাং গতঃ ॥ ৩৬॥

উপঃ, ৩১ অধ্যায়।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

শা কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্যাঽথেদানীং শা কর্ম্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্দর্শনং সর্ব্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ—

শা সর্ব্বধর্ম্মানিতি। শা সর্ব্বধর্ম্মান্ সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ তান্। শা ধর্ম্মশব্দেনাঽত্রাঽধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে। নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। আ জ্ঞাননিষ্ঠেন মুমুক্ষুণা ধর্ম্মাঽধর্ম্ময়োস্ত্যাজ্যত্বে আ শ্রুতিস্মৃতী উদাহরতি। "নাবিরতো দুশ্চরিতাদিতি।" "ত্যজধর্ম্মমধর্ম্মং চ।" "নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী। যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদ-চিন্তয়ন্॥" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। শা সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শা সংন্যস্য শা সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ। চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য

মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। ইতি

ম
১৮।৫৭। যদ্বা পরিত্যজ্য ইতি বিদ্যমানানবিদ্যমানান্ বা শরণ-

ম
ত্বেনানাদৃত্য একং মাং সর্ব্বাত্মানং সমং সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরং অচ্যুতং

গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জ্জিতম্। অহমেবেত্যেবমেকম্। শরণং

নী　　নী
শৃণাতি হিনস্তি অবিদ্যাদীন্ ক্লেশাদীন্ শরণমাশ্রয়ঃ পরায়ণমিতি।

নী　নী　নী　শ
ব্রজ গচ্ছ প্রাপ্নুহি। মদেকশরণো ভবেত্যর্থঃ। ন মত্তোঽন্যদ-

শ　বি　বি
স্তীত্যবধারয়েত্যর্থঃ। ইয়ং বৈষ্ণবশাস্ত্রবিহিতা শরণাগতিঃ তদ্-

বি
যথা—যো হি যচ্ছরণো ভবতি স হি মূল্যক্রীতপশুরিব তদধীনঃ

বি
স তং যৎ কারয়তি তদেব করোতি, যত্র স্থাপয়তি তত্রৈব

বি
তিষ্ঠতি, যৎ ভোজয়তি তদেব ভুঙ্‌ক্তে ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য

ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্ যদুক্তং বায়ুপুরাণে "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পং প্রাতি-

কূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।

নিঃক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।" ইতি ভক্তিশাস্ত্রবিহিতা

স্বাভীষ্টদেবায় রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যম্। তদ্বিপরীতং

প্রাতিকূল্যম্। গোপ্তৃত্ব ইতি স এব মম রক্ষকো নান্য ইতি বরণম্।

রক্ষিষ্যতীতি স্বরক্ষণপ্রতিকূলবস্তুষূপস্থিতেষ্বপি স মাং রক্ষিষ্যত্যে-বেতি দ্রৌপদীগজেন্দ্রাণামিব বিশ্বাসঃ। নিঃক্ষেপণম্—স্বীয়-স্থূলসূক্ষ্ম-দেহসহিতস্যৈব স্বস্য শ্রীকৃষ্ণার্থ এব বিনিয়োগঃ। অকার্পণ্যম্ নান্যত্র ক্বাপি স্বদৈন্যজ্ঞাপনম্। ইতি ষণ্ণাং বস্তূনাং বিধাতৃ অনুষ্ঠানং যস্যাং সা শরণাগতিরিতি। অহং ত্বাম্ এবং নিশ্চিত-বুদ্ধিং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্ববিধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাবপ্রকাশীকরণেন। উক্তং চ নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতেতি। অতঃ মা শুচঃ শোকং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ

অত্র শ্রীমতা মধুসূদনেন উক্তম্—

তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাস-পাকতঃ॥

তত্রাদ্যং মৃদু যথা—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥

দ্বিতীয়ং মধ্যং যথা—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

তৃতীয়মবধিমাত্রং যথা—

সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥

ইতি দূতং প্রতি যমবচনম্। অম্বরীষপ্রহ্লাদগোপীপ্রভৃতয়শ্চাস্যাং ভূমিকায়ামুদাহর্ত্তব্যাঃ।

ম
অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে নিষ্ঠাত্রয়ং সাধ্যসাধনভাবাপন্নং বিবক্ষিত-মুক্তং চ বহুধা তত্র কর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপর্য্যন্তোপসংহৃতা "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইত্যত্র সন্ন্যাসপূর্ব্বক-শ্রবণাদি-পরিপাকসহিতা জ্ঞাননিষ্ঠোপসংহৃতা। ততো মাং তত্ত্বতো-জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিত্যত্র ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাতূভয়সাধনভূতোভয় ফলভূতা চ ভবতীত্যন্ত উপসংহৃতা।

ম
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেত্যত্র ভাবকৃতস্তু সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসানুবাদেন মামেকং শরণং ব্রজেতি জ্ঞাননিষ্ঠোপসংহৃতেত্যাহুঃ ভগবদভিপ্রায়বর্ণনে কে বয়ং বরাকাঃ।

বচো যদ্‌গীতাখ্যং পরমপুরুষস্যাগমগিরাং
রহস্যং তদ্ব্যাখ্যামনতিনিপুণঃ কো বিতনুতাম্‌।
অহং ত্বেতদ্বাল্যং যদিহ কৃতবানস্মি কথম—
ম
প্যহেতু-স্নেহানাং তদপি কুতুকায়ৈব মহতাম্‌ ॥ ৬৬ ॥

সমুদায় ধর্ম্ম [অধর্ম্মও] পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥

ভগবান্—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেককং শরণং ব্রজ" এই শ্লোকে আমি ঈশ্বরশরণাপত্তির উপসংহার করিলাম। শরণাপত্তির কথা নানাস্থানে বলিলেও "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ" ১৮।৫৬ শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ে ইহা বলিতেছি। ঐ শ্লোকে বলিয়াছি—"সর্ব্ব-কর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি সদা কুর্ব্বণোহনুতিষ্ঠন্।" অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম এমন কি নিষিদ্ধ কর্ম্মও যদি আমার শরণাগত হইয়া কর, তবে আমার প্রসাদে পরম পদে স্থিতি লাভ করিবে।

১৮।৫৭ শ্লোকে বলিয়াছি, "চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব" অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিতে হইবে। যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যুক্তন্যায়েন। যাহা কর,যাহা খাও,যজ্ঞ দান তপস্যা ইত্যাদি লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া—আমাতে বুদ্ধি সমাহিত করিয়া "আশ্রয়োহনন্যশরণত্বম্" হইয়া সতত মচ্চিত্ত হও।

১৮।৬৫ শ্লোকে মন্মনা ভব ইত্যাদিতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া মন্মনা বা মচ্চিত্ত হইবার কথা আবার বলিলাম। কর্ম্মযোগনিষ্ঠার পরম রহস্য এই ঈশ্বর-শরণতা। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্লোকে ইহার শেষ কথা বলিলাম। এখানে ইহাও লক্ষ্য রাখিও যে, কতকগুলি কর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম হয়, কতকগুলি কর্ম্ম করিলে অধর্ম্ম হয়। বিহিত কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাই অধর্ম্ম। এই কর্ম্মে ধর্ম্ম এই কর্ম্মে অধর্ম্ম হয়—ইহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রারব্ধবশে যে কর্ম্মই আসুক, তাহা আমাতে অর্পণ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও;

পূর্ব্বে যে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" বলিয়াছি, এই শ্লোকে সেই সিদ্ধির শেষ কথা বলিলাম। পূর্ণভাবে শরণাপন্ন হওয়াই কর্ম্মযোগের সিদ্ধি।

এইরূপে শরণাপত্তি শেষ করিতে পারিলে, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস হইয়া যাইবে। ফলসন্ন্যাসের পরে কর্ম্মসন্ন্যাস স্বাভাবিক। "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" পরে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ পরা ভক্তিদ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পারিবে; পরে দেহান্তে আমাতেই প্রবেশ করিবে।

"তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহাতে ভক্তিনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা

উভয়ই রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের উপায়—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

অর্জ্জুন—প্রথম সাধনা কোন্‌টি ও শেষ সিদ্ধি কোথায়, তাহা বুঝিলাম, এখন সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য এই শ্লোকটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

ভগবান্—বল, কি বলিবে?

অর্জ্জুন "সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইতে হইবে" ইহার অর্থ কি?

(১) কাহারও মতে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস ও যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ; যুদ্ধাদি; পশুপালন বাণিজ্যাদি; সেবা ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বর্ণধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম পরি-

ম

ত্যাগ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে হইবে। কেচিদ্বর্ণধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রমধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্যধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্।

(২) কাহারও মতে দেহ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ইত্যাদির ধর্ম্ম যে অগ্নিহোত্রাদি বা সুখদুঃখাদি—এই

নী

সব ত্যাগ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে হইবে। সর্ব্বেষাং বর্ণানামাশ্রমাণাং দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধীনাঞ্চ ধর্ম্মান্ অগ্নিহোত্রাদীন্ সুখদুঃখাদাংশ্চ।

রা

(৩) কাহারও মতে কর্ম্মযোগজ্ঞানযোগভক্তিযোগরূপান্ ধর্ম্মান্—কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তি-যোগরূপ সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই শ্রেণীর লোকে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া শঙ্কা দিয়া বলেন, "সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাত্যর্থযোগবৎ প্রিয়পুরুষনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাদ্ভক্তি-যোগস্য তদারম্ভবিরোধি পাপানামানন্ত্যাৎ প্রায়শ্চিত্তরূপৈর্দ্ধর্ম্মৈঃ পরিমিতকালকৃতৈস্তেষাং দুস্তর-তয়া আত্মনো ভক্তিযোগারম্ভানর্হতামালোচ্য শোচতোঽর্জ্জুনস্য শোকমপনুদন্ শ্রীভগবানুবাচ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি।

ভক্তিযোগারম্ভবিরোধানাদিকালসঞ্চিত নানাবিধানন্তপাপানুগুণান্ তৎপ্রায়শ্চিত্তরূপান্ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণকুষ্মাণ্ডবৈশ্বানরপ্রাজাপত্যব্রাতপতিপবিত্রেষ্টিত্রিবৃদগ্নিষ্টোমাদিকান্নানাবিধাস্তান্ ত্বয়া পরিমিতকালবর্ত্তিনা দুরনুষ্ঠানান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ভক্তিযোগারম্ভসিদ্ধয়ে মামেকং পরম-কারুণিকমনালোচিতবিশেষাশেষলোকশরণ্যমাশ্রিতবাৎসল্যজলধিংশরণং প্রপদ্যস্ব।

ভাবার্থ এই—তোমাকে যে ভক্তি করিব, তাহাও ত করিতে পারিতেছি না। কারণ, অনাদিকালসঞ্চিত নানাবিধ অনন্ত পাপ যে আমার ভক্তিবিরোধি হইতেছে। অনন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য আমাকে বহুবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সাধক যখন এই অনন্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ ধর্ম্মপালন এক জীবনে অসম্ভব দেখিয়া কাতর হয়েন, তখন ভগবান্ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন—অনন্তপাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, ইত্যাদি—

(৪) কেহ বলেন "শ্রীভগবান্‌ই সকল ধর্ম্মের অধিষ্ঠান-ভূমি। তুমি সকল ধর্ম্মের পৃথক্

পৃথক্ সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকেই সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া জান। সমস্ত অনাত্ম বিষয় ত্যাগ করিয়া শুধু আমাকেই চিন্তা কর।

"সর্ব্বধর্ম্মান্" এই কথার উপর এতগুলি মত উঠিতে পারে। তুমি "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই বাক্যে কি এসব কিছু লক্ষ্য করিতেছ?

ভগবান্— শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদিতে শরণাপত্তিতে যাহা করিতে হয়, আমি তাহাই বলিতেছি। শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদিতে শরণাগতকে ধর্ম্ম অধর্ম্ম উভয়ই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে।

শ্রুতি "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নিতি" এই মন্ত্রে ধর্ম্মাধর্ম্ম অনাদর করিয়া আমার শরণাপন্ন হইতে বলিতেছেন।

স্মৃতিও "ধর্ম্মমধর্ম্মং চ" ইহাতে ঐ কথাই বলিয়াছেন। ভগবান্ ব্যাসদেব আরও শরণাগত ভক্তের কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন :—

ধর্ম্মাধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্।
সীতয়া সহ তে রাম তস্য সৎ সুখমন্দিরম্॥

অ, রা, অযোধ্যা ৬।৫৫

তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীমহাদেব বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল এই সপ্তাচার কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেদাচার বা পশ্বাচারের পরেই বৈষ্ণবাচার। এই বৈষ্ণবাচারের সাধনা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্রেষ্ঠভক্তিং সমাচরেৎ।
স এব বৈষ্ণবাচারঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইহাতে সেই কথা বলিতেছি, যে কথা "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ" তে বলিয়াছি। বিহিত কর্ম্ম যাহা কর, তাহাও আমাকে অর্পণ করিয়া কর; এমন কি, নিষিদ্ধ কর্ম্মও প্রারব্ধবশে যাহা করিতে হয়, তাহাও আমাতে অর্পণ করিয়া কর।

অর্জ্জুন—"পরিত্যজ্য" ইহা কি অর্পণ অর্থে বলিতেছ?

ভগবান্—পরিত্যজ্য অর্থে আমার ভক্ত বলিতেছেন "সন্ন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ"। যাহারা কর্ম্মযোগে আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহাদিগকেই ত বলিতেছি—"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।" কর্ম্মার্পণের কথা পূর্ব্বে "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোকে বলিয়াছি। যাহা কর, যাহা খাও, অথবা যাহা যজ্ঞ কর, দান কর বা তপস্যা কর—সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম ও সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম আমার শরণাপন্ন হইয়া কর। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত আমাতে অর্পণ করাই পরিত্যজ্য কথার অর্থ।

প্রারব্ধ বশে যে কর্ম্ম তোমাতে আসিতেছে তাহাই মচ্চিত্ত হইয়া করিয়া যাও। এই সমস্ত কর্ম্ম তখন ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া করা হইল। এই সমস্ত কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের মত হইয়া গেল বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে বলা হইল—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অর্জ্জুন—"পরিত্যজ্য" ইহা লইয়াও বাদ বিসম্বাদ অনেক হইতে পারে।

ভগবান্—কিরূপ?

অর্জ্জুন—পরিত্যজ্য—'সন্ন্যস্য' এই অর্থ তুমি সমীচীন বলিতেছ। আর সন্ন্যস্য অর্থে অর্পণ ইহাও পূর্ব্বে যে বলিয়াছ তাহাও দেখাইতেছ; কিন্তু কেহ কেহ ইহাতে দোষারোপ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

বি

পরিত্যজ্য সংন্যস্য ইতি ন ব্যাখ্যেয়ং অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন সন্ন্যাসানধিকারাৎ ন চ অর্জ্জুনং লক্ষ্যীকৃত্যান্যজনসমুদায়ম্ এবোপদিদেশ ভগবান্ ইতি বাচ্যম্।

ভগবান্—এরূপ প্রতিবাদ ঠিক নহে। কারণ কর্ম্মযোগী কিরূপে কর্ম্ম করিবে এতৎ সম্বন্ধেই আমি এইখানে উপসংহার করিলাম। আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করাই এখানে সন্ন্যাসের অর্থ। কর্ম্মযোগীকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিতেছি না বলিতেছি কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে। কর্ম্মসন্ন্যাস এখানে লক্ষ্য করি নাই ফল সন্ন্যাসই এখানকার লক্ষ্য। পরিত্যজ্য অর্থে যদি সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস হয় তবে শরণ গ্রহণ রূপ কর্ম্ম আবার করিবে কে? দেহাত্মবোধ যাহার যায় নাই; রাগ দ্বেষ যাহার এখনও আছে এমন লোকও যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে চায় তবে এই শ্লোকে আমি ঐরূপ কর্ম্মীকে শরণাপন্ন হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিলাম। বলিলাম কর্ম্মযোগী কর্ম্মই করুক। কিন্তু সকল প্রকার ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম অনাদর করিয়া প্রারব্ধবশে যাহাই করিতে হউক তাহাতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের মত কেবল আমার শরণাগত যে হইয়াছে ইহাই লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাউক। শরণাগত হইয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাউক ইহাই তোমার "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" কথার অর্থ। শরণাপন্ন হওয়া কিরূপ তাহাও ধারণা কর—পূর্ব্বোক্ত বিষয় পরিষ্কার হইবে।

অর্জ্জুন—"শরণং ব্রজ" কথার অর্থ বল।

ভগবান্—মূল শ্লোকের ব্যাখ্যাতে শরণাগতির কথা বলিয়াছি। তাহার ভাবার্থ এই ঃ—

যে যাহার শরণাপন্ন হয় সে বিক্রীত পশুরন্যায় শরণদাতার অধীন। শরণদাতা তাহাকে যাহা করান সে তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেই স্থানেই থাকে, যাহা খাওয়ান তাহাই খায়—ইহাই শরণাপত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের তত্ত্ব। বায়ু পুরাণ ছয় প্রকার শরণাগতির কথা বলিতেছেন যথা—

(১) অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প। "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পম্"

(২) প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন। "প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্"

(৩) রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস। "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ"

(৪) রক্ষকত্বে বরণ। "গোপ্তৃত্বে বরণং তথা"

(৫) আত্মনিক্ষেপ। "নিক্ষেপণম্"

(৬) অকার্পণ্য। "অকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।"

(১) অভীষ্ট দেবতার প্রতি যাহাতে রুচি বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ সঙ্কল্প করার নাম অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প। ইষ্ট দেবতার সম্বন্ধে লীলাগ্রন্থ পাঠ ইষ্টদেবতার ভক্ত যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত।

(২) ইষ্টদেবতার ভক্ত যাহারা নহে অপিচ বিদ্বেষী তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ; যেখানে ও যে লোক দ্বারা তাঁহার প্রতিবাদ হয় সে স্থান ও সে লোক বর্জ্জন।

(৩) আমার ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার নাম আমাকে রক্ষা করিবেন এই বিষয়ে প্রবল বিশ্বাস।

(৪) প্রতি দিনের কার্য্যে, প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাঁহাকে রক্ষকত্বে বরণ করা। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে কোন ভক্ত বলিতে পারেন ঃ—

থাক্‌তে সময় দীন দয়াময় আরজি ক'রে রাখি।
তখন পড়ে কিনা পড়ে মনে পাছে পড়ি ফাঁকি ॥ ইত্যাদি

(৫) প্রতিদিনের সন্ধ্যাপূজা অন্তে অথবা তৎপূর্ব্বেই নিজের সূক্ষ্মদেহ মন ও তৎ ভাবনাদি শ্রীমৎ ইষ্টদেবে অর্পণ। নিজের খণ্ড ভাবকেও অখণ্ডে অর্পণ করিয়া তাঁহার মত নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিতে অভ্যাস। ইহার নাম আত্মনিক্ষেপ।

(৬) অন্য কোন মানুষের নিকট দৈন্যভাব জ্ঞাপন না করা। অর্থাৎ আমি তোমার শরণাগত—আমার শারীরিক বা মানসিক দুঃখের কথা আর কাহাকে জানাইব? তুমিই ত আমার রক্ষাকর্ত্তা। তুমিই সাক্ষাৎ সাম্বন্ধে আমায় রক্ষা কর, অথবা যিনিই রক্ষা করিতেছেন, তিনি তুমিই, অন্য কেহ নহে। ইহার নাম অকার্পণ্য।

শরণাপত্তির এই যে ছয় লক্ষণ পুরাণ বলিতেছেন, ইহা ভক্ত কর্ম্মযোগীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন। জ্ঞানানুষ্ঠানপরায়ণ পরভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন না। জ্ঞানী ভক্ত যিনি, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া শুধু গুরুমুখে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এবং তত্ত্বাভ্যাস মনোনাশ বাসনাক্ষয় (সমকালে) লইয়া থাকেন। কিন্তু আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এই তিন ভক্তই কর্ম্মযোগী।

অর্জ্জুন—তোমার শরণাপন্ন হইতে পারিলে—কোন প্রকার ধর্ম্ম অধর্ম্মের ভাবনা জীবের থাকিতে পারে না। সাধক তোমার উপর এতই নির্ভর করে যে, প্রারব্ধবশে যে কর্ম্মই তাহাকে করিতে হউক না কেন—তাহার অন্তর সর্ব্বদা তোমার চরণ চিন্তা থাকে বলিয়া কর্ম্মে বা কর্ম্মফলে কিছুই লক্ষ্য থাকে না—একমাত্র তোমাতে লক্ষ্য থাকে বলিয়া সে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন প্রকার বন্ধনে পড়ে না।

ভগবান্—তুমি যথার্থ বুঝিয়াছ। এইজন্য আমি বলিতেছি—অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

যদি কখন তোমার মনে হয়—আমি যে বিহিত কর্ম্ম করিতে পারিলাম না, অথবা আমাদ্বারা যে অবিহিত কর্ম্ম করা হইয়া গেল—ইহাতে কতই পাপ হইল—যদি এরূপ কখন মনে হয়, তন্নিবারণ জন্য আমি বলিতেছি—তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম করার যে বন্ধন—শুধু অবিহিত কর্ম্ম করার পাপবন্ধনটি মাত্র নহে, কিন্তু বিহিত কর্ম্ম করার জন্যও পুণ্যবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিব। তুমি শারীরিক, বাচিক, মানসিক সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছ বলিয়া, আমি তোমার মধ্যে আমার আত্মভাব প্রকাশ করিয়া দিব। তুমি তখন আমার মত সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে থাকিয়া ও সকল কর্ম্ম করিয়া আমার প্রসাদে পরমপদ লাভ করিবে। ইহাতে লক্ষ্য রাখিয়াই আমার ভক্ত বলিয়াছেন—কর্ম্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্‌দর্শনং সর্ব্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ সর্ব্বধর্ম্মানিতি।

অর্জ্জুন—বায়ুপুরাণে লক্ষ্য রাখিয়া যে শরণাপত্তির কথা তুমি বলিতেছ, তাহা ত কর্ম্ম-যোগীরই কার্য্য। এই শরণাপত্তি অবলম্বন করিলে কি ক্রমোন্নতির সহিত জ্ঞানীর অবস্থা যে আপনি আপনি ভাবে স্থিতি, তাহা হইবে?

ভগবান্—আমার ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা নিম্নলিখিত ক্রমেও শরণাপত্তির উন্নতি প্রদর্শন করেন।

প্রথম অবস্থা "তোমার আমি"; দ্বিতীয় অবস্থা "তুমি আমার"; তৃতীয় অবস্থা "তুমিই আমি"।

অর্জ্জুন—শরণাপত্তির এই তিনটি ক্রম ভাল করিয়া বলিবে?

ভগবান্—বলিতেছি, শ্রবণ কর।

(১) আমি তোমার ঃ—

শরণাগত বিভীষণকে যখন প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ পরম শত্রু রাবণের ভ্রাতা বলিয়া বিনাশ করাই উচিত স্থির করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন ঃ—

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥
তবাস্মীতি প্রপন্নায় অঙ্গীকৃতবতে যাচতে অভয়মিতি শেষঃ॥

রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড।

ভাবার্থ এই ঃ—যে সাধক "তোমার আমি" বলিয়া একবারও আমার শরণাগত হয়, হইয়া আমার নিকট হইতে অভয় যাচ্ঞা করে, সে যদি নীচ হইতেও নীচ হয়, তথাপি আমি তাহাকে অভয় প্রদান করি—এই আমার ব্রত; এই আমার প্রতিজ্ঞা।

প্রথম প্রকার শরণাপত্তির সাধনার কথা শ্রবণ কর। সংসার-নিষ্পেষিত সাধক কাতর-প্রাণে আমার নিকট প্রার্থনা করেন ঃ—

হে আমার দেবতা—আমি আর কার হইব? আমি তোমার হইলাম। আমি কত লোকের হইতে গিয়াছিলাম—কখন সংসারের হইয়াছিলাম, কখন স্ত্রীর হইয়াছিলাম, কখন পুত্রকন্যার হইয়াছিলাম, কখন বন্ধুবান্ধবের হইয়াছিলাম; যেখানে যাহার কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাকেই ভালবাসিতে ছুটিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে অভয় দিতে ত কেহ পারিল না! তুমি ভিন্ন অভয়দাতা কে? তুমি ভিন্ন মৃত্যুসংসারসাগর হইতে কে পার করিতে পারে? তুমি ভিন্ন প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে আর সামর্থ্য কার? হে ভগবান্! হে আমার প্রভু! আমি তোমার হইলাম। "তোমার আমি"—আমি আর কাহারও নই। আমি কাম-ক্রোধের আর হইতে চাই না, আমি লোভ-মোহের আর হইতে চাহি না, আমি রূপ-রসের আর হইতে চাহি না, আমি কোন প্রকার ভোগের আর হইতে চাহি না। আমি তোমার। প্রারব্ধবশে আমায় যাহাই কেন করিতে হউক, "আমি যে তোমার" ইহা আর ভুলিব না। যাহা হয়, সব সহ্য করিয়া যাইব। আমার একমাত্র থাকিবে তুমি। কর্ম্মস্রোতে আমি যে অবস্থায় পড়ি না কেন, আমি সকলই সহ্য করিব—আমি ভাবিব—আমার সকল অবস্থাই তুমি জানিতেছ, আমার যাতনা দূর করিয়া আমাকে তোমার করিয়া লইবার জন্যই তুমি আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-

ভোগ করাইয়া দিতেছ—পূর্ব্বকর্ম্মফলে আমার যাহাই কেন আসুক না, আমি অতিশয় যাতনা পাইলেও, ইহা তোমার স্নেহ মনে করিতে চেষ্টা করিব। তুমি আমায় নির্ম্মল করিয়া তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার উপযুক্ত করিয়া লইতেছ ভাবিয়া, কিছুতেই হতাশ হইব না। সব সহ্য করিয়া বলিব—আমি যে তোমার।

এই সাধনা যে অত্যন্ত সহজ, তাহা ভাবিও না। শরীর দ্বারা, মন দ্বারা, বাক্য দ্বারা—যে কর্ম্মই করা হউক না কেন, সকল কর্ম্মের আদিতে—সকল লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মের প্রথমেই বলিতে অভ্যাস কর—"আমি তোমার। তুমি আমায় রক্ষা কর—আমি তোমার শরণাগত।"

সাধক এই অবস্থায় শ্রীভগবানের উপর জোর করে না; শ্রীভগবানের সহিত এক হইতেও চায় না। সাধক "আমি তোমার" এই সাধনা অভ্যাস করিতে করিতে আমার নিকট প্রার্থনা করে ঃ—

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥

হে বিষ্ণু! আমার অবিনয় দূর কর! মন দমন কর! বিষয়তৃষ্ণা শান্ত কর। আমি যেন সর্ব্বভূতে দয়া বিস্তার করিতে পারি। হে প্রভু! আমাকে সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ কর।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ।

হে নাথ! উপাধিভেদ যখন না থাকে, তখন তুমি আমি এক। কিন্তু ভেদ না থাকিলেও "তোমার আমি" এই বলিতে পারি, "আমার তুমি" ইহা বলিতে পারি না। কারণ, "সমুদ্রের তরঙ্গ" ইহাই সত্য, "তরঙ্গের সমুদ্র" ইহা কখন নহে।

(২) "তুমি আমার" ঃ—

"আমি তোমার" এই সাধনাকালে সাধককে শ্রীভগবানের জন্য সমস্তই করিতে হয়। শ্রীভগবানের আজ্ঞা সমস্তই পালন করিতে হয়। যতই ক্লেশ হউক না কেন, হে ভগবান্! তোমার আজ্ঞা বলিয়া একাদশীর উপবাস করি, তোমার আজ্ঞা বলিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি, অন্যান্য ব্রত উপবাসাদি করি—যতই যাতনা হউক না কেন, বিশ্বাসে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়াও তোমার আজ্ঞা পালন করি। এই-রূপ করিতে করিতে যখন তোমার কৃপা অনুভব করি, যখন আমার ক্লেশ নিবারণ জন্য তোমায় আসিতে হয়, যখন আমার চক্ষের জল মুছাইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক বা পরোক্ষেই হউক, কোনরূপে তোমায় আসিতে হয়, যখন আমি ডাকিলেই তোমাকে আসিতে হয়, তখন "তুমি যে আমার" তাহা বুঝিতে পারি। যিনি শ্রীভগবানের ভালবাসা অনুভব করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা তাঁহার আদর অনুভব করিতেছেন, তিনিই বলিতে পারেন, তুমি আমারই। নিকটে থাক বা দূরে থাক, এস বা না এস, তুমি আমায় ছাড়িয়া ক্ষণকালও থাকিতে পার না। তোমার অনেক থাকিতে পারে—কিন্তু তুমি আমার বলিয়া, তোমার শত কোটি ব্রহ্মাণ্ড—সে সব আমারই। ব্রহ্মাণ্ড আর কোথায়? যখন তোমাকে পাই নাই, তখন তোমাকে সকল বস্তু-

মধ্যে খুঁজিয়াছি—চন্দ্রে তুমি, সূর্য্যে তুমি, জলে তুমি, বায়ুতে তুমি, নক্ষত্রে তুমি, ফুলে তুমি, আকাশে তুমি, সাগরে তুমি,—সর্ব্বত্র তোমায় খুঁজিয়া খুজিয়া, সকলের কাছে কাতর হইয়া প্রার্থনা করিয়া করিয়া, তোমার জন্য সকল দুঃখ সহিয়া সহিয়া, যখন তোমাকে আমার দয়িতরূপে পাইলাম, রমণীয়দর্শনরূপে দেখিলাম, ঈপ্সিততমরূপে ধরিতে পারিলাম, তখন স্থির হইয়া শুধু তোমার ভুবনমোহন রূপই দেখিলাম—আর দেখিলাম—তোমার ঐ সুন্দর মূর্ত্তিমধ্যেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। নাভিদেশে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু, ললাটে মহেশ্বর, ললাটে মহাকালী, হৃদয়ে মহালক্ষ্মী, নাভিদেশে মহাসরস্বতী—সকলই তোমাতে। যখন তোমাকে পাইলাম, তখন তোমার শত কোটী ব্রহ্মাণ্ড—সে ত আমারই।

ব্রজগোপিকাগণ শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়াছেন—যাইতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিলেন—তাঁহার সহিত কে পারিবে? গোপিকাগণ তখন বলিয়াছিলেন :—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।

বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া পলাইলে—হে কৃষ্ণ! ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি হৃদয় ছাড়িয়া যাইতে পার, তবে বুঝি পৌরুষ। পদ্ম ত কোমল; সন্ধ্যাকালে পদ্ম মুদ্রিত হইয়াছে, ভ্রমরও ভিতরে; যে ভ্রমর কত কঠিন কাষ্ঠ কাটিতে পারে, সে ভ্রমর কি কোমল পদ্ম কাটিয়া বাহির হইতে পারে না? ভ্রমর ত তাহা করে না। প্রণয়ে তাহা হয় না। সকলি পার জানি, কিন্তু তুমি যে আমার। আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া কি তুমি যাইতে পার? তাহাত পার না। "তুমি আমায়" সাধনায় শ্রীভগবানের উপর মান অভিমান, জোর জুলুম সবই চলে। শ্রীভগবানের উপরে ভর্ৎসনাও চলে, আর সেই চপল দয়িত বলেন—তোমার ভর্ৎসনা বেদস্তুতি হইতেও আমার চিত্ত হরণ করে।

(৩) "তুমিই আমি" :—

তুমি যখন আর পালাও না, যখন সপ্তবরণ পার করিয়া আমাকে তোমার স্বস্থানে লইয়া যাও—যখন আমি চাহিয়া চাহিয়া তোমার দিকে চাহিয়া থাকি, যখন পূজা করিবার জন্য শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিতে গেলে তুমি আলিঙ্গন করিয়া আমার সমস্ত পূজা সাঙ্গ করিয়া দাও আর বল—এখনও কি তুমি আমায় পর করিয়া রাখিতে চাও—যখন আমি তোমার রঙ্গ দেখিয়া চুপ করিয়া থাকি, আর তখন তুমি আমাকে তোমার স্বরূপ বুঝাইয়া দাও। তুমি তোমার "আপনি আপনি" ভাবে, তোমার অবিজ্ঞাত স্বরূপে, সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি ব্রহ্ম। ব্রহ্মই মায়া-সাহায্যে জগৎরূপে সাজিয়াছেন। জগৎ ইন্দ্রজাল মাত্র। যে ইন্দ্রজাল তোমার মায়া তুলিয়াছে, তাহা মিথ্যা। এই মিথ্যাতে সত্যস্বরূপ তুমি যেন আবৃত হইয়াছ; অখণ্ড তুমি যেন খণ্ডমত হইয়াছ; অপরিচ্ছিন্ন তুমি যেন পরিচ্ছিন্ন মত হইয়াছ। আমাকে আলিঙ্গন করিয়া—সমস্ত স্পন্দন শূন্য করিয়া তুমি দেখাও—তুমিই আছ, আমি যাহা ছিল, তাহা তুমিই। শিবরূপী পুরুষ নিশ্চল। কখন দেখেন—আপন বক্ষে প্রকৃতি স্থির অচঞ্চল, দেখিতে দেখিতে আর দেখেন না; দেখেন—আপনিই

আপনি। তখন আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হওয়া হইয়া যায়—দেখা শুনা কর্ত্তা ভোক্তা—এখানে কিছুই নাই। ইহাই মহাপ্রলয়ে তোমার স্বস্বরূপে অবস্থান। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। আবার যখন খেলা করিতে ইচ্ছা হয়, তখন স্পন্দরূপিণী ক্রীড়াশালিনী প্রকৃতিকে আপন বক্ষে নৃত্য করাইতে আরম্ভ কর। স্থির হইয়া প্রকৃতির মনোহর রূপ দেখ—তখন অর্দ্ধনারীশ্বররূপে, কখন শিবশক্তিভাবে, কখন সীতারাম হইয়া, কখন রাধাকৃষ্ণ হইয়া নানাভাবে লীলা কর। আবার ক্রীড়াভঙ্গে আপনি আপনাতে গমন কর। তখন তুমিই থাক—আমিই তুমিরূপে স্থিতিলাভ করি।

যমরাজ দূতকে বলিয়াছিলেন ঃ—

সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥

এই সমস্ত জগৎ এবং আমিও সেই বাসুদেব, পরম পুরুষ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। রে দূত! যাঁহার হৃদয়ে এই অচল বিশ্বাস, তুমি তাঁহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিও। তুমি তুমি করিতে করিতে যখন আর আমি থাকে না, আমিও তুমি হইয়া যায়, তখনই অদ্বৈতস্থিতিলাভ ঘটে। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীর উপর যমের অধিকার নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীই জীবন্মুক্ত।

অর্জ্জুন—শরণাপত্তি যাহার ঠিক হয়,তাহাকে তুমি বিচারবান করিয়া কিরূপে আপনার সঙ্গে এক করিয়া লও, তাহা বুঝিয়া কৃতার্থ হইতেছি। "বিশতে তদনন্তরম্" এইটি যে শরণাপত্তির শেষ সিদ্ধি, তাহাও বুঝিতেছি। আরও বুঝিতেছি, এই শরণাপত্তির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ, ভক্তি, জ্ঞান-সমস্ত সাধনাই রহিয়াছে। আমি আর কি বলিব! তোমার এই উপদেশ জীব গ্রহণ করুক—তুমি জয় যুক্ত হও॥ ৬৬॥

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥৬৭॥

ইদং শাস্ত্রং গীতাখ্যং সর্ব্বশাস্ত্রার্থরহস্যং তে তব সংসার-বিচ্ছিত্তয়ে ময়োক্তম্ অতপস্কায় তপোরহিতায় অসংযতেন্দ্রিয়ায় কদাচন কস্যামপ্যবস্থায়াম্ মহত্যপি সঙ্কটে ন বাচ্যম্। নোপদেষ্টব্যম্।

অত্র "বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।

অসূয়কায়াঽনৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়াদ্বীর্য্যবতী তথা স্যাম্॥ যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইতি। তপস্বিনেঽপি অভক্তায় গুরৌ দেবে চ ভক্তিরহিতায় ন বাচ্যং কদাচন অশুশ্রূষবে চ ভক্তস্তপস্ব্যপি সন্ শুশ্রূষাং পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে ন চ বাচ্যং কদাচন। মাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যং মত্বা যঃ অভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ ন বাচ্যম্। তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে শ্রীকৃষ্ণানুরক্তায় চ বাচ্যমিত্যর্থঃ। ভগবত্যনসূয়াযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে বাচ্যং শাস্ত্রমিতি সামর্থ্যাদ্গম্যতে। তত্র মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যনয়োর্ব্বিকল্পদর্শনাচ্ছুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যম্। শুশ্রূষাভক্তিবিযুক্তায় ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যম্। ভগবত্যসূয়াযুক্তায়

সমস্তগুণবতেঽপি ন বাচ্যম্। গুরুশুশ্রূষাভক্তিমতে চ বাচ্যম্।

ইত্যেষ সম্প্রদায়বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥

যাহা তোমার হিতের জন্য বলিলাম ইহা তপস্যা বিহীন, অভক্ত, শুশ্রূষা করেনা এবং আমার অসূয়া করে এরূপ ব্যক্তিকে কদাচ বলিওনা ॥ ৬৭ ॥

অর্জ্জুন—এই গীতা শাস্ত্র শ্রবণে কিরূপ ব্যক্তি অধিকারী ?

ভগবান্—যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া তপস্যা করে—শুধু সংযমী হইলেই হইবে না কিন্তু গুরু ও দেবতায় ভক্তিমান হওয়া তাহার আবশ্যক—শুধু তপস্যা ও ভক্তি থাকিলেই হইবে না। তাহার গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ হওয়া চাই—তপস্যা ভক্তি এবং শুশ্রূষা থাকিলেই যে হইবে তাহাও নহে ইহার সহিত আমার প্রতি সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ-বুদ্ধি শূন্য হওয়া আবশ্যক। এই সমস্ত গুণ যাহার আছে তাহার জন্যই গীতার উপদেশ। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মবিদ্যা এক সময়ে উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন "তোমরা আমাকে গোপন রাখিও ইহাতে তোমাদের ইষ্ট হইবে। যদি জীবে দয়া করিয়া প্রকাশ কর তবে যাহারা অসূয়াযুক্ত, সরলতাশূন্য, তপস্যা হীন তাহাদিগকে বলিও না। ইহা করিলে আমি কোন ফলদান করিব না। দেবতা ও গুরুতে যাঁহাদের পরম ভক্তি তাঁহাদের কাছে ইহা প্রকাশ করিবে" ॥ ৬৭ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যঃ সম্প্রদায়স্য প্রবর্ত্তকঃ ইমম্ আবয়োঃ সংবাদরূপং গ্রন্থং পরমং নিঃশ্রেয়সার্থং গুহ্যং গুপ্তং গোপ্যতমং মদ্ভক্তেষু ময়ি ভক্তিমৎসু মাং ভগবন্তং বাসুদেবং প্রত্যনুরক্তেষু অভিধাস্যতি বক্ষ্যতি অভিতো গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ধাস্যতি স্থাপয়িষ্যতি যথা ত্বয়ি ময়া। ভক্তেঃ

পুনর্গ্রহণাৎ পূর্ব্বোক্ত বিশেষণত্রয়রহিতস্যাপি ভগবদ্ভক্তিমাত্রেণ

ম শ

পাত্রতা সূচিতা ভবতি। কথং অভিধাস্যতীতি ? উচ্যতে ময়ি পরাং

নী নী

ভক্তিং অদ্বৈতলক্ষণামুপাসনাং কৃত্বা তত্রাদরং প্রাপ্য তামনুষ্ঠায় চ

শ শ

ভগবতঃ পরমগুরোরচ্যুতস্য শুশ্রূষা ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্বা

ম ম ম

নিশ্চিত্য যোঽভিধাস্যতি স মাং ভগবন্তং বাসুদেবং এষ্যত্যেব

শ

অচিরান্মোক্ষত এব সংসারাৎ মুচ্যত এব অসংশয়ঃ অত্র সংশয়ো ন

ম নী

কর্ত্তব্যঃ। স্মর্য্যতে হি অজামিলাদীনাং ভক্তিগন্ধহীনানামপি পুত্র-

সঙ্কেতিতেন নারায়ণেনেতি নাম্না স্নেহবশাদাহ্বয়তাং তাবন্মাত্র-

তুষ্টেন ভগবতা সদ্গতির্দত্তা কিমু বক্তব্যং যো বাচা এতাবচ্ছাস্ত্ররহস্যং

প্রতিপাদয়তি তস্য ভক্তিলাভাদিক্রমেণ কৃতকৃত্যত্বং ভবিষ্যতীতি ॥৬৮॥

যে ব্যক্তি আমাতে পরমভক্তিযুক্ত হইয়া আমাদের উভয়ের এই পরমগুহ্য কথোপকথন আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন; তিনি যে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥৬৮॥

অর্জ্জুন—গীতাশাস্ত্র অন্যকে উপদেশ করিলে, কোন্ ফল লাভ হয় ?

ভগবান্—ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করিলে, নিশ্চয়ই আমাকেই পাইবে।

অর্জ্জুন—যাহারা তপস্যা করে না, যাহারা অভক্ত, যাহারা গুরুশুশ্রূষা করে না, যাহারা ভগবানের গুণেও দোষারোপ করে, এমন লোককে শ্রীগীতার উপদেশ শুনাইলে তোমার বাক্যের অমর্য্যাদা করা হয়। কিন্তু তোমার উপর আন্তরিক ভক্তিবশতঃ যে তোমার ভক্তকে ইহা শুনাইবে, সে ব্যক্তির নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তি ঘটিবে। গীতা আলোচনার ফল এত ?

ভগবান্—নিশ্চয়ই। আমাকে পূর্ণমাত্রায় ভক্তি ও বিশ্বাস না করিতে পারিলে, এই দুরূহ কার্য্যে রুচি হইবে কেন ? যদি কেহ আমার শরণাপন্ন হইয়াও বুঝিতে চেষ্টা করে—যদি তাহার বুদ্ধিমালিন্য বশতঃ অর্থ বুঝিতে নাও পারে, তাহা হইলেও সে আমার কৃপায় মুক্ত হয় ॥ ৬৮ ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

ম শ্রী শ্রী
চ কিঞ্চ তস্মাৎ মদ্‌ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো

ম শ শ শ
মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিৎ মে মম প্রিয়কৃত্তমঃ অতিশয়েন প্রিয়কৃৎ

শ্রী শ্রী ম ম ম
অত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা ন ন অস্তি বর্ত্তমানে কালে নাপি প্রাগা-

ম ম
সীত্তাদৃক্ কশ্চিৎ তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ প্রাত্যতিশয়বিষয়ঃ চ ভুবি

শ শ নী
অস্মিন্ লোকে ন ভবিতা ন ভবিষ্যতি। "অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো

দহত্যেব হি পাবকঃ" ইতি ন চ ভুবি এতস্মাদন্যাৎ পরমার্থসাধন-

মস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

মনুষ্যের মধ্যে সেই (গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা) অপেক্ষা আমার অতি প্রিয় আর কেহই নাই এবং ভবিষ্যতে তাঁহার অপেক্ষা আমার প্রিয়তরও এই পৃথিবীতে অন্য কেহ হইবে না ॥ ৬৯ ॥

অর্জ্জুন—গীতাশাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা যে করিবে, সেও তোমার এত প্রিয়?

ভগবান্—তাহার ন্যায় প্রিয় আমার এই লোকে কেহ নাই, কেহ হইবেও না। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিও, যথার্থ ব্যাখ্যার অধিকারী অতি অল্প লোকেই হইতে পারে। কোন সম্প্রদায় রক্ষা জন্য যদি ইহার ব্যাখ্যা না করে—শাস্ত্র বুঝিবার জন্য আমার শরণাপন্ন হইয়া যদি এই শাস্ত্র বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে তাহার কল্যাণ নিশ্চয়ই হয় ॥ ৬৯ ॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

অধ্যাপকস্য ফলমুক্ত্বা অধ্যেতুঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যতে চেতি—(নী) আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং (শ্রী) সংবাদং সংবাদরূপং (শ) গ্রন্থং (শ) যঃ অধ্যেষ্যতে চ পঠিষ্যতি (শ) জপরূপেণ (শ্রী) পঠিষ্যতি তেন অধ্যেত্রা পুংসা (ম) অহং সর্ব্বেশ্বরঃ (ম) জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানাত্মকেন যজ্ঞেন চতুর্থাধ্যায়োক্তেন (ম) দ্রব্যযজ্ঞাদিশ্রেষ্ঠেন (ম) ইষ্টঃ পূজিতঃ (ম) স্যাং ভবেয়ম্ (শ) ইতি মে মম মতিঃ (শ) নিশ্চয়ঃ (ম)। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি তথাপি (শ্রী) মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাহসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি অতোজপমাত্রাদপি (শ্রী) জ্ঞানযজ্ঞফলং মোক্ষং লভতে; সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং পঠতস্তু সাক্ষাদেব মোক্ষ ইতি কিং বক্তব্যমিতি (ম)

ফলবিধিরেবায়ং নার্থবাদঃ। "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপেতি" প্রাগুক্তম্ ॥ ৭০ ॥

আর যিনি আমাদের এই ধর্ম্ম সংবাদ পাঠ করিবেন, জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা তৎকর্ত্তৃক আমারই পূজা হইবে নিশ্চয়। এই আমার মত ॥ ৭০ ॥

অর্জ্জুন—যিনি গীতা ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার ইষ্ট কি হইবে, তাহা ত বলিলে; কিন্তু যিনি গীতা পাঠ করেন, তাঁহার কি হয়?

ভগবান্—গীতাপাঠকে তুমি জ্ঞানযজ্ঞ বিবেচনা করিও। পূজা হোমাদি দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ—ইহা চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছি। গীতাপাঠক অর্থ না বুঝিয়াও যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করেন—যদি জপ করেন, তাহা হইলে উহা শ্রবণমাত্রেই আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বুদ্ধিপ্রদান করি। অতএব জপ মাত্রেই ক্রমে ক্রমে জ্ঞানযজ্ঞের ফল যে মোক্ষ, তাহা লাভ হয়; আর অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক যিনি ইহা পাঠ করেন, তাঁহার যে সাক্ষাৎ মোক্ষ হইবে, ইহা কি আবার বলিতে হয়?

অর্জ্জুন—বুঝিয়াই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, গীতা পাঠ করিলেই কি তুমি প্রসন্ন হও?

ভগবান্—যাহারা বুঝিয়া পাঠ করে, তাহারা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়া পরম পদে স্থিতি লাভ করে। যাহারা না বুঝিয়াও এই গীতাশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে—কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক—সকলেই মহাফল লাভ করে।

কাহাকেও নাম ধরিয়া ডাকিলে সে ব্যক্তি ডাক শুনিলেই যেমন উপস্থিত হয়,—শ্রীগীতা আমার হৃদয়, আমার হৃদয় ধরিয়া যে তোমার আমার সংবাদ আমাকে শ্রবণ করায়, তাহার অতি নিকটে নিকটে যে আমি থাকি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা তুমি স্তুতিবাদ মনে করিও না। ইহা সত্যই ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥

যো নরঃ শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ (ম) অনসূয়ঃ চ অসূয়য়া দোষদৃষ্ট্যা রহিতঃ চ (ম) কেবলং (ম) শৃণুয়াৎ অপি ইমং গ্রন্থং, (শ) অপিশব্দাৎ (শ)

শ ম ম
কিমুতার্থ জ্ঞানবান্ সোঽপি কেবলাক্ষরমাত্রশ্রোতাঽপি মুক্তঃ

শ্রী শ্রী শ শ
সর্বৈঃ পাপৈর্ম্মুক্তঃ সন্ পুণ্যকর্ম্মণাং অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবতাং

ম ম
শুভান্ প্রশস্তান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ জ্ঞানবতস্তু কিং বাচ্যম্

ম শ্রী
ইতি ভাবঃ। তথা চোক্তং শ্রীভাগবতে—বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎ-পাদ-সলিলং যথা ॥ ৭১ ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত এবং দোষদৃষ্টিশূন্য হইয়া যিনি ইহা কেবল মাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মকারিগণের পবিত্র লোক সকল প্রাপ্ত হয়েন ॥৭১॥

অর্জ্জুন—ব্যাখ্যা ও পাঠের ফল বলিলে, কিন্তু যাহারা কিছুই বোঝে না অথচ শ্রবণ করে, তাহাদের কি হয় ?

ভগবান্—কোন নিরক্ষর ব্যক্তি যদি গীতাপাঠ শ্রবণ করে—শ্রবণসময়ে যদি তাহার কোন প্রকার দোষদৃষ্টি না থাকে এবং যদি তাহার শ্রদ্ধা জন্মে, তবে এরূপ ব্যক্তিও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং শুভ লোকে ইহার গতি হয়। শ্রীভাগবতে বলা হইবে ঃ—

বাসুদেব-কথাপ্রশ্ন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে। শ্রীভগবানের পাদসলিল যে গঙ্গা, তাহার মত শ্রীগীতা বা শ্রীভাগবত বা শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণ বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা এবং শ্রোতা সকলকেই পবিত্র করে ॥ ৭১ ॥

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ! ॥ ৭২ ॥

শ ম রা
হে পার্থ ! এতৎ ময়োক্তং গীতাশাস্ত্রং একাগ্রেণ অবহিতেন

শ ম ম
চেতসা ত্বয়া শ্রুতং কচ্চিৎ কিম্? অর্থতোঽবধারিতং কিম্?

ম ম ম
হে ধনঞ্জয়! তে তব অজ্ঞানসম্মোহঃ অজ্ঞাননিমিত্তঃ

ম ম
বিপর্য্যয়ঃ প্রনষ্টঃ অজ্ঞাননাশাৎ পুনরুৎপত্তিবিরোধত্বেন নষ্টঃ

ম
কচ্চিৎ কিম্? যদি ন স্যাৎ পুনরুপদেশং করিষ্যামীত্যভি-

ম
প্রায়ঃ ॥ ৭২ ॥

পার্থ! একাগ্রচিত্তে তুমি এই গীতাশাস্ত্র শুনিলে ত? ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল বিনষ্ট হইল ত? ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুন—আমার মত ভাগ্য কার আছে? আমি তোমার শ্রীমুখ হইতে পরমগুহ্য মোক্ষোপায় শুনিলাম।

ভগবান্—অর্জ্জুন! আমার উপদেশ তুমি একাগ্র হইয়া শুনিলে ত? কেমন, তোমার মোহ ত আর নাই?

অর্জ্জুন—তোমার মত সদ্‌গুরু যাহার ভাগ্যে লাভ হয়, তাহার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? শিষ্য শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিতে পারিল কি না শ্রীগুরু সর্ব্বশেষে ইহাই জিজ্ঞাসা করেন। উদ্দেশ্য, যদি শিষ্য না বুঝিয়া থাকে তবে আবার বলিবেন, সহজ উপায়ে বলিবেন। যেরূপে হউক, শিষ্যকে কৃতার্থ করাই গুরুর ধর্ম্ম। তোমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার যাহা হইয়াছে, বলিতেছি।

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত!
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

শ
অর্জ্জুন উবাচ হে অচ্যুত! মোহঃ অজ্ঞানজঃ সমস্ত

শ　　　　　শ

সংসারানর্থহেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ নষ্টঃ। ত্বৎপ্রসাদাৎ তবপ্রসাদাৎ

ময়া স্মৃতিঃ আত্মতত্ত্ববিষয়া লব্ধা যস্মাত্তদুপদেশাদাত্মজ্ঞানং

লব্ধং সর্ব্বসংশয়ানাক্রান্ততয়া প্রাপ্তং অতঃ সর্ব্বপ্রতিবন্ধশূন্যেনা-

ম　　　　　শ　　ম

ত্মজ্ঞানেন মোহো নষ্ট ইত্যর্থঃ। গতসন্দেহঃ মুক্তসংশয়ঃ নিবৃত্ত-

সর্ব্বসন্দেহঃ স্থিতঃ অস্মি যুদ্ধকর্ত্তব্যতারূপে তচ্ছাসনে যাবজ্জীবং

ম　　　　ম　　　　ম

স্থিতোহস্মি। তব ভগবতঃ পরমগুরোঃ বচনম্ আজ্ঞাং করিষ্যে

ম

পালয়িষ্যামি॥ ৭৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন! হে অচ্যুত! আমার মোহ নষ্ট হইল। তোমার কৃপার আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম। এখন আমি সন্দেহ শূন্য হইলাম এবং তোমার শাসনে স্থিত হইলাম। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিব॥ ৭৩॥

অর্জ্জুন—আমি আর কি বলিব? সকলই ত জান তুমি। তথাপি আমার মুখে শুনিতে ভালবাস—বলিতেছি—আমি আমার স্বরূপের স্মৃতি লাভ করিলাম—আমার পরধর্ম্মগ্রহণরূপ যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়াছে। ইহা সমস্তই তোমার কৃপা। প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আর তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আর আমার আত্ম-বুদ্ধিরূপ সন্দেহ নাই। দেহে আত্মবুদ্ধি—এইটিই জীবের মোহ। এই মোহহেতু আত্ম-স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে। সেইজন্য জীব স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মগ্রহণ করে এবং তাহা হইতেই জীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন মোহ নষ্ট হয়, তখন স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা আত্মস্বরূপের যে স্মরণ, তাহারই নাম স্মৃতি। শ্রুতি বলেন—"স্মৃতিলম্ভে সর্ব্ব-গ্রন্থীনাং বিমোক্ষঃ।" চিৎ ও জড়ের যে ভেদ, তাহা ভুলাইয়া দিয়া মায়া আপন আবরণ শক্তি

দ্বারা চিৎ ও জড়ের ঐক্যরূপ এক ভ্রম উত্থাপন করেন। এই ভ্রমপ্রসূত হৃদয়গ্রন্থি যখ ছিঁড়িয়া যায়, তখন আত্মরূপের স্মৃতি লাভ হয় ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥* ৭৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ অহম্ ইতি ইত্যেবং মহাত্মনঃ মহাবুদ্ধেঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং যথোক্তং রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরম অদ্ভুতং অত্যন্তবিস্ময়করং সম্বাদং অশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন! আমি এইরূপে মহানুভব বাসুদেব ও পার্থের এই রোমহর্ষ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৪ ॥

প্রঃ। এই সংবাদ অদ্ভুত ও রোমহর্ষণ কিরূপে?

উঃ। সাধ্য ও সাধনা সম্বন্ধে সমস্ত গূঢ় কথা এখানে বর্ণিত। ইহা আর কখন শুনি নাই এজন্য অদ্ভুত। ব্যাসদেবের প্রসাদে আমি স্বচক্ষে বিশ্বরূপ দেখিলাম, সম উপদেশই শুনিলাম; আমার চিত্ত বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া যাইতেছে—যতই স্মরণ করিতেছি শরীর রোমাঞ্চ হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫

ব্যাসপ্রসাদাৎ ব্যাসদত্তদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাৎ ইমং

* লোমহর্ষণম্ ইতি বা পাঠঃ

পরং গুহ্যং যোগং যোগার্থত্বাদ্গ্রন্থোঽপি যোগঃ। তং সংবাদমিমং যোগমেব বা যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ স্বয়ং স্বেন পারমেশ্বরেণ রূপেণ কথয়তঃ সাক্ষাৎ এবাহং শ্রুতবানস্মি ॥ ৭৫ ॥

ব্যাসের প্রসাদে আমি এই পরম গুহ্য যোগ সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যেমন বলিয়াছিলেন সেইরূপ শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ।

প্রঃ। যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে হইতেছিল, গীতাও কুরুক্ষেত্রে কথিত হইয়াছিল। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়া কিরূপে শুনিলেন ?

উঃ। ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষুকর্ণাদি প্রদানকরিয়াছিলেন, প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আভাস দেওয়া হইয়াছে। পৃ ৮ ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যং শ্রবণাদপি পাপহরং অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্মুহুঃ বারংবারং হৃষ্যামি চ হর্ষং প্রাপ্নোমি প্রতিক্ষণং রোমাঞ্চিতো ভবামীতি বা ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন্। কেশবার্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বার বার স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহু হর্ষানুভব করিতেছি ॥ ৭৬ ॥

প্রঃ। সঞ্জয়ের এতাদৃশ হর্ষাধিক্যের কারণ কি ?

উঃ। এই অদ্ভুত কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ অন্য লোকের মুখে শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়। আর যিনি সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখ হইতে ইহা শুনিয়াছেন, তাঁহার কি আনন্দের সীমা থাকে ?

প্রঃ। পুণ্য কিরূপে ?

উঃ। শ্রবণেও সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, এই জন্য পুণ্য-পবিত্র শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ ! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

হে রাজন্ তৎ অত্যদ্ভুতং হরেঃ রূপং বিশ্বরূপং (শ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মম (ম) মহান্ বিস্ময়ঃ চ জায়তে (রা) পুনঃ পুনঃ চ অহং (ম) হৃষ্যামি ॥ ৭৭ ॥

হে রাজন্ ! শ্রীহরির সেই অতি অদ্ভুতরূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে ! আমি পুনঃ পুনঃ হর্ষানুভব করিতেছি ॥ ৭৭ ॥

প্রঃ। গীতার কথা স্মরণ করিয়াই কি সঞ্জয় এত হর্ষিত হইতেছেন ?

উঃ। শুধু শ্রবণ নহে—যাহা শুনিয়াছেন, তাহা মনন করিতে করিতে শ্রীহরির বিশ্বরূপও ধ্যানে আসিতেছে—ইহাতে আর বিস্ময় হইবে না ? ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮ ॥

কিং বহুনা (শ) যত্র (শ) যস্মিন্ পক্ষে যুধিষ্ঠিরপক্ষে (ম) যোগেশ্বরঃ (ম) সর্ব্বযোগসিদ্ধীনামীশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্ভগবান্ (ম) কৃষ্ণঃ (ম) ভক্তদুঃখ-

ম ম
কর্ষণস্তিষ্ঠতি নারায়ণঃ যত্র ধনুর্দ্ধরঃ গাণ্ডীবধন্বা পার্থঃ তিষ্ঠতি

ম ম ম
তত্র নরনারায়ণাধিষ্ঠিতে তস্মিন্ যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রীঃ রাজ্যলক্ষ্মীঃ

ম ম ম
বিজয়ঃ শত্রুপরাজয়নিমিত্তঃ উৎকর্ষঃ ভূতিঃ উত্তরোত্তরং রাজলক্ষ্ম্যাঃ

ম ম ম শ ব
বিবৃদ্ধিঃ অবশ্যম্ভাবিনীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ধ্রুবা অব্যভিচারিণী স্থিরা নীতিঃ

শ ব ম ম
নয়ঃ ন্যায়প্রবৃত্তিঃ এবং মম মতিঃ নিশ্চয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই পক্ষে রাজশ্রী অবশ্যম্ভাবিনী, বিজয় ভূতি [অভ্যুদয় অর্থাৎ উত্তরোত্তর রাজলক্ষ্মীবৃদ্ধি] এবং অব্যভিচারী ন্যায় অবশ্যম্ভাবী—ইহা আমার নিশ্চয় (ইহা নিশ্চয় জানিবেন) ॥ ৭৮ ॥

প্রঃ। বিবাদ উপস্থিত হইলে কোন্ পক্ষের জয় হওয়া সম্ভব ?

উঃ। যে পক্ষে ভগবান্ থাকেন, যে পক্ষে ভগবদ্ভক্ত থাকেন সেই পক্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীরামবিশ্বেশ্বর-মাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাম্।
ব্যাখ্যানমেতদ্বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু ॥ ইতি শ্রীমধুসূদনঃ।

হরি ওঁ তৎসৎ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নামাঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

[১৩০৯ সাল ১১ই মাঘ রবিবার রাত্রি ১০॥০ টাঙ্গাইল ময়মনসিংএ প্রথম লেখা শেষ। মুদ্রাঙ্কন জন্য দ্বিতীয় বার লেখা শেষ হইল ১৩১৯ সাল ১৬ই বৈশাখ সোমবার বেলা ৪॥০। ছাপার শেষ সংশোধন কার্য্য শেষ হইল ১৩২০ সাল ২৩এ আষাঢ় সোমবার বেলা ৩টায় শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার পরদিন।]

সপ্তশ্লোকী গীতা।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ২॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৩॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৪॥

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ৫॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্॥ ৬॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৭॥

শ্রীগীতায়া নায়িকাত্বম্।

অতিসুখকরগেহং শ্রীমহাভারতাখ্যং
অভিনবরসদাত্রী নায়িকা তত্র গীতা।
চরণকমলভাগে ভূষণং কর্ম্মকাণ্ডং
প্রিয়তমহরিভক্তির্মেখলাস্যা হি কট্যাম্॥

কলয়তি করপদ্মে কঙ্কণং জ্ঞানরূপং
ইয়মপি পরিধত্তে স্বচ্ছবৈরাগ্যশাটীম্।
হৃদি সুরচিতমালাস্যা বিবেকপ্রসূনৈঃ
যদুপতিমুখজাতং যোগরূপং কটাক্ষম্॥

ইহ জগতি যতীনাং সুপ্রধানা প্রিয়েয়ং
সুরতসুখমমুষ্যাঃ বাসুদেবপ্রসাদঃ।
সততমিহ রমন্তে ত্যক্তকামা নিকামং
চিরসুখদকুমারং লিপ্সবো মোক্ষরূপম্॥

শ্রীগীতায়াঃ শ্লোকসংখ্যা।

শ্লোকৈকো ধৃতরাষ্ট্রস্য নব[৯] দুর্য্যোধনস্য চ।
দ্বাত্রিংশৎ[৩২] সঞ্জয়প্রোক্তাঃ বেদাষ্টাব[৮৪]র্জ্জুনস্য চ।
তত্ত্বাববোধে বেদর্ষিপঞ্চ[৫৭৪] কেশবনির্ম্মিতাঃ।
এবং গীতাপ্রমাণং স্যাৎ শ্লোকসপ্তশতানি বৈ॥

১+৯+৩২+৮৪+৫৭৪=৭০০।

শ্রীমতা রামচন্দ্রায় রামদয়ালশর্ম্মণা।
দোষরাশিবিনাশায় গীতাসারঃ সমর্পিতঃ॥

গীতা শেষ

বা

বাশিষ্ঠ গীতা

ওঁ তৎ সৎ

ও নমো ব্রহ্মণে ব্রহ্মবিদ্ভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃভ্যো

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-ব্যাস-বাল্মীকি-শুকাদিভ্যঃ

শ্রীরামভদ্রায়।

মঙ্গলাচরণম্।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

যদ্‌বাক্যামৃতপায়িনাং প্রতিপদং সত্যং সুধা নীরসা
যদ্‌বাক্যার্থবিচারণাদভিমতঃ স্বর্গোঽপি কারাগৃহম্।
যদ্‌বাণীবিশদাত্মপূর্ণমনসাং তুচ্ছং জগৎ তূলবৎ
তস্মৈ শ্রীগুরবে বশিষ্ঠমুনয়ে নিত্যং নমস্কুর্ম্মহে॥

যস্যার্ষং গ্রথিতা জগত্ত্রয়হিতা সা বেদমাতা পরা
যশ্চক্রে তপসা বশে সুরগণানন্যান্ সিসৃক্ষুর্জগৎ।
তং বোধাম্বুনিধিং তপস্বিমুকুটালঙ্কারচিন্তামণিং
বিশ্বামিত্রমুনিং শরণ্যমনঘং ভূয়ো নমস্যামহে॥

শ্রুত্যা ব্রহ্মেব রামঃ প্রকটিতমহিমা যেন তস্মৈ বশিষ্ঠো
যঃ সীতাং ব্রহ্মবিদ্যামিব সদসি পুনঃ সত্যশুদ্ধাং কিলাদাৎ।
যদ্‌বাণী মোহমূলং শময়তি জগদানন্দসন্দোহদোগ্ধ্রী
তস্মৈ বাল্মীকয়ে শ্রীগুরুগুরবে ভূরি ভাবৈর্নতাঃ স্মঃ॥

পূর্ণানন্দস্বভাবঃ স্বজনহিতকৃতে মায়য়োপাত্তকায়ঃ
কারুণ্যাদুদ্দিধীর্ষুর্জনমনবরতং মোহপঙ্কে নিমগ্নম্।

আবিশ্যান্তর্বশিষ্ঠং বহিরপি কলয়ন্ শিষ্যভাবং বিতেনে
যঃ সম্বাদেন শাস্ত্রামৃতজলধিমমুং রামচন্দ্রং প্রপদ্যে ॥
যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
নিশ্চক্রং হতরাক্ষসঃ পুনরগাদ্ ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং ভজে ॥
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।
আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥
মিথিলাধিপতেঃ কন্যা যা উক্তা ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরৎ সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৮। ১০৫।

স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ড।

অহং হি মানুষো ভূত্বা হ্যজ্ঞানেন সমাবৃতঃ।
সর্ব্ববিষ্যাম্যযোধ্যায়াং গৃহে দশরথস্য চ ॥ ঐ
ব্রহ্মবিদ্যাসহায়োঽস্মি ভবতাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ঐ ৮।৯৫
নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাম্।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্ ॥
নীলাম্বুজ-শ্যামলকোমলাঙ্গং
সীতা সমারোপিত-বামভাগম্।
পাণৌ মহাশায়কচারুচাপং
নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ॥
মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধৌ পূর্ণেন্দুমানন্দদম্
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।

মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খে সম্ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলকলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্ ॥
কনকনিকষভাসা সীতয়ালিঙ্গিতাঙ্গো
নবকুবলয়দামশ্যামবর্ণাভিরামঃ।
অভিনব ইব বিদ্যুন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ
শময়তু মম তাপং সর্ব্বতো রামচন্দ্রঃ ॥
অতুলিতবলধামং স্বর্ণশৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশাণুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥
গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্ ॥
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্ ॥
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং।
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥
যত্র যত্র রঘুনাথ-কীর্ত্তনং
তত্র তত্র শিরসা কৃতাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে! হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব! নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

আদৌ রামতপোবনাদি গমনং
হত্বা মৃগং কাঞ্চনং
বৈদেহীহরণং জটায়ুমরণং
সুগ্রীবসম্ভাষণম্।
বালী-নির্দ্দলনং সমুদ্রতরণং
লঙ্কাপুরীদাহনং
পশ্চাৎ রাবণকুম্ভকর্ণাদিহননং
চৈতদ্ধি রামায়ণম্॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে॥
আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

ওঁ শ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

গীতা-শেষ।

বা

বাশিষ্ঠ গীতা।

বিজ্ঞপ্তি।

গীতা অধ্যয়ন শেষ জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহাই এখানে আরম্ভ করা যাইতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন "প্রাচীন আচার্য্যগণও শ্রীগীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা অল্প বুদ্ধি মানবের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। অন্যপক্ষে গীতার অর্থ এত দুর্ব্বিজ্ঞেয় যে উহার আবিষ্কার জন্য অনেকে এই শাস্ত্রের অত্যন্ত বিরুদ্ধ এবং অনেকার্থ বিশিষ্ট বাক্য ও পদ সমূহকে নানাভাবে প্রকাশ করিতেছেন; সাধারণ লোকে ঐ সমস্ত দুষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতে উপলব্ধি করিয়া আমি শ্রীশঙ্কর আপনার বিবেচনা মত শ্রীগীতার অর্দ্ধ নির্দ্ধারণ জন্য ইহার ব্যাখ্যা প্রচার করিলাম।"

যে স্রোত ভগবান্ শঙ্কর রোধ করিয়াছিলেন অধুনা সেই স্রোত প্রবলভাবে চলিতেছে। বহুলোকে গীতার বহু অর্থ প্রচার করিতেছে। ইহাতে যেমন শাস্ত্রকে অবমাননা করা হইতেছে সেইরূপ সমাজও ব্যভিচার প্রবাহে ভাসিয়া চলিতেছে। কোথাও শান্তি নাই; প্রায় সর্ব্বত্র আট পৌরে ও পোষাকী-চরিত্র; সকল বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস; এক কথায় সর্ব্বত্র স্ব স্ব মত স্থাপন প্রয়াসে বেদের পথ, বর্ষাকালে তৃণাচ্ছাদিত পথের মত, অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। ঘরে ঘরে ঈশ্বর শূন্য সংসার। সমাজ ব্যাধিও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীগীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতেই আমাদের প্রয়াস। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া নিজের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব তাহাই আমরা চেষ্টা করিতেছি। ক্ষীণপুণ্য সাধনবর্জ্জিত আমাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব হইলেও অন্য উপায় নাই বলিয়াই এই চেষ্টা। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত মানুষের চেষ্টা উন্মত্ত চেষ্টা

মাত্র। তাঁহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে আমরা এই কার্য্যে বহুকাল ধরিয়া প্রয়াস পাইলাম। স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান নিষ্কাম-কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই ইহা করা হইল। কার্য্যকালে ইহাও বুঝিলাম যে এই কার্য্যে যে গ্লানী শূন্য আনন্দ পাওয়া যায় এবং এই কার্য্যে স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান যেরূপভাবে হয় তাহা আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না! শেষ ফল শ্রীভগবানের হস্তে! আমরা তাঁহার পরমপদে প্রণত হইয়া তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকাই আমাদের এই অবস্থার কার্য্য নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। তাঁহার চরণে আমাদের শেষ প্রার্থনা—এই কর্ম্ম শেষ করাইয়া তিনি যেন মুমুক্ষুর কর্ম্ম করিতে আমাদিগকে অবসর প্রদান করেন।

বলিতেছিলাম প্রাচীন আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত গীতা ব্যাখ্যার কথা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা প্রাচীন ব্যাখ্যা দেখি নাই। বাশিষ্ঠ রামায়ণে যে ব্যাখ্যা দেখি তাহাকে প্রাচীন ও সংক্ষিপ্ত বাখ্যা বলিয়া মনে করি। শ্রীশঙ্করের গীতাভাষ্য আলোচনার পর এই বাশিষ্ঠ-গীতা আমাদের পরম রমণীয় বোধ হইতেছে। গীতা পড়িয়া এই বাশিষ্ঠ-গীতা প্রতিদিন পাঠ করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। শ্রীগীতার বহু কঠিন কঠিন শ্লোক বাশিষ্ঠ-গীতায় পাই।

আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে ভগবান্ বশিষ্ঠ-দেবের এই গীতা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা যাঁহারা ইহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই স্বীকার করিবেন।

প্রাচীন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যার মধ্যে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের ব্যাখ্যা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ভগবান্ বশিষ্ঠ অপেক্ষা জ্ঞানী আর কোথায়? যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে উল্লেখ আছে যে ভগবান ব্রহ্মা ইঁহারই হস্তে জ্ঞানপ্রচারের ভার দিয়াছেন। যাঁহারা বিশ্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তার পরমপদে আশ্রয় লাভে সত্যসত্যই উৎসুক তাঁহাদের জন্য ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন ইহাও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশঙ্কর অদ্বৈত ও দ্বৈত মতের সামঞ্জস্য করিয়া গীতাশাস্ত্রের যে বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া বাশিষ্ঠগীতা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে গীতার প্রকৃত অর্থ যে পরিষ্কাররূপে সাধকের মনে প্রতিভাত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য এখানে আমরা যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের অন্তর্গত এই বাশিষ্ঠগীতা উদ্ধার করিয়া গীতার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণা করিবারই প্রয়াসী।

সর্ব্বশেষে আমরা শাঙ্কর-ভাষ্যের ভূমিকার মূল, বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীআনন্দগিরির তৎ তাৎপর্য্য-নির্দ্ধারণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া গীতা অধ্যয়ন শেষ করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাশিষ্ঠ গীতোক্ত সংক্ষিপ্ত শিক্ষার আভাস এখানে প্রদান করিয়া আমরা এই বিজ্ঞপ্তি শেষ করিলাম।

শ্রুতি বলেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"! তোমাকে জানাই অতিমৃত্যু—তোমাকে জানাই তোমাতে স্থিতিলাভ করা। ইহাই মৃত্যু অতিক্রম করা। জ্ঞান ভিন্ন মৃত্যু সংসার সাগর পারের বা মুক্তির অন্য কোন পথ নাই—ভগবতী শ্রুতির এই শিক্ষাই প্রাচীন আচার্য্যগণ সর্ব্বশাস্ত্রে নানা ভাবে প্রচার করিয়াছেন।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব এই জন্যই এই বাশিষ্ঠ গীতায় ইহাই শিক্ষা দিতেছেন; বলিতেছেন আত্মতত্ত্বটি জান তবেই আপনি আপনি ভাবে, নিঃসঙ্গ ভাবে, স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। ইহাই স্বরূপ স্থিতি, ইহাই জীবন্মুক্তি, ইহাই অতিমৃত্যু। ইহার উপায় হইতেছে মনোনাশ, তত্ত্বাভ্যাস এবং বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস। ইহাদের মধ্যে তত্ত্বাভ্যাসই প্রধান। শ্রবণ মননাদি ইহার জন্য।

আত্মতত্ত্ব যাহা তাহা বিচার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে লাভ করা যাইবে না। বিচার বা শ্রবণ মননাদি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে নিঃসঙ্গ অবস্থা লাভ হইবে না। অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা এই সংসার-অশ্বত্থ দৃঢ়রূপে ছেদন করিতে না পারিলে কখনই পরম পদে প্রবেশ করা যাইবে না। এ ক্ষেত্রে সাধনা হইতেছে একদিকে সংসার আসক্তি ত্যাগ, অন্যদিকে পরম পদের অনুসন্ধান। সংসার আসক্তি ত্যাগই চিত্তশুদ্ধির কারণ। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ইহা ঊর্দ্ধমুখে পরম পদে মিশিতে ছুটিবেই। সেই জন্য যোগ ও ভক্তি সাহায্যে সংসার বাসনা একবারে ত্যাগ করিয়া বিচার দ্বারা পরমপদে স্থিতিলাভ করিতে হইবে। ইহারই অন্য নাম একদিকে বৈরাগ্য আশ্রয় কর অন্যদিকে অভ্যাস অবলম্বন কর।

ভক্তগণ বলেন বিরহ ভিন্ন বৈরাগ্য নাই। তাঁহাকে যে ভাল বাসিতে পারিয়াছে বৈরাগ্য তাহার সহজেই হয়। জ্ঞানী বলেন সংসারের স্বরূপ যে দেখিতে পারিয়াছে, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা, দাগা, যে ভোগ করিয়াছে বা অন্যকে ভোগ করিতে দেখিয়া বিষাদ যোগী হইয়াছে সেও বৈরাগ্য লাভ করিয়াছে। জ্ঞানীর বৈরাগ্য সকল প্রকার লোকেই প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের বৈরাগ্য লাভ সকলের আয়ত্বাধীন নহে। যে তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারে নাই তাহার এ বৈরাগ্য লাভ হইতে পারে না। জ্ঞানী ও

ভক্তের এই দুই প্রকার বৈরাগ্য, মূলে কিন্তু এক। কারণ জন্ম জন্মান্তরে যে সংসারকে দুঃখের গারদ বলিয়া জানিয়াছে ও দেখিয়াছে, সে সামান্য ভোগেই জানিতে পারে, সংসারে এমন কোন বস্তু নাই যাহাকে ভালবাসিতে পারা যায়। খেলা ধূলা লইয়া যে ক্ষণজন্মা বালক বাল্যকাল কাটাইতে ছিল, বুদ্ধির উন্মেষ মাত্র সে একবারে সংসারকে চিনিতে পারে। কাজেই একবারে সে ব্যক্তি সেই ভূমা পুরুষের জন্য ব্যাকুল হয়। সুখ কখন অল্পে হয় না। "নাল্পে সুখমস্তি।" ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন সুকৃতি বলে তাহার মনে উদিত হয় বলিয়া "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" ইহা তিনি সহজেই ধারণা করিতে পারেন। তবেই দেখা গেল জ্ঞানী যাহা করিতে বলেন ভক্ত তাহাই কিছু পূর্ব্বে জন্মান্তরে করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্য জ্ঞানী ও ভক্ত এক কথাই বলেন বলা যায়। জ্ঞানীর উপদেশ সকল অধিকারীর জন্য, ভক্তের বিরহ শিক্ষা সুকৃতশালীর জন্য।

এখন বাশিষ্ঠ গীতার কথা আলোচনা করা হউক। পরম পদে স্থিতি লাভ জন্য আত্মবিচার করিতে হইবে। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনই আত্ম বিচারের অঙ্গ। আর বৈরাগ্য হইতেছে সকল সাধনার ভিত্তি।

আত্মা বস্তুটি ব্যাপক কিরূপে, এক আত্মাই আকাশের মত সর্ব্বজীবের ভিতরে বাহিরে অবস্থিত কিরূপে, এই জগৎ দর্পণ-দৃশ্যমান্ নগরীর মত আত্মদর্পণে কল্পনার মূর্ত্তি কিরূপে, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব গীতা ব্যাখ্যায় এই বিষয়টি মাত্র বিশেষরূপে অনুভব সীমায় আনিয়াছেন। আত্মা যে নিঃসঙ্গ ইহা উপলব্ধি করাইবার জন্যই এই ব্যাখ্যা। নিঃসঙ্গ আত্মাকে নিঃসঙ্গ ভাবে কিরূপে লাভ করা যায় তজ্জন্য অর্জ্জুনের মত কর্ম্মবীরেরও কোন্ কোন্ কার্য্য করা আবশ্যক বশিষ্ঠদেব সেই উপায় গুলিও এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন জীব কি? জীব অন্য কিছুই নহে। আপনাই আপনার মালিন্য কল্পনা করাই জীব-ভাব। সেই কল্পনাই বাসনার মূল—বাসনার উৎপত্তি স্থান। অনাত্মায় আত্মভাব স্থাপনের নাম মূর্খতা। আর তত্ত্বজ্ঞানই বাসনার নাশক। আত্মাকেই আত্মা বলার নাম তত্ত্বজ্ঞান। শুধু বলা নহে; বলাতে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র হয় কিন্তু আত্মাকে আত্মভাবে অপরোক্ষানুভূতিই শেষ কথা। সেই জন্য ভগবান বশিষ্ঠ বলিতেছেন প্রথমে শ্রবণ কর আত্মা নিঃসঙ্গ। কাজেই জরা মৃত্যু, আধি ব্যাধি, রোগ শোক, ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রা আলস্য, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম আত্মার নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া বিচার কর এই সমস্ত কাহার? কেনই বা বলা হয় আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি

মরিব আমি ভোগ করিব ইত্যাদি। বিচার করিয়া যখন নিশ্চয় হইবে ইহারা আত্মায় নাই, আত্মা নিঃসঙ্গ তখনই আত্মতত্ত্ব লাভ হইবে।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তথাপি যে আছে বলিয়া বোধ হয় তাহা ইন্দ্রজাল দৃষ্টে ভ্রম জ্ঞান মাত্র। তুমি আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তকে উপেক্ষা বা বৈরাগ্য করিতে যত্ন কর। উপেক্ষা করিতে করিতে বুঝিবে সুখ দুঃখ বাস্তবিকই মনের কল্পনা। মনও একটা কল্পনা মাত্র, বাস্তবিক মনও নাই, সুখ দুঃখও নাই।

আমরা এখানে অধিক আর বলিব না, মূলগ্রন্থে শ্রীগীতার সহিত মিলাইয়া এই সমস্ত বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা এই গ্রন্থে বাশিষ্ঠ গীতাতে গীতার সমস্ত শ্লোক দিব না। যে যে শ্লোক গীতাতে আছে এবং তাহার ব্যাখ্যা জন্য ভগবান্ বশিষ্ঠ যে সমস্ত শ্লোক নূতন রচনা করিয়াছেন আমরা তাহাই উদ্ধার করিব। গীতার ভাবটি ধারণা করাই আমাদের লক্ষ্য।

কলিকাতা

সন ১৩২০ সাল। ২৩ আষাঢ়।

ওঁ স্বাত্মারামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

গীতা-শেষ

বা

বাশিষ্ঠ গীতা।

৫২ সর্গ।

নরনারায়ণাবতার।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

যোগবাশিষ্ঠ মহা রামায়ণের নির্ব্বাণ-প্রকরণ পূর্ব্বভাগের ৫২ সর্গ হইতে নারায়ণাবতার অর্জ্জুনের উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথমেই সন্দেহ হইবে, ত্রেতাযুগের সংবাদ শ্রীযোগবাশিষ্ঠ, আর দ্বাপরের সংবাদ শ্রীগীতা। যোগবাশিষ্ঠে গীতা আসিল কিরূপে?

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যে ভাবে আপন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ অবতারণা করিয়াছেন, আমরা প্রথমেই তাহা উল্লেখ করিয়া শ্রীবাশিষ্ঠ গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ ও বঙ্গবাসীর যোগবাশিষ্ঠ অবলম্বনে আমরা এই প্রয়াস পাইতেছি।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মাই প্রথম জীব। তিনি জীবঘন বা সমষ্টি-জীব। তিনি সত্য-সঙ্কল্প পুরুষ। সমষ্টি-জীবের যে স্বপ্ন—প্রথম জীবের যে কল্পনা, তাহাই অপর সাধারণ জীবের জাগ্রতাবস্থা—তাহাই অপর সাধারণ জীবের সংসার! এই সংসার সত্যও নহে অসত্যও নহে পরন্তু অনির্ব্বচনীয়। আবার আমাদের মত ব্যষ্টি জীবের জাগ্রৎ প্রসিদ্ধ ভাবনাদি ব্রহ্মার স্বপ্ন। সুতরাং সংসার জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়বিধ। যেহেতু সংসার অসত্য, যেহেতু সংসার অবস্তু, সেই হেতু ইহা স্বপ্ন। মিথ্যা হইলেও জীব ইহাকে সত্য ভাবিতেছে। জীব মিথ্যা

সংসারে অসংখ্য প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়া স্বপ্নবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল ভ্রান্ত অভিমানে কাল কাটাইতেছে। জীব কিন্তু সর্ব্বগত ও আদ্যন্তরহিত। তথাপি ভাবনা দ্বারা সংসারকে ও জগৎকে সত্য মনে করিতেছে। হে রাম! আগামী কালে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের উপদিষ্ট অসঙ্গরূপ শুভগতি অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্ত হইবেন।

রাম—হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন কোন্ সময়ে জন্মিবেন এবং ভগবান্ হরি তাঁহাকে কিরূপ সঙ্গত্যাগের উপদেশ করিবেন?

বশিষ্ঠ। ঘটপটাদিগত আকাশই যেমন মহাকাশ, সেইরূপ রাম শ্যাম তুমি ইত্যাদির যে আত্মা, তাহা সেই পরমাত্মাই। তাঁহার আদি অন্ত কিছুই নাই। ইঁহার যে নাম, তাহাও কল্পনা।

আকাশ সর্ব্বদা স্বমহিমায় অবস্থিত। তথাপি আকাশের মধ্যে এই কোলাহল-পূর্ণ স্থূল জগৎ উঠিতেছে পড়িতেছে। সেইরূপ পরমাত্মায় এই সংসারভ্রান্তি স্ফুরিত হইতেছে।

জলে যেমন ফেনতরঙ্গাদি, সেইরূপ পরমাত্মায় এই চতুর্দ্দশ ভুবনের সমস্ত জীব জন্তু, তরু লতা, আকাশ সমুদ্র। আবার যম সূর্য্য চন্দ্রাদি লোকপাল-গণ এই জগৎকে নিয়মে চালাইতেছেন। এই জগতের রক্ষা জন্য লোকপালগণ বহুকাল যাবৎ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

তন্মধ্যে ভগবান্ যম প্রত্যেক চতুর্থ যুগে তপস্যা করেন। এই তপস্যা প্রাণিবধজনিত পাপ-ক্ষালনার্থ। তিনি কোন যুগে ৮ বৎসর, কখন ১২, কখন ১০, কখন ১৬ বৎসর ধরিয়া স্বকার্য্যে উদাসীন হয়েন। তিনি প্রাণিহিংসা ছাড়িয়া তপস্যা-রত হইলে, পৃথিবী প্রাণি-পরিপূর্ণা হয়। সেই সময়ে দেবতাগণ প্রাণি বিনাশ করিয়া ধরার ভার হরণে চেষ্টা করেন। এইরূপ যুগ-বিপর্য্যয় বহুবার হইয়াছে।

এখন যিনি পিতৃপতি তাঁহার নাম বৈবস্বত যম। এই যুগের শেষে তিনি ১২ বৎসর তপস্যা করিবেন। সেই সময়ে, পতিব্রতা রমণী দস্যু কর্তৃক আক্রান্তা হইলে যেমন নিজ পতির শরণাপন্ন হয়েন, সেইরূপ পৃথিবী ভারাক্রান্তা হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইবেন। শ্রীহরিও দুই দেহে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন। এক দেহ—বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, দ্বিতীয় দেহ—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন।

প্রথম পাণ্ডব ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার পিতৃব্যভ্রাতা দুর্য্যোধন পৃথিবী

রাজা লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। সেই :যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইবে।

অর্জ্জুন-দেহধারী বিষ্ণু সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধে বিনাশ করিয়া ভূভার হরণ করিবেন। তিনি প্রাকৃত মানুষের ন্যায় হর্ষ-বিষাদাদি দেখাইবেন এবং সেনামধ্যগত বন্ধুবিনাশের আশঙ্কা দেখাইয়া যুদ্ধোদ্যোগ ত্যাগ করিবেন। হে রঘুনাথ! ভগবান্ হরি তখন উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য অর্জ্জুন-নামধারী দেহকে বক্ষ্যমাণ উপদেশ সকল প্রদান করিবেন।

রাম—সঙ্গত্যাগই গীতার মূল উপদেশ বলিতেছেন। এই সঙ্গত্যাগরূপা গতি অবলম্বনে অর্জ্জুনকে জীবন্মুক্ত করিবার জন্যই শ্রীহরি যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা আপনি বলিতেছেন। গীতার কোথায় এই উপদেশ আছে?

বশিষ্ঠ—গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ এই সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন—

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ। ইত্যাদি

সুদৃঢ়মূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অসঙ্গশস্ত্রে ছেদন করিয়া তাহার পরে সেই পরমপদ অন্বেষণ করিবে। সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন নাই।

বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ ব্যতীত জীবন্মুক্তি অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। শ্রুতিও এই কথা বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।

সকল বেদ যে পদকে মনন করিতেছেন, সমস্ত তপস্যাও যে পরমপদের কথা বলিতেছেন, যে পরমপদ প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, সেই পরমপদকে আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনি ওঁ।

বিষ্ণুর সেই পরমপদই তুরীয় অবস্থা। তুরীয় ব্রহ্ম আপনা হইতে স্বভাবতঃ উত্থিত মায়া অবলম্বনে স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি অবস্থা নিত্য লাভ করেন। "ষৎ স্বপ্নজাগর- সুষুপ্তিমবৈতি নিত্যম্"। শ্রুতি আরও বলেন—মহামৎস্য যেরূপ নদীর উভয় কূলে বিচরণ করে, অথচ কোথাও আসক্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আসক্ত নহেন, অবস্থার দোষগুণে সংস্পৃষ্ট হন না।

আত্মা কিন্তু সর্ব্বদাই আপন স্বরূপ যে তুরীয় অবস্থা, তাহাতেই অবস্থিত। এই তুরীয়পদে কোথাও সংসার নাই। তুরীয়পদ পরম শান্ত। ব্রহ্মের যে অতি সূক্ষ্ম বিন্দুস্থানে মায়ার তরঙ্গ উঠিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছে, তাহাই পরমপদে প্রবেশ করিবার দ্বার। পরমপদে সৃষ্টিতরঙ্গ নাই। সেইজন্য গীতা বলিতেছেন—অসঙ্গশস্ত্র দ্বারা সুদৃঢ়মূল সংসার ছেদন করিয়া সেই পরমপদ অন্বেষণ কর। ইহাই চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের একাগ্রতা ও ব্রহ্মে চিত্তনিরোধ। শেষে জ্ঞানবিচারে স্থিতি। এই পরমপদই ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার নাম বিষ্ণু। জল যেমন মৃত্তিকাপিণ্ডকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া থাকে, অথচ জল মৃত্তিকা-ব্যতিরিক্ত বস্তু, সেইরূপ ব্রহ্মও ওতপ্রোতভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকিলেও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইহার ব্যাখ্যায় শ্রুতি বলেন—বিষ্ণোঃ সর্ব্বতোমুখস্য। স্নেহো যথা পললপিণ্ডমোতপ্রোত মনুব্যাপ্তং ব্যতিরিক্তং ব্যাপ্নুত ইতি ব্যাপ্নুবতো বিষ্ণোস্তৎপরমং পদং পরং ব্যোমেতি পরমং পদং পশ্যন্তি বীক্ষন্তে। সূরয়ো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস ইতি সদা হৃদয় আদধতে। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বসতি তিষ্ঠতি ভূতেষ্বিতি বাসুদেব- ইতি।

রাম—অসঙ্গ বা সঙ্গত্যাগ বা সংসক্তিত্যাগটা কিরূপ?

বশিষ্ঠ—জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, তাহা বলা যায় না। অভেদ যদি হয়, তবে শাস্ত্র অভেদ দেখাইতে এত প্রয়াস পান কেন? জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ আছে, তাহাও বলা যায় না। যদি ভেদই থাকে, তবে জীব কখন ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে পারে না। ভেদও নাই অভেদও নাই, তবে কি আছে? জীব ও ব্রহ্মে একটা কল্পিত ভেদ আছে। এই কল্পিত ভেদে একটা সত্যত্ব আরোপ হয় মাত্র। কিরূপে কল্পিত দেহটা সত্য হয়—শ্রবণ কর।

ব্রহ্ম যেরূপ সর্ব্বগ, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, সত্য, জীবও স্বরূপে তাহাই। কল্পনাশক্তি-সাহায্যে চৈতন্য আপনাকে ব্যষ্টি মনে করেন। কল্পনা হইলেও

চৈতন্য সত্যসঙ্কল্প। তিনি আপনাকে যেমন যেমন ভাবনা করেন, সত্যসঙ্কল্প-হেতু সেই সেই সঙ্কল্পই সত্যবৎ দাঁড়াইয়া যায়। আপনাকে যেমন যেমন ভাবনা করেন, আসক্তিবশতঃ সেই সেইরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন।

তথা চ তৎসংসক্তিত্যাগাৎ তৎসত্যতাভ্রমনিবৃত্তৌ বুদ্ধতত্ত্বস্য জীবন্মুক্তিঃ সিধ্যতীতি ভাবঃ। কল্পনা ত্যাগ, সংসক্তি ত্যাগ বা সঙ্গ ত্যাগ করিলেই সত্যতা-ভ্রম নিবৃত্তি হয়। তখন প্রবুদ্ধ হয়েন। ইহাই জীবন্মুক্তি।

চৈতন্যের অল্পজ্ঞত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব ইত্যাদি কল্পনায় ঘটে। এ কল্পনাশক্তি তাঁহাতে আছে। কল্পনায় যাহা বন্ধন বা ক্ষুদ্রত্ব, তাহা স্বাপ্নবন্ধনমাত্র। কেহ যেন স্বপ্নে দেখিল, আমি বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন যে, স্বপ্নে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। আত্মাও সেইরূপ সংসক্তি ও কল্পনা বা সঙ্গ বা স্বপ্ন ত্যাগ করিলেই জীবন্মুক্ত হয়েন। যিনি আছেন, তিনিই আছেন। কল্পনায় এই জগৎ, দেহ, জন্ম, মৃত্যু, সংসার ইত্যাদি। কল্পনা ছাড়িয়া দাও, কোথাও কিছুই নাই।

রাম—এখন বলুন, সঙ্গত্যাগজন্য শ্রীহরি অর্জ্জুনকে কি উপদেশ দিলেন।

বশিষ্ঠ—শ্রীহরি অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন ঃ—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে "নিঃ ৫২ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ৩৭ ॥
অনন্তস্যৈকরূপস্য সতঃ সূক্ষ্মস্য খাদপি।
আত্মনঃ পরমেশস্য কিং কথং কেন পশ্যতি ॥ ৩৮ ॥

এই আত্মা কখন জন্মান না, কখন মরেন না। জন্মিয়া পুনরায় বিনাশপ্রাপ্ত হন, ইহাও নহে। অতএব জন্মরহিত সদা একরূপ বিকারশূন্য অপরিণামী এই পুরুষ—শরীর নষ্ট হইলেও, বিনষ্ট হন না। যিনি এই আত্মাকে হন্তা ভাবেন, যিনি ইহাকে বিনষ্ট মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই জানেন না। এই আত্মা হননও করেন না, হতও হন না। যে আত্মা অনন্ত, একরূপ, নিত্য সৎ, আকাশ

অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সকলের উপাদান ও নিমিত্ত, কি প্রকারে ও কে তাঁহার নাশক হইবে?

অর্জ্জুন—এই যুদ্ধে যাহারা মরিবে তাহারা কি মরিবে না?

শ্রীকৃষ্ণ—আত্মার ত জনন মরণ নাই। তিনি একরূপেই আছেন। চিরদিনই আছেন। যিনি কল্পনা করিলেন—জন্মিলাম, মরিলাম, তিনি কল্পিত-বন্ধন প্রাপ্ত জীব। জীব যতদিন ঐ কল্পনা না ছাড়িবে, ততদিন স্বাপ্নবন্ধনে বহুদশা প্রাপ্ত হইবে। তুমি যে কল্পনা করিতেছ—তুমি হন্তা, তুমি ইহাদিগকে বিনাশ করিবে—ইহা তোমার ভ্রম। অর্জ্জুন! তুমি আপনাকে দেখ। তুমি অনন্ত, অব্যক্ত, অনাদি, অমধ্য, নির্দ্দোষ, অজ, নিত্য, নিরাময়। নিরবচ্ছিন্ন সম্বিৎই তোমার স্বরূপ।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠরামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে অর্জ্জুনোপাখ্যানে নরনারায়ণাবতারকথনং নাম দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ॥

৫৩ সর্গ।

অর্জ্জুনোপদেশ।

শ্রীকৃষ্ণ—যুদ্ধে তুমি স্বজন বিনাশ করিবে কিরূপে,—ইহা যে বলিতেছে ইহার বিচার কর। তুমি যেমন আত্মাই, তোমার স্বজন বন্ধুবান্ধবেরাও সেইরূপ আত্মা। এক আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিরাজ করিতেছেন। এক সূর্য্য যেমন লাল নীল কাল সাদা ইত্যাদি জলে প্রতিফলিত হইয়া বহু রূপে প্রতীত হয়েন, সেইরূপ এক ব্রহ্মই বহুদেহে ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সূর্য্যের ছায়াকে সূর্য্য মনে না করিয়া প্রকৃত সূর্য্যকেই দেখেন। কাজেই সর্ব্বত্র সেই এক আত্মাকেই দেখেন।

অর্জ্জুন! ত্বং ন হন্তা ত্বমভিমানমলং ত্যজ।
জরামরণনির্ম্মুক্তঃ পরমাত্মাসি শাশ্বতঃ॥ ১॥

হে অর্জ্জুন! তুমি হন্তা নও। আমি বন্ধুবান্ধবের হন্তা, ইহারা আমার স্বজন এই অহংতা ও মমতাই তোমার সমস্ত দুঃখের কারণ। তুমি ঐ অভিমান মল ত্যাগ কর। তুমি জরা-মরণ-নির্ম্মুক্ত সাক্ষাৎ আত্মা। তুমি চিরদিন একই আছ। তুমি কাহারও হন্তা নও। আমি হন্তা এই অভিমান মল একবারে ত্যাগ করা উচিত।

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ২ ॥

"আমি করি" এই অহঙ্কারের ভাব যাহার নাই, যাহার বুদ্ধি, স্বকৃত-কর্ম্মের সিদ্ধিতে হর্ষ এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ এই ফলাফলে লিপ্ত হয় না সে এই সমস্ত লোক হনন করিলেও হনন করে না। কারণ অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম কর্ম্মই নহে। শরীর ইন্দ্রিয়াদি মায়ামাত্র বলিয়া ইহারা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অবস্তু। বন্ধ্যাপুত্রের বধে পাপ কোথায়? পাপ ফলে বন্ধনই বা কিরূপ?

আত্মা জন্মেন না, মরেনও না। মনোবৃত্তিই জন্মে। সংবিৎ তাহাতেই প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলনকে আরোপক্রমে "জন্মে" বলা হয়। তাহাকেই লোকে অনুভব বলে। অতএব এই, ইহা, তাহা, সেই, আমি, উহা আমার ইত্যাদি সম্বিদ্ বা ভ্রান্তি বৃত্তি তুমি পরিত্যাগ কর। এই সমস্ত সম্বিৎকে তুমি মিথ্যা বা তুচ্ছ বোধ কর। না কর, তবে তুমি সুখদুঃখের বশ হইয়া যাইবে, আর পরিতাপ করিবে।

স্বাত্মাংশৈঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি ভাগশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৫ ॥

তোমার ভিতরে যে সমস্ত তত্ত্বাদি গুণ আছে, কর্ম্ম সেই গুণ দ্বারাই হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দেহাদির কর্ম্মকে "আমি করি" বলিয়া অভিমান করে, সে ব্যক্তিই মিথ্যা কর্ত্তা সাজিয়া সুখদুঃখ ভোগ ত করিবেই।

চক্ষুঃ পশ্যতু কর্ণশ্চ শৃণোতু ত্বক্ স্পৃশত্বিদম্।
রসনা চ রসং যাতু কাত্র কোঽহমিতি স্থিতিঃ॥ ৬ ॥

বিচারে দেখা যায়, আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই চক্ষু প্রভৃতির রূপাদি-বিষয়ে প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতে আত্মার কোন প্রবৃত্তি থাকে না। চক্ষু দেখুক, কর্ণ শুনুক, ত্বক স্পর্শ করুক, রসনা রস গ্রহণ করুক; এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্যসঙ্ঘাতে আমি কে? আমার সহিত কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহারা কার্য্য করে, সে বিষয়ে অহমিতি স্থিতিঃ কা—এই বিষয়ে, আমি করি—ইহা মনে করা মূঢ়তা মাত্র।

সঙ্কল্প বিকল্প করা ত মনের ধর্ম্ম। মন তাহা করুক তাহাতে অহং আরোপ করিয়া ক্লেশ লাভ কেন ? ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি বহুর সঙ্ঘাতে এই শরীর। শরীর দ্বারা কর্ম্ম হয়। বহুলোকে যে কার্য্য করে, তাহাতে 'আমি কর্ত্তা'—এ অভিমান নিতান্ত হাস্যাস্পদ নয় কি ?

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কৈবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৯ ॥

যোগীরা অসঙ্গ হওয়া রূপ আত্মশুদ্ধিজন্য শরীরাদি দ্বারা কর্ম্ম করেন। আত্মা নিশ্চল, আত্মা ব্যাপক, আত্মা কখন ক্ষুদ্র নহেন, 'অহন্তা'বিষ আত্মাতে নাই—এইটি ধারণা করিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন, তাঁহারা কর্ম্মজন্য সুখদুঃখভাগী হন না। আমার শরীর, আমার মন ইত্যাদি মমতা-দূষিত যিনি, তিনি নিতান্ত মূঢ়। যিনি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সমদর্শী, সর্ব্বত্র আত্মদর্শী, ক্ষমাশীল, তিনি স্বকৃত কর্ম্মে ও তৎফলে সদাই নির্লিপ্ত।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।
যঃ স কার্য্যমকার্য্যং বা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ১২ ॥

হে পাণ্ডুসুত! যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম। শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানও শ্রেয়স্কর কিন্তু স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ নির্দ্দোষ অনুষ্ঠানও শ্রেয়ঃ নহে। মূর্খের অনুষ্ঠিত আপন বর্ণাশ্রমমত স্বকর্ম্মও যখন মঙ্গলাবহ তখন জ্ঞানীর অনুষ্ঠিত স্বকর্ম্ম যে মঙ্গলাবহ, তাহার আর কথা কি ? ইহা জানিও যে মতির্গলদহঙ্কারা পতিতাপি ন লিপ্যতে" অহঙ্কার যাহার বুদ্ধি হইতে বিগলিত, পাতিত্যাবহ কোটি কোটি মহাপাতকেও সে ব্যক্তি লিপ্ত হইতে পারে না। সেই জন্য বলিতেছি—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!
নিঃসঙ্গস্ত্বং যথাপ্রাপ্তকর্ম্মবান্ন নিবধ্যসে ॥ ১৩ ॥

হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। তুমি জান যে আত্মা নিঃসঙ্গ, আত্মা পরম শান্ত। কোন কর্ম্ম তিনি করেন না। তুমি সেই সর্ব্বব্যাপী নিঃসঙ্গ আকাশের মত। কিছুতেই তোমার আসক্তি নাই। তাই বলি তুমি কর্ম্ম

কালে ফলাফলে লক্ষ্য করিবে কেন? আসক্তিই বা কর কেন? এসব ত তোমাতে নাই। ফলাফল লক্ষ্য না করিয়া, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তুমি কর্ম্মকর। নিঃসঙ্গ থাকিয়া যথোপস্থিত যুদ্ধাদি কর্ম্ম করিলেও তোমার বন্ধন হইবে না।

শান্ত ব্রহ্মবপুর্ভূত্বা কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং কুরু।
ব্রহ্মার্পণসমাচারো ব্রহ্মৈব ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরাত্মা নিরাময়ঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা ভব ভূষিত-ভূতলঃ ॥ ১৮ ॥

সন্ন্যস্তসর্ব্বসঙ্কল্পঃ সমঃ শান্তমনা মুনিঃ।
সংযোগোযোগযুক্তাত্মা কুর্ব্বন্মুক্তমতির্ভব ॥ ১৯ ॥

তুমি নিরন্তর ব্রহ্ম-চিন্তা দ্বারা চিত্তকে ভাবিত করিয়া কর্ম্ম করিবে এবং কৃত কর্ম্মকেও জলের সহিত তরঙ্গের সমতার ন্যায় ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিবে। এইরূপে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারিলে এককক্ষণেই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। যদি কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানে বা অদ্বৈতভাবে অসমর্থতা জন্য ব্রহ্মার্পণ না পার তবে সগুণ ঈশ্বরে বা দ্বৈতভাবে সমস্তকর্ম্ম অর্পণ কর; করিয়া ঈশ্বরাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে ভাবিত হও, ঈশ্বরে নিমগ্ন হও; হইয়া নিরাময় হও। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আত্মারূপে ব্যাপিয়া আছেন, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। তোমার দ্বারা এই মহীমণ্ডল ভূষিত হউক।

সঙ্কল্প সমুদায় ত্যাগ কর তুমি আত্মা তোমার অভাব কিছুই নাই, তোমার সঙ্কল্পও নাই। তুমি আত্মা আকাশের মত সর্ব্বত্র সমভাবে শান্ত। সঙ্গত্যাগ রূপ যোগ অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্ত হও।

অর্জ্জুন—হে ভগবন্! আমার মহামোহনিবৃত্তি জন্য, আমাকে সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মার্পণ, ঈশ্বরার্পণ, সন্ন্যাস, জ্ঞান ও যোগ এই ছয়ের বিভাগ কিরূপ, তাহাই বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ—প্রথমে জ্ঞান ও যোগ কি, দেখ। চিত্তকে যেরূপ অবস্থায় আনিলে অজ্ঞান দূর হয়, সেই অবস্থাই জ্ঞান। চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিলেই চিত্তের

অজ্ঞান নাশ হয়; সেইজন্য ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই জ্ঞান। ব্রহ্মকে জানিলে তবে না চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইবে?

যাহা করিলে জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে, ক্রম অনুসারে তাহা শ্রবণ কর। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবার পর এই সাধনা করিবে। ইহাতেই এই জন্মেই মুক্ত হইয়া যাইবে। আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই জীবন্মুক্তি। স্থিতিই জ্ঞান, অজ্ঞান-নাশেই জ্ঞানের উদয়।

চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিলেই অজ্ঞান নাশ হয় ও জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান-সূর্য্য চিরদিনই সমানভাবে আছেন। কেবল চিত্ত-মেঘ যেন জ্ঞান-সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই জ্ঞানকে অজ্ঞানাবৃত বলা হয়। অজ্ঞান সরাইলেই জ্ঞানের উদয়। অজ্ঞান সরান আবার কি? ইহাই চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করা। চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই চিত্তক্ষয়। ইহারই নাম মনোনাশ। ইহারই নাম মনোনিরোধ। জ্ঞানলাভের অব্যবহিত পূর্ব্ব সাধনাটিই চিত্তক্ষয় বা মনোনাশ বা মনোনিরোধ।

চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা চাই। তাই বলা হয়—তত্ত্বজ্ঞানটি চিত্তক্ষয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সাধন। আবার তত্ত্বজ্ঞান লাভ জন্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করা চাই। তবেই হইল, চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করা জন্য গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে আত্মার শ্রবণ মনন ধ্যান নিত্য চাই। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্পত্যাগ চাই। সমকালে এই তিনটি সাধনা করিতে হইবে।

কিরূপে সঙ্কল্প ত্যাগ প্রভৃতি হয়, তাহা শ্রবণ কর:—

সর্ব্বসঙ্কল্পসংশান্তৌ প্রশান্তঘনবাসনম্।
ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যৎ তদ্ ব্রহ্মপরং বিদুঃ॥ ২২॥

সমস্ত সঙ্কল্পের সম্যগ্‌রূপে শান্তি হইলে, যখন বাসনারাশি শান্ত হয় এবং চিত্তে কোনও প্রকার ভাবনা আর থাকে না, তখনই চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া যায় অর্থাৎ চিত্তক্ষয় হয়—চিত্তের সত্তা যে ব্রহ্ম, তাঁহারই উদয় হয়। সঙ্কল্প হইতে বাসনা, বাসনা হইতে ভাবনা। বাসনার সহিত ইচ্ছা জড়িত থাকিবেই; কাজেই সঙ্কল্প না থাকিলেই কোন ইচ্ছা, কোন ভাবনা আর থাকিতে পারে না। বাসনাগুলি অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার। অগ্নিদগ্ধ বস্ত্র যেমন সংস্কার মাত্রে বস্ত্রের আকার, কিন্তু প্রকৃত বস্ত্র নহে, কর্ম্মসংস্কারগুলিও সেই

ভাবে চিত্তে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে বাসনা বলে। "চিত্তে বাস্যমানত্বাৎ।" বাসনার সহিত ইচ্ছা যোগ হইলেই ইহারা কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। সঙ্কল্প, বাসনা ও ভাবনা যখন একবারে না থাকে, তখন আপনি আপনি ভাবে যিনি থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম।

তদুদ্যোগং বিদুর্জ্ঞানং যোগঞ্চ কৃতবুদ্ধয়ঃ।
ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদহং চেতি ব্রহ্মার্পণং বিদুঃ॥ ২২॥

কৃতবুদ্ধি জনগণ ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তির যে উদয়, তাহাকেই জ্ঞান বলেন; এবং উহাই যোগ। তথাপি যোগ ও জ্ঞানের প্রভেদ এই :—ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বা মনোবৃত্তি যখন অজ্ঞাননিবৃত্তিফলযুক্ত হইয়া উদয় হয়, তখন তাহাকে বলে জ্ঞান। আর যাহা চিত্তবৃত্তিকে ব্রহ্মাকারা করিবার অনুকূল, সেই অনুকূল—ধারা মাত্র রূপ যাহা, তাহাই যোগ।

এখন দেখ, ব্রহ্মার্পণ কি? কি জগৎ, কি আমি, সমস্তই ব্রহ্ম-এইভাবে বুদ্ধিকে কর্ম্ম করিবার সময় অবিচ্ছিন্ন রাখার নাম ব্রহ্মার্পণ।

অর্জ্জুন—জগৎ ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, যে কর্ম্ম করি তাহাও ব্রহ্ম—ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারিতেছি না।

শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মভাবটি প্রথমে ধারণা কর। প্রস্তর যেমন অন্তরে বাহিরে একরূপ, ব্রহ্মও সেইরূপ অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মই। তিনি শান্ত, তিনি আকাশের মত স্বচ্ছ।

তিনি দৃশ্য নহেন। তবে কি তিনি দৃক্—দর্শনকর্ত্তা? সমস্ত দৃশ্যের নিষেধ যদি হয়, সমস্ত দৃশ্য যদি না থাকে, তবে দ্রষ্টা কিরূপে থাকিবে? জগৎ নাই। তবে জগতের দর্শনকর্ত্তা আবার কি?

অন্যরূপে দেখ। ন দৃশ্যং ন দৃশঃ পরম্। তিনি দৃশ্য নহেন তবে তিনি দৃক্ অর্থাৎ দর্শন কর্ত্তা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যদি দৃশ্য না থাকে, তবে দর্শন-কর্ত্তা থাকেন কোথায়? তবে কি তিনি দর্শনকর্ত্তা হইতেও ভিন্ন? না, তাও নয়। ন দৃশঃ পরম্। দর্শনকর্ত্তা হইতেও ভিন্ন নহেন। তবে তিনি কি? তিনি অবিজ্ঞাতস্বরূপ। তিনি আপনি আপনি। দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য এই ত্রিপুটী তিনি নন।

এইরূপ আপনি আপনি স্বভাব যিনি তাঁহা হইতে ঈষৎ অন্যভাবে প্রকাশমান যে উত্থান, তাহাই এই জগৎপ্রতিভাস। তাহাই এই গন্ধর্ব্ব নগরাকাশ-মত

শূন্যতামাত্র; অর্থাৎ এই জগৎ কিছুই নহে। অবিজ্ঞাত-স্বরূপ আপনি আপান ভাব হইতে অত্যল্প মিথ্যা ভেদরূপী এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। অল্প কথায় ইহা বলা যায় যে, ব্রহ্মে জগৎটা অধ্যাস হইতেছে মাত্র। রজ্জুতে যেমন সর্পের আরোপ হয়, সেইরূপ। বাস্তবিক সর্প বলিয়া কিছু নাই; তথাপি ভ্রমকালে মনে হয়, যেন রজ্জু নাই, একটা সর্প ভাসিয়াছে।

র—এ ভ্রমজ্ঞান কার? ব্রহ্মে জগৎ দেখে কে?

-যে দেখে, তারই এই ভ্রমজ্ঞান হয়। মণির ঝলকের মত ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ যে কল্পনা বা মায়া উঠে, সেই কল্পনা বহুভাবে স্পন্দিত হইলে যখন মিথ্যা সৃষ্টি তাঁহাতে ভাসে, সেই সৃষ্টিতরঙ্গে অহং আরোপবশতঃ যে জীব-ভাব জাগ্রত হয়, তিনিই ইহা দেখেন। ব্রহ্মে যেমন জগৎ আরোপ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাংশ যে জীব—ব্রহ্মের মিথ্যা পরিচ্ছিন্ন ভাব যে জীব—সেই জীবের প্রত্যেকে অহং অহং এই ভাবের অধ্যাস হয়। অহঙ্কারটি অধ্যাস মাত্র। তাহাতে আগ্রহ করা উচিত নহে। উহা সেই চৈতন্যের কোটি কোটি অংশের অংশ দ্বারা কল্পিত হইয়া প্রকাশ পায়। এই যে অহংভাব, অধিষ্ঠান চৈতন্যে পৃথগ্‌বৎ ভাসমান, ইহা বাস্তবিক নহে। কারণ, ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন করিতে কেহই নাই। মায়া বা কল্পনা উঠিলে যেন পরিচ্ছিন্ন-মত বোধ হয়।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। আমি জানিতেছি, আমি জ্ঞাতা এস্থানে অহংভাবটি যেন সেই আকাশের মত পরিপূর্ণ অধিষ্ঠান-চৈতন্য হইতে পৃথক্। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ যদি বলে—আমি জ্ঞাতা, তবে কি বাস্তবিক মহাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তাহা পৃথক্ দাঁড়ায়? ব্রহ্মে অহংভাবটি ত অধ্যস্ত বা অসত্য। যেমন মহাকাশে ঘটাকাশ ভাবটি অধ্যস্ত সেইরূপ। যে আধারে অহংভাবটি উঠিতেছে, সে আধারটি পরিচ্ছেদ-বর্জ্জিত। সেই আধারটি সীমাশূন্য। সেই আধারটিই আমি এই ভাব হইতে অপৃথক্। সেইজন্য সকলেই জানে—আমি আছি। "আমি নাই" ইহা কেহই ধারণা করিতে পারে না।

এইরূপে যেমন অহংভাবটি ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, সেইরূপ ঘটপটাদি মমতারূপ মর্কটও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। কারণ, ঘটাদি ভাবও সেই অধি-ষ্ঠান-চৈতন্য অসীম ব্রহ্মে উদয় হইতেছে। জলে যেমন লহরীর প্রকাশ হয়, সেইরূপ সেই অসীম ব্রহ্মে "আমি" "আমার" অথবা "এই" "ইহা" এই দ্বিবিধ ভাব স্ফুরিত হইতেছে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ

আমি আমার ইত্যাদিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। জগৎ বিচিত্র হইলেও, বাস্তবিক সেই ব্রহ্মসম্বিৎ এক বলিয়া গণনীয়।

সমস্তই যখন ব্রহ্ম, তখন আর তাহার লাভালাভ কি? স্বার্থসিদ্ধিই বা কি? এই পুরুষের কোন কর্ম্মফলে আর স্পৃহা থাকে না।

ইতি জ্ঞাতবিভাগস্য বুদ্ধৌ তস্য পরিক্ষয়ঃ।
কর্ম্মণাং যঃ ফলত্যাগস্তং সন্ন্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

উপরোক্ত রীতিতে সার কি অসার কি ইহার বিভাগ যে জানিয়াছে, তাহার বুদ্ধিতে "আমি" "আমার" এই দুই ভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুই ভাব যাহার নাই' তিনিই আপনা হইতে কর্ম্মের ফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জ্ঞান কি, যোগ কি, ব্রহ্মার্পণ কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন বলিলাম —সর্ব্বকর্ম্মফলে অস্পৃহালক্ষণরূপ যে ত্যাগ, তাহাই সন্ন্যাস।

ত্যাগঃ সঙ্কল্পজালানামসংসঙ্গঃ স কথ্যতে॥

সমস্ত কর্ম্মফলত্যাগ হইল সন্ন্যাস; আর সমস্ত সঙ্কল্পত্যাগ যাহা, তাহা হইল—অসঙ্গ বা সঙ্গত্যাগ। এখন শ্রবণ কর, ঈশ্বরার্পণ কি?

ব্রহ্ম যিনি, তিনি অদ্বৈত; তিনি আপনি আপনি, তিনি মায়ার পর; কিন্তু ঈশ্বর যিনি, তিনি মায়াজড়িত চৈতন্য।

সমস্তকলনাজালস্যেশ্বরস্থৈকভাবনা।
গলিতদ্বৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরার্পণম্॥

সমস্ত কল্পনাজালরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত সমস্ত বস্তু যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ জগতের সমস্ত বস্তু ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরমাত্র—এই ভাবনাই ঈশ্বরার্পণ। যে ভাবনায় সমস্ত দ্বৈতভাব বিগলিত হয়, তাহাই ঈশ্বরার্পণ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে ভেদ, তাহা মায়াকল্পিত—তাহা অজ্ঞানমূলক। তাহাও নামে, পকৃত অর্থে নহে; সমস্ত নাম বা শব্দের অর্থ সেই এক অদ্বয় চিদাত্মা। শব্দই বল, আর অর্থই বল, সমস্তই বোধ; অন্য কিছুই নহে। ঈশ্বর বোধাত্মা। তিনি জ্ঞানময়। এই আত্মাই জগদ্ব্যাপী বলিয়া জগৎ যে সেই একই আত্মা ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমিই দিঙমণ্ডল, আমিই জগৎ, আমিই স্বীয় কর্ম্মাশ্রয়,

আমিই কর্ম্ম। কালও আমি, দ্বৈত অদ্বৈত ভাবও আমি, আর আমিই সেই দ্বৈতাদ্বৈত নিয়মাধীন জগৎ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

অদ্বৈতই আমার পররূপ দ্বৈতই অপররূপ। অধিকার অনুসারে আমার এই পর অপররূপে মন দাও আমার দ্বিবিধরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি যুক্ত হও। আমার দ্বিবিধরূপকে জ্ঞান যজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞের দ্বারা যজনশীল হও। আমার দ্বিবিধরূপকে নমস্কার কর। এই দুই প্রকার যোগে আমাতে যুক্ত হইয়া আমাতে চিত্ত নিবেশ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হও। তবেই আমাকে তোমার আত্মারূপে পাইবে।

অর্জ্জুন—দ্বে রূপে তব দেবেশ পরং চাপরমেব চ।
কীদৃশং তৎ কদা রূপং তিষ্ঠাম্যাশ্রিত্য সিদ্ধয়ে ॥৩৫॥

অদ্বৈত ও দ্বৈত—এই দ্বিবিধ তোমার রূপ। অর্থাৎ তুমি নির্গুণ ও সগুণ। সিদ্ধি জন্য কোন্ অবস্থায় কোনরূপ আমি আশ্রয় করিব, তাহা বল।

শ্রীকৃষ্ণ—সামান্যং পরমং চৈব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেঽনঘ!
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৩৬ ॥
পরং রূপমনাদ্যন্তং যন্মমৈকমনাময়ম্।
ব্রহ্মাত্মপরমাত্মাদিশব্দৈনৈতদুদীর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥
যাবদপ্রতিবুদ্ধস্তমনাত্মজ্ঞতয়া স্থিতঃ।
তাবচ্চতুর্ভুজাকারং বেদ পূজাপরো ভব ॥ ৩৮ ॥
তৎক্রমাৎ সম্প্রবুদ্ধস্ত্বং ততো জ্ঞাস্যসি তৎ পরম্।
মমরূপমনাদ্যন্তং যেন ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৩৯ ॥

হে অনঘ! আমার সামান্য ও পরম নামক দুইটি রূপ আছে, জানিও। সর্ব্বজনসাধারণের সুবোধ যে রূপটি, সেই রূপটি সামান্যরূপ। এই রূপটি হস্তপদাদি-

বিশিষ্ট এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। আর আমার পরমরূপ যেটি, যে রূপটি অশুদ্ধ-চিত্ত মানবগণের দুর্ব্বোধ, সেটি আদিঅন্তরহিত, স্বগত—স্বজাতীয়—বিজাতীয় ভেদবর্জ্জিত বলিয়া অদ্বিতীয় ও অনাময়। এই পরমরূপটিই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা শব্দে অভিহিত। যতদিন আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু তুমি প্রবুদ্ধ না হইতেছ, ততদিন তুমি আমার ঐ চতুর্ভুজাকার সামান্য রূপের পূজাদি করিবে। সন্ধ্যা, বন্দনা, স্তব, স্তুতি, জপ, মানসপূজা, মনে মনে প্রণাম, প্রদক্ষিণ, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি "তুমি প্রসন্ন হও" স্মরণ রাখিয়া নিত্য অভ্যাস করাই আমার সামান্য রূপের পূজা। আমার সামান্যরূপের পূজাদি করিতে তোমার চিত্ত লয়বিক্ষেপ-শূন্য হইয়া যখন শুদ্ধ হইবে, তখন তুমি প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে—তখন তুমি আমার সেই আদ্যন্তরহিত পরমরূপ জানিতে পারিবে। উহা জানিলে, পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

অর্জ্জুন—দ্বৈত বা সামান্যরূপে পূজা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া অদ্বৈত বা পরম রূপে কিরূপে যাওয়া যায়, এই ত তুমি বিশদরূপে বলিলে। তবে অদ্বৈত ও দ্বৈত ভাবের বিরোধ আছে, লোকে বলে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ—কতকগুলি মূঢ়বুদ্ধি মানব আমার মূর্ত্তি নাই, আমার অবতার হইতে পারে না—ইহা বলে। আবার কতকগুলি দুর্ব্বুদ্ধি মানব বলে যে—আমার অদ্বৈত ভাব হইতেই পারে না। ইহারা উভয়েই সম্প্রদায় রক্ষা জন্য ভ্রমে পতিত হয়। দ্বৈত দ্বারাই অদ্বৈতভাবে উপনীত হওয়া যায়—ইহাই বেদের অভিপ্রায়। সেইজন্য বশিষ্ঠদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী হইয়াও দ্বৈতভাবের আবশ্যকতা দেখাইলেন। সাম্প্রদায়িকের ব্যাখ্যা অশ্রদ্ধেয়। তুমি এক্ষণে, দ্বৈতভাব দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে যাহা হয়, তাহাই শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—বল।

শ্রীকৃষ্ণ—এই যে সগুণভজনের কথা তোমাকে বলিলাম,তাহা তোমার চিত্ত-শুদ্ধি হয় নাই ভাবিয়াই বলিলাম। কিন্তু হে অরিমর্দ্দন! যদি তুমি মনে কর—তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তোমার চিত্ত রাগদ্বেষশূন্য হইয়া লয়বিক্ষেপ-বর্জ্জিত অবস্থায় শান্তভাবে থাকিতেছে, ইহা যদি তুমি বিবেচনা কর তবে, মম ঈশ্বরস্য আত্মানং পারমার্থিকস্বরূপভূতং শোধিততৎপদার্থং আত্মনঃ স্বস্য চ আত্মানং শোধিতত্বম্পদার্থরূপং চৈকরসীকৃত্যাখণ্ডপরিপূর্ণাত্মানং সংশ্রয়ং বুদ্ধা তন্নিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ—অর্থাৎ তৎপদার্থ শোধনদ্বারা আমার ঈশ্বররূপের পার-মার্থিক স্বরূপভূত আত্মা এবং ত্বং পদার্থ বিচার দ্বারা শোধিত তোমার

আত্মা যে এক -ইহা ভাবনা করিয়া এক অখণ্ড পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ কর। অর্জ্জুন, দ্বিজাতির গায়ত্রী উপাসনাতেও এই দুই ভাব আছে। যতদিন চিত্তশুদ্ধি না হয় ততদিন তিন সন্ধ্যায় গায়ত্রীর ত্রিবিধরূপ ভাবনা করিয়া "তুমি প্রসন্ন হও" ভাবিয়া, মন্ত্রের দ্বারা শরীর ও মনের শুদ্ধি কামনা কর। আদিত্যপথগামিনী তুমি! তুমি আমাকে সেই রমণীয়-দর্শন পরমপদে মিলাইয়া দাও। এই ভাবে চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরে যে ভর্গ সপ্তলোক প্রকাশ করিতে করিতে পরম পদে মিশ্রিত হইতে যাইতেছেন, সেই বরণীয় ভর্গ আমার জীবাত্মাকে সপ্তলোকপারে লইয়া গিয়া সেই পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মে মিলাইয়া দিয়াছেন—এইভাবে "আমিই সেই" ভাবনা করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। এইটি বেদের উপাসনা। ঋষিগণ এই শিক্ষাই দিয়াছেন। গীতাও এই শিক্ষাই দিতেছেন। কোথাও বিরোধ নাই। এখন শ্রবণ কর। তুমি আপনাকে পরমাত্মার সহিত মিশ্রিত করিয়া এক অদ্বয় বিশুদ্ধ চিন্মাত্র হইয়া অবস্থান কর। আমি তুমি ইত্যাদি বলা এটা উপদেশের সুবিধা জন্য। সমস্তই এক আত্মতত্ত্ব।

> সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
> পশ্য ত্বং যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৪৩ ॥
> সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং ভজত্যেকত্বমাত্মনঃ।
> সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ৪৪ ॥

তুমি যোগযুক্তাত্মা ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্ব-ভূতকে আত্মাতে দেখ। স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা ধারণা করিয়া সূক্ষ্ম কথা বুঝিতে চেষ্টা কর। আকাশ যেমন সকলে আছে এবং সর্ব্ববস্তু আকাশে আছে, সেইরূপ আত্মা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলিয়া আত্মা সর্ব্বভূতে আছেন, সর্ব্বভূত আত্মাতে আছে।

সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মাকে সেই এক অদ্বিতীয় আত্মা জানিয়া যিনি ভজনা করেন অর্থাৎ এক আত্মাই সকলের মধ্যে আছে জানিয়া যিনি তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি কি সমাধিতে অথবা কি ব্যবহারিক জগতে যে অবস্থায় বর্ত্তমান থাকুন না কেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

ন—আপনাকে সর্ব্বভূতে দেখিতে পারিলে এবং এক দেখিলে, জনন-

মরণ এড়াইতে পারা যায় বলিতেছ। কত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু আছে। সর্ব্ব বস্তুতে এক দেখা হইবে কিরূপে ?

শ্রীকৃষ্ণ --সমস্ত বস্তু ভিতরে বাহিরে আকাশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আকাশের ভিতরেই যেন সমস্ত বস্তু রহিয়াছে। আত্মা কিন্তু আকাশকে ও ওত প্রোতভাবে ধরিয়া আছেন। কাজেই অধিষ্ঠান চৈতন্যে সর্ব্বভূত অধিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মাকেই অধিষ্ঠানরূপে দেখে, সে সর্ব্বশব্দের অর্থ আত্মা ভিন্ন আর কি দেখিবে ? সুতরাং সে সর্ব্ব পদার্থে একটি বস্তুই স্বীকার করে। আবার সেই এক যাহা, তাহা অধিষ্ঠান-চৈতন্য বা আত্মাই।

এই আত্মা কিন্তু স অর্থাৎ মূর্ত্তভূত যে ক্ষিতি অপ্ বা তেজঃ, তৎস্বভাব নহেন, আর অসৎ বা অমূর্ত্তভূত বায়ু আকাশ তৎস্বরূপও নহেন। আত্মা জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। ইহা যাঁহার অনুভব হয়, তাঁহার কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়।

অর্জ্জুন—আত্মার স্বরূপ ভাল করিয়া বল।

শ্রীকৃষ্ণ —আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখ।

আত্মা ত্রিলোকস্থিত সমস্ত জীবের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রকাশক আলোক-স্বরূপ। অনুভব ব্যতিরেকে যাঁহাকে জানিবার আর কিছুই নাই, সেই আত্মাই আমি, জানিও।

লোকত্রয়ে যে জল তাহার রসরূপে যিনি অনুভূত হন, গব্য দুগ্ধ ও সমুদ্রজাত লবণের রসানুভবে যিনি স্থিত, তিনিই আত্মা।

সকল জীবের শরীর মধ্যে যিনি অনুভবরূপে অবস্থান করেন, যিনি দুর্লক্ষ্য, যিনি অনুভবনীয় বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, তিনিই সর্ব্বব্যাপী আত্মা।

দুগ্ধে ঘৃতের অবস্থানের ন্যায় আমিই সকল পদার্থের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে আছি। আবার সকল দেহীর মধ্যে প্রকাশরূপে আমিই আছি।

যেমন সমুদ্রস্থিত রত্নসমূহের ভিতরে বাহিরে তেজের অবস্থিতি, সেইরূপ সমুদায় দেহের ভিতরে বাহিরে আমিই আছি।

সহস্র সহস্র কুম্ভের অন্তরে বাহিরে যেমন আকাশের অবস্থিতি, সেইরূপ, ত্রিজগতের সমুদায় শরীরের অন্তরে বাহিরে আত্মার অবস্থিতি।

শত শত মুক্তা যেমন এক সূত্রে গ্রথিত, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ দেহ এক অলক্ষিত আত্মায় গ্রথিত।

ব্রহ্মাদৌ তৃণপর্য্যন্তে পদার্থ-নিকুরম্বকে।
সত্তাসামান্যমেতৎ যৎ তমাত্মানমজং বিদুঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যত পদার্থ—তাহাদের মধ্যে সামান্য সত্তারূপে যিনি আছেন তিনিই জন্মরহিত আত্মা।

অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে আত্মার যে নির্ব্বিকার অবস্থান তাহাই ব্রহ্মতা। এই ব্রহ্মতাই বাস্তবী! আবার সর্ব্বান্তর্যামিনীরূপে মুক্তা সমূহে সূত্রের ন্যায় যে অবস্থিতি তাহাই জীবতা। ইহা ব্যবহারিকী। যেহেতু জীবতা অবাস্তবী সেই হেতু বাস্তবী আত্মা হন্তব্য ও নহেন। হন্তাও নহেন, হনন জন্য পাপও তাঁহাতে স্পর্শে না।

হে অর্জ্জুন। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় আত্মাই যখন জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছেন তখন বল কে কাহাকে হনন করিবে; বল কেই বা শুভাশুভ দ্বারা লিপ্ত হইবে।

প্রতিবিম্বেষ্বিবাদর্শসমং সাক্ষিবদাস্থিতম্।
নশ্যৎসু ন বিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫৬ ॥

দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব লিপ্ত হয় না সেইরূপ দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরীল্য এই জগৎ আমাতে লিপ্ত হয় না। আমি সাক্ষিভাবে জগতে অবস্থান করি। আদর্শে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় যিনি আত্মায় মায়িক জগতের অবস্থান দেখেন এবং জগতের বিনাশে আত্মার অবিনাশ দেখেন তিনিই দেখিতে জানেন।

ইদঞ্চাহমিদং নেতি ইতীদং কথ্যতে ময়া।
এবমাত্মাস্মি সর্ব্বাত্মা মামেবং বিদ্ধি পাণ্ডব! ॥ ৫৭

সর্ব্বদেহে আমি আমি এই চিদংশ আমিই। আবার জড় দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি বিষয়াংশ আমি নই। অহন্তা ও জগত্তা ইত্যাদিতে ঈষৎ স্ফুরিতাকার যিনি তিনিই ব্রহ্ম। এই আমি, এই আমি বলিতেছি, এই সমস্তই আত্মার পরিচায়ক! দর্পণ ও প্রতিবিম্বে যে ভেদ, আমাতে ও জগতে সেই ভেদ জানিবে। দর্পণ যেমন প্রতিবিম্বে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আমিও অলেপক আত্মারূপে সর্ব্বাত্মা হইয়া আছি। পাণ্ডব! তুমি আমাকে এই ভাবে জানিও। সাগরে লহরীর মত আমাতেই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং আমি তুমি ইত্যাদি ভাব জন্মিতেছে ও লীন হইতেছে।

পর্ব্বতের প্রস্তরত্ব যেমন, বৃক্ষের কাষ্ঠত্ব যেমন, তরঙ্গের জলত্ব যেমন, পদার্থের আত্মত্বও সেইরূপ।

তাই বলিতেছি

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৬০

আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে যে দেখে, সে ব্যক্তি দর্পণের প্রতিবিম্ব নড়িলে চড়িলেও দর্পণ যেমন নিশ্চল থাকে সেইরূপ জীব সমূহ নানা কার্য্য করিলেও আত্মাকে ঐ দর্পণের মত নিষ্ক্রিয় ও অকর্ত্তা বা উদাসীন ভাবে দেখে।

জলে নানা আকারের তরঙ্গ যেমন, এক সুবর্ণে বহু প্রকারের হার কেয়ূরাদি যেমন, এই বিশ্বও পরমাত্মায় সেইরূপ।

আরও দেখ সকল পদার্থ, সকল ভূত, সমস্তকে যে ব্রহ্ম বলা হয় তাহা কি? ব্রহ্ম এক ও নির্ব্বিকার। জগৎ নানা ও সবিকার। এক ও নানা, নির্ব্বিকার ও সবিকার ইহাদের একত্ব কিরূপে হইবে? তজ্জন্য এক্ষেত্রে "সমস্তই ব্রহ্ম' ইহার অর্থ এই যে সত্যসত্যই জগৎ নাই এক ব্রহ্মই আছেন। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয় ব্রহ্মেও সেইরূপ জগৎ ভ্রম হয়। এই হেতু স্বজন বিনাশ-ভয়ে তুমি যে কর্ত্তব্য করিতে বিরত হইতেছ ইহা তোমার মোহ মাত্র।

আত্মতত্ত্ব ত শুনিলে। এখন উত্থিত হও। স্বজন-বধ-জনিত তোমার ভয়টা মোহ মাত্র। তুমি যে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলে তদ্দ্বারা সাধুগণ অভয় ব্রহ্ম-পদ অনুভব করিয়া জীবন্মুক্ত হয়েন।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-

র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৬৬ ॥

যাঁহার মান মোহ নাই, সঙ্গ বা আসক্তি দোষ যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা আত্মরতি, আত্মক্রীড়, যিনি নিবৃত্তকাম, যিনি সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব ভাব হইতে বিশেষরূপে মুক্ত, মোহ শূন্য সেই সকল ব্যক্তি সেই অব্যয় পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে অর্জ্জুনোপাখ্যানে অর্জ্জুনোপদেশোনাম

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৩॥

৫৪ সর্গঃ

আত্মজ্ঞানোপদেশঃ।

অর্জ্জুন—সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বমুক্ত হইতে পারিলে তবে সেই পরমপদে স্থিতি লাভ হয়। একমাত্র আত্মাই সত্য। সুখদুঃখাদিও ভ্রম বলিতেছ। সুখদুঃখ হয় কিরূপে? সুখদুঃখ হইতে মুক্তি কিরূপে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১॥
মাত্রাস্পর্শা হি কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ২॥
তে তু নৈকাত্মনশ্চান্যে ক্বাতো দুঃখং ক্ব বা সুখম্।
অনাদ্যন্তেঽনবয়বে কুতঃ পূরণখণ্ডনে॥ ৩॥

পুনরায় হে মহাবাহু! আমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ শ্রবণ কর। আমার বাক্যে তোমার আনন্দ হইতেছে। তোমার হিতের জন্য আবার বলি, শ্রবণ কর।

মাত্রা হইতেছে ইন্দ্রিয়সমূহ। মীয়ন্তে বিষয়া এভিরিতিমাত্রা ইন্দ্রিয়াণি। যাহা দ্বারা বিষয় পরিমাণ করা যায়, মাপা যায়, বা পরিচ্ছিন্ন করা যায় বা ভোগ করা যায়, তাহাই ইন্দ্রিয়। সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন বিষয় স্পর্শ করে, তখন শীতোষ্ণাদি অনুভূত হয়। সেই অনুভবই হইতেছে সুখ বা দুঃখ।

এই যে শীতোষ্ণাদি অনুভব জন্য সুখ দুঃখ, ইহারা উৎপত্তি-বিনাশশীল, ইহারা এই আসে, এই যায়। ইহারা নিত্য নহে। তুমি ইহাদিগকে উপেক্ষা কর। দেখ গ্রীষ্মকালে শীতলতায় সুখ, কিন্তু উষ্ণতায় দুঃখ। আবার শীতে ইহার বিপরীত। অতএব বিষয় যাহা, তাহা সুখদুঃখরূপ নহে। উপেক্ষা করাই ইহাদের নিবারণের উপায়। তিতিক্ষাই বৈরাগ্য। অতএব প্রিয় যাহা মনে হইতেছে, তাহাও অগ্রাহ্য কর। অপ্রিয় যাহা, তাহাও অগ্রাহ্য কর। করিয়া সহ্য কর। যিনি আত্মা তাঁহাতে দ্বৈতভাব নাই। অদ্বয় পূর্ণানন্দ-স্বভাব

আত্মাকে যখন জানা যায়, তখন সুখদুঃখাদির অনুভব রুদ্ধ হয়। অনবয়ব আত্মার আবার সুখই বা কি দুঃখই বা কি?

প্রিয়তম ধনপুত্রাদি সম্পদে আমি পূর্ণ, আর ঐ সম্পদ বিয়োগে আমি খণ্ডিত—এইরূপ অভিমানটা ভ্রম মাত্র। কারণ, আত্মার ত খণ্ডভাব নাই, তবে সুখ বা দুঃখ তাঁহার হইবে কিরূপে? ইন্দ্রিয় ও ভ্রম, বিষয়ও ভ্রম। যাহার ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সত্যতা বোধ শান্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি ধীর ও মোক্ষভাগী।

অর্জ্জুন ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সত্যতা বোধ শান্ত হইলেই কি হইল? না, তাহার সহিত আত্মা যে রসময়, তাহারও কিছু বোধ থাকা আবশ্যক?

শ্রীকৃষ্ণ—আমি জড় নই, আমি চেতন; আমি দুঃখী নই, আমি আনন্দ-স্বরূপ, আমি জরামরণ, আধি ব্যাধি, রোগ শোক, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি বর্জ্জিত - দেহের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, চিত্তের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নাই, আমি নিঃসঙ্গ পুরুষ, তুমি ক্ষণকালের জন্য আপনি আপন ভাবটি স্মরণ কর—দেখিবে, একটা শান্ত, আনন্দ অবস্থা ক্ষণকালের জন্যও আসিবে। আমার কোন কার্য্য নাই, আমি সদাই স্থির শান্ত; যত কিছু অশান্তি, সমস্তই চিত্তের—এইটি ভাবিয়া দেখ, ব্রহ্মানন্দের আভাস পাইবে। জীব প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দে স্থিতি লাভ করে। আবার যাহা পাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করে, তাহা যখন পায়, তখন আর তার আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকে না। সেই সময়ে চিত্ত শান্ত হয় বলিয়া, সেই শান্ত চিত্তে আনন্দময়ের প্রতিচ্ছায়া পড়ে; তাহাতেই আনন্দ পায়। এই বিষয়ানন্দও, ব্রহ্মানন্দের সহোদর। আবার অনেক সময়ে ভাবনাতে নৈষ্কর্ম্ম্য-ভাবের আনন্দ আনিয়া, জীব যখন শান্তভাবে থাকে, তখন ইঁহার বাসনানন্দ ভোগ হয়। এই আনন্দ পায় বলিয়া শ্রুতি বলেন, জীব আনন্দেই জীবিত থাকে। এখন দেখ, ধীর ব্যক্তি অমর হয় কিরূপে? যখন ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া বিষয়ে অনুরক্ত হইতে ছুটিয়া যায় এবং পুরুষকে সেই বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে, তখন যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদের অভিলাষে সেই বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়ে যাইতে না দিয়া মনকে ব্রহ্মানন্দ-চিন্তার স্মৃতি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভাবনা করাইতে পারে, সেই ব্যক্তিই ধীর। ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে তিরস্কার করিয়া মনকে ধমকাইতে থাকেন এবং যতক্ষণ না মন ব্রহ্মানন্দ স্মরণ করে, ততক্ষণ ধমক দিতেও ছাড়েন না—এইভাবে ধীর ব্যক্তি পরব্রহ্ম চিন্তা করেন। ইহাই অমরত্ব। ধীর ব্যক্তি সেই সুখ ইচ্ছা করেন, যাহা ব্রহ্মানন্দের বিরোধী নহে। অর্থাৎ যাহাতে বিষয় নাই, অথচ সুখবোধ আছে। লীলা চিন্তাতে

বাসনানন্দ ভোগ হয়, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তাহারও উপর। সেইজন্য বলা হইতেছে—
"মাত্রাস্পর্শঃ ভ্রমাত্মকঃ। সমদুঃখসুখো ধীরঃ সোহমৃতত্বায় কল্পতে"

নিরতিশয় আনন্দৈকরস আত্মাই যখন সর্ব্বময়, তখন সুখদুঃখাদি-ভেদও তন্ময়। সুখদুঃখাদি-ভেদ যখন আত্মময় হইল, তখন সুখদুঃখাদি-ভেদ মিথ্যা। ঐ ভেদের সত্তা নাই। অসদ্রূপাস্ত্বসদ্রূপং কথং সোঢ়ুং ন শক্যতে? যাহা ভ্রমাত্মক, যাহার সত্তা নাই, তাহা কেননা সহ্য করা যাইবে?

আত্মাই আছেন, অন্য কিছুই নাই। তবে অনাত্মবিষয়ের ও তৎস্পর্শজনিত সুখদুঃখাদির অস্তিতা থাকিবে কেন?

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
নাস্ত্যেব সুখদুঃখাদি পরমাত্মাস্তি সর্ব্বগঃ ॥ ৭ ॥

যাহা অসৎ, যাহার সত্তা নাই, তাহার বিদ্যমানতা অসম্ভব। আর যাহা সৎ, তাহার অভাব বা অবিদ্যমানতা নাই। সুখ ও দুঃখ ত আগমাপায়ী। আসে যায় বলিয়া, ইহাও অসৎ। ইহাদের অস্তিত্ব কোথায়? সৎস্বরূপ সর্ব্বগ পরমাত্মাকে অনুভব কর, দেখিবে, সুখদুঃখ নাই।

তুমি জগৎ ও আত্মা এ দুয়ের সত্তা ও অসত্তা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 'জগৎ আছে, আত্মা নাই' এই বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া এবং উক্ত উভয়ের সম্বন্ধ-ঘটক অজ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া শেষ চিদাত্মাতে বদ্ধপদ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হও।

ন হৃষ্যতি সুখৈরাত্মা দুঃখৈর্গ্লায়তি নোঽর্জ্জুন!
দৃশ্যদৃক্ চেতনাত্মাপি শরীরান্তর্গতোঽপি সন্ ॥ ৯ ॥

সুখেও আত্মার হর্ষ নাই, দুঃখেও গ্লানি নাই। হর্ষগ্লানি যাহা কিছু, তাহা মনের। হর্ষগ্লানি যাহা কিছু, তাহাই দৃশ্য। আত্মা সাক্ষিভাবে দেখেন বলিয়া, তিনি দৃশ্যদৃক্। মিথ্যাভূত শরীরের মধ্যে থাকিয়াও আত্মা চৈতন্যময়, সত্য।

জড়স্বভাব চিত্তই দুঃখভাগী। চিত্তই দেহতা প্রাপ্ত হয়। চিত্তক্ষয়ে আত্মার ক্ষতি হয় না। চিত্তই দেহাদি জন্য দুঃখের ভোক্তা। চিত্তটাই জীবভাব। চিত্তাদি জীবভাব এবং চিত্তের সুখদুঃখভোগ—এ সমস্তই মায়াসৃষ্ট। ইহা ভ্রম। সত্য কথা—দেহও নাই, দুঃখাদিও নাই।

ন কিঞ্চিদেব দেহাদি ন চ দুঃখাদি বিদ্যতে।
আত্মনো যৎ পৃথগ্‌ভূতঃ কিং কেনাতোঽনুভূয়তে ॥ ১২ ॥

দেহাদি কিছুই নাই, দুঃখাদিও নাই। আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত কিছু কি এই সংসারে আছে? আত্মা ভিন্ন কাহাকে কে অনুভব করে?

দুঃখভ্রমটা অবোধ হইতে জন্মে। সম্যক্ বোধ জন্মিলে ইহার নাশ হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভয় যেটা, সেটা অজ্ঞান হইতে জন্মে; কিন্তু জ্ঞান হইতে উহার নাশ হয়। সেইরূপ অবোধ হইতে দেহাদি দুঃখাদির ভ্রম জ্ঞান হয়। আত্ম-বোধ হইলে, অবোধের নাশ হয়।

পূর্ণব্রহ্ম, অজ। তিনিই বিশ্বরূপে ভাসিয়াছেন। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নরূপে ভাসে, সেইরূপ। ইহা নিশ্চিত সত্য। সমুদ্রতরঙ্গ যেমন ভাসে ও ভাঙ্গে, সেইরূপ ব্রহ্মসমুদ্রে সৃষ্টিতরঙ্গ ভাঙ্গিতেছে - ভাসিতেছে। তরঙ্গ যেমন জলই, সেইরূপ সৃষ্টিই ব্রহ্মই।

এই জ্ঞান লাভ কর, দেখিবে, এখনই তুমি নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসমুদ্র হইয়াছ। ব্রহ্ম-সমুদ্রে বাস্তবিক কোন কিছু নাই, ইহা পরম শান্ত। তুমি, আমি, সেনা, মান শোক, ভয়, চেষ্টা, সুখ, অসুখ—এ সমস্ত মায়িক; দ্বৈতভাবযুক্ত। তুমি দ্বৈত-ভাব ছাড়িয়া নিঃসঙ্গ হও। তুমি যে সেনা ক্ষয় করিবে, তাও তুমি, আমিও তুমি, তুমিও তুমি—এইরূপ অনুভব কর, করিয়া ব্রহ্মময় হও। সবই আকাশ। সর্ব্বত্রই আকাশ। আকাশ ভাবিয়া চিত্তকে আকাশভাবে ভাবিত কর, স্থূল সৃষ্ট যাহা, তাহা গলিয়া ঐ আকাশই হইয়া যাইবে। স্থূল যাহা দেখ, তাহা একদিন কল্পনায় সূক্ষ্মভাবে ছিল। কল্পনা স্পন্দন মাত্র। স্পন্দনও লয় হইয়া আকাশে যায়। আকাশ আপনগুণ শব্দে লয় হয়। শব্দ বা নাদই সকলের লয়স্থান। নাদের পরে যে বিন্দু, সেই বিন্দু সৃষ্টিশূন্য, মায়াতীত, পরমশান্ত পরমপদেতে প্রবেশদ্বার। তবেই দেখ দেখি, লাভালাভ, জয়-পরাজয়, সুখদুঃখ-বোধ এ সব কার? তুমি আকাশ-সদৃশ নিষ্কলঙ্ক, নিরাময় ব্রহ্ম। যতদিন স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছ না, ততদিন স্বরূপ স্মরণ করিয়া লাভালাভে সমবুদ্ধি হইয়া কার্য্য কর।

লাভালাভসমো ভূত্বা ভূত্বা নূনং ন কিঞ্চন।
খণ্ডবাত ইবাস্পন্দী প্রকৃতং কার্য্যমাচর ॥ ২১ ॥

নূনং তত্ত্বনিশ্চয়েন ন কিঞ্চন জাগতং দেহাদিরূপং ভূত্বা। খণ্ডবাতো গুহাপরিচ্ছিন্নো বায়ুরিব।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যৎ করিষ্যসি কৌন্তেয় ! তদাত্মেতি স্থিরো ভব ॥ ২২

আর যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর বা দান কর—যাহা কিছু কর, তাহাকেই আত্মা ভাবিবে। ভাবিয়া, স্থির হও।

জীব অন্তকালে যন্ময় হয়, জন্মকালে তাহা হইয়াই জন্মে। তুমি এখন হইতে সত্য ব্রহ্ম পাইবার জন্য ফলাভিসন্ধান ত্যাগ করিয়া, চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া ব্রহ্মময় হও। ব্রহ্মজ্ঞগণ ঐরূপ কেবল কর্ম্ম করেন অর্থাৎ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হয়েন মাত্র। "ক্রিয়তে কেবলং কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞেন যথাগতম্"।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যত্যকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স চোক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম [পূর্ণ বিশ্রাম বা ব্রহ্ম] দেখেন, মায়ার কর্ম্ম কিছু নয়, ব্রহ্মই সমস্ত—এই ভাব যাহার হয়, আর অকর্ম্মেও অর্থাৎ ব্রহ্মেও প্রবাহক্রমে নিত্য মায়ার কর্ম্ম আত্মাতে অধ্যাস করাটা দেখেন, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান্। সমস্ত কর্ম্ম তাঁহার করা হইয়াছে।

মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ।
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ! ॥ ২৬ ॥

প্রকৃত তত্ত্ব যখন জানিতেছ, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম যেন আর না হয়। যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও—বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগে যেন তোমার আসক্তি না হয়। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমতা-রূপ যোগ আশ্রয় করিয়া, নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ম্ম কর। আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করিয়া কর্ম্ম করিলে, নিষ্কাম কর্ম্মীর কর্ম্ম করা হয় না।

আসক্তিই করে। আসক্তি থাকিলেই কর্ত্তৃত্ব। যদি আসক্তি ত্যাগ না কর, কর্ম্ম না করিলেও, তুমি কর্ত্তা—আসক্তি আছে বলিয়া।

আসক্তিমাহুঃ কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তুরপি তদ্ভবেৎ ।
মৌর্খ্যে স্থিতে হি মনসি তস্মান্মৌর্খ্যং পরিত্যজেৎ ॥২৭॥

মন যদি মূর্খতাগ্রস্ত থাকে, তবে আসক্তিও সেই সঙ্গে থাকিবেই। অতএব মূর্খতাই অগ্রে ত্যাগ কর।

চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারিলেই আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ হইল। ব্রহ্মকে না জানিলে চিত্ত কিরূপে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইবে? সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রমাদরূপ যে মূর্খতা, তাহাই যথার্থ মূর্খতা। তত্ত্বদৃষ্টি থাকিলে, আর কিছুই সুন্দর বলিয়া বোধ হইতে পারে না। আত্মাই সুন্দর। অনাত্মা যাহা কিছু, তাহাই শোভাহীন। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টি না থাকিলে, অনাত্মাকে সুন্দর দেখায়। অসুন্দরকে সুন্দর দেখাই মূর্খতার ফল। এই শোভনাধ্যাসই আসক্তির মূল।

তাই বলা হইতেছে—যিনি তত্ত্বকথার শ্রবণ মনন করিয়াছেন এবং আসক্তিশূন্য হইয়াছেন, তিনি কর্ম্ম করিলেও, তাঁহার "আমি কর্ত্তা" এই অভিমানের উদয় হয় না।

যেখানে "আমি কর্ত্তা" এই ভাবের উদয় না হয়, সেখানে "আমি ভোক্তা" এই ভাবও থাকে না। আমি কর্ত্তা নই অর্থাৎ কিছুই করি না, কোথায়ও যাই না; আবার আমি ভোক্তা নই অর্থাৎ কোন কিছু দেখা শুনা বা ভোগ করা আমি কিছুই করি না। এই আমি কি? এই আমিই আপনি আপনি। আমার কোন কর্ম্ম নাই, কোন ভোগবাসনাও নাই—এই হইলেই ব্রহ্মভাবে আমার স্থিতি হইল।

নানাতা-মলমুৎসৃজ্য পরমাত্মৈকতাং গতঃ।
কুর্ব্বন্ কার্য্যমকার্য্যঞ্চ নৈব কর্ত্তা ত্বমর্জ্জুন! ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন! নানাত্ব মল পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মময়তা লাভ কর। চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারিলে, পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ হয়। সেই অবস্থায় কার্য্যই হউক বা অকার্য্যই হউক, তুমি কর্ত্তা নও।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥৩৩

যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম, কামনা ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, জ্ঞানরূপ অগ্নিই তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ করে। এইরূপ ব্যক্তিই পণ্ডিত—যে ব্যক্তি "সমঃ সৌম্যঃ স্থিরঃ স্বস্থঃ শান্তঃ সর্ব্বার্থনিস্পৃহঃ" আকাশের মত এইরূপ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও করেন না।

যেমন আকাশে মেঘ উঠে, বিদ্যুৎ চমকায়, কত বাড়ী উঠে, গাড়ী ছোটে—সর্ব্ব বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে এই আকাশ কিন্তু যে নিঃসঙ্গ, সেই নিঃসঙ্গই ;—সেইরূপ। আত্মা কিন্তু আকাশের মত নির্লিপ্ত হইলেও জড় নহেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ।

নির্দ্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌

যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তী ত্বং ভব ভূষিত-ভূতলঃ ॥ ৩৫ ॥

তুমিও সমস্ত উপেক্ষা করিয়া দ্বন্দ্বাতীত, সহ্য করিতে করিতে সত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেম-স্পৃহাশূন্য, আত্মরত হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম মাত্র কর। তবে তুমি পৃথিবীর অলঙ্কার হইবে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌।

ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু যে কেবল যোগাসনে বসিয়া হস্তপদাদি বাঁধিয়া রাখে, অথচ মনে মনে বিষয় স্মরণ করে, এইরূপ মনুষ্য মূঢ় ও মিথ্যাচারী। সে ব্যক্তি কপটাচারী, সে ব্যক্তি শঠ।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন!

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৩৭ ॥

আর যিনি মনের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন! তুমি শরীর বসাইয়া মন দিয়া বিষয়ে ছুটিও না; কিন্তু মনকে কোন এক বস্তুতে—ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে বসাইয়া রাখিয়া, শরীর দিয়া যদি ছুটাছুটি কর, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৩৮

তস্মান্নিগৃহীতসর্ব্বেন্দ্রিয়স্য সংন্যাসিন এব সর্ব্বকামোপরমাৎ পরমপুরুষার্থো নান্যস্যেত্যুপসংহরতি—আপূর্য্যমাণমিতি। যদ্বৎ আপো নদ্য আপূর্য্যমাণং সমুদ্রং

প্রবিশন্তি, তদ্ভাবমাপন্না বিলীয়ন্তে, তদ্বদচলে ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠা যস্য তং সংন্যাসিনং সর্ব্বে কামা মিথ্যাত্ববুদ্ধিবাধিতবিষয়াঃ সন্তঃ প্রবিশন্ত্যাত্মন্যেব বিলীয়াত্মমাত্রতামাপদ্যন্তে। স এব সর্ব্বানর্থশান্তিলক্ষণং মোক্ষমাপ্নোতি ন তু কামান্ত ইতি কামা বিষয়াস্তৎ কামনাশীল ইত্যর্থঃ।

জলপ্রবাহ নানাদিক্ হইতে আসিয়া যেমন পরিপূর্ণ অচল ভাবে অবস্থিত সমুদ্রে প্রবেশ করে—প্রবেশ করিয়া সমুদ্রতাই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অসংখ্য বিষয়-কামনা, যে আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকট মিথ্যা মায়া বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া, অবশেষে আত্মায় বিলীন হইয়া আত্মভাবে স্থিরত্ব লাভ করে—যিনি বিষয়-বাসনাসমূহকে ব্রহ্মরূপে দেখিয়া ব্রহ্মময় করিয়া ফেলেন, অথবা যিনি কামনা উঠিলেও আপন শান্ত, আপনি আপনি ভাব হইতে বিচলিত হন না, তিনি শান্তি লাভ করেন। বিষয়াসক্তের কিন্তু মুক্তি নাই।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে
মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনো-
পাখ্যানে আত্মজ্ঞানোপদেশোনাম
চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

৫৫ সর্গঃ।

জীবতত্ত্বনির্ণয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ—প্রথমে হইল—আত্মস্বরূপ শ্রবণ। দ্বিতীয়ে হইল—সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ এবং ব্রহ্মে অর্পণ। তৃতীয়ে হইল—সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ কিছু নয়—ইহার অনুভব। এই সমস্ত মুমুক্ষুর করণীয়। এখন অন্য কথা শ্রবণ কর।

ন কুর্য্যাদ্ভোগসন্ত্যাগং ন কুর্য্যাদ্ভোগভাবনম্।
স্থাতব্যং সুসমেনৈব যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তিনা ॥ ১ ॥

দেহধারণজন্য প্রয়োজনীয় ভোগের ত্যাগও করিও না এবং ভোগের সৌষ্ঠব জন্য ভাবনাও করিও না। যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া ভোগের লাভালাভে সমভাব অবলম্বন করিবে।

এই দেহটা অনাত্মা। অনাত্মাতে আত্মভাব স্থাপন করিওনা। আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি অবলম্বন কর। দেহনাশে কিছুরই নাশ হয় না। আত্মার নাশ হইলে, তবেত নাশ হয়; কিন্তু, ন চাত্মা নশ্যতি ধ্রুবঃ—আত্মার নাশ কিছুতেই হইবার নহে। দেহটা ত আত্মা নহে, চিত্তও আত্মা নহে। সর্ব্বপ্রকার গ্রহণ ত্যাগ করিলেও আত্মা শীর্ণ হন না। শীর্ণতা দেহেরই ধর্ম্ম। যে সর্ব্বপ্রকার মমতা ত্যাগ করিয়াছে, সে কিছু করিয়াও করে না। করে কিন্তু আসক্তি। আসক্তিই কর্ত্তা। আসক্তি যাহার যায় নাই, সে বাহিরে কিছু না করিয়াও কর্ত্তা; মনের মূর্খতাই আসক্তির জনক। মূর্খতা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।* তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে আসক্তি যায়। এরূপ মহাত্মা হইতে পারিলে, সর্ব্বকর্ম্মরত হও, তথাপি কর্ত্তৃত্ব জাগিবে না। আত্মা অবিনাশী, আত্মস্পৃশূন্য, অজর। "আত্মা বিনষ্ট হয়" এ দুর্ব্বোধ যেন তোমার না হয়; বিদিতাত্ম উত্তম ব্যক্তি আত্মার বিনাশ দেখেন না। তাঁহারা আত্মাকেই আত্মা বলিয়া জানেন, অনাত্মা যে দেহাদি, তাহাতে তাঁহাদের আত্মদৃষ্টি নাই।

অর্জ্জুন—হে ত্রিজগন্নাথ! হে মানদ! যদি তাই হয়, তবে মূঢ়দের দেহ নাশ হইলে "ইষ্টং নষ্টং ন কিঞ্চন"—কিছুই ইষ্টনাশ ত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ—নিশ্চয়ই। অবিনাশী আত্মাই যখন একমাত্র আছেন—আর কিছুই নাই তাঁহার কি কে বিনাশ করিবে? ইহা নষ্ট হইল, ইহা লাভ হইল ইহা ভ্রম ভিন্ন আর কি? ইহাতে বন্ধ্যা স্ত্রীর তনয়ের মত মোহভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই দেখি না।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়ো স্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১২॥

যাহা নাই অসৎ তাহার আবার হওয়া কি? যাহা আছে সৎ তাহার আবার অভাব কি? যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা সৎ ও অসৎ দুইএরই চরম জানেন—জানেন যে যাহা আছে তাহা সদাকালই আছে, যাহা নাই তাহা সদাকালই নাই।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৩ ॥

যিনি এই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন তাঁহাকে তুমি অবিনাশী জানিও। অনশ্বরকে কেহই নাশ করিতে সমর্থ নহে।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত! ॥১৪॥

অবিনাশী, অপ্রমেয়, নিত্য, শরীরীর দেহগুলিই নশ্বর। ইহা জানিয়া তুমি যুদ্ধ কর। আরও দেখ এক আত্মাই আছেন দ্বিতীয় কিছুই নাই। যাহা অসৎ তাহার থাকার সম্ভব কোথায়? অবিনাশী, অনন্তের, সতের, নাশ ত নাই।

বিশ্ব ও একত্বরূপ অপেক্ষা-বুদ্ধি পরিত্যাগে শেষ যাহা থাকে সৎ ও অসৎ এই উভয় ভাবের মধ্যে শান্ত যাহা আছে তাহাই পরমপদ।

অর্জ্জুন—হে ভগবন্ তবে "আমি মরিলাম" ইহা কি? মানুষ নিয়তির দাস এই ভ্রমই বা কি? অমুক স্বর্গী, অমুক নারকী ইহাই বা কি? অপরিচ্ছিন্ন আত্মার মরণপরিচ্ছেদ হেতু যে দুঃখাদিভ্রম ইহার হেতু কি?

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
এতত্তন্মাত্রজালাত্মা জীবো দেহেষু তিষ্ঠতি ॥১৮॥

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চতন্মাত্র এবং অহংতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব এই সাত পদার্থ সংযোগেই জীবভাব ঘটে। এই জীবই দেহে বাস করে। রজ্জু দ্বারা পশুশাবক যেমন বাঁধা থাকে, পিঞ্জরে বিহগ যেমন আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ এই জীব বাসনা রজ্জুতে বাঁধা পড়িয়া এই শরীরেই দেহান্তকাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকে। অশ্বত্থ পাকুড় ইত্যাদি বৃক্ষের শুষ্ক পত্র হইতে রস যেমন নূতন পত্রে যায় সেইরূপ বাসনাবলে দেশকালে জরাজীর্ণ দেহ হইতে জীব অন্য দেহে গমন করে। পূর্ব্বদেহ শুষ্কপত্রের ন্যায় পড়িয়া যায়।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥২১॥

বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে বহিয়া যায়, জীবও সেই-রূপ পূর্ব্বদেহ হইতে কর্ণ চক্ষু স্পর্শ রস ও ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণের জন্য উৎক্রান্ত হইয়া যায়।

বাসনা-বস্তুই জীবের দেহ—এখানে অন্য যুক্তি নাই। বাসনা ক্ষয়েই দেহক্ষয় ও চিত্তক্ষয়। চিত্তক্ষয়েই পরম পদ প্রাপ্ত।

বাসনাবান্ পরাপুষ্টো ভূত্বা ভ্রাম্যতি যোনিষু।
জীবো ভ্রমভরাভারো মায়া-পুরুষকো যথা ॥২৩॥

বাসনা-পরিপুষ্ট জীব ভ্রমভারাক্রান্ত হইয়া ঐন্দ্রজালিককৃত মায়া-পুরুষের ন্যায় নানা যোনিতে ভ্রমণ করে পুষ্পাদ্‌গন্ধমিবানিলঃ পুষ্প হইতে বায়ুর গন্ধগ্রহণের ন্যায় জীব বাসনাবশে পূর্ব্বশরীর হইতে অখিল ইন্দ্রিয়-শক্তি গ্রহণ করিয়া দেহান্তরে ভ্রমণ করে। জীব নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র শান্তবাতদ্রুমের ন্যায় দেহ নিস্পন্দ ও ভোগ-নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। দেহ হইতে জীব নির্গত হইলে দেহ অচেষ্ট, ছেদভেদাদি-দোষ দ্বারা অভুষ্টতা প্রাপ্ত হয়—ইহাই দেহের মৃত্যু। সেই জীব বায়বীয় মূর্ত্তিতে আকাশে যেখানে যেখানে অবস্থান করে সেই সেই স্থানে আপন বাসনারূপ মূর্ত্তি অনুভব করে। দেহ বিনাশশীল জীব তখন ইহা দেখে। জীব তখন দেখে দেহ নশ্বর ও মিথ্যা। শেষ কথা জানিয়া তুমিও দেহকে বিনাশশীল মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়কর অথবা সুষুপ্তের ন্যায় ইহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হও।

অর্জ্জুন—বাসনা-ত্যাগেই জীবন্মুক্তি হয়। দেহটাই যেন পুঞ্জীকৃত বাসনা। দেহটাই যেন ঘনীভূত চিত্ত। দেহটা ভুল হইয়া তোমাকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়া, আনন্দে জাগ্রত থাকা আর জগৎ সংসার দেহ ভুল হইয়া যাওয়া ইহাই কি জীবন্মুক্তি? এই ভুল হয় কিরূপে?

শ্রীকৃষ্ণ—শুধু আনন্দে ঘুমাইয়া পড়াই জীবন্মুক্তি নহে। আনন্দে ভরপুর হইয়া যাওয়া ত আছেই তার সঙ্গে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি আয়ত্ত করিয়া খেলা করা—যৎস্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ। ব্রহ্ম একটা আকাশের মত পড়িয়া আছেন ইহাতে মানুষ একটা জড়ের মত অবস্থা মাত্র মনে করে। তা নয়—আমি যেমন সর্ব্বদা আকাশের মত নির্লিপ্ত থাকিয়াই বহু হইয়া জগৎরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বচিত্ত হইয়া সর্ব্বচিত্তে অন্তর্যামি-রূপে বিরাজ করি আবার এই সুন্দর লাবণ্যপিচ্ছল দেহ ধারণ করিয়া জগতের জন্য, ভক্তের জন্য, কত খেলা খেলি এইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, বিশ্বরূপ ও অবতার হইয়া বিহার করিতে পারিলেই সাধকের সর্ব্বাঙ্গীণ তৃপ্তি হয়। নতুবা তৃপ্তি আংশিক।

অর্জ্জুন—সকলের মূল, বাসনা ত্যাগে স্বরূপে যাওয়া। বল দেহটা ভুল হয় কিরূপে?

শ্রীকৃষ্ণ—মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর। যে বস্তুর আকার যে ভাবে

দেখা যায় সেই বস্তুর বিনাশও সেইভাবে হয়। জগতে যাহা কিছু আকারবান্ দেখ তাহা প্রথমে বাসনার বশে কল্পিত। মানুষের দৃষ্ট এই গৃহ, বাগান, রথ, মন্দির এই সকল প্রথমে বাসনারূপেই মনে থাকে। বস্তুবিশেষ দ্বারা ইহারা প্রথমে নির্ম্মিত হয় না। ব্রহ্ম এই যে মনুষ্য গো অশ্ব ইত্যাদি সৃষ্টি করেন ইহাও পূর্ব্বকল্পীয়-বাসনারূপ কল্পনা দ্বারা। কুম্ভকার যে ভাবে ঘটাদি সৃষ্টি করে সে ভাবে নহে। তিনি সত্য সঙ্কল্প; সেই জন্য পূর্ব্ব কল্পের বাসনা মত যেমন কল্পনা করেন অমনি আকার দৃষ্ট হয়। বাসনাটা কিন্তু মিথ্যা।

অর্জ্জুন—আচ্ছা দৃষ্ট বস্তুকে মিথ্যা বলি কিরূপে? উৎপত্তিকালে না হয় সমস্তই বাসনাময় মিথ্যা। কিন্তু স্থিতিকালে যখন দেখা যায় আকারবান্ বস্তু দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পত্তি হইতেছে আর সকলেই বস্তু সকলকে একরূপ দেখিতেছে তখন স্থিতি কালে তাহাদিগকে মিথ্যা বলিব কিরূপে?

শ্রীকৃষ্ণ—সত্য হউক বা মিথ্যা হউক সে কথা পরে বলিতেছি কিন্তু উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে সঙ্কল্প যে আকারে দৃষ্ট হইবে সঙ্কল্প বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বস্তুর ঐরূপ আকারই থাকিবে। তবেই দেখ বাসনার আকারটাই বস্তুরূপে দেখা যায়। এখন এই বাসনাটাকে যদি অন্যভাবে পরিবর্জ্জন করিতে পার তবে সঙ্গে সঙ্গে আকারটাও অন্যরূপে প্রতীত হইবে। ঐ যে বলিতেছিলে সৃষ্টিবস্তুকে সকলে একভাবে দেখি একথা সত্য নহে। কোন মূঢ় ব্যক্তি গোলাপ ফুলকে যাহা দেখে একজন সাধক গোলাপে নেত্র পড়িলেই আর তাহাকে গোলাপ দেখেন না "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। তবেই হইল ভাবনা অন্যরূপ হইলে বস্তু তাহার সর্ব্বলোকদৃষ্ট আকারে থাকে না। সংবিৎ শক্তিই যথোৎপন্ন আকারের প্রতি কারণ। উৎপত্তিকালে যে পদার্থ যেরূপ আকার ধারণ করে সংবিৎপ্রভাবেই সেই পদার্থ বিনাশ পর্য্যন্ত সেই আকারেই থাকে। সংবিৎ জ্ঞানেরই নাম। জ্ঞানই যখন আকার দেয়, জ্ঞানই তখন আকার নাশ করিতেও পারে।

জ্ঞান যে চেষ্টায় বাসনাময় দেহাদিকে আকারবিশিষ্ট করে, জ্ঞান আবার তাহার বিপরীত চেষ্টায় বাসনা পরিবর্ত্তন করিয়া দেহাদি অন্য আকারবিশিষ্ট করিতে পারে এবং বাসনা ত্যাগ করিয়া দেহাদিকে বিনাশও করিতে পারে।

মানুষের বাসনা বহু। ইহার মধ্যে কতকগুলি অশুভ কতকগুলি শুভ। ভোগ করিবার যে বাসনা তাহা অশুভ। অশুভ ভোগবাসনা দ্বারা দেহাদি সৃষ্ট হয়। ভোগ-বাসনা-ত্যাগ দ্বারা দেহাদি থাকে না।

অর্জ্জুন—একটা দৃষ্টান্ত দাও।

শ্রীকৃষ্ণ—যেমন বর্ত্তমান দাহাদি চেষ্টা দ্বারা পূর্ব্বকৃত গৃহাদির বিনাশ করা যায়, যেরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি যত্ন দ্বারা পূর্ব্ব দুষ্ক্রিয়া ধ্বংস হয়, সেইরূপ পূর্ব্বতন অশুভ বাসনা-কল্পিত ভোগদেহের আকারও শুভবাসনা-প্রসূত শাস্ত্রীয় শ্রবণ মননাদি পুরুষ প্রযত্ন দ্বারা নষ্ট হয়। চিত্ত যখন ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয় তখন দেহাদি সম্যক্‌রূপে মিথ্যা ভ্রমরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি বিষয়ের বাসনা মধ্যে যে বিষয়ের বাসনা অত্যন্ত তীব্র হইবে, তাহাই জয় লাভ করিবে। শাস্ত্রীয় শ্রবণ মনন-জনিত শুভ বাসনার সম্যক্ উদ্দীপনা-কর সংসার থাকিবে না, জগৎ থাকিবে না, জীব আপন স্বরূপ যে ব্রহ্মভাব সেই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করিবেন। কিন্তু বাসনা তীব্র হওয়া চাই। মৃদু বাসনা বলবৎ বাসনা জয় করিতে পারে না। যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ-মননাদি দ্বারা জনন মরণ স্বর্গনরকাদি ভ্রম নষ্ট হয় না।

প্রাক্তনং বাসনামূলং পুরুষার্থেন জীয়তে।
যত্নেনাদ্যতনেনাঙ্গ হ্যস্তনায়তনং যথা ॥ ৩১ ॥
য এব পুরুষার্থেন দৃষ্টো বলবতা ক্ষণাৎ।
পূর্ব্বোত্তরবিশেষাংশঃ স এব জয়তি স্ফুটম্ ॥ ৩২ ॥
অপি স্ফুটতি বিন্ধ্যাদ্রৌ বাতি বা প্রলয়ানিলে।
পৌরুষং হি যথা শাস্ত্রমত্যাজ্যং ন ধীমতা ॥ ৩৩ ॥
নরকস্বর্গসর্গাদি-বাসনা-বশতোঽভিতঃ।
প্রপশ্যতি চিরাভ্যস্তং জীবো জঠরমোহধীঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাবার্থ এই—মোক্ষের যত্ন যদি অল্প হয়, আর ভোগের অভিনিবেশ দৃঢ় থাকে তবে মোক্ষের যত্নটা পরাস্ত হয়। যাহারা বলে জ্ঞান লাভে যত্ন করিলেও কাম ক্রোধাদি বাসনা প্রবল হয় তাহাদের যত্ন বিষয়েই ক্রটী থাকে। যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা বিন্ধ্যগিরি বিদীর্ণ হউক অথবা প্রলয়-প্রভঞ্জন বহিতে থাকুক কিছুতেই শাস্ত্রীয় পুরুষকার ত্যাগ করে না। অনাদি কাল হইতে মূঢ়বুদ্ধির আশ্রয় করিয়াই মানুষ শাস্ত্রীয় যত্নে অল্প দৃঢ়তা করে, করিয়া চিরাভ্যস্ত স্বর্গ নরক জনন মরণ ইত্যাদি ভ্রম দূর করিতে পারে না। তুমি দৃঢ়ভাবে শ্রবণমননাদি আশ্রয় কর মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—হে জগৎপতে! জীবের জগৎস্থিতিরূপ স্বর্গনরকাদি সৃষ্টিভ্রমের কারণ কি? কেনই বা ব্যাসাদি ঋষি বলেন "ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা নরকন্তু বেতি" ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই জীব স্বর্গ বা নরকে গমন করে?

শ্রীকৃষ্ণ—ঈশ্বরের পর্য্যন্ত যদি কানকর্ম্মাদি থাকে তবে উহা তাঁহারও সুখ-দুঃখের হেতু। সেই অসাধারণী স্বপ্নোপমা বাসনাই চিরাভ্যাস-বশতঃ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া এই সংসার-ভ্রম উৎপাদন করে। অতএব আত্মশ্রেয়ঃকামীর পরমপুরুষার্থ-লাভ জন্য সমূলে বাসনা ক্ষয়ই কর্ত্তব্য।

সংসার-ভ্রমটা স্বপ্নের মত। ইহা অনাদি সঞ্চিত: চিরাভ্যস্ত সংসার-বাসনাই জীবস্থিতির কারণ। শ্রবণ মননাদি শাস্ত্রীয় প্রযত্নে তাহা ক্ষয় কর, মোক্ষলাভ করিবে।

অর্জ্জুন—কিমুত্থা দেবদেবেশ! ক্ষীয়তে বাসনা কথম্? হে দেবদেবেশ! বাসনার উৎপত্তি কেন হয়? কিরূপেই বা বাসনা ক্ষয় হয়?

শ্রীকৃষ্ণ—মূর্খতাই বাসনা-উৎপত্তির কারণ। অনাত্মায় আত্মভাব-স্থাপন করাই মূর্খতা। আত্মাতে আত্মদৃষ্টি করাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানই বাসনা নাশের অস্ত্র। হে কৌন্তেয়! তুমি আপনাকে জানিয়াছ। এই, সেই, আমি, আমার, আমার দ্বারা ইহা হইতেছে ইত্যাদি বাসনা এখন ত্যাগ কর।

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি বাসনা নাশেই জীবভাবের নাশ হয়। কারণ যে যাহার সত্তায় সত্তাবান্ তাহার অসত্তায় তাহার অসত্তা অবশ্যম্ভাবী। জনন মরণাদি-বিশিষ্ট জীবই যদি নষ্ট হইল তবে পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ আর কাহার হইবে? সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ অনর্থ নাশই বা কাহার হইবে? তবেত তত্ত্বজ্ঞান ও বাসনা-ক্ষয়ই অনর্থের মূল।

শ্রীকৃষ্ণ—জীব যদি ব্রহ্ম না হইত, জীবে ও ব্রহ্মে যদি একটা ভেদ বরাবর থাকিত, তবে তাহাই হইত বটে। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ভেদটা কাল্পনিক ভেদমাত্র। জীব আর অন্য কিছুই নহে, ব্রহ্ম মায়া অবলম্বনে আপনিই আপনার মিথ্যামালিন্য যখন কল্পনা করেন তখন সেই বাসনাকৃতি মায়ারচিত জীব স্বকল্পিত সঙ্কল্প দ্বারা অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়। নিজতত্ত্বজ্ঞানে অক্ষম বাসনাকৃতি ইনিই জীব বলিয়া কথিত।

জীবভাব যাহা তাহাত দেখিতেছ। জীব যখন বাসনা-ক্ষয় করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য শ্রবণ মননাদি দৃঢ় ভাবে অভ্যাস করে তখনই আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করে। তবেই দেখ বাসনা মুক্ততাই মোক্ষ।

বাসনা-বাগুরান্মুক্তো মুক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৩ ॥

যিনি বাসনা বিনাশ করিতে পারেন নাই তিনি যদি সর্ব্ব ধর্ম্মপরায়ণ সর্ব্বজ্ঞও হন তথাপি তিনি পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় বদ্ধ।

দুর্দ্দর্শনস্য গগনে শিখিপিচ্ছিকেব।
সূক্ষ্মা পরিস্ফুরতি যস্য তু বাসনান্তঃ।
মুক্তঃ স এব ভবতীহ হি বাসনৈব
বন্ধো ন যস্য ননু তৎক্ষয় এব মোক্ষঃ ॥ ৪৫ ॥

পরমাত্মাকে চিদাকাশ বলা হয়। মায়া আবরণে আচ্ছন্ন হয়েন বলিয়া পরমাত্মগগন দুঃখে দর্শন যোগ্য। মায়া যদিও অন্তরে বাহিরে জড় কিন্তু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইহাতে চিৎ প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই চিৎ প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা মায়াতেই নিখিল অলীক জগৎ প্রতিভাত হয়। মায়াদোষ চিৎপ্রতিবিম্বে চিৎদোষরূপে প্রতীত হয়। ভ্রান্তিবশতঃ কখন কখন দেখা যায় যেন আকাশে শত শত ময়ূর-পুচ্ছ ভাসিতেছে। ইহা ইন্দ্রজাল মাত্র।

তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে যখন অন্তরে নানাভ্রমদায়িনী সূক্ষ্ম বাসনার স্ফুরণ হয়, তখন মানুষ আকাশে ঐন্দ্রজালিক শিখিপিচ্ছিকা দর্শনের মত দুর্দ্দর্শ্য ব্রহ্মগগনে অনন্ত জীব, অনন্ত জগৎ দর্শন করে। কিন্তু শ্রবণ মননাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে যাহার বাসনা সমূলে উন্মূলিত হয় সে ব্যক্তি আর কোন ভ্রমদর্শন করে না। পরমাত্মাকে স্বরূপেই দেখে অর্থাৎ পরমপদে স্থিতি লাভ করে। এই জন্য বলা হইতেছে নানা ভ্রমদায়িনী বাসনাই বন্ধন আর বাসনার ক্ষয়ই মুক্তি।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্ত-
মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনো
পাখ্যানে জীবতত্ত্বনির্ণয়ো নাম
পঞ্চপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥৫৫॥

৫৬ সর্গ।

চিত্তবর্ণন।

ভগবান্—

> ইতি নির্ব্বাসনত্বেন জীবন্মুক্ততয়ার্জ্জুন।
> অন্তঃশীতলতামেত্য বন্ধদুঃখমলং ত্যজ ॥১॥
> জরামরণনিঃশঙ্ক আকাশবিশদাশয়ঃ।
> ত্যক্তেষ্টানিষ্টসঙ্কল্পো বীতরাগো ভবানঘ ॥২॥
> প্রবাহপতিতং কার্য্যমিদং কিঞ্চিৎ যথাগতম্।
> কুরু কার্য্যাণি কর্ম্মাণি ন কিঞ্চিদিহ নশ্যতি ॥৩॥

হে অর্জ্জুন! বাসনা ত্যাগ জন্য জীবন্মুক্ত হও। অন্তঃশীতলতা লাভ কর। বন্ধবধদুঃখরূপ মলিনতা ত্যাগ কর। জরামরণের শঙ্কা ত্যাগ কর। আকাশ যেমন নির্লিপ্ত সেইরূপ হও। ইষ্ট ও অনিষ্টের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হে অনঘ! রাগ বা আসক্তি বর্জ্জিত হও। প্রবাহপতিত—শিষ্ট ব্যবহার পরম্পরাগত—অবশ্য কর্ত্তব্য এই যুদ্ধ এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কর। ইহাতে তোমার তত্ত্ববোধের কিছুই ক্ষতি হইবে না। বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলেই অন্যগুলি আপনা হইতেই আসিবে।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বাধ্যায়ে বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে কিরূপে বলিয়াছ। অতি সংক্ষেপে আর একবার বল।

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রবণ-মননাদির দৃঢ়ভাবে অভ্যাসই বাসনাত্যাগের একমাত্র উপায় ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি। আত্মার কথা প্রথমে প্রত্যহ শ্রবণ করাটি অভ্যাস কর। প্রত্যহ আত্মা যে নিঃসঙ্গ ইহা ভাবনা কর। তুমি নিঃসঙ্গ। তোমার জন্ম নাই মরণও নাই, আধি ব্যাধি নাই, আহার নিদ্রা নাই, শীত উষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাবও তোমাতে নাই। তুমি নিঃসঙ্গ আকাশের মত। মেঘ বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত আকাশের গায়ে কত কি হইতেছে; আকাশের উপরে কত বাড়ী, কত বাগান, কত পাহাড় পর্ব্বত, সমুদ্র নদী উঠিতেছে, কত রক্তপাত হইতেছে, কত মারামারি কাটাকাটি হইতেছে আকাশ কিন্তু আপনভাবে

আপনি অচল অবস্থায় আছে। সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে বাহিরে আকাশ আছে। অথচ আকাশের মধ্যে সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ উঠিতেছে পড়িতেছে। তথাপি আকাশ পরমশান্ত অবস্থায় সর্ব্বদা অবস্থিত।

লোকে যাহাকে আমি আমি করে সেই আমিও সদা শান্ত। চিত্তের মধ্যেই সঙ্কল্প বাসনা উঠিতেছে তাহাতে আমির কি ক্ষতি? এইভাবে নিঃসঙ্গ আমি —বাসনার শত তরঙ্গ তাড়নেও নির্লিপ্তই আছি। আত্মা নিঃসঙ্গ। আত্মা এক। আত্মা আকাশের মত ব্যাপক। আত্মাই পরম পদ। এই পরম পদই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বানভূ পরম পুরুষ। তুমি ইহা নিয়ত শ্রবণ কর। এরূপ দৃঢ়ভাবে বিচার কর যাহাতে সর্ব্বদা আত্মা সম্বন্ধে তোমার একচিন্তাপ্রবাহ থাকে। যখন দৃঢ়ভাবে শ্রবণ চলিতেছে এবং আত্মচিন্তার মধ্যে যে সংশয় বিপর্য্যয় থাকে, তাহাও শাস্ত্রযুক্তিতে নিরাশ হইতেছে, তখন তোমার চিত্ত আত্মভাবে বা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া যাইতেছে। ইহাই ধ্যানান্তে স্থিতি। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে একচিন্তাপ্রবাহ যখন থাকিবে তখনই তোমার বাসনা ক্ষয় হইয়াছে জানিও। এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বাভ্যাস ও চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করা রূপ চিত্তক্ষয়ও আছে। বাসনাত্যাগ, তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশ এই তিনই সমকালে অভ্যাস করিবার কার্য্য। ইহাতেই বাসনা-ক্ষয় হয়। বাসনাক্ষয় ও সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশই জীবন্মুক্তি।

জীবন্মুক্তি অবস্থা আসিলেই অন্তঃশীতলতা লাভ হইল। তখন জনন মরণের শঙ্কা আর কোথায় থাকিবে? সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় ইহারাও তখন থাকে না। সকল বাসনা, সকল আসক্তি, তখন দূর হয়। সাধক তখন আপনি আপনিই থাকেন, আপনিই নিঃসঙ্গ অবস্থাতে অভয়পদে স্থিতি লাভ করেন। এই আপনি আপনি রূপ নিঃসঙ্গভাবে থাকিলেও যথাপ্রাপ্তকর্ম্মে স্পন্দন থাকে। জীবন্মুক্ত পুরুষ সর্ব্বদাই বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ। বৃক্ষ যেমন বায়ুর স্পন্দনে স্পন্দিত হয় আবার বায়ু না বহিলে যেমন তেমনি, জীবন্মুক্ত পুরুষও সেইরূপ। তুমি ত সমস্ত শুনিলে। আপনাকে নিঃসঙ্গ জানিয়া, প্রতিদিন যথাপ্রাপ্ত নিত্যকর্ম্মে স্পন্দিত হইবার পরে যতক্ষণ ইচ্ছা নিঃসঙ্গভাবে থাক—সর্ব্বদা এইরূপে নিঃসঙ্গভাবে থাকিয়া যুদ্ধাদি করিলেও তোমার আত্মজ্ঞানের কিছুই ক্ষতি হইবে না।

অর্জ্জুন সকলেই ত ইহা অভ্যাস করিতে পারে! তবে লোকে ইহা করে না কেন?

শ্রীকৃষ্ণ—মূঢ়েরা ইহা পারে না। তাহারা অনাত্মাকেই সুন্দর দেখে। মূঢ়েরা এই কর্ম্ম করি বা করিব বা করিব না এইরূপ অভিসন্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বা নিবৃত্ত হয়। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ প্রবাহ ন্যায়ে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিয়াও সর্ব্বদা আত্মার সম্বন্ধে একচিন্তাপ্রবাহ থাকায় সুষুপ্তের ন্যায় প্রকাশমান হয়েন। সুষুপ্তিতে যেমন চৈতন্যমাত্রই থাকেন অন্য স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই থাকে না জীবন্মুক্তগণ সেইরূপে স্থিতি লাভ করেন।

স্থিরাং সংস্থিতিমায়ান্তি কূর্ম্মাঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো হৃদি যস্য স্বভাবতঃ ॥ ৭ ॥

কচ্ছপের মস্তকাদি অঙ্গ যেমন ঝটিতি অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় সেইরূপ জীবন্মুক্তের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ যে বিষয়, সেই বিষয়সমূহ হইতে স্বভাবতঃ আত্মাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন—বাসনাত্যাগী জীবন্মুক্ত পুরুষ এই বিশ্বকে কিরূপ দেখেন?

শ্রীকৃষ্ণ—দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব, আত্মদর্পণে এই জগৎও সেইরূপ। প্রভেদ এই যে লোকে দর্পণ ও প্রতিবিম্ব উভয়ই দেখে, কিন্তু আত্মদর্পণ দেখা যায় না। জগৎ বা দেহ প্রতিবিম্বই দেখা যায়। আবার স্থূলদর্পণে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা বাহিরের বস্তুর ছায়া মাত্র, কিন্তু আত্মদর্পণে যে প্রতিবিম্ব ভাসে তাহা বাহিরের কোন কিছুর ছায়া নহে; তাহা ভিতর হইতে যে সঙ্কল্প ভাসে তাহারই ছায়া মাত্র। অর্জ্জুন! একটা আশ্চর্য্য দেখ! চিত্ত নামক চিত্রকর অজ্ঞান আকাশে এই বিশ্বচিত্র চিত্রিত করে। অজ্ঞানটাই আবার আত্মার মায়া। এই মায়া "আছে" ইহাও যেমন বলা যায় না "নাই"ও সেইরূপ বলা যায় না। ইহার উপরে আবার চিত্তস্পন্দন কল্পনারূপ এই জগৎ চিত্র। অজ্ঞানময় চিত্রটি আবার প্রতিবিম্ব চৈতন্যরূপ দীপ দ্বারা প্রকাশিত। আরও দেখ লৌকিক চিত্রের একটা ভিত্তি বা আধার থাকে কিন্তু এই বিশ্বচিত্রের কোন ভিত্তি নাই। বিশ্বচিত্র বিনা আধারে চিত্রিত। ইহাও অতি আশ্চর্য্য যে সাধারণ চিত্রে আগে ভিত্তি পরে চিত্র এ ক্ষেত্রে কিন্তু আগে চিত্র পরে আধার। ব্যোমটা শূন্যই কিন্তু মনোরূপ চিত্রকরের রচিত এই বিশ্বচিত্র ব্যোম অপেক্ষাও অধিক শূন্য। এই চিত্রকর একক্ষণেই লোকত্রয়ের ক্ষয় ও উদয় নির্ব্বাহ করে।

মনও যেমন শূন্য—তাহার রচিত এই জগৎও সেইরূপ শূন্য। মনও ভ্রম, মনের রচিত এই জগৎও ভ্রম। ভ্রমের আবার সত্যতা কি?

অর্জ্জুন—ভ্রম দূর হয় কিসে ?

শ্রীকৃষ্ণ—রজ্জুকে ভ্রমজ্ঞানে যে সর্প দেখিতেছে তাহার ভ্রম দূর হয় কিরূপে ? রজ্জুকে দেখিলেই সর্পভ্রম থাকে না। আত্মাকে দেখিলে সেইরূপ এই জগৎভ্রম থাকে না। জগৎ চিত্রের কোন ভিত্তি নাই সেই জন্য ইহাও নাই। তুমিও তুমি নও, এই কুরুক্ষেত্রসমাগত রাজগণও যাহা দেখিতেছ তাহা নহে। আমি হনন করিতে যাইতেছি এই মিথ্যা মোহত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত স্বভাবে যাও। শূন্য কখন হয়ও নাই, হইবেও না। সমস্তই চিদাকাশ বা ব্রহ্মাকাশ। এতদ্ভিন্ন যে জগৎ দেখ চিত্তই তাহার ভিত্তি এবং এই চিত্রের চিত্রকরও চিত্ত। চিত্তই জগৎ-চিত্র তুলিতেছে ও নাশ করিতেছে। হে অর্জ্জুন! আমার উপদেশে তোমার মনোরাজ্য ক্ষয় হউক।

অর্জ্জুন—যাহা মনঃকল্পিত তাহাত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু কল্পান্তকাল-স্থায়ী এই বিস্তীর্ণ সংসার মনঃকল্পিত কিরূপে ?

শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষণস্য কল্পীকরণে তথৈব বলবন্মনঃ।
ক্ষণং কল্পীকরোত্যেতৎ তচ্চাল্যং কুরুতে বহু ॥ ২৩॥

মন যেমন ভ্রম রচনায় পটু সেইরূপ কল্প রচনাতেও পটু। ক্ষণকে কল্প করা, কল্পকে ক্ষণ করা, অল্পকে বহু করা আবার বহুকে অল্প করা—মনের অসাধ্য কিছুই নাই।

নিত্যমুক্ত আত্মার এই জগদ্ভ্রান্তি ক্রম অনুসারে উৎপন্ন হয় এইজন্য জ্ঞানীর চক্ষে এই ভ্রমজগৎ তুচ্ছ কিন্তু ইহা 'কল্পিত বজ্রসারতা।" অর্থাৎ ইহা অজ্ঞানীর চক্ষে চিরস্থায়ী। চিত্তই জগচ্চিত্তের চিত্রকর। সুতরাং সবই কল্পনা। এই চিত্রটি দেখিতে কেমন সুন্দর! কেমন ইন্দ্রিয় প্রলোভনকর। তমোরূপ মসীর রেখাও এখানে যত আবার তেজের দ্বারা ও ইহা বিভূষিত। ব্যোমময় পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারিদিক একটি বৃহৎ সরোবর। চন্দ্র সূর্য্য এই সরোবরের পদ্ম। মেঘ সকল পত্র। কত ভিত্তিশূন্য প্রকোষ্ঠ এখানে। তাহাতে আবার সুর অসুর মনুষ্য প্রভৃতি কতই চিত্রিত পুত্তলিকা। এই প্রকোষ্ঠে ত্রিলোকরূপিণী তিনটি দেবনটী চিত্রিত হইয়াছে। অতিশয় চপল কামুক চিত্রকর্ত্তা চিত্ত স্বাধিষ্ঠানব্রহ্মাকাশে জগত্রয়লক্ষণা মনোহরী নটী-পুত্রিকা রচনা করিয়াছে। বুদ্ধি ইহাদের নৃত্যশালা, সাক্ষীচৈতন্য প্রদীপ,

বুদ্ধির বৃত্তি সমূহ ইহাদের আভরণ ইহারা সদাই হাবভাব দেখাইয়া নাচিতেছে। তিনেই এক। একই আবার তিন।

হেমাচলাঙ্গলতিকা ঘনকেশপাশা
চন্দ্রার্কলোচনবিচালনদৃষ্টলোকা।
ধর্ম্মার্থকামবিনিয়ন্ত্রিতশাস্ত্রবস্ত্রা
পাতালজালচরণোন্নতভূনিতম্বা ॥ ৩৪ ॥

সুবর্ণবর্ণব্রহ্মাণ্ড এই নটীর অঙ্গলতিকা, মেঘ ইহার কেশপাশ, চন্দ্র সূর্য্য উহার নেত্র। চন্দ্রসূর্য্যনেত্রপাতে এই মায়ানটী সমস্ত লোক দর্শন করে। ধর্ম্মঅর্থকামব্যাবর্ত্তক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ শাস্ত্র ইহার বসনযুগল, সপ্তস্বর্গ ইহার ঊর্দ্ধকায়, সপ্ত পাতাল ইহার পূর্ব্বকায় [নাভি হইতে পদতল পর্য্যন্ত] উন্নত স্থানসকল ইহার নিতম্ব।

হরিহর ব্রহ্মা ইন্দ্র ইহার ভূজচতুষ্টয়, সত্ত্বগুণ কঞ্চুক, বিবেক-বৈরাগ্য ইহার স্তনমণ্ডল, অনন্তাদিনাগবেষ্টিত মহীতল ইহার পদ্মাসন—উপবেশন পীঠ। নানাবিধ পর্ব্বত ইহার শরীরের তিলকরচনা, অন্তরীক্ষ লোক ইহার উদর। বজ্র ও বিদ্যুৎ ইহার দন্তপংক্তি।

কাম কর্ম্ম বাসনা এই চিত্র রচনার উপকরণ আর চিত্ত হইতেছে চিত্রকর। চিত্ত আপন আশ্রয়ীভূত আত্মাকাশে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে এই ব্যষ্টিসমষ্টি-জীবসমন্বিতা শূন্যময়ী ত্রিলোকপুত্তলিকার বিচিত্র চিত্র রচনা করিয়াছে।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনোপাখ্যানে চিত্তবর্ণনং নাম
ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

৫৭ সর্গ।

অর্জ্জুন-বিশ্রান্তিবর্ণন।

ভগবান্—অর্জ্জুন! মনোমায়া কতই বিচিত্র তাহা ত দেখিতেছ। ভিত্তি-শূন্য, আশ্রয়-শূন্য মন দ্বারা জগদাকার কল্পনার পূর্ব্বেই জগচ্চিত্র অঙ্কিত হয়—বুদ্ধি-পূর্ব্বক সৃষ্টির পূর্ব্বেই অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি হইয়া যায়, রাম না হইতেই রামায়ণ রচনা হয়। জগচ্চিত্র অঙ্কিত হইবার পর চিত্রান্তর্গত ভূতসমূহ ও চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক বিরাট ভিত্তি—মনের আধাররূপে কল্পিত হইয়া উদিত হয়। চিত্র-রচনার পরে চিত্রপটের উদয়—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে।

অহো! বিচিত্রা মায়েয়ং মগ্নং তুম্বং শিলাপ্লুতা ॥ ২

তুম্বী ফল—অলাবু লাউ—জলে ডুবিল আর শীলা জলে ভাসে—অহো মায়া কি বিচিত্র।

চিত্তস্থচিত্রসদৃশে ব্যোমাত্মনি জগত্ত্রয়ে।
ব্যোমাত্মনস্তে কিমিয়মহন্তা ব্যোমতোদিতা ॥ ৩ ॥
সর্ব্বং ব্যোমকৃতং ব্যোম্না ব্যোম্নি ব্যোম বিলীয়তে।
ভুজ্যতে ব্যোমনি ব্যোম ব্যোম ব্যোমনি চাততম্ ॥ ৪ ॥

জগচ্চিত্র ত কতই আশ্চর্য্য দেখিতেছ! ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য এই ব্যোমাত্মায় অহন্তার উদয়।

কোথাও কিছু নাই "অহং" "অহং" কোথায় উঠিতেছে। প্রকৃতি বা মায়া ত শূন্য—উহাতে অহং নাই। আত্মাও অতিসূক্ষ্ম পূর্ণ তাঁহাতেও অহং নাই। বল দেখি অহন্তা কিরূপে উঠিতেছে?

শূন্যময় চিত্তস্থ চিত্ররূপ এই ত্রিজগৎ। এখানে অহন্তারূপ শূন্যতার উদয়। শূন্য শূন্যদ্বারা কৃত, শূন্যে শূন্যেরই উদয়, শূন্যে শূন্যের লয়। শূন্যই শূন্য ভোগ করে, শূন্যেই শূন্যের বিস্তার। অহো প্রহেলিকা!

যস্যাস্তি বাসনাবীজমত্যল্পং চিতিভূমিগম্।
বৃহৎ সঞ্জায়তে তস্য পুনঃ সংসৃতিকাননম্ ॥ ৯ ॥

যাহার চিত্তভূমিতে অতি অল্প বাসনাবীজও থাকে তাহা হইতে তাহার অতিবিস্তৃত সংসার-কানন উৎপন্ন হয়। এক সাধক এক নেঙ্গোটিরক্ষার বাসনা হইতে দীর্ঘ সংসারী হইয়া পড়িয়াছিল।

অভ্যাসাৎ হৃদিরূঢ়েন সত্যসম্বোধবহ্নিনা।
নির্দ্দগ্ধং বাসনাবীজং ন ভূয়ঃ পরিরোহতি ॥১০॥
দগ্ধন্তু বাসনাবীজং ন নিমজ্জতি বস্তুষু।
সুখদুঃখাদিষু স্বচ্ছং পদ্মপত্রমিবাম্ভসি ॥১১॥

শ্রবণমননাদি অভ্যাসের দৃঢ়তা দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বলিত কর, করিয়া বাসনা-বীজ অবশেষ না রাখিয়া দগ্ধ কর। বীজ দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর জন্মিবে না। যে মনের বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়াছে সেই মন স্বচ্ছ হইয়াছে। বাসনা-শূন্য নির্ম্মল মন, জলে পদ্মপত্রের ন্যায় সুখদুঃখাদি কোন বিষয়ে আর নিমজ্জিত হয় না।

হে অর্জ্জুন! তুমি শান্ত হইয়া গীত শুনিলে; তোমার মনের মোহ বিগলিত হইয়াছে। এখন স্বজনাদির বিনাশচিন্তা ত্যাগ করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া পরমপদে অবস্থান কর।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে
মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনোপাখ্যানে
অর্জ্জুনবিশ্রান্তিবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৭॥

---

৫৮ সর্গ।

অর্জ্জুন-কৃতার্থতা।

অর্জ্জুন—নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥১॥

হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ-বাসনার সহিত অজ্ঞান বিনষ্ট হইল। বিস্মৃত কণ্ঠহারের স্মরণের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্ত্বের স্মৃতি—আমি

কি ইহার স্মরণ আমার হইল। "আমি বধের কর্ত্তা কি না" ইত্যাদি সন্দেহ দূর হইল। আমি এখন তত্ত্বজ্ঞানে ও যথাপ্রাপ্তব্যবহার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে স্থিতি লাভ করিতেছি। এখন তোমার বাক্য পালন করিব।

ভগবান্—শ্রবণমননজনিত তত্ত্ববোধের দ্বারা যখন হৃদয়ের রাগদ্বেষাদি বৃত্তি শান্ত হয় তখনই বাসনাময় চিত্তের শান্তি হয়। তখন সেই বাসনামুক্ত চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বগুণে থাকে। নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা লাভ করিলেই গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। ইহাই পরমপদে স্থিতি। শ্রুতি বলেন

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত॥"

যদি এমন ভাব যে সত্যসত্যই তোমার মন বাসনাবর্জ্জিত হইয়াছে তবে ইহাও বুঝিবে যে তোমার শরীরোপহিত আত্মা মলমুক্ত হইয়াছেন। আত্মার মলমুক্ত অবস্থাই অবিদ্যানাশের অবস্থা। বিশুদ্ধ আত্মার দর্শন যতদিন না হয় ততদিনই বাসনার স্ফুরণ হয়।

বিষয়বিসূচিকামতস্ত্বং
নিপুণমহং স্থিতিবাসনামপাস্য।
অভিমতপরিহারমন্ত্রযুক্ত্যা
ভব বিভবো ভগবান্ ভিয়ামভূমিঃ॥ ১৩॥

হে অর্জ্জুন! তুমি অন্তরে আত্মদর্শন করিয়া অভিমত কামনাত্যাগরূপ নিবৃত্তি লক্ষণ মন্ত্রযুক্তিসহায়ে বিষয়বিষবিসূচিকারূপ প্রবৃত্তিহেতু মনের বাসনাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হও, ভয়শূন্য হও এবং সকল অনর্থের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমিই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানে বিরাজ কর। একদিকে নিঃসঙ্গরূপসন্ন্যাস গ্রহণ কর অন্যদিকে ব্রহ্মার্পণ দ্বারা পরমপদে অবস্থান কর।

ইতি গদিতবতি ত্রিলোকনাথে
ক্ষণমিব মৌনমুপস্থিতে পুরস্তাৎ।
অথ মধুপ ইবাসিতাব্জখণ্ডে
বচনমুপৈষ্যতি তত্র পাণ্ডুপুত্রঃ॥

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন—ত্রিলোকনাথ ইহা বলিলে অর্জ্জুন তাঁহার সম্মুখে ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। পরে শ্বেতকমলখণ্ডে ভ্রমরের ন্যায় পাণ্ডুপুত্র বলিতে লাগিলেন—

পরিগলিতসমস্তশোকভারা
পরমুদয়ং ভগবন্মতির্গতেয়ম্।
মম তব বচনেন লোকভর্ত্তু-
র্দ্দিনপতিনা পরিবোধিতাব্জিনীব॥

হে ভগবন্! দিনপতি সূর্য্যের উদয়ে নলিনী যেমন বিকসিত হয় সেইরূপ তোমার বাক্যে আমার বুদ্ধিও প্রবুদ্ধ হইয়াছে এবং মন হইতে সমস্ত শোকভার পরিগলিত হইয়াছে। হরি-সারথি গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন এইরূপে গত-সন্দেহ হইয়া রণলীলা করিবার জন্য উত্থিত হইবেন। গজবাজি-সারথির রক্ত-স্রোতে প্লাবিত হইয়া পৃথিবী মহানদীর মত দেখা যাইবে। এবং অর্জ্জুন-পরিত্যাক্তশরজালে ও ধূলিপটলে আকাশে সূর্য্যও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তমোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনোপাখ্যানে অর্জ্জুনকৃতার্থতা
নাম অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

অর্জ্জুনোপাখ্যানম্ সমাপ্তম্॥

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা।

ওঁতৎ সদ্ ব্রহ্মণে নমঃ।

ওঁ শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

ভূমিকা

শ্রীগীতার যতগুলি ভাষ্য ও টীকা আছে তন্মধ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই ভগবান্ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাসাদি প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তা দিগের মতের পরিপোষক। শ্রীগীতার আলোচনা কালে আমরা গীতার মতের সহিত যে শ্রুতি, মন্বাদি স্মৃতি, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, দেবী-ভাগবত, যোগ-শাস্ত্র, বেদান্ত শাস্ত্র, সাংখ্য শাস্ত্র, তন্ত্র শাস্ত্র এবং প্রধান প্রধান পুরাণের মতের সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে ভগবান্ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ও ব্যাসাদি ঋষিগণ, বেদ উপনিষদাদি শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম আপন আপন গ্রন্থে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা কখন শাস্ত্র-সঙ্গত নহে। এই জন্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যেখানে শ্রীগীতার শাঙ্কর ভাষ্যের সহিত অন্যান্য আধুনিক ব্যাখ্যাকর্ত্তার মতের মিল নাই, সেখানে কোন সম্প্রদায় রক্ষা জন্য শ্রীগীতার প্রকৃত মর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট করা হইয়াছে।

শ্রীশঙ্করের ভাষ্যের ব্যাখ্যা হইতেছে শ্রীআনন্দগিরিকৃত "গীতা ভাষ্য-বিবেচন।" শ্রীমৎ গিরি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। এতদ্ভিন্ন শ্রীমৎ মধুসূদনের "গীতাসূত্রার্থ দীপিকা" শ্রীমৎ নীলকণ্ঠকৃত "ভারতদীপে গীতার্থপ্রকাশ" শাঙ্কর ভাষ্যের অনুকূল। শ্রীমধুসূদনকে আমরা সর্ব্বস্থানেই শাঙ্করভাষ্য সমর্থন করিতে দেখিয়াছি। ইঁহাদের বৈষম্য আমরা প্রায় লক্ষ্য করি নাই কেবল "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি ভক্তিপক্ষে টানিয়া কথা কহিয়াছেন। শ্রীশঙ্করের সন্ন্যাস পক্ষ যেন তত সমর্থন করেন নাই।

শ্রীরামানুজ-"ভাষ্য" বহু স্থানেই শ্রীশঙ্করের বিরোধী। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন অক্ষর উপাসনা বা নিরূপাধিক ব্রহ্ম-উপাসনা বা ব্রাহ্মীস্থিতি নিকৃষ্ট অধিকারীর জন্য। সর্ব্বশাস্ত্রে ভক্তির আবশ্যকতা যাহা বলা হইয়াছে শ্রীশঙ্করও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমৎ রামানুজ ভক্তির প্রাধান্যস্থাপন জন্য জ্ঞানযোগের শাস্ত্রমত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানই যে আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"

এ কথা যেন তিনি স্বীকার করিতে চাহেন নাই। দ্বৈতবাদ যে অদ্বৈতবাদের সাধন ইহা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা মূলগ্রন্থে বিশেষরূপে তাঁহার মতের আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করিলাম। তবে এখানে এই বলা যায় যে এই মতে বাসনা ত্যাগ, অহং অভিমান ত্যাগ ইত্যাদি যাহা জীবন্মুক্তির সাধন তাহা তাঁহার মতে হইতেই পারে না। জীব কখনও বাসনা ত্যাগ, অহং অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না। তবে অশুভ বাসনা ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তা অহং ত্যাগ করিয়া জীব শুভ বাসনা এবং দাস অহং লইয়াই থাকিবে। এই সম্প্রদায়ে ইহাও শুনা যায় অহং অভিমান ত্যাগ করিয়া পরমপদে স্থিত হওয়া অপেক্ষা "বৃন্দাবনে শৃগাল" হইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর। এই সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ ভক্তিপক্ষে অতি সারবান্ কথা কহিয়াছেন; আমরা মূল গীতা আলোচনা কালে ইঁহাদের বিরোধী মত ত্যাগ করিয়া অবিরোধী মতগুলি গ্রহণ করিয়াছি। আর বিরোধ কোথায় তাহাও অধিকাংশ স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা যত দূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখি যে, শাঙ্কর ভাষ্যে কোথাও ভক্তির বিরুদ্ধ কথা নাই কিন্তু রামানুজ ভাষ্যে বহু স্থানে জ্ঞান বিরোধী বাক্য লক্ষ্য করিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে আর আমরা বিবাদের কথা উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীমৎ বলদেবকৃত "গীতাভূষণ" ও শ্রীমৎ বিশ্বনাথকৃত "সারার্থবর্দ্ধিনী" রামানুজ ভাষ্যের সমর্থন মাত্র। ইঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীমৎ বিশ্বনাথ ইহাও বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ব্যতীত কালী দুর্গা ইত্যাদির উপাসনায় কিছুতেই গতি লাগিতে পারে না। এইগুলি বিবাদের কথা। শাস্ত্রে কোথাও ইহা দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতে মানুষের যাহা লাভ হয়, কালী, দুর্গা, শিব, রাম ইত্যাদির উপাসনাতেও তাহাই হয়। ব্রহ্ম একই। সেই ব্রহ্মই মায়া আশ্রয়ে বিশ্বরূপ ও অবতার হয়েন ইহাই শাস্ত্রের মত।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর "সুবোধিনী" প্রায় স্থানেই শাঙ্কর ভাষ্যের অনুরূপ। দুই এক স্থানে যে মতদ্বৈধ আছে তাহা আমরা মূলগ্রন্থ আলোচনা কালে উল্লেখ করিয়াছি। স্বামী বলেন যে ভক্তিই মুক্তির হেতু। সর্ব্বশাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন যে ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। আর বিনা জ্ঞানে কখন মুক্তি হয় না। আমরা বলি যে যোগ, ভক্তি, জ্ঞান যুক্ত মিশ্রপথই শাস্ত্র দেখাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যা-উপাসনা

এই মিশ্রপথ। ইহাতে প্রাণায়াম আছে, শরণাপন্ন হওয়া আছে এবং প্রার্থনা আছে এবং সর্ব্বশেষে জ্ঞান অবলম্বনে জীবাত্মার পরমাত্মভাবে যে স্থিতি তাহাও আছে। যাঁহারা কেবলমাত্র ভক্তিই অবলম্বন করিতে বলেন এবং যোগী ন্যাসী জ্ঞানকে বর্জ্জন করিতে বলেন তাঁহারা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া বিরোধ সৃষ্টি করেন। শাস্ত্র দেখাইতেছেন যে, মুক্তির জন্যই ভক্তি আবশ্যক এবং যোগও আবশ্যক। ভক্তিই শেষ ইহা শাস্ত্র যেখানে বলেন সেখানে ভক্তিই সকল সাধনার মূল বলিয়া ভক্তির স্তুতিবাদ করেন। শাস্ত্র সর্ব্বস্থানেই বলেন যে, জ্ঞান বা মোক্ষই শেষ। মুক্তি নিতান্ত তুচ্ছ একথা শাস্ত্র বলেন না। তবে ইহা বলেন যে ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যখন জ্ঞান লাভ করা যায় না তখন সকলকেই ভক্তি সাহায্যে জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই এই গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহা বলেন যে, ভক্তগণ ভক্তি ছাড়িয়া মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। কারণ ভক্তি-মহারাণীর আশ্রয়ে আসিলে তিনি আপনিই ক্রম অনুসারে সাধককে জ্ঞান ও মুক্তি প্রদান করেন। ইহাতে জ্ঞান ও মুক্তিকে তুচ্ছ করা হইল না, বলা হইল ভক্তি বিনা জ্ঞান ও মুক্তি কিছুতেই লাভ করা যায় না। এইমাত্র।

শ্রীমৎ যামুন-মুনি-প্রণীত "গীতার্থ সংগ্রহ" বিশিষ্টাদ্বৈত মতের পরিপোষক। যাঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তাঁহারা সকলেই ঐ মত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমৎ হনুমৎ-ভাষ্য শাঙ্কর-ভাষ্যের প্রকারান্তর।

উপরোক্ত নয়খানি ভাষ্য ও টীকাই আমরা প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছি। কোথাও কোথাও শঙ্করানন্দ-গীতা এবং অযোধ্যানিবাসী শ্রীরামনারায়ণ দাস-সংগৃহীত যামুনাচার্য্য-বিরচিত গীতার্থসংগ্রহ-নামক টীকা হইতেও আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। আরও অনেক টীকা আছে তাহা আমরা দেখি নাই।

এক্ষণে আমরা শাঙ্কর ভাষ্যের উপক্রমণিকার মূল ও ব্যাখ্যা এখানে সন্নিবেশিত করিতেছি। শ্রীমৎ গিরির ব্যাখ্যাও এখানে কোথাও কোথাও অবলম্বন করিলাম। ইতি সন ১৩২০ সাল ২৪ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা।

গ্রন্থালোচক।

ওঁ শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥ ১

পর ও অপর ব্রহ্ম স্বরূপ ওঙ্কারই নারায়ণ। তিনি অব্যক্ত— প্রকৃতির পর— প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডজাত। ভূরাদি সপ্ত-লোক আর সপ্তদ্বীপা মেদিনী ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তভাগে অবস্থিত।

উপক্রমণিকার প্রথমেই এই শ্লোক কেন?

ইহাতে বিঘ্নশান্তি ও প্রামাণিক ব্যবহার মত ইষ্টদেবতার তত্ত্বস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।

প্রথমেই যে ওঁকার প্রয়োগ করা হইয়াছে এই ওঁকার কে?

য ওঁকারঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স সর্ব্বব্যাপী যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তো যোঽনন্তস্তত্তারং যত্তারং তৎসূক্ষ্মং যৎসূক্ষ্মং তচ্ছুক্লং যচ্ছুক্লং তদ্বৈদ্যুতং যদ্বৈদ্যুতং তৎপরং ব্রহ্মেতি। স একঃ স একো রুদ্রঃ স ঈশানঃ স ভগবান্ স মহেশ্বরঃ স মহাদেবঃ। ৪। অথর্ব্বশির উপ—

যিনি ওঁকার তিনি প্রণব, যিনি প্রণব তিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি অনন্ত, যিনি অনন্ত তিনি তারক, যিনি তার তিনি সূক্ষ্ম, যিনি সূক্ষ্ম তিনি শুক্ল, যিনি শুক্ল তিনি বিদ্যুৎবর্ণ, যিনি বিদ্যুৎ তিনি পরং ব্রহ্ম। এই। তিনি এক, সেই এক রুদ্র, তিনি ঈশান, তিনি ভগবান্, তিনি মহেশ্বর, তিনি মহাদেব।

এই ওঁকারই নারায়ণ।

ওঁকার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য আছে।

কি?

ওঁকার, [illegible] ইত্যাদি নাম কেন হইল? ওঁকারকে পরব্রহ্ম কেন বলা [illegible] ব্রহ্ম কিরূপে? ওঁকারের অঙ্গ কত? পাদ কত? স্থান কি

কি ? ইহার পঞ্চদেবতা কে কে ? ওঁকার উচ্চারণে যে শব্দ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে এত অর্থ কিরূপে থাকে ? ইত্যাদি।

ওঁকারকে যিনি না জানেন তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। "ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ"। অন্যত্র ওঁকার অর্থ অবধারণে চেষ্টা করিও।

নারায়ণের এই নাম কেন হইয়াছে ? নারায়ণ এই শব্দ উচ্চারণেও কি জীবের মঙ্গল হয় ?

শুন মহাভারতে কি বলেন :—

নারায়ণেতি শব্দোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীহ কিমদ্ভুতম্॥

নারায়ণ এই শব্দ যখন আছে—আর বাক্যও যখন বশে আছে তথাপি যে মূঢ় লোকে নরকে পতিত হয় ইহাই আশ্চর্য্য। অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ শব্দ করিয়াছিল তাহাতেই তাঁহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটে। আর নারায়ণের অর্থ জানিয়া যিনি নারায়ণ নারায়ণ করেন তাঁহার কি আর কোনরূপ ভাবনা থাকে ?

নারায়ণ শব্দের নিরুক্তি কি ?

ইহার নানাবিধ নিরুক্তি।

বিষ্ণু পরমাত্মা নারায়ণ নর—এইগুলি এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

বিষ্ণুং ব্যাপনশীলং ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যং ব্রহ্ম ইতি। ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বব্যাপী, সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত পরিচ্ছেদশূন্য। বিষ্ণুই নারায়ণ।

নর আত্মা ততো জাতান্যাকাশাদীনি নারাণি তানি কার্য্যাণি অয়তে কারণাত্মনা ব্যাপ্নুতে নারায়ণঃ।

নর শব্দের অর্থ আত্মা। আত্মা হইতে জাত যে আকাশাদি তাহা নারা। যিনি আকাশাদি পঞ্চভূত ও তৎকার্য্যসমূহকে কারণ-আত্মাদ্বারা ব্যাপিয়া আছেন তিনিই নারায়ণ।

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

জগতের যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায়, নারায়ণ সেই সমস্তকে অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। শ্রুতি এই সর্ব্বব্যাপী পরং ব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধে বলেন :—

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং
সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং
জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥

নর, আত্মা। আত্মা হইতে জাত যাহা তাহা ত তত্ত্ব, ২৫ তত্ত্ব। তত্ত্বগুলিই যাঁহার দেহ—যাঁহার আশ্রয় অর্থাৎ তত্ত্বগুলি আশ্রয় করিয়া যিনি আপনাকে প্রকাশ করেন তিনিই নারায়ণ। এই কি ঠিক অর্থ?

হাঁ।

নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।
তান্যেবায়নং যস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ মহাভারত।

ভগবান্ মনু কি তবে ঐ অর্থই করেন?

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ মনুঃ।

নর অর্থে আত্মা। নরস্যাপত্যং নর-ষ্ণক্। আত্মা হইতে জাত যাহা তাহাই নরসূনবঃ। ইহারা তত্ত্ব। আপ অর্থাৎ জল আকাশ ইত্যাদির নাম নারা। জলই যাঁহার আশ্রয় তিনিই নারায়ণ। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জলমগ্ন হইলে যিনি স্থূল জগতের কারণ-স্বরূপ কারণ-বারিতে শয়ন করেন তিনিই নারায়ণ।

শ্রীমৎ আনন্দগিরি নারায়ণ শব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা করেন?

"আপো নারা ইতি" ইতি স্মৃতিসিদ্ধঃ স্থূলদৃশাং নারায়ণশব্দার্থঃ। ভগবান্ মনু নারায়ণ শব্দের সাধারণ অর্থ যাহা তাহাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে দেখাইয়াছেন। ইহা স্থূল অর্থ। সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্ম অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন—"নরশব্দেন চরাচরাত্মকং শরীরজাতমুচ্যতে। তত্র নিত্য-সন্নিহিতাশ্চিদাভাসা জীবা নারা ইতি নিরুচ্যতে। তেষাময়নমাশ্রয়ো নিয়ামকোঽন্তর্যামী নারায়ণ ইতি। যমধি-কৃত্যান্তর্যামিব্রহ্মাণং শ্রীনারায়ণাখ্যমত্রাম্নায়ঞ্চাদীয়তে। তদনেন শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং বিশিষ্টং তত্ত্বমাদিষ্টং ভবতি।

নর শব্দের অর্থ চরাচরস্থ সমস্ত শরীর। সেই সমস্ত শরীরে নিত্যসন্নিহিত যে চিদাভাসরূপ জীব তাহাই নারা। যিনি জীবের আশ্রয়, নিয়ামক, অন্তর্যামী তিনিই নারায়ণ। সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মই নারায়ণ। এই শ্লোকে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিশিষ্ট তত্ত্ব যে পরমপদ তাঁহার কথাই বলা হইয়াছে। তত্ত্বমসি মহাবাক্যান্তর্গত তৎপদই পরংব্রহ্ম। ইনিই তম্পদবাচ্য জীবের বা নারার অয়ন বা অধিষ্ঠান।

ওঁকারই নারায়ণ তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন বুঝিলাম কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ?

নারায়ণকে আরও বলা হইতেছে অব্যক্তাৎপরঃ। অব্যক্ত হইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতির নাম শক্তি। ইনিই মায়া। শক্তি সর্ব্বদাই অব্যক্ত। যে গুলিকে আমরা কর্ম্ম নাম দিয়া থাকি তাহাই শক্তির ব্যক্তাবস্থা। শক্তি অব্যক্ত –যিনি কিন্তু মায়ার পরে, যিনি মায়াতীত, যিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র তিনিই নারায়ণ।

ব্রহ্মাণ্ড যাহা তাহা অব্যক্ত হইতে জাত। আত্মা হইতে, অব্যক্ত, শক্তি, তত্ত্ব, মায়া, ইহারা জাত। আবার অব্যক্ত শক্তি হইতে ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড জাত। ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তভাগে ভূর্ভুর্বস্বঃ মহ জন তপঃ সত্যাদি সপ্তলোক; ভূলোকে এই সপ্তদ্বীপা মেদিনী।

মেদিনীর সপ্তদ্বীপ কি কি ? দ্বীপত জল দ্বারা বেষ্টিত। সপ্তদ্বীপ কি সপ্তসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ?

স্কন্দপুরাণ-মাহেশ্বর খণ্ডান্তর্গত কুমারিকা-খণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে ৪০৫ পৃঃ সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্রগুলি পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ। দ্বীপ ও সমুদ্রের নাম যথা :—

(১) জম্বু দ্বীপ — ক্ষার বা লবণ সমুদ্র।
(২) শাক দ্বীপ — ক্ষীর সমুদ্র।
(৩) পুষ্কর দ্বীপ — সুরা ”
(৪) কুশ ,, — দধি ,,
(৫) ক্রৌঞ্চ ,, — ঘৃত ,,
(৬) শাল্মলী ,, — ইক্ষু ,,
(৭) গোমেদ বা প্লক্ষ — স্বাদুজল সমুদ্র।

কাহারও কাহারও ধারণা আছে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আজকালকার মত ব্রহ্মজ্ঞানী। কেহ বলেন তিনি শূন্যবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীর মত তিনি অবতার মানিতেন না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রূপক বলিয়া কোথাও ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আদিকর্ত্তা নারায়ণ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা জন্য দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণ অংশতঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমণিকাতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকাতে শ্রীভগবান্ জগৎসৃষ্টি ও জগৎস্থিতি

কিরূপে করেন তাহা স্পষ্টতঃ বিবৃত হইয়াছে। গীতাশাস্ত্র দ্বারা শ্রীভগবান্ তাঁহার জগৎরক্ষার কৌশলটি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। যথার্থতঃ জগতের অভ্যুদয় যাহাতে হয় তাহাতেই জীবের নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়। আমরা শাঙ্করভাষ্যের মূল ও বঙ্গানুবাদ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিতেছি।

স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্; ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস ॥

সেই মায়াময় ভগবান্ এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সৃজন করিয়া ইহার রক্ষা জন্য প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাদি, প্রজাপতি সমূহকে সৃষ্টি করেন, করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত যজ্ঞাদানাদি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। অতঃপর সনক সনন্দ সনাতনাদিকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান বৈরাগ্য বা শমদমাদিলক্ষণ যুক্ত নিবৃত্তি-ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন।

দ্বিবিধো হি বেদোক্তধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতু র্যঃ স ধর্ম্মঃ। ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেণ কালেনানুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ম্মেণাভিভূয়মানে ধর্ম্মে, প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে, জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যোবিষ্ণু ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মঃ তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাম্ ॥

বৈদিকধর্ম্ম দ্বিবিধ। (১) প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম (২) নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মটি জগতের স্থিতির কারণ।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতু যাহা তাহাই ধর্ম্ম। ইহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। দীর্ঘকাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ইহার বিকার করিয়া জীব বহুবিধ কামনায় জড়িত হয়। তখন বিবেকবিজ্ঞান হীন হইয়া পড়ে। ইহাতে অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম অভিভূত হয়। হইলে অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। তখন সেই আদিকর্ত্তা নারায়ণ বিষ্ণু জগতের রক্ষা ইচ্ছা করেন। করিয়া

তিনি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্বরক্ষা জন্য দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে কৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়া অংশতঃ জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা দ্বারাই বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষা হয়। বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষা হইলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আবার প্রচলিত হয়।

স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধ-মুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় শোক-মোহ-মহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ। গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

সেই ভগবান্ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য, তেজ দ্বারা সর্ব্বদা পূর্ণ। তিনি অজ, অব্যয়, ভূতেশ্বর, নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব হইয়াও ত্রিগুণাত্মিকা আপন বৈষ্ণবীমায়ারূপিণী মূল-প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া লোককে অনুগ্রহ করিবার জন্য আত্মমায়ায় যেন দেহবান্ মত হয়েন, যেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি সকল লোকের উপকার জন্য শোক-মোহ মহাসমুদ্র-নিমগ্ন শ্রীঅর্জ্জুনকে বৈদিক ধর্ম্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছিলেন। কারণ গুণবান্ লোক কর্তৃক গৃহীত এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম, বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। শ্রীভগবান্ যে ধর্ম্ম শ্রীঅর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতাশাস্ত্রে সপ্তশতশ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং তদর্থাবিষ্করণায়া-নেকৈর্ব্বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণ-মুপলভ্যাহং বিবেকতোঽর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।

এই গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদার্থের সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ অত্যন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়। ইহার অর্থ আবিষ্কার করিবার জন্য অনেকে ইহার অত্যন্ত বিরুদ্ধ এবং অনেকার্থ বিশিষ্ট পদ পদার্থ এবং বাক্যার্থ ও ন্যায় সমূহের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। ঐ সকল অর্থ বহুলোকে গ্রহণ করিতেছে ইহা উপলব্ধি করিয়া আমি শ্রীশঙ্কর বিবেকমত ইহার অর্থ নির্দ্ধারণ জন্য সংক্ষেপে ইহা ব্যাখ্যা করিতেছি।

তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণম্। তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্ম্মাদ্ভবতি। তথেমমেব গীতার্থধর্ম্মমুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদন ইত্যনুগীতাসু। কিঞ্চান্যদপি তত্রৈবোক্তং "নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী। যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তুষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্।" জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণমিতি চ। ইহাপি চান্তে উক্তমর্জ্জুনায় 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি।' অভ্যুদয়ার্থোপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদি-স্থান-প্রাপ্তিহেতুরপি সন্ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে। তথা চেমমর্থমভিজ্ঞায় বক্ষ্যতি—ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ইতি।

সংক্ষেপতঃ গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন সংসারের অত্যন্ত উপরম বা নিবৃত্তি। সংসার নিবৃত্তিই জীবের নিঃশ্রেয়স। সংসারের অত্যন্ত নিবৃত্তি, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান নিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতেই সাধিত হয়। গীতার এই ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া শ্রীভগবান্ অনুগীতাতে বলিয়াছেন "স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদন ইতি। ব্রহ্মণঃ পদং পূর্ব্বোক্তং নিঃশ্রেয়সং তস্য বেদনং লাভস্তত্র বিশিষ্টো জ্ঞাননিষ্ঠারূপেণ ধর্ম্মঃ সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মপদ জ্ঞাত হওয়া যায়। ঐ অনুগীতাতে আরও বলা হইয়াছে—

নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী।
যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তুষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্॥

বাগাদি-বাহ্যকরণ-ব্যাপার-বিরহিতত্বং তূষ্ণীং! কিঞ্চিদচিন্তয়ন্ ইতি অন্তঃকরণ ব্যাপারাভাবঃ।

যিনি একাসনে কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত ব্যাপার বিরহিত হইয়া কেবল ব্রহ্মভাবে যিনি অবস্থান করেন এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মে লীন থাকেন তিনি ধর্ম্মীও নহেন অধর্ম্মীও নহেন। সন্ন্যাসলক্ষণই জ্ঞান। ইহাই গীতা-শেষে অর্জ্জুনকে উপদেশ করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য

মামেকং শরণং ব্রজ” অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস লইয়া আমারই শরণাপন্ন হও।

অভ্যুদয় অর্থেও এই বলা যায় যে, যেটি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বিধান করা হইয়াছে। ইহা দেবলোক-প্রাপ্তির কারণ হইলেও যদি ইহা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় তবে ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্ম আচরণ করা হয় বলিয়া এই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি ঘটে। সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতা-প্রাপ্তি হয়।

ইহা তবে জ্ঞানোৎপত্তির হেতু। এই জন্য প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম দ্বারাও নিঃশ্রেয়স লাভ হয় ইহা প্রতিপন্ন হইল। শ্রীগীতাও ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।

কর্ম্ম সমূহকে ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ আমি কর্ম্মের কর্ত্তা নহি এই অহংশূন্য হইয়া সংযতচিত্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগিগণ কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধি জন্য কর্ম্ম করেন।

ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বঞ্চ বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোঽভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিষ্ট-প্রয়োজন সম্বন্ধাভিধেয়বদ্‌গীতা-শাস্ত্রম্। যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিরতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া। অত্র চ ধৃতরাষ্ট্র উবাচধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ-বিশিষ্ট এই দুই প্রকার বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা মুক্তি এবং বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম নামক পরমার্থ তত্ত্ব লাভ হয়। ইহাই পৃথকরূপে অভিব্যক্ত করিয়া প্রয়োজন সম্বন্ধ অভিধেয় এই অনুবন্ধত্রয় বিশিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র এই সমস্ত বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

যেহেতু গীতার অর্থ জানিলে সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় সেইজন্য আমি শ্রীশঙ্কর গীতার অর্থ প্রকাশে যত্ন করিতেছি।

আমরা উপসংহারে এই মাত্র বলি যে, শ্রুতি বলেন আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। সেইজন্য আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য সমূহ শ্রবণ করিতে হইবে তাহার পর আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য সমূহ কিরূপে নিষ্পন্ন হইল তাহার বিচাররূপ মনন

করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে যোগশাস্ত্র-প্রদর্শিত পথে আত্মার নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিতে হইবে। তবেই হইল—শ্রবণ-মননাদি-সাহায্যে আত্মদর্শন হইবে। আত্মদর্শনও যাহা, পরমপদ লাভও তাহাই। ইহাই মুক্তি। আমরা বাশিষ্ঠ গীতায় বিবিদিষা ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীর সাধনার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছি। অজ্ঞানের নাশ ভিন্ন জ্ঞানের প্রকাশ আমাদের নিকট অসম্ভব। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। অজ্ঞানই ইহার আবরক। এই অজ্ঞান নিবারণ জন্যই সাধনা। প্রথমে চিত্তশুদ্ধি জন্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ আবশ্যক। কিন্তু বিহিত কর্ম্ম গ্রহণ না করিলে নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ হয় না। আবার বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাপ-সংস্কার নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে। সেইজন্য পাপ-ক্ষয় জন্য প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ, বিহিত কর্ম্ম গ্রহণ ও প্রায়-শ্চিত্ত দ্বারা চিত্ত, উপাসনার উপযোগী হয়। উপাসনা করিতে করিতে চিত্ত একাগ্রভূমি লাভ করে। ইহার পরে জ্ঞানের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানানুষ্ঠান জন্য নিত্য কি অনিত্য কি, ইহার বিচারই প্রথম। এই বিচার দ্বারা আত্মাতে ভোগেচ্ছাবৈরাগ্য জন্মিবে। তখন শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান-রূপ ষট্‌সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়। এইরূপ হইলে দৃঢ়ভাবে মুক্তিইচ্ছা জন্মে। তখন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিতে হয়। ইহা দ্বারা আত্ম-জ্ঞান জন্মে; পরে বাসনাক্ষয়, তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশ সমকালে অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত যখন ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া গিয়া আপনি আপনি স্বরূপ পরমপদে স্থিতি লাভ করে, তখন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে সঞ্চরণ আয়ত্তাধীন হইয়া যায়। ইহাই জীবন্মুক্তি।

জীবন্মুক্তিই প্রয়োজন। আধুনিক আচার্য্যগণ ষড়্‌দর্শনের যে সমস্ত বিরোধ প্রদর্শন করিয়া এক এক বাদ স্থাপন করিয়াছেন—যেমন শ্রীমৎ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শ্রীমৎ মাধ্বের স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ, শ্রীমৎ জীবগোস্বামীর অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ, শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই সমস্ত বাদাবাদের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে এইখানে এই মাত্র বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ষড়্‌দর্শনগুলি অধিকারী অনুসারে জ্ঞানলাভের ক্রম মাত্র। প্রথমং স্থূলমারভ্য শনৈঃ সৌক্ষ্ম্যং ধিয়া নয়েৎ। স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানং ক্রমাৎ সূক্ষ্মে নিবেশয়েৎ। স্মৃতি এই যাহা বলিলেন, ষড়্‌দর্শনেও সেই ক্রম। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা ব্যবহারিক তত্ত্বজ্ঞান মাত্র। ইহার সাহায্যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তত্ত্ব মূলে একটিই। কিন্তু স্থূলে বহু

হইতে পারে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যেরূপ অধিকারীকে যেরূপ জ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন তদপেক্ষা উচ্চ অধিকারীকে উচ্চ-জ্ঞানের কথা উপদেশ করিতেছেন। ইঁহাদের প্রদর্শিত জ্ঞান ব্যবহারিক জ্ঞানের তুলনায় পারমাথিক হইলেও, ইহা বেদান্ত-প্রদর্শিত পূর্ণ পারমার্থিক জ্ঞানের নিম্নভূমিকা মাত্র।

সেইজন্য ভগবান্ জৈমিনীর কর্ম্মমীমাংসার পর বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মমীমাংসার কথা আছে। জগৎ নাই, মায়া নাই, ব্রহ্ম যিনি তিনি মায়াতীত, আপনি আপনি ভাব, ইহাই বেদান্তদর্শনের শেষ কথা। ব্রাহ্মীস্থিতির কথা মুখে বলা যায় না, কিন্তু ইহাতে স্থিতিলাভ করা যায়। যেমন সুষুপ্তি কি, বলিয়া বুঝান যায় না, কিন্তু সুষুপ্তিতে স্থিতিলাভ করা যায়, ইহাও সেইরূপ। সুষুপ্তিতে কি থাকে কি না থাকে, তাহা লইয়াই আধুনিক আচার্য্যদিগের ভেদাভেদ, তর্ক উঠিয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্য ভেদাভেদ, কি অভেদ, কি ভেদ ইহা নিষ্প্রয়োজন; কারণ, সুষুপ্তিতে যখন স্থিতিলাভ করা যায়, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তখন স্থিতিভাবকে বুদ্ধিগম্য করিবার চেষ্টায় কোন ফল নাই। সে চেষ্টাও অসম্ভব। স্থিতিলাভ কি, বুঝিতে যাওয়া অপেক্ষা যাহাতে স্থিতিলাভ করা যায়, তাহাই কর্ত্তব্য।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব, ভগবান্ বাল্মীকি, ভগবান্ ব্যাসদেব যে আপনি আপনি ভাবরূপ পরমপদে স্থিতিলাভের কথা শ্রুতিমত উপদেশ করিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্কর গীতাভাষ্যে তাহাই বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীগীতার ইহাই তাৎপর্য্য।

আমরা শাস্ত্রবিশ্বাসে এখানে যাহা বলিলাম, যদি তাহাতে কোন ত্রুটি থাকে, তাহার ক্ষালন জন্য শ্রীভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তিনি প্রসন্ন হউন, ইহা ভিন্ন আমাদের অন্য প্রার্থনা কি আছে? তিনি অগতির গতি, তিনি ভিন্ন আমাদের গতি নাই।

হে প্রভু! হে দয়াময়! তুমি যে মঙ্গলময়, তুমি যে সর্ব্বমঙ্গলাধার, তুমি যে জগন্মঙ্গল—ইহাই আমাদের অনুভবে আনিবার চেষ্টায় আমাদিগকে সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত কর, করিয়া পরমপদে আশ্রয় দান কর, ইহাই আমাদের শেষ নিবেদন।

কলিকাতা,
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শকাব্দা ১৮৩৫। } গ্রন্থালোচক।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম্ এ, সম্পাদিত—

শ্রীগীতা—

তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে বাশিষ্ঠ গীতাও দেওয়া হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ আনা।

কাশীধামের স্বামী প্রণবানন্দ পরমহংস লিখিয়াছেন ;—

রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমূল্যনিধি আমায় দি'চ্চ, এর তুলনা নাই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদের যত রকম ভাষ্য টীকা আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা যা আমার চ'খে পড়েচে,—তোমার দয়ার কাছে তাঁদের দয়া আমার অন্তরে হীনপ্রভ হয়েচে। তাঁরা সংস্কৃত লিখে আমার বোধের অগম্য করে রেখেচেন ; কিন্তু তোমার গীতা যেমন সরল, তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভরা। এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে, তোমার গীতাই গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেচেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি সুন্দর, অনুবাদের ভাষা অতি সরল ও সুপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বিখ্যাত ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

একটু একটু মনে পড়ে, ৺পিতৃদেব বহু চেষ্টা করিয়া একখানি হাতের লেখা গীতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে আজ পঞ্চান্ন বৎসরের কথা। ইদানীং পৃথিবীময় গীতার ছড়াছড়ি, এমন সভ্য ভাষা নাই, যাহাতে গীতা অনূদিত না হইয়াছে। সভ্যজগতের বহু স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত সংখ্যক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পণ্ডিতদ্বয় দামোদর মুখোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ সুগোছ ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল ; এবং এই দুইখানি পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু "উৎসব" অফিস হইতে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীতা সংস্করণ বাহির হইতেছে, তাহার নিকট সকলকে হেঁটমুণ্ড হইতে হইবে। এই বিরাট্ গ্রন্থে যে প্রকার সুপ্রশস্ত ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে, তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্য মজুমদার মহাশয়! হৃদয়ের ভক্তির প্রাখর্য্য না থাকিলে, লেখনী হইতে এবংবিধ অমৃতময় কথা-লহরী বাহির হইতে পারে না। এরূপ পুণ্যবান্ লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয় ; কখন সাক্ষাৎ পাইলে, নিশ্চয়ই পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব।

শোভাবাজারের ৺মহারাজা বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

আপনার প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গানুবাদ ও ভাষা সরল ও সুমিষ্ট ; গীতার তত্ত্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্যবোধের সহিত সহজ ভাষায় লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে, অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই গীতা পাঠে দুর্ব্বোধ্য গীতার গূঢ়মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সকলকে এই গীতা পাঠ করিয়া দেখিতে বিশেষ অনুরোধ করি ; যাঁহাদের অদৃষ্ট শুভ, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এ কার্য্যে আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা ও ভাবুকতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে আপনাকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। জগতে আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণই ধন্য। গ্রন্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মেয়েদের—সকলেরই পড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। এরূপভাবে বঙ্গভাষায় গীতা আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই।

ভদ্রা—মহাভারতীয় সুভদ্রা-চরিত অবলম্বনে সামাজিক উপন্যাস। বিবাহ-জীবনের নব অনুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়া দেখাইতেছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। প্রতি যুবকের পাঠ করা উচিত। মূল্য ১।০।

কৈকেয়ী—মানুষ আপনা হইতে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের মূল। দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া পবিত্র হইতে পারেন—রামায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে। কাম ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী ও কৌশল্যা-চরিত্র ধরিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। না কাঁদিয়া পড়া যায় না। মূল্য ।০ আনা।

ভারতসমর বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়—মূল মহাভারত, কালীসিংহের অনুবাদ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। অতি উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৸০ আনা।

সাবিত্রী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—সর্ব্বজন-প্রশংসিত এই পুস্তক প্রতি স্ত্রীলোকের পাঠ করা উচিত। সাবিত্রী সত্যবানের চরিত্র এরূপ ভাবে দেখান হইয়াছে যে, যত বার পাঠ করা যায়, ততবারই আবার পড়িতে ইচ্ছা করে। বহুজনে ইহার ভাষা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা।

উৎসব—মাসিক পত্র ৮ম বৎসর চলিতেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—আজকালকার কোন পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বঙ্গবাসী বলেন,—এতদিনে হিন্দুর পাঠ্য মাসিক পত্রিকা দেখিলাম। যেমন বিষয়-বৈচিত্র্য, তেমনি লেখার কৌশল। বাজে কথা, বাজে গল্প একবারে নাই। যাহাতে জীবনে উপকার হয়, সাধনা হয়, তাহা জ্বলন্ত ভাষায় মধুর করিয়া লেখা। মূল্য বার্ষিক ১৷৷০ মাত্র। আর এক সুবিধা, যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা ঋগ্বেদসংহিতা, মাণ্ডূক্য উপনিষদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ—এই চারিখানি পুস্তক কাগজের সঙ্গে সঙ্গেই পাইতে থাকিবেন।

প্রাপ্তি-স্থান—উৎসব-অফিস্, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।